মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্

কুলাবধূত শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ ভারতী বিরচিত টীকা

এবং

তন্ত্রজ্ঞপ্রধান কুলাবধূতাচার্য্য

৺বৃদ্ধ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ

শ্রীমৎপূর্ণানন্দ তীর্থনাথ কৃত অনুবাদ

ও টিপ্পনী সমেত।

এবং তদাত্মজ

সাধকপ্রবর কুলাবধূতাচার্য্য—

৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন কর্ত্তৃক

বহুতন্ত্রমত-সন্নিবেশে বিশদীকৃত

পরিবর্দ্ধিত ও সম্পাদিত।

কলিকাতা

৩১ নং, শিবঠাকুরের লেন।

শ্রীমিহির কিরণ ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক।

১৩২০।

দক্ষিণা ৬৲ ছয় টাকা মাত্র।

কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীপূর্ণানন্দ তীর্থনাথঃ।
পণ্ডিত ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার
নাম্না প্রসিদ্ধঃ।
৭১ বর্ষ বয়ঃক্রম। শকাব্দাঃ ১৮২০।

PRINTED BY U RAY & SONS.

বিজ্ঞাপন।

বড়ই সাহস পূর্ব্বক মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পুনঃপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যদিও এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, যে ইহা শেষ না করিয়া নিবৃত্ত হইব না, তথাপি এই দীর্ঘকালে কতই যে বাধা বিঘ্ন পড়িতে পারে, সে বিষয়ে ও আশঙ্কিত থাকা আশ্চর্য্যের কথা নহে। এদিকে শরীরও ক্ষণভঙ্গুর কখন্ কাহার অদৃষ্টে কিরূপ অবস্থা ঘটে তাহা পূর্ব্বক্ষণে অনুমান করা দুঃসাধ্য। যাহা হউক পরম কারুণিক সদাশিব, যিনি মানবের কল্যাণের নিমিত্ত সমুদায় তন্ত্রশাস্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন, করুণাময়ী জগন্মাতা দেবী ভগবতী একমাত্র জীবনিস্তারের নিমিত্ত জীবনিস্তারের উপায় স্বরূপ প্রশ্ননিচয় দ্বারা মুক্তিমার্গের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদেরই করুণা বলে অদ্য সহাস্য বদনে সম্পূর্ণ গ্রন্থ লইয়া গ্রাহক-বর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ হইতে অযথা বিলম্ব হইয়াছে, ইহা আমরা অকপটে স্বীকার করি। গ্রাহকগণও নানারূপ সংশয়ে বিচলিত হইয়া আমাদের নিকট ভূরি ভূরি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহারা এই বিলম্বের জন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

অবশ্যই আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক এইরূপ অযথা বিলম্ব করিয়া গ্রাহকদিগকে চিন্তিত করি নাই। প্রথমতঃ বিষয় কিরূপ দুরূহ, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। এক এক স্থলে এক একটি বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য কাল ব্যয় হইয়াছে, প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় কোন বিষয় কল্পনা করিয়া সংযোজিত করিতে সাহস করি নাই। দ্বিতীয়তঃ আমাদের নিজের প্রেস্ বা ছাপাখানা নাই, অতএব অন্য ছাপাখানার সুবিধা অসুবিধাও এস্থলে একটি বিশেষ কারণ। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমরা কোন অর্থবান্ ব্যক্তির সাহায্য লইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই এবং শেষ পর্য্যন্তও সেইরূপ সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা পর্য্যন্ত করি নাই। এরূপ অবস্থায় গ্রাহকবর্গ আমাদের এই বিলম্বের কারণ বিচার করিয়া বিবেচনা করিবেন।

আমরা ইতিমধ্যে ইংরাজিতে অনুবাদিত একখানি মহানির্ব্বাণতন্ত্র উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার অনুবাদক রূপে আর্থার্ এবেলন্ নাম দৃষ্ট হইল।

৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অনুবাদ ও টিপ্পনী সমেত এই সংস্করণের পূর্ব্ব সংস্করণ মহানির্ব্বাণতন্ত্রের অনুবাদই এই ইংরাজি অনুবাদ। উক্ত অনুবাদক মহোদয় তাঁহার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, আমার অবলম্বন স্বরূপে ৺বৃদ্ধ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত অনুবাদ ও টিপ্পনী সমেত মহানির্ব্বাণতন্ত্রই গ্রহণ করিয়াছি। পরে উক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নামের পূর্ব্বে 'বৃদ্ধ' এই কথাটি লিখিবার তাৎপর্য্য কি, তাহার ব্যাখ্যা স্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নামে আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। পাছে তাঁহাতে ও এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের টিপ্পনী সমেত অনুবাদক তর্কালঙ্কার মহাশয়েতে লোকের একই পণ্ডিত বলিয়া ভ্রম হয়, সেই জন্য ইনি ইঁহার এই নামের পূর্ব্বে 'বৃদ্ধ' বসাইয়া প্রভেদ বুঝাইয়া দিয়াছেন। ফলতঃ এবিষয়ে উক্ত প্রকাশক মহোদয় সবিশেষ প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ অন্য পণ্ডিত ছিলেন না। সেই পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতই এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের অনুবাদক ও টিপ্পনীকারক। ইনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন, এবং পরে অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন। ইনি বিষ্ণুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, কল্কীপুরাণ প্রভৃতি পুরাণগ্রন্থ প্রথম প্রচার করেন, ইনি পরিদর্শক পত্রিকা প্রকাশ করেন; পুরাণ-প্রকাশ যন্ত্রালয় ও কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রালয়ের ইনিই স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ইঁহারই কৃত সটীক চণ্ডকৌশিকী গ্রন্থ, এম, এ'র পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরেকে সংস্কৃতশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া কতই যে অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন, এবং কতই শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন তাহার তালিকা এস্থলে দেওয়া অসম্ভব। এই প্রসিদ্ধ ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় সংসারের কুটিলতায় বিরক্ত হইয়া লোকালয় হইতে অপসৃত হইয়া কেবল মাত্র সাধন মার্গে নিরত হন। এই সময় লোকালয়ে এই প্রবাদ প্রচারিত হইয়াছিল যে, উক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় দেহরক্ষা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় পূর্ব্বে এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রথম সংস্করণ প্রচার করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার সাধনাকালে নানা তন্ত্রশাস্ত্র ও অন্যান্য বহুবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং সাধনা দ্বারা তত্তং বিষয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য ও প্রয়োগাদিরও সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যের সহিত সাধনার সমাবেশ হওয়াতে তাৎপর্য্য গ্রহণে তাঁহার সমধিক শক্তি বৃদ্ধিও হইয়া-

ছিল। যোগজজ্ঞান, আগমজ জ্ঞান, ও বিবেকজ জ্ঞান এই ত্রিবিধ জ্ঞানেরই ন্যূনাধিক উন্মেষ হইয়াছিল। এইরূপ বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতার বিশেষত্ব জ্ঞাপন করাইবার জন্যই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয় উক্ত সংস্করণে নামের পূর্ব্বে 'বৃদ্ধ' এই কথাটি সংযোজিত করিয়াছিলেন এবং এতদ্বারা প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণ যে সমধিক উপাদেয় ও অভ্রান্ত হইয়াছে ইহা জ্ঞাপন করাই উক্ত 'বৃদ্ধ' পদ বসাইবার তাৎপর্য্য।

এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লোকের যাহা যাহা আবশ্যক হইতে পারে, সেরূপ সমস্ত বিষয়ই বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার, দায়তত্ত্ব, শৌচাশৌচ বিচার, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি, সামাজিক, ও পারিবারিক নিয়ম প্রভৃতি লৌকিক আবশ্যকীয় বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া পারত্রিকে মুমুক্ষু ব্যক্তির পরমব্রহ্ম সাধন পর্য্যন্ত সকল বিষয়ই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এই একখানি তন্ত্র পাঠ করিলে একই স্থানে সকলে সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারিবেন।

তন্ত্রভেদে বা অন্যান্য শাস্ত্রভেদে অনেক স্থলেই ব্যবস্থাভেদ দৃষ্ট হয়। পাঠকবর্গ সেইরূপ স্থলে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। কোন্ পথে চলিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিতে পারেন না। এই অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত ইহাতে টিপ্পনী সংযোজিত হইয়াছে। নানা তন্ত্রশাস্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি হইতে বিরুদ্ধ বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া তাহার বিচার ও মীমাংসা ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। যে যে স্থলে সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা বা যে যে স্থলে মতভেদ উপস্থিত হইতে পারে, সেই সেই স্থলেই টিপ্পনীতে তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব এই টিপ্পনী সমেত মহানির্ব্বাণতন্ত্র পাঠ করিলে অন্যান্য বহুশাস্ত্র পাঠেরই ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সন্দেহ নিরাসের জন্য অন্য শাস্ত্র দেখিবার প্রয়োজন হইবে না, অথবা অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবারও আবশ্যক হইবে না। তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে নানা লোকের নানারূপ ভ্রান্তিমূলক ধারণা আছে, এবং নানারূপ কুসংস্কারও আছে। টিপ্পনী সমেত এই গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে সে সকল ধারণা দূরীভূত হইয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমাদের এই ভারতবর্ষে ব্যাকরণ বা শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের অভাব নাই। কিন্তু কেবল ব্যাকরণ বা শব্দশাস্ত্রজ্ঞানে তন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া একপ্রকার হঠকারিতা ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। গুরূপদেশ, সাধনা এবং

পাণ্ডিত্যের একত্র সমাবেশ হইলেই সেই স্থলে তন্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইবার আশা করা যায়। ভৈরবডামরে কথিত আছে যে,—

তন্ত্রার্থং শাস্ত্রব্যুৎপত্ত্যা জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ পুমান্।
স এবাজ্ঞো বিজানীয়াদুলূক ইব ভাস্করং॥

অর্থাৎ সাধারণতঃ অন্যান্য শাস্ত্রব্যুৎপন্ন কোন পণ্ডিত যদি তাঁহার সেই ব্যুৎপত্তির বলে তন্ত্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পেচক যেমন সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি অবগত আছে, সেইরূপ সে তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে অন্ধ হইয়াই থাকিবে। বস্তুতঃ কেবল পাণ্ডিত্যের বলে তন্ত্রশাস্ত্র ব্যাখ্যা করা যায় না।

দুঃখের বিষয় অধুনা তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা একপ্রকার লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। দেখা যায় যিনি পণ্ডিত, তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করেন না, কিন্তু অন্যান্য লৌকিক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া লোকসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করেন। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে যদি বা কেহ সাধনার পথে অগ্রসর হয়েন, তাঁহার হয়ত তাদৃশ শাস্ত্রব্যুৎপত্তিই নাই। এইরূপে দৃষ্ট হয়, যে পাণ্ডিত্য ও সাধনার একত্র সমাবেশ একান্ত দুর্লভ। পূজ্যপাদ ৺তর্কালঙ্কার মহাশয় একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, এবং তিনি গুরূপদেশ ও সাধনার বলে আপনাকে বলীয়ান্ করিয়াছিলেন। তৎসঙ্গে অপ্রতিহত অধ্যবসায়ের সহিত নানা তন্ত্রশাস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক একাগ্রমনে, এমন কি সংসারকেও উপেক্ষা করিয়া তদ্বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার উপদেশ বা ব্যাখ্যা যে ত্রিদিবত তীর্থের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই নিমিত্ত বহুলোকের আগ্রহাতিশয্যেই আমরা এই সংস্করণের প্রচার করিলাম।

এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসে ব্রহ্মের সাধনা উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ণাভিষেক কালে প্রায় সর্ব্বত্রই এই ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা এই ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ পাইয়া থাকেন, তাঁহারাই কুলাচারী বা কৌলপদবাচ্য হয়েন। অবশ্য সম্প্রদায় বিশেষে এইরূপ ব্রহ্মমন্ত্র দেওয়া হয় না। তাঁহারা বামাচারী বা সিদ্ধান্তাচারীর অন্তর্গত। কোন কোন সম্প্রদায়ে কুলার্ণবের সগুণ-ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশও দিয়া থাকেন।

বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক ৺মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী পাঠ

করিলে তিনি যে এইরূপ কুলাচারী ছিলেন, তাহা অনুমিত হয়। উক্ত তৃতীয় উল্লাসে ব্রহ্মের পঞ্চরত্নস্তোত্রের পর কথিত হইয়াছে যে,—

প্রদোষেঽদঃ পঠেন্নিত্যং সোমবারে বিশেষতঃ।
শ্রাবয়েৎ বোধয়েৎ প্রাজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠান্ স্ববান্ধবান্॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এই স্তোত্র পাঠ করিবে। বিশেষতঃ জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতি সোমবার এই স্তোত্রের মর্ম এবং ব্রহ্মের স্বরূপ বন্ধুবান্ধবদিগকে শ্রবণ করাইবেন ও বুঝাইয়া দিবেন। এই বচনের তাৎপর্য্যানুসারেই ৺মহাত্মা রামমোহন রায় বন্ধুবান্ধবগণকে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত বিধানানুসারে প্রথম প্রথম সোমবারেই ব্রাহ্মমন্দিরে অধিবেশন হইত। পরে সকলের সুবিধার নিমিত্ত উক্ত সোমবার পরিবর্ত্তিত করিয়া রবিবার অধিবেশন দিবস নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ইহার তৃতীয় উল্লাসে ব্রহ্মের সাধনা কথিত হইয়াছে, এবং ইহার অন্তর্গত পঞ্চরত্ন শ্লোক বিশেষ সমাদরের সহিত ব্রাহ্মসভায় পঠিত হইয়া থাকে। তন্ত্রদ্বেষী কতিপয় ব্যক্তি এই সকল ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে এবং সদাশিবের কথিত কি না, তদ্বিষয়ে নানারূপ কূট যুক্তির অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পরবর্ত্তীকালে এই তন্ত্র লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বা আরও সাহস পূর্ব্বক বলেন যে, এই তন্ত্র উক্ত মহাত্মা স্বয়ং অথবা পণ্ডিতবর্গ দ্বারা সঙ্কলন করাইয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মশাস্ত্রমূলক, অতএব ইহা প্রামাণিক। প্রতারণা পূর্ব্বক এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার জন্য উক্ত মহাত্মা ইহা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ৺রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় সত্যপরায়ণ ও সাধুপ্রকৃতির মহাত্মাকে এইরূপ প্রকারান্তরে প্রতারকরূপে প্রতিপন্ন করা বড়ই দুঃসাহসিকতার কার্য্য। বস্তুতঃ ইহা দ্বারা সমালোচকেরই সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মসাধনা বা ব্রহ্মমন্ত্র প্রভৃতি অন্য কোন তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল ইহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ৺রাজা রামমোহন রায়ের মুখেই এই তন্ত্রের কথা প্রথম এতদ্দেশে প্রচারিত হয়। এই সকল কারণে উহা যে নিতান্ত আধুনিক এবং তাঁহারই কৃত, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। বিশেষতঃ ইহাতে বিধবা বিবাহের বিধিও দৃষ্ট হয়। এই সকল দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের

অনুকূলেই তন্ত্রখানি রচিত। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পরবর্ত্তী কালেই যে ইহা হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

বস্তুতঃ এই সকল যুক্তি নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক। যিনি কখনও তন্ত্রশাস্ত্র দেখেন নাই, তিনি কেবল বলিতে পারেন যে ব্রহ্মসাধনা বা ব্রহ্মমন্ত্র অন্য কোন তন্ত্রে নাই। পরন্তু আমরা দেখিয়াছি, কুলার্ণব তন্ত্রে ব্রহ্মমন্ত্র ও ব্রহ্মসাধনা আছে। এবং প্রায় সকল তন্ত্রেই ব্রহ্মের বিষয় উল্লেখ আছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই প্রকাশিত খণ্ড চতুর্দ্দশ উল্লাসে সম্পূর্ণ. তাহার মধ্যে কেবল তৃতীয় উল্লাসেই ব্রহ্মের সাধনা কথিত হইয়াছে। অন্যান্য সমুদয় উল্লাসেই হিন্দুর দেব দেবীর, পূজা, প্রতিষ্ঠা, সংস্কারাদি, আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিকূল বিষয়ে পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ। ইহাতে সর্ব্বসমেত ২৫২১ শ্লোক দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্যে এক শত চুয়াল্ল শ্লোক মাত্র ব্রহ্ম বিষয়ে কথিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুকূল এই কয়েকটি শ্লোক মাত্র যে গ্রন্থে রহিয়াছে এবং তাহার প্রতিকূলে হিন্দুর দেব-দেবী পূজা ও অন্যান্য কর্ত্তব্য বিষয়ক প্রায় আড়াই হাজার শ্লোক যাহাতে রহিয়াছে, সেই গ্রন্থে কি কোন আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ত্তৃক অথবা তাঁহার ইচ্ছানুসারে রচিত হইতে পারে? বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শাস্ত্রেই ব্রহ্মের উল্লেখ আছে। তত্তৎস্থলও কি আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের পরবর্ত্তী কালে লিখিত বলিতে হইবে? এবং ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যকেও নবীন বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে। প্রকৃত কথা যাহাই হউক, এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বিষয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নিকট প্রথম শ্রুত হওয়া যায়, এই রূপই প্রচারিত আছে। তাহার জীবনী পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে কিছু দিন ধরিয়া তাঁহার সহিত আমাদের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নিচয়ের অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। সেই সময়ে ৺ রামমোহন রায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অন্যান্য প্রামাণিক বচনের সহিত ভূরি ভূরি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়েরাও প্রমাণের প্রয়োগে পশ্চাৎপদ ছিলেন না, কিন্তু ৺ রামমোহন রায় তাঁহাদের অবলম্বিত কয়েকটি শাস্ত্রকে আধুনিক রূপে প্রতিপন্ন করিয়া অতীব দম্ভের সহিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তদানীন্তন পণ্ডিতগণ পরন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন না যে, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রও আধুনিক। বোধ হয় তাঁহারা অবগত ছিলেন যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র আধুনিক নয় এবং এই জন্যই তাঁহারা

সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মভীরু ছিলেন, ভণ্ড ছিলেন না, অথবা শাস্ত্র নিন্দা করিতে তাঁহাদের সাহস হয় নাই। নূতনত্ব প্রচারের জন্য অধুনাতন পণ্ডিতাভিমানীগণের কোন কার্য্যেই সাহসের অভাব নাই।

বিধবা বিবাহের বিধি দৃষ্ট হয় বলিয়া এই তন্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের রচিত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে না। তাহা হইলে ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের পক্ষে যে যে শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, সেই সেই শাস্ত্র আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। অতএব এজন্য চিন্তার আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ এই তন্ত্রে বৈধব্য আচরণেরই ফলশ্রুতি অধিক দৃষ্ট হয়।

এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ফলশ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।

পাতালচক্রং ভূচক্র-জ্যোতিশ্চক্রসমন্বিতম্।

পর দ্ধমস্য যো বেত্তি স সর্ব্বজ্ঞো ন সংশয়ঃ।

অর্থাৎ এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে পাতালচক্র, ভূচক্র, ও জ্যোতিশ্চক্র আছে, যিনি (পূর্ব্বার্দ্ধ পাঠ করিয়া) সেই উত্তরার্দ্ধ জ্ঞাত হয়েন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন. উত্তরার্দ্ধ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পূজ্যপাদ ৺তর্কালঙ্কার মহাশয়, এই তন্ত্রের প্রথম সংস্করণ কালে উত্তরার্দ্ধের প্রাপ্তির আশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও তাহা প্রাপ্ত না হইয়া, ঐ উত্তরার্দ্ধের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান যে সকল ব্যক্তি উপরোক্ত বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাঁহারা সহসাই বলিতে পারেন, উপরোক্ত বচন কেবল সাধারণকে ভ্রান্তপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকার কর্ত্তৃক বুদ্ধি পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ উত্তরার্দ্ধ নাই, এবং যে তন্ত্রের একার্দ্ধ লুপ্ত হইয়াছে, সেই তন্ত্র যে বহু প্রাচীন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! সাধারণের মনে এই ধারণা করাইবার জন্যই এই বচন দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তির ধারণা এই যে, উত্তরার্দ্ধ নাই, এবং ইহার কখনও অস্তিত্ব ছিল না। এই সকল প্রতিকূলবাদীগণ সহসা যদি সম্মুখে উত্তরার্দ্ধ দেখিতে পান, তাঁহারা কি বলিবেন বলিতে পারি না। সে অংশ রচনার সম্মানই বা কাহার উপর অর্পণ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

প্রকৃত কথা এই যে, আমরা একাধিক স্থলে উত্তরার্দ্ধের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং ঐ খণ্ডে যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয় একাধিক ব্যক্তির মুখে শুনিয়া বিশেষ ধারণা হইয়াছে, যে, প্রকৃতই তত্তৎ স্থলেই এই গ্রন্থ আছে। নচেৎ তাঁহাদের মুখে অন্তর্গত বিষয় সমুদায়ের ঐক্য হইত না। সম্প্রতি একজন প্রসিদ্ধ ইয়োরোপীয় পণ্ডিত এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি কোন নেপালী পণ্ডিতের হস্তে এই পুস্তক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত পণ্ডিত ঐ গ্রন্থের অংশবিশেষ দিতে আপত্ত করায়, তিনি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। এবং অন্যত্র সেই পুস্তকের অনুসন্ধান পাইয়াছেন। ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। আমাদের দেশের ক্ষমতাবান ব্যক্তির সেদিকে দৃষ্টি নাই, সে অধ্যবসায় নাই, এবং সে উৎসাহও নাই। আমরাও ইহা সংগ্রহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু অর্থবল না থাকায় কৃতকার্য্যতায় তৎপর হইতে পারিব কি না, সন্দেহ।

যাহা হউক, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে উক্ত তন্ত্র আধুনিক নহে, এবং কথিতরূপ রচিত নহে। আর একটি সন্দেহের কারণ এই যে উক্ত তন্ত্রে কলিযুগ বর্ণনাস্থলে "কলিযুগ উপস্থিত" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা অনুমিত হয় যে অন্ততঃ এই কলিযুগে ইহা রচিত। উত্তরে আমরা বলি শ্বেতবরাহ কল্পের আদি কলিযুগে ইহা কথিত। এবং সদাশিব যাহার বক্তা তাহাতে ভবিষ্যদ্ঘটনার উল্লেখ থাকা আশ্চর্য্য নহে। যাঁহারা আপ্তবাক্য বলিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই সকল যুক্তি নিশ্চিতই নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে। এই বিবেচনায় এইস্থানে বিরত হইলাম। বলা বাহুল্য ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করি নাই। অলমতিবিস্তরেণ। ইতি তারিখ ৪ঠা কার্ত্তিক সন ১৩২০ সাল।

বিনীত

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন।

সম্পাদক।

নির্ঘণ্ট পত্র।

চতুর্থ উল্লাস।

[১১৪—১৪৪ পৃষ্ঠা। শ্লোক ১০৬।]

পঞ্চম উল্লাস।

[১৪৫—২৪১ পৃষ্ঠা। শ্লোক ২১৮।]

ষষ্ঠ উল্লাস।

[২৪২—৩১৮ পৃষ্ঠা। শ্লোক ২০০।]

সপ্তম উল্লাস।

[৩১৯—৩৪২ পৃষ্ঠা। শ্লোক ১১১।]

দশম উল্লাস।

[৫০১—পৃষ্ঠা। শ্লোক ২১২]

আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ, অন্ত্যেষ্টি ও প্রেতশ্রাদ্ধাদি ৫০১।৫৩৪

একাদশ উল্লাস।

[৫৬৭—৬২২ পৃষ্ঠা। শ্লোক ১৭০।]

দ্বাদশ উল্লাস।

[৬২৩—৬৭৮ পৃষ্ঠা। শ্লোক ১২৯]

ত্রয়োদশ উল্লাস ।

[৬৭৯—৭৫৫ পৃষ্ঠা । শ্লোক ৩১০ ।]

চতুর্দ্দশ উল্লাস।

[৭৫৬—৯১০ পৃষ্ঠা। শ্লোক ২১১।]

।নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্ত।

কুলাবধূতাচার্য্য শ্রীজ্ঞানানন্দ তীর্থনাথঃ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন

নাম্না প্রসিদ্ধঃ।

জন্মতারিখ শকাব্দাঃ ১৭৮৯।৫।১১।

শকাব্দাঃ ১৮৩৫।৯।৫।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

প্রথমোল্লাসঃ।

ওঁ

গিরীন্দ্রশিখরে রম্যে নানারত্নোপশোভিতে।
নানাবৃক্ষলতাকীর্ণে নানাপক্ষিরবৈর্যুতে ॥ ১ ॥

টীকা।

কৃত্বা হৃদ্যাগ্রাম্বমেয়শক্তিঃ সদাশিবঃ প্রেরিত আদিশক্ত্যা।
জগাদ সেতুং কুলবারিরাশে-র্নির্ব্বাণতন্ত্রং মহতা সমস্তম্॥
স্মারং স্মারং পরং ব্রহ্ম নামং নামঃ গুরোঃ পদম্।
নিরপেক্ষং বচঃ শম্ভোর্বিবৃণোমি যথামতি॥

বেদাদিবোধিতসমস্তপুণ্যকর্ম্মোচ্ছেদকাতিনিন্দিতানন্তপাপকর্ম্মপ্রবর্ত্তককলিযুগাগমনে সতি পরমাত্মচিন্তনাদ্যননুরক্তানাং নানাবিধপাপকর্ম্মপ্রসক্তানাং নরাণাং কথং নিস্তারো ভবিষ্যতীতি সঞ্চিন্তয়ন্তী পার্ব্বতী কৈলাসশিখরে তিষ্ঠন্তং কারুণ্যবন্তং সদাশিবং প্রতি তেষাং নিস্তারোপায়মপ্রাক্ষীদেতত্তদেবাহ, গিরীন্দ্রশিখর ইত্যাদিভিঃ। তত্র তস্মিন্ গিরীন্দ্রশিখরে পর্ব্বতাধিরাজস্য কৈলাসস্য শৃঙ্গে স্থিতং মৌনবরং মৌনিনং শিবং বীক্ষ্য বিলোক্য লোকানাং হিতকাম্যয়া জনানাং হিতেচ্ছয়া পার্ব্বতী দেবী বিনয়াবনতা সতী শিবমব্রবীৎ

অনুবাদ।

গিরিবর কৈলাস-পর্ব্বতের শিখরদেশ পরম রমণীয়। উহা নানাবিধ শ্রেষ্ঠ রত্নরাজিতে সমলঙ্কৃত, নানা জাতীয় বৃক্ষলতাসমূহে সমাচ্ছাদিত এবং

সর্ব্বর্ত্তুকুসুমামোদ-মোদিতে সুমনোহরে ।
শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যাঢ্য-মরুদ্ভিরুপবীজিতে ॥ ২ ॥
অপ্সরোগণসঙ্গীত-কলধ্বনিনিনাদিতে ।
স্থিরচ্ছায়দ্রুমচ্ছায়া-চ্ছাদিতে স্নিগ্ধমণ্ডুলে ॥ ৩ ॥

দিতি দশশ্লোকস্থিতৈঃ পদৈরন্বয়ঃ। মৌনধরমিত্যনেন কথাবসরো দর্শিতঃ। রম্যে ইত্যাদীনি সপ্তম্যন্তানি ত্রয়োদশপদানি গিরীন্দ্রশিখরে ইত্যস্য বিশেষণানি। চরাচরজগদ্‌গুরুমিত্যাদীনি দ্বিতীয়ান্তানি পদানি তু শিবমিত্যস্যেতি বোদ্ধব্যম্। রম্যতে ক্রীড্যতে সিদ্ধচারণাদিভির্যত্র তদ্রম্যং তস্মিন্। পোরচুপধাদিত্যধিকরণে যৎ। নানারত্নোপশোভিতে অনেকৈঃ পদ্মরাগমরকতাদিভিঃ রত্নৈর্ব্বিরাজিতে। নানাবৃক্ষলতাকীর্ণে অনেকৈর্বৃক্ষৈরনেকাভির্লতাভিশ্চ ব্যাপ্তে। নানাপক্ষিরবৈর্যুতে নানাবিধানাং পক্ষিণাং শব্দৈর্যুক্তে ॥ ১ ॥

সর্ব্বেত্যাদি। সর্ব্বর্ত্তুকুসুমামোদমোদিতে সকলবসন্তাদ্যৃতুসম্বন্ধিপুষ্পসম্বন্ধিভিবতিমনোহারিভির্গন্ধৈঃ সুরভীকৃতে। অতএব সুমনোহরে অতিমনোহারকে। শৈত্যেন সৌগন্ধ্যেন মান্দ্যেন চাঢ্যৈঃ যুক্তৈঃ মরুদ্ভির্বায়ুভিরুপবীজিতে ॥ ২ ॥

অপ্সরোগণেত্যাদি। অপ্সরসাং গণৈঃ সমূহৈঃ সঙ্গীতো যঃ কলধ্বনির্গম্ভীরঃ শব্দস্তেন নিনাদিতে শব্দিতে। স্থিরা অচঞ্চলা ছায়া যেষাং দ্রুমাণাং তেষাং ছায়াভিশ্ছাদিতে ছন্নে। স্নিগ্ধং চিক্কণঞ্চ তন্মণ্ডুলং সুন্দরঞ্চেতি স্নিগ্ধমণ্ডুলং তস্মিন্ ॥ ৩ ॥

বহুবিধ বিহঙ্গমকুলের কলরবে সর্ব্বদাই অনুনাদিত।[১] এই সুমনোহর শিখরদেশ সমস্ত ঋতুজাত কুসুমসৌরভে সর্ব্বদাই আমোদিত, সুশীতল ও সুগন্ধি মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চালনে অনুক্ষণ উপবীজিত[২] এবং অপ্সরোগণের সুমধুর সঙ্গীতের কলধ্বনিতে নিরন্তর নিনাদিত হইতেছে। ছায়াপ্রধান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহাবৃক্ষসমূহের ছায়া দ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকায় ইহার প্রায় সমুদায়

মত্তকোকিলসন্দোহ সংঘুষ্টবিপিনান্তরে।
সর্ব্বদা স্বগণৈঃ সার্দ্ধম্ ঋতুরাজনিষেবিতে ॥ ৪ ॥
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্ব-গাণপত্যগণৈর্বৃতে।
তত্র মৌনধরং দেবং চরাচরজগদ্‌গুরুম্ ॥ ৫ ॥
সদাশিবং সদানন্দং করুণামৃতসাগরম্।
কর্পূরকুন্দধবলং শুদ্ধসত্ত্বময়ং বিভুম্ ॥ ৬ ॥

মত্তেত্যাদি। মত্তানাং কোকিলানাং সন্দোহেন সমূহেন সংঘুষ্টং সংশব্দিতং বিপিনান্তরং বনমধ্যং যস্মিন্ তস্মিন্। সর্ব্বদা সর্ব্বস্মিন্ কালে স্বগণৈর্ব্বস্ত্রাদিভিঃ সার্দ্ধমৃতুরাজেন বসন্তেন নিষেবিতে ॥ ৪ ॥

সিদ্ধেত্যাদি। দেবযোনিভিঃ সিদ্ধৈঃ চারণৈর্গন্ধর্ব্বৈঃ গাণপত্যগণৈর্গণপতিস্বামিকৈর্গণৈশ্চ বৃতে রুদ্ধে। দেবং দীপ্তিমন্তম্। চরাচরজগদ্‌গুরুং চরাণাং জঙ্গমানামচরাণাং স্থাবরাণাঞ্চ জগতাং গুরুং পিতরম্ ॥ ৫ ॥

সদেত্যাদি। সদা সর্ব্বদা শিবং কল্যাণং যস্ত যস্মাদ্বা তম্। সদা সর্ব্বদা আনন্দঃ সন্ সর্ব্বদাস্থায়ী বা আনন্দো যস্ত তম্। সতঃ সাধূন্ বা আনন্দয়তি যঃ তম্। করুণামৃতসাগরং দয়ারূপস্ত পীযূষস্য সমুদ্রম্। কর্পূরকুন্দধবলং কর্পূরকুন্দবৎ শুভ্রম্। শুদ্ধসত্ত্বময়ং বিমলসত্ত্বগুণপ্রধানম্। বিভুং ব্যাপকম্ ॥ ৬ ॥

স্থলই অতীব স্নিগ্ধ ও মনোহর হইয়া রহিয়াছে।[৩] ইহার বনস্থলী সর্ব্বদাই মত্তকোকিল কূজনে কুহরিত, এবং ঋতুরাজ বসন্ত নিজ অনুচরগণের সহিত সর্ব্বদাই এই প্রদেশে বিরাজমান আছেন।[৪] সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও বিনায়কগণ কর্ত্তৃক সমন্তাৎ সমধিষ্ঠিত এই কৈলাসশিখরে চরাচরজগৎ-পিতা দেবাদিদেব মহাদেব মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক (সুখাসীন আছেন)।[৫] তিনি সদাশিব (সর্ব্বদা মঙ্গলময়), সদানন্দ এবং করুণারূপ অমৃতের সাগর। তাঁহার বর্ণ কর্পূর ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র। তিনি বিমল-সত্ত্বগুণ-প্রধান এবং সর্ব্বব্যাপী।[৬] তিনি দিগম্বর, দীননাথ, যোগিশ্রেষ্ঠ এবং যোগিবল্লভ। গঙ্গাম্বুকণ-

দিগম্বরং দীননাথং যোগীন্দ্রং যোগিবল্লভম্ ।
গঙ্গাশীকরসংসিক্ত-জটামণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৭ ॥
বিভূতিভূষিতং শান্তং ব্যালমালং কপালিনম্ ।
ত্রিলোচনং ত্রিলোকেশং ত্রিশূলবরধারিণম্ ॥ ৮ ॥

দিগিত্যাদি। দিগেবাম্বরং বস্ত্রং যস্য তং বস্ত্ররহিতমিত্যর্থঃ। দীননাথং দরিদ্রাণাং জনানাং ভর্ত্তারম্। যোগীন্দ্রং যোগঃ পরমাত্মচিন্তনং তদ্বতস্থ শ্রেষ্ঠম্। যোগিবল্লভং যোগিনাং দয়িতম্। যোগিনো বল্লভাঃ প্রিয়া যস্যেতি বা তম্। গঙ্গায়াঃ শীকরৈরিতস্ততো বিক্ষিপ্তৈরম্বুকণৈঃ সংসিক্তেন জটামণ্ডলেন জটাসমূহেন মণ্ডিতম্ ॥ ৭ ॥

বিভূতীত্যাদি। বিভূতিভূষিতং ভস্মভিরলঙ্কৃতম্। শান্তং সংযতান্তঃকরণম্। ব্যালাঃ সর্পা এব মালা যস্য তম্। কপালিনং নৃকপালশালিনম্। লোচ্যন্তে দৃশ্যন্তে যৈস্তানি লোচনানি নেত্রাণি তানি ত্রীণি যস্য তম্। ত্রিলোকেশং ত্রয়াণাং লোকানামধিষ্ঠাতারম্। ত্রিশূলবরধারিণং ত্রিশূলেষু বরং ত্রিশূলঞ্চ বরঞ্চ বা ধর্ত্তুং শীলং যস্যেতি ত্রিশূলবরধারী তম্ ॥ ৮ ॥

সংসিক্ত তাঁহার জটামণ্ডল পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে।৭ তিনি বিভূতি-ভূষিত (১), তিনি শান্ত (সংযতান্তঃকরণ), তিনি নৃকপাল-মালী এবং সর্পমালায় অলঙ্কৃত। তিনি ত্রিলোচন এবং ত্রিলোকনাথ। তিনি এক

টিপ্পনী।

(১)—বিভূতি শব্দে চিতাভস্ম বা হুতহুতাশনের ভস্ম অথবা শূন্যে ধৃত বৃষগোময়ের ভস্ম। বিভূতি শব্দে শিবের অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যও অভিহিত হইয়া থাকে, যথা—অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥ অর্থাৎ—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা। যে বিভূতিবলে এত সূক্ষ্ম হইতে পারা যায় যে, অত্যন্ত ঘন বা কঠিন প্রস্তরাদি যে কোন পদার্থ মধ্যেও অনায়াসে প্রবিষ্ট

আশুতোষং জ্ঞানময়ং কৈবল্যফলদায়কম্।
নির্ব্বিকল্পং নিরাতঙ্কং নির্ব্বিশেষং নিরঞ্জনম্॥ ৯॥
সর্ব্বেষাং হিতকর্ত্তারং দেবদেবং নিরাময়ম্।
প্রসন্নবদনং বীক্ষ্য লোকানাং হিতকাম্যয়া।

আশ্বিত্যাদি। আশু শীঘ্রং তোষস্তুষ্টির্যস্য তম্। জ্ঞানময়ং জ্ঞানং তত্ত্বতঃ সমস্তপদার্থাববোধস্তদাত্মকম্। কৈবল্যফলদায়কং নির্ব্বাণরূপস্য ফলস্য দাতারম্। নির্ব্বিকল্পং নির্গতো বিকল্পো বিবিধা কল্পনা যস্মাত্তম্। নিরাতঙ্কং নির্গতঃ আতঙ্কঃ তাপশঙ্কা যস্মাৎ তম্। নির্ব্বিশেষং নানাবিধ ভেদরহিতম্। নিরঞ্জনম্ অবিদ্বাসমপ্রত্যক্ষম্॥ ৯॥

হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া আছেন এবং অপর হস্তে বরপ্রদানে সমুদ্যত রহিয়াছেন।[৮] তিনি আশুতোষ, তিনি জ্ঞানময়, তিনি (নির্ব্বাণ-) মুক্তিদাতা; তিনি নির্ব্বিকল্প, তিনি নিরাতঙ্ক (তাপত্রয়শঙ্কা-বিবর্জ্জিত), নির্ব্বিশেষ (নানাবিধ ভেদ-বিরহিত) এবং নিরঞ্জন (অজ্ঞান ব্যক্তির অগোচর)।[৯]

হওয়া যাইতে পারে তাহাকে অণিমা বলে। যে শক্তি দ্বারা এতই লঘু হইতে পারা যায় যে, সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়াও সূর্য্যলোকে বা যে কোন স্থানে ইচ্ছামত যাইতে পারা যায়, তাহার নাম লঘিমা। প্রাপ্তি অর্থে অভীপ্সিতপ্রাপণ অর্থাৎ যে শক্তি বলে ইচ্ছামত হস্ত দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যাদি স্পর্শ করিতে পারা যায়। প্রাকাম্য=ইচ্ছানভিঘাত অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা অপ্রতিহতরূপে মনোরথ পূর্ণ হয়। মহিমার মহিমায় এত বৃহৎপরিমাণ হইতে পারা যায় যে চতুর্দ্দশ ভুবনকেও নিজ শরীরের অন্তর্গত করা যায়। ঈশিত্ববলে সমুদায় ভূতের উপরি আধিপত্য করিতে পারা যায়। বশিত্ব দ্বারা সকল প্রাণীই বশীকৃত হইয়া থাকে। যে বিভূতি দ্বারা সমুদায় কামনাকেই অবসান প্রাপ্ত অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে পূর্ণ বা নিবৃত্ত করিতে পারা যায়, তাহাকে কামাবসায়িতা বলে। শিবের এই অষ্ট বিভূতি আছে। যে সাধক সাধন দ্বারা সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, তিনিও শিবস্বরূপ হইয়া অষ্ট বিভূতি প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু এক্ষণে এরূপ সম্পূর্ণসিদ্ধপুরুষের সংখ্যা অতি অল্প;—লোকসমাজে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না।

বিনয়াবনতা দেবী পার্ব্বতী শিবমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥
শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।
দেবদেব জগন্নাথ মন্নাথ করুণানিধে।
ত্বদধীনাস্মি দেবেশ তবাজ্ঞাকারিণী সদা ॥ ১১ ॥
বিনাজ্ঞয়া ময়া কিঞ্চিদ্ ভাষিতুং নৈব শক্যতে।
কৃপালেশো ময়ি চেৎ স্নেহোঽস্তি যদি মাং প্রতি।
তদা নিবেদ্যতে কিঞ্চিন্ মনসা যদ্বিচারিতম্ ॥ ১২ ॥
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য কস্ত্রিলোক্যাং মহেশ্বর।
ছেত্তা ভবিতুমর্হো বা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥১৩ ॥

সর্ব্বেষামিত্যাদি। নিরাময়ং নির্গত আময়ো ব্যাধির্যস্মাৎ তম্ ॥১০ ॥

পার্ব্বতী শিবং প্রতি কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। দেবদেবেত্যাদি। হে দেবেশ দেবানামিন্দ্রাদীনামপি নিয়ন্তঃ যতোঽহং ত্বদধীনা তব বশীভূতা সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে তবাজ্ঞাকারিণী চাস্মি। অতস্তবাজ্ঞয়া বিনা কিঞ্চিদপি ভাষিতুং কথয়িতুং নৈব ময়া শক্যতে ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

ত্বদন্য ইতি। ত্বত্তোঽন্যস্ত্বদন্য ইতি পঞ্চমীতৎপুরুষঃ। ত্বদিতি পঞ্চম্যন্তং ভিন্নং বা পদম্ ॥ ১৩ ॥

দেবী পার্ব্বতী, নিখিলভুবন-হিতকারী দেবদেব মহাদেবকে সুস্থশরীরে প্রসন্ন বদনে এইরূপে সুখাসীন দেখিয়া লোকের হিতসাধন অভিলাষে বিনয়াবনতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।[১০]

পার্ব্বতী বলিলেন। দেবদেব! আপনি আমার নাথ, নিখিল জগতের নাথ ও করুণার সাগর। আপনি দেবতাদিগেরও অধীশ্বর। আমি আপনার অধীনা ও সর্ব্বদাই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী।[১১] আপনার অনুমতি ব্যতিরেকে আমি কিছুই বলিতে সমর্থা নহি। যদি আমার প্রতি আপনকার কিছুমাত্র কৃপা ও স্নেহ থাকে, তাহা হইলে অনুমতি করুন, আমার মনে যে প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করি।[১২] মহেশ্বর! এই ত্রিলোকীমধ্যে আপনি ব্যতিরেকে

শ্রীসদাশিব উবাচ।

কিমুচ্যতে মহাপ্রাজ্ঞে কথ্যতাং প্রাণবল্লভে।
যদকথ্যং গণেশেঽপি স্কন্দে সেনাপতাবপি ॥ ১৪ ॥
তবাগ্রে কথয়িষ্যামি সুগোপ্যমপি যদ্ভবেৎ।
কিমস্তি ত্রিষু লোকেষু গোপনীয়ং তবাগ্রতঃ ॥ ১৫ ॥
মম রূপাসি* দেবি ত্বং ন ভেদোঽস্তি ত্বয়া মম।
সর্ব্বজ্ঞা কিং ন জানাসি ত্বনভিজ্ঞেব পৃচ্ছসি ॥ ১৬ ॥

পার্ব্বত্যা প্রষ্টব্যমর্থমভিজিজ্ঞাসুঃ শ্রীসদাশিব উবাচ, কিমুচ্যতে ইত্যাদি। গণেশেঽপি স্কন্দে কার্ত্তিকেয়ে সেনাপতাবপীতি ব্যাহরতা ভগবতা মহাদেবেন তয়োর্ম্মহাবীরত্বেন মদতিপ্রিয়ত্বাদতিগুহ্যস্যাপ্যর্থস্য বলাৎকারেণাপ্যভিধায়নে যোগ্যত্বমস্তীতি সূচিতম্ ॥ ১৪ ॥

তবাগ্রে ইত্যাদি। তবাগ্রতস্তদগ্রে গোপনীয়ং ত্রিষপি লোকেষু কিং বস্ত্বস্তি অপিতু ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। অগ্রে ইত্যগ্রতঃ অদ্যাদিভ্য উপসংখ্যানমিতি সপ্তম্যন্তাৎ স্বার্থে তসিঃ ॥ ১৫ ॥

মম রূপেত্যাদি। রূপ্যতে রূপক্রিয়াবিশিষ্টা বিধীয়তে ইতি রূপা। কর্ম-

---

অন্য কোন্ ব্যক্তি আমার এই সংশয় ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন। অথবা অপর কোন্ ব্যক্তিই বা আপনকার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা ও সর্ব্বজ্ঞ আছেন![১৩]

সদাশিব কহিলেন। প্রাণপ্রিয়ে! তুমি অতীব বুদ্ধিমতী। তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, বল। যাহা গণপতির নিকটে অথবা সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের নিকটেও প্রকাশ নাই,[১৪] এরূপ অতি গোপনীয় বিষয় হইলেও তোমার নিকট ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। বিশেষতঃ তোমার নিকট গোপন করিতে হইবে, এমত বিষয়ই বা এই ত্রিলোকী মধ্যে কি আছে![১৫] দেবি! তুমি আমারই মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র। তোমার সহিত আমার কোন ভেদই নাই। তুমি সর্ব্বজ্ঞা, তুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোন্ বিষয় জানিতে না পারিতেছ যে, এরূপ অনভিজ্ঞার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছ![১৬]

---

* মৎসরূপাসীতি পাঠান্তরম্।

ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা পার্ব্বতী হৃষ্টমানসা।
বিনয়াবনতা সাধ্বী পরিপপ্রচ্ছ শঙ্করম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীআদ্যোবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বর।
কৃপাবতা ভগবতা ব্রহ্মান্তর্য্যামিনা পুরা ॥ ১৮ ॥
প্রকাশিতাশ্চতুর্ব্বেদাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপবৃংহিতাঃ।
বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা যত্র চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৯ ॥

ণ্যচ্। মমরূপা মদ্রূপশালিনীত্যর্থঃ। মৎসরূপেতি পাঠে তু ময়া সহ সমানমেকং রূপং যস্যাঃ সা। অনভিজ্ঞেব অবিদুষী ইব ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

পার্ব্বতী শঙ্করং কিং পরিপপ্রচ্ছেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, শ্রীআদ্যোবাচ। ভগবন্নিত্যাদি। হে ভগবন্ ঐশ্বর্য্যাদিশালিন্। সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বেষাং ভূতানাং নিয়ন্তঃ। যথা শ্রুতিস্মৃতিসংহিতাদ্যুপদেশেন সত্যত্রেতাদৌ ভবতা লোকা নিস্তারিতা এবং দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তকে পাপিনি কলাবপি কেনাপ্যুপায়েন দয়াবতা ভবতৈব মনুষ্যা উদ্ধর্ত্তব্যা ইত্যাশয়েনাহ, কৃপাবতেত্যাদি ॥ ১৮ ॥

প্রকাশিকা ইত্যাদি। সর্ব্বে ধর্ম্মা উপবৃংহিতা বর্দ্ধিতা যেষু তে ॥ ১৯ ॥

তদুক্তেত্যাদি। কৃতে যুগে সত্যযুগে ভুবি পৃথিব্যাং পুণ্যশীলা মানবাঃ

পতিব্রতা পার্ব্বতী, সদাশিবের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্টহৃদয়া ও বিনয়াবনতা হইয়া দেবাদিদেব শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।[১৭]

শ্রীভগবতী কহিলেন। ভগবন্! আপনি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর এবং আপনি সমুদায় ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি ব্রহ্মারও অন্তরাত্মা, আপনি কৃপা করিয়া পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক[১৮] চতুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ চতুর্ব্বেদে সমুদায় ধর্ম্মের সুবিস্তার কীর্ত্তন আছে।—উহাতে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণের এবং গার্হস্থ্য প্রভৃতি সমুদায় আশ্রমের নিয়মও

তদুক্তযোগযজ্ঞাদ্যৈঃ কর্ম্মভির্ভুবি মানবাঃ ।
দেবান্ পিতৄন্ প্রীণয়ন্তঃ পুণ্যশীলাঃ কৃতে যুগে ॥২০॥
স্বাধ্যায়ধ্যানতপসা দয়াদানৈর্জ্জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
মহাবলা মহাবীর্য্যা মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ * ॥ ২১ ॥

তদুক্তযোগযজ্ঞাদ্যৈর্ব্বেদভাষিতৈর্নিস্তারোপায়ভূতৈর্যোগযজ্ঞাদিভিঃ ভিন্নভিন্ন-কর্ম্মভির্দেবান্ পিতৄংশ্চ প্রীণয়ন্তস্তর্পয়ন্তঃ। আসন্নিতি পঞ্চমশ্লোকস্থিতেন পদেনান্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

স্বাধ্যায়েত্যাদি। স্বাধ্যায়ো বেদাধ্যয়নং ধ্যানং পরমাত্মচিন্তনং তপঃ কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি। দয়া নিরুপণপরদুঃখনাশেচ্ছা দানং ন্যায়ার্জ্জিতস্য ধনাদেঃ পাত্রেঽর্পণং তৈঃ সর্ব্বৈর্বিশিষ্টা মানবা আসন্। জিতেন্দ্রিয়া ইত্যাদীনাং সর্ব্বেষাং জসন্তানাং পদানামাসন্নিত্যত্রান্বয়ো বিধাতব্যঃ। জিতেন্দ্রিয়া বশীকৃতচক্ষুরাদয়ঃ। মহাবলা মহাসামর্থ্যাঃ। স্থৌল্যসামর্থ্যসৈন্যেষু বলমিত্যমরঃ। মহাবীর্য্যা মহাপ্রভাবাঃ মহাতেজসো বা। বীর্য্যং প্রভাবে শুক্রে চ তেজঃসামর্থ্যয়োরপীতি মেদিনী। মহান্তৌ সত্ত্বপরাক্রমৌ ব্যবসায়শৌর্য্যে যেষান্তে মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ ॥২১॥

ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে।[১৯] সত্যযুগে এই মর্ত্যলোকে মানবগণ পুণ্যশীল ছিলেন এবং বেদবিহিত যোগ (২) ও যাগাদি কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে সন্তর্পিত করিতেন।[২০] তৎকালে তাঁহারা বেদাধ্যয়ন, ধ্যান অর্থাৎ পরমাত্ম-চিন্তা ও তপস্যা অর্থাৎ শারীরিক কষ্টসাধ্য কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ব্রতাদির অনুষ্ঠানে

---

* মহাসত্যপরাক্রমা ইতি পাঠান্তরম্।

(২)—কোন কোন মতে, পরমশিবের সহিত কুলকুণ্ডলিনীর যোগকেই যোগ বলা যায়। কেহ কেহ বলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যের নামই যোগ। কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত থাকাই যোগ। কেহ বা বলেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগশব্দবাচ্য। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্র ও সূর্য্য, প্রাণ ও অপান, নাদ ও বিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এতদুভয়ের পরস্পর যোগের নামই যোগ। ফলতঃ, সকলেরই উদ্দেশ্য এক, তাৎপর্য্যগত কোন ভেদ নাই।

দেবায়তনগা মর্ত্ত্যা দেবকল্পা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সত্যধর্ম্মপরাঃ সর্ব্বে সাধবঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২২ ॥
রাজানঃ সত্যসঙ্কল্পাঃ প্রজাপালনতৎপরাঃ।
মাতৃবৎ পরযোষিৎসু পুত্রবৎ পরসূনুষু ॥ ২৩ ॥
লোষ্ট্রবৎ পরবিত্তেষু পশ্যন্তো মানবাস্তদা।
আসন্ স্বধর্ম্মনিরতাঃ সদা সন্মার্গবর্ত্তিনঃ ॥ ২৪ ॥

দেবায়তনেত্যাদি। দেবায়তনগা দেবতামন্দিরগামিনঃ। মর্ত্ত্যা মরণশীলা অপি দেবকল্পা ঈষদূনা দেবাঃ দেবতুল্যা ইত্যর্থঃ। দৃঢ়ং ব্রতং নিয়মো যেষান্তে। সাধবঃ স্বস্বধর্ম্মবর্ত্তিনঃ।। সত্যবাদিনঃ সত্যং যথার্থাভিধানং তস্য বক্তারঃ ॥ ২২ ॥

রাজান ইত্যাদ। সত্যঃ সঙ্কল্পো মানসং কর্ম্ম যেষান্তে। পরযোষিৎসু পরস্ত্রীষু। পরসূনুষু অন্যপুত্রেষু ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

নিরত থাকিতেন। তাঁহারা দয়াশীল, দানশীল, জিতেন্দ্রিয়, মহাবল, মহাসত্ত্ব, মহাবীর্য্য ও অতীব পরাক্রমশালী ছিলেন।[২১] তাঁহারা মনুষ্য হইয়াও দেবতার সদৃশ ছিলেন এবং দেবলোকে (৩) গমনাগমন করিতে পারিতেন। তৎকালের মানবগণ সকলেই সনাতনধর্ম্ম-পরায়ণ, দৃঢব্রত, সাধু, ও সত্যবাদী ছিলেন।[২২] সত্যযুগের রাজগণ সত্যসঙ্কল্প ও প্রজাপালন-তৎপর ছিলেন। তখনকার মনুষ্যেরা পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় এবং পরের সন্তানকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেন।[২৩] পরের ধন লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিতেন ও সর্ব্বদা স্বধর্ম্মনিরত ও সৎপথবর্ত্তী ছিলেন।[২৪] তৎকালে কেহ মিথ্যাবাদী, প্রমাদী,

---

(৩)—মূলে "দেবায়তনগাঃ" এই শব্দ আছে। টীকাকার ব্যাখ্যা করেন যে, দেবায়তন শব্দের অর্থ দেবমন্দির। সত্যযুগের মানবগণ যথাসময়ে ও যথানিয়মে দেবমন্দিরে গমন করিতেন।

ন মিথ্যাভাষিণঃ কেচিৎ ন প্রমাদরতাঃ ক্বচিৎ।
ন চৌরা ন পরদ্রোহ-কারকা ন দুরাশয়াঃ ॥ ২৫ ॥
ন মৎসরা নাতিরুষ্টা নাতিলুব্ধা ন কামুকাঃ।
সদন্তঃকরণাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদানন্দমানসাঃ ॥ ২৬ ॥
ভূময়ঃ সর্ব্বশস্যাঢ্যাঃ পর্জ্জন্যাঃ কালবর্ষিণঃ।
গাবোঽপি দুগ্ধসম্পন্নাঃ পাদপাঃ ফলশালিনঃ ॥ ২৭ ॥
নাকালমৃত্যুস্তত্রাসীৎ ন দুর্ভিক্ষং ন বা রুজঃ।
হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সদারোগ্য-তেজোরূপগুণান্বিতাঃ *।
স্ত্রিয়ো ন ব্যভিচারিণ্যঃ পতিভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ২৮ ॥

ন মিথ্যেত্যাদি। ন প্রমাদরতাঃ সাবধানা ইত্যর্থঃ। ন দুরাশয়াঃ ন দুষ্টাভিপ্রায়াঃ ॥ ২৫ ॥

নেত্যাদি। ন মৎসরা নান্যশুভদ্বেষিণঃ। নাতিরুষ্টা ন বহুক্রোধশালিনঃ। সর্ব্বদা আনন্দো যত্র এবম্ভূতং মানসং হৃদয়ং যেষাস্তে ॥ ২৬ ॥

ভূময় ইত্যাদি। পর্জ্জন্যা মেঘাঃ ॥ ২৭ ॥

নাকালেত্যাদি। তত্র কৃতযুগে। রুজো রোগাঃ। সদা আরোগ্যং যেষাস্তে। তেজোরূপগুণান্বিতাঃ তেজসা রূপেণ অন্যৈশ্চ গুণৈর্যুক্তাঃ ॥ ২৮ ॥

চোর, পরদ্রোহী ও দুষ্টাশয় ছিল না।[২৫] তৎকালে কেহ মাৎসর্য্যযুক্ত (পরশ্রী-কাতর), অতিশয় রোষপরবশ, অতিশয় লুব্ধ বা কামমোহিত ছিল না। তখন সকলেই পবিত্র-হৃদয় ও সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত ছিলেন।[২৬] সত্যযুগে পৃথিবী সর্ব্বশস্যসম্পন্না ছিলেন, মেঘগণও যথাসময়ে জল বর্ষণ করিত; গাভীসমুদায় বহু-দুগ্ধবিশিষ্ট ও বৃক্ষসমুদায় ফলভারাবনত ছিল।[২৭] সে সময় অকালমৃত্যু, রোগ বা দুর্ভিক্ষ কিছুই ছিল না। তৎকালের জনগণ সর্ব্বদা হৃষ্টপুষ্ট, সুস্থশরীর, তেজস্বী, রূপবান্ ও গুণবান্ ছিলেন। তখনকার রমণীগণ পতিভক্তি-পরায়ণা ছিলেন, সুতরাং কেহই ব্যভিচারিণী ছিল না। তৎকালের ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়-গণ, বৈশ্যগণ ও শূদ্রগণ স্ব স্ব আচার-ব্যবহারে নিষ্ঠাবান্, ছিলেন। তাঁহারা নিজ

---

* তেজোরূপসমন্বিতা ইতি বা পাঠঃ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্বাচারবর্ত্তিনঃ ।
স্বৈঃ স্বৈর্ধর্ম্মৈর্যজন্তস্তে নিস্তারপদবীং গতাঃ ॥ ২৯ ॥
কৃতে ব্যতীতে ত্রেতায়াং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মব্যতিক্রমম্‌ ।
বেদোক্তকর্ম্মভির্মর্ত্ত্যা ন শক্তাঃ স্বেষ্টসাধনে ॥ ৩০ ॥
বহুক্লেশকরং কর্ম্ম বৈদিকং ভূরিসাধনম্‌ ।
কর্ত্তুং ন যোগ্যা মনুজা-শ্চিন্তাব্যাকুলমানসাঃ ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণা ইত্যাদি। যজন্তঃ পরমেশ্বরমর্চ্চয়ন্তঃ ॥ ২৯ ॥

কৃতে ইত্যাদি। কৃতে সত্যযুগে ব্যতীতে বিগতে সতি ত্রেতাযাং চায়াতায়াং সত্যাং যদা বেদোক্তকর্ম্মভির্মর্ত্ত্যা মনুষ্যাঃ স্বেষ্টসাধনে আত্মনোঽভীষ্টসম্পাদনে শক্তাঃ সমর্থা ন বভূবুঃ। যদা চ ভূরীণি বহূনি সাধনানি যস্য তদ্ভূরিসাধনম্‌। অতএব বহুক্লেশকরং বহূনাং ক্লেশানাং জনকম্‌। অথবা বহুভিঃ ক্লেশৈঃ ক্রিয়তে নিষ্পাদ্যতে যত্তদ্বহুক্লেশকরম্‌। বাহুলকাৎ কর্ম্মণ্যচ্‌। অতএবেদৃশং বৈদিকং কর্ম্ম কর্ত্তুং চিন্তাব্যাকুলমানসা মনুজা মনুষ্যা যোগ্যা ন বভূবুঃ। যদা চ সদা কাতরচেতসঃ সর্ব্বদা অধীরস্বান্তা মনুজা বৈদিককর্ম্মত্যাগে নানাদোষশ্রবণাৎ তৎ কর্ম্ম ত্যক্তুং বহুক্লেশসাধ্যত্বাৎ কর্ত্তুঞ্চ নার্হন্তি স্ম তদা ধর্ম্মব্যতিক্রমং ধর্ম্মোল্লঙ্ঘনং ধর্ম্মবিপর্য্যয়ং বা দৃষ্ট্বা স্মৃতিরূপাণি বেদার্থযুক্ত-

---

নিজ বর্ণানুগত ধর্ম্মানুসারে আরাধনা করিয়া সকলেই নিস্তার পাইয়াছেন।[২৯]

অনন্তর সত্যযুগ গত হইলে- যখন ত্রেতাযুগের আবির্ভাব হইল, তখন আপনি দেখিলেন যে, ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছে, তৎকালের মনুষ্যেরা আর বেদবিহিত কর্ম্ম দ্বারা অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইতেছেন না।[৩০] কারণ বেদবিধানানুরূপ কার্য্য করিতে হইলে অনেক সাধন অপেক্ষা করে এবং তাহা বহু ক্লেশে সিদ্ধ হয়। তৎকালের মানবগণ সম্পূর্ণরূপে বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাদের মন চিন্তায় একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।[৩১] তাঁহারা

ত্যক্তুং কর্ত্তুং ন চার্হন্তি সদা কাতরচেতসঃ ॥ ৩২ ॥
বেদার্থযুক্তশাস্ত্রাণি স্মৃতিরূপাণি ভূতলে।
তদা ত্বং প্রকটীকৃত্য তপঃস্বাধ্যায়দুর্ব্বলান্।
লোকানতারয়ঃ পাপাৎ দুঃখশোকাময়প্রদাৎ ॥ ৩৩ ॥

শাস্ত্রাণি ভূতলে প্রকটীকৃত্য তপঃস্বাধ্যায়দুর্ব্বলান্ লোকান্ জনান্ পাপাৎ ত্বমতারয়ঃ তারিতবানিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেও অক্ষম, অথচ তাহা পরিত্যাগ করিতেও পারেন না, সুতরাং তাঁহারা তৎকালে যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িলেন।[৩২] এই সময় (আপনি মনু প্রভৃতি রূপে) বেদার্থযুক্ত স্মৃতিরূপ শাস্ত্রসমূহ ভূতলে প্রকাশ করিয়া বেদাধ্যয়নে ও তপোঽনুষ্ঠানে অসমর্থ লোক সকলকে দুঃখ শোক ও ক্লেশদায়ক পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন (৪)।[৩৩] অতএব এই ঘোর

---

(৪)—সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল। অর্থাৎ ধর্ম্মের প্রভাব পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। তৎকালে মানবগণও সম্পূর্ণরূপে তৎপ্রতিপালনে সমর্থ ছিলেন। ত্রেতাযুগে একপাদ ধর্ম্ম হ্রাস হইল; তদনুরূপ লোকের ক্ষমতারও হ্রাস হওয়াতে স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মকর্ম্মের প্রচলন হইল। এইরূপ ধর্ম্মের দুইপাদ বা অর্দ্ধাংশ লোপ প্রাপ্ত হইলে দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত ধর্ম্ম অবলম্বিত হয়। কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র অবশিষ্ট, লোক সকলও সর্ব্বদা পাপানুষ্ঠান-নিরত। ম্লেচ্ছ ও পাষণ্ড সেবিত দেশে এই কলিকালে পুরাণসঙ্গত ধর্ম্মও উপযোগী নহে। কুব্জিকাতন্ত্রে আছে;—"কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাত্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ। দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ॥" সত্যযুগের মানবগণ বেদবিধান অনুসারে, ত্রেতাযুগের মানবগণ স্মৃতিসংহিতার বিধি অনুসারে এবং দ্বাপরযুগের মনুষ্যগণ বেদব্যাসাদি প্রণীত পুরাণসংহিতাদির বিধান অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। সম্প্রতি কলিযুগে প্রায় সকলেই তন্ত্র অনুসারে যোগ যাগ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য সাধনে নিরত রহিয়াছেন। এক্ষণে তন্ত্র ভিন্ন আর নিস্তারের উপায় নাই।

ত্বাং বিনা কোঽস্তি জীবানাং ঘোরসংসারসাগরে ।
ভর্ত্তা পাতা সমুদ্ধর্ত্তা পিতৃবৎ প্রিয়কৃৎ প্রভুঃ ॥ ৩৪ ॥
ততোঽপি দ্বাপরে প্রাপ্তে স্মৃত্যুক্তসুকৃতোজ্ঝিতে ।
ধর্ম্মার্দ্ধলোপে মনুজে আধিব্যাধিসমাকুলে ॥ ৩৫ ॥
সংহিতাদ্যুপদেশেন ত্বয়ৈবোদ্ধারিতা নরাঃ ॥ ৩৬ ॥

ত্বামিতি। যতস্ত্বমেবস্তুতোঽতস্ত্বাং বিনেত্যেবং যোজনীয়ম্। ঘোরসংসার-সাগরে ভয়ানকসংসারসমুদ্রে প্রভুর্জগৎপতিঃ ॥ ৩৪ ॥

তত ইত্যাদি। স্মৃত্যুক্তসুকৃতোজ্ঝিতে স্মৃতিভিরুক্তানি যানি সুকৃতানি পুণ্যানি তৈকজ্ঝিতে ত্যক্তে। ধর্ম্মার্দ্ধলোপে ধর্ম্মস্যার্দ্ধং লুম্পতীতি ধর্ম্মার্দ্ধ-লোপস্তস্মিন্! স্মৃত্যুক্তসুকৃতোজ্ঝিতে ইতি ধর্ম্মার্দ্ধলোপে ইতি চ দ্বাপরে ইত্যস্য বিশেষণং মনুজে ইত্যস্য বেতি বোধ্যম্। আধির্ম্মানসী ব্যথা ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

সংসারসাগর-মধ্যে আপনি ব্যতিরেকে, এমত আর কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি জীবগণকে পিতার ন্যায় ভরণ পোষণ ও উদ্ধার করিতে পারেন। বস্তুতঃ আপনিই সমস্ত জগতের অধিপতি ও কল্যাণদাতা।[৩৪]

তদনন্তর দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইল, তখন স্মৃত্যুক্ত (ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অসাধ্য হওয়াতে) পুণ্যকর্ম্ম হ্রাস হইতে লাগিল। তৎকালে দ্বিপাদ ধর্ম্মের লোপ নিবন্ধন মানবগণ আধিব্যাধি দ্বারা সমাকুল হইয়া উঠিলেন।[৩৫] এই সময় আপনি (বেদব্যাসাদি রূপে) পুরাণসংহিতাদির উপদেশ দ্বারা ঐ সকল মনুষ্যকে উদ্ধার করিয়াছিলেন (৫)।[৩৬]

---

(৫)—প্রত্যেক মন্বন্তরকালে এক এক মনু জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। একসপ্ততি মহাযুগে এক এক মন্বন্তর হয়। প্রত্যেক সত্যযুগে মনু ভূতলে আগমন পূর্ব্বক ত্রেতাযুগের মানবগণের নিমিত্ত স্মৃতিসংহিতা প্রণয়ন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক দ্বাপরযুগে ঐরূপ বেদব্যাসরূপী মহার্দেব দ্বাপরযুগের লোকদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করেন। কলিযুগের মানবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত ভগবতীর প্রশ্ন অনুসারে ভগবান্ সদাশিব, বিষ্ণুক্রান্তাতে (বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে) ৬৪ খানি, অশ্বক্রান্তাতে (বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরভাগে) ৬৪ খানি, এবং রথক্রান্তাতে (বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে) ৬৪ খানি সমুদায়ে ১৯২ খানি মূল তন্ত্র

আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্ব্বধর্ম্মবিলোপিনি।
দুরাচারে দুষ্প্রপঞ্চে দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তকে ॥ ৩৭ ॥
ন বেদাঃ প্রভবস্তত্র * স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ।
নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্ ॥ ৩৮ ॥
বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিতা বিভো।
তদা লোকা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মকর্ম্মবহির্ম্মুখাঃ ॥ ৩৯ ॥
উচ্ছৃঙ্খলা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্ম্মরতাঃ সদা।
কামুকা লোলুপাঃ ক্রূরা নিষ্ঠুরা দুর্ম্মুখাঃ শঠাঃ ॥ ৪০ ॥

আয়াতে ইত্যাদি। দুরাচারে দুষ্ট আচারো যত্র তস্মিন্ ॥ ৩৭ ॥
ন বেদা ইত্যাদি। প্রভবঃ সমর্থাঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥
উচ্ছৃঙ্খলা ইত্যাদি। উদ্গতং শৃঙ্খলং বেদাদিরূপনিগড়ো যেষাং তে উচ্ছৃঙ্খলাঃ বন্ধনরহিতা ইত্যর্থঃ। লোলুপাঃ অতিলুব্ধাঃ। ক্রূরাঃ নির্দ্দয়াঃ। নিষ্ঠুরাঃ পরুষবাদিনঃ। দুর্ম্মুখাঃ অবদ্ধমুখাঃ। শঠাঃ অনৃজবঃ ॥ ৪০ ॥

এক্ষণে দেখিতেছি,কলিযুগ উপস্থিত। এই পাপময় কলি সর্ব্বধর্ম্ম-বিলোপকারী,দুরাচার,দুষ্টকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক এবং সংসারে বিষম বিপর্য্যয় সংঘটন করে।[৩৭] এই কলিযুগে বেদের কিছুমাত্র প্রভাব থাকিবে না, (বেদোক্ত অনুষ্ঠানে কোন ফলও দৃষ্ট হইবে না), স্মৃতি স্মৃতিপথের অতীত হইবে। বিভো! বহুবিধ ইতিহাস-সংযুক্ত নানাবিধ সাধন পন্থা প্রদর্শক[৩৮] বিস্তীর্ণ পুরাণসংহিতাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং এ সময় লোক সকল ধর্ম্মকর্ম্মে বিমুখ হইয়া পড়িবে।[৩৯] এই কলিযুগের লোকেরা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে নিরত, অনিয়ন্ত্রিত, মদোদ্ধত, কামমোহিত, দুর্ম্মুখ, লুব্ধ, ক্রূর, নিষ্ঠুর ও শঠ হইবে।[৪০] ইহারা স্বল্পায়ু,

---

* প্রভবস্তাত্র ইতি বা পাঠঃ।

প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শিবোক্ত বহুসংখ্যা আগম এবং দেবীকথিত অনেকগুলি নিগম আছে। তৎসমুদায়ও তন্ত্র মধ্যে পরিগণিত।

স্বল্পায়ুর্মন্দমতয়ো রোগশোকসমাকুলাঃ ।
নিঃশ্রীকা নির্ব্বলা নীচা নীচাচারপরায়ণাঃ ॥ ৪১ ।
নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ ।
পরনিন্দাপরদ্রোহ-পরিবাদপরাঃ খলাঃ ॥ ৪২ ॥
পরস্ত্রীহরণে পাপ-শঙ্কাভয়বিবর্জ্জিতাঃ । *
নির্দ্ধনা মলিনা দীনা দরিদ্রাশ্চিররোগিণঃ ॥ ৪৩ ॥
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দনবর্জ্জিতাঃ ।
অযাজ্যযাজকা লুব্ধা † দুর্ব্বৃত্তাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বল্পেত্যাদি। স্বল্পায়ুশ্চ তে মন্দমতয়শ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ ॥ ৪১ ॥

নীচেত্যাদি। খলা দুর্জ্জনাঃ ॥ ৪২ ॥

পরস্ত্রীত্যাদি। পরস্ত্রীহরণে পাপশঙ্কাভয়বিবর্জ্জিতাঃ পরস্ত্রীহরণনিমিত্তক-পাপে উদ্বেগসাধ্বসরহিতাঃ। মলিনাঃ মলদূষিতাঃ। দীনাঃ খেদবন্তঃ। দরিদ্রাঃ দুর্গতিমন্তঃ ॥৪৩ ॥ ৪৪ ॥

স্বল্পবুদ্ধি, রোগ-শোক-সমাকুল, শ্রীহীন, দুর্ব্বল, ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতি নীচ জাতির আচার-ব্যবহারে রত ও নীচাশয় হইবে।[৪১] কলিযুগের লোকেরা খলস্বভাব নীচজাতির সংসর্গে নিয়ত নিরত, পরধনাপহারী, পরনিন্দাপরায়ণ, পরদ্রোহ-কারী ও পরগ্লানিতে রত হইবে।[৪২] পরস্ত্রীহরণে ইহাদের কিছুমাত্র পাপাশঙ্কা বা ভয় থাকিবে না। ইহারা প্রায়ই নির্ধন মলিন দীন দুঃখিত ও চিররোগী হইবে।[৪৩] কলিযুগের ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের ন্যায় আচার-সম্পন্ন, সন্ধ্যাবন্দন-বিবর্জ্জিত, অযাজ্যযাজী, লোভী, দুর্ব্বৃত্ত ও পাপকারী হইবে। এই সকল

---

* পাপাঃ শঙ্কাভয়বিবর্জ্জিতাঃ। ইতি পাঠান্তরম্।

† অযাজ্যযাজকামুকা ইত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ।

অসত্যভাষিণো মূর্খা দাম্ভিকা দুষ্প্রপঞ্চকাঃ।
কন্যাবিক্রয়িণো ব্রাত্যা-স্তপোব্রতপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৪৫ ॥
লোকপ্রতারণার্থায় জপপূজাপরায়ণাঃ।
পাষণ্ডাঃ পণ্ডিতম্মন্যাঃ শ্রদ্ধাভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
কদাহারাঃ কদাচারা ভৃতকাঃ † শূদ্রসেবকাঃ।
শূদ্রান্নভোজিনঃ ক্রূরা বৃষলীরতিকামুকাঃ ॥ ৪৭ ॥
দাস্যন্তি ধনলোভেন স্বদারান্ নীচজাতিষু।
ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণম্ ॥ ৪৮ ॥

অসত্যেত্যাদি। দাম্ভিকাঃ দম্ভো ধর্মধ্বজিত্বং তদ্বন্তঃ। ব্রাত্যাঃ ষোড়শ-বর্ষপর্য্যন্তমপ্যসংস্কৃতা ভ্রষ্টগায়ত্রীকা বিপ্রা ভবিষ্যন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

লোকেত্যাদি। পাষণ্ডাঃ বেদবাহ্যরক্তপটমৌঞ্জাদিব্রতচর্য্যাশালিনঃ। শ্রদ্ধা-ভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ শ্রদ্ধা বেদাদৌ দৃঢ়প্রত্যয়ঃ ভক্তিঃ প্রীতিজনকব্যাপারঃ তাভ্যাং হীনাঃ ॥ ৪৬ ॥

কদাহারা ইত্যাদি। ভৃতকাঃ ভরণায়ত্তজীবনাঃ। অতএব শূদ্রাণামপি

ব্রাহ্মণগণ অসত্যভাষী, মূর্খ, দাম্ভিক, অতিশয় প্রবঞ্চক, কন্যাবিক্রয়ী, ব্রাত্য (৬) ও তপোব্রত-পরাঙ্মুখ হইবে।[৪৫] কলির পাষণ্ড, পণ্ডিতম্মন্য ও শ্রদ্ধাভক্তি-বিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণগণ কেবল লোকদিগকে প্রতারিত করিবার জন্যই জপ ও পূজার অনুষ্ঠান করিবে।[৪৬] ইহারা কদর্য্য আহার করিবে ও কদর্য্য আচার-ব্যবহারে রত থাকিবে। এই সকল ব্রাহ্মণ ক্রূর, অন্যের গলগ্রহ ও শূদ্র-সেবক শূদ্রান্নভোজী এবং সর্ব্বদা শূদ্রপত্নী গমনে লোলুপ থাকিবে।[৪৭] ইহারা অর্থলোভে নীচজাতীয় লোককেও নিজ ধর্ম্মপত্নী প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাদের ব্রাহ্মণজাতির চিহ্নের মধ্যে কেবল গলদেশে সংস্কৃত বা অসংস্কৃত সূত্রমাত্র থাকিবে।[৪৮] ইহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার বা পানাদির নিয়ম কিছুই

† কদাচারাদৃতকা ইতি বা পাঠঃ।

(৬)—ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইলেও অনুপনীত, নষ্ট-গায়ত্রীক ব্রাহ্মণকে ব্রাত্য বলে। পতিত ব্রাহ্মণকেও ব্রাত্য বলা যায়।

নৈব পানাদিনিয়মো ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবেচনম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সদা নিন্দা সাধুদ্রোহো নিরন্তরম্ ॥ ৪৯ ॥
সৎকথালাপমাত্রঞ্চ ন তেষাং মনসি ক্বচিৎ।
ত্বয়া কৃতানি তন্ত্রাণি জীবোদ্ধারণহেতবে ॥৫০॥
নিগমাগমজাতানি ভুক্তিমুক্তিকরাণি চ। *
দেবীনাং যত্র দেবানাং মন্ত্রযন্ত্রাদিসাধনম্।
কথিতা বহবো ন্যাসাঃ সৃষ্টিস্থিত্যাদিলক্ষণাঃ ॥ ৫১ ॥

সেবকাঃ। ক্রূরাঃ কঠিনাঃ। বৃষলীরতিকামুকাঃ শূদ্রারতিকামযিতারঃ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

থাকিবে না। ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা ও নিরন্তর সাধুদিগের অনিষ্টাচরণ করিবে।[৪৯] কিন্তু ইহাদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্মানুগত সৎকথার আলোচনামাত্রও থাকিবে না।

আপনি কলিকলুষিত জীবগণের নিস্তারের নিমিত্তই তন্ত্রশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।[৫০] ভোগ ও মোক্ষের কারণ বহুবিধ নিগম ও আগমও প্রকাশিত হইয়াছে। (৭) ঐ সমুদায় তন্ত্রে বহুবিধ দেবদেবীদিগের মন্ত্র ও যন্ত্রাদির সাধন আছে। উহাতে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার স্বরূপ নানাপ্রকার ন্যাসও কথিত হইয়াছে (৮)।[৫১] আপনি বদ্ধপদ্মাসন প্রভৃতি যোগের বহুবিধ আসনবন্ধের

---

* ভক্তিমুক্তিকরাণি চ ইত্যপি পঠ্যতে।

(৭)—যাহা শিববক্ত্রক কথিত ও ভগবতী কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়াছে, তাহার নাম আগম। যাহা ভগবতী কর্ত্তৃক কথিত ও শিববক্ত্রক শ্রুত হইয়াছে, তাহার নাম নিগম। গণেশ এই আগম নিগম উভয়ই লিখিয়া লইয়া প্রচারার্থ সিদ্ধ পুরুষের নিকট প্রদান করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে আগম ও নিগম একার্থেও প্রয়োগ হইয়া থাকে।

(৮)—বাহ্য মাতৃকান্যাসের ক্রম তিন প্রকার; সৃষ্টিক্রম, স্থিতিক্রম ও সংহারক্রম। যথাস্থানে অ-কার হইতে ক্ষ-কার পর্য্যন্ত ন্যাসকে সৃষ্টিমাতৃকা বলে, এবং পরে যথাস্থানে ড-কার হইতে

বদ্ধপদ্মাসনাদীনি গদিতান্যপি ভূরিশঃ।
পশুবীরদিব্যভাবা দেবতামন্ত্রসিদ্ধিদাঃ ॥ ৫২ ॥

বদ্ধপদ্মেত্যাদি। মন্ত্রেত্যত্রবজাতে। আদিনা মুক্তপদ্মাসনাদেঃ সংগ্রহঃ ॥৫২॥

বিষয় কহিয়াছেন (৯)। যাহাতে দেবতাদিগের মন্ত্র সিদ্ধ হয়, তাদৃশ পশুভাব বীরভাব ও দিব্যভাবও আপনি প্রকাশ করিয়াছেন (১০)।৫২ শবাসন, চিতা-

---

* দেবতামন্ত্রসিদ্ধদাঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

ক্ষ-কার ও অ-কার হইতে ঠ-কার পর্য্যন্ত ন্যাসকে স্থিতিন্যাস বলে, বিপরীত ক্রমে ক্ষ-কার হইতে অ-কার পর্য্যন্ত ন্যাসকে সংহারমাতৃকা বলা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যবিধ সৃষ্টিন্যাস, স্থিতিন্যাস ও সংহারন্যাসও আছে। বিশেষ বিবরণ অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতি ২য় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

(৯)—বাম ঊরুর উপরি দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ ঊরুর উপরি বাম চরণ বিন্যাস পূর্ব্বক বাহুদ্বয় পৃষ্ঠভাগে বিপর্য্যস্ত করিয়া বাম হস্তদ্বারা বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে। এইরূপে বদ্ধ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া জালন্ধর-বন্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক, অর্থাৎ হৃদয়ে চিবুক রাখিয়া নিশ্বাসবায়ু রোধ সহকারে গুরূপদেশ অনুসারে একাগ্র চিত্তে সহস্রারে দৃষ্টি করিলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। বাম ঊরুর উপরি দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ ঊরুর উপরি বাম চরণ স্থাপন পূর্ব্বক বাম ঊরুর উপরি বাম হস্ত এবং দক্ষিণ ঊরুর উপরি দক্ষিণ হস্ত উত্তানভাবে স্থাপন করিলে মুক্তপদ্মাসন হইয়া থাকে।

(১০)—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার বা দক্ষিণাচার, এই কয়েকটি আচারের যে কোন আচার অবলম্বন পূর্ব্বক পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্প দ্বারা দেবতার আরাধনাকে পশুভাবে আরাধনা বলে। বামাচার, সিদ্ধান্তাচার বা কৌলাচার অবলম্বনে মুখ্য পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজাই বীরভাবের পূজা। এই বীরভাব হইতে সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ দিব্যভাবে উপনীত হইতে পারা যায়। ইহা কেহ ইচ্ছামত অবলম্বন করিতে পারেন না। দিব্যভাবে বাহ্য-পূজাদি নিবৃত্ত হওয়ায় দিব্য-কল্পেই দেবতার আরাধনা হইয়া থাকে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শবাসনং চিতারোহো মুণ্ডসাধনমেব চ ।
লতাসাধনকর্ম্মাণি ত্বয়োক্তানি সহস্রশঃ ॥ ৫৩ ॥
পশুভাবদিব্যভাবৌ স্বয়মেব নিবারিতৌ ।
কলৌ ন পশুভাবোঽস্তি দিব্যভাবঃ কুতো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ ।
ন শূদ্রদর্শনং কুর্য্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ ॥ ৫৫ ॥

শবাসনমিতি। অত্রাপি ৎন্ত্রেভ্যস্যান্বয়ঃ। শবাসনং মৃতশরীরাসনম্ ॥৫৩॥৫৪॥
কলৌ যুগে পশুভাবদিব্যভাবয়োরসত্ত্বে হেতুং দর্শয়িতুং প্রথমতঃ পশুদিব্যয়োর্বিধেয়ানি যানি কর্ম্মাণি তানি দর্শয়তি দ্বাভ্যাং, পত্রমিত্যাদি। আহরেৎ আনয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

সাধন, মুণ্ডসাধন, লতাসাধন (১১) প্রভৃতি সহস্র সহস্র প্রকার আশুসিদ্ধির উপায়ও আপনি ব্যক্ত করিয়াছেন।[৫৩] পরন্তু আপনিই আবার স্বয়ং কলিযুগের মানবদিগের পক্ষে পশুভাব ও দিব্যভাব নিবারণ করিয়াছেন। কলিযুগে দিব্যভাব হওয়া দূরের কথা, পশুভাব পর্য্যন্তও হইতে পারে না।[৫৪] কারণ পশুভাবাবলম্বীদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি সমুদায়ই স্বয়ং আহরণ করিবে, শূদ্র দর্শন করিবে না এবং মনোদ্বারাও রমণী স্মরণ করিবে না। (কলিসম্ভূত হীনবল মানবগণ কি ঈদৃশ কঠোর নিয়মে বদ্ধ থাকিতে পারে)।[৫৫] দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তি সর্ব্বদা দেবতাপ্রায় শুদ্ধান্তঃকরণ, ও সুখদুঃখ,

---

(১১)—শবাসন দুই প্রকার। যোগমার্গে শবের ন্যায় উত্তানভাবে শয়ান থাকিয়া গুরূপদেশ অনুসারে যোগানুষ্ঠানকে শবাসন বলা যায়।—ঘেরণ্ড-সংহিতা, হঠপ্রদীপিকা প্রভৃতি দেখুন। মন্ত্রমার্গে চাণ্ডালাদি শবের উপরি উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধি মন্ত্রজপ করাকে শবাসন বা শবসাধন বলে।— কৌলাবলী ৫২ পৃষ্ঠা দেখুন।

যথাবিহিত অসংস্কৃত চিতার উপরি নিয়মানুসারে উপবিষ্ট হইয়া জপ করাকে চিতাসাধন বলে।—কৌলাবলী ৪৮ পৃষ্ঠা।

এক-মুণ্ড (বিধানানুযায়ী চণ্ডাল মুণ্ড), ত্রিমুণ্ডী (বিধানানুযায়ী চণ্ডালমুণ্ড, শৃগালমুণ্ড ও বানরমুণ্ড), পঞ্চমুণ্ডী (বিধানানুযায়ী শৃগালমুণ্ড, বানরমুণ্ড, সর্পমুণ্ড, ও দুইটি চণ্ডালমুণ্ড)

কেচিন্মৌনা মৃতপ্রায়া অপরে বহুজল্পকাঃ।
অকার্য্যকারিণঃ ক্রূরা ধর্ম্মমার্গবিলোপকাঃ ॥ ৬৬ ॥
হিতায় যানি কর্ম্মাণি কথিতানি ত্বয়া প্রভো।
মন্যে তানি মহাদেব বিপরীতানি মানবে ॥ ৬৭ ॥
কে বা যোগং করিষ্যন্তি ন্যাসজাতানি কেঽপি বা।
স্তোত্রপাঠং যন্ত্রলিপ্তিং * পুরশ্চর্য্যাং জগৎপতে ॥ ৬৮ ॥

কেচিদিতি। গুরুভিঃ পিত্রাদিভিঃ। মৌনাঃ ন কিঞ্চিদপি ব্যাহরন্তঃ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥

কে বেতি। যোগং তন্ত্রাদিপ্রযুক্ততত্তৎপুণ্যকর্ম্মরূপমুদ্ধারোপায়ম্। পুরশ্চর্য্যাং পুরশ্চরণম্ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥

সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে।[৬৫] কেহ কেহ মৌনী ও মৃতপ্রায় হইয়া থাকিবে এবং কেহ কেহ বা বহু বাক্য কহিবে (১৪)। ফলতঃ, ইহারা প্রায় সকলেই দুষ্কর্ম্মপ্রবৃত্ত ক্রূর ও ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইবে।[৬৬] প্রভো! দেবদেব! আপনি মানবগণের হিতের নিমিত্ত পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা যে সমুদায় ক্রিয়াকাণ্ডের উপদেশ করিয়াছেন, বোধ করি, এই কলিতে মানবগণের পক্ষে সে সমস্তই বিপরীত হইয়া উঠিবে।[৬৭] জগৎপতে! ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যোগে মনোনিবেশ করিবে? কোন্ ব্যক্তিই বা ন্যাসাদি করিতে প্রবৃত্ত হইবে? কোন্ ব্যক্তিই বা স্তোত্র পাঠ, যন্ত্রপূজা, যন্ত্রধারণ বা পুরশ্চরণ করিবে?[৬৮] এই

* যন্ত্রলিপিমিতি বা পাঠঃ।

(১৪)—শাস্ত্রে বিধান আছে—

পরিহাসঃ প্রলাপশ্চ বিতণ্ডা বহুভাষিতম্।
ঔদাসীন্যং ভয়ং ক্রোধঃ চক্রমধ্যে বিবর্জয়েৎ ॥

কুলার্ণব—একাদশ উল্লাস।

ইহার অর্থ এই যে, চক্রমধ্যে পরিহাস, প্রলাপ, বিতণ্ডা, বহুভাষিতা, ঔদাসীন্য, ভয় ও ক্রোধ পরিবর্জন করিতে হয়।

যুগধর্ম্মপ্রভাবেণ স্বভাবেন কলৌ নরাঃ।
ভবিষ্যন্ত্যতিদুর্বৃত্তাঃ সর্ব্বথা পাপকারিণঃ ॥ ৬৯ ॥
তেষামুপায়ং দীনেশ কৃপয়া কথয় প্রভো।
আয়ুরারোগ্যবর্চ্চস্যং বলবীর্য্যবিবর্দ্ধনম্।
বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণামপ্রযত্নশুভঙ্করম্ * ॥ ৭০ ॥
যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ।
শুদ্ধচিত্তাঃ পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করাঃ ॥ ৭১ ॥
স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ।
দেবতাগুরুভক্তাশ্চ পুত্রস্বজনপোষকাঃ ॥ ৭২ ॥

তেষামিত্যাদি। তেষাং নরাণাম্। আয়ুরারোগ্যবর্চস্যম্ আয়ুষে আরোগ্যায় বর্চসে তেজসে চ হিতম্ ॥ ৭০ ॥

যেনেত্যাদি। যেন উপায়েন ॥ ৭১ ॥ ৭২॥

কলিকালে যুগধর্ম্ম প্রভাবে মানবগণ স্বভাবতই অতিদুর্বৃত্ত ও সর্ব্বতোভাবে পাপকার্য্য-পরায়ণ হইবে।[৬৯]

প্রভো! দীননাথ! এক্ষণে এই সকল কলিজাত মনুষ্যের কি উপায় আছে, তাহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন। অধুনা কি উপায়ে তাহাদের আয়ু, আরোগ্য, তেজ, বল ও বীর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কি উপায়ে তাহাদের বিদ্যা, ও বুদ্ধি প্রখর হইতে পারে, কি উপায়ে বিশেষ প্রযত্ন ব্যতিরেকেও তাহাদের মঙ্গল হয়,[৭০] কি উপায় অবলম্বন করিলে লোক সকল মহাবল-পরাক্রম, বিশুদ্ধচিত্ত, পরের হিতসাধনে তৎপর ও মাতাপিতার প্রিয়কারী হইতে পারে,[৭১] কি উপায়ে তাহারা পরস্ত্রী-বিমুখ হইয়া স্বদারনিষ্ঠ দেবতাভক্ত ও গুরুভক্ত এবং পুত্র ও স্বজনগণের প্রতিপালক হইয়া উঠে,[৭২] কিরূপেই বা তাহারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্যা-সম্পন্ন এবং ব্রহ্মচিন্তা-পরায়ণ হইতে পারে, আপনি

---

* নৃণামযত্নশুভঙ্করমিতি পাঠান্তরম্।

যুগধর্ম্মপ্রভাবেণ স্বভাবেন কলৌ নরাঃ।
ভবিষ্যন্ত্যতিদুর্বৃত্তাঃ সর্ব্বথা পাপকারিণঃ ॥ ৬৯ ॥
তেষামুপায়ং দীনেশ কৃপয়া কথয় প্রভো।
আয়ুরারোগ্যবর্চ্চস্যং বলবীর্য্যবিবর্দ্ধনম্।
বিদ্যাবুদ্ধিপ্রদং নৃণামপ্রযত্নশুভঙ্করম্ * ॥ ৭০ ॥
যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ।
শুদ্ধচিত্তাঃ পরহিতা মাতাপিত্রোঃ প্রিয়ঙ্করাঃ ॥ ৭১ ॥
স্বদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখাঃ।
দেবতাগুরুভক্তাশ্চ পুত্রস্বজনপোষকাঃ ॥ ৭২ ॥

তেষামিত্যাদি। তেষাং নরাণাম্। আয়ুরারোগ্যবর্চ্চস্যম্ আয়ুষে আরোগ্যায় বর্চসে তেজসে চ হিতম্ ॥ ৭০ ॥

যেনেত্যাদি। যেন উপায়েন ॥ ৭১ ॥ ৭২॥

কলিকালে যুগধর্ম্ম প্রভাবে মানবগণ স্বভাবতই অতিদুর্বৃত্ত ও সর্ব্বতোভাবে পাপকার্য্য-পরায়ণ হইবে।[৬৯]

প্রভো! দীননাথ! এক্ষণে এই সকল কলিজাত মনুষ্যের কি উপায় আছে, তাহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন। অধুনা কি উপায়ে তাহাদের আয়ু, আরোগ্য, তেজ, বল ও বীর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কি উপায়ে তাহাদের বিদ্যা, ও বুদ্ধি প্রখর হইতে পারে, কি উপায়ে বিশেষ প্রযত্ন ব্যতিরেকেও তাহাদের মঙ্গল হয়,[৭০] কি উপায় অবলম্বন করিলে লোক সকল মহাবল-পরাক্রম, বিশুদ্ধচিত্ত, পরের হিতসাধনে তৎপর ও মাতাপিতার প্রিয়কারী হইতে পারে,[৭১] কি উপায়ে তাহারা পরস্ত্রী-বিমুখ হইয়া স্বদারনিষ্ঠ দেবতাভক্ত ও গুরুভক্ত এবং পুত্র ও স্বজনগণের প্রতিপালক হইয়া উঠে,[৭২] কিরূপেই বা তাহারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মবিদ্যা-সম্পন্ন এবং ব্রহ্মচিন্তা-পরায়ণ হইতে পারে, আপনি

---

* নৃণামযত্নশুভঙ্করমিতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চাব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ ।
নিষ্কার্থং লোকযাত্রায়াঃ কথয়স্ব হিতায় যৎ ॥১৩॥
কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ ।
বিনা ত্বাং সর্ব্বলোকানাং কস্ত্রাতা ভুবনত্রয়ে ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নঃ প্রথমোল্লাসঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মজ্ঞা ইতি। ব্রহ্মবিদ্যাঃ সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেতি প্রজ্ঞাবন্তঃ। লোকযাত্রায়াঃ লোকনির্ব্বাহস্য ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং প্রথমোল্লাসঃ ।

সকলের পারত্রিক হিতকর এবং লোকযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী এই সমুদায় বিষয় বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন।[১৩] বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ-ভেদে এবং আশ্রমভেদে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, যাহা যাহা অকর্ত্তব্য, তৎসমুদায়ও আপনি কৃপা করিয়া ব্যক্ত করুন। এই ত্রিলোকী মধ্যে আপনি ব্যতিরেকে সর্ব্বলোকের পরিত্রাণ-কর্ত্তা আর কে আছে![১৪]

জীবনিস্তারোপায়প্রশ্ন নামক প্রথম উল্লাস

সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োল্লাসঃ ।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ ।
কথয়ামাস তত্ত্বেন মহাকারুণ্যবারিধিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগে জগতাং হিতকারিণি ।
এতাদৃশঃ শুভঃ প্রশ্নো ন কেনাপি পুরা কৃতঃ ॥ ২ ॥
ধন্যাসি সুকৃতজ্ঞাসি হিতাসি কলিজন্মনাম্ ।
যদ্যদুক্তং ত্বয়া ভদ্রে সত্যং সত্যং যথার্থতঃ ॥ ৩ ॥
সর্ব্বজ্ঞা ত্বং ত্রিকালজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞা পরমেশ্বরি ।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যঞ্চ ধর্ম্মযুক্তং ত্বয়া প্রিয়ে ॥ ৪ ॥

শঙ্কর ইদানীং কৃতজীবনিস্তারোপায়প্রশ্নাং পার্ব্বতীং তৎপ্রশ্নঞ্চ স্তবংস্তাং প্রত্যুত্তরং দাতুমুপক্রমতে। ইতীত্যাদি। লোকশঙ্করঃ জনানাং কল্যাণস্যোৎপাদকঃ। মহাকারুণ্যবারিধিঃ মহাদয়াসমুদ্রঃ ॥ ১॥ ২ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বজ্ঞেত্যাদি। ভবৎ বর্ত্তমানম্ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

অতীব-করুণাসাগর লোক-হিতকারী মহাদেব, ভগবতীর এই বচন শ্রবণ করিয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রস্তাবিত বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।[১]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। ভগবতি! তুমিই জগতের হিতকারিণী, তুমি উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ. এতাদৃশ মঙ্গলজনক প্রশ্ন পূর্ব্বে আর কেহ কখনও করেন নাই।[২] তুমিই ধন্যা; কিরূপে উত্তম পুণ্য কর্ম্ম হইতে পারে, তাহা তুমিই অবগত আছ, এবং তুমি কলিকাল-সম্ভূত মনুষ্যদিগের যথার্থই হিতকারিণী। ভদ্রে! তুমি যাহা যাহা কহিলে, তাহা সকলি সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।[৩] পরমেশ্বরি! তুমি ধর্ম্মজ্ঞা, ত্রিকালজ্ঞা, ও সর্ব্বজ্ঞা। প্রিয়ে! তুমি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে যে সমুদায়

যথাতত্ত্বং যথান্যায়ং যথাযোগ্যং ন সংশয়ঃ ॥৫॥
কলিকল্মষদীনানাং দ্বিজাদীনাং সুরেশ্বরি।
মেধ্যামেধ্যাবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা।
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভি-রিষ্টসিদ্ধির্নৃণাং ভবেৎ ॥ ৬ ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে ॥ ৭ ॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ ॥ ৮ ॥

কলিকল্মষদীনানামিতি। কলিকল্মষদীনানাং কলিযুগসম্বন্ধিদুষ্কৃতহেতুক-দুর্গতিশালিনাং মেধ্যামেধ্যাবিচারাণাং পবিত্রাপবিত্রবিচারশূন্যানাম্ অতএব দ্বিজাদীনাং ব্রাহ্মণপ্রভৃতীনাং শ্রৌতকর্ম্মণা বেদোক্তেন কর্ম্মণা শুদ্ধির্ন ভবেৎ ॥ ৬ ॥

সত্যমিতি। হীত্যবধারণে ॥ ৭ ॥

শ্রুতীত্যাদি। হে শিবে সুধীর্বিচক্ষণঃ আগমোক্তবিধানেন দেবান্ যজেৎ

নির্দ্দযুক্ত বাক্য কহিলে,[৫] তাহাই প্রকৃত-তত্ত্ব ন্যায়সঙ্গত ও যথোপযুক্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[৫] সুরেশ্বরি! কলিযুগসম্বন্ধি কর্ম্মহেতুক দুর্গতিশীল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের পবিত্র অপবিত্র বিচার থাকিবে না, সুতরাং তাহারা (বেদাচারবিহীন হওয়াতে) বেদবিহিত কর্ম্ম দ্বারা কিরূপে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে! ঈদৃশ অবস্থায় স্মৃতিসংহিতা বা পুরাণসংহিতা দ্বারা তাহাদের অভিপ্রেত সিদ্ধি হইবে না, (কারণ তাহারা বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার, এই আচারত্রয় হইতেই পরিভ্রষ্ট)।[৬] প্রিয়ে! আমি সত্য সত্য বলিতেছি, সম্পূর্ণ সত্য বলিতেছি, কলিযুগে আগমপথ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।[৭] ভগবতি! আমিই পূর্ব্বে শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতিতে, বলিয়াছি যে, কলিযুগে ধীমান্ জনগণ তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে দেবগণের অর্চ্চনা করিবেন।[৮] কলিযুগে যে ব্যক্তি তন্ত্রোক্তমার্গ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অন্য পথের পথিক হয়,

কলাবাগমমূলজ্ঞো যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ৯॥
সর্ব্বৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ।
প্রতিপাদ্যোঽস্মি নান্যোঽস্তি প্রভুর্জ্জগতি মাং বিনা॥ ১০॥
আমনন্তি চ তে সর্ব্বে মৎপদং লোকপাবনম্।
মন্মার্গবিমুখা লোকাঃ পাষণ্ডা ব্রহ্মঘাতিনঃ॥ ১১॥
অতো মন্মতমুৎসৃজ্য যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
নিষ্ফলং তদ্ভবেদ্দেবি কর্ত্তাপি নারকী ভবেৎ॥ ১২॥

পূজয়েৎ ইতি পূবা পূর্ব্বং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ সবৈবোক্তমিত্যন্বয়ঃ॥ ৮॥ ৯॥

স্বমতপ্রামাণ্যায় প্রথমত আত্মন এব সর্ব্বোত্তমত্বং ব্যাহর্ত্তুমাহ, সর্ব্বৈরিত্যাদি। মত ইত্যাদ্যাহায়ম্। প্রতিপাদ্যঃ বোধয়িতব্যঃ॥ ১০॥

আমনন্তীতি। সর্ব্বে তে বেদাদয়ো মৎপদং মদীয়ং স্থানং লোকপাবনং লোকানাং পূতত্বজনকমামনন্তি বোধয়ন্তি। ব্রহ্মঘাতিনো ভবেয়ুরিতি শেষঃ॥১১॥

অত ইত্যাদি। উৎসৃজ্য পরিত্যজ্য। তৎ কর্ম্ম॥ ১২॥ ১৩॥

তাহার সদ্গতি হয় না, ইহা সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।[৯] যেহেতু সমুদায় বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও সংহিতা প্রভৃতি দ্বারা, একমাত্র আমিই প্রতিপাদ্য ও গম্য হইতেছি এবং এই জগতে আমি ব্যতিরেকে অন্য কোন অধীশ্বর নাই।[১০]

বেদ প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রই আমার পদকে পবিত্রতার কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করে। যে সকল লোক মৎপ্রবর্ত্তিত আগমমার্গ হইতে বিমুখ, তাহারা পাষণ্ড ও ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকী।[১১] দেবী! এই কারণে মৎকথিত তন্ত্রমত পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা তাহার নিষ্ফল হয় ও সেই কর্ম্মকর্ত্তা নিরয়গামী হইয়া থাকে।[১২]

মূঢ়ো মন্মতমুৎসৃজ্য যোঽন্যমতমুপাশ্রয়েৎ।
ব্রহ্মহা পিতৃহা স্ত্রীঘ্নঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥
কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু ॥ ১৪ ॥
নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব ॥ ১৫ ॥

অথ বেদোক্তানাং মন্ত্রাণাং কলৌ নিষ্প্রভাবত্বং তত্তৎফলানিষ্পাদকত্বঞ্চ প্রতিপাদয়ংস্তন্ত্রোদিতানামেব মন্ত্রাণাং সিদ্ধত্বাং ঝটিতি তত্তৎফলপ্রদাতৃত্বাচ্চাতিপ্রাশস্ত্যমাহ, কলাবিত্যাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

নির্ব্বীর্য্যা ইত্যাদি। যে শ্রৌতজাতীয়া বেদোদিতা মন্ত্রাঃ সত্যাদৌ যুগে সফলাস্তত্তৎফলোৎপাদকা আসন্ তে সর্ব্বে মন্ত্রাঃ কলৌ যুগে বিষহীনা উরগাঃ সর্পা ইব নির্ব্বীর্য্যা নিষ্প্রভাবাঃ। মৃতকা ইব তত্তৎফলানিষ্পাদকাশ্চ বোদ্ধব্যা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি আমার তন্ত্রোক্ত মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যমত আশ্রয় করিবে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা, পিতৃহত্যা, ও স্ত্রীহত্যার পাতকে পাতকী হইবে, সন্দেহ নাই।[১৩] কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসমুদায় সিদ্ধ ও আশু ফলপ্রদ। ঐ সমস্ত মন্ত্র, জপ যজ্ঞ প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মেতেই উত্তম প্রশস্ত।[১৪] এক্ষণে বৈদিক মন্ত্র সমুদায় বিষহীন সর্পের ন্যায় নির্ব্বীর্য্য হইয়াছে। ঐ সমুদায় মন্ত্র সত্যাদি যুগে সফল হইত, কিন্তু কলিযুগে তাহারা মৃততুল্য অচৈতন্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে[১৫]।(১৫) ভিত্তিতে নির্ম্মিত পুত্তলিকা যেরূপ চক্ষু

---

(১৫)—সত্যযুগে বেদোক্ত মন্ত্র ফলপ্রদ ছিল, এক্ষণে ফলদায়ক হয় না, ইহার কারণ কি? এ বিষয়ে অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। ফলতঃ বেদাচার আশ্রয় করিয়া বৈদিক কর্ম্ম, শৈবাচার আশ্রয় করিয়া স্মৃতি-সংহিতা-সম্মত কর্ম্ম, বৈষ্ণবাচার আশ্রয় করিয়া পুরাণ-সংহিতা সম্মত কর্ম্ম এবং দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার অথবা কৌলাচার আশ্রয় করিয়া তান্ত্রিক কর্ম্ম করিলে যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। উত্তরতন্ত্রে কথিত আছে,

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মতম্। বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্। দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্। সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরো নহি॥" এই সপ্ত আচারের মধ্যে বেদাচার বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার পশুভাবের অন্তর্গত। দক্ষিণাচার পশুভাব ও বীরভাবের মধ্যবর্ত্তী। বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার বীরভাবের অন্তর্গত। কৌলাচার বীরভাবের অন্তর্গত হইলেও উহার পরিণামে দিব্যভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। মহানির্ব্বাণে পশুভাব নিষেধ করিবার কারণ এই যে, কলিকালে কোন ব্যক্তিই বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার রক্ষা করিতে পারেন না। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার না থাকিলেও বৈদিক পৌরাণিক বা স্মৃতিসম্মত মন্ত্র ও যাগযজ্ঞ প্রয়োগ প্রভৃতি ফলদায়ক হইতে পারে না। মনুসংহিতায় আছে;—'আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রঃ ন বেদফলমশ্নুতে॥' যে ব্রাহ্মণ বেদোক্ত আচার প্রতিপালনে অসমর্থ তিনি তদুক্ত ফললাভেও বঞ্চিত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে কোন্ ব্যক্তি বেদাচার পালনে সমর্থ? কোন্ ব্যক্তি উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুকুলে যথানিয়মে বাস করেন? এবং ৩০ বৎসর বা ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কোন্ ব্যক্তি গুরুকুল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন? এবং ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে কোন্ ব্যক্তিই বা বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আশ্রয় করেন? এক্ষণকার ব্রাহ্মণগণ কি বেদোক্ত যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন? এক্ষণকার মনুষ্য যখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে বেদের শাসনাধীন নহেন, তখন তাঁহারা কোন্ লজ্জায় বৈদিক কার্য্যের ফল প্রত্যাশা করেন। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে কোন ক্রমেই পশুভাব রক্ষা হইতে পারে না। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ। ন শূদ্রদর্শনং কুর্য্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ॥" এই শাসন এক্ষণে কেহই পালন করিতে সমর্থ নহেন। বিশেষতঃ যাহারা মদ্যপান, ম্লেচ্ছসংসর্গ, ম্লেচ্ছান্ন ভোজন প্রভৃতি দ্বারা পতিত ও পাষণ্ড, তাহাদের সংসর্গে যিনি পতিত হয়েন নাই, এরূপ বিশুদ্ধ পশু এই জগতে প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট।

যদিই বা কোন মহাপুরুষ কোন রূপে কঠোরভাব অবলম্বন পূর্ব্বক উপরি উক্ত আচার প্রতিপালন করেন, তথাপি এই কালে এই ভারতবর্ষে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ক্রিয়া কলাপ দ্বারা ফললাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন না। কারণ মেরুতন্ত্রে আছে,—'যস্মিন্ দেশে ন গোহত্যা নাপি ব্রহ্মবধো ভবেৎ। ন শ্রাবয়ন্তি শূদ্রাংশ্চ সিদ্ধিস্তত্র তু বৈদিকী॥' অর্থাৎ যে দেশে গোহত্যা বা ব্রহ্মহত্যা হয় না এবং শূদ্রও বেদ শ্রবণ করে না, সেই দেশেই বৈদিকী মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। মনুতেই আছে,—'ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্ম্মিক-জনাবৃতে। ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপসৃষ্টেঽন্ত্যজৈর্নৃভিঃ॥' শূদ্ররাজ্যে বা অধার্ম্মিকজন-পরিবৃত দেশে অথবা বেদবিধানবিরুদ্ধ চিহ্নধারীগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত দেশে এবং অন্ত্যজজাতি কর্ত্তৃক উপদ্রুত দেশে বাস করিবে না। ইহার প্রয়োগও যোগবাশিষ্ঠে উপশম প্রকরণে দৃষ্ট হয়। কীর নগরের অধিবাসীবৃন্দ প্রচলিত প্রথামত রাজহস্তী কর্ত্তৃক সমানীত চাণ্ডালের শাসনাধীনে কিয়ৎকাল বাস করাতে ধর্ম্মচ্যুত হওয়ায়

পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ ॥ ১৬ ॥
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা।
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ১৭ ॥

পাঞ্চালিকা ইত্যাদি। ভিত্তৌ স্থিতাঃ সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সমন্বিতা যুতাঃ। অমূঃ পাঞ্চালিকা বস্ত্রদন্তাদিভির্নির্ম্মিতাঃ পুত্রিকা যথা কার্য্যেষ্বশক্তা অসমর্থা ভবন্তি তথৈবান্যে তন্ত্রোক্তভিন্না মন্ত্ররাশয়ো মন্ত্রসমূহাঃ কলৌ তত্তৎকার্য্যানিষ্পাদকা জ্ঞেয়াঃ। পাঞ্চালিকা পুত্রিকা স্যাদ্বস্ত্রদন্তাদিভিঃ কৃতেত্যমরঃ ॥ ১৬ ॥

অন্যেত্যাদি। যথা বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমোঽপত্যরূপফলসাধকো ন ভবতি এবমন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং যৎ কর্ম্ম। তত্র অস্মিন্ কর্ম্মণি কৃতে সতি ফলসিদ্ধিঃ।

কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি সমুদায়-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও তত্তৎ কার্য্য-সাধনে অসমর্থ, কলিতে অন্যান্য মন্ত্ররাশিও প্রায় সেইরূপ অচৈতন্য ও অভীষ্ট কার্য্য সাধনে অসমর্থ।[১৬] বন্ধ্যা-স্ত্রী-সহবাসে যেমন পুত্ররূপ ফল হয় না, তান্ত্রিক ভিন্ন অন্য মন্ত্র দ্বারা কর্ম্ম করিলেও সেইরূপ অভিপ্রেত ফলসিদ্ধি হইতে পারে না। কেবল শ্রমমাত্র সার হয়।[১৭] কলিযুগে তন্ত্রশাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শাস্ত্রোক্ত

অগ্নিকুণ্ডে পাপদেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি শাস্ত্রের এই আদেশ প্রতিপালনে সমর্থ? এতদবস্থায় সকলেই কি আচারভ্রষ্ট নহেন?

এই জন্য শিব বলিয়াছেন যে, "পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি।" বলা বাহুল্য যে, যখন কলিতে পশুভাব নাই, তখন পশুভাবের কার্য্যও নাই। সুতরাং ঈদৃশ অবস্থায় পশুভাবে নিষ্পাদ্য বেদ প্রভৃতির মন্ত্র-প্রয়োগ দ্বারা কোন ক্রমেই ফলপ্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। এই জন্য কলিকালে আচার ভ্রষ্ট জনগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই সদাশিব আগম প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আগম ব্যতিরেকে জীবগণের আর উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই।

সর্ব্বাচারাৎ পরিভ্রষ্টঃ কুলাচারং সমাশ্রয়েৎ।
কুলাচারপরিভ্রষ্টো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥—তন্ত্রবচন।

বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার প্রভৃতি যে কোন আচার হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে লোকে আগমোক্ত কুলাচার আশ্রয় করিতে পারে, পরন্তু যদি কেহ কুলাচার হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয়ই রৌরব নরকে গমন করিতে হয়। তাঁহার আর নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই।

কলাবন্যোদিতৈর্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৮ ॥
মদ্বক্ত্রাদুদিতং ধর্ম্মং হিত্বান্যৎ ধর্ম্মমীহতে।
অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্ত্বা ক্ষীরমার্কং স বাঞ্ছতি ॥ ১৯ ॥
নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতু-রিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ ॥ ২০ ॥
তন্ত্রাণি বহুধোক্তানি নানাখ্যানান্বিতানি চ।
সিদ্ধানাং সাধকানাঞ্চ বিধানানি চ ভূরিশঃ ॥ ২১ ॥

ফলনিষ্পত্তির্ন স্যাৎ কেবলং শ্রম এব স্যাৎ। ইতি নিশ্চিতমেতৎ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

মদ্বক্ত্রাদিতি। মদ্বক্ত্রাৎ মম মুখাৎ উদিতং কথিতম্। ঈহতে বাঞ্ছতি। আর্কম্ অর্কবৃক্ষোদ্ভবম্॥ ১৯ ॥

নান্য ইতি। অমুত্র পরলোকে ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

বিধি অবলম্বন করিয়া যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সেই বুদ্ধিহীন ব্যক্তি তৃষ্ণাতুর হইয়া (জলপানার্থ) গঙ্গাতীরে কূপ খনন করিয়া থাকে।[১৮]

যে ব্যক্তি মন্মুখ-বিনিঃসৃত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে অভিলাষী হয়, সে ব্যক্তি আপন গৃহে অমৃত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্কক্ষীর অর্থাৎ আকন্দ বৃক্ষের আটা বাঞ্ছা করিয়া থাকে।[১৯] তন্ত্রোক্ত পথ যেমন সুখ-ভোগ ও মোক্ষ এই উভয়বিধ ফলপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, সেইরূপ ইহলোকে ও পরলোকে সুখ ও মোক্ষের সাধক অন্য কোন পথই দৃষ্ট হয় না।[২০] (১৬)

---

(১৬) তন্ত্রে ভোগসাধন বস্তুনিচয়ের সহিত সাধন সংমিশ্রণে ক্রমশঃ তদুক্ত ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা ভোগ-বাসনা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই নিবৃত্তি মার্গে বা দিব্যভাবে উপনীত হইলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। তন্ত্রে আছে,—'যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষঃ যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ। দেবীপদাম্ভোজ-সমাশ্রিতানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব॥' অর্থাৎ, যিনি বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত তিনি মোক্ষফল প্রাপ্ত হয়েন না, এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সর্ব্বথা বিষয়ভোগে বিরত থাকিবেন। পরন্তু যিনি তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে দেবতার আরাধনা করেন, তিনি ইহকালে সুখভোগ করিয়া চরমে মোক্ষফল প্রাপ্ত হয়েন।

অধিকারিবিভেদেন পশুবাহুল্যতঃ প্রিয়ে ।
কুলাচারোদিতং ধর্ম্মং গুপ্ত্যর্থং কথিতং ক্বচিৎ ॥ ২২ ॥
জীবপ্রবৃত্তিকারীণি কানিচিৎ কথিতান্যপি ।
দেবা নানাবিধাঃ প্রোক্তা দেব্যোঽপি বহুধা প্রিয়ে ॥ ২৩ ॥
ভৈরবাশ্চৈব বেতালা বটুকা নায়িকাগণাঃ ।
শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাদয়ঃ * ॥ ২৪ ॥

অধিকারীত্যাদি। হে প্রিয়ে অধিকারিবিভেদেনাধিকারিণাং বিশেষেণ পশূনাং বাহুল্যতশ্চ হেতোঃ ক্বচিৎ কুলাচারোদিতং কুলাচারোক্তং ধর্ম্মং গুপ্ত্যর্থং কথিতম্ ॥ ২২ ॥

জীবেত্যাদি। অধিকারিবিভেদেনেত্যনুবজ্যতে। কানিচিৎ তন্ত্রাণি। অপীত্যস্য জীবপ্রবৃত্তিকারীণীত্যত্রান্বয়ঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

আমি সিদ্ধ ও সাধকগণের নিমিত্ত অধিকারী ভেদে ভূরি ভূরি বিধান ও নানা আখ্যান সম্বলিত বহুবিধ তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছি। প্রিয়ে! তাহাতে এই ভূমণ্ডলে পশুর সংখ্যা অধিক বলিয়া কোন কোন তন্ত্রে কুলাচারোক্ত ধর্ম্ম গোপনভাবে সাধন করিতে আদেশ করিয়াছি।[২২] আবার কেবল জীবগণের প্রবৃত্তির নিমিত্তও তদনুরূপ বিধান সম্বলিত কতকগুলি তন্ত্র প্রকটিত করিয়াছি। প্রিয়ে! ঐ সকল তন্ত্রে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত নানাবিধ দেব দেবীর সাধন প্রণালীও কথিত হইয়াছে।[২৩] ভৈরবগণ, বেতালগণ, বটুকগণ, নায়িকা-গণ, শাক্তগণ, শৈবগণ, বৈষ্ণবগণ, সৌরগণ, গাণপতগণপ্রভৃতিরও অনেক প্রকার সাধন প্রকটিত করা হইয়াছে।[২৪] সেই সমুদায় তন্ত্রে নানা মন্ত্র, নানা যন্ত্র, এবং অন্যান্য বহু প্রয়াসসাধ্য অথচ যথোক্ত ফলদায়ক অনেক প্রকার সিদ্ধির

---

* সৌরগাণপতাদয় ইতি বা পাঠান্।

নানামন্ত্রাশ্চ যন্ত্রাণি সিদ্ধোপায়ান্যনেকশঃ।
ভূরিপ্রয়াসসাধ্যানি যথোক্তফলদানি চ ॥ ২৫ ॥
যথা যথা কৃতাঃ প্রশ্না যেন যেন যদা যদা।
তদা তস্যোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বলোকোপকারায় সর্ব্বপ্রাণিহিতায় চ।
যুগধর্ম্মানুসারেণ যাথাতথ্যেন পার্ব্বতি ॥ ২৭ ॥
ত্বয়া যাদৃক্ কৃতাঃ প্রশ্না ন কেনাপি পুরা কৃতাঃ।
তব স্নেহেন বক্ষ্যামি সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥ ২৮ ॥
বেদানামাগমানাঞ্চ তন্ত্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ।
সারমুদ্ধৃত্য দেবেশি তবাগ্রে কথ্যতে ময়া ॥ ২৯ ॥

নানেত্যাদি। সিদ্ধোপায়ানি সিদ্ধাঃ সিদ্ধিমন্ত উপায়া যেষু তানি ॥ ২৫ ॥
যথেত্যাদি। যথা যথা যাদৃশা যাদৃশাঃ প্রশ্নাঃ তথৈব তাদৃশমেবোক্তম্ ॥২৬॥
সর্ব্বেত্যাদি। সর্ব্বলোকোপকারায়েত্যস্য ত্বয়া যাদৃক্ কৃতঃ প্রশ্ন ইত্যনেনান্বয়ঃ করণীয়ঃ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥
বেদানামিত্যাদি। সারং স্থিরাংশম্ ॥ ২৯ ॥

উপায় বর্ণিত আছে।[২৫] ফলতঃ প্রিয়ে! যেরূপ অধিকারী যে যে ব্যক্তি যে যে সময়, যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছে, আমি সেই সেই সময়ে তাহাদের উপকারের নিমিত্ত তত্তদনুরূপই বলিয়াছি।[২৬] কিন্তু পার্ব্বতি! সর্ব্বলোকের উপকারের নিমিত্ত ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠান-হেতু যুগধর্ম্ম অনুসারে যথাযথ রূপে[২৭] এক্ষণে তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিলে, এরূপ প্রশ্ন পূর্ব্বে আর কেহ কখনও করে নাই। যাহা হউক, অধুনা আমি তোমার প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত পরাৎপর ও সারাৎসার বিষয় বলিতেছি।[২৮] দেবি! এক্ষণে আমি বেদ সমুদায়ের, ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায়ের এবং বিশেষতঃ তন্ত্র সমুদায়ের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া তোমার নিকট বর্ণনা করি-

যথা নরেষু তন্ত্রজ্ঞাঃ* সরিতাং জাহ্নবী যথা।
যথাহং ত্রিদিবেশানাম্ আগমানামিদং তথা ॥ ৩০ ॥
কিং বেদৈঃ কিং পুরাণৈশ্চ কিং শাস্ত্রৈর্বহুভিঃ শিবে।
বিজ্ঞাতেঽস্মিন্ মহাতন্ত্রে সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
যতো জগন্মঙ্গলায় ত্বয়াহং বিনিযোজিতঃ।
অতস্তে কথয়িষ্যামি যদ্বিশ্বহিতকৃদ্ভবেৎ ॥ ৩২ ॥
কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্ ॥ ৩৩॥

অথ সর্ব্বতন্ত্রেভ্যো মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য সদৃষ্টান্তং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ, যথেত্যাদিনা। তন্ত্রজ্ঞা উত্তমা ইতি শেষঃ। ইদং মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ ॥৩০ ॥ ৩১ ॥

যত ইত্যাদি। বিনিযোজিতঃ প্রবর্ত্তিতঃ ॥ ৩২ ॥

নহু বিশ্বহিতোৎপাদকোপায়কথনাদ্ভবতঃ কো লাভোঽত আহ, কৃত ইত্যাদি। হে দেবি বিশ্বহিতে কৃতে সতি বিশ্বেশো বিশ্বেষামস্মদাদীনাং সর্ব্বেষাং নিয়ন্তা পরমেশ্বরঃ প্রীতো ভবতি। নহু বিশ্বহিতোৎপাদনাৎ পরমেশ্বরে

তেছি।২৯ মনুষ্যদিগের মধ্যে যেমন তন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যেমন নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, এবং দেবগণের মধ্যে যেরূপ আমি শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমুদায় আগমের মধ্যে এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ।৩০ শিবে! সমস্ত বেদ দ্বারা, পুরাণ দ্বারা, কিম্বা বহুশাস্ত্র জ্ঞানে কি ফললাভ হইতে পারে! একমাত্র এই মহাতন্ত্র জ্ঞাত হইলেই সম্পূর্ণরূপে সমুদায় সিদ্ধিই লাভ করিতে পারা যায়।৩১ দেবি! তুমি যখন জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছ, তখন যাহাতে এই ব্রহ্মাণ্ডের হিতানুষ্ঠান হয়, তাহা এক্ষণে তোমার নিকট বলিতেছি।৩২ পরমেশ্বরি! জগতের হিতানুষ্ঠান করিলে জগদীশ্বর পরিতুষ্ট হয়েন, কারণ তিনিই জগতের আত্মা এবং এই জগৎ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।৩৩

---

* যথা নরেষু মন্ত্রজ্ঞা ইতি চ পাঠঃ।

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ* সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ॥ ৩৪ ॥
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ ॥ ৩৫॥

কথং প্রীতিকৃৎসদ্যতে তত্রাহ, বিশ্বাত্মেতি। যতঃ পরমেশ্বরো বিশ্বমাত্মনি যস্য তথাভূতো ভবতি অতো বিশ্বহিতোৎপাদনেন তত্র প্রীতির্জায়তে ইতি ভাবঃ। নন্বু তস্য বিশ্বাত্মত্বমেব কথং স্যাত্তত্রাহ, যতো বিশ্বমিত্যাদি। যতো বিশ্বং তদাশ্রিতং তং পরমেশ্বরমাশ্রিতং বর্ত্ততেঽতো বিশ্বাত্মা স ভবতি ॥ ৩৩ ॥

যস্য পরমাত্মন এবৈকস্য সত্যত্বং তদন্যস্যাখিলপদার্থস্য মিথ্যাত্বমস্তীতি প্রতিপাদয়তি, স এক এবেত্যাদি। অথ সত্যত্বাত্তজ্জ্ঞানাদেঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিজনকত্বান্নির্ব্বাণহেতুত্বাচ্চ পরমাত্মৈবৈকো ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যশ্চেত্যভিপ্রায়ং প্রথমতঃ সদ্রূপঃ সৎস্বভাবঃ স পরমেশ্বর এবৈকঃ সত্যঃ তদন্যস্তু সর্ব্বঃ পদার্থোঽসত্যো জ্ঞেয়ঃ। তৎসত্যত্বে হেতুন্ দর্শয়ন্নাহ, অদ্বৈত ইত্যাদি। যতোঽদ্বৈতঃ সজাতীয়বিজাতীয়শূন্যঃ অতএব পরাৎ ব্রহ্মাদেরপি পরঃ শ্রেষ্ঠঃ। স্বেনাত্মনৈব প্রকাশতে ইতি স্বপ্রকাশঃ চন্দ্রসূর্য্যাদিপ্রকাশনিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ। সদাপূর্ণঃ সর্ব্বদা অখণ্ডঃ। সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ সন্তৌ সর্ব্বদা স্থায়িনৌ যৌ চিদানন্দৌ জ্ঞানানন্দৌ তৎস্বরূপঃ ॥ ৩৪ ॥

নির্ব্বিকার ইত্যাদি। নির্ব্বিকারঃ প্রকৃতেরন্যথাভাবো বিকারঃ তদ্রহিতঃ। নিরাধারঃ আশ্রয়শূন্যঃ। নির্ব্বিশেষঃ স্বগতভেদরহিতঃ। নিরাকুলঃ আকুলতাশূন্যঃ। গুণাতীতঃ গুণাঃ শীতোষ্ণাঃ সুখদুঃখাদয়ঃ সত্ত্বাদয়ো বা তানতীতোঽতি-

সৎস্বভাব সেই জগদীশ্বরই একমাত্র সত্য। তিনি অদ্বিতীয়, পরাৎপর, স্বপ্রকাশ, সর্ব্বদা পূর্ণ এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য জ্ঞানময় ও আনন্দময়।৩৪ তিনি নির্ব্বিকার অর্থাৎ উপচয়াপচয়াদি-রহিত। তিনি নিরাধার অর্থাৎ তিনিই সকলের আশ্রয়, পরন্তু তাঁহার আশ্রয় অন্য কেহই নাই। তিনি নির্ব্বিশেষ, নিরাকুল, গুণাতীত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদ্রষ্টা ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-

* স্বপ্রকাশ ইতি পাঠান্তরম্।

গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥
লোকাতীতো লোকহেতু-রবাঙ্মনসগোচরঃ ।
স বেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞ-স্তং ন জানাতি কশ্চন ॥ ৩৭ ॥

ক্রান্তঃ। সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বেষাং শুভাশুভকর্ম্মণাং সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। সর্ব্বাত্মা সর্ব্বস্বরূপঃ। সর্ব্বদৃক্ অখিলস্য পদার্থস্যাবলোকয়িতা। বিভুঃ প্রাপ্তসমস্তৈশ্বর্য্যঃ ॥৩৫॥

গূঢ় ইত্যাদি। সর্ব্বেষু চরাচরেষু ভূতেষু গূঢ়ঃ সংবৃতঃ। সর্ব্ববাপী সকলপদার্থব্যাপনশীলঃ। সনাতনঃ আদ্যন্তশূন্যঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তদ্বিষয়ানাভাসয়তি যঃ তথাভূতঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ চক্ষুরাদিসকলেন্দ্রিয়শূন্যঃ ॥ ৩৬ ॥

লোকাতীত ইত্যাদি। লোকাতীতোঽতিক্রান্তলোকঃ। লোকহেতুঃ ভুবনবীজম্। অবাঙ্মনসগোচরঃ বাচো মনসশ্চাবিষয়ঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ স পরমাত্মা বিশ্বং সর্ব্বং জগদ্বেত্তি জানাতি তং পরমাত্মানন্তু কশ্চন অপি ন জানাতি। অতঃ পরমাত্মৈবৈকঃ সত্যঃ তদ্ভিন্নস্ত্বখিলঃ পদার্থোঽনেবম্ভূতত্বাদসত্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

তদধীনমিত্যাদি। সর্ব্বং জগৎ তদধীনং পরমাত্মবশবর্ত্তি। সচরাচরং জঙ্গমস্থাবরসহিতং ত্রৈলোক্যং তদালম্বনতঃ পরমাত্মাবলম্বনতস্তিষ্ঠেৎ। ইদমবিতর্ক্যমনূহনীয়ং জগৎ তৎসত্যতাং পরমাত্মসত্যসমুপাশ্রিত্য ইয়ং পৃথ্বী ইমা আপঃ

সম্পন্ন।৩৫ তিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী অনাদি অনন্ত ও নিত্য। তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই, অথচ তাঁহা হইতে সমুদায় ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ হইতেছে।৩৬ তিনি সর্ব্বলোকাতীত। তিনি সকল লোকের কারণ। তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জগতের সমস্তই জ্ঞাত হইতেছেন, কিন্তু জগতের কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে জানিতে পারিতেছে না।৩৭ এই সমগ্র জগৎ তাঁহারই

তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেৎ অবিতর্ক্যমিদং জগৎ ॥ ৩৮ ॥
তৎসত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্ভাতি* পৃথক্ পৃথক্।
তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি ॥ ৩৯ ॥
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ।
লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ ৪০ ॥
বিষ্ণুঃ পালয়িতা দেবি সংহর্ত্তাহং তদিচ্ছয়া।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৪১ ॥

অয়ং বায়ুরিত্যাদিরূপেণ পৃথক্ পৃথক্ সদ্বৎ সত্যবদ্ভাতি প্রকাশতে ইত্যন্বয়ঃ। বয়ং শঙ্করাদয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

কারণমিত্যাদি। একঃ কেবলঃ। তদিচ্ছয়া পরমেশ্বরেচ্ছয়া সৃষ্টিকরণাল্লোকেষু ব্রহ্মা স্রষ্টেতি গীয়তে শব্দ্যতে। তদিচ্ছয়ৈব সৃষ্টজগৎ পালনাৎ বিষ্ণুঃ পালয়িতেতি গীয়তে। তৎসংহরণাচ্চাহং সংহর্ত্তেতি গীয়তে। ইন্দ্রাদয় ইত্যাদি।

অধীন। এই চরাচর ত্রৈলোক্য তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রজালবৎ এই অপরিজ্ঞেয় জগৎ[৩৮] সেই পরমব্রহ্মের সত্যতা আশ্রয় করিয়াই ভূমি, জল, বায়ু প্রভৃতি রূপে সত্যের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশমান হইতেছে। মহেশ্বরি! মূলপ্রকৃতিতে উপহিত সেই তুরীয় ব্রহ্ম হেতুভূত হওয়াতে তাঁহা হইতেই আমরা উৎপন্ন হইয়াছি।[৩৯] সেই একমাত্র পরমেশ্বর সর্ব্বভূতের কারণ। দেবি! (তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে গুণত্রয় বিভাগ দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়া এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছেন।) রজোগুণ অনুসারে চতুরানন ব্রহ্মা তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সৃষ্টি করিয়া ত্রিলোকে স্রষ্টা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।[৪০] তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সত্ত্বগুণ অনুসারে বিষ্ণু সৃষ্ট জগৎ পালনে রত থাকায় পালনকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এবং তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সংহার কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া নিবন্ধন আমি সংহারকর্ত্তা বলিয়া প্রথিত হইয়াছি। এইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণও সকলেই

---

* সমুদ্ভাতীতি বা পাঠঃ।

যে স্বেহধিকারে নিরতা-স্তে শাসতি †তদাজ্ঞয়া ।
ত্বং পরা প্রকৃতিস্তস্য পূজ্যাসি ভুবনত্রয়ে ॥ ৪২ ॥
তেনান্তর্যামিরূপেণ তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ ।
স্বস্বকর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন ॥ ৪৩ ॥
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ ।
বর্ষন্তি তোয়দাঃ কালে পুষ্পন্তি তরবো বনে ॥ ৪৪ ॥
কালং কালয়তে কালে মৃত্যোর্ম্মৃত্যুর্ভিয়ো ভয়ম্ ।
বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ ॥ ৪৫ ॥

তদ্বশবর্ত্তিনঃ পরমেশ্বরাধীনা যে ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাস্তে সর্ব্বে স্বে স্বেঽধিকারে নিরতাঃ সন্তস্তদাজ্ঞয়া লোকান্ শাসতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

তেনেত্যাদি। তেন পরমাত্মনা তত্তদ্বিষয়যোজিতাঃ তস্মিন্ তস্মিন্ বিষয়ে প্রবর্ত্তিতাঃ। ন স্বতন্ত্রাঃ ন স্বাধীনাঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

কালমিত্যাদি। কালে প্রলয়সময়ে কালমপি কালয়তে নাশং গময়তি। ভিয়ো ভয়স্য। যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ যত্তচ্ছব্দাভ্যাং বোধিতঃ ॥ ৪৫ ॥

সর্ব্ব ইত্যাদি। তন্ময়াঃ পরমাত্মস্বরূপাঃ। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ব্রহ্মাণমারভ্য

তাঁহারই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া[৪১] তাঁহারই আজ্ঞানুসারে, স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত থাকিয়া জগৎ শাসন করিতেছেন। তুমি তাঁহার পরম প্রকৃতি, এই জন্য তুমি ত্রিভুবনের মধ্যে পূজ্যা হইয়াছ।[৪২] ফলত, সর্ব্বান্তর্যামী সেই জগদীশ্বর কর্ত্তৃক নানা বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, কেহ কখনও স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে।[৪৩]

দেবি! যাঁহার শাসনে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার শাসনে সূর্য্য তাপ বিতরণ করিতেছেন, যাঁহার শাসনে মেঘসমূহ যথাসময়ে বারিধারা বর্ষণ করিতেছে, যাঁহার শাসনে বনমধ্যে বৃক্ষসমূহ কুসুমিত হইতেছে,[৪৪] যিনি প্রলয়কালে নিমেষাদিরূপ কালকেও কাল-কবলিত করেন, যিনি কৃতান্তেরও কৃতান্ত স্বরূপ এবং ভয়েরও ভয়স্বরূপ সেই বেদান্তবেদ্য ভগবানই যৎ তৎ

---

† বসন্তীতি পাঠান্তরম্।

তথার্চ্চাদীনি কর্ম্মাণি তদুদ্দেশ্যানি পার্ব্বতি ॥ ৫০ ॥
যো যো যান্‌ যান্‌ যজেৎ দেবান্‌ শ্রদ্ধয়া যদ্‌যদাপ্তয়ে।
তত্তদ্দদাতি সোঽধ্যক্ষস্তৈস্তৈর্দ্দেবগণৈঃ শিবে ॥ ৫১ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে কথ্যতে প্রিয়ে।
ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে ॥ ৫২ ॥
নায়াসো নোপবাসশ্চ কায়ক্লেশো ন বিদ্যতে।
নৈবাচারাদিনিয়মো* নোপচারাশ্চ ভূরিশঃ ॥ ৫৩ ॥

যথা গচ্ছন্তীত্যাদি। তদুদ্দেশ্যানি স পরমাত্মা উদ্দেশ্যো যেষামর্চ্চাদি-কর্ম্মণাং তানি ॥ ৫০ ॥

যো য ইত্যাদি। যদ্‌যদাপ্তয়ে যস্য যস্য ফলস্য লাভায়। অধ্যক্ষঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তত্তৎক্রিয়ায়ু প্রবর্ত্তকঃ ॥ ৫১ ॥

বহুনেত্যাদি। সুখেনারাধ্য উপাস্যঃ সুখারাধ্যঃ ॥ ৫২ ॥

সুখারাধ্যত্বমেব দর্শয়ন্নাহ, নায়াস ইত্যাদি। আয়াসঃ পরিশ্রমঃ ॥ ৫৩

দেবতার পূজা ধ্যান প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মই সেই একমাত্র পরমব্রহ্মে উপনীত হইয়া থাকে।[৫০] পার্ব্বতি! যে যে ব্যক্তি যে যে বস্তু প্রাপ্তির অভিলাষে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে যে দেবতার পূজা করে, অধ্যক্ষ অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক সেই পরমেশ্বর সেই সেই দেবগণ দ্বারা সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই ফলই প্রদান করেন।[৫১] প্রিয়ে! এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, তোমার নিকট আমি সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতেছি যে, সেই পরব্রহ্মই সর্ব্বতোভাবে ধ্যেয় পূজ্য ও সুখারাধ্য এবং তিনি ব্যতিরেকে মুক্তি লাভের আর অন্য উপায় নাই।[৫২] এই পরম-ব্রহ্মের আরাধনায় পরিশ্রম নাই, উপবাস নাই, কায়ক্লেশ নাই, আচার-বিচারাদি নিয়ম নাই, এবং বিবিধ প্রকার উপচারেরও আবশ্যকতা নাই।[৫৩] সেই

---

* নৈবাচারাদিনিয়মাঃ ইতি বা পঠনীয়ম্‌।

ন দিক্কালবিচারোঽস্তি ন মুদ্রান্যাসসংহতিঃ ।
যৎসাধনে কুলেশানি তং বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নোত্তরে
ব্রহ্মোপাসনক্রমো নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ ॥

নেত্যাদি । তং পরমাত্মানম্ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং দ্বিতীয়োল্লাসঃ ।

পরব্রহ্মের আরাধনায় দিক্‌কালের বিচার নাই, এবং মুদ্রা বা ন্যাসজালেরও আবশ্যকতা নাই। অতএব দেবি ! কোন্ ব্যক্তি এই পরমব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দেবতাকে আশ্রয় করিবে। ৫৪

ব্রহ্মোপাসনাক্রম নামক দ্বিতীয় উল্লাস সমাপ্ত ।

তৃতীয়োল্লাসঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব দেবতানাং গুরোর্গুরো।
বক্তা ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মন্ত্রাণাং সাধনস্য চ ॥ ১ ॥
কথিতং যৎ পরং ব্রহ্ম পরমেশং পরাৎপরম্।
যস্যোপাসনতো মর্ত্ত্যো ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥ ২ ॥
কেনোপায়েন ভগবন্ পরমাত্মা প্রসীদতি।
কিং তস্য সাধনং দেব মন্ত্রঃ কো বা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥
কিং ধ্যানং কিং বিধানঞ্চ পরেশস্য পরাত্মনঃ।*
তত্ত্বেন শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ৪ ॥

কৈবল্যার্থং পরমাত্মৈব ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখাবাধাশ্চেত্যাকর্ণ্য তদ্ধ্যানাদিকং জিজ্ঞাসুঃ সদাশিবং প্রশংসন্তী দেব্যুবাচ, দেবদেবেত্যাদি। দেবতানাং গুরোর্বৃহস্পতেরপি গুরো ॥ ১ ॥
কথিতমিত্যাদি। বিন্দতি লভতে ॥ ২ ॥
কেনেত্যাদি। তস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৩ ॥
কিং ধ্যানমিত্যাদি। তত্ত্বেন যাথার্থ্যেন ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবতী কহিলেন। দেবদেব মহাদেব! আপনি দেবতাদিগের গুরুরও গুরু। আপনি সমুদায় শাস্ত্র এবং সমুদায় মন্ত্রের সাধন-প্রণালীর বক্তা।[১] ভগবন্! আপনি যে পরাৎপর পরমেশ্বর পরমব্রহ্মের বিষয় উল্লেখ করিলেন, যাঁহার উপাসনা দ্বারা মানবগণ ভোগ ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়,[২] সেই পরমাত্মাকে কিরূপ উপায় দ্বারা প্রসন্ন করিতে পারা যায়? দেব! তাঁহার সাধন কিরূপ? মন্ত্রই বা কি?[৩] প্রভো! পরমাত্মা পরমেশ্বরের ধ্যানই বা কি প্রকার? বিধানই বা কিরূপ? আমি ইহার প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা করিয়া বলুন।[৪]

---

* পরেশস্য ইত্যত্র পরেতস্য, পরাত্মন ইত্যত্র মহাত্মনঃ ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

অতিগুহ্যং পরং তত্ত্বং শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে।
রহস্যমেতৎ কল্যাণি ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্।
তব স্নেহেন বক্ষ্যামি মম প্রাণাধিকং পরম্ ॥ ৫ ॥
জ্ঞেয়ং ভবতি তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদ্বিশ্বময়ং পরম্।
যথাবৎ তৎস্বরূপেণ* লক্ষণৈর্ব্বা মহেশ্বরি ॥ ৬ ॥
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষম্ অবাঙ্মনসগোচরম্।
অসত্ত্রিলোকীসদ্ভানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥

অথোত্তরয়ন্ সদাশিব উবাচ। অতিগুহ্যমিত্যাদি। অতিগুহ্যমতিরহস্যম্। পরং তত্ত্বং পরং ব্রহ্ম। তত্ত্বং ব্রহ্মণি যাথার্থ্যে ইতি কোশঃ। রহস্যং গুহ্যম্ ॥ ৫ ॥

জ্ঞেয়মিত্যাদি। হে মহেশ্বরি সচ্চিদ্বিশ্বময়ং সৎ সদাস্থায়ি চিৎ চৈতন্যঃ বিশ্বময়ং জগৎ এতৎস্বরূপং যদতিগুহ্যং তৎ পরং ব্রহ্ম। তৎস্বরূপেণ ব্রহ্মণঃ স্বরূপেণ লক্ষণেন তটস্থৈর্ব্বা লক্ষণৈর্যথাবৎ জ্ঞেয়ং ভবতি। লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে পদার্থো যৈঃ তানি লক্ষণানি তৈঃ করণে লুট্ ॥ ৬ ॥

নম্ন কিং তত্তৎস্বরূপং যেন পরং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং ভবেদিত্যপেক্ষায়াং ব্রহ্মণঃ স্বরূপং নিরূপয়তি, সত্তামাত্রমিত্যাদি। যৎ সত্তামাত্রং কেবলপরমার্থসত্ত্বরূপম্। নির্ব্বিশেষং স্বগতভেদরহিতম্। অবাঙ্মনসগোচরং বচো মনসশ্চাগ্রাহ্যম্। অসত্ত্রিলোকীসদ্ভানম্ অসত্যা মিথ্যাভূতায়াস্ত্রিলোক্যাঃ সদ্ভানং সদ্বদ্‌জ্ঞানং যস্মাৎ তদ্ব্রহ্মণঃ স্বরূপং স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন। প্রাণবল্লভে! এই পরমব্রহ্মতত্ত্ব অতীব গোপনীয়। কল্যাণি! এ পর্য্যন্ত এই গুহ্য বিষয় আমি কোথাও প্রকাশ করি নাই। এক্ষণে কেবল তোমার প্রতি স্নেহ প্রযুক্তই আমার প্রাণ অপেক্ষাও পরম প্রিয়তম এই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর।[৫] মহেশ্বরি! সেই নিত্য ও চৈতন্য-স্বরূপ বিশ্বব্যাপী পরমব্রহ্মকে স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।[৬] যাঁহার সত্তামাত্র উপলব্ধি হয়, যিনি নির্ব্বিশেষ, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, যিনি মিথ্যাভূত ত্রিলোকী মধ্যে সৎস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন, তিনিই পরমব্রহ্ম। ইহাই পরমব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ।[৭] যাঁহারা শত্রু মিত্র প্রভৃতি সর্ব্বত্র সমদর্শী, যাহারা শীতোষ্ণ সুখ-

---

* যথাতথস্বরূপেণ ইতি চ পাঠান্তরম্।

সমাধিযোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ।
দ্বন্দ্বাতীতৈর্নির্ব্বিকল্পৈ-র্দেহাত্মাধ্যাসবর্জ্জিতৈঃ॥ ৮॥

তস্য ব্রহ্মস্বরূপঃ পরমহংসৈরেব বেদিতব্যমিত্যাহ, সমাধীত্যাদিনা। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ সর্ব্বত্রারিমিত্রাদৌ সমা তুল্যা দৃষ্টির্যেষাং তৈঃ। দ্বন্দ্বাতীতৈঃ অতিক্রান্তসুখদুঃখশীতোষ্ণাদিভিঃ। নির্ব্বিকল্পৈর্নানাবিধকল্পনাশূন্যৈঃ। দেহাত্মাধ্যাসবর্জ্জিতৈঃ শরীরনিষ্ঠাত্মত্ববুদ্ধিরহিতৈর্যোগিভিঃ সমাধিযোগৈঃ সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যোগাঃ পরমেশ্বরৈকপরতাসম্যগ্‌দর্শনাদয়ঃ তৈঃ করণৈঃ, তদ্‌ ব্রহ্ম বেদ্যং ভবতি। অথবা সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ। উপসর্গে ঘোঃ কিরিত্যধিকরণে কিঃ। তত্র যোগাঃ সম্যগ্‌দর্শনাদয়ো যেষাং তৈঃ সমাধিযোগৈর্জ্ঞৈঃ॥ ৮॥

দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব পরিশূন্য, যাঁহারা সঙ্কল্প-বিকল্প-বিরহিত, যাঁহাদের দেহে আত্মাভিমান নাই, তাঁহারাই সমাধি যোগ দ্বারা এই ব্রহ্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। (১৭)।৮ যাঁহার সত্তা হেতু সমুদায় বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সমুদায় বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া পুনশ্চ যাঁহাতে অবস্থান করিতেছে,

(১৭)—লয়যোগকেই সমাধিযোগ বলা যায়। ষড়াম্নায়ে ষড়্‌বিধ যোগ কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বাম্নায়ে সাঙ্খ্যযোগ, দক্ষিণাম্নায়ে একাত্মযোগ, পশ্চিমাম্নায়ে রাজযোগ, উত্তরাম্নায়ে সমাধিযোগ, ঊর্দ্ধাম্নায়ে উন্মনীযোগ্‌ এবং ষষ্ঠ গুপ্ত আম্নায়ে সহজাবস্থা কথিত হইয়াছে। পরন্তু ষড়াম্নায়েরই উদ্দেশ্য পরমব্রহ্মে লয়। যথা, "রাজযোগঃ সমাধিশ্চ একাত্মা সাঙ্খ্যসাধনম্। উন্মনী সহজাবস্থা সর্ব্বে চৈকাত্মবাচকাঃ॥" শঙ্করাচার্য্য নাদসাধন বিষয়ে যোগতারাবলীতে বলিয়াছেন "সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষলয়াভিধানানি বসন্তি লোকে। নাদানুসন্ধানসমাধিমেকং মন্যামহে অন্যতমং লয়ানাম্॥" সদাশিব ১২৫০০০ প্রকার সমাধিযোগ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে নাদানুসন্ধান একটী প্রধান বলিয়া মনে করিয়া থাকি। পাতঞ্জলে যোগের সূত্র এইরূপ আছে যে, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" ভাষ্যকার বলেন যে, চিত্তের পাঁচটি অবস্থা—ক্ষিপ্ত, মূঢ, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও সমাধি। ক্ষিপ্ত অবস্থা রজোগুণের কার্য্য; ইহা দ্বারা সর্ব্বদাই মন চঞ্চল হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। ইহা যোগের বিরোধী। মূঢ অবস্থা তমোগুণের কার্য্য। ইহা দ্বারা কামক্রোধাদির নিবন্ধন হত্যা, অগম্যাগমন প্রভৃতি অকার্য্য, কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাও যোগের

যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ ॥ ৯ ॥
স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে।
লক্ষণৈরাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্ ॥ ১০ ॥

তটস্থলক্ষণানি দর্শয়ন্নাহ, যতো বিশ্বমিত্যাদি। যতো হেতুভূতাৎ বিশ্বমশেষং জগৎ সমুদ্ভূতং জাতম্। জাতঞ্চ সদ্বিশ্বং যেনাবলম্বনভূতেন তিষ্ঠতি। প্রলয়কালে সর্ব্বাণি চরাণাচরাণি চ ভূতানি যস্মিন্ লীয়ন্তে লীনানি ভবন্তি তদ্‌ব্রহ্ম তটস্থৈরেতৈর্লক্ষণৈর্জ্ঞেয়ং বেদিতব্যম্ ॥ ৯ ॥

স্বরূপলক্ষণেন তটস্থলক্ষণেন চ বেদিতব্যস্য ব্রহ্মণো ভেদো নাস্তীতি প্রতিপাদয়িতুমাহ, স্বরূপবুদ্ধ্যেত্যাদি। হে শিবে স্বরূপবুদ্ধ্যা যদ্‌ব্রহ্ম বেদ্যং জ্ঞেয়ং ভবতি তদেব ব্রহ্ম তটস্থৈরপি লক্ষণৈর্ব্বেদ্যং ভবেৎ। স্বরূপলক্ষণেন ব্রহ্মাধিগন্তুমিচ্ছতাং জনানাং সাধনানপেক্ষত্বাত্তটস্থৈরেব লক্ষণৈস্তদধিগন্তুমিচ্ছতাং সাধনমভিধাতুমাহ, লক্ষণৈরিত্যাদি। তত্র স্বরূপলক্ষণতটস্থলক্ষণেষু মধ্যে তটস্থৈর্লক্ষণৈর্ব্রহ্মাপ্তুমধিগন্তুমিচ্ছূনাং জনানাং সাধনং বিহিতম্ ॥ ১০ ॥

আবার প্রলয় কালে যাঁহাতে সমুদায় বিশ্ব লয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। ইহাই ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। (ঈদৃশ উভয়বিধ লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইতে পারা যায়।)[৯] শিবে! স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়, তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও সেই ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। (১৮) তবে, যাঁহারা তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে অভিলাষী, তাঁহাদের

বিরোধী। বিক্ষিপ্ত সত্ত্বগুণের কার্য্য। ইহাদ্বারা স্বর্গভোগ প্রভৃতি বিশুদ্ধ সুখভোগে মন ধাবমান হয়। ইহাও যোগের বিরোধী। মনকে সমুদায় বিষয় হইতে প্রত্যাহারপূর্ব্বক একস্থানে স্থাপন করাকে একাগ্রতা বলা যায়। ইহাই যোগের উপযোগী। মনকে একাগ্র করিলেই সমাধি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই সময় মন সমুদায় বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পরমানন্দময় পরমব্রহ্মে লীন হয়।

(১৮)—স্বরূপ-পরিজ্ঞান দ্বারা যে ব্রহ্ম-প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ যোগীরা সমাধিস্থ হইয়া যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করেন, সেই ব্রহ্ম ও তটস্থ লক্ষণদ্বারা অনুমেয় ব্রহ্ম অভিন্ন ও এক হইলেও স্বরূপগত অনেক ভেদ আছে। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম অনুপহিত চৈতন্য; তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই; তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা নহেন। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত ব্রহ্ম মূলপ্রকৃতিতে উপহিত তুরীয় ব্রহ্ম। ইঁহার সহযোগে মূলপ্রকৃতি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং সাবিত্রী,

তৎ সাধনং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতা প্রিয়ে ।
তত্রাদৌ কথয়াম্যাদ্যে মন্ত্রোদ্ধারং মহেশিতুঃ ॥ ১১ ॥
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য সচ্চিৎপদমুদাহরেৎ
একং পদান্তে ব্রহ্মেতি মন্ত্রোদ্ধারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২ ॥
সন্ধিক্রমেণ মিলিতঃ সপ্তার্ণোঽয়ং মনুর্মতঃ ।
তারহীনেন দেবেশি ষড়্‌বর্ণোঽয়ং মনুর্ভবেৎ* ॥ ১৩ ॥

তদিত্যাদি । হে প্রিয়ে তৎ সাধনং তটস্থলক্ষণৈর্ব্বেদ্যস্য ব্রহ্মণঃ সাধনমহং প্রবক্ষ্যামি অবহিতা সাবধানা সতী ত্বং শৃণুষ্ব । তত্র সাধনে, বক্তব্যে আদৌ প্রথমতো মহেশিতুর্মহেশ্বরস্য মন্ত্রোদ্ধারং কথয়ামি ॥ ১১ ॥

মন্ত্রোদ্ধারমেব কথয়তি, প্রণবমিত্যাদিনা । পূর্ব্বং প্রথমং প্রণবমোঙ্কারমুদ্ধৃত্য ততোঽনন্তরং সচ্চিৎপদমুদাহরেৎ বদেৎ । সচ্চিৎপদান্তে চ একং ব্রহ্মেত্যুদাহরেৎ । ততশ্চ ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেত্যাকারকো মন্ত্রো নিষ্পন্নং । মন্ত্রোদ্ধারোঽয়মেব প্রকীর্ত্তিতঃ কথিতঃ ॥ ১২ ॥

সন্ধীতি । হে দেবেশি সন্ধিক্রমেণ মিলিতঃ সঙ্গতোঽয়ং মনুর্মন্ত্রঃ সপ্তার্ণঃ সপ্তবর্ণকো মতঃ । তারহীনেন প্রণবত্যাগেনায়ং পূর্ব্বোক্ত এব মন্ত্রঃ ষড়্‌বর্ণো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

সাধন অপেক্ষা করে।[১০] প্রিয়ে । আমি সেই সাধন প্রকাশ করিতেছি, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর ।

পার্ব্বতি । ইহার মধ্যে আমি সর্ব্ব প্রথমে পরমব্রহ্মের মন্ত্রোদ্ধার বিবরণ বলিতেছি।[১১] প্রথমতঃ প্রণব কীর্ত্তন করিয়া পশ্চাৎ সচ্চিৎ এই পদ উচ্চারণ করিবে । পরে একং এই পদ পশ্চাৎ ব্রহ্ম এই পদ কীর্ত্তন করিবে । ইহা দ্বারা (ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) মন্ত্র উদ্ধার হইবে।[১২] (ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) এই মন্ত্রটি সন্ধিক্রমে মিলিত হইয়া সপ্তাক্ষর হইবে । দেবি । এই মন্ত্র ওঁকার-বিহীন করিলে ষড়ক্ষর মন্ত্র হয়।[১৩]

---

* মনুর্মত ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

লক্ষ্মী ও ভগবতী উৎপন্ন হইয়া গুণানুসারে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন। সুতরাং শেষোক্ত ব্রহ্মকে সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা বলা হইয়াছে।

সর্ব্বমন্ত্রোত্তমঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদঃ।
নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্ ॥ ১৪ ॥
ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং ন রাশিগণনন্তথা।
কুলাকুলাদিনিয়মো* ন সংস্কারোঽত্র বিদ্যতে।
সর্ব্বথা সিদ্ধমন্ত্রোঽয়ং† নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫ ॥

অথেমং মন্ত্রং স্তৌতি, সর্ব্বেত্যাদিনা। অযং মন্ত্রঃ সর্ব্বেষু মন্ত্রেষূত্তমঃ শ্রেষ্ঠঃ। সর্ব্বমন্ত্রোত্তমত্বমেবাহ, সাক্ষাদিত্যাদিনা ॥ ১৪ ॥
ন তিথিরিতি। তিথির্ন গণনীয়েতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥

এই মন্ত্রই সমুদায় মন্ত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করে। এই মন্ত্র গ্রহণে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি, সিদ্ধসাধ্য, সাধ্যসিদ্ধ, সাধ্যসাধ্য প্রভৃতি অকথহ চক্র (১৯) বিচারের অপেক্ষা নাই। এই মন্ত্র অরিমিত্রাদি (২০) দোষে দূষিত হয় না।[১৪] এই মন্ত্র গ্রহণ কালে তিথি নক্ষত্র রাশিগণনা, কুলাকুল প্রভৃতি চক্র (২১) গণনার নিয়ম বা দশবিধ সংস্কারেরও (২২) অপেক্ষা

* কুলাকুলানাং নিয়ম ইত্যন্যে পঠন্তি।
† সিদ্ধিমন্ত্রোঽয়মিতি বা পঠনীয়ম্।

কুলার্ণবোক্ত সগুণ-ব্রহ্মমন্ত্র যথা,—"ওঁ সর্ব্বদেবতাময-কুলকুণ্ডলিনীযুতবিদ্যাত্মপরব্রহ্মণে নমঃ।" এই মন্ত্রের ধ্যান যথা,—বিন্দুরূপং পরং ব্রহ্ম সহস্রদলসংস্থিতম্। সর্ব্বমন্ত্রময়ং সর্ব্বদেবতাময়মোঙ্কারম্ ॥ কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্। কর্ণিকান্তস্ত্রিকোণান্তর্মণ্ডলত্রযমণ্ডিতম্ ॥ গুণাতীতং গুণৈর্যুক্তং সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকম্। সর্ব্বকামপ্রদং ধ্যায়েৎ কুলকুণ্ডলিনীযুতম্ ॥" ইতি।

(১৯)—অকথহচক্র। একটি চক্রে ষোলটি কোঠ অঙ্কিত করিয়া তাহাতে যথানিয়মে বর্ণবিন্যাস পূর্ব্বক যে কোঠে শিষ্যের নামের আদ্যাক্ষর থাকিবে, সেই কোঠ হইতে যে কোঠে মন্ত্রের আদ্যাক্ষর থাকিবে, সেই কোঠ পর্য্যন্ত উপদেশমত গণনা করিয়া দেখিবে। প্রথম কোঠে সিদ্ধমন্ত্র, দ্বিতীয় কোঠে সাধ্যমন্ত্র, তৃতীয় কোঠে সুসাধ্যমন্ত্র, চতুর্থ কোঠে অরিমন্ত্র হইবে। পরেও পুনর্ব্বার পঞ্চম কোঠ হইতে ঐরূপ সিদ্ধাদি গণনা হইবে। সিদ্ধ ও সুসিদ্ধ মন্ত্র অনায়াসে সিদ্ধ হয়। সাধ্যমন্ত্র বহুপরিশ্রমে বহুদিনে সিদ্ধ হইতে পারে। অরিমন্ত্র সিদ্ধ হয় না, প্রত্যুত সাধন করিলে অনিষ্ট ঘটিতে থাকে।—ইহার বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে আছে।

(২০)—কোন্ মন্ত্র মিত্র, কোন্ মন্ত্র অরি হইবে, ইহার বিবরণ তন্ত্রসার ৩২ পৃষ্ঠাতে নক্ষত্রচক্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। আগমতত্ত্ববিলাস প্রভৃতিতেও এতৎসমুদায় আছে।

(২১)—স্বকুল মন্ত্র গ্রহণ করিলে সিদ্ধ হয় অকুল মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। এই কুলাকুল চক্র ও ইহার বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে ২৫ পৃষ্ঠায় আছে।

(২২)—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন, ও গুপ্তি এই দশপ্রকার মন্ত্রসংস্কারকে দশবিধ সংস্কার বলা যায়। গুরু মন্ত্র দিবার সময়

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্‌গুরুর্যদি লভ্যতে।
তদা তদ্বক্ত্রতো লব্ধা* জন্মসাফল্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥
চতুর্ব্বর্গং করে কৃত্বা পরত্রেহ চ মোদতে ॥ ১৭ ॥
স ধন্যঃ স কৃতার্থশ্চ স কৃতী স চ ধার্ম্মিকঃ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিতঃ
যস্য কর্ণপথোপান্ত-প্রাপ্তো † মন্ত্রমহামণিঃ ॥ ১৯ ॥

অথৈতস্য মন্ত্রস্য গ্রহীতুঃ পুরুষস্য সর্ব্বোত্তমত্বং প্রতিপাদয়িতুমাহ, বহ্বিত্যাদি। তদ্বক্ত্রতঃ সদ্‌গুরুমুখাৎ মন্ত্রমিমং লব্ধা ॥ ১৬ ॥

চতুর্ব্বর্গমিতি। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষৈকপলক্ষিতো বর্গঃ সমূহশ্চতুর্ব্বর্গস্তম্। ত্রিবর্গো ধর্মকামার্থৈশ্চতুর্ব্বর্গঃ সমোক্ষকৈরিত্যমরঃ। পরত্র পরলোকে ॥১৭॥ ১৮॥

সর্ব্বশাস্ত্রেষ্বিতি। নিষ্ণাতো নিপুণঃ। কর্ণপথস্যোপান্তং প্রাপ্তঃ কর্ণপথোপান্তপ্রাপ্তঃ। মন্ত্র এব মহামণিঃ ॥ ১৯ ॥

নাই। ইহা সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ মন্ত্র। ইহাতে কোনরূপ বিচারেরই অপেক্ষা করে না।[১৫] বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে যদি সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার মুখ হইতে এই মহামন্ত্র লাভ করিয়া মনুষ্য, জন্ম সফল করিতে পারেন।[১৬] (সেই ব্রহ্মজ্ঞ মানব) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ হস্তগত করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দ ভোগ করিতে থাকেন।[১৭]

এই মহামণিস্বরূপ ব্রহ্মমন্ত্র যাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিয়াছে, তিনিই ধন্য, তিনিই কৃতার্থ, তিনিই কৃতী, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনিই সর্ব্বতীর্থে স্নাত, তিনিই সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ এবং তিনিই সর্ব্বলোকে প্রতিষ্ঠিত

---

* জ্ঞাত্বা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† যস্য কর্ণপথোপান্তে প্রাপ্ত ইতি বহবঃ পঠন্তি।

মন্ত্রবিশেষে মন্ত্রের এই দশবিধ সংস্কার করিয়া থাকেন। ইহা কিরূপে করিতে হয়, জিজ্ঞাসুগণ তন্ত্রসারের ৯০ পৃষ্ঠা পাঠ করুন।

ধন্যা মাতা পিতা তস্য পবিত্রং তৎকুলং শিবে ।
পিতরস্তস্য সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈঃ সহ ।
গায়ন্তি গায়নীং গাথাং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ* ॥ ২০ ॥
অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ ।
কিমস্মাকং গয়াপিণ্ডৈঃ কিং তীর্থশ্রাদ্ধতর্পণৈঃ † ॥ ২১ ॥
কিং দানৈঃ কিং জপৈর্হোমৈঃ কিমন্যৈর্বহুসাধনৈঃ ।
বয়মক্ষয়তৃপ্তাঃ স্ম সৎপুত্রস্যাস্য সাধনাৎ ॥ ২২ ॥

ধন্যেত্যাদি। গীযতে ইতি গাযনী তাম্। ল্যুট্ চেতি বাহুলকাৎ কর্ম্মণি ল্যুট্। পুলকৈঃ রোমহর্ষণৈরঙ্কিতা অবিগতা বিগ্রহা দেহা যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ। পুলকাঙ্কিতবিগ্রহা ইতি পাঠেঽপ্যঙ্কিতং চিহ্নিতমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তাং গাথামেবাহ, অস্মৎকুল ইত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্। ব্রহ্মোপদেশিকঃ পরব্রহ্মোপদেশবান্। অক্ষয়তৃপ্তাঃ অবিনশ্বরতৃপ্তিমন্তঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

(বিবেচনা কবিতে হইবে)।[১৮]।[১৯] শিবে! যিনি ব্রহ্মমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার মাতা পিতা ধন্য, তাঁহার কুল পবিত্র। তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গে দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব কবিতে থাকেন এবং তাঁহাবা পুলকিত শরীরে এই গাথা গান কবেন যে,[২০] আমাদেব বংশে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত কুলশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ কবিযাছেন। আমাদের নিমিত্ত গযাতে পিণ্ডদানে আর আবশ্যক কি? তীর্থে শ্রাদ্ধেই বা আবশ্যক কি? তীর্থে তর্পণেই বা আবশ্যক কি?[২১] আমাদের উদ্দেশে দানেই বা প্রয়োজন কি? জপেই বা প্রয়োজন কি? হোমেই বা প্রয়োজন কি? অন্যান্য বহুবিধ সাধনেই বা প্রয়োজন কি? আমাদেব এই সৎপুত্র (সদগুরুর নিকট ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণরূপ) যে সাধন কবিয়াছে, তাহাতেই আমবা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ কবিয়াছি।[২২]

---

* পুলকাঙ্কিতবিগ্রহা ইতি বহুপুস্তকসম্মতঃ পাঠঃ।

† কিং তীর্থৈঃ শ্রাদ্ধতর্পণৈরিতি পাঠোঽন্যপুস্তকসম্মতঃ।

শৃণ দেবি জগদ্বন্দ্যে সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
পরব্রহ্মোপাসকানাং কিমন্যৈঃ সাধনান্তরৈঃ॥ ২৩॥
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
ব্রহ্মভূতস্য দেবেশি কিমবাপ্যং জগত্রয়ে॥ ২৪॥
কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহা রুষ্টা বেতালাশ্চেটকাদয়ঃ।
পিশাচা গুহ্যকা ভূতা ডাকিন্যো মাতৃকাদয়ঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে পরাঙ্মুখাঃ॥ ২৫॥
রক্ষিতো ব্রহ্মমন্ত্রেণ প্রাবৃতো ব্রহ্মতেজসা।
কিং বিভেতি গ্রহাদিভ্যো মার্ত্তণ্ড ইব চাপরঃ॥ ২৬॥

শৃণিত্যাদি। সাধনান্তরৈঃ সাধনবিশেষৈঃ॥ ২৩॥

মন্ত্রেত্যাদি। কিমবাপ্যং কিং লব্ধব্যমস্তি অপিতু সর্ব্বং বস্তু লব্ধমেবাস্তীত্যর্থঃ॥ ২৪॥

কিং কুর্ব্বন্তীতি। তস্য ব্রহ্মভূতস্য দর্শনমাত্রেণ পরাঙ্মুখাঃ সন্তো গ্রহাদয়ঃ পলায়ন্তে॥ ২৫॥

রক্ষিত ইত্যাদি। ব্রহ্মভূতো জনো গ্রহাদিভ্যো বিভেতি ভীতো ভবতি কিম্? কিন্তু ন বিভেতীত্যর্থঃ। মার্ত্তণ্ড ইব সূর্য্য ইব॥ ২৬॥

জগৎপূজ্যে দেবি! আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহারা পরমব্রহ্মের উপাসনা করেন, সত্য সত্যই তাঁহাদের আর অন্য কোন সাধনে আবশ্যক নাই।[২৩] এই মন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র মনুষ্য ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। দেবি! যিনি ব্রহ্মময় হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই জগতের মধ্যে দুর্লভ বস্তু আর কি আছে![২৪] গ্রহগণ, বেতালগণ, চেটকগণ, পিশাচগণ, গুহ্যকগণ, ভূতগণ, ডাকিনীগণ ও মাতৃগণ প্রভৃতি রুষ্ট হইয়া তাঁহার কি করিতে পারেন! কারণ তাঁহারা ব্রহ্মোপাসকের দর্শনমাত্রেই পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিয়া থাকেন।[২৫] যিনি ব্রহ্মমন্ত্রে রক্ষিত, যিনি ব্রহ্মতেজোদ্বারা সমাবৃত, তিনি দ্বিতীয় সূর্য্যস্বরূপ, সুতরাং তিনি কি গ্রহাদি হইতে ভয়প্রাপ্ত হয়েন![২৬] মাতঙ্গগণ যেমন সিংহ দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করে, গ্রহগণ প্রভৃতিও সেইরূপ

তং দৃষ্ট্বা ভয়মাপন্নাঃ* সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ।
বিদ্রবন্তি চ নশ্যন্তি পতঙ্গা ইব পাবকে ॥ ২৭ ॥
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিদ্-ব্রহ্মনিষ্ঠস্য দেহিনঃ।
সত্যপূতস্য শুদ্ধস্য সর্ব্বপ্রাণিহিতস্য চ।
কো বোপদ্রবমন্বিচ্ছে-দাত্মাপঘাতকং বিনা †॥ ২৮ ॥
যে দ্রুহ্যন্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রহ্মোপদেশিনে ‡।
স্বদ্রোহং তে প্রকুর্ব্বন্তি নাতিরিক্তা যতঃ সতঃ ॥ ২৯ ॥

তমিত্যাদি। তং পরব্রহ্মোপাসকম্। তে গ্রহাদয়ঃ বিদ্রবন্তি পলায়ন্তে। পতঙ্গা ইব শলভা ইব ॥ ২৭ ॥

ন তস্যেতি। শুদ্ধস্য নির্ম্মলান্তঃকরণস্য ॥ ২৮ ॥

যে দ্রুহ্যন্তীতি। যে পাপাঃ পাপশালিনঃ খলা দুর্জ্জনাঃ পরব্রহ্মোপদেশিনে জনায় দ্রুহ্যন্তি তস্যাপকারং বিদধতি তে পাপাঃ স্বদ্রোহমেব প্রকুর্ব্বন্তি। পরব্রহ্মোপদেশিনে ইতি ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপ ইতি সংপ্রদানত্বাৎ চতুর্থী সম্প্রদানে ইতি চতুর্থী। পরব্রহ্মোপদেশিজনদ্রোহকরণাৎ স্বস্যৈবাপকারস্যোৎপাদনে হেতুং দর্শয়ন্নাহ, নাতিরিক্তা ইত্যাদি। যতো হেতোঃ সতঃ সাধোর্ব্রহ্মভূতাদ্‌ব্রহ্মোপদেশিনো জনাৎ তেঽতিরিক্তা ভিন্না ন ভবন্তি অতঃ স্বদ্রোহমেব প্রকুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকেন, এবং পতঙ্গগণ যেমন বহ্নিতে বিনষ্ট হয়, তাঁহারাও সেইরূপ তাঁহার তেজে নষ্ট হইয়া যান।[২৭]

ব্রহ্মনিষ্ঠ মানব, সর্ব্বদা সত্য দ্বারা পূত, নির্ম্মল ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধক; সুতরাং কোন পাপই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মাপঘাতক ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তিই বা ঈদৃশ মহাত্মার প্রতি উপদ্রব করিতে ইচ্ছা করে![২৮] যে সকল খল পাপাত্মা ব্যক্তি পরব্রহ্মোপাসকের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত

---

* তং দৃষ্ট্বা ভয়মাপন্না ইত্যত্র তং দৃষ্ট্বা তে ভয়াপন্না ইতি কেচিৎ, দৃষ্ট্বা তে ভয়মাপন্না ইতি চ কেচিৎ পঠন্তি।

† আত্মাবঘাতকং বিনা ইতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ।

‡ পরব্রহ্মোপদেশিনঃ ইতি বা পঠনীয়।

স তু সর্ব্বহিতঃ সাধুঃ সর্ব্বেষাং প্রিয়কারকঃ ।
তস্যানিষ্টে কৃতে দেবি কো বা স্যান্নিরুপদ্রবঃ ॥ ৩০ ॥
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিদ্ধ্যতি ॥ ৩১ ॥
অতোঽস্যার্থঞ্চ চৈতন্যং কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে ।
অকারেণ জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ ।
মকারেণ জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ ॥ ৩২ ॥

স ইতি। স তু ব্রহ্মনিষ্ঠস্তু ॥ ৩০ ॥
মন্ত্রার্থমিতি। তস্য সাধকস্য যতো ন সিদ্ধ্যতি ॥ ৩১ ॥
অত ইতি। প্রথমতঃ প্রণবার্থং নিরূপয়তি, অকারেণেত্যাদিনা ॥ ৩২ ॥

হয়, তাহারা আপনাদেরই অনিষ্টাচরণ করে, কারণ তাহারা ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মো-পাসক ব্যক্তি হইতে ভিন্ন নহে।[২৯]

দেবি! ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি, সকলের হিতানুষ্ঠানকারী, সাধু ও সকলের প্রিয়কারী। ঈদৃশ মহাত্মার অনিষ্টাচরণ করিয়া কোন্‌ ব্যক্তি নিরুপদ্রবে অব-স্থান করিতে পারে।[৩০]

যিনি মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য অবগত নহেন, সেই সাধক যদি শত লক্ষও জপ করেন, তথাপি তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।[৩১] প্রিয়ে! এই নিমিত্ত আমি এই ব্রহ্মমন্ত্রের অর্থ ও চৈতন্য বলিতেছি শ্রবণ কর। (অ, উ, ম্‌, এই তিন বর্ণ মিলিত হইয়া ওঁ এই মন্ত্র হইয়াছে।) অকারের অর্থ জগৎপাতা, উকারের অর্থ জগতের সংহারকর্ত্তা, মকারের অর্থ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। এইরূপ প্রণবের অর্থ কথিত হইয়া থাকে (২৩)।[৩২] ঈশানি! সৎ শব্দের অর্থ সদাস্থায়ী,

---

(২৩) * এ স্থলে আদ্যাশক্তিযুক্ত চৈতন্যময় ব্রহ্মই প্রণবের অভিধেয়। পরন্তু ওঁকার শব্দে অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম। ইহা অবগত হইয়া যিনি যে উপা-সনাদ্বারা যে ফল ইচ্ছা করেন তাহাই তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন। যথা—

---

* এই টিপ্পনীটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও আবশ্যকীয়। ক্ষুদ্র অক্ষরে অধিকক্ষণ পাঠ করিতে অনেকের কষ্ট হইতে পারে। এই নিমিত্ত আমরা প্রণালী ভঙ্গ করিয়া ইহা অপেক্ষাকৃত বড়

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥"

কথিত আছে—

"সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্।
ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ"॥

যিনি সপ্ত অঙ্গ বিশিষ্ট, চতুষ্পাদ বিশিষ্ট, ত্রিস্থান বিশিষ্ট ও পঞ্চদেবতা স্বরূপ প্রণব না জানেন, তিনি কিরূপে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন! ফলতঃ ব্রাহ্মণ মাত্রেরই প্রণবের অন্তর্গত সপ্ত অঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিস্থান ও পঞ্চদেবতা, সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ এই যে, যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ ওঁকার (শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম) পরিজ্ঞাত হইয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ। মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন,—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" ॥

মানব জন্মকালে শূদ্রজাতি থাকে, যখন উপনয়নাদি সংস্কার হয়, তখন তাঁহাকে দ্বিজ বলা যায়। পরে তিনি যখন বেদ পাঠ করেন, তখন বিপ্রপদ বাচ্য হয়েন। অনন্তর ব্রহ্ম (শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম) অর্থাৎ প্রণব পরিজ্ঞাত হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। মহাভারতে অজগরপ্রশ্নে আরও কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণতনয় যদি ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন হয়েন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম এবং চণ্ডাল যদি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে।

প্রণবের সপ্ত অঙ্গ যথা, (অ) অকার, (উ) উকার, (ম) মকার, (ঁ) নাদ, (・) বিন্দু, (—) কলা এবং (=) কলাতীত। চতুষ্পাদ যথা, স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। ত্রিস্থান যথা, জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্ত্যবস্থা। পঞ্চদেবতা যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর।

অক্ষরে ছাপাইলাম। বলা বাহুল্য ইহার পরেও যে যে স্থলে টিপ্পনী বৃহৎ হইবে সেই সেই স্থলেই এইরূপ বড় অক্ষরে ছাপাইব।

প্রণব তিন প্রকার যথা, অপরপ্রণব, পরপ্রণব ও মহাপ্রণব। অপরপ্রণবও আবার তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই ত্রিবিধ প্রণবের স্বরূপ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। শব্দব্রহ্ম স্বরূপ অপরপ্রণবে অকার দ্বারা রজোগুণ, উকার দ্বারা সত্ত্বগুণ ও মকার দ্বারা তমোগুণ লক্ষিত হইতেছে। নাদ শব্দের অর্থ বামা, জ্যেষ্ঠা ও রৌদ্রী, এই তিন শক্তি। সাত্ত্বিক শক্তিকে বামা, রাজসিক শক্তিকে জ্যেষ্ঠা ও তামসিক শক্তিকে রৌদ্রী বলা যায়। বিন্দুও তিন প্রকার, সাত্ত্বিক বিন্দু, রাজসিক বিন্দু, ও তামসিক বিন্দু। সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা এই ত্রিবিধ বিন্দুকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার বলিয়া থাকেন। এই বিন্দুত্রয় হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। প্রণবের ষষ্ঠ অঙ্গ কলা (অঙ্কুর) শব্দের অর্থ মহেশ্বর রূপ তামসিক বিন্দু হইতে উৎপন্ন শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র এবং আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চভূত এবং রাজসিক বিন্দুরূপ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি এবং বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঞ্চভৌতিক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং সাত্ত্বিক বিন্দুরূপ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান এবং শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এই পাঞ্চভৌতিক জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চিত্ত এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণ, এতৎসমুদায়ই কলা শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। কলাতীত শব্দের অর্থ এতৎসমুদায়ে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য।

অপর প্রণবের সপ্ত অঙ্গের ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষনে এই প্রণবের পাদচতুষ্টয় নিরূপণ করিতেছি। প্রত্যেক বস্তুতেই স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী, এই চারিটী অবস্থা আছে। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য, তাহাকে স্থূল বলে। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, তাহা সূক্ষ্ম। গুণমাত্রে স্থিত হইলে বীজ বলা হয়। নির্গুণ অবস্থাপন্নকে সাক্ষী বলে। এই চারিটী অবস্থাকেই প্রণবের চতুষ্পাদ বলা যায়। ত্রিস্থান শব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে যথা, বিশ্ব অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং বিরাট্‌ অর্থাৎ জাগ্রদব-স্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি, প্রণবের প্রথম স্থান, হিরণ্যগর্ভ

অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং তৈজস অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি, শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবের দ্বিতীয়স্থান; অব্যাকৃত অর্থাৎ সুষুপ্ত্যবস্থায় অনুভূয়মান অজ্ঞানাধিকৃত আনন্দ ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুষুপ্ত্যবস্থাভিমানী পুরুষ, ইহার সমষ্টি ও ব্যষ্টি প্রণবের তৃতীয় স্থান; সুতরাং জীবের সমষ্টির ও ব্যষ্টির এই তিন অবস্থাই শব্দব্রহ্মরূপ অপরপ্রণবের তিন স্থান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর, এই পঞ্চ দেবতাই শব্দব্রহ্মরূপ প্রণবের স্বরূপ।

আমরা যেরূপ প্রণবের ব্যাখ্যা করিলাম, ইহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় এরূপ বোধ হয় না। অনেকে ইহার মর্ম ভেদ করিতে না পারিয়া উন্মত্ত-প্রলাপের ন্যায় মনে করিতে পারেন, এজন্য প্রমাণ-প্রয়োগের সহিত বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নিম্নে সদাশিবোক্ত তন্ত্র অনুসারে যে জগতের উৎপত্তি বিবরণ লিখিতেছি, তাহা পাঠ করিলেই শব্দব্রহ্মরূপ অপর প্রণবের স্বরূপ ও সপ্তাঙ্গ প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। সারদাতিলকে প্রথম পটলে কথিত আছে,—

> "নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
> নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ।
> সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
> আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥"

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম দুই প্রকার, সগুণ ও নির্গুণ। এই পরমব্রহ্ম মায়াতে অনুপহিত থাকিলে তাঁহাকে নির্গুণ বলা যায়; তিনি মায়াতে উপহিত হইলে তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমব্রহ্ম যখন কলাযুক্ত হয়েন অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিতে উপহিত থাকেন, তখন তাঁহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবির্ভূত শক্তি হইতে নাদ (মহত্তত্ত্ব) এবং নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কারতত্ত্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের অবিনাভাব সম্বন্ধ। প্রকৃতি ব্যতিরিকে ব্রহ্ম থাকেন না এবং ব্রহ্ম ব্যতিরেকেও প্রকৃতি থাকেন না, উভয়ে চণকাকারে একীভূত হইয়া আছেন। প্রকৃতির কর্তৃত্ব আছে, চৈতন্য নাই; ব্রহ্মের চৈতন্য আছে, কর্তৃত্ব

নাই, উভয়ে একীভূত থাকাতে কর্ত্তৃত্ব ও চৈতন্য অব্যাহত রহিয়াছে। ইঁহাকে কেহ প্রকৃতিযুক্ত চৈতন্য, কেহ বা চৈতন্যযুক্ত প্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন। এই কারণে কেহ কেহ ইঁহাকে শিবস্বরূপ বা পুংদেবতা বলিয়া পূজা করেন, কেহ কেহ বা শক্তিস্বরূপ বা স্ত্রীদেবতা বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা ইঁহাকে নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করেন। এইরূপে ইনি কাহারও নিকট পুরুষ, কাহারও নিকট স্ত্রী, কাহারও নিকট উভয়াত্মক, কাহারও নিকট স্ত্রীপুংভাবের অতীত বলিয়া পরিকল্পিত হইতেছেন। এই মূলপ্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য, বৈষ্ণবদিগের উপাস্য বিষ্ণু গোপাল কৃষ্ণ প্রভৃতি, শাক্তদিগের উপাস্য কালী তারা ত্রিপুরা প্রভৃতি শক্তি, সৌরদিগের উপাস্য সূর্য্য, শৈবদিগের উপাস্য শিব ও গাণপত্যদিগের উপাস্য গণপতি। বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুতে, শাক্তেরা শক্তিতে, সৌরেরা সূর্য্যতে, শৈবেরা শিবমূর্ত্তিতে ও গাণপত্যেরা গণেশমূর্ত্তিতে এই মূলপ্রকৃতিযুক্ত চৈতন্যের অধিষ্ঠান ও আবির্ভাব কল্পনা করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাকার ধ্যান করেন। ফলতঃ যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, যাঁহারা নিরাকার উপাসনা করেন, অথবা পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি যে কোন দেবতার উপাসনা করেন এই মূলপ্রকৃতিতে উপহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এমন কি, যাঁহারা গুরুকে ব্রহ্মস্বরূপ ও মানবশরীরে তাঁহার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া গুরুর আরাধনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও উক্ত মূলপ্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যের উপাসনা সিদ্ধ হয়।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। যে সময় সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ সমভাগে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে পরাভব করে, কোন গুণেরই প্রাদুর্ভাব থাকে না, তখন সেই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই মূলপ্রকৃতি বলা যায়। এ অবস্থায় মূলপ্রকৃতিতে কোন গুণপ্রকাশ না থাকাতে সমুদায় গুণই পরস্পর অভিভূত ও লয়প্রাপ্ত হওয়াতে ইঁহাকে নির্গুণ অবস্থাও বলা হইয়া থাকে।

মহাপ্রলয়ের অবসানে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কালে অধিষ্ঠান করিলে বসন্তকালে বসন্তকালীন পুষ্পের ন্যায়, তিল হইতে তৈলের ন্যায় এই

চৈতন্যযুক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে প্রথমতঃ শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তি আদ্যাশক্তি নামে কথিত হইয়া থাকেন। এক প্রদীপ হইতে প্রজ্বালিত অন্য প্রদীপের ন্যায় এই আদ্যাশক্তিও মূলপ্রকৃতির রূপান্তর মাত্র। এই আদ্যাশক্তিও মূলপ্রকৃতির ন্যায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ও সচ্চিদানন্দের সহিত একীভূত ; পরন্তু মূলপ্রকৃতির সহিত ইঁহার এইমাত্র প্রভেদ যে, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি ইঁহার বিকৃতি আছে। কালের সহকারিতায় অদৃষ্ট নিবন্ধন প্রথমতঃ এই আদ্যাশক্তিতে গুণক্ষোভ হইয়া থাকে। তন্ত্রে কথিত আছে,—

সৃষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি প্রকৃত্যামনুবর্ত্ততে।
অদৃষ্টাজ্জায়তে সৃষ্টিঃ প্রথমে তু ববাননে।
বিবর্ত্তভাবে সম্প্রাপ্তে মানসী সৃষ্টিরুচ্যতে।
তৃতীয়ে বিকৃতিং প্রাপ্তে পরিণামাত্মিকা তথা।
আরম্ভসৃষ্টিশ্চ ততশ্চতুর্থে যৌগিকী প্রিয়ে।
ইদানীং শৃণু দেবেশি তত্তত্তঞ্চ বিশেষতঃ।
সৃষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি যথাপূর্ব্বং সমাসতঃ॥"

দেবি! প্রকৃতি হইতে চারি প্রকার সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ অদৃষ্ট বশতঃ জীবসমষ্টির ভোগকাল উপস্থিত হইলে যে সৃষ্টি হয়, তাহা প্রথম সৃষ্টি ও *অদৃষ্টসৃষ্টি* বলিয়া কথিত আছে। মূলপ্রকৃতি হইতে শক্তির আবির্ভাব ও গুণক্ষোভই এই প্রথম সৃষ্টি। বিবর্ত্তসৃষ্টিকে মানসী সৃষ্টি বলে। বেদান্তমতে কথিত আছে,—

"সতত্ত্বতোহন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোহন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥"

যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইবার সময় পূর্ব্ব বস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রূপান্তর হয়, তাহার নাম বিকার, যেমন দুগ্ধের বিকার দধি এবং শব্দতন্মাত্রাদির বিকার আকাশাদি। যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়, অথচ পূর্ব্ববস্তুর অন্যথাভাব হয় না, তাহাকে *বিবর্ত্ত বলা যায়।* যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় তৎকালে মিথ্যাভূত সর্পের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু রজ্জুর রজ্জুতা অব্যাহতই থাকে অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে রজ্জুর অন্যথাভাব হয় না।

এইরূপ প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম হইতে যে জগতের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব অব্যাহত রহিয়াছে, পরন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াদ্বারা পরিকল্পিত এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ, ইহা দ্বিতীয় সৃষ্টি ও মানসী সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হয়। এই সৃষ্ট পদার্থ যখন বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ এক বস্তু রূপান্তর হইয়া সেই স্থানে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন তাহাকে পরিণামসৃষ্টি বা তৃতীয় সৃষ্টি বলে। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি এই পরিণামসৃষ্টি বা তৃতীয় সৃষ্টির অন্তর্গত। যখন পঞ্চীকৃত পরমাণু সমুদায়ের পরস্পর যোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হইতে থাকে, তখন তাহাকে আরম্ভসৃষ্টি বা যৌগিকী সৃষ্টি বলা যায়। ইহা চতুর্থ সৃষ্টি। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে একমাত্র আরম্ভ সৃষ্টিরই বর্ণনা আছে, কারণ, তাহারা পরমাণুর নিত্যতা স্বীকার করেন। তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম পথে গমন করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে যৌগিকসৃষ্টি ও পরিণাম-সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচার করিতে তাঁহাদের অধিকার নাই। বৈদান্তিক-গণ যৌগিকসৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি ও বিবর্ত্তসৃষ্টি বর্ণন করিয়াছেন। তন্ত্রে যৌগিকসৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি, বিবর্ত্তসৃষ্টি ও অদৃষ্টসৃষ্টি, এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তন্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম পথে অগ্রসর হইতে কোন দর্শনশাস্ত্রই সাহসী হয়েন নাই। এক্ষণে এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিতেছি।

অদৃষ্ট নিবন্ধন জীবসমষ্টির ভোগ কাল উপস্থিত হইলে যখন আদ্যা-শক্তিতে (প্রকৃতিতে) গুণক্ষোভ হয়, তৎকালে প্রথমতঃ তমোগুণের অবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ চৈতন্যযুক্ত শক্তিও ঐ তমোগুণে অনুপ্রবিষ্টা হয়েন। এই তমোগুণ মহাকাল শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যৎকালে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তৎকালে সত্ত্বগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ তমোগুণে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই তমোগুণও প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রে যে কথিত আছে, আদ্যাকালী মহাকালকে প্রসব করিয়া তাঁহাতে উপগতা হয়েন অথবা বলপূর্ব্বক বিপরীত রতিতে প্রবৃত্তা হয়েন, তাহার তাৎপর্য্য

এই যে, আদ্যাশক্তি হইতে আবির্ভূত তমোগুণে আদ্যাশক্তি অনুপ্রবিষ্টা হইতেছেন। স্ত্রী পুরুষ সংযোগে যেরূপ জীবসৃষ্টি হয়, মহাকাল সংযোগে অদ্যাশক্তি হইতে সেইরূপ জগৎ সৃষ্টি হইতেছে। বৈষ্ণবেরা এই আদ্যাশক্তিকে (কালীকে) রাধিকা বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে যে, গোলোকে রাসমণ্ডলে রাধিকা একটি অণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন, সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হয়েন। এই অণ্ড শব্দের লক্ষ্য মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বই সত্ত্ব, রজ, ও তমো গুণ ভেদে বিভক্ত হইয়া স্থূল ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন। এস্থলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আমরা যে তমোগুণকে মহাকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তিনিই বৈষ্ণবদিগের নবীন-নীরদ-দ্যুতি কৃষ্ণ, গোলোকে নিত্য রাসলীলা করিতেছেন। রাসলীলার অর্থ গুণভেদে বহুরূপা শক্তি সংযোগে সৃষ্টি। গোলোকের অর্থ অসীম ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল।

অনন্তর প্রকৃতির (আদ্যাশক্তির) গুণক্ষোভ হইলে তৎপ্রসূত মহাকাল সহকারে তাঁহা হইতে নাদের (মহত্তত্ত্বের) উৎপত্তি হয়। এই নাদ আবার সত্ত্ব রজ ও তম, এই তিন গুণ ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সাঙ্খ্যেরা এই ত্রিবিধ নাদকে তামসিক মহত্তত্ত্ব, রাজসিক মহত্তত্ত্ব ও সাত্ত্বিক মহত্তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। শ্রুতি আছে যে,—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।"

অর্থাৎ প্রথমতঃ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পশ্চাৎ তিনি গুণভেদে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তি হইয়াছেন, ইহার সহিত কোন বিরোধ হইতেছে না। প্রথমতঃ গুণত্রয়ের সমষ্টিরূপ মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছিল। পরে সেই মহত্তত্ত্ব সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্মব্রহ্মা সূক্ষ্মবিষ্ণু ও সূক্ষ্মমহেশ্বর অথবা ঐ মূর্ত্তিত্রয়ের বীজ উৎপন্ন হইয়াছে। এই মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্ব শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে। অনন্তর ত্রিবিধ নাদ হইতে সাত্ত্বিক বিন্দু রাজসিক বিন্দু ও তামসিক বিন্দু, এই ত্রিবিধ বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে। বিন্দু শব্দের অর্থ যাহার দীর্ঘতা নাই, প্রস্থ নাই, উচ্চতাও নাই, তাদৃশ বস্তু। সাঙ্খ্যেরা এই ত্রিবিধ

বিন্দুকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার বলিয়া থাকেন।

সারদাতিলকে কথিত আছে,—

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ।
পরশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদো বীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ।
বিন্দুঃ শিবাত্মকং বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ।
রৌদ্রী বিন্দোস্ততো নাদাৎ জ্যেষ্ঠা বীজাদজায়ত।
বামা তাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্রব্রহ্মরমাধিপাঃ।
তে জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াত্মানো বহ্নীন্দ্বর্কস্বরূপিণঃ॥"

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মযুক্ত আদ্যাশক্তি হইতে যে নাদ (মহত্তত্ত্ব) উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নাদ হইতে বিন্দুর (অহঙ্কারতত্ত্বের) উৎপত্তি হয়। পরশক্তিময় এই বিন্দু সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক, এই তিন ভাগে বিভক্ত। সাত্ত্বিক বিন্দুর নাম বিন্দু, তামসিক বিন্দুর নাম বীজ এবং রাজসিক বিন্দুর নাম নাদ। এই তিনের যে সমষ্টি তিনি পরমবিন্দু শব্দে অভিহিত হয়েন। এই বিন্দু, বীজ ও নাদের মধ্যে বিন্দু শিবস্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময়, বীজ শক্তিস্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃতিময় এবং নাদ উভয়াত্মক অর্থাৎ শিবশক্তির সমবায়স্বরূপ। ফলতঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে সত্ত্বগুণ চিন্ময়, তমোগুণ প্রকৃতিময় এবং রজোগুণ উভয়াত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

অনন্তর বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জ্যেষ্ঠা শক্তি এবং বীজ হইতে বামা শক্তি উৎপন্ন হইলেন। এই রৌদ্রী শক্তি হইতে রুদ্র, জ্যেষ্ঠা শক্তি হইতে ব্রহ্মা এবং বামা শক্তি হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে ত্রিবিধ মহত্তত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এবং ত্রিবিধ বিন্দু, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বীজমাত্র। এক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিজ নিজ স্বরূপে পরিণত হইলেন।

এই রুদ্র জ্ঞান-শক্তি স্বরূপ, ব্রহ্মা ইচ্ছা-শক্তি স্বরূপ ও বিষ্ণু ক্রিয়া-শক্তি স্বরূপ। রুদ্র বহ্নিস্বরূপ হইয়া সংহার করেন, ব্রহ্মা চন্দ্রস্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করেন এবং বিষ্ণু সূর্য্যস্বরূপ হইয়া জগতের পোষণ করিয়া থাকেন।

ক্রিয়াসারে কথিত আছে,—

"বিন্দুঃ শিবাত্মকস্তত্র বীজং শক্ত্যাত্মকং স্মৃতম্।
তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তেভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ॥"

বিন্দু শিবাত্মক, বীজ শক্ত্যাত্মক ও নাদ শিবশক্ত্যাত্মক। এই বিন্দু বীজ ও নাদ হইতে ত্রিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। এস্থলে রুদ্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উল্লেখ নাই; কারণ, তাঁহারা ঐ তিন শক্তি হইতে অভিন্ন। মূলপ্রকৃতির সহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যেরূপ কোন ভেদ নাই এবং উভয়ে যেরূপ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া আছেন, সেইরূপ জ্ঞানশক্তির সহিত রুদ্র, ইচ্ছাশক্তির সহিত ব্রহ্মা এবং ক্রিয়াশক্তির সহিত বিষ্ণু তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। গোরক্ষসংহিতাতেও রুদ্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উল্লেখ না করিয়া তিন শক্তিমাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে যথা,—

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥"

জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাতা। এই তিন শক্তি হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে। এই তিন শক্তিরূপ জ্যোতিই প্রণব দ্বারা প্রতিপাদ্য। কুব্জিকাতন্ত্রে কথিত আছে,—

ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবী সর্ব্বে কার্য্যাক্ষমা ধ্রুব॥"

ব্রহ্মাণী জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, ব্রহ্মা কখনই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন না, অতএব মহেশ্বরি! ব্রহ্মা শব সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবী-শক্তি রক্ষা করিতেছেন, বিষ্ণু কখনই রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন, অতএব মহেশ্বরি! বিষ্ণু প্রেত সন্দেহ নাই। দেবি! রুদ্রাণী সংহার করিতেছেন, রুদ্র কখনই সংহার কার্য্যে সমর্থ হয়েন না, অতএব মহেশ্বরি! রুদ্রও শব সন্দেহ নাই। ফলতঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই জড়স্বরূপ; কারণ, শক্তি ব্যতিরেকে কেহই কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। বস্তুতঃ শক্তিসমবেত ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, শক্তিসমবেত বিষ্ণু পালন করেন, শক্তিসমবেত রুদ্র সংহার করিয়া থাকেন; শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে যেরূপ জড় বলা যায়, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্যতিরেকে শক্তিকেও সেইরূপ জড়স্বরূপ বলা যাইতে পারে; কারণ, শক্তি ও শিব পরস্পর পৃথক হয়েন না, উভয়ের অবিনাভাব সম্বন্ধ মূলপ্রকৃতি হইতে জগতের 'চরমসৃষ্টি' পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের দিব্য শরীর বা স্বরূপোৎপত্তি সংক্ষেপে কথিত হইল। এক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বিরাট্‌মূর্ত্তির উৎপত্তি কথিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে গুণভেদে ত্রিবিধ বিন্দুর উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক বিন্দুর নাম বিন্দু, রাজসিক বিন্দুর নাম নাদ এবং তামসিক বিন্দুর নাম বীজ। বীজ হইতে প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রূপতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ, তেজ হইতে রসতন্মাত্র, রসতন্মাত্র হইতে জল, জল হইতে গন্ধতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

এই যে আকাশ বায়ু তেজ জল ও পৃথিবীর উল্লেখ করিলাম, ইহারা প্রত্যেকেই পরস্পর বিশ্লিষ্ট ও অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতমাত্র। পরে ত্রিবৃৎকরণ ও পঞ্চীকরণ হইলে ইহাদের সূক্ষ্মাংশ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলভূত রূপে পরিণত হইবে। আপাততঃ বিন্দু, তন্মাত্র, অপঞ্চীকৃত ভূত ও পঞ্চীকৃত ভূতের

পরস্পর বিভেদক একটি সামান্য লক্ষণ বলিতেছি। যাহার দীর্ঘতা নাই, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে বিন্দু বলে। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে তন্মাত্র বলা যায়। যাহার দীর্গতা আছে, প্রস্থ আছে অথচ বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে অপঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ আছে ও বেধ আছে, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে পঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়।

বীজ হইতে যেরূপ আকাশের সৃষ্টি হইল, সেই সময় সেইরূপ নাদ হইতে বাগিন্দ্রিয় ও শব্দশক্তির এবং বিন্দু হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে বায়ু সৃষ্টির সমকালে নাদ হইতে পাণীন্দ্রিয় ও স্পর্শশক্তির এবং বিন্দু হইতে ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে তেজের সৃষ্টি সময়ে নাদ হইতে পাদেন্দ্রিয় ও তৈজসশক্তির এবং বিন্দু হইতে দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ অর্থাৎ তামসিক বিন্দু হইতে জলের সৃষ্টি সময়ে নাদ অর্থাৎ রাজসিক বিন্দু হইতে পায়ু-ইন্দ্রিয় ও রসশক্তির এবং সাত্ত্বিক বিন্দু হইতে রসনেন্দ্রিয় ও রসজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি সময়ে নাদ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় ও গন্ধশক্তির এবং বিন্দু হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের অবস্থাচতুষ্টয়ের ন্যায় বাক্‌শক্তি ও শব্দজ্ঞান প্রভৃতিরও তন্মাত্রাদিক্রমে অবস্থাচতুষ্টয় হইয়াছে।

এক্ষণে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখুন, বীজশব্দে অভিহিত তামসিক বিন্দু, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র এবং অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এই সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত এবং পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এতৎসমুদায় বিরাটমূর্ত্তি মহেশ্বরের শরীর। নাদ শব্দে অভিহিত রাজসিক বিন্দু, অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি এবং বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এতৎসমুদায় বিরাটমূর্ত্তি ব্রহ্মার শরীর। এইরূপ বিন্দু নামে অভিহিত সাত্ত্বিকবিন্দু, অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান,

ব্রহ্মাণী জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, ব্রহ্মা কখনই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন না, অতএব মহেশ্বরি! ব্রহ্মা শব সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবী-শক্তি রক্ষা করিতেছেন, বিষ্ণু কখনই রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন, অতএব মহেশ্বরি! বিষ্ণু প্রেত সন্দেহ নাই। দেবি! রুদ্রাণী সংহার করিতেছেন, রুদ্র কখনই সংহার কার্য্যে সমর্থ হয়েন না, অতএব মহেশ্বরি! রুদ্রও শব সন্দেহ নাই। ফলতঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই জড়স্বরূপ; কারণ, শক্তি ব্যতিরেকে কেহই কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। বস্তুতঃ শক্তিসমবেত ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, শক্তিসমবেত বিষ্ণু পালন করেন, শক্তিসমবেত রুদ্র সংহার করিয়া থাকেন, শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে যেরূপ জড় বলা যায়, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্যতিরেকে শক্তিকেও সেইরূপ জড়স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কারণ, শক্তি ও শিব পরস্পর পৃথক হয়েন না, উভয়ের অবিনাভাব সম্বন্ধ মূলপ্রকৃতি হইতে জগতের চরমসৃষ্টি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের দিব্য শরীর বা স্বরূপোৎপত্তি সংক্ষেপে কথিত হইল। এক্ষণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বিরাট্মূর্ত্তির উৎপত্তি কথিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে গুণভেদে ত্রিবিধ বিন্দুর উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক বিন্দুর নাম বিন্দু, রাজসিক বিন্দুর নাম নাদ এবং তামসিক বিন্দুর নাম বীজ। বীজ হইতে প্রথমতঃ শব্দতন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রূপতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ, তেজ হইতে রসতন্মাত্র, রসতন্মাত্র হইতে জল, জল হইতে গন্ধতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ, শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

এই যে আকাশ বায়ু তেজ জল ও পৃথিবীর উল্লেখ করিলাম, ইহার প্রত্যেকেই পরস্পর বিশ্লিষ্ট ও অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতমাত্র। পরে ত্রিবৃৎকর ও পঞ্চীকরণ হইলে ইহাদের সূক্ষ্মাংশ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলভূত র পরিণত হইবে। আপাততঃ বিন্দু, তন্মাত্র, অপঞ্চীকৃত ভূত ও পঞ্চীকৃত ভূ

পরস্পর বিভেদক একটি সামান্য লক্ষণ বলিতেছি। যাহার দীর্ঘতা নাই, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে বিন্দু বলে। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ নাই ও বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে তন্মাত্র বলা যায়। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ আছে অথচ বেধ নাই, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে অপঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়। যাহার দীর্ঘতা আছে, প্রস্থ আছে ও বেধ আছে, তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে পঞ্চীকৃত ভূত বলা যায়।

বীজ হইতে যেরূপ আকাশের সৃষ্টি হইল, সেই সময় সেইরূপ নাদ হইতে বাগিন্দ্রিয় ও শব্দশক্তির এবং বিন্দু হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে বায়ু সৃষ্টির সমকালে নাদ হইতে পাণীন্দ্রিয় ও স্পর্শশক্তির এবং বিন্দু হইতে ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে তেজের সৃষ্টি সময়ে নাদ হইতে পাদেন্দ্রিয় ও তৈজসশক্তির এবং বিন্দু হইতে দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ অর্থাৎ তামসিক বিন্দু হইতে জলের সৃষ্টি সময়ে নাদ অর্থাৎ রাজসিক বিন্দু হইতে পায়ু-ইন্দ্রিয় ও রসশক্তির এবং সাত্ত্বিক বিন্দু হইতে রসনেন্দ্রিয় ও রসজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ বীজ হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি সময়ে নাদ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় ও গন্ধশক্তির এবং বিন্দু হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, আকাশাদি পঞ্চভূতের অবস্থাচতুষ্টয়ের ন্যায় বাক্‌শক্তি ও শব্দজ্ঞান প্রভৃতিরও তন্মাত্রাদিক্রমে অবস্থাচতুষ্টয় হইয়াছে।

এক্ষণে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখুন, বীজশব্দে অভিহিত তামসিক বিন্দু, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র এবং অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এই সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত এবং পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী, এতৎসমুদায় বিরাটমূর্ত্তি মহেশ্বরের শরীর। নাদ শব্দে অভিহিত রাজসিক বিন্দু, অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এতৎসমুদায় বিরাটমূর্ত্তি ব্রহ্মার শরীর। এইরূপ বিন্দু নামে অভিহিত সাত্ত্বিকবিন্দু, অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান,

গন্ধজ্ঞান, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চিত্ত, এই পঞ্চভাগে বিভক্ত অন্তঃকরণ, এতৎসমুদায় বিরাট্‌মূর্ত্তি বিষ্ণুর শরীর। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের সমষ্টিকে অপরপ্রণব ও শব্দব্রহ্ম বলা যায়।

শব্দব্রহ্মবিষয়ে সারদাতিলকে কথিত আছে ;—

> ভিদ্যমানাৎ পরাদ্বিন্দোরব্যক্তাত্মারবোঽভবৎ।
> শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ।
> শব্দব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে জগুঃ।
> ন হি তেষাং তয়োঃ সিদ্ধির্জ্জড়ত্বাদুভয়োরপি।
> চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ॥

পরমবিন্দু ভিদ্যমান হইয়া অব্যক্ত স্বরূপ অপর প্রণব উৎপন্ন হইলেন। আগমবিশারদ মহাত্মগণ ইঁহাকেই শব্দব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শব্দ-স্ফোটবাদীরা শব্দকে এবং অর্থস্ফোটবাদীরা শব্দার্থকে শব্দব্রহ্ম বলেন, পরন্তু তাহাতে তাঁহাদের অভিপ্রায়-সিদ্ধি হইতেছে না, কারণ শব্দ ও শব্দার্থ উভয়ই জড়পদার্থ। আমার বিবেচনায় যিনি সর্ব্বভূতের চৈতন্য, তিনিই শব্দব্রহ্ম।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ ও শব্দার্থ যদ্দারা প্রকাশিত হইতেছে, তিনিই শব্দব্রহ্ম। পরন্তু শব্দ ও শব্দের অর্থ, শব্দব্রহ্মের বিরাটমূর্ত্তির অন্তর্গত। সুতরাং শব্দকে এবং শব্দার্থকে শব্দব্রহ্ম বলাতে তাদৃশ দোষ হয় নাই, কারণ অর্থ ও চৈতন্যসমবেত শব্দ এবং শব্দ ও চৈতন্যসমবেত অর্থ অবশ্যই শব্দব্রহ্ম হইতে পারেন। জগতে শব্দব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন শব্দ নাই ও কোন পদার্থও নাই। ব্রহ্ম যখন অনুপহিত ও নিষ্ক্রিয় থাকেন, তখন তাঁহাকে পরমব্রহ্ম ও পরপ্রণব বলা যায়। ব্রহ্ম যখন প্রকৃতিতে উপহিত অথবা প্রকৃতি স্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করিতে থাকেন, তখন প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অবধি, এই স্থূল জগৎ পর্য্যন্ত সমুদায়ই অপরব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম ও অপর প্রণব শব্দে অভিহিত হয়। অনুপহিত চৈতন্য

ও উপহিত চৈতন্য অর্থাৎ পরপ্রণব বা পরমব্রহ্ম এবং অপরপ্রণব বা শব্দব্রহ্ম এতদুভয়ের সমষ্টিকে মহাপ্রণব বলা যায়।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতির প্রকারান্তর সৃষ্টি ও প্রকারান্তর বিরাট্মূর্ত্তি নিরূপিত হইতেছে যথা, সারদাতিলকে কথিত আছে ;—

অথ বিন্দ্বাত্মনঃ শম্ভোঃ কালবন্ধোঃ কলাত্মনঃ।
বভূব চ জগৎসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরঃ।
মহেশ্বরাদ্ভবেদীশস্ততো রুদ্রস্য সম্ভবঃ।
ততো বিষ্ণুস্ততো ব্রহ্মা তেষামেব সমুদ্ভবঃ॥

অনন্তর কালের সহায়তায় শক্তির সহিত একীভূত বিন্দুরূপ পরশিব (ব্রহ্ম) হইতে জগৎসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর উৎপন্ন হইলেন। মহেশ্বর হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে বিষ্ণু, বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। তন্ত্রে ইঁহারা সকলেই শিবশব্দে অভিহিত হযেন যথা,—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব (মহেশ্বর) ও পরশিব, এই ছয় শিব কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সহস্রারে পরমশিব নামে সপ্তম শিব আছেন।

জীবসমষ্টিরূপ শব্দব্রহ্মের বিরাট্মূর্ত্তিতে যে ষট্চক্র আছে, তাহার মূলাধারে ব্রহ্মা ও পৃথিবী স্বাধিষ্ঠানচক্রে বিষ্ণু ও জল, মণিপুরে রুদ্র ও তেজ, অনাহতচক্রে ঈশ্বর ও বায়ু, বিশুদ্ধচক্রে মহেশ্বর ও আকাশ এবং আজ্ঞাচক্রে বিন্দুরূপ পরশিব আছেন। তৎপরে সহস্রারে প্রকৃতি ও চৈতন্য একীভূত আছেন। ব্যষ্টিরূপ জীবের শরীরেও এই সমুদায় চক্রে এই সমুদায় দেবতা ও পঞ্চতত্ত্ব আছে। এক্ষণে বিবেচনা করুন, আকাশ মহেশ্বরের বিরাট্মূর্ত্তি, বায়ু ঈশ্বরের বিরাট্মূর্ত্তি, তেজ রুদ্রের বিরাট্মূর্ত্তি, জল বিষ্ণুর বিরাট্মূর্ত্তি এবং পৃথিবী ব্রহ্মার বিরাট্মূর্ত্তি। পরশিবের বিরাট্মূর্ত্তি বিন্দু হইতে আকাশ, মহেশ্বরের বিরাট্মূর্ত্তি আকাশ হইতে বায়ু, ঈশ্বরের বিরাট্মূর্ত্তি বায়ু হইতে তেজ, রুদ্রের বিরাট্মূর্ত্তি তেজ

হইতে জল, বিষ্ণুর বিরাট্মূর্ত্তি জল হইতে পৃথিবী বা ব্রহ্মার বিরাটমূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণুর নাভিকমলে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই বিরাট্মূর্ত্তিতেও দেখিয়া লউন; যখন সমুদায় জলময় ছিল, তখন বিষ্ণুর বিরাট্মূর্ত্তিরূপ জলরাশির মধ্যস্থলে (নাভিকমলে) পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই পৃথিবী ব্রহ্মার বিরাট্ শরীর।

পূর্ব্বে এক প্রকারে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, এখানে আর এক প্রকার বলা হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র কোথাও নিরাকার ভাবে, কোথাও সাকারভাবে, কোথাও সাক্ষীভাবে, কোথাও বীজভাবে, কোথাও সূক্ষ্মভাবে, কোথাও স্থূলভাবে, কোথাও বিরাট্রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। পুরাণে কোথাও বিষ্ণু হইতে শিবের উৎপত্তি, কোথাও শিব হইতে বিষ্ণুর উৎপত্তি, কোথাও ব্রহ্মা হইতে রুদ্রের উৎপত্তি, কোথাও রুদ্র হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি বর্ণিত আছে, এতৎসমুদায়ই সত্য। ব্রহ্মা বিষ্ণু বা রুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপন্ন। সমুদায় বিষ্ণুমূর্ত্তির সমষ্টিকে বিষ্ণু, সমুদায় ব্রহ্মমূর্ত্তির সমষ্টিকে ব্রহ্মা এবং সমুদায় রুদ্রমূর্ত্তির সমষ্টিকে রুদ্র বলিয়া উপাসনা করা যায়। ফলতঃ শাস্ত্রে যে নানা মুনির নানা মত আছে, তৎসমুদায়ই সত্য। শাস্ত্র সমুদায়ের পরস্পর কিছুমাত্র অনৈক্য নাই, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রকারদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া এবং সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম জ্ঞাত না হইয়া মতভেদ কল্পনা করেন।

এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে (অ) অকার, (উ) উকার, (ম) মকার, (ʋ) নাদ, (.) বিন্দু, (—) কলা ও (=) কলাতীত, এই সাতটি অপর প্রণবের সপ্তাঙ্গ। স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী এই চারিটি তাঁহার চতুষ্পাদ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় তাঁহার ত্রিস্থান এবং আকাশমূর্ত্তি মহেশ্বর, বায়ুমূর্ত্তি ঈশ্বর, তেজোমূর্ত্তি রুদ্র, জলমূর্ত্তি বিষ্ণু এবং ক্ষিতিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, তাঁহার পঞ্চ দেবতা। বীজের মধ্যে যেরূপ কলা (অঙ্কুর) অন্তর্নিহিত থাকে, চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না 'ওঁ' ইহার মধ্যেও সেইরূপ কলা অন্তর্নিহিত আছে। কলাতীত

অর্থাৎ এতৎসমুদায়ে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য অথবা এতৎসমুদায়ের চৈতন্যাংশ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। বীজমধ্যে যে অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি আছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়। বস্তুতঃ 'ওঁ' এই বর্ণটি প্রণব নহে। 'ঘট' এই শব্দটি কখনই ঘট হইতে পারে না। যিনি শব্দব্রহ্ম-পদবাচ্য, তাঁহাকেই অপরপ্রণব বলা যায়। তাঁহাতেই সপ্তাঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ্য করুন।

এই জগতে আমরা যে কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ বা অনুভব করি; তৎসমুদায়েই প্রণবের সপ্তাঙ্গাদির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। সপ্ত অঙ্গের মধ্যে অকার, উকার ও মকার এই তিনটি অঙ্গ মূল ও অমিশ্র। নাদ, বিন্দু ও কলা ঐ গুণত্রয়ের যোগবিশেষ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইহারা মিশ্র পদার্থ। কলাতীত (চৈতন্য) স্বয়ং নির্লিপ্ত হইয়াও গুণযোগে মিশ্র পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। প্রণবের সপ্ত অঙ্গের চিহ্ন দেখুন, সূর্য্যকিরণে সপ্ত বর্ণ। এই সপ্ত বর্ণের মধ্যে নীল, পীত ও লোহিত এই তিন বর্ণ মূল, অপর চারিবর্ণ যৌগিক। নীলবর্ণ তমোগুণ, পীতবর্ণ সত্ত্বগুণ এবং লোহিতবর্ণ রজোগুণ। অপর দেখুন, সপ্ত শিব, সপ্ত পদার্থ, সপ্ত আম্নায়, সপ্ত ঋষি, সপ্ত ব্যাহৃতি, সপ্ত বার, সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল, সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত কুলাচল, সপ্ত পুণ্য নদী, এতদ্ব্যতীত ভূগর্ভে সপ্ত স্তর, অসীম জলরাশিতে সপ্ত স্তর, বায়ুতে সপ্তস্তর (ইহা হইতেই সপ্তগুণিত সপ্তবায়ু অর্থাৎ ৪৯ বায়ু হইয়াছে) বৃক্ষত্বকে সপ্তস্তর, কাষ্ঠে সপ্তস্তর, অস্থিতে সপ্তস্তর, চর্ম্মে সপ্তস্তর, মাংসে সপ্তস্তর, অগ্নির সপ্তজিহ্বা ইত্যাদি।

সমুদায় বস্তুতেই স্থূল সূক্ষ্ম বীজ ও সাক্ষী, এই চারি অবস্থা আছে, সুতরাং প্রণবকে চতুষ্পাদ বলা যায়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ইহাও সমুদায় জগতে আছে; পরন্তু এই অবস্থাত্রয়ে কেহ ভোক্তা, কেহ বা ভোগ্য হইয়া থাকেন। যখন পঞ্চীকরণ হইয়াছে, তখন পঞ্চভূতমূর্ত্তি পঞ্চদেবতা যে, সকল স্থলেই আছেন, তাহা সহজেই অনুভূত হইতেছে।

অপরপ্রণবের সপ্তাঙ্গ প্রভৃতি নিরূপিত হইল। অনুপহিত চৈতন্যকে পরপ্রণব বলা যায়। অনুপহিত চৈতন্যে অঙ্গাদি সমুদায় লয় প্রাপ্ত হইয়া আছে; সুতরাং তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। পরপ্রণব ও অপরপ্রণব

অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্মের সমষ্টিকে মহাপ্রণব বলা যায়। এক্ষণে মহাপ্রণবের সপ্তাঙ্গ প্রভৃতি নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলাম। সপ্ত আম্নায় মহাপ্রণবের সপ্ত অঙ্গ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ তাঁহার পাদচতুষ্টয়। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ তাঁহার তিন স্থান। হিরণ্যগর্ভ (শক্তিযুক্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের সমষ্টি), শক্তিযুক্ত ঈশ্বর, শক্তির সহিত মিলিত মহেশ্বর, শক্তির সহিত একীভূত পরশিব ও পরমব্যোম (পরমব্রহ্ম) তাঁহার পঞ্চদেবতা।

তান্ত্রিকেরা মহাপ্রণবকে শিব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাপ্রণব রূপ শিবের সপ্তমুখই সপ্ত আম্নায়। তন্মধ্যে দুইমুখ গুপ্ত এবং পঞ্চমুখ প্রকাশিত আছে। এই জন্য শিবকে পঞ্চবক্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। 'ওঁ' এই মহাপ্রণবেও অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দু, এই পঞ্চ অঙ্গ ব্যক্ত আছে, কলা ও কলাতীত এই দুই অঙ্গ অব্যক্ত রহিয়াছে। সপ্ত আম্নায়ের (শিবের সপ্ত মুখের) নাম,—তৎপুরুষ (অকার), অঘোর (উকার), সদ্যোজাত (মকার), বামদেব (নাদ), ঈশ্বর (বিন্দু), নীলকণ্ঠ (কলা) ও চৈতন্য (কলাতীত)। তৎপুরুষকে পূর্ব্ব মুখ, অঘোরকে দক্ষিণ মুখ, সদ্যোজাতকে পশ্চিম মুখ, বামদেবকে উত্তর মুখ, ঈশ্বরকে ঊর্দ্ধ মুখ, নীলকণ্ঠকে গুপ্ত অধোমুখ ও চৈতন্যকে সর্ব্বমুখের মধ্যস্থলস্থিত অব্যক্ত সপ্তম মুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

পূর্ব্বাম্নায়ের গুরু ব্রহ্মা, ইনি প্রণবের অকার স্বরূপ। ব্রহ্মার চারি মুখ, হইতে চারি বেদ প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং মহাপ্রণব রূপ শিবের পূর্ব্ব মুখ হইতেই চারি বেদের উৎপত্তি। এই জন্য জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন, "বেদানাং প্রণবো বীজং" অর্থাৎ প্রণবই বেদের বীজ। ফলতঃ কি তন্ত্র, কি পুরাণ, কি দর্শনশাস্ত্র, সমুদায়ই শিবের কোন না কোন আম্নায় হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। বেদ শিবশব্দবাচ্য মহাপ্রণবের পূর্ব্ব মুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রহ্মা তাহার গুরু অর্থাৎ উপদেশক। সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে ব্রহ্মাই মহাপ্রণবের অকার অথবা শিবের পূর্ব্ব মুখ বলিয়া প্রতীতি হইবে। এইরূপ মহাপ্রণবের দ্বিতীয় অঙ্গ উকার অর্থাৎ বিষ্ণু দক্ষিণাম্নায়ের গুরু। এইরূপ মকার অর্থাৎ রুদ্র পশ্চিমাম্নায়ের, নাদ অর্থাৎ ঈশ্বর উত্তরা-

ম্নায়ের, বিন্দু অর্থাৎ মহেশ্বর ঊর্দ্ধ আম্নায়ের, কলা অর্থাৎ পরশিব অধ আম্নায়ের এবং কলাতীত অর্থাৎ পরমাশক্তি সপ্তম আম্নায়ের গুরু।

যিনি মন্ত্রাদি প্রকাশ করেন তাঁহাকে ঋষি বলা যায়। শিবের সপ্ত মুখ হইতে বেদাদি সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ সপ্ত মুখই ঋষিপদবাচ্য, সুতরাং তদনুসারে পূর্ব্বাম্নায়ের ঋষি তৎপুরুষ, দক্ষিণাম্নায়ের ঋষি অঘোর, পশ্চিমাম্নায়ের ঋষি সদ্যোজাত, উত্তরাম্নায়ের ঋষি বামদেব, ঊর্দ্ধাম্নায়ের ঋষি ঈশান, ষষ্ঠ আম্নায়ের ঋষি নীলকণ্ঠ ও সপ্তম আম্নায়ের ঋষি চৈতন্য।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, মীমাংসা, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি আস্তিকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতি অন্যান্য দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রই এই মহাপ্রণবের সপ্তাঙ্গের অন্তর্গত কোন না কোন আম্নায় হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। এই সপ্ত আম্নায়ের ধর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতির উপদেশের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ সাতটি মঠ পরিকল্পিত আছে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য আম্নায়বিষয়ে উপদেশ দিবার উদ্দেশে প্রথম চারিটি মঠের অনুকল্প স্বরূপ স্থূল চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছেন। অবশিষ্ট তিনটি মঠ অদ্যাপি অব্যক্ত ভাবে আছে। সপ্ত আম্নায়ের পরিচয় দিতে হইলে ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমুদায় মঠ অনুসন্ধান করা আবশ্যক, কারণ ভিন্ন ভিন্ন মঠে ভিন্ন ভিন্ন এক এক আম্নায়ের উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অতএব আমরা আম্নায় বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সপ্ত মঠে প্রবিষ্ট হইলাম।

অভিধেয়।

প্রথম আম্নায়ে সৃষ্টি, দ্বিতীয় আম্নায়ে স্থিতি, তৃতীয় আম্নায়ে সংহার, চতুর্থ আম্নায়ে অনুগ্রহ, পঞ্চম আম্নায়ে অনুভব, ষষ্ঠ আম্নায়ে নিরনুভব এবং সপ্তম আম্নায়ে পরমব্যোম বিষয়ে উপদেশ আছে। প্রথম আম্নায়ের জ্ঞেয় বা গম্য কুণ্ডলিনী বা প্রকৃতি, দ্বিতীয় আম্নায়ের গম্য পরমাত্মা, তৃতীয় আম্নায়ের গম্য কাল, চতুর্থ আম্নায়ের গম্য বিজ্ঞান, পঞ্চম আম্নায়ের গম্য শূন্য, ষষ্ঠ আম্নায়ের গম্য ব্রহ্ম, সপ্তম আম্নায়ের গম্য পরমব্রহ্ম বা পরমব্যোম। প্রথম আম্নায়ে মন্ত্রযোগ ও হঠযোগ, দ্বিতীয় আম্নায়ে ভক্তিযোগ ও লয়যোগ,

তৃতীয় আম্নায়ে ক্রিয়াযোগ ও লক্ষ্যযোগ, চতুর্থ আম্নায়ে জ্ঞানযোগ ও উরোযোগ, পঞ্চম আম্নায়ে বাসনাযোগ, পরাযোগ ও সন্ন্যাস, ষষ্ঠ আম্নায়ে শাম্ভবী মুদ্রা প্রভৃতি দ্বারা অমনস্কযোগ, সপ্তম আম্নায়ে সহজযোগ ও মোক্ষ কথিত হইয়াছে।

যোগসাধন করিবার প্রধান করণ।

প্রথম আম্নায়ের করণ নাসিকা, দ্বিতীয় আম্নায়ের করণ জিহ্বা, তৃতীয় আম্নায়ের করণ চক্ষুঃ, চতুর্থ আম্নায়ের করণ ত্বক্, পঞ্চম আম্নায়ের করণ কর্ণ, ষষ্ঠ আম্নায়ের করণ মন, সপ্তম আম্নায়ের করণ সমাধি। প্রত্যেক আম্নায়ে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন যোগসাধন হইয়া থাকে। এই সাত্ত্বিক করণের ন্যায় রাজসিক করণও আছে, যথা,—প্রথম আম্নায়ের করণ পাদ, দ্বিতীয় আম্নায়ের করণ উপস্থ, তৃতীয় আম্নায়ের করণ পাণি, চতুর্থ আম্নায়ের করণ পায়ু, পঞ্চম আম্নায়ের করণ বাক্, ষষ্ঠ আম্নায়ের করণ প্রাণ, সপ্তম আম্নায়ের করণ মৃত্যু।

গুরু।=১ ব্রহ্মা। ২ বিষ্ণু। ৩ রুদ্র। ৪ ঈশ্বর। ৫ মহেশ্বর। ৬ পরশিব। ৭ (পরমশিব বা) শক্তি। এস্থলে এবং ইহার পরে ১=প্রথম, আম্নায়, ২=দ্বিতীয় আম্নায়, ৩=তৃতীয় আম্নায় ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।

ঋষি।=১ তৎপুরুষ। ২ অঘোর। ৩ সদ্যোজাত। ৪ বামদেব। ৫ ঈশান। ৬ নীলকণ্ঠ। ৭ চৈতন্য।

মঠ।=১ গোবর্দ্ধন মঠ। ২ সিঙ্গেরী মঠ। ৩ সারদা মঠ। ৪ জ্যোতির মঠ (জোষী মঠ)। ৫ সুমেরু মঠ। ৬ পরমাত্ম মঠ। ৭ সহস্রদলকমল মঠ।

ক্ষেত্র।=১ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ২ রামেশ্বর ক্ষেত্র। ৩ দ্বারকা ক্ষেত্র। ৪ মুক্তি ক্ষেত্র। ৫ কৈলাস ক্ষেত্র। ৬ মানসসরোবর ক্ষেত্র। ৭ অনুভব ক্ষেত্র।

আশ্রম।=১ পূর্ব্বাশ্রম। ২ দক্ষিণাশ্রম। ৩ পশ্চিমাশ্রম। ৪ উত্তরাশ্রম। (বদরিকাশ্রম)। ৫ ঊর্দ্ধাশ্রম। ৬ গুপ্তাশ্রম। ৭ নিরল আশ্রম।

সম্প্রদায়।=১ ভোগবর সম্প্রদায়। ২ ভূরবর সম্প্রদায়। ৩ কীটবর সম্প্রদায়। ৪ আনন্দবর সম্প্রদায়। ৫ কাশিকা সম্প্রদায়। ৬ সত্যসন্তোষ সম্প্রদায়। ৭ সহস্রদলপঙ্কজ সম্প্রদায়।

পদ।=১ বনস্বামী, অরণ্যস্বামী। ২ ভারতীস্বামী, সরস্বতীস্বামী, পুরীস্বামী। ৩ তীর্থস্বামী, আশ্রমস্বামী। ৪ গিরিস্বামী, পর্ব্বতস্বামী, সাগরস্বামী। ৫ জ্ঞানস্বামী, ধ্যানস্বামী,। ৬ যোগস্বামী। ৭ শ্রীপাদুকাস্বামী।

দেব।=১ জগন্নাথ। ২ বরাহ। ৩ সিদ্ধেশ্বর। ৪ নারায়ণ। ৫ নিরঞ্জন। ৬ পরমহংস। ৭ বিশ্বরূপ।

দেবী =১ বিমলা। ২ কামাখ্যা। ৩ ভদ্রকালী। ৪ পুণ্যাগিরি। ৫ মায়া। ৬ মানসীমায়া। ৭ চিচ্ছক্তি।

তীর্থ ।=১ মহোদধি। ২ তুঙ্গভদ্র। ৩ গোমতী। ৪ অলকনন্দা। ৫ মানসসরোবর। ৬ ত্রিকোটিতীর্থ। ৭ শব্দশ্রবণ।

আচার্য্য।=১ বলভদ্রাচার্য্য বা তুঙ্গাচার্য্য। ২ পৃথ্বীধরাচার্য্য। ৩ বিশ্বরূপাচার্য্য। ৪ ত্রটকাচার্য্য বা নবাটকাচার্য্য। ৫ ঈশ্বর। ৬ অদ্বিতীয় চৈতন্য। ৭ সদ্‌গুরু।

বেদ ।=১ যজুর্ব্বেদ। ২ ঋগ্বেদ। ৩ সামবেদ। ৪ অথর্ব্ববেদ। ৫।৬।৭ বেদাতীত।

ব্রহ্মচারী।=১ প্রকাশব্রহ্মচারী। ২ চৈত্যব্রহ্মচারী। ৩ স্বরূপব্রহ্মচারী। ৪ আনন্দব্রহ্মচারী। ৫।৬।৭ ব্রহ্মচর্য্যাতীত।

কার্য্য। ১ 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' ইহা চিন্তা। ২ যথোক্ত ধর্ম্মাচরণ। ৩ তত্ত্বমসিবিচার। ৪ জ্ঞানধ্যান প্রকাশ। ৫ সংহারক্রমে সন্ন্যাস। ৬ মহাসন্ন্যাস। ৭ পূর্ণানন্দক্রমে মহাসন্ন্যাস।

মহাপ্রণবের সপ্ত অঙ্গ নিরূপিত হইল। জগতে যে, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় আছে, তাহাই মহাপ্রণবের পাদচতুষ্টয়। ত্রিস্থান অর্থাৎ মহাপ্রণব সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের আধার। সত্ত্বগুণ দীপশিখার ন্যায় ঊর্দ্ধগামী, লঘু, প্রকাশক ও সুখসন্তোষ স্বরূপ। রজোগুণ বাসনাময়, অনুরাগময়, মোহময় ও কামক্রোধাদির আকর। তমোগুণ গুরু, দুঃখময়, আবরক ও নিদ্রা আলস্য প্রভৃতির কারণ। মহাপ্রণবকে আশ্রয় করিয়াই এই গুণত্রয় নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে। পঞ্চদেবতার কথা প্রথমেই বলা হইয়াছে।

প্রণবের সপ্ত অঙ্গ প্রভৃতি, সমষ্টির উপরি প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে

সচ্ছব্দেন সদা স্থায়ি চিচ্চৈতন্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৩ ॥

অথ সচ্চিদাদিপদার্থমাহ, সচ্ছব্দেনেত্যাদিনা ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

চিৎ শব্দের অর্থ চৈতন্য ;৩৩ একং শব্দের অর্থ অদ্বৈত এবং বৃহৎ এই অর্থে ব্রহ্ম শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দেবি! (অ-উ-ম্-সৎ-চিৎ-একম্-ব্রহ্ম মিলিত করিয়া ওঁ

ব্যষ্টির উপবিও সপ্ত অঙ্গ প্রভৃতি দেখান যাইতেছে। আমি অপরপ্রণব ও মহাপ্রণব। সুতরাং লক্ষণাদ্বারা আমি পরপ্রণবও হইতেছি। দেখুন, আমার মূলাধারে পৃথিবীমূর্ত্তি অকারস্বরূপ ব্রহ্মা, আমার স্বাধিষ্ঠানচক্রে জলমূর্ত্তি উকারস্বরূপ বিষ্ণু, আমার মণিপূরচক্রে তৈজসমূর্ত্তি মকারস্বরূপ রুদ্র, আমার অনাহতচক্রে বায়ুমূর্ত্তি নাদস্বরূপ ঈশ্বর, আমার বিশুদ্ধচক্রে আকাশমূর্ত্তি বিন্দুস্বরূপ মহেশ্বর, আমার আজ্ঞাচক্রে মনোমূর্ত্তি কলাস্বরূপ পরশিব এবং আমার সহস্রারে কলাতীত পরমব্রহ্ম বা পরমা প্রকৃতি অবস্থান করিতেছেন। সপ্ত চক্র সপ্ত আম্নায়। ব্রহ্মা প্রভৃতি ক্রমশঃ সপ্ত আম্নায়ের গুরু। এই সপ্ত আম্নায় আমার সপ্ত অঙ্গ। আমাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পাদচতুষ্টয় এবং সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ও রহিয়াছে। আমার শরীর ব্রহ্মা প্রভৃতি ও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি পঞ্চদেবতার আধার। সুতরাং আমিই প্রণব। যিনি প্রণবস্বরূপ আমাকে (আত্মাকে) না জানেন, তিনি কোন ক্রমেই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না, কারণ,—

"সপ্তাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্।
ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥"

——ওঁ——

একমদ্বৈতমীশানি বৃহত্ত্বাদ্‌ব্রহ্ম গীয়তে।
মন্ত্রার্থঃ কথিতো দেবি সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদঃ ॥ ৩৪ ॥
মন্ত্রচৈতন্যমেতদ্ধি * তদধিষ্ঠাতৃদেবতা।
তজ্জ্ঞানং পরমেশানি ভক্তানাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ৩৫ ॥
তস্যাধিষ্ঠাতৃ † দেবেশি সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্।
অবিতর্ক্যং নিরাকারং ‡ বাচাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥ ৩৬ ॥

অথ মন্ত্রচৈতন্যমভিদত্তে, মন্ত্রেত্যাদিনা। হে পরমেশানি যা তস্য মন্ত্রস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা তস্যা যৎ জ্ঞানমেতদেব মন্ত্রচৈতন্যং জানীহীত্যন্বয়ঃ। তচ্চাধিষ্ঠাতৃদেবতাজ্ঞানং ভক্তানাং সিদ্ধিদায়কং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

নন্বস্য মন্ত্রস্য কাধিষ্ঠাত্রী দেবতেত্যপেক্ষায়ামাহ, তস্যেত্যাদি। হে দেবেশি সর্ব্বব্যাপি সকলপদার্থব্যাপনশীলং সনাতনং প্রাগভাবধ্বংসরহিতম্ অবিতর্ক্যমনূহনীয়ং নিরাকারমাকৃতিশূন্যং বাচাতীতমতিক্রান্তবাক্ নিরঞ্জনং মনশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ভূতং যদ্‌ব্রহ্ম তদস্য মন্ত্রস্যাধিষ্ঠাতৃ ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) এই মন্ত্রের অর্থ কহিলাম। এই মন্ত্রদ্বারা সাধকদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।[৩৪] এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা-জ্ঞানই মন্ত্রচৈতন্য। পরমেশ্বরি! মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা জ্ঞান দ্বারাই ভক্তগণ সিদ্ধি লাভ করেন।[৩৫] দেবি! যিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি সনাতন, যিনি অবিতর্ক্য, যিনি নিরাকার, যিনি বাক্যের অগোচর, যিনি নিরঞ্জন, অর্থাৎ মন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিচয়ের অগোচর, সেই পরমব্রহ্মই এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা।[৩৬]

---

* মন্ত্রচৈতন্যমেতত্তু ইতি কৈশ্চিৎ পঠ্যতে।

† অস্যাধিষ্ঠাতৃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

‡ নিরাতঙ্কমিতি পাঠো ন সমীচীনঃ।

বাঙ্মায়াকমলাদ্যেন তারহীনেন পার্ব্বতি।
দীয়তে বিবিধা বিদ্যা মায়া শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী ॥ ৩৭ ॥
তারেণ তারহীনেন প্রত্যেকং সকলং পদম্।
যুগ্মযুগ্মক্রমেণাপি মন্ত্রোঽয়ং বিবিধো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥

বাগিত্যাদি। হে পার্ব্বতি বাঙ্মায়াকমলাদ্যেন ঐমিতি হ্রীমিতি শ্রীমিতি বীজমাদ্যং যস্য তথাভূতেন তারহীনেন প্রণবরহিতেন পূর্ব্বোক্তেন মন্ত্রেণ ক্রমতো বিবিধানেকপ্রকারা বিদ্যা দীয়তে বিবিধা মায়া দীয়তে সর্ব্বতো মুখং যস্যা এবম্ভূতা শ্রীর্লক্ষ্মীর্দীয়তে। যথা ঐঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেত্যনেন মন্ত্রেণ বিদ্যা দীয়তে। হ্রীঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেত্যনেন মায়া দীয়তে। শ্রীঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেত্যনেন তু লক্ষ্মীরিতি ॥ ৩৭ ॥

অথৈতস্যৈব মন্ত্রস্য নানাবিধত্বং সম্পাদয়তি, তারেণেত্যাদিনা। পূর্ব্বোক্তমন্ত্রস্য প্রত্যেকং পদং সকলং বা পদং তারেণ প্রণবেন সহিতং কর্ত্তব্যং তারহীনেন প্রণবত্যাগেনোপলক্ষিতং বা বিধেয়ম্। ততশ্চায়ং মন্ত্রো বিবিধো

পার্ব্বতি। এই মন্ত্রে প্রণব রহিত করিয়া ঐঁ হ্রীঁ অথবা শ্রীঁ ক্রমশঃ প্রণবস্থলে যোগ করিলে বিবিধ বিদ্যা, বিবিধ মায়া ও সর্ব্বতোমুখী লক্ষ্মী প্রদাতা হইয়া থাকেন (২৪)। ৩৭

ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম, এই মন্ত্রের প্রত্যেক পদে অথবা সমুদায় পদে প্রণব

---

(২৪)—"ওঁসচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রে (বা এই মন্ত্রের অন্তর্গত যে কোন মন্ত্রে) প্রণবের পরিবর্ত্তে যদি বাগ্বীজ (ঐঁ) যোগ করা যায়, তাহা হইলে উহা বিদ্যাশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ঈদৃশ মন্ত্র (ঐঁসচ্চিদেকং ব্রহ্ম) জপ দ্বারা অসাধারণ বিদ্বান্ ও কবি হইতে পারা যায়। প্রণবের পরিবর্ত্তে মায়াবীজ (হ্রীঁ) যোগ করিলে ঐ মন্ত্র মায়াশব্দে অভিহিত হয়। এই মন্ত্র (হ্রীঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) সাধন করিলে, তমোগুণবলে সাধকের পক্ষে দৃশ্যমান জগৎ সংহার এবং নির্ব্বাণ মুক্তি হইয়া থাকে। প্রণবের পরিবর্ত্তে যদি লক্ষ্মী বীজ (শ্রীঁ) যোগ করা যায়, তাহা হইলে এই মন্ত্র সাধনে সর্ব্বপ্রকার সুখ-সৌভাগ্য ভোগ হইয়া থাকে। ঈদৃশ (শ্রীঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) মন্ত্রের নাম কমলা।

ঋষিঃ সদাশিবো হস্য চ্ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্‌।
দেবতা পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বান্তর্যামি নির্গুণম্‌।
চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩৯॥

ভবেৎ। যুগ্মযুগ্মক্রমেণাপি প্রণবসহিততদ্রহিতো বায়ং পূর্ব্বোক্তো মন্ত্রো বিবিধোঽনেকপ্রকারকো ভবেৎ। তারসহিতং তদ্রহিতং প্রত্যেকং পদং যথা ওঁ সৎ ওঁ চিৎ ওঁ একম্‌ ওঁ ব্রহ্ম সৎ চিৎ একম্‌ ব্রহ্ম ইতি। প্রণবসম্বদ্ধং তদসম্বদ্ধং সমস্তং পদম্‌ যথা ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম সচ্চিদেকং ব্রহ্মেতি। যুগ্মযুগ্মক্রমতো যথা ওঁ সদ্‌ব্রহ্ম ওঁ চিদ্‌ব্রহ্ম ওঁ একং ব্রহ্ম ওঁ সচ্চিৎ ওঁ চিদেকং সদ্‌ব্রহ্ম চিদ্‌ব্রহ্ম একং ব্রহ্ম সচ্চিৎ চিদেকমিতি ॥ ৩৮ ॥

অথাস্য মন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকমাহ, ঋষিবিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। অস্য মন্ত্রস্য। সর্ব্বান্তর্যামি সর্ব্বান্তর্নিহিত্‌। অস্য মন্ত্রস্য সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ সর্ব্বান্তর্যামি নির্গুণং পরমং ব্রহ্ম দেবতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখেঽনুষ্টুপ্‌ ছন্দসে নমঃ। হৃদি সর্ব্বান্তর্যামিনির্গুণপরমব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। ইতি ॥৩৯॥

যোগ করিয়া অথবা প্রণব রহিত করিয়া, কিংবা ইহার যুগ্ম যুগ্ম পদে প্রণব যোগ করিয়া অথবা প্রণব রহিত করিয়া নানা প্রকার মন্ত্র হইতে পারে (২৫)।৩৮

(এই মন্ত্রের ঋষ্যাদি ন্যাস বলিতেছি।) এই মন্ত্রের ঋষি, সদাশিব, ছন্দঃ,

---

(২৫)—মন্ত্রভেদ যথা, ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। ঐঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। হ্রীঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। শ্রীঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। ওঁ সৎ। ওঁ চিৎ। ওঁ একং। ওঁ ব্রহ্ম। ওঁ সদব্রহ্ম। ওঁ চিদ্‌ব্রহ্ম। ওঁ একং ব্রহ্ম। ওঁ সদেকং। ওঁ চিদেকং। ওঁ সচ্চিৎ। ওঁ চিৎসৎ। ওঁ একং সৎ। ওঁ একং চিৎ। ওঁ ব্রহ্মসৎ। ওঁ ব্রহ্মচিৎ। ওঁ ব্রহ্মৈকং। সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। সৎ। চিৎ। একং। ব্রহ্ম। সদব্রহ্ম। চিদব্রহ্ম। একং ব্রহ্ম। সদেকং। চিদেকং। সচ্চিৎ। চিৎসৎ। একং সৎ। একং চিৎ। ব্রহ্মসৎ। ব্রহ্মচিৎ। ব্রহ্মৈকং। ঐঁ সৎ। ঐঁ চিৎ। ঐঁ একং। ঐঁ ব্রহ্ম। ঐঁ সদব্রহ্ম। ঐঁ চিদব্রহ্ম। ঐঁ একং ব্রহ্ম। ঐঁ সদেকং। ঐঁ চিদেকং। ঐঁ

অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে ॥ ৪০ ॥
তারং সচ্চিদেকমিতি ব্রহ্মেতি সকলং ততঃ।
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীমধ্যা-নামিকাসু মহেশ্বরি ॥ ৪১ ॥

ঋষিন্যাসং বিধায়াঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ বিধাতব্যৌ অতস্তাবভিধাতুমাহ, অঙ্গ-ন্যাসেত্যাদি ॥৪০॥

তয়োর্মধ্যে প্রথমতঃ করন্যাসমাহ, তারমিত্যাদিভ্যাং সার্দ্ধাভ্যাং দ্বাভ্যাম্। হে মহেশ্বরি হে সুরবন্দিতে নমঃস্বাহাবষট্‌হুংবৌষট্‌ফডন্তৈরন্তর্ভূতৈর্নমঃস্বাহা-বষট্‌হুংবৌষট্‌ফট্‌রূপৈঃ পদৈর্ব্বিশিষ্টং তারং প্রণবং সদিতি চিদিতি একমিতি ব্রহ্মেতি ততোঽনন্তরম্ ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেতি সকলঞ্চ পদম্ অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীমধ্যানামিকাসু কনিষ্ঠয়োঃ করতলপৃষ্ঠযোশ্চ ন্যাসোক্ত

অনুষ্টুপ্, দেবতা, সর্ব্বান্তর্যামি নির্গুণ পরমব্রহ্ম, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ হইয়া থাকে (২৬)।৩৯

প্রিয়ে! এক্ষণে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস বলিতেছি, শ্রবণ কর।৪০ মহেশ্বরি! (করন্যাসে প্রথমতঃ) ওঁ, সৎ, চিৎ, একং, ব্রহ্ম, ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম, ক্রমান্বয়ে এই কএকটি শব্দের উচ্চারণ পূর্ব্বক (এক একটি ক্রমশঃ) অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা,

---

সচ্চিৎ। ঐঁ চিৎসৎ। ঐঁ একং সৎ। ঐঁ একং চিৎ। ঐঁ ব্রহ্মসৎ। ঐঁ ব্রহ্মচিৎ। ঐঁ ব্রহ্মৈকং। ঐঁ এই বীজের পরিবর্ত্তে হ্রীঁ বীজ দিলে অপর ষোলটি মন্ত্র হইবে এবং হ্রীঁ এই বীজ না দিয়া শ্রীঁ বীজ দিলে আর ষোলটি মন্ত্র হইবে। এইরূপে সপ্তাক্ষর একটি ব্রহ্মমন্ত্র হইতে ৮৫ প্রকার ব্রহ্মমন্ত্র উৎপন্ন হইতেছে।

(২৬)—প্রয়োগ যথা, অস্য পরমব্রহ্মমন্ত্রস্য সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সর্ব্বান্তর্যামি-নির্গুণ-পরমব্রহ্ম দেবতা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলাবাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি সর্ব্বান্তর্যামিনির্গুণপরমব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ। এই মন্ত্র দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া পশ্চাৎ অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে।

কনিষ্ঠয়োঃ করতল-পৃষ্ঠয়োঃ সুরবন্দিতে।
নমঃস্বাহাবষট্‌হুঁবৌ-ষট্‌ফড়ন্তৈর্যথাক্রমম্ * ॥ ৪২ ॥
অনেয়ন্যাসোক্তবিধিনা সাধকঃ সুসমাহিতঃ।
হৃদাদিকরপর্য্যন্ত-মেবমেব বিধীয়তে † ॥ ৪৩ ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যান্-মূলেন প্রণবেন বা।
মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ দক্ষহস্তস্য পার্ব্বতি ॥ ৪৪ ॥

বিধিনা সুসমাহিতোঽতিসাবধানঃ সন্ সাধকো যথাক্রমং ন্যসেৎ। যথা ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। সত্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। চিন্মধ্যমাভ্যাং বষট্। একমনামিকাভ্যাং হুম্। ব্রহ্ম কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ইতি। করন্যাসঃ। অথাঙ্গন্যাসমাহার্দ্ধেন হৃদিত্যাদি। হৃদাদিকরপর্য্যন্তঃ প্রত্যেবমেব ন্যাসো বিধীয়তে। যথা ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। সচ্ছিরসে স্বাহা। চিচ্ছিখায়ৈ বষট্। একং কবচায় হুম্। ব্রহ্ম নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ইতি ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

এবমঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ বিধায় প্রাণায়ামো বিধেয় ইত্যাহ, প্রাণায়াম-মিত্যাদিনা। ততোঽনন্তরম্ ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেত্যাদিমূলমন্ত্রেণ প্রণবেন

অনামিকা,[৪১] কনিষ্ঠা, এই পঞ্চ অঙ্গুলিতে এবং করতলপৃষ্ঠদ্বয়ে, নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্, ফট্ এই শব্দ যথাক্রমে এক একটি অন্তে উচ্চারণ করিয়া[৪২] সমাহিতমনা হইয়া সাধক ন্যাসোক্ত বিধি অনুসারে করন্যাস করিবে (২৭)। সুরবন্দিতে। এইরূপে হৃদয়াদি কর পর্য্যন্ত যথাবিধানে (অঙ্গন্যাস) করিতে হইবে (২৮)।[৪৩]

পার্ব্বতি! অনন্তর সমগ্র মূল মন্ত্র অথবা কেবল প্রণব জপ সহকারে প্রাণায়াম করিবে। প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা[৪৪]

* নমঃস্বাহাবষট্‌বৌষট্‌ফড়ন্তৈশ্চ যথাক্রমম্ ইতি পাঠস্থ প্রমাদবিজৃম্ভিতঃ।

† হৃদাদিপাদপর্য্যন্তমেবমেবং বিধীয়তে ইতি পাঠস্থ ন সমীচীনঃ।

(২৭)—করন্যাস প্রয়োগ যথা, ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। সৎ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। চিন্মধ্যমাভ্যাং বষট্। একমনামিকাভ্যাং হুঁ। ব্রহ্ম কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

(২৮)—অঙ্গন্যাস প্রয়োগ যথা, ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। সচ্ছিরসে স্বাহা। চিচ্ছিখায়ৈ বষট্। একং কবচায় হুঁ। ব্রহ্ম নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

বামনাসাপুটং ধৃত্বা দক্ষনাসাপুটেন তু *।
পূরয়েৎ পবনং মন্ত্রী মূলমষ্টমিতং জপন্ ॥ ৪৫ ॥
অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসাং ধৃত্বা কুম্ভকযোগতঃ।
জপেদ্দ্বাত্রিংশতাবৃত্ত্যা ততো দক্ষিণনাসয়া ॥ ৪৬ ॥
শনৈঃশনৈস্ত্যজেদ্বায়ুং জপন্ ষোড়শধা মনুম্।
বামনাসাপুটেঽপ্যেবং পূরকুম্ভকরেচকম্ ॥ ৪৭ ॥

ওঁকারেণ বা প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ। নয় প্রাণায়ামঃ কথং বিধাতব্য ইত্যপেক্ষায়াং তদ্বিধানমাহ, মধ্যমেত্যাদিভিঃ সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। হে পার্ব্বতি দক্ষিণহস্তস্য মধ্যমানামিকাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং বামনাসাপুটং ধৃত্বা মন্ত্রী সাধকোঽষ্টমিতং মূলমন্ত্রং জপন্ সন্ দক্ষিণনাসাপুটেন পবনং বায়ুং পূরয়েৎ। ততো দক্ষহস্তস্যৈবাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসাপুটং ধৃত্বা কুম্ভকযোগতো দ্বাত্রিংশতা আবৃত্ত্যা মূলমন্ত্রং জপেৎ। ততঃ ষোড়শধা মন্ত্রং মূলমন্ত্রং জপন্ সন্ দক্ষিণনাসয়ৈব শনৈঃ শনৈর্ব্বায়ুং ত্যজেৎ। ততো বামনাসাপুটেঽপ্যেবমেব পূরকুম্ভকরেচকং কুর্য্যাৎ ক্রমেণৈবাবৃষ্টং নিশ্চলং বিমুক্তঞ্চ শ্বাসং বিদধ্যাদিত্যর্থ। পূর্ব্ববৎ পুনর্দক্ষিণতোঽপি পূরকুম্ভকরেচকং কুর্য্যাৎ। ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনে এব প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তঃ। পূরকাদিস্বরূপমাহ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। নাসিকোৎকৃষ্ট উচ্ছ্বাসো ধ্মাতঃ পূরক উচ্যতে। কুম্ভকো নিশ্চলশ্বাসো মুচ্যমানস্তু রেচক ইতি ॥৪৪। ৪৫ ॥৪৬॥৪৭॥ ৪৮ ॥

বাম নাসাপুট ধারণ (রোধ) করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে অষ্টবার মূল মন্ত্র (বা প্রণব) জপ করিবে।[৪৫] অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐরূপ দক্ষিণ নাসা ধারণ পূর্ব্বক কুম্ভক (শ্বাস রোধ) করিয়া দ্বাত্রিংশৎবার মূল বা প্রণব জপ করিবে। অনন্তর (দক্ষিণ নাসা ত্যাগ করিয়া) দক্ষিণ নাসা দ্বারা [৪৬] শনৈঃশনৈঃ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শবার মন্ত্র জপ করিবে। পশ্চাৎ ঐরূপ বাম নাসাপুটেও পূরক কুম্ভক ও রেচক করিবে। অর্থাৎ অষ্টবার মন্ত্র জপ করিতে করিতে বামনাসাপুটে শনৈঃশনৈঃ বায়ু আকর্ষণ করিবে। পশ্চাৎ বায়ু রোধ করিয়া দ্বাত্রিংশৎবার মন্ত্র জপ করিবে। পরে বাম নাসাপুট ত্যাগ করিয়া তদ্দ্বারা শনৈঃশনৈঃ বায়ু পরিত্যাগ করিতে করিতে ষোড়শবার মন্ত্র জপ করিবে।[৪৭] পূর্ব্বপূজিতে! পুনর্ব্বার দক্ষিণ

* দক্ষনাসাপুটেন সঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

পুনর্দক্ষিণতঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববৎ সুরপূজিতে।
প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনে ॥ ৪৮ ॥
ততো ধ্যানং প্রকুর্ব্বীত সাধকাভীষ্টসাধনম্‌ ॥ ৪৯ ॥

ইত্থং প্রাণায়ামং কৃত্বা পরব্রহ্মধ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যাহ, তত ইত্যাদিনা ॥৪৯॥

নাসাতে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমশঃ পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। ব্রহ্মমন্ত্র সাধনে যেরূপে প্রাণায়াম করিতে হইবে, তাহার বিধান এই তোমার নিকট কহিলাম (২৯)।[৪৮] অনন্তর সাধক (পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত) অভিষ্টসিদ্ধি-প্রদায়ক ধ্যান করিবেন।[৪৯]

(২৯)—সর্ব্বত্র প্রাণায়াম বিষয়ে এইরূপ নিয়ম আছে যে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রোধ করিয়া বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে ষোড়শবার মন্ত্র বা মন্ত্রের প্রথম অক্ষর অথবা প্রণব বা মায়াবীজ জপ করিবে। ইহার নাম পূরক। পরে ঐ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ রাখিয়াই ঐ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামা দ্বারা বাম নাসাপুট রোধ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া চতুঃষষ্টিবার পূর্ব্বের ন্যায় জপ করিতে হইবে। পরে দক্ষিণ নাসাপুট পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিঙ্গলা দ্বারা (দক্ষিণ নাসায়) ধীরে ধীরে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দ্বাত্রিংশৎবার জপ করিবে। ইহার নাম রেচক। ইহা প্রথম প্রাণায়াম। পরে ঐ দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারাই বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে পূর্ব্বের ন্যায় ষোড়শবার জপ করিতে হইবে। তৎপরে উভয় নাসাপুট রোধ পূর্ব্বক কুম্ভকযোগে ৬৪ বার জপ করিবে। অনন্তর বামনাসাপুট পরিত্যাগ করিয়া ইড়াদ্বারা (বামনাসায়) শনৈঃশনৈঃ শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ৩২ বার জপ করিতে হইবে। ইহা দ্বিতীয় প্রাণায়াম। পরে পূর্ব্বের ন্যায় বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিতে করিতে ১৬ বার জপ করিবে। তৎপরে উভয় নাসাপুট রোধপূর্ব্বক কুম্ভকযোগে ৬৪ বার জপ করিয়া পশ্চাৎ দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে ৩২ বার জপ করিতে হইবে। ইহা তৃতীয় প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামত্রয় দ্বারা একটি প্রাণায়াম হইয়া থাকে। যিনি অধিকক্ষণ শ্বাস রোধ করিয়া থাকিতে সমর্থ না হইবেন, তিনি ইহার চতুর্থাংশ করিবেন, অর্থাৎ তাঁহাকে পূরককালে চারিবার, কুম্ভক কালে ষোলবার এবং রেচককালে আটবার জপ করিতে হইবে। যিনি ইহাতেও অসমর্থ হইবেন, তিনি ইহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ পূরককালে একবার কুম্ভককালে চারিবার এবং রেচককালে দুইবার জপ করিবেন। পরন্তু ব্রহ্মমন্ত্রের প্রাণায়ামের বিধান স্বতন্ত্র। ইহাতে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা বাম-নাসাপুট ধারণ করিতে হয় এবং যে নাসিকা দ্বারা পূরণ সেই নাসিকা দ্বারাই রেচন করা হইয়া থাকে। ইহাতে জপের সংখ্যা, পূরক, কুম্ভক ও রেচক, ক্রমশঃ আট, বত্রিশ ও ষোল।

হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপং
সকলভুবনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্যমীড়ে ॥ ৫০ ॥

অথ তদ্ধ্যানমেবাহ. হৃদয়েত্যাদি। হৃদয়কমলস্য মধ্যে স্থিতং চৈতন্যং চেতনং ব্রহ্মাহমীড়ে ধ্যায়ামীত্যন্বয়ঃ। ধাতুনামনেকার্থত্বাদীড়ধাতোর্ধ্যানে ঽর্থেঽপি বৃত্তিঃ। নির্ব্বিশেষমিত্যাদীনি ব্রহ্মণো বিশেষণানি। নির্ব্বিশেষং নানাবিধভেদশূন্যম্। নিরীহং নিরাকাঙ্ক্ষং প্রাপ্তসমস্তৈশ্বর্য্যমিত্যর্থঃ। ধ্যানগম্যং ধ্যানেনাবগন্তব্যম্। জননমরণভীতিভ্রংশি জন্মমৃত্যুনিমিত্তকভয়াপহন্তৃ। সচ্চিৎস্বরূপং সদাস্থায়িস্বরূপং জ্ঞানস্বরূপঞ্চেত্যর্থঃ। সকলভুবনবীজং সমস্তস্য ভুবনস্য কারণম্ ॥ ৫০ ॥

যিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয়গত ও বিজাতীয়গত ভেদ রহিত (৩০); যিনি নিরীহ অর্থাৎ কামনারহিত (যাঁহার কিছুই প্রার্থনীয় নাই); যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর কর্ত্তৃক জ্ঞেয়, অথবা যিনি অকার উকার ও মকার দ্বারা প্রতিপাদ্য প্রণবরূপ শব্দব্রহ্ম, যিনি যোগিগণ কর্ত্তৃক ধ্যানযোগে লভ্য, যাঁহাকে ধ্যান করিলে জন্ম ও মরণের ভয় বিদূরিত হয়, যিনি সচ্চিৎস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য ও জ্ঞানস্বরূপ, এবং যিনি নিখিল ভুবনের একমাত্র কারণ; তাদৃশ চিন্ময় ব্রহ্মকে আমরা হৃদয়কমল মধ্যে ধ্যান করি (৩১)।৫০

---

(৩০)—কোন প্রাণী বা বস্তুর কোন এক অঙ্গের বা অংশের সহিত তাহার সর্ব্বাবয়বের অথবা তাহার কোন অঙ্গ বা অংশবিশেষের যে ভেদ তাহাই স্বগত ভেদ, যেমন ফল পুষ্প পত্র শাখা প্রভৃতির সহিত বৃক্ষের যে ভেদ, তাহাকে স্বগত ভেদ বলা যায়, আম্রাদি বৃক্ষের সহিত বিল্বাদি বৃক্ষের যে ভেদ, অর্থাৎ কোন এক জাতীয় জীব বা পদার্থের সহিত সেই জাতীয় অপর জীব বা পদার্থের যে ভেদ তাহার নাম স্বজাতীয়গত ভেদ; এবং বৃক্ষাদির সহিত প্রস্তরাদির যে ভেদ, অর্থাৎ বিভিন্ন জাতীয় জীব বা যাবতীয় পদার্থাদির পরস্পর যে ভেদ, তাহাকে বিজাতীয়গত ভেদ বলা যায়।

(৩১)—ব্রহ্মের ধ্যান করিবার সময় হৃদয়স্থিত অষ্টদল কমলমধ্যে নির্ব্বাত দীপশিখাকার ভাবনা করিতে হয়। এস্থলে অনেকের সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, যিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, যিনি সকল স্থানেই সমান ভাবে অবস্থান করিতেছেন, যিনি

গন্ধং দদ্যান্মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ ।
ধূপং দত্থাদ্বায়ুতত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ * ।
নৈবেদ্যং তোয়তত্ত্বেন প্রদত্থাৎ পরমাত্মনে ॥ ৫২ ॥

মানসাঙ্গপূজাবিধানেবাহ, গন্ধমিত্যাদিনা ॥ ৫২ ॥

যায় (৩২)। (মানস পূজাতে) পৃথ্বী-তত্ত্বকে গন্ধস্বরূপ কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে এবং আকাশকে কুসুম, বায়ু-তত্ত্বকে ধূপ ও তেজকে দীপ কল্পনা

* দীপং তৈজসমর্পয়েৎ ইতি বা পঠনীয়ম্ ।

গ্রহণ করে, অধিক গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ জগতের সমুদায় বস্তুই চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থান করিতেছে; কিন্তু যাহার যে পরিমাণে নির্ম্মলতা ও প্রতিবিম্ব-গ্রহণশক্তি আছে, সে সেই পরিমাণেই গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের বুদ্ধি সূর্য্যকান্তমণির সদৃশ। সূর্য্যকান্ত মণিতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে সূর্য্যের স্থায় তাহারও দাহিকাশক্তি জন্মিয়া থাকে। এইরূপ যখন বুদ্ধিতে চৈতন্যের আভাস পতিত হয় বুদ্ধি আপনাকে সচেতন জানিয়া চেতনের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। এইরূপে বুদ্ধিতে উপহিত চৈতন্য বিজ্ঞানময় পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই বিজ্ঞানময় পুরুষই সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকেন। ইনিই ইন্দ্রিয় সমুদায় দ্বারা দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য করিতেছেন। ইনি যখন ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করেন, তখন তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলা যায়। যখন ইন্দ্রিয় সমুদায় বিজ্ঞানময় পুরুষে লয়প্রাপ্ত হয় এবং বিজ্ঞানময় পুরুষ হৃদয় কমলের আবরণস্বরূপ পুরীতৎনাম্নী নাড়ীতে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাহার নাম স্বপ্নাবস্থা। যে সময় বিজ্ঞানময় পুরুষ হৃদয়কমল-স্থিত ব্রহ্মে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অবস্থান করেন, তখন সে অবস্থা সুষুপ্তি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। পরন্তু মায়াতে অনুপহিত ব্রহ্মের ধ্যান এ প্রণালীতে হইতে পারে না, কারণ তাঁহার রূপ গুণ বা আকার কিছুই উপলব্ধি হয় না। এ অবস্থায় একমাত্র সমাধিযোগে তাদৃশ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। মায়াতে উপহিত ব্রহ্মের মূর্ত্তি মায়াযোগে তেজোময় কল্পিত হইল। ইনি অপরিচ্ছিন্ন হইলেও মায়োপহিত হইয়া পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন সকলই হইতে পারেন, সুতরাং ইনিই প্রত্যেক জীবের হৃদয়কমল মধ্যে ব্যষ্টিরূপে পরিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছেন; ইহাঁর ধ্যান করিলেই সমষ্টির ধ্যান সিদ্ধ হইয়া থাকে। মায়াযোগে ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইলে এই-রূপে বা কুলার্ণব-তন্ত্র অনুসারে ধ্যানাদি করা কর্ত্তব্য। অনুপহিত ব্রহ্মের উপাসনাই হইতে পারে না। কেবল যোগবলে ঈদৃশ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কুলার্ণবোক্ত মন্ত্র ও ধ্যান ৪৯ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

—(৩২)—মুক্তি চারি প্রকার; সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ। ব্রহ্মের সহিত যোগ হওয়া রূপ মুক্তিকে ব্রহ্মসাযুজ্য বলা যায়।

তততো জপ্ত্বা মহামন্ত্রং মনসা সাধকোত্তমঃ।
সমর্প্য ব্রহ্মণে পশ্চাৎ বহিঃপূজাং সমারভেৎ ॥ ৫৩ ॥

তত ইত্যাদি। মহামন্ত্রম্ ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেত্যাদ্যাত্মকম্। সমর্প্য মহামন্ত্রজপহেতুকং ফলং দত্ত্বা ॥ ৫৩॥

করিয়া সমর্পণ করিবে। এইরূপ জলতত্ত্বকে নৈবেদ্য কল্পনা করিয়া পরমাত্মাতে সমর্পণ করিতে হইবে (৩৩)।[৫২]

অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ মনে মনে গুরুদত্ত (ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম ইত্যাদি) মহামন্ত্র জপ করিয়া তৎফল পরব্রহ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক (৩৪) পশ্চাৎ বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবেন।[৫৩] বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ভক্ষ্য পেয় প্রভৃতি যে

(৩৩)—মানস পূজার বিধি যথা, উভয় হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে করন্যাসের ন্যায় "লং পৃথ্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ।" বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ে "হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি নমঃ।" তর্জ্জনীদ্বয়ে "যং বায়্বাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি নমঃ।" মধ্যমাদ্বয়ে 'রং তেজ আত্মকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ।" অনামিদ্বয়ে "বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নম.।" কৃতাঞ্জলি "ঐং সর্ব্বাত্মকং তাম্বূলং সমর্পয়ামি নমঃ।" অন্যবিধ মানস পূজাও আছে, তদ্দ্বারা সমুদায় দেবতারই পূজা হইয়া থাকে। নিজ ক্রোড়ে উত্তান করতলদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিয়া মূর্ত্তি ধ্যান করিবে, পরে ঐ ভাবে মনে মনে উপচার প্রদান করিতে থাকিবে। যথা, হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥ তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্। আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকম্॥ চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ নিয়োজয়েৎ। তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ॥ অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্। সহস্রারং ভবেচ্ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্। নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা॥ সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা। অমায়াদ্যৈর্ভাবপুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ভাবগোচরম্। অমায়ম্ অনহঙ্কারম্ অরাগম্ অমদং তথা॥ অমোহকম্ অদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকৌ তথা। অমাৎসর্য্যম্ অলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ॥ অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্॥ ইতি পঞ্চদশৈর্ভাব-পুষ্পৈঃ সংপূজয়েচ্ছিবম্। কামক্রোধৌ ছাগমাহৌ বলিং দত্ত্বা প্রপূজয়েৎ॥ স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে। যদযৎ প্রমেয়ং তৎ সর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং প্রকল্পয়েৎ॥ পাতালভূতলব্যোম-চারিণো বিঘ্নকারিণঃ। তাংস্তানপি বলিং দত্ত্বা নির্দ্বন্দ্বো জপমাচরেৎ॥ গ্রথিতা কুণ্ডলী শক্তির্নাদান্তে বিন্দুসংস্থিতিঃ। অকারাদির্লকারান্তমনুলোমমিতি স্মৃতম্॥ পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ॥ ইত্যাদি।

(৩৪)—জপসমর্পণমন্ত্র যথা, ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

উপস্থিতানি দ্রব্যাণি গন্ধপুষ্পাদিকানি চ।
বস্ত্রালঙ্করণাদীনি ভক্ষ্যপেয়ানি যানি চ ॥ ৫৪ ॥
মন্ত্রেণানেন সংশোধ্য ধ্যাত্বা ব্রহ্ম সনাতনম্।
নিমীল্য নেত্রে মতিমান্ অর্পয়েৎ পরমাত্মনে ॥ ৫৫ ॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি-র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ৫৬ ॥

বহিঃপূজামেবাহ, উপস্থিতানীত্যাদিনা। উপস্থিতা ন সমীপে স্থিতানি। ৫৪॥ মন্ত্রেণেতি। অনেন ইতোঽনন্তরমেব বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ ॥ ৫৫ ॥

অথ গন্ধপুষ্পাদ্যর্পণমন্ত্রমেবাহ, ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতে দীয়তেঽনেনেত্যর্পণং। স্রুবাদি যজ্ঞপাত্রং তদপি ব্রহ্মৈব। দীয়মানঃ হবির্ঘৃতাদিকমপি ব্রহ্মৈব। ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং হবনমপি ব্রহ্ম। অগ্নিশ্চ কর্ত্তা চ হবনক্রিয়া চাপি ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। পরংব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন পুংসা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্তব্যং ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

সমুদায় বস্তু উপস্থিত থাকিবে।[৫৪] মতিমান সাধক সেই সমুদায় পশ্চাদুক্ত মন্ত্রদ্বারা সংশোধন করিয়া নিমীলিত নয়নে সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান পূর্ব্বক তাঁহাতে সমর্পণ করিবেন।[৫৫] (সংশোধন মন্ত্রের অর্থ এই—) অর্পণ অর্থাৎ যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম, হবি অর্থাৎ যে সমুদায় বস্তু অর্পণ করা যায়, তাহাও ব্রহ্ম, অগ্নি অর্থাৎ যাঁহাতে অর্পণ করা হয়, তিনিও ব্রহ্ম, যিনি আহুতি প্রদান অর্থাৎ অর্পণ করিতেছেন, তিনিও ব্রহ্ম। এইরূপে যিনি সর্ব্বময় ব্রহ্মে একাগ্ররূপে চিত্ত স্থাপন করেন, তিনি ব্রহ্মই প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ তাঁহাকে আর গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে হয় না (৩১)।[৫৬]

---

(৩১) সমুদায় দ্রব্য উক্ত মন্ত্রে সংশোধন করিয়া, ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম এতৎ পাদ্য পরব্রহ্মণে নমঃ এইরূপ ক্রমে যথাবিধি প্রত্যেকটি সমর্পণ করিবেন।

তেতো নেত্রে সমুন্মীল্য জপ্ত্বা মূলং স্বশক্তিতঃ।
তজ্জপং ব্রহ্মণাৎ কৃত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ ॥ ৫৭ ॥
স্তোত্রং শৃণু মহেশানি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যৎ শ্রুত্বা সাধকো দেবি ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে ॥ ৫৮ ॥
ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ৫৯ ॥

তত ইত্যাদি। সমুন্মীল্য উদ্‌ঘাট্য। মূলং মূলমন্ত্রম্। ব্রহ্মসাৎ ব্রহ্মা-নম্ ॥ ৫৭ ॥

স্তোত্রমিত্যাদি। ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে ব্রহ্মত্বং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৮ ॥

অথ তৎ স্তোত্রমেবাহ, নমস্তে ইত্যাদি। সতে সদাস্থায়িনে। সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় সকললোকাধারভূতায়। চিতে চৈতন্যায়। বিশ্বরূপ আত্মা যস্য তস্মৈ। অদ্বৈততত্ত্বায় সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদরহিততত্ত্বায়। ব্রহ্মণে অতিবৃহতে অতএব ব্যাপিনে সকলবস্তুব্যাপনশীলায়। নির্গুণায় সত্ত্বাদি-গুণরহিতায় ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর সাধক নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবেন। পরে "ব্রহ্মার্পণমন্ত্র" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ জপ পরব্রহ্মে সমর্পণপূর্ব্বক স্তোত্র ও কবচ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।[৫৭]

মহেশ্বরি! এক্ষণে পরমাত্মা ব্রহ্মের স্তোত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবি! ইহা শ্রবণ করিলে সাধক ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়।[৫৮]

ব্রহ্মন্! তুমি সৎ অর্থাৎ নিত্য, তুমি সমুদায় জগৎপ্রপঞ্চের আশ্রয়; তোমাকে নমস্কার। তুমি চৈতন্যস্বরূপ, তুমি বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিরাট্‌পুরুষস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি অদ্বৈততত্ত্ব, তুমি মুক্তিদায়ক, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্ম; তোমাকে নমস্কার।[৫৯] তুমিই একমাত্র

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥ ৬০ ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥ ৬১ ॥
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাপ্রকাশিন্ *
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।

ত্বমিত্যাদি। একং মুখ্যং কেবলং বা। শরণে রক্ষণে সাধু ইতি শরণ্যম্। তত্র সাধুরিতি যৎ। বরেণ্যং বরণীয়ম্। জন্মমৃত্যুদুঃখাদিভীকভিরুপাসনীয়মিত্যর্থঃ। পরং শ্রেষ্ঠম্। নির্ব্বিকল্পং নানাবিধকল্পনাশূন্যম্ ॥ ৬০ ॥

ভয়ানামিত্যাদি। ভীষণানাং ভয়ানকানামপি ভীষণং ভয়ানকম্। পাবনানাং পূতত্বজনকানামপি পাবনং পাবিত্র্যজনকম্। পদানাং স্থানানাং মধ্যে মহোচ্চৈরত্যুচ্ছ্রিতং পদম্ অথবা মহোচ্চৈরত্যুচ্ছ্রিতং পদং যেষাং তেষাং ব্রহ্মাদীনামপি নিয়ন্তৃ নিয়ামকম্। পরেষাং শ্রেষ্ঠানামপি ॥ ৬১ ॥

পরেশেত্যাদি। পরেশ পরেষাং ব্রহ্মাদীনামপ্যধিপ। প্রভো নিয়ন্তঃ।

শরণ্য অর্থাৎ সকলের আশ্রয়; তুমিই একমাত্র বরণীয়, এবং একমাত্র তুমিই নিখিল জগতের কারণ। তুমি বিশ্বরূপ। একমাত্র তুমিই সমুদায় জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা। তুমিই একমাত্র পরমপুরুষ, নিশ্চল ও বিকল্পরহিত।৬০ তুমি ভয়েরও ভয় এবং ভীষণেরও ভীষণ। তুমিই সমস্ত জীবের একমাত্র গতি ও পাবনেরও পাবন। একমাত্র তুমিই মহা-উচ্চপদের অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি পদের নিয়ন্তা। তুমি পরাৎপর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও রক্ষকদিগেরও রক্ষক।৬১ তুমি ব্রহ্মাদিরও অধীশ্বর। তুমি সকলের প্রভু।

---

* সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥ ৬২ ॥
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৬৩ ॥

অনির্দ্দেশ্য শব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্য। সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সর্ব্বৈর্নেত্রাদিভিরিন্দ্রিয়ৈরপ্রাপ্য। সত্য পরমার্থসত্ত্বশালিন্। অচিন্ত্য মনসোঽপ্যবিষয়ভূত। ন ক্ষরতি চলতীত্যক্ষরঃ তৎসম্বোধনে অক্ষর। অব্যক্ততত্ত্ব রূপাদিরহিতত্বাৎ। জগদ্ভাসকাধীশ জগদ্ভাসকানাং চন্দ্রসূর্য্যাদীনামধীশ্বর অথবা জগদ্ভাসকেতি অধীশেতি চ ভিন্নমেব পদম্। পায়াৎ রক্ষেৎ। অপায়াৎ ভক্তিবুদ্ধ্যাদিবিশ্লেষাৎ ॥ ৬২ ॥

তদিত্যাদি। তৎ ব্রহ্ম। নিধীয়তে জগদ্ যস্মিন্ তন্নিধানং জগদাশ্রয়ভূতম্। নিরালম্বং আশ্রয়শূন্যম্ ॥ ৬৩ ॥

তুমি সকলের স্বরূপ হইয়াও কাহারও নিকট প্রকাশমান হইতেছ না। তুমি অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ তোমার তত্ত্ব কোন রূপেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। তুমি সত্যস্বরূপ। তুমি চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তুমি পরমার্থসত্ত্ব-সম্পন্ন। তুমি অচিন্তনীয়। তুমি অক্ষর অর্থাৎ তোমার হ্রাস বৃদ্ধি অপচয় উপচয় কিছুই নাই। তুমি সর্ব্বব্যাপক। কোন ব্যক্তিই তোমার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না। তুমি জগতের ভাসক চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিরও অধীশ্বর (অথবা তুমিই সমস্ত জগতের প্রকাশক ও একমাত্র অধীশ্বর)। তুমি আমাদিগকে অপায় অর্থাৎ ভক্তি-বিশ্বাস বুদ্ধিবিশ্লেষ প্রভৃতি হইতে রক্ষা কর।৬২ আমরা সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই স্মরণ করিতেছি, সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই মন্ত্র জপ করিতেছি, জগৎসাক্ষিস্বরূপ সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই নমস্কার করিতেছি। তিনি সৎস্বরূপ, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি জগতের আধার অথচ স্বয়ং আধার রহিত; তিনি সকলের ঈশ্বর, তিনি সংসারসাগরের পোতস্বরূপ, আমরা একমাত্র সেই ব্রহ্মেরই শরণাপন্ন হইলাম।৬৩

পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ * ।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৪ ॥
প্রদোষেঽদঃ পঠেন্নিত্যং সোমবারে বিশেষতঃ ।
শ্রাবয়েদ্বোধয়েৎ প্রাজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠান্ স্ববান্ধবান্ ॥ ৬৫ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি পঞ্চরত্নং মহেশিতুঃ ।
কবচং শৃণু চার্ব্বঙ্গি জগন্মঙ্গলনামকম্ ।
পঠনাদ্ধারণাদ্যস্য ব্রহ্মজ্ঞো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৬৬ ॥
পরমাত্মা শিরঃ পাতু হৃদয়ং পরমেশ্বরঃ ।
কণ্ঠং পাতু জগৎপাতা বদনং সর্ব্বদৃগ্‌বিভুঃ ॥ ৬৭ ॥

পঞ্চরত্নাখ্যেতৎস্তোত্রপাঠহেতুকং ফলমাহ, পঞ্চরত্নমিত্যাদিনা। প্রযতঃ পবিত্রঃ ॥ ৬৪ ॥
প্রদোষ ইতি। অদঃ স্তোত্রম্ ॥ ৬৫ ॥
স্তোত্রং পঠিত্বা কবচং পঠিতব্যমতস্তদভিধাতুমুপক্রমতে, ইতীতি ॥ ৬৬ ॥
তদ্‌ব্রহ্মকবচমেবাহ, পরমাত্মেত্যাদি ॥ ৬৭ ॥

পরমাত্মা ব্রহ্মের পঞ্চরত্ন নামক এই স্তোত্র যিনি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারেন।[৬৪] অতএব প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এই স্তোত্র পাঠ করিবে। বিশেষতঃ জ্ঞানী ব্যক্তি সোমবারে ব্রহ্মনিষ্ঠ বান্ধবগণকে ইহা শ্রবণ করাইবেন এবং ইহার মর্ম্ম ও ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইয়া দিবেন (৩৬)।[৬৫] দেবি! এই আমি তোমার নিকট মহেশ্বরের পঞ্চরত্ননামক স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! এক্ষণে জগন্মঙ্গলনামক কবচ বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই কবচ পাঠ অথবা ধারণ করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারা যায়।[৬৬]

(কবচ যথা) পরমাত্মা আমার মস্তক রক্ষা করুন, পরমেশ্বর হৃদয় রক্ষা করুন, জগৎপাতা কণ্ঠ রক্ষা করুন, সর্ব্বদর্শী বিভু বদন রক্ষা করুন;[৬৭]

---

* সর্ব্বদাত্মন ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

(৩৬)—শুনিয়াছি, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পরমহংস হরিহরানন্দ ভারতীর উপদেশ ক্রমে প্রতিদিবস নির্জ্জনে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন এবং এই বিধি অনুসারে সপ্তাহে এক দিবস ব্রহ্মনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবগণকে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন।

করৌ মে পাতু বিশ্বাত্মা পাদৌ রক্ষতু চিন্ময়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বদা পাতু পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৬৮॥
শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য সদাশিবঃ।
ঋষিশ্ছন্দোঽনুষ্টুবিতি পরমব্রহ্ম দেবতা।
চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৬৯॥
যঃ পঠেদ্ব্রহ্মকবচং ঋষিন্যাসপুরঃসরম্।
স ব্রহ্মজ্ঞানমাসাদ্য সাক্ষাদ্ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥৭০॥
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্যদি।

করাবিতি। চিন্ময়ঃ চৈতন্যরূপঃ ॥ ৬৮ ॥

অথাস্য কবচস্য ঋষ্যাদিকমাহ, শ্রীজগদিত্যাদিনা ॥ ৬৯ ॥

অথ ব্রহ্মকবচপঠনজন্যং ফলমাহ, য ইত্যাদিনা। ঋষিন্যাসঃ পুরঃসরো যত্র তৎ। ঋষিন্যাসশ্চ অস্য শ্রীজগন্মঙ্গলনামকবচস্য সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ পরমব্রহ্ম দেবতা ধর্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে শ্রীজগন্মঙ্গলাখ্যকবচপাঠে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখেঽনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি পরমব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ। ধর্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে শ্রীজগন্মঙ্গলাখ্যকবচ-

---

বিশ্বাত্মা আমার করদ্বয় রক্ষা করুন, চিন্ময় আমার চরণদ্বয় রক্ষা করুন. সনাতন পরব্রহ্ম সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন।৬৮

শ্রীজগন্মঙ্গল নামক এই কবচের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, দেবতা পরমব্রহ্ম, এবং চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ করিতে হয় (৩৭)।৬৯

যিনি প্রথমতঃ ঋষিন্যাস করিয়া পশ্চাৎ এই ব্রহ্মকবচ পাঠ করিবেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইবেন।৭০ যিনি এই কবচ ভূর্জ্জপত্রে

---

(৩৭)—ঋষিন্যাস যথা, অস্য শ্রীজগন্মঙ্গলনামকবচস্য সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ পরমব্রহ্ম দেবতা ধর্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে শ্রীজগন্মঙ্গলাখ্যকবচপাঠে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদি পরমব্রহ্মণে দেবতায়ৈ নমঃ।

কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৭১ ॥
ইত্যেতৎ পরমব্রহ্ম-কবচন্তে প্রকাশিতম্‌ ।
দদ্যাৎ প্রিয়ায় শিষ্যায় গুরুভক্তায় ধীমতে ॥ ৭২ ॥
পঠিত্বা স্তোত্রকবচং প্রণমেৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৭৩ ॥
ওঁ নমস্তে পরমংব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে ।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ ॥ ৭৪ ॥
বাচিকং কায়িকং বাপি মানসং বা যথামতি ।
আরাধনে পরেশস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ৭৫ ॥

পাঠে বিনিয়োগ ইতি। আসাদ্য প্রাপ্য। ব্রহ্মময়ঃ ব্রহ্মস্বরূপঃ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

ইতীতি। তে তুভ্যং তবাগ্রে বা ॥ ৭২ ॥

পঠিত্বেতি। প্রণমেৎ পরমাত্মানমিতি শেষঃ। সাধকাগ্রণীঃ সাধকোত্তমঃ ॥ ৭৩ ॥

তৎপ্রণমনমেবাহ, নম ইত্যাদিনা ॥ ৭৪ ॥

নন্থ পরমাত্মানং প্রতি কায়িকবাচিকমানসাস্ত্রয়োঽপি প্রণামা বিধাতব্যাস্তেষাং মধ্যে কতমো বা তত্রাহ, বাচিকমিত্যাদি। যথামতি পরব্রহ্মণে কায়িকং বাচিকং মানসং বা প্রণমনং বিদধ্যাৎ। নন্থ পরব্রহ্মণে কায়িকস্যৈব প্রণামস্যৌচিত্যং নতু বাচিকমানসয়োরত আহ, আরাধন ইত্যাদি। ভাবশুদ্ধিরন্তঃকরণশুদ্ধত্বম্‌ ॥ ৭৫ ॥

লিখিয়া গুটিকা করিয়া এক ভরি সুবর্ণ মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিবেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে সমুদায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন।[৭১] দেবি! তোমার নিকট আমি এই যে পরমব্রহ্মের কবচ প্রকাশ করিলাম, ইহা ধীশক্তিসম্পন্ন গুরুভক্ত প্রিয় শিষ্যকেই প্রদান করিবে।[৭২] সাধকশ্রেষ্ঠ স্তোত্র ও কবচ পাঠ করিয়া (পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক) প্রণাম করিবেন।[৭৩] তুমি পরমব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমি পরমাত্মা; তোমাকে নমস্কার। তুমি গুণাতীত, তোমাকে নমস্কার। তুমি সৎস্বরূপ; তোমাকে পুনঃপুন নমস্কার।[৭৪]

প্রিয়ে! পরমব্রহ্মের আরাধনাতে কায়িক, বাচনিক বা মানসিক যেরূপ ইচ্ছা, ত্রিবিধ নমস্কারই করা যাইতে পারে। ফলতঃ যেরূপ প্রণাম করা যাউক

পক্কং বাপি ন পক্কং বা মন্ত্রেণানেন মন্ত্রিতম্।
সাধকো ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা ভুঞ্জীয়াৎ স্বজনৈঃ সহ ॥ ৮১ ॥
নাত্র বর্ণবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্।
ন কালনিয়মোঽপ্যত্র শৌচাশৌচং তথৈব চ॥ ৮২ ॥
যথাকালে যথাদেশে যথাযোগেন লভ্যতে।
ব্রহ্মসাৎকৃতনৈবেদ্যম্ অশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥ ৮৩ ॥
আনীতং শ্বপচেনাপি শ্বমুখাদপি নিঃসৃতম্।
তদন্নং পাবনং দেবি দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ॥ ৮৪ ॥
কিং পুনর্ম্মনুজাদীনাং বক্তব্যং দেববন্দিতে।
পরমেশস্য নৈবেদ্য-সেবনাৎ যৎ ফলং ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥

পক্কমিতি। মন্ত্রেণ ওঁ সচ্চিদিত্যাদ্যাত্মকেন ॥ ৮১ ॥
নাত্রেতি। অত্র ব্রহ্মণো মহাপ্রসাদে ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥
আনীতমিতি। শ্বপচেন চণ্ডালেনাপ্যানীতং যদন্নং তদ্‌ব্রহ্মসাৎকৃতং সৎ পাবনং ভবেৎ ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥ ৮৭ ॥

বা অপক্কই হউক, "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র (৩৮) দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া পরমব্রহ্মে অর্পণ পূর্ব্বক সাধক ব্যক্তি স্বজনগণের সহিত একত্র ভোজন করিতে পারেন।[৮১] ব্রহ্ম-নিবেদিত মহাপ্রসাদ ভোজনে জাতিবিচার নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিচারও নাই। ইহাতে কালাকাল বিবেচনা নাই, শৌচাশৌচ বিচারও নাই।[৮২] যে সময়ে যে স্থানে যে ঘটনায় যে কোন জাতীয় ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মার্পিত নৈবেদ্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তাহা বিচার না করিয়াই ভোজন করিবে।[৮৩] দেবি! ব্রহ্মসাৎকৃত অন্ন যদি চাণ্ডালে আনয়ন করে, এবং উহা যদি কুক্কুর-মুখ হইতেও বিনিঃসৃত হয়, তথাপি তাহা পবিত্র ও পবিত্রতার কারণ এবং দেবতাদিগেরও দুর্লভ।[৮৪] সুরবন্দিতে! ব্রহ্মার্পিত নৈবেদ্য যখন দেবগণেরও দুর্লভ, তখন তৎসেবনে মানব প্রভৃতি জীবগণের যে কতদূর ফল হয়, তাহা আর কি বলিব![৮৫] যদি কোনও

---

(৩৮)—টীকাকারের মতে "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে; পরন্তু, "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে শোধন করাই সাধকসম্প্রদায়ের রীতি।

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বাপ্যন্যপাতকৈঃ।
সকৃৎ প্রসাদগ্রহণাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ * ॥ ৮৬ ॥
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থেষু স্নানদানেন যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো ব্রহ্মার্পিতনিষেবণাৎ ॥ ৮৭ ॥
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈ-রিষ্ট্বা যৎ ফলমশ্নুতে।
ভক্ষিতে ব্রহ্মনৈবেদ্যে তস্মাৎ কোটিগুণং লভেৎ ॥ ৮৮ ॥
জিহ্বাকোটিসহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটিশতৈরপি।
মহাপ্রসাদমাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৮৯ ॥
যত্র কুত্র স্থিতো বাপি প্রাপ্য ব্রহ্মার্পিতামৃতম্।
গৃহীত্বা কীকশো বাপি ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯০ ॥

অশ্বমেধাদিভিরিতি। অশ্নুতে লভতে ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥
যত্রেত্যাদি। অমৃতং শীধু। কীকশো বাপি চাণ্ডালোঽপি ॥ ৯০ ॥

ব্যক্তি মহাপাতক-যুক্ত হয়, অথবা অন্য যে কোন পাতকে পাতকী হয়, তথাপি যদি একবারমাত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে, তাহা হইলেও সে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহমাত্র নাই।[৮৬] সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থে স্নান ও দান করিলে যে ফল লাভ হয়, মানবগণ, ব্রহ্মার্পিত বস্তু সেবন করিলে সেই ফলই লাভ করিতে পারে।[৮৭] মনুষ্যগণ অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া যে ফল লাভ করে, ব্রহ্মনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ করিলে তাহার কোটি-গুণ ফল লাভ করিতে পারিবে।[৮৮] যদি সহস্র কোটি জিহ্বা হয়, যদি শত কোটি মুখ হয়, তথাপি ব্রহ্মার্পিত মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে পারা যায় না।[৮৯] সাধক যে কোন স্থানে অবস্থিত হউক অথবা চণ্ডাল জাতীয়ই হউক, ব্রহ্মার্পিত সুধা প্রাপ্ত হইবামাত্র গ্রহণ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে।[৯০] যদি নীচ জাতীয় অর্থাৎ ম্লেচ্ছ যবন চণ্ডাল প্রভৃতির অন্নও ব্রহ্মার্পিত

---

* সন্ন্যেশস্থ নৈবেদ্য-সেবনাৎ যৎ ফলং ভবেৎ। ইতি পূর্ব্বোক্তচরণদ্বয়-মত্র বহুপুস্তকেষু দৃশ্যতে।

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বাপ্যন্যপাতকৈঃ।
সকৃৎ প্রসাদগ্রহণাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ * ॥ ৮৬ ॥
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থেষু স্নানদানেন যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো ব্রহ্মার্পিতনিষেবণাৎ ॥ ৮৭ ॥
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা যৎ ফলমশ্নুতে।
ভক্ষিতে ব্রহ্মনৈবেদ্যে তস্মাৎ কোটিগুণং লভেৎ ॥ ৮৮ ॥
জিহ্বাকোটিসহস্রৈস্তু বক্ত্রকোটিশতৈরপি।
মহাপ্রসাদমাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৮৯ ॥
যত্র কুত্র স্থিতো বাপি প্রাপ্য ব্রহ্মার্পিতামৃতম্।
গৃহীত্বা কীকশো বাপি ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯০ ॥

অশ্বমেধাদিভিরিতি। অশ্নুতে লভতে ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥
যত্রেত্যাদি। অমৃতং শীধু। কীকশো বাপি চাণ্ডালোঽপি ॥ ৯০ ॥

ব্যক্তি মহাপাতক-যুক্ত হয়, অথবা অন্য যে কোন পাতকে পাতকী হয়, তথাপি যদি একবারমাত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে, তাহা হইলেও সে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহমাত্র নাই।[৮৬] সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থে স্নান ও দান করিলে যে ফল লাভ হয়, মানবগণ, ব্রহ্মার্পিত বস্তু সেবন করিলে সেই ফলই লাভ করিতে পারে।[৮৭] মনুষ্যগণ অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া যে ফল লাভ করে, ব্রহ্মনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ করিলে তাহার কোটি-গুণ ফল লাভ করিতে পারিবে।[৮৮] যদি সহস্র কোটি জিহ্বা হয়, যদি শত কোটি মুখ হয়, তথাপি ব্রহ্মার্পিত মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে পারা যায় না।[৮৯] সাধক যে কোন স্থানে অবস্থিত হউক অথবা চণ্ডাল জাতীয়ই হউক, ব্রহ্মার্পিত সুধা প্রাপ্ত হইবামাত্র গ্রহণ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে।[৯০] যদি নীচ জাতীয় অর্থাৎ ম্লেচ্ছ যবন চণ্ডাল প্রভৃতির অন্নও ব্রহ্মার্পিত

---

* পরমেশস্য নৈবেদ্য-সেবনাৎ যৎ ফলং ভবেৎ। ইতি পূর্ব্বোক্তচরণদ্বয়-মত্র বহুপুস্তকেষু দৃশ্যতে।

যদি স্যান্নীচজাতীয়ম্ অন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতম্।
তদন্নং ব্রাহ্মণৈর্গ্রাহ্যম্ অপি বেদান্তপারগৈঃ॥ ৯১॥
জাতিভেদো ন কর্ত্তব্যঃ প্রসাদে পরমাত্মনঃ।
যোঽশুদ্ধবুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ॥ ৯২॥
বরং পাপশতং কুর্য্যাৎ বরং বিপ্রবধং প্রিয়ে।
পরব্রহ্মার্পিতে হ্যন্নে ন কুর্য্যাদবহেলনম্॥ ৯৩॥
যে ত্যজন্তি নরা মূঢ়া মহামন্ত্রেণ সংস্কৃতম্।
অন্নতোয়াদিকং ভদ্রে পিতৃংস্তে পাতয়ন্ত্যধঃ॥ ৯৪॥
স্বয়মপ্যন্ধতামিস্রে পতন্ত্যাহূতসংপ্লবম্ *।
ব্রহ্মসাৎকৃতনৈবেদ্য-দ্বেষ্টৄণাং নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥ ৯৫॥

যদীতি। নীচজাতীয়ং চাণ্ডালাদিসম্বন্ধি। ব্রহ্মণি ভাবিতং চিন্তিতং ব্রহ্মণেঽর্পিতমিত্যর্থঃ॥ ৯১॥ ৯২॥

বরমিত্যাদি। বরমীষৎ প্রিয়ম্। দেবাদ্‌বৃতে বরঃ শ্রেষ্ঠে ত্রিষু ক্লীবে মনাক্ প্রিয়ে ইত্যমরঃ। অবহেলনং তিরস্কারম্॥ ৯৩॥ ৯৪॥

স্বয়মিত্যাদি। অন্ধতামিস্রে নরকে আহূতস্য বিশ্বস্য সংপ্লবঃ সলিলে সম্যক্ প্লবনং যত্র তৎকালপর্য্যন্তং প্রলয়কালপর্য্যন্তমিত্যর্থ। নিষ্কৃতি নিস্তারঃ॥ ৯৫॥

হয়, তাহা হইলে বেদান্তে পারদর্শী ব্রাহ্মণও অবিচলিত চিত্তে তাহা ভোজন করিবেন।[৯১] পরমব্রহ্মের মহাপ্রসাদ ভক্ষণের সময় জাতিভেদ বিচার করিবে না। যে ব্যক্তি এই মহাপ্রসাদ (নীচ জাতির স্পর্শাদিনিবন্ধন) অশুদ্ধ বোধ করিবে, সে মহাপাতকী হইবে।[৯২] প্রিয়ে! বরং শত শত পাপজনক কার্য্য করিতে পারিবে, বরং ব্রহ্মহত্যা করিতেও পারিবে, তথাপি কেহ ব্রহ্মার্পিত অন্নে অবহেলা করিতে পারিবে না।[৯৩] ভদ্রে! যে সকল মূঢ় ব্যক্তি এই মহামন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত অন্ন জল প্রভৃতি পরিত্যাগ করে, তাহাদের পিতৃলোকের অধোগতি হয়।[৯৪] এবং তাহারা স্বয়ং অন্ধতামিস্র-নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রলয় কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে। অতএব যাহারা ব্রহ্মার্পিত

---

* পতন্ত্যাভূতসংপ্লবমিতি পাঠান্তরম্।

পুণ্যায়ন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সুষুপ্তিঃ সুকৃতায়তে*।
স্বেচ্ছাচারোঽত্র বিহিতো মহামন্ত্রস্য সাধনে ॥১৬॥

পুণ্যেত্যাদি। সর্ব্বা অপুণ্যা অপি ক্রিয়াঃ পুণ্যায়ন্তে পুণ্যা ইবাচরন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

যাঁহারা এই মহামন্ত্র সাধন করেন, তাঁহাদের অপবিত্র কর্ম্ম সমুদায়ও পবিত্র হইয়া উঠে, সুষুপ্তিও পুণ্যকর্ম্মস্বরূপ হইয়া থাকে। কারণ ব্রহ্মমন্ত্র সাধন বিষয়ে স্বেচ্ছাচারই বিধিবিহিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহাতে আর বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার প্রভৃতি সপ্ত আচারের মধ্যে কোন আচারেই বদ্ধ থাকিতে হয় না (৩১)।১৬

* সুকৃতিঃ সুকৃতায়তে ইতি বা পাঠঃ।

(৩১) শ্রীশ্রী/জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদেও দৃষ্ট হয় যে এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উল্লিখিত পরমব্রহ্মের মহাপ্রসাদ বিষয়ে উক্ত বিধানানুযায়ী স্থান, কাল, অবস্থা, উচ্ছিষ্টাদি বিচার বা জাতিবিচার প্রভৃতি কোনরূপ বিচারাদি নাই। কোন তীর্থে বা কোন দেবতাতেই এইরূপ বিধি দৃষ্ট হয় না। তীর্থ চারি প্রকার। মানুষ, আর্ষ, আসুর ও দৈব। তন্মধ্যে দৈবতীর্থ বা দেবতার প্রতিষ্ঠিত তীর্থই সর্ব্বোত্তম। পুনশ্চ, ত্রিদৈবত তীর্থ গঙ্গা সর্ব্বোত্তমোত্তম। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ভাগীরথীতীরে মহাদেবের স্থাপিত বারাণসীধাম দৈব ও সর্ব্বোত্তমোত্তম পরম পবিত্র তীর্থ। এই বারাণসীপুরপতি বিশ্বনাথের প্রসাদেও একপ বিচারাভাব দৃষ্ট হয় না। এদিকে পুরুষোত্তমমূর্ত্তি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রতিষ্ঠিত। অতএব এই মনুষ্য প্রতিষ্ঠিত কেবল পুরুষোত্তমের প্রসাদেই একপ বিচারাভাব কি জন্য, এই প্রশ্ন সহসাই উদিত হইতে পারে। বস্তুতঃ সামান্য লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, জগন্নাথ প্রভৃতির মূর্ত্তি ওঁকার মূর্ত্তি। শরীর লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় উহা প্রণবের ও-কার। করপত্র বিহীন যাহা হস্ত বলিয়া অনুমিত হয় তাহা হস্ত নহে, তাহা নাদ (ঁ) এবং বৃত্তাকার মুখই বিন্দু ( )। মহাপ্রণব পরপ্রণব ও অপরপ্রণবের স্বরূপ মূর্ত্তিত্রয়ে একমাত্র পরমব্রহ্মই উপলক্ষিত হইতেছেন। ইহা কেবল কল্পনামাত্র নহে। ব্রহ্মপুরাণে ইঁহাকে ওঁকার রূপেই চিন্তা করিবার বিধি দৃষ্ট হয়। যথা —ততো বিচিন্ত্য হৃদয়ে ওঁকারং জ্যোতিরূপিণং। কর্ণিকায়াং সমাসীনং জ্যোতিরূপং সনাতনম্॥ কণ্ডুঋষি কৃত স্তবেও ইহাকে ব্রহ্মাক্ষরময় অর্থাৎ ওঁকারময় বলিয়া উল্লেখ আছে। যথা, ব্রহ্মাক্ষরময়ং নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তম ইত্যাদি। ফলতঃ প্রণবই পরমব্রহ্ম (২৩ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। এই পরমব্রহ্মের প্রসাদ বিষয়ে পূর্ব্বকাল হইতেই মহানির্ব্বাণোক্ত বিধিই প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

কিং তস্য বৈদিকাচারৈ-স্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপি তস্য কিম্ ।
ব্রহ্মনিষ্ঠস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯৭ ॥
কৃতেনাস্য ফলং নাস্তি নাকৃতেনাপি কিল্বিষম্ ।
ন বিঘ্নঃ প্রত্যবায়োঽস্য ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনাৎ ॥ ৯৮ ॥
অস্মিন্ ধর্ম্মে* মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
পরোপকারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ ॥ ৯৯ ॥
মাৎসর্য্যহীনোঽদম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবনতৎপরঃ ॥ ১০০ ॥

কিমিত্যাদি । বিদুষঃ সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেতি জানতঃ স্বেচ্ছাচার এব বিধিঃ ॥ ৯৭ ॥

কৃতেনেত্যাদি । অস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ॥ ৯৮ ॥

অস্মিন্নিত্যাদি । সদাশয়ঃ সাধ্বভিপ্রায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

মাৎসর্য্যেত্যাদি । মাৎসর্য্যহীনঃ অন্যশুভদ্বেষরহিতঃ । অদম্ভী কপটতাশূন্যঃ । তয়োঃ মাতাপিত্রোঃ ॥ ১০০ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহার সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার বৈদিকাচারেই বা প্রয়োজন কি, অথবা তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানেই বা প্রয়োজন কি। তাঁহার স্বেচ্ছাচারকেই বৈধ আচার স্বরূপে পরিগণিত করিতে হইবে।[৯৭] ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, যে সমুদায় বৈধ আচারের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহাদের কোন বিশেষ ফলোদয় নাই, এবং তাঁহারা যে সমুদায় বৈধ আচারের অনুষ্ঠান না করেন, তাহাতেও তাঁহাদের কোন পাপস্পর্শ হইতে পারে না। এই ব্রহ্মমন্ত্র সাধনে কোন বিঘ্ন বা প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই।[৯৮] ফলতঃ মহেশ্বরি! এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যদিও স্বেচ্ছাচার বিহিত হইয়াছে, তথাপি ইহাতে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরোপকারপরায়ণ নির্ব্বিকারচিত্ত ও সদাশয় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।[৯৯] বিশেষতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মাৎসর্য্য-বিহীন, দম্ভহীন, দয়ালু, বিশুদ্ধ-হৃদয়, মাতাপিতার প্রিয়কারী ও তাঁহাদের সেবায় নিরত তৎপর হইতে হইবে।[১০০]

* তস্মিন্ ধর্ম্মে ইতি পাঠান্তরম্ ।

ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মেতি ভাবয়ন্ ॥ ১০১ ॥
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন পরানিষ্টচিন্তনম্।
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০২ ॥
তৎসদিতি বদেদ্দেবি প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
ব্রহ্মার্পণমস্তু বাক্যং পানভোজনকর্ম্মণোঃ ॥ ১০৩ ॥
যেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিদ্ধ্যতি।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈ-রিদং ধর্ম্মং সনাতনম্* ॥ ১০৪ ॥

ব্রহ্মেত্যাদি। যতাত্মা সংযতচিত্তঃ। ব্রহ্ম সাক্ষাদস্তীতি ভাবয়ন্ চিন্তয়ন্ ॥ ১০১ ॥ ১০২ ॥

তৎসদিত্যাদি। ব্রহ্মার্পণমস্ত্বিতি বাক্যম্ ॥ ১০৩ ॥

যেনেত্যাদি। লোকযাত্রা লোকনির্ব্বাহঃ ॥ ১০৪ ॥

তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক বাক্য শ্রবণ করিতে যত্নবান থাকিবেন, যথাসময়ে ব্রহ্মচিন্তা করিবেন ও সর্ব্বদা ব্রহ্মের অনুসন্ধান বিষয়ে মন রাখিবেন। তিনি সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও দৃঢ়বুদ্ধি হইয়া থাকিবেন। তিনি ভাবনা করিবেন যে, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন।[১০১] ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক ব্যক্তি কখনও মিথ্যা কথা কহিবেন না, মনোদ্বারাও পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না। তিনি পরস্ত্রীগমন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন।[১০২] দেবি! ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল কর্ম্মের প্রারম্ভেই, তৎসৎ, এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন। তিনি পান ও ভোজন সময়ে ব্রহ্মার্পণমস্তু, এই মন্ত্র বলিয়া তৎসমস্ত আত্মাতে (ব্রহ্মে) অর্পণ করিবেন।[১০৩] যে উপায় দ্বারা মানবগণের উত্তমরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয় অর্থাৎ যাহাতে সামাজিক মঙ্গল হয়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবেন। ইহাই ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম্ম।[১০৪]

---

* ইদং কার্য্যসমাপনম্ ইতি পাঠান্তরম্।

অথ সন্ধ্যাবিধিং বক্ষ্যে ব্রহ্মমন্ত্রস্য শাম্ভবি ।
যাং কৃত্বা ব্রহ্মসম্পত্তিং লভন্তে ভুবি মানবাঃ ॥ ১০৫ ॥
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে যথাদেশে যথাসনে ।
পূর্ব্ববৎ পরমব্রহ্ম ধ্যাত্বা সাধকসত্তমঃ ॥ ১০৬ ॥
অষ্টোত্তরশতং দেবি গায়ত্রীজপমাচরেৎ ।
জপং সমর্প্য বিধিবৎ পূর্ব্ববৎ প্রণমেৎ সুধীঃ ॥ ১০৭ ॥
এষা সন্ধ্যা ময়া প্রোক্তা সর্ব্বথা ব্রহ্মসাধনে ।
যদনুষ্ঠানতো মন্ত্রী শুদ্ধান্তঃকরণো ভবেৎ ॥ ১০৮ ॥
গায়ত্রীং শৃণু চার্ব্বঙ্গি সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ।
পরমেশ্বরং ঙেহন্তমুক্ত্বা বিদ্মহে তদনন্তরম্ ॥ ১০৯ ॥

অথেত্যাদি। যাং সন্ধ্যাম্। ব্রহ্মসম্পত্তিং ব্রহ্মরূপাং সম্পদম্ ॥ ১০৫ ॥
তৎসন্ধ্যাবিধিমেবাহ, প্রাতরিত্যাদিনা ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥
এষেত্যাদি। যদনুষ্ঠানতঃ যদাচরণতঃ ॥ ১০৮ ॥
গায়ত্রীমিত্যাদি। তাং ব্রহ্মগায়ত্রীমেবাহ, পরমেশ্বরমিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। হে প্রিয়ে ঈশানি ঙেহন্তং ঙেবিভক্ত্যন্তং পরমেশ্বরং পদমুক্ত্বা বিদ্মহে ইতি পদং বদেৎ। তদনন্তরং বিদ্মহে ইতি পদানন্তরং পরতত্ত্বায়েতি পদং বদেৎ।

শিবে! এক্ষণে ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকদিগের সন্ধ্যোপাসনা-বিধি বলিতেছি। ব্রহ্মনিষ্ঠ মানবগণ, এই সন্ধ্যাবন্দনা করিয়া, ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।[১০৫] সাধক ব্যক্তি প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাকালে, যে কোন স্থানে ও যে কোন আসনে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ পরমব্রহ্মের ধ্যান করিবেন।[১০৬] পরে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি একশত আটবার ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিয়া ব্রহ্মার্পণমস্তু, এই মন্ত্র বলিয়া জপ সমর্পণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় প্রণাম করিবেন।[১০৭]

এই আমি তোমার নিকট ব্রহ্মমন্ত্র-সাধন-বিষয়ক সন্ধ্যা কীর্ত্তন করিলাম। এই সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিলে সাধক ব্যক্তির অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয়।[১০৮] চারুশরীরে! এক্ষণে সর্ব্বপাপ-নাশিনী গায়ত্রী বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ চতুর্থী বিভক্তির একবচনান্ত পরমেশ্বর পদ উচ্চারণ করিয়া পরে 'বিদ্মহে' এইটি উচ্চারণ করিতে হইবে।[১০৯] প্রিয়ে! তৎপরে "পরতত্ত্বায়" এই পদ

পরতত্ত্বায় পদতো ধীমহীতি বদেৎ প্রিয়ে।
তদনন্তরমীশানি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ ॥ ১১০ ।
ইয়ং শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী ॥ ১১১॥
পূজনং যজনঞ্চৈব স্নানং পানঞ্চ ভোজনম্।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মমন্ত্রেণ সাধয়েৎ ॥ ১১২॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় প্রণম্য ব্রহ্মদং গুরুম্।
ধ্যাত্বা চ পরমং ব্রহ্ম যথাশক্তি মনুং স্মরেৎ।
পূর্ব্ববৎ প্রণমেদ্ ব্রহ্ম প্রাতঃকৃত্যমিদং স্মৃতম্ ॥১১৩॥

পরতত্ত্বায়েতি পদতঃ পরং ধীমহীতি পদং বদেৎ। তদনন্তরং ধীমহীতি পদানন্তরং তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াদিতি বদেৎ। ততশ্চ পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াদিত্যাকারিকা ব্রহ্মগায়ত্রী সম্পন্নাসীৎ। ব্রহ্মগায়ত্র্যর্থস্তু পরতত্ত্বায় পরমেশ্বরায় পরতত্ত্বং পরমেশ্বরাখ্যং যদ্‌ব্রহ্ম বয়ং বিদ্মহে মন্যামহে ধীমহি চিন্তয়ামশ্চ। তদ্‌ব্রহ্ম নোঽস্মান্ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিযোজয়েদিত্যর্থ ইতি ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥

পূজনমিত্যাদি। সাধয়েৎ তত্তৎকর্ম্মেতি শেষঃ ॥ ১১২ ॥

অথ প্রাতঃকৃত্যমাহ, ব্রাহ্ম ইত্যাদিনা। মনুম্ ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেতি মন্ত্রম্ ॥ ১১৩ ॥

উচ্চারণ করিয়া, ধীমহি' এই পদ উচ্চারণ করিবে। ঈশ্বরি! তৎপরে 'তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (সমুদায় পদ যোজনা করিয়া এইরূপ গায়ত্রী হইবে, যথা, 'পরমেশ্বরায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ') (৩৮)।[১১০]

এই শ্রীব্রহ্মগায়ত্রী হইতে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারা যায়।[১১১] পূজা যাগ স্নান পান ভোজন প্রভৃতি যে যে কর্ম্ম করিতে হয়, তৎসমস্তই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সাধন করিতে হইবে।[১১২] ব্রহ্মোপাসকের কর্ত্তব্য এই যে, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া, ব্রহ্মমন্ত্র-দাতা গুরুকে প্রণাম পূর্ব্বক পরম-ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া, যথাশক্তি মন্ত্র স্মরণ করিবে। অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায়

---

(৩৮)—আমরা পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা বোধগম্য করি। আমরা পরতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বদা চিন্তা করি। সেই ব্রহ্ম আমাদিগকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গে বিনিযুক্ত করুন।

দ্বাত্রিংশতা সহস্রেণ জপেনাস্য পুরস্ক্রিয়া ।
তদ্দশাংশেন হবনং তর্পণং তদ্দশাংশতঃ ॥ ১১৪ ॥
সেচনং তদ্দশাংশেন তদ্দশাংশেন সুন্দরি ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েন্মন্ত্রী পুরশ্চরণকর্ম্মণি ॥ ১১৫ ॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারোঽত্র ত্যাজ্যং গ্রাহ্যং ন বিদ্যতে ।
ন কালশুদ্ধিনিয়মো ন বা স্থাননিরূপণম্ ॥ ১১৬ ॥
অভুক্তো বাপি ভুক্তো বা স্নাতো বাস্নাত এব বা ।
সাধয়েৎ পরমং মন্ত্রং স্বেচ্ছাচারেণ সাধকঃ ॥ ১১৭ ॥

অথ ব্রহ্মমন্ত্রস্য পুরশ্চরণবিধিমাহ, দ্বাত্রিংশতেত্যাদিনা। অস্য ব্রহ্মমন্ত্রস্য পুরস্ক্রিয়া পুরশ্চরণম্। তদ্দশাংশেন জপদশমাংশেন হবনং হোমঃ। তদ্দশাংশতঃ হোমদশাংশতঃ। ১১৪ ॥

সেচনমিত্যাদি। তদ্দশাংশেন তর্পণদশাংশেন সেচনং মার্জ্জনম্। তদ্দশাংশেন মার্জ্জনদশাংশেন ॥ ১১৫ ॥

ভক্ষ্যেত্যাদি। অত্র ব্রহ্মমন্ত্রস্য পুরশ্চরণকর্ম্মণি ॥ ১১৬ ॥

অভুক্ত ইত্যাদি। ন ভুক্তমস্যাস্তীতি অভুক্তঃ। অর্শ আদিভ্যোঽজিত্যচ্ ॥ ১১৭ ॥

ব্রহ্মকে প্রণাম করিবে। ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকদিগের ইহাই প্রাতঃকৃত্য।[১১৩] ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র জপ করিতে হইবে, এবং জপের দশমাংশ হোম, হোমের দশমাংশ তর্পণ[১১৪] ও তর্পণের দশমাংশ অভিষেক করিতে হইবে। সুন্দরি! ব্রহ্মমন্ত্র সাধক ব্যক্তি পুরশ্চরণ করিবার সময় অভিষেকের দশমাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন (৩৯)।[১১৫] ব্রহ্মপুরশ্চরণ করিবার সময়, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই, ত্যাজ্যাত্যাজ্য বিচার নাই, কালশুদ্ধির নিয়ম নাই, স্থানেরও নিরূপণ নাই।[১১৬] সাধক অভুক্ত হউন বা ভুক্ত হউন, স্নাত হউন

---

(৩৯)—ব্রহ্মমন্ত্র-পুরশ্চরণ কালে জপ ৩২০০০। হোম ৩২০০। তর্পণ ৩২০। অভিষেক ৩২। ব্রাহ্মণ-ভোজন ৪। হোম করিতে অসমর্থ হইলে, তাহার অনুকল্প ৬৪০০ জপ। তর্পণের অনুকল্প ৬৪০ জপ। অভিষেকের অনুকল্প ৬৪ জপ। ব্রাহ্মণ-ভোজনের অনুকল্প নাই। ব্রহ্ম-পুরশ্চরণ কালে যদিও বৈদিক পূর্ব্বচক্র প্রভৃতির আবশ্যক নাই, তথাপি হস্তমিত বেদীতে মণ্ডল করিয়া তদুপরি যথাবিধানে ঘটস্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি আদ্যন্তে মহতী পূজা ও পুরশ্চরণ কালে প্রতিদিন সামান্য পূজা করিবার বিধি আছে।

বিনায়াসং বিনা ক্লেশং স্তোত্রঞ্চ কবচং বিনা।
বিনা ন্যাসং বিনা মুদ্রাং বিনা সেতুং বরাননে ॥ ১১৮ ॥
বিনা চৌরগণেশাদি-জপঞ্চ কুল্লুকাং বিনা।
অকস্মাৎ পরমব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১১৯ ॥

বিনায়াসমিতি। সেতুং জপবিশেষম্ ॥ ১১৮ ॥
বিনা চৌরেতি। কুল্লুকাপি জপবিশেষ এব তামপি বিনা ॥ ১১৯ ॥

অথবা অস্নাতই হউন, যথেচ্ছানুসারে এই পরমমন্ত্রের সাধনা করিবেন।[১১৭] এই ব্রহ্মসাধন বিষয়ে ক্লেশ নাই, আয়াস নাই; স্তব বা কবচ পাঠ করিবার আবশ্যক হয় না; সামান্য ন্যাস বা মুদ্রা (৪০ প্রদর্শন করিতেও হয় না। বরাননে! ইহাতে সেতুরও (৪১) আবশ্যক নাই।[১১৮] এই ব্রহ্মমন্ত্র সাধন বিষয়ে চৌরগণেশাদির ন্যাস (৪২) করিতে হয় না, কুল্লুকাও (৪৩) করিতে হয় না। এই সমুদায় অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও পুরশ্চরণ দ্বারা অল্পকালের মধ্যে নিশ্চয়ই পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়।[১১৯] এই মহামন্ত্র সাধন বিষয়ে মানস সঙ্কল্পই

---

(৪০)—যাহা দ্বারা দেবগণের মুদ্ অর্থাৎ প্রীতি জন্মে, তাহাকে মুদ্রা বলা যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিন্যাস-বিশেষের নাম মুদ্রা। যথা, যোনি-মুদ্রা, লিঙ্গ-মুদ্রা, ডমরু-মুদ্রা, খড়্গ-মুদ্রা, চক্র-মুদ্রা, বনমালা-মুদ্রা, পদ্ম-মুদ্রা, ইত্যাদি। কোন্ মুদ্রা কি প্রকারে করিতে হয়, এবং কোন্ মুদ্রা কোন্ দেবতার প্রীতিকর, তাহা তন্ত্রসারের শেষ অংশে বিবৃত আছে।

(৪১)—কোন দেবতার মন্ত্র জপ করিবার পূর্ব্বক্ষণে ও পরক্ষণে হৃদয়ে মন্ত্রবিশেষ জপ করাকে সেতু বলে। যেরূপ জলের উভয় পার্শ্বে সেতু বন্ধন করিয়া ঐ জল সীমাবদ্ধ করা হয়, মন্ত্রজপের উভয় পার্শ্বেও সেইরূপ সেতু দেওয়া হইয়া থাকে। প্রাণতোষিণী (২য় সংস্করণ) ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

(৪২)—বিঘ্নরাজ, চৌরগণেশ প্রভৃতি গণেশের ভিন্ন ভিন্ন তামসিক মূর্ত্তি। বিঘ্নরাজ সকল কার্য্যেই বিঘ্ন করিয়া থাকেন। চৌরগণেশের কার্য্য এই যে, তিনি সাধকগণের সাধন-ধন অপহরণ করেন। এই জন্য সাধক-সম্প্রদায়ের রীতি এই যে, প্রতিদিবস প্রত্যূষে গুরু-ধ্যান কুণ্ডলীধ্যান ও ইষ্টদেবতা ধ্যানেরও পূর্ব্বে চৌরগণেশ-ন্যাস করিতে হয়। পরন্তু এই চৌরগণেশ ব্রহ্মসাধনের ফল হরণে সমর্থ নহেন।

(৪৩)—কোন দেবতার মন্ত্র জপ করিবার পূর্ব্বক্ষণে ও পরক্ষণে মস্তকের উপরি মন্ত্র-বিশেষ জপ করাকে কুল্লুকা বলা যায়। প্রাণতোষিণী (২য় সংস্করণ) ২৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

সংকল্পোঽস্মিন্ মহামন্ত্রে মানসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
সাধনে ব্রহ্মমন্ত্রস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং দেবি ভাবয়েৎ ব্রহ্মসাধকঃ ॥ ১২০ ॥
ন চান্য প্রত্যবায়োঽস্তি নাঙ্গবৈগুণ্যমেব চ।
মহামনোঃ সাধনে তু ব্যঙ্গং সাঙ্গায়তে ধ্রুবম্ ॥ ১২১ ॥
কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেঽতিদুস্তরে।
নিস্তারবীজমেতাবৎ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনম্ ॥ ১২২ ॥
সাধনানি বহূক্তানি নানাতন্ত্রাগমাদিষু।
কলৌ দুর্ব্বলজীবানাম্ অসাধ্যানি মহেশ্বরি ॥ ১২৩ ॥
অল্পায়ুষঃ স্বল্পরতাঃ* অন্নাধীনাসবঃ প্রিয়ে।
লুব্ধা ধনার্জ্জনে ব্যগ্রাঃ সদা চঞ্চলমানসাঃ ॥ ১২৪ ॥

সর্ব্বম্ ইত্যাদি। ভাবয়েৎ চিন্তয়েৎ ॥ ১২০ ॥

ন চেত্যাদি। অস্য মহামনোরঙ্গবৈগুণ্যাদিঃ প্রত্যবায়ো ন ভবেৎ। ব্যঙ্গম্ অঙ্গহীনমপি ॥ ১২১ ॥ ১২২ ॥

নম্বনেকেষু তন্ত্রাগমাদিষু নিস্তারবীজানি বহূনি সাধনানি ভবতৈবোক্তানি তৎ কথমুচ্যতে কলৌ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনমেব নিস্তারবীজমিত্যত আহ, সাধনানীত্যাদি। অত্র যদ্যপি তথাপীতি দ্বয়মপ্যধ্যাহার্য্যম্ ॥ ১২৩ ॥

অসাধ্যত্বে হেতুং দর্শয়ন্নাহ, অল্পায়ুষ ইত্যাদি। যত ইতি শেষঃ। অন্নাধীনাসবঃ অন্নবশীভূতপ্রাণাঃ ॥ ১২৪ ॥

বিধেয় এবং সাধকের ভাবশুদ্ধি নিতান্ত আবশ্যক। দেবি! ব্র সাধক ব্যক্তি, সমুদায় জগতই ব্রহ্মময় ভাবনা করিবেন।১২০ এই ব্রহ্মসাধনে কোনরূপ প্রত্যবায় বা অঙ্গবৈগুণ্য ঘটে না। কোন অংশ অঙ্গহীন হইলেও এই মহামন্ত্র সাধন প্রভাবেই তাহা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে।১২১

তপস্যাবিহীন পাপময় অতিদুস্তর এই ঘোর কলিযুগে, ব্রহ্মমন্ত্রের সাধনই একমাত্র নিস্তারের উপায়।১২২ মহেশ্বরি! আমি নানা তন্ত্রে ও নানা আগমে, নানা প্রকার সাধনের বিষয় বলিয়াছি, পরন্ত কলিযুগে, দুর্ব্বল জীবের পক্ষে তৎসমুদায়ই অসাধ্য।১২৩ প্রিয়ে! কলিযুগের মানবগণ অল্পায়ু হইবে। তাহারা

---

* স্বল্পবিত্তা ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

সমাধাবস্থিরধিয়ো যোগক্লেশাসহিষ্ণবঃ।
তেষাং হিতায় মোক্ষায় ব্রহ্মমার্গোঽয়মীরিতঃ ॥ ১২৫ ॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
ব্রহ্মদীক্ষাং বিনা দেবি কৈবল্যায় সুখায় চ ॥ ১২৬ ॥
প্রাতঃকৃত্যং প্রাতরেব সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ ত্রিকালতঃ।
মধ্যাহ্নে পূজনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বতন্ত্রেষ্বয়ং বিধিঃ।
পরব্রহ্মোপাসনে তু সাধকেচ্ছাবিধিঃ শিবে ॥ ১২৭ ॥
বিধয়ঃ কিঙ্করা যত্র নিষেধঃ প্রভবোঽপি ন।
স্বেচ্ছাচারেণেষ্টসিদ্ধি-স্তদ্বিনা কোঽন্যমাশ্রয়েৎ ॥ ১২৮ ॥

সমাধাবিত্যাদি। সমাধিশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ তত্র। যোগক্লেশাসহিষ্ণবঃ নিত্যারোপায়ভূতভত্ত্বংকর্ম্মসাধনহেতুকক্লেশাসহনশীলাঃ ॥ ১২৫ ॥

কলৌ যুগে ব্রহ্মদীক্ষায়া অন্যা কাচিদপি দীক্ষা মোক্ষায় সুখায় চ নৈবাস্তীতি প্রতিজ্ঞাং কুর্ব্বন্নাহ, কলাবিত্যাদি ॥ ১২৬ ॥

প্রাতরিত্যাদি। সাধকেচ্ছৈব বিধিঃ ॥ ১২৭ ॥

বিধয় ইত্যাদি। যত্র পরব্রহ্মোপাসনে ॥ ১২৮ ॥

সমধিক অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। তাহারা অন্নগতপ্রাণ হইবে। তাহারা লুব্ধ, ধনোপার্জ্জনে ব্যগ্র ও সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্ত হইবে।[১২৪] সমাধিতে তাহাদের চিত্ত স্থির থাকিবে না। তাহারা যোগানুষ্ঠান জনিত ক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম হইবে। অতএব আমি তাহাদের হিতের নিমিত্ত এবং মোক্ষের নিমিত্ত ব্রহ্মো-পাসনার পথ প্রকাশ করিলাম।[১২৫] দেবি! আমি সত্য—সম্পূর্ণরূপে যথার্থ কথাই বলিতেছি, কলিযুগে ব্রহ্মদীক্ষা ব্যতিরেকে সুখসম্পত্তি-সাধক ও নির্ব্বাণ মুক্তি-দায়ক অন্য কোন সাধনাই নাই,—অন্য কোন উপায়ই নাই।[১২৬]

সকল তন্ত্রেই এইরূপ বিধি আছে যে, প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ত্রিকালে তিনবার সন্ধ্যা করিতে হইবে, এবং মধ্যাহ্নে পূজা করিবে। কিন্তু শিবে! পরব্রহ্মের উপাসনাতে সাধকের ইচ্ছাই বিধিস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে।[১২৭] যে ব্রহ্মসাধন-বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধি সমুদায় কিঙ্করস্বরূপ হইয়া থাকে এবং নিষেধ সমুদায়ও প্রভুত্ব করিতে পারে না, যে ব্রহ্মসাধনে স্বেচ্ছাচার

ব্রহ্মজ্ঞানিগুরুং প্রাপ্য শান্তং নিশ্চলমানসম্‌।
ধৃত্বা তচ্চরণাম্ভোজং প্রার্থয়েদ্‌ভক্তিভাবতঃ ॥ ১২৯ ॥
করুণাময় দীনেশ তবাহং শরণাগতঃ* ।
ত্বৎ পদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি যশোধন ॥ ১৩০ ॥
ইতি প্রার্থ্য গুরুং পশ্চাৎ পূজয়িত্বা স্বশক্তিতঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা তূষ্ণীং তিষ্ঠেৎ গুরোঃ পুরঃ ॥ ১৩১ ॥
গুরুর্বিচার্য্য বিধিবৎ যথোক্তং শিষ্যলক্ষণম্‌।
আহূয় কৃপয়া দদ্যাৎ সচ্ছিষ্যায় মহামনুম্‌ ॥ ১৩২ ॥

অথ ব্রহ্মমন্ত্রোপদেশবিধিমভিধাতুমুপক্রমতে, ব্রহ্মজ্ঞানীত্যাদি। শান্তং রাগ-দ্বেষাদিশূন্যম্‌। ভক্তিভাবতঃ ভক্তিযোগেন ॥ ১২৯ ॥
কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, করুণাময়েত্যাদি ॥ ১৩০ ॥ ১৩১ ॥
গুরুরিত্যাদি। যথোক্তং শিষ্যলক্ষণং শান্তো দান্তো বিনীতশ্চেত্যাদিকম্‌ ॥ ১৩২ ॥

দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হয়, তাদৃশ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কাহাকে আশ্রয় করা যাইতে পারে।[১২৮]

স্থিরচিত্ত প্রশান্ত ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু প্রাপ্ত হইলেই শিষ্য তাঁহার চরণকমল ধারণ করিয়া, ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিবে যে,[১২৯] হে করুণাময়! হে দীননাথ! আমি আপনকার শরণাগত। যশোধন! আপনি আমার মস্তকে, আপনকার চরণকমলের ছায়া প্রদান করুন।[১৩০] শিষ্য এইরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বক সামর্থ্যানুসারে (উপচারাদি দ্বারা) গুরুর পূজা করিয়া সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে মৌনভাবে অব স্থান করিবে।[১৩১] অনন্তর গুরু যথাবিধানে যথোক্ত (শান্ত বিনীত প্রভৃতি) শিষ্য-লক্ষণ পরীক্ষা পূর্ব্বক সৎ-শিষ্যকে কৃপাবিষ্ট হৃদয়ে আহ্বান করিয়া মহা-মন্ত্র প্রদান করিবেন (৪৫)।[১৩২] সেই ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া

* তবাহং শরণং গত ইতি পাঠান্তরম্‌।

(৪৫)—শিষ্যলক্ষণ যথা তন্ত্রসারে,—শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্‌ ধারণক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা ॥ যিনি শান্ত-

উপবিশ্যাসনে জ্ঞানী প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
স্ববামে শিষ্যমানীয় কারুণ্যেনাবলোকয়েৎ ॥ ১৩৩ ॥
ততঃ শিষ্যস্য শিরসি ঋষিন্যাসপুরঃসরম্।
জপেদষ্টশতং মন্ত্রং সাধকস্যেষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ১৩৪ ॥
দক্ষকর্ণে ব্রাহ্মণানাম্ ইতরেষাঞ্চ বামতঃ।
সপ্তধা শ্রাবয়েৎ মন্ত্রং সদ্গুরুঃ করুণানিধিঃ ॥ ১৩৫ ॥
উপদেশবিধিঃ প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রস্য কালিকে।
নাত্র পূজাদ্যপেক্ষাস্তি সংকল্পং মানসঞ্চরেৎ ॥ ১৩৬ ॥

উপবিশ্যেত্যাদি। জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানবান্ গুরুঃ। কারুণ্যেন কৃপাযুক্তয়া দৃষ্ট্যা ॥ ১৩৩ ॥
তত ইত্যাদি। মন্ত্রম্ ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেত্যাদ্যাত্মকম্ ॥ ১৩৪ ॥
দক্ষেত্যাদি। বামতঃ বামে কর্ণে। মন্ত্রং পূর্ব্বোক্তমেব ॥ ১৩৫ ॥
উপদেশেত্যাদি। অত্র ব্রহ্মমন্ত্রোপদেশবিধৌ। চরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৩৬ ॥

আসনে উপবেশন পূর্ব্বক শিষ্যকে আপনার বামদিকে বসাইয়া করুণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিবেন।[১৩৩] অনন্তর তিনি সাধকের ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশে ঋষিন্যাস পূর্ব্বক শিষ্যের মস্তকে একশত আটবার দেয় ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিবেন।[১৩৪] পরে সেই করুণানিধি সদ্গুরু ব্রাহ্মণের দক্ষিণকর্ণে ও অন্য জাতির বামকর্ণে সপ্তবার মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন।[১৩৫] কালিকে! এই আমি তোমার নিকট ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ বিধি কহিলাম। ইহাতে পূজাদির তাদৃশ অপেক্ষা নাই। ইহাতে কেবল মানসিক সঙ্কল্প মাত্র করিতে হইবে।[১৩৬] অনন্তর শিষ্য গুরুর পাদপদ্মে

স্বভাব, বিনয়ী ও বিশুদ্ধচিত্ত, যিনি গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ এবং তাঁহার উপদিষ্ট বিষয় ধারণ করিতে সক্ষম, যিনি তৎপ্রদর্শিত পথাবলম্বনে সাধন করিতে সমর্থ, যিনি সমস্ত কুললক্ষণ-সম্পন্ন; যিনি প্রাজ্ঞ, সচ্চরিত্র, সংযতেন্দ্রিয় এবং এইরূপ অন্যান্য সদ্গুণে বিভূষিত, তিনিই শিষ্য হইবার উপযোগী। অন্যচ্চ—পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। শিষ্য-যোগ্যো ভবেৎ সোহি ধ্যানধ্যানপরায়ণঃ॥ যিনি পুণ্যশীল, ধার্ম্মিক, পবিত্রহৃদয় ও বিশুদ্ধাচারসম্পন্ন; যিনি গুরুভক্ত এবং জিতেন্দ্রিয়, তাদৃশ দানধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিই শিষ্য হইবার উপযুক্ত।

ততঃ শ্রীগুরুপাদাব্জে দণ্ডবৎ পতিতং শিশুম্‌।
উত্থাপয়েদ্‌ গুরুঃ স্নেহাৎ ইমং মন্ত্রমুদীরয়ন্‌ ॥ ১৩৭ ॥
উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব*।
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী বলারোগ্যং সদাস্তু তে ॥ ১৩৮ ॥
তত উত্থায় গুরবে যথাশক্ত্যনুসারতঃ।
দক্ষিণাং স্বং ফলং বাপি দদ্যাৎ সাধকসত্তমঃ।
গুরোরাজ্ঞাবশীভূয় † বিহরেদ্দেববদ্‌ভুবি ॥ ১৩৯ ॥
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ তদাত্মা তন্ময়ো ভবেৎ।
ব্রহ্মভূতস্য দেবেশি কিমন্যৈর্বহুসাধনৈঃ।
ইতি সংক্ষেপতো ব্রহ্ম-দীক্ষা তে কথিতা প্রিয়ে ॥১৪০॥

তত ইত্যাদি। ততঃ মন্ত্রশ্রবণাৎ পরতঃ। শিশুং শিষ্যম্‌ ॥ ১৩৭ ॥
তং মন্ত্রমেবাহ, উত্তিষ্ঠ বৎসেতি॥ ১২৮ ॥
তত ইত্যাদি। স্বং ধনম্‌ আত্মানং বা ॥ ১৩৯ ॥
মন্ত্রেত্যাদি। তদাত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠান্তঃকরণঃ। তন্ময়ঃ ব্রহ্মস্বরূপঃ ॥ ১৪০ ॥

দণ্ডবৎ পতিত হইলে, গুরু স্নেহ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে উত্থাপিত করিবেন যে,[১৩৭] 'বৎস! তুমি উত্থিত হও, তুমি এক্ষণে মুক্ত হইয়াছ। অধুনা তুমি ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হইয়া থাক। তুমি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হও। তোমার বল ও আরোগ্য সর্ব্বদা অব্যাহত রূপে থাকুক'।[১৩৮] অনন্তর সাধক-প্রবর শিষ্য উত্থিত হইয়া গুরুকে সামর্থ্যানুযায়ী দক্ষিণা স্বরূপ নিজ শরীর বা ধন অথবা ফল প্রদান করিবে। পরে গুরুর আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া দেবতার ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবে।[১৩৯]

যিনি ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার আত্মা মন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্রই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। দেবি! যিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহার আর অন্য সাধন-বাহুল্যে আবশ্যক কি? প্রিয়ে! এই তোমার নিকট সংক্ষেপে ব্রহ্মদীক্ষা কহিলাম।[১৪০] যে সময় গুরুর করুণা হইবে, সেই সময়েই ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ

* ব্রহ্মজ্ঞানযুতো ভব ইতি বা পঠনীয়ম্‌।
† গুরোরাজ্ঞাবশীভূত্বা ইত্যপি পাঠঃ।

গুরুকারুণ্যমাত্রেণ ব্রহ্মদীক্ষাং সমাচরেৎ* ॥ ১৪১ ॥
শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাস্তথা।
বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ ॥ ১৪২ ॥

ব্রহ্মমন্ত্রগ্রহণে কালাদিনিয়মো নাস্তীতি প্রতিপাদয়ন্নাহ, গুর্ব্বিত্যাদি ॥১৪১ ॥
উপদিষ্টানামনুপদিষ্টানাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং সর্ব্বেষামপ্যস্মিন্ ব্রহ্মমন্ত্রেঽধিকারো-ঽস্তীত্যাহ, শাক্তা ইত্যাদিনা। অত্র ব্রহ্মমন্ত্রে ॥ ১৪২ ॥

করিবে, (তাহাতে কালাকাল, সময় অসময়, রাত্রি দিন, স্নাত অস্নাত, ভুক্ত অভুক্ত, শুচি অশুচি প্রভৃতি কিছুই বিচার করিবে না)।[১৪১] শাক্ত বা শৈব, বৈষ্ণব, সৌর অথবা গাণপত্য, যে কোন দেবতার বা মন্ত্রের উপাসক হউক, ব্রাহ্মণ হউক বা অন্য যে কোন জাতীয়ই হউক, সকলেই এই ব্রহ্মমন্ত্রে অধিকারী (৪৬)।[১৪২] দেবি! এই মন্ত্রের প্রসাদেই আমি দেবদেব জগদ্‌গুরু

---

* ব্রহ্মদীক্ষাং সমাশ্রয়েৎ ইতি বা পঠিতব্যম্।

(৪৬)—'সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ' অর্থাৎ সকলেই এই ব্রহ্মমন্ত্রে অধিকারী। টীকাকারের মতে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর জাতি উপদিষ্টই হউন অথবা অনুপদিষ্টই হউন সকলেই ইহাতে অধিকারী। পরন্তু ইহার পূর্ব্বেই উপযুক্ত গুরুর নিকট ব্রহ্ম-দীক্ষা গ্রহণের বিধান দৃষ্ট হয়। অতএব অনুপদিষ্টের ইহাতে কিরূপে অধিকার সম্ভাবনা হয়। বস্তুতঃ সকল মন্ত্রই গুরূপদেশ সাপেক্ষ। বোধ হয় তাঁহার 'উপদিষ্টানামনুপদিষ্টানাঞ্চ' এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, দীক্ষিত বা অদীক্ষিত, অভিষিক্ত বা অনভিষিক্ত, সকলেই গুরুর নিকট ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতেও দোষ দৃষ্ট হয়। কুলার্ণবে আছে, পূর্ণাভিষেকহীনো যঃ কৌলিকো ম্রিয়তে যদি। পিশাচত্বমবাপ্নোতি যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূর্ণাভিষিক্ত না হইয়া কৌল হন (ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক হন), তিনি দেহাবসানে প্রলয় কাল পরিমাণ পিশাচ হইয়া থাকেন। এ স্থলে 'কৌলিক' শব্দের অর্থ ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক। যথা,—ন কুলং কুলমিত্যাহুঃ কুলং ব্রহ্মসনাতনম্। তৎকুলে নিরতো যো হি কৌল ইত্যভিধীয়তে ॥ সপ্ত আচারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার কৌলাচারের লক্ষণেও পূর্ণাভিষিক্ত ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিকেই কৌল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের চতুর্থ উল্লাস পাঠেও দৃষ্ট হয় যে পূর্ণাভিষিক্ত সাধককেই কৌল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন যে, কুলাচারেণ দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে। অর্থাৎ কুলাচার অবলম্বনে সাধন করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। সাধক-সম্প্রদায়েও সর্ব্বত্র পূর্ণাভিষেকান্তে ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, সদাশিবের অভিপ্রায়ও এইরূপ।

অহং মৃত্যুঞ্জয়ো দেবি দেবদেবো জগদ্‌গুরুঃ ।
স্বেচ্ছাচারী নির্ব্বিকল্পো মন্ত্রস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥ ১৪৩ ॥
অমুনৈব ব্রহ্মমন্ত্রং মত্তঃ পূর্ব্বমুপাসিতাঃ ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়শ্চাপি দেবা দেবর্ষয়স্তথা ॥ ১৪৪ ॥
দেবর্ষিবক্ত্রাদ্মুনয়-স্তেভ্যো রাজর্ষয়ঃ প্রিয়ে ।
উপাসিতা ব্রহ্মভূতাঃ পরমাত্মপ্রসাদতঃ ॥ ১৪৫ ।
ব্রাহ্মে মনৌ মহেশানি বিচারো নাস্তি কুত্রচিৎ ।
স্বীয়মন্ত্রং গুরুর্দদ্যাৎ শিষ্যেভ্যো হ্যবিচারয়ন্ ॥ ১৪৬ ॥

এতন্মন্ত্রপ্রসাদাদেব মযি মৃত্যুঞ্জয়ত্বাদিকমাসীদিত্যাহ, অহমিত্যাদিনা অহং মৃত্যুঞ্জয়োঽভবমিতি শেষঃ ॥ ১৪৩ ॥

এতন্মন্ত্রোপাসনাদেব বিরিঞ্চ্যাদিষু ব্রহ্মভূতত্বং জাতমিত্যাহ, অমুনৈত্যাদিনা মন্ত্রং গৃহীত্বেতি শেষঃ । উপাসিতাঃ শ্রদ্ধয়া অনুষ্ঠিতবন্তঃ । গত্যর্থাকর্ম্মকশ্লিষশীঙিত্যাদিনা কর্ত্তরি ক্তঃ । ব্রহ্মর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ । দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ । দেবর্ষয়ো নারদাদয়ঃ ॥ ১৪৪ ॥

দেবর্ষীত্যাদি । দেবর্ষিবক্ত্রাৎ নারদমুখাৎ । মুনয়ো ব্যাসাদয়ঃ । রাজর্ষয়োঃ জনকাদয়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

আত্মনা গৃহীতোঽপ্যয়ং ব্রহ্মমন্ত্রো গুরুণা শিষ্যেভ্যো দেয়ঃ পিত্রাদিভিরপি

স্বেচ্ছাচারী নির্ব্বিকল্প ও মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছি।[১৪৩] পূর্ব্বে ব্রহ্মা, ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ আমার নিকট এই ব্রহ্মমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া উপাসনা করিয়াছিলেন।[১৪৪]

প্রিয়ে! নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণের নিকট ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণ, ও মুনিগণের নিকট জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ, এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া উপাসনা পূর্ব্বক, পরমাত্মার প্রসাদে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছেন।[১৪৫] মহেশ্বরি! ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান বিষয়ে কোন রূপ বিচার করিবার আবশ্যক নাই। গুরু অবিচারিত চিত্তে শিষ্যকে নিজ মন্ত্রও প্রদান করিতে পারেন।[১৪৬] পিতা পুত্রকন্যাকে, ভ্রাতা

পিতাপি দীক্ষয়েৎ পুত্রান্ ভ্রাতা ভ্রাতৄন্ পতিঃ স্ত্রিয়ম্।
মাতুলো ভাগিনেয়াংশ্চ নপ্তৄন্ মাতামহোঽপি চ ॥ ১৪৭ ॥
স্বমন্ত্রদানে যো দোষ-স্তথা পিত্রাদিদীক্ষয়া।
সিদ্ধে ব্রহ্মমহামন্ত্রে তদ্দোষো নৈব বিদ্যতে ॥ ১৪৮ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানিমুখাৎ শ্রুত্বা যেন কেন বিধানতঃ।
ব্রহ্মভূতো নরঃ পূতঃ পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যতে ॥

ত্রাদিভ্যো দেয় ইত্যাহ, ব্রাহ্মে ইত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্। অবিচারয়ন্ স্বকীয়-ম্রদাননিমিত্তকং দোষগণনম্ ॥ ১৪৬ ॥ ১৪৭ ॥

নন্থ পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াৎ তথা মাতামহস্য চেত্যাদিনিষেধবাক্যমুল্লঙ্ঘ্য পিত্রাদিভ্যো ব্রাহ্মং মন্ত্রং গৃহ্ণতাং পুত্রাদীনামাত্মীয়মন্ত্রদানে তত্তন্নিষেধবাক্যমনাদৃত্য শিষ্যেভ্যঃ স্বয়ং ব্রহ্মমন্ত্রং দদতো গুরোশ্চ প্রত্যবায়ভাগিত্বং স্যাত্তত্রাহ, স্বমন্ত্রদানে ইত্যাদি। যো দোষঃ উক্ত ইতি শেষঃ ॥ ১৪৮ ॥ ১৪৯ ॥

ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, এবং মাতামহ দৌহিত্রকে, ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হবেন।[১৪৭] নিজমন্ত্র প্রদানে যে দোষ কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং পিত্রাদিকৃত দীক্ষায় যে দোষ উল্লিখিত আছে, ব্রহ্মের এই সিদ্ধ মহামন্ত্রে সে সমুদায় দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই (৪৭)।[১৪৮] ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর মুখে, যে কোন বিধানে ব্রহ্মমন্ত্র শ্রবণ করিলেই মনুষ্য ব্রহ্মময় ও পবিত্র হন ; সুতরাং তাহাকে আর পাপপুণ্যে লিপ্ত হইতে হয় না।[১৪৯] যে সকল

---

(৪৭)—পিতুর্দীক্ষা যতের্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ। বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা ॥ তন্ত্রসারাদিধৃত এই গণেশবিমর্ষিণী-বচন-অনুসারে, পিতার নিকট, যতির অর্থাৎ পরমহংসাদির নিকট, বনবাসীর নিকট অথবা স্ত্রীপুত্র-বিরহিত ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে মঙ্গল হয় না। এইরূপ দৌহিত্রকে, সোদর ভ্রাতাকে, পত্নীকে এবং ভাগিনেয় প্রভৃতিকেও দীক্ষা করা তন্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। যথা, পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ। সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরীপক্ষাশ্রিতস্য চ ॥ ন পত্নীং দীক্ষয়েৎ ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্। ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরঞ্চ ন দীক্ষয়েৎ ॥ পরন্তু ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ স্থলে এ সমুদায় বিচার নাই।

১১ ব্রহ্মমন্ত্রোপাসিতা যে গৃহস্থা ব্রহ্মণাদয়ঃ ॥
স্বস্ববর্ণোত্তমাস্তে তু পূজ্যা মান্যা বিশেষতঃ ॥ ১৫০ ॥
ব্রাহ্মণা যতয়ঃ সাক্ষাৎ ইতরে ব্রাহ্মণৈঃ সমাঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বে পূজয়েয়ু-র্ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্রহ্মদীক্ষিতান্ ॥ ১৫১ ॥
যে চ তানবমন্যন্তে তে নরা ব্রহ্মঘাতিনঃ।
পতন্তি ঘোরনরকে যাবচ্চন্দ্রতারকম্ ॥ ১৫২ ॥
যৎ পাপং স্ত্রীবধে প্রোক্তং যৎ পাপং ভ্রূণঘাতনে।
তস্মাৎ কোটিগুণং পাপং ব্রহ্মোপাসকনিন্দনাৎ ॥ ১৫৩ ॥

ব্রহ্মমন্ত্রেত্যাদি। যত ইতি শেষঃ। ব্রহ্মমন্ত্রমুপাসিতাঃ ব্রহ্মমন্ত্রোপাসিতাঃ গম্যাদীনামুপসংখ্যানমিতি দ্বিতীয়াতৎপুরুষঃ ॥ ১৫০ ॥

ব্রাহ্মণা ইত্যাদি। ব্রাহ্মণাঃ সাক্ষাৎ যতয়ঃ পরিব্রাজকা ভবেয়ুঃ ইতরে ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥ ১৫১ ॥

অথ ব্রহ্মোপাসকান্ জনানিন্দিতাং জনানামখিলপাতকাশ্রয়ত্বমিতাহ, যে চ তানিত্যাদিভ্যাং শ্বাভ্যাম্। তান্ ব্রহ্মদীক্ষিতান্। অবমন্যন্তে অনাদ্রিয়ন্তে। চান্দ্রতারকং যাবত্তিষ্ঠেত্তাবৎ। ভ্রূণঘাতনে গর্ভঘাতনে ॥ ১৫২ ॥ ১৫৩ ॥

ব্রাহ্মণ বা অন্যজাতীয় ব্যক্তি ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসনা করেন, তাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন, সুতরাং ব্রহ্মোপাসকগণকে বিশেষরূপে সম্মানিত করা ও পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।[১৫০] ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ যতিস্বরূপ এবং অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণের সদৃশ হইয়া উঠেন (৪৮)। এইজন্য ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।[১৫১] যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির অবমাননা করিবে, তাহারা ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতকে পাতকী হইবে এবং যে পর্য্যন্ত সূর্য্য ও তারা থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা ঘোর নরকে অবস্থান করিবে।[১৫২] স্ত্রীহত্যা করিলে যে পাপ হয়, ভ্রূণহত্যায় যে পাতক হয়, একমাত্র ব্রহ্মোপাসকের নিন্দা করিলে তাহার কোটিগুণ পাপ হইয়া থাকে।[১৫৩]

(৪৮)—মহাভারতে অজগরপ্রশ্নে আছে,—জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥ অর্থাৎ, মানবগণ জন্মকালে শূদ্র থাকে; উপনয়ন সংস্কার হইলে দ্বিজ হইয়া থাকেন; বেদপাঠনিরত ব্যক্তিই বিপ্র এবং যিনি ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

যথা ব্রহ্মোপদেশেন বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকৈঃ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব তব সাধনাৎ॥ ১৫৪॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায়প্রশ্নে
পরব্রহ্মোপদেশকথনং নাম
তৃতীয়োল্লাসঃ॥ ৩॥

যথেত্যাদি। ব্রহ্মসাযুজ্যং ব্রহ্মত্বম্॥ ১৫৪॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং তৃতীয়োল্লাসঃ।

দেবি! ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে যেমন সমুদায় পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়, তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তৎসাধনদ্বারাও অবিকল সেইরূপ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে।১৫৪

পরব্রহ্মোপদেশকথন নামক তৃতীয়োল্লাস

সমাপ্ত।

চতুর্থোল্লাসঃ।

শ্রুত্বা সম্যক্ পরব্রহ্মো-পাসনং পরমেশ্বরী।
পরমানন্দসম্পন্না শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

কথিতং ত্বয়া নাথ ব্রহ্মোপাসনমুত্তমম্।
সর্ব্বলোকপ্রিয়করং সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মপদপ্রদম্ ॥ ২ ॥
তেজোবুদ্ধিবলৈশ্বর্য্য-দায়কং সুখসাধনম্।
তৃপ্তাস্মি জগদীশান তব বাক্যামৃতপ্লুতা ॥ ৩ ॥

পরমেশ্বরী শঙ্করং কিং পরিপৃচ্ছতীত্যপেক্ষায়ামাহ, কথিতং ত্বদিত্যাদি ॥ ১ ॥ ২ ॥

তেজ ইত্যাদি। তৃপ্তাস্মি তদ্‌ব্রহ্মোপাসনং শ্রুত্বেতি শেষঃ। তব বাগমৃতপ্লুতা ত্বাবকীনবাগ্‌রূপপীযূষে নিমগ্না ॥ ৩ ॥

ভগবতী ভবানী, অবহিত হৃদয়ে পরমব্রহ্মের উপাসনা-বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ হৃদয়ে পুনর্ব্বার শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।[১]

শ্রীভগবতী কহিলেন! নাথ! আপনি যে সমীচীনরূপে ব্রহ্মোপাসনা-বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন, ইহা সর্ব্বলোকের হিতকর ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদ-প্রদায়ক।[২] এই ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখসৌভাগ্য লাভ, পরিমার্জ্জিত নির্ম্মল বুদ্ধিপ্রাপ্তি, তেজোবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি ও অতুল ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি(৪৬) হইয়া থাকে, জগদীশ্বর! আমি আপনকার বাক্যামৃতে পরিপ্লুতা ও পরিতৃপ্তা হইয়াছি।[৩] পরন্তু করুণাময়! আপনি যে বলিলেন, পরমব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা

---

(৪৬) ঐশ্বর্য্য শব্দে বিপুল ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব প্রভৃতি। অথবা অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্ট বিভূতি। ৪ পৃষ্ঠার টিপ্পনী (১) দেখুন।

যদুক্তং করুণাসিন্ধো যথা ব্রহ্মনিষেবণাৎ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মসাযুজ্যং তথৈব মম সাধনাৎ ॥ ৪ ॥
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি মদীয়সাধনং পরম্।
ব্রহ্মসাযুজ্যজননং যত্ত্বয়া কথিতং প্রভো ॥ ৫ ॥

যদুক্তমিত্যাদি। হে করুণাসিন্ধো কৃপাসমুদ্র ব্রহ্মনিষেবণাৎ পরব্রহ্মণ উপাসনাদ্‌যথা জনা ব্রহ্মসাযুজ্যং ব্রহ্মত্বং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি তথৈব মম সাধনাদপি ব্রহ্মত্বং প্রাপ্নুবন্তীতি যত্ত্বয়োক্তং তত্র কিং কারণমস্তীত্যেতদ্বেদিতুং জ্ঞাতুমহমিচ্ছামীতি দ্বিতীয়শ্লোকগতৈঃ পদৈরন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

এতদিত্যাদি। হে প্রভো ব্রহ্মসাযুজ্যজননং ব্রহ্মত্বোৎপাদকমতএব পরং শ্রেষ্ঠং যন্মদীয়ং সাধনং ত্বয়া কথিতং তচ্চ কীদৃশং বর্ত্ততে এতদপি বেদিতুমিচ্ছামি ॥ ৫ ॥

যেরূপ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হয়, সেইরূপ আমার সাধন দ্বারাও (৪৭) ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি, আমি জানিতে ইচ্ছা করি।[৪] প্রভো! পরমপুরুষার্থ-সাধক ও ব্রহ্মসাযুজ্য-জনক, সেই মদীয় সাধনের বিষয় যাহা আপনি উল্লেখ করিলেন তাহা কিরূপ আমি আপনার নিকট অবগত হইতে ইচ্ছা করি।[৫]

---

(৪৭)—'আমার সাধন' অর্থাৎ আদ্যাশক্তির সাধন। ব্রহ্মসাধন দ্বারা যাঁহার উপাসনা হয়, আদ্যাশক্তির সাধন দ্বারাও তাঁহারই উপাসনা হইয়া থাকে। কারণ এস্থলে ব্রহ্ম শব্দে মূলপ্রকৃতিতে উপহিত তুরীয় ব্রহ্ম; এবং আদ্যাশক্তি শব্দে তুরীয় ব্রহ্মযুক্ত মূলপ্রকৃতি। ইনিই মায়া মহামায়া কালী মহাকালী আদ্যাশক্তি প্রভৃতি নামে উপাসিতা হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও মায়া পরস্পর পৃথক্ নহেন। যদি উভয়কে পৃথক্ করা যাইত, তাহা হইলে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব প্রভৃতি না থাকাতে তিনি জড়পদার্থ মধ্যে এবং শক্তির চৈতন্য না থাকাতে তিনিও জড়পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইতেন। শক্তি ও ব্রহ্ম, উভয়ের পরস্পর অ-বিনা-ভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ শক্তিবিরহিত ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-বিরহিত শক্তি থাকিতে পারেন না। ব্রহ্মের উপাসনা করিবার সময় শক্তিযুক্ত ব্রহ্ম লক্ষিত হয়েন, এবং শক্তির উপাসনা করিবার সময় ব্রহ্মযুক্ত শক্তি লক্ষিত হয়েন; সুতরাং ব্রহ্মের উপাসনা বা শক্তির উপাসনা ভিন্ন নহে, কারণ শক্তি-সমবেত ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-সমবেত শক্তি একই কথা। ঈদৃশ অবস্থায় ব্রহ্মসাধনে যে ফল হইবে, শক্তিসাধনেও সেই ফল হইবে, সন্দেহ কি!

বিধানং কীদৃশং তস্য সাধনং কেন বর্ত্মনা ।
মন্ত্রঃ কো বাত্র বিহিতো ধ্যানপূজাদিকঞ্চ কিম্ ॥ ৬ ॥
সবিশেষং সাবশেষম্ আমূলাদ্বক্তুমর্হসি ।
মম প্রীতিকরং দেব লোকানাং হিতকারকম্ ।
কো হ্যন্যস্ত্বাম্নতে শম্ভো ভবব্যাধিভিষগ্‌গুরুঃ ॥ ৭ ॥
ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা পার্ব্বতীং পার্ব্বতীপতিঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

শৃণু দেবি মহাভাগে তবারাধনকারণম্ ।
তব সাধনতো যেন ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে ॥ ৯ ॥

বিধানমিত্যাদি। তস্য মদীয়সাধনস্য। অত্র মম সাধনে ॥ ৬ ॥

সবিশেষমিত্যাদি। সাবশেষম্ অবশেষপর্য্যন্তম্। আমূলাৎ মূলমারভ্য। ত্বাম্নতে ত্বাং বিনা। ভবব্যাধিভিষগ্‌গুরুঃ জন্মাদিরূপস্য ব্যাধেশ্চিকিৎসকবাজঃ॥৭॥

ইতীত্যাদি। উবাচ উত্তরমিতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

পার্ব্বতীপতিঃ পার্ব্বতীং কিমুক্তবমুবাচেত্যপেক্ষায়ামাহ, শৃণু দেবীত্যাদি। হে দেবি হে মহাভাগে মহাভাগ্যশালিনি যেন কারণেন তব সাধনতো জনো ব্রহ্মসাযুজ্যং ব্রহ্মত্বমশ্নুতে লভতে তন্ময়া কথ্যমানং তবারাধনকারণং ত্বং শৃণ্বিত্যন্বয়ঃ ॥ ৯ ॥

নাথ। কিরূপ পথ অবলম্বন করিবা কিরূপ বিধান অনুসারে মদীয় সাধন করিতে হইবে? তাহার মন্ত্রই বা কি? ধ্যান পূজা প্রভৃতিই বা কিরূপ?[৬] তৎসমুদায় বিশেষরূপে ও সম্পূর্ণরূপে আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন। দেবদেব! এতৎশ্রবণে আমার প্রীতিসাধন ও সমুদায় লোকেরও হিতসাধন হইবে। শম্ভো! এই জগতে আপনি ব্যতিরেকে অপর কোন্ ব্যক্তি আর ভবরোগ-বৈদ্যের গুরু হইতে পারেন![৭] দেবী পার্ব্বতীর মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতীপতি দেবদেব মহেশ্বর পরম প্রীতি সহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন।[৮]

শ্রীসদাশিব কহিলেন, মহাভাগে! কি জন্য তোমার আরাধনা করা কর্ত্তব্য, কি কারণেই বা তোমার আরাধনা দ্বারা লোকে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবি![৯] যিনি পরমাত্মা ও পরমব্রহ্ম

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥ ১০ ॥

অথ পরমেশ্বরীসাদনস্য ব্রহ্মসাযুজ্যজনকত্বে তদ্রূপং ব্রহ্মসারূপ্যমেব কারণমস্তীত্যভিধাতুমুপক্রমতে, ত্বং পরা প্রকৃতিরিত্যাদি। যত ইতি শেষঃ। পরমা মায়া শক্তির্য্যা যস্য স পরমঃ অততি সর্ব্বং ব্যাপ্নোতীত্যাত্মা পরমশ্চাসাবাত্মা চেতি পরমাত্মা তস্য পরমাত্মনো ব্রহ্মণো যতস্ত্বং সাক্ষাৎ পরাত্যুৎকৃষ্টা প্রকৃতিরসীত্যেবমন্বয়ঃ কার্য্যঃ ॥ ১০ ॥

তাঁহার সহিত একমাত্র তোমারই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও নিত্য সম্বন্ধ। তুমি তাঁহার পরা প্রকৃতি (৪৮)। শিবে! তোমা হইতেই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং একমাত্র তুমিই নিখিল জগতের জননী।[১০] ভদ্রে! মহত্তত্ত্ব অবধি পরমাণু পর্য্যন্ত এই সমুদায় চরাচর জগৎ তোমা কর্ত্তৃকই সমুৎ-

(৪৮)—এস্থলে পরমাত্মা ও পরমব্রহ্ম শব্দে তুরীয় ব্রহ্ম লক্ষিত হইতেছেন। যিনি বিশ্ব, বিরাট্ বা জাগ্রদবস্থাভিমানী পুরুষ; যিনি তৈজস, হিরণ্যগর্ভ বা স্বপ্নাবস্থাভিমানী পুরুষ; যিনি অব্যাকৃত, প্রাজ্ঞ বা সুষুপ্ত্যবস্থাভিমানী পুরুষ; তাদৃশ অবস্থাপন্ন পুরুষত্রিতয়ের অতীত ব্রহ্মকে তুরীয় ব্রহ্ম বলা যায়। এস্থলে মূলপ্রকৃতির অংশস্বরূপা পার্ব্বতীকে সদাশিব, মূল-প্রকৃতি হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া বর্ণন করিতেছেন। তুরীয় ব্রহ্মের সহিত মূলপ্রকৃতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, গুণত্রয়ের নিরাস্থান অথবা নির্গুণ অবস্থাই মূল-প্রকৃতি। পরে গুণক্ষোভ হইলে প্রকৃতির তামসিক অংশ হইতে মহেশ্বর ও মহাকালী, রাজ-সিক অংশ হইতে ব্রহ্মা ও মহাসরস্বতী এবং সাত্ত্বিক অংশ হইতে মহাবিষ্ণু ও মহালক্ষ্মী উৎপন্ন হয়েন। ইঁহাদের সহিত পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে, প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা পরম্পরা-সম্বন্ধ মাত্র। প্রাকৃতিক প্রলয় সময়ে গুণ সমুদায় মূলপ্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তৎকালে মূলপ্রকৃতি ভিন্ন অন্য বস্তু না থাকাতে কেবল মূলপ্রকৃতির সহিতই ব্রহ্মের নিত্য সম্বন্ধ থাকে। প্রকৃতির গুণক্ষোভ সময়ে যেরূপ গুণ সমুদায় পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশমান হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও দুই অংশে বিভক্ত হয়েন। বিশুদ্ধ অংশের নাম পরাপ্রকৃতি, বিদ্যা বা মায়া। মলিন অংশের নাম অপরা প্রকৃতি, অবিদ্যা বা অজ্ঞান। এই মলিন অংশকে কেহ কেহ মূল অজ্ঞান বলিয়া থাকেন। পরাপ্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যের নাম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ও শিব, এবং অপরা প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য অজ্ঞান-জীব-শব্দবাচ্য। পঞ্চদশীতে কথিত আছে, "তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা। সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে ॥ মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ। অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা ॥" ইতি।

মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্ ।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ ॥ ১১ ॥
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানাম্ অস্মাকমপি জন্মভূঃ ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন ॥ ১২ ॥

মহদিত্যাদি। মহত্তত্ত্বমাদির্যস্য তন্মহদাদি ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ, ত্বমাদ্যেত্যাদি। আদ্যা আদিভূতা। নত্বস্মেষামেব জগতাং জননী ত্বমসি কিন্ত্বস্মাকং শঙ্করাদীনামপি জন্মভূরুৎপত্তিস্থানং ত্বম্। জগজ্জননীত্বাং সর্ব্বং জগৎ ত্বং জানাসি ত্বত্তো জাতত্বাৎ কশ্চন অপি ত্বাং তু ন জানাতি ॥১২॥

পাদিত হইয়াছে এবং এই সমুদায় জগৎ তোমারই অধীন(৪৯)।[১১] তুমি সকলেরই আদ্যা। সমুদায় মহাবিদ্যা, সিদ্ধবিদ্যা, বিদ্যা ও উপবিদ্যা তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন, এমন কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এবং আমিও তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। তুমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় অবগত হইতেছ, কিন্তু কেহই তোমাকে জানিতে পারেন না (৫০)।[১২]

---

(৪৯)—প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত। সাংখ্যমতে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। পরমাণু হইতে যে যৌগিকী সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্দ্বারা তত্ত্বান্তর উৎপন্ন হয় নাই, যেমন সুবর্ণ ও অলঙ্কার, মৃত্তিকা ও ঘট, একই পদার্থ। ফলতঃ, তন্ত্র অনুসারে সৃষ্টিপ্রকরণ অতীব অদ্ভুত। এমন কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইলেই দিব্য জ্ঞান জন্মে। তাহা সংক্ষেপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া দুর্ঘট। ন্যায় সাংখ্য প্রভৃতি কোন দর্শনকারই তাদৃশ সূক্ষ্ম পথ দেখিতে পান নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, দর্শনকারদিগের পরস্পর বিরোধভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু তান্ত্রিক সৃষ্টিপ্রকরণের সহিত কাহারও বিরোধ নাই। যিনি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বাসনা করেন, তিনি সদ্গুরুর নিকট উত্তর আম্নায়ের উপদেশ গ্রহণ করুন, পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে।

(৫০)—দেবীভাগবতে বর্ণিত আছে,—প্রলয়কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উৎপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কে আমায় সৃষ্টি করিয়াছেন। পরে তিনি কিছুই নিরূপণ করিতে না পারিয়া পদ্ম হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মৃণাল ধরিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; দেখিলেন, বিষ্ণুর নাভি হইতে পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিষ্ণু ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তখন তিনি বিষ্ণুর স্তব করিয়া কহিলেন, আপনি সকলের প্রভু ও অধীশ্বর। আপনি আমারও সৃষ্টিকর্ত্তা। আপনি আবার কাহার ধ্যান করিতেছেন। বিষ্ণু কহিলেন, আমি স্বাধীন নহি:

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ. ত্বং কালীত্যাদি ॥ ১৩॥

দেবি ! তুমিই কালী, তুমিই তারা, তুমিই দুর্গা, তুমিই ষোড়শী, তুমিই ভুবনেশ্বরী, তুমিই ধূমাবতী, তুমিই বগলা, তুমিই ভৈরবী, তুমিই ছিন্নমস্তা,[১৩]

দেখ, যিনি আমায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি স্তবে তুষ্ট হইয়া সামর্থ্য প্রদান করাতেই আমি মধুকৈটভ-বধে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমি যদি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে কি বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি তির্য্যক্‌-যোনিতে জন্ম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতাম। দেখ, যখন আমার মস্তক উড়িয়া গিয়াছিল, তখন তোমার স্তবে ভগবতী তুষ্ট হইয়া তোমাকে অশ্বমুণ্ড যোজনা করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমি হয়গ্রীব নামে বিখ্যাত হইয়াছি। ইহা কি আমার সামান্য বিড়ম্বনা।

এইরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও তৎকালে উপস্থিত মহেশ্বর, তিন জনই সৃষ্টিকর্ত্তা কে। চিন্তা করিতেছেন; এমত সময় আকাশবাণী হইল, "সর্ব্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্‌।" অর্থাৎ এই সমস্তই আমি, আমি ভিন্ন আর নিত্য বস্তু কিছুই নাই। পরে পুনর্ব্বার আকাশবাণী হইল, 'তোমরা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হও।' তখন ব্রহ্মা কহিলেন, জল ভিন্ন অপর কোন বস্তুই নাই, কিরূপে সৃষ্টি করিব ? এমত সময় সম্মুখে একখানি বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবতীর আদেশক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর সেই বিমানে আরোহণ করিলেন। বিমান ক্রমাগত উত্তর মুখে গমন করিতে লাগিল। পরে তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সম্মুখে ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মা ও সাবিত্রী সেইস্থানে উপবিষ্ট আছেন, মানস পুত্রগণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্ময়াবিষ্ট ও ভীত হইলেন। পরে বিমান সেই স্থানে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া পুনর্ব্বার উত্তর মুখে চলিল। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর বহু দূর গিয়া দেখেন, সম্মুখে বৈকুণ্ঠ ধাম। বিষ্ণুর বামপার্শ্বে লক্ষ্মী উপবিষ্টা আছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া বিষ্ণু হতবুদ্ধি হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিমান পুনর্ব্বার উত্তর দিকে ধাবমান হইল। কিয়দ্দূর গমনের পর দেখেন, সম্মুখে রুদ্রলোক। সেই স্থানে হরগৌরী উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, এবং জয়া বিজয়া নন্দী প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আছেন। শঙ্কর মনে করিলেন, এ আবার কি। পরে বিমান পুনর্ব্বার উত্তর দিকে চলিল। কিয়দ্দূর গমনের পর দৃষ্ট হইল, সম্মুখে সুধাসাগর, মধ্যে মণিদ্বীপ, নীপবন, কল্পবৃক্ষ, রত্নমন্দির প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। রত্নসিংহাসনের উপর নিরুপম রূপবতী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী জগজ্জননী ভুবনেশ্বরী উপবিষ্টা আছেন। সহস্র সহস্র পরিচারিকা তাঁহার সেবা করিতেছে।——

ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবি কমলালয়া ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ ॥ ১৪ ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি ॥ ১৫ ॥

অন্নপূর্ণেত্যাদি। বাগ্দেবী সরস্বতী। কমলালয়া লক্ষ্মীঃ। তনুঃ তবেতি শেষঃ। ১৪।

ত্বমেবেত্যাদি। সূক্ষ্মা পরমাণুরূপা। স্থূলরূপত্বাৎ, ব্যক্তং পরমাণুরূপত্বা-চ্চাব্যক্তং স্বং স্বরূপং বিদ্যতে যস্যাঃ সা ত্বম্। বস্তুতো নিরাকারাপি আকৃতি-

তুমিই অন্নপূর্ণা, তুমিই বাগ্দেবী, তুমিই কমলা, অধিক কি, তুমি সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা (৫১) ও তোমার শরীর সর্ব্বদেবময়, অর্থাৎ তুমি সমুদায় দেবতার শরীরে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তত্তৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেছ (৫২) ।১৪

অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্তব করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। ভগবতী আজ্ঞা প্রদান করিলে তাঁহারা অবতীর্ণ হইবামাত্র স্ত্রীরূপ হইয়া গেলেন। এইরূপে তাঁহারা স্ত্রীরূপে পরিচারিকাভাবে দশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবতী পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে পুরুষ করিয়া দিলেন। অনন্তর নিজ শরীর হইতে তিন জনকে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী, এই তিন শক্তি প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, তোমরা এই শক্তি সহযোগে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে সমর্থ হইবে। পরে শিবের প্রতি আদেশ করিলেন, বৎস। যদিও তোমাতে তমোগুণের ভাগ অধিক, তথাপি তুমি সর্ব্বদা সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া থাকিবে। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর দেখিলেন, তিন শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই, সকলই মহামায়ার মায়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইরূপে যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও যাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তখন অপর কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে পারিবে।

(৫১)—আমাদিগের যে অঙ্গ-সঞ্চালন-শক্তি, দর্শন-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, সঞ্জীবনী-শক্তি প্রভৃতি, তাহাও সেই ভগবতী। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আছে, "যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে। তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥" অস্মৎকৃত ত্রিশক্তিস্তোত্রেও আছে, "নিরাকৃতিস্ত্বং জগদাকৃতিস্ত্বং ত্বং সর্ব্বশক্তির্জগদাদ্যশক্তিঃ। ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানময়ী চ শক্তিস্ত্বং কালি তারে ত্রিপুরে প্রসীদ ॥"

(৫২)—অস্মৎকৃত ত্রিশক্তিস্তোত্রে এ বিষয় সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা, ব্রহ্মাধিষ্ঠায় জগৎ সৃজন্তী বিষ্ণুমধিষ্ঠায় চ পালয়ন্তী। শিবেঽপ্যধিষ্ঠায় চ সংহরন্তী ত্বং কালি তারে

উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ ॥ ১৬ ॥
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী ॥ ১৭ ॥

শূন্যাপি ত্বং সাকারা আকারবিশিষ্টা ভাসি। অতঃ ত্বাং বেদিতুং জ্ঞাতুং কোঽর্হতি যোগ্যো ভবতি ন কোঽপীত্যর্থঃ॥ ১৫ ॥

নন্ বস্তুতো যদি নিরাকারৈবাহং তর্হি কিমর্থং নানাবিধমাকারং দধামি তত্রাহ, উপাসকানামিত্যাদি ॥ ১৬ ॥

দেবি! তুমি সূক্ষ্মা, অতএব তুমি অব্যক্তস্বরূপা এবং নিরাকারা; অপিচ, তুমি স্থূলা, অতএব তুমি ব্যক্তরূপা ও সাকারা (৫৩), সুতরাং এই জগতে কোন্ ব্যক্তিই বা তোমার এই স্বরূপ পরিজ্ঞানে সমর্থ হয়েন![১৫] তুমি উপাসকদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত এবং দানবগণের সংহারের নিমিত্ত সময়ে সময়ে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া থাক।[১৬] তুমি বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত কখনও চতুর্ভুজা, কখনও দ্বিভুজা, কখনও ষড়্ভুজা এবং কখনও বা অষ্টভুজা হইয়া নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ কর।[১৭] দেবি! তুমি

---

(৫৩)—মূলপ্রকৃতি রূপে,—মূলপ্রকৃতি হইতে আবির্ভূত শক্তিরূপে,—শক্তি হইতে সমুৎপন্ন ত্রিবিধ নাদ অর্থাৎ ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব রূপে,—ত্রিবিধ নাদ হইতে সমুৎপন্ন ত্রিবিধ বিন্দু অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার রূপে,—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সমুৎপন্ন অপঞ্চীকৃত শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞান রূপে,—রাজসিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন অপঞ্চীকৃত শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তি রূপে,—তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন অপঞ্চীকৃত আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিরূপে এবং মনঃপ্রভৃতি রূপে ভগবতী অব্যক্তা সূক্ষ্মা ও নিরাকারা, আর পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতাদি রূপে তিনি ব্যক্তা স্থূলা ও সাকারা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে আছে, দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥ দানব সংহারাদি দ্বারা দেবতাদিগের অভীষ্ট ফল দানের জন্য যে সময় তিনি কোনরূপ দিব্যদেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূতা হন তখনই লোকে বলে এই তাঁহার উৎপত্তি হইল। বস্তুতঃ তিনি নিত্যা, তাঁহার উৎপত্তিও নাই বিনাশও নাই। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরাজমানা। তিনি অব্যক্তস্বরূপা ও নিরাকারা হইলেও ভক্তগণ সাধনবলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ বাঞ্ছাকল্পস্বরূপিনী দিব্যদেহধারিনী রূপে দেখেন।

তত্তদ্রূপবিভেদেন মন্ত্রযন্ত্রাদিসাধনম্।
কথিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাবাশ্চ কথিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥
পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপি দুর্ল্লভঃ।
বীরসাধনকর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে ॥ ১৯ ॥
কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥ ২০ ॥
কুলাচারেণ দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥

তা নানাবিধাস্তনূবেব দর্শয়নাহ, চতুর্ভুজেত্যাদি ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥
অথ পশুভাবাদিপ্রসঙ্গাৎ কলৌ যুগে বীরভাবস্যৈব বিদ্যমানত্বেন প্রত্যক্ষফলদায়কানি বীরসাধনকর্ম্মাণ্যেব সাধনীয়ানীত্যেবাহ, পশুভাব ইত্যাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

যেমন নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া থাক, সেইরূপ সেই সেই রূপভেদে নানাপ্রকার মন্ত্রসাধন, নানাপ্রকার যন্ত্রাদি সাধন৹ নানাতন্ত্রে আমি প্রকাশ করিয়াছি। এই মন্ত্র যন্ত্র প্রভৃতি সাধন বিষয়ে পশুভাব বীরভাব ও দিব্যভাব, এই তিন প্রকার ভাব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[১৮] পরন্তু কলিযুগে পশুভাব রক্ষা হইতে পারে না (৫৪), সুতরাং পশুভাব নাই। দিব্য ভাবও দুর্ঘট। এই কলিকালে কেবল বীরভাবের সাধনা সমুদায়ই প্রত্যক্ষ ফলদায়ক।[১৯] দেবি! কলিযুগে কুলাচার ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে কুলসাধন করা কলিসম্ভূত জনগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।[২০] দেবেশি! কুলাচার অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, এবং যে ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তিনি জীবন্মুক্ত হয়েন, সন্দেহ নাই।[২১] জ্ঞানদ্বারাই বস্তু সমুদায় পবিত্র বোধ হয় এবং জ্ঞানদ্বারাই আবার বস্তু সমুদায় অপবিত্রও

---

(৫৪)—৩০ পৃষ্ঠার (১৫) টিপ্পনী দেখুন।

জ্ঞানেন মেধ্যমখিলম্ অমেধ্যং জ্ঞানতো ভবেৎ।
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে মেধ্যামেধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ২২ ॥
যো জানাতি পরং ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্।
কিমস্ত্যমেধ্যং তস্যাগ্রে সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥ ২৩ ॥
ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানেনেত্যাদি। মেধ্যং পবিত্রম্ ॥ ২২ ॥
য ইত্যাদি। সনাতনং সর্ব্বদৈকরূপম্ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

বোধ হইয়া থাকে। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে পবিত্র বা অপবিত্র ভাব কিছুই স্থান প্রাপ্ত হয় না(৫৫)।[২২] যাঁহার সনাতন পরমব্রহ্মকে সর্কব্যাপী বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে জগতে কোন বস্তুই পরমব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, অতএব তাঁহার পক্ষে আর কোন্ বস্তু অপবিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে।[২৩]

দেবি! তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী ও সকলের পরমজননী (৫৬), সুতরাং তুমি পরিতুষ্ট হইলে, সকলেরই পরিতোষ হয় (৫৭)।[২৪] সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তুমিই তমোরূপে বিদ্যমান ছিলে (৫৮), তোমার সেই অব্যক্ত রূপ, বাক্য ও মনের

(৫৫) যতক্ষণ বিষয়জ্ঞান বা এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণই তত্তদ্বস্তুর পবিত্রাপবিত্র সংস্কার ভেদে পবিত্রতা বা অপবিত্রতা জ্ঞান হয়। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে বিষয়ের ভেদাভেদ জ্ঞান তিরোহিত হওয়াতে পবিত্র বা অপবিত্র ভাবও অন্তর্হিত হয়।

(৫৬)—ভগবতী বিশ্ব ও বিরাট্ রূপে, তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ রূপে, অব্যাকৃত ও প্রাজ্ঞ রূপে এবং অব্যক্ত রূপে সর্ব্বস্বরূপা। আর তিনি মূলপ্রকৃতি রূপে সমুদায় জগতের পরমজননী।

(৫৭)—ভগবতী সমুদায় জগতের মূল। মূলে জলসেক করিলে যেরূপ শাখা প্রশাখা ফল পুষ্প পত্র প্রভৃতির পুষ্টিসাধন হয়, সেইরূপ তাঁহার পরিতোষ সম্পাদিত হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেরই পরিতোষ হইয়া থাকে।

(৫৮)—"তমো বা ইদমেকমগ্র আসীৎ তৎপরে স্যাৎ তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রযাত্যে-তদ্বৈ রজস্তদ্রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রযাত্যেতদ্বৈ সত্ত্বস্য রূপমিতি।" এই মৈত্রায়ণীয় শ্রুতি দ্বারা তমঃ শব্দে মূলপ্রকৃতি। অথবা, প্রলয়সময়ে তমোগুণ বিস্তৃত হইয়া সমুদায় জগৎ সংহার

সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসী-তমোরূপমগোচরম্ ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া ॥ ২৫ ॥
মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ২৬ ॥

সৃষ্টেরিত্যাদি। অগোচরম্ আকৃতিশূন্যত্বাৎ বাঙ্মনসয়োরপ্যবিষয়ীভূতম্ ॥২৫॥
মহদিত্যাদি। ভূতান্তং পৃথিবীপর্য্যন্তম্। সর্ব্বকারণকারণং সর্ব্বেষাং মহদাদীনাং কারণানামপি কারণং নিমিত্তভূতম্ ॥ ২৬ ॥

অগোচর। পরে পরমব্রহ্মের অর্থাৎ মূলপ্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত তুরীয় ব্রহ্মের সিসৃক্ষা অনুসারে তোমারই রূপান্তর তমোরূপ শক্তি হইতে নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।২৫

দেবেশি! মহত্তত্ত্ব অবধি পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ তোমা হইতেই সৃষ্ট হইতেছে। সকল কারণের কারণ পরমব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র (৫৯)।২৬ তিনি সৎস্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী। সমস্ত পদার্থই তাঁহা কর্ত্তৃক

করে। তৎকালে সত্ত্বগুণ রজোগুণে এবং রজোগুণ তমোগুণে বিলয়প্রাপ্ত হয়। তখন একমাত্র তমোগুণ ভিন্ন অপর কিছুই থাকে না। পরে ঐ তমোগুণও মূলপ্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় অনন্তর সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে প্রথমতঃ তমোগুণের আবির্ভাব হয়। এই তমোগুণ হইতে রজোগুণ এবং রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হইয়া থাকে। সারদাতিলকে এই তমঃ, শক্তিশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যথা "নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ। নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ॥ সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। আসীৎ শক্তিস্ততো নাদো নাদাৎ বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥" এস্থলে কলাযুক্ত পরমেশ্বর মূলপ্রকৃতি। শক্তি তমোগুণ। কেহ কেহ ইহাকে মূল অজ্ঞানও বলেন। নাদ শব্দে মহত্তত্ত্ব। ইহা তিন প্রকার, তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক। এই নাদত্রয় অব্যক্ত মহেশ্বর, অব্যক্ত ব্রহ্মা ও অব্যক্ত বিষ্ণু।

(৫৯)—পরমব্রহ্মের ক্রিয়া নাই, কর্ত্তৃত্বও নাই; পরন্তু চুম্বক-সান্নিধ্যে প্রচলিত লৌহের ন্যায় প্রকৃতি, পরমব্রহ্মের সত্তামাত্রেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন। বৃক্ষ সমুদায়ের পুষ্প পল্লবাদি বিকাশ বিষয়ে যেরূপ বসন্ত কালের সান্নিধ্য নিমিত্তমাত্র, সেইরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় বিষয়ে পরমব্রহ্ম কেবল নিমিত্তমাত্র। গুণত্রয়ই উপাদান কারণ।

সদ্রূপং সর্ব্বতোব্যাপি সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ববস্তুষু ॥ ২৭ ॥
ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তম্ অবাঙ্মনসগোচরম্ ॥ ২৮ ॥
তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ২৯ ॥
তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

সদ্রূপমিত্যাদি। সদ্রূপং সর্ব্বদা স্থায়িস্বরূপম্। সর্ব্বমাবৃত্য নিঃশেষং পদার্থমাবেষ্ট্য। সর্ব্ববস্তুষু স্থিতমপি নির্লিপ্তমসম্বদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥

নেত্যাদি। ন চাশ্নাতি ন চ ভুঙ্‌ক্তে। সত্যং যথার্থস্বরূপম্। জ্ঞানং সমস্তপদার্থাববোধঃ তৎস্বরূপঃ। অনাদ্যন্তং ন বিদ্যতে আদিঃ কারণম্ অন্তে নাশশ্চ যস্য তথাভূতম্ ॥ ২৮ ॥

তস্যেত্যাদি। তদিচ্ছামাত্রং পরব্রহ্মণ ইচ্ছামেব। অন্তে প্রলয়কালে ॥২৯।৩০॥

সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি রূপান্তর বা পরিণাম নাই। তিনি সর্ব্বদা একভাবে রহিয়াছেন। তিনি চিন্মাত্র, তিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন।[২৭] তিনি নিষ্ক্রিয়, তাঁহার কর্তৃত্ব নাই; তিনি কোন কর্ম্মই করেন না। তিনি আহার করেন না, তিনি গমন করেন না; তিনি কোন স্থানবিশেষে অবস্থানও করেন না। তিনি সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ। তিনি অনাদি অনন্ত এবং বাক্য ও মনের অগোচর।[২৮] তুমিই তাঁহার ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিয়া এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছ, পালন করিতেছ এবং প্রলয়কালে সমুদায় সংহারও করিতেছ। তুমি পরাৎপরা ও মহাযোগিনী।[২৯] জগৎসংহারকারক মহাকাল, তোমারই একটি রূপ মাত্র। এই মহাকাল মহাপ্রলয় সময়ে সমুদায় জগৎ গ্রাস করিবেন।[৩০] সর্ব্ব প্রাণীকে

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥ ৩১ ॥
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাৎ আদ্যা কালীতি গীয়তে ॥ ৩২ ॥
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে ॥ ৩৩ ॥

কলনাদিত্যাদি। কলনাৎ গ্রসনাৎ। ৩১।

কালেত্যাদি। আদিরূপিণী কারণস্বরূপা। ৩২।

পুনরিত্যাদি। নিরাকৃতি আকারশূন্যম্। বাচাতীতম্ অতিক্রান্তবাক্। মনোঽগম্যং মনসোঽপ্যপ্রাপ্যম্। ৩৩।

সাকারেত্যাদি। সর্ব্বাদিঃ সর্ব্বেষাং কারণভূতা। সর্ব্বকারণত্বাদেব ন

কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়া, তিনি মহাকাল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তুমি মহাকালকেও (৬০) কলন অর্থাৎ গ্রাস কর, এই নিমিত্ত তুমি পরাৎপরা আদ্যা কালিকা।[৩১] তুমি কালকে গ্রাস কর, এই নিমিত্ত তোমার নাম কালী এবং তুমি সকলের আদি। তুমি সকলের কালস্বরূপা এবং সকলের আদিভূতা অর্থাৎ কারণস্বরূপা বলিয়া তোমাকে সকলে আদ্যা কালী বলিয়া কীর্ত্তন করে (৬১)।[৩২] আবার প্রলয়কালে বাক্যের অতীত, মনের অগম্য, তমোময়, নিরাকার, অব্যক্ত স্বরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক একমাত্র তুমিই বিদ্যমান থাক,[৩৩] সুতরাং তুমি সাকারা হইয়াও নিরাকারা এবং তুমি মায়া দ্বারা বহুরূপ অবলম্বন করিয়া থাক। তুমি সকলের আদি, কিন্তু তোমার

---

(৬০)—৫৮ সংখ্যক টিপ্পনীতে যে তম বা শক্তির উল্লেখ হইয়াছে, তিনিই মহাকাল নামে বিখ্যাত।

(৬১)—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মূলপ্রকৃতিতে উপহিত তুরীয়ব্রহ্ম অথবা তুরীয়ব্রহ্মের সহিত একীভূত মূলপ্রকৃতিই আদ্যা কালী নামে উপাসিতা হয়েন।

সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিনী।
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা ॥ ৩৪ ॥
অতস্তে কথিতং ভদ্রে ব্রহ্মমন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ।
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তৎ ফলং তব সাধনাৎ ॥ ৩৫ ॥
নানাচারেণ ভাবেন দেশকালাধিকারিণাম্।
বিভেদাৎ কথিতং দেবি কুত্রচিদ্‌গুপ্তসাধনম্* ॥ ৩৬ ॥
যে যত্রাধিকৃতা মর্ত্ত্যাস্তে তত্র ফলভাগিনঃ।
ভবিষ্যন্তি তরিষ্যন্তি মানুষা গতকিল্বিষাঃ ॥ ৩৭ ॥

বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্যাস্তথাভূতা ত্বমসি ॥ ৩৪ ॥

তব সাধনতো ব্রহ্মস্বলাভে ইদমেব কারণমতীত্যাহ, অত ইত্যাদিনা ॥ ৩৫ ॥

অথ সাধনং কেন বর্ত্মনেতি মদীয়ং সাধনং পরং কীদৃশং বর্ত্ততে ইতি চ যৎ পরমেশ্বর্য্যা পৃষ্টং তত্র সংকথিতেনৈব মার্গেণ সর্ব্বং কর্ম্ম সাধনীয়ং মদুক্তবর্ত্মনা নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মণাং যৎ সাধনং তদেব তাবকীনং সাধনমিত্যুত্তরং দাতুং প্রক্রমতে, নানাচারেণেত্যাদি। নানাভাবেন চ। বিভেদাৎ বিশেষাৎ। কুত্রচিৎ তন্ত্রাদিষু ॥ ৩৬ ॥

য ইত্যাদি। যত্র গুপ্তসাধনে ব্যক্তসাধনে বা ॥ ৩৭ ॥

আদি কেহই নাই। তুমিই রজোগুণ দ্বারা সকলের সৃষ্টিকর্ত্রী, সত্ত্বগুণ দ্বারা সকলের পালনকর্ত্রী ও তমোগুণ দ্বারা সকলের সংহারকর্ত্রী।[৩৪] ভদ্রে! আমি এই নিমিত্ত তোমার নিকট বলিয়াছি যে, ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি যে ফল লাভ করিতে পারে, তোমার সাধন দ্বারাও সেই ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মোক্ষ ফল লাভ করিতে পারা যায়।[৩৫] দেবি! দেশভেদে, কালভেদে ও অধিকারিভেদে, বৈদিকাচার বৈষ্ণবাচার প্রভৃতি নানা আচার ও পশুভাব প্রভৃতি ভাবভেদ থাকাতে কোন কোন তন্ত্রে, অপ্রকাশ্যভাবে সাধন করিবার নিমিত্ত গুপ্তসাধনও বলিয়াছি।[৩৬] ফলতঃ, যে সকল মনুষ্য যেরূপ আচারে, যেরূপভাবে, যেরূপ সাধনে অধিকারী, তাহারা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেই ফলভাগী হইবে, এবং পাপপরিশূন্য হইয়া সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।[৩৭] (পরন্তু প্রিয়ে! প্রবল

* তদত্র গুপ্তসাধনম্ ইতি পাঠান্তরম্।

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচারে মতির্ভবেৎ।
কুলাচারেণ পূতাত্মা সাক্ষাচ্ছিবময়ো ভবেৎ* ॥ ৩৮ ॥
যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র যোগস্য কা কথা।
যোগেঽপি ভোগবিরহঃ কৌলস্তূভয়মশ্নুতে ॥ ৩৯ ॥
একশ্চেৎ কুলতত্ত্বজ্ঞঃ পূজিতো যেন সুব্রতে।
সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ পূজিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

অথ প্রবলে কলৌ যুগে কুলমার্গেণৈব সর্ব্বং কর্ম্ম সাধনীয়মিতি প্রতিপাদনায় তমেব মার্গং স্তোতুমনা মহাদেবঃ পূর্ব্বং তন্মার্গবর্ত্তিনং জনং প্রশংসতি. বহুজন্মেত্যাদিভিঃ। সাক্ষাচ্ছিবময়ঃ সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপঃ ॥ ৩৮ ॥
যত্রেত্যাদি। যত্র সাধনে। ভোগবিরহঃ ভোগাভাবঃ। উভয়মশ্নুতে যোগং ভোগঞ্চ লভতে ॥ ৩৯ ॥

কলিকালে একমাত্র কুলাচারই অবলম্বনীয়); যাঁহার বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত আছে, সেই পুণ্যপুঞ্জ ফলে তাঁহারই কুলাচারে (৬২) মতি হইয়া থাকে। কুলাচারের অনুষ্ঠানে যাঁহার আত্মা পবিত্র হইয়াছে তিনি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ।৩৮

দেবি! যে স্থলে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি ভোগবাহুল্য আছে, সে স্থলে যোগের সম্ভাবনা কোথায়। আর যে স্থলে যোগের অনুষ্ঠান আছে, সে স্থলে ভোগেরও সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। পরন্তু কুলাচারে প্রবৃত্ত হইলে. ভোগ ও যোগ (৬৩) উভয়ই লাভ করিতে পারা যায়।৩৯ সুব্রতে! যিনি একজন মাত্র কুলতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির (৬৪) পূজা করেন. তাঁহার তদ্দ্বারা সমুদায় দেবদেবীরই পূজা করা হইয়া থাকে, ইহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।৪০ সুবর্ণরাশিতে পরিপূর্ণ

---

* সাক্ষাৎ শিবময়ো হি সঃ ইতি পঠনীয়ম্।

(৬২)—কুলাচারের বিশেষ বিবরণ অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতি দ্রষ্টব্য।

(৬৩)—এস্থলে প্রাণের সহিত অপান, রেতের সহিত রজ, চন্দ্রের সহিত সূর্য্য, নাদের সহিত বিন্দু এবং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগই যোগ-শব্দবাচ্য।

(৬৪)—"ন কুলং কুলমিত্যাহুঃ কুলং ব্রহ্ম সনাতনম্।" বংশমর্য্যাদাকে কুল বলা যায় না; সনাতন ব্রহ্মই কুলশব্দবাচ্য। যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া নির্ব্বিকার ও পাশমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে কুলতত্ত্বজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। তিনিই উত্তম কৌল ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ।

পৃথিবীং হেমসম্পূর্ণাং দত্ত্বা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং লভতে কৌলিকার্চ্চনাৎ ॥৪১॥
শ্বপচোঽপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে।
কুলাচারবিহীনস্তু ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ ॥ ৪২ ॥
কৌলধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে।
যস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানী নরো ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥

এক ইত্যাদি। পূজিতাঃ তেনেতি শেষঃ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥
শ্বপচ ইত্যাদি। অতিরিচ্যতে উত্তমভাবত্বাদ্বিশিষ্যতে ॥ ৪২ ॥
কৌলধর্ম্মাদিত্যাদি। কৌলধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মোত্তমত্বে হেতুং দর্শয়ন্নাহ, যস্যানুষ্ঠানমাত্রেণেত্যাদি ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥

পৃথিবী দান করিতে পারিলে, যে ফল লাভ করিতে পারা যায়, কুলাচার-নিরত ব্যক্তির অর্চ্চনা দ্বারা তাহার কোটিগুণ পুণ্য সঞ্চার হইয়া থাকে।[৪১] যদি কোন চণ্ডালও কুলতত্ত্বজ্ঞ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলা যায়। পরন্তু যদি কোনও ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত ব্যক্তিও কুলাচার-বিহীন হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে চণ্ডাল জাতীয় মনুষ্য অপেক্ষাও অধম বলিয়া গণনা করিতে হইবে।[৪২] যে কুলধর্ম্মের অনুষ্ঠান মাত্রেই মানবগণ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া উঠে, আমার জ্ঞানে সেই কুলধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কোন ধর্ম্মই নাই।[৪৩] দেবি! আমি তোমাকে সত্য কথা বলিতেছি, তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম

ব্রহ্মের পূজা করিলে যখন সমুদায় দেবদেবীর পূজা সিদ্ধ হয়, তখন যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহার পূজা করিলে কি নিমিত্ত সমুদায় দেবদেবী পূজিত না হইবেন। কোন কোন স্থলে লিখিত আছে যে "কুলং কুণ্ডলিনী শক্তিরকুলং তু মহেশ্বরঃ।" কুণ্ডলিনী শক্তি কুল-শব্দবাচ্য ও মহেশ্বর অকুল-শব্দবাচ্য॥ বলা বাহুল্য মাত্র যে, যিনি কুণ্ডলিনীতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহাকেও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলা যায়। কারণ, ব্রহ্ম শব্দে শক্তিযুক্ত চৈতন্য এবং কুণ্ডলিনী শব্দে চৈতন্যযুক্ত শক্তি; সুতরাং সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে উভয়ই এক বস্তু। আমাদের অনুভবে অজ্ঞান-জনিত বিক্ষেপ শক্তি দ্বারাই উভয়ে পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন।

সত্যং ব্রবীমি তে দেবি হৃদি কৃত্বাবধারয় ।
সর্ব্বধর্ম্মোত্তমাৎ কৌলাৎ পরো ধর্ম্মো ন বিদ্যতে ॥ ৪৪ ॥
অয়ন্তু পরমো মার্গো গুপ্তোঽস্তি পশুসঙ্কটে ।
ব্যক্তীভবিষ্যত্যচিরাৎ সংবৃত্তে প্রবলে কলৌ ॥ ৪৫ ॥
কলিকালে প্রবৃদ্ধে তু সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ।
ন স্থাস্যন্তি বিনা কৌলান্ পশবো মানবা ভুবি ॥ ৪৬ ॥
যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা ।
ন স্থাস্যতি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৭ ॥

অয়মিত্যাদি । পশুসঙ্কটে পশুসমূহে । সংবৃত্তে সম্যক্ প্রবৃত্তে ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ।
অথ তত্তদ্যুগবিশেষাচারপ্রসঙ্গেন সংক্ষেপতঃ কলিযুগপ্রবলতালক্ষণানি কথয়তি, যদা ত্বিত্যাদিভিঃ । হে বরারোহে উত্তমে ॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্বক অবধারণ করিয়া রাখ যে, সকল ধর্ম্মের উত্তম ধর্ম্ম কুলধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কোন ধর্ম্মই নাই।[৪৪] এই পরম উৎকৃষ্ট পথ সম্প্রতি পশুসঙ্কটে পতিত হইয়া সুগুপ্ত রহিয়াছে, পরন্তু প্রবল কলির প্রাদুর্ভাব হইলেই অবিলম্বে ইহা প্রকটিত হইয়া উঠিবে।[৪৫] আমি সত্য সত্য বলিতেছি, যখন কলির প্রাবল্য হইবে, তখন কৌলাচারী মনুষ্য ব্যতীত পশ্বাচারী মনুষ্য পৃথিবীতে থাকিবে না (৬৫)।[৪৬] বরারোহে! যখন দেখিবে যে, বৈদিকী দীক্ষা ও পৌরাণিকী দীক্ষা পৃথিবীতে আর নাই, তখনি বুঝিবে যে, প্রবল কলি উপস্থিত হইয়াছে।[৪৭]

(৬৫)—যিনি পাশবদ্ধ ও অজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন) তাঁহাকে পশু বলা যায়। এই পশু তিন প্রকার। উত্তম পশু, মধ্যম পশু ও অধম পশু। যাঁহারা বেদাচার বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচারে থাকিয়া যথানিয়মে দেবার্চ্চনা প্রভৃতি কার্য্য করেন ও কোন দেবতার দ্বেষ করেন না, তাঁহারা উত্তম পশু। যাঁহারা দেবগণের বিদ্বেষী ও ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনে না থাকিয়া যথেচ্ছাচার করেন, তাঁহারা অধম পশু। আর এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তীকে মধ্যম পশু বলা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ শাস্ত্রোক্ত কোন আচারেরই অন্তর্বর্ত্তী নহেন। তাঁহারা অনাচারী বা অবৈধাচারী। এই পশুসঙ্কট অর্থাৎ পশুপ্রাবল্য নিবন্ধন কুলমার্গ বিশেষ গুপ্তভাবে ছিল, এক্ষণে ক্রমশঃ প্রকটিত হইতেছে। পশ্বাচারীর বিধান সম্পূর্ণ প্রতিপালন করিতেছেন, এরূপ ব্যক্তি সম্প্রতি নিতান্ত দুর্লভ।

যদা তু পুণ্যপাপানাং পরীক্ষা বেদসম্ভবা।
ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৮ ॥
ক্বচিচ্ছিন্না ক্বচিদ্ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিণী।
ভবিষ্যতি কুলেশানি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৯ ॥
যদা তু ম্লেচ্ছজাতীয়া রাজানো ধনলোলুপাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাপ্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫০ ॥
যদা স্ত্রিয়োঽতিদুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ।
গর্হিষ্যন্তি চ ভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫১ ॥
যদা তু মানবা ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ।
দ্রুহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীন্ তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫২ ॥

যদেত্যাদি। শান্তে হে সংযতচিত্তে ॥ ৪৮ ॥
ক্বচিদিত্যাদি। সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা ॥ ৪৯॥
যদা স্ত্রিত্যাদি। অতিদুর্দ্দান্তাঃ অতিদুঃখেন দম্যন্তে যাঃ তথাভূতাঃ অতিদুঃখেন দমনীয়া ইত্যর্থঃ। কর্কশাঃ কঠোরাঃ। গর্হিষ্যন্তি নিন্দিষ্যন্তি ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২॥

শান্তে! শিবে! যৎকালে পাপপুণ্যের বেদোক্ত পরীক্ষা থাকিবে না, তখনই জানিবে যে, কলির প্রাবল্য হইয়াছে।[৪৮] কুলেশ্বরি! যৎকালে দেখিবে, সুরতরঙ্গিণী গঙ্গা স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্না হইয়াছেন, তখনই বিবেচনা করিবে যে, কলি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।[৪৯] মহাপ্রাজ্ঞে! যৎকালে দেখিবে যে ম্লেচ্ছজাতীয় জনগণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাতিশয় ধনলোলুপ হইয়াছে, তখনি বিবেচনা করিবে যে, কলি সাতিশয় প্রবল হইয়াছে।[৫০] যৎকালে স্ত্রীগণ অতিদুর্দ্দান্ত কর্কশ স্বভাব ও কলহনিরত হইয়া, স্বামীর নিন্দা ও বিদ্বেষাচরণ করিবে, তখনই বুঝিবে যে, কলির সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।[৫১] যৎকালে দেখিবে যে মনুষ্যগণ, কামমোহিত ও স্ত্রীর বশীভূত হইয়া গুরু মিত্র প্রভৃতির বিদ্রোহাচরণ করিতেছে, তখনই বিবেচনা করিবে যে, কলির সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।[৫২] যে সময় পৃথিবী অল্পর্ব্বরা ও অল্পফলা, মেঘ সকল স্বল্পবর্ষী,

যদা ক্ষৌণী স্বল্পফলা তোয়দাঃ স্তোকবর্ষিণঃ।
অসম্যক্‌ফলিনো বৃক্ষা-স্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৩ ॥
ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্যা যদা ধনকণেহয়া।
মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৪ ॥
প্রকটে মদ্যমাংসাদৌ নিন্দাদণ্ডবিবর্জ্জিতে।
গূঢ়পানং চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৫ ॥
সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু* যথা মদ্যাদিসেবনম্।
কলাবপি তথা কুর্য্যাৎ কুলধর্ম্মানুসারতঃ† ॥ ৫৬ ॥
যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারং সত্যপূতা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ব্যক্তাচারা দয়াশীলা ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৭ ॥

যদা ক্ষৌণীত্যাদি। স্তোকবর্ষিণঃ স্বল্পবর্ষণশীলাঃ ॥ ৫৩ ॥
ভ্রাতর ইত্যাদি। ধনকণেহয়া বিত্তলেশাকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৫৪ ॥
প্রকটে ইত্যাদি। প্রকটে প্রব্যক্তে মদ্যমাংসাদৌ নিন্দাদণ্ডবিবর্জ্জিতেঽপি সতি যদা গূঢ়পানং জনাশ্চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলির্জ্ঞাতব্যঃ ॥ ৫৫ ॥
সত্যত্রেতেত্যাদি। যথা মদ্যাদিসেবনং প্রকাশতঃ কৃতবানিতি শেষঃ ॥ ৫৬ ॥
যে কুর্ব্বন্তীত্যাদি। ন হি তান্ বাধতে তান্ন পীড়য়তি ॥ ৫৭ ॥

এবং বৃক্ষ সকল সম্যক্ ফলশালী নহে, তখনই বিবেচনা করিবে যে, কলির সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।[৫৩] যৎকালে ভ্রাতৃগণ, স্বজনগণ ও অমাত্যগণ, সামান্য ধনলোভে অন্ধ হইয়া, পরস্পর বিবাদ কলহ ও প্রহার পর্য্যন্ত করিবে, তখনই জানিবে যে, কলি সাতিশয় প্রবল হইয়াছে।[৫৪] যৎকালে প্রকাশ্যরূপে মদ্য মাংস ভক্ষণ করিলেও কেহ নিন্দা বা দণ্ড প্রদান করিবে না, অথচ সকলে গূঢ়রূপে সুরাপান করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই বিবেচনা করিবে যে, প্রবল কলির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।[৫৫]

দেবি! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে যেরূপ মদ্যমাংসাদি সেবন বিহিত ছিল, কলিযুগেও সেইরূপ কুলধর্ম্মানুসারে সুরাপানাদি করিতে

---

* সত্যত্রেতাদ্বাপরে চ ইত্যপি পাঠঃ।
† কুলবর্ত্মানুসারতঃ ইতি বা পঠনীয়ম্।

গুরুশুশ্রূষণে যুক্তা ভক্তা মাতৃপদাম্বুজে।
অনুরক্তাঃ স্বদারেষু ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৮ ॥
সত্যব্রতাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ।
কুলসাধনসত্যা যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৯ ॥
কুলমার্গেণ তত্ত্বানি শোধিতানি চ যোগিনে।
যে দদ্যুঃ সত্যবচসে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬০ ॥
হিংসামাৎসর্য্যরহিতা দম্ভদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ।
কুলধর্ম্মেষু নিষ্ঠা যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬১ ॥

গুর্বিত্যাদি। যুক্তাঃ সঙ্গতাঃ। অনুরক্তাঃ অনুরাগবন্তঃ ॥ ৫৮ ॥
সত্যব্রতা ইত্যাদি। কুলসাধনসত্যাঃ কুলসাধনে যথার্থাভিধায়িনঃ ॥ ৫৯ ॥
হিংসেত্যাদি। হিংসামাৎসর্য্যরহিতাঃ প্রাণবিয়োগানুকূলব্যাপারো হিংসা অন্যশুভদ্বেষো মাৎসর্য্যং তাভ্যাং হীনাঃ ॥ ৬১ ॥

পারিবে (৬৬) যাঁহারা।[৫৭] সত্যবাক্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্যক্তভাবে কুলধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এবং সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ করিবেন, কলি তাঁহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে পারিবে না।[৫৭] যাঁহারা গুরুশুশ্রূষায় নিরত থাকিবেন, যাঁহারা মাতাপিতার চরণকমলে ভক্তিযুক্ত হইবেন, যাঁহারা কেবল স্বপত্নীতেই অনুরক্ত থাকিবেন, তাঁহারাও কলির দ্বারা উৎপীড়িত হইবেন না।[৫৮] যাঁহারা সত্যব্রত সত্যনিষ্ঠ ও সত্য ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া, কুলসাধনে যথার্থ অনুরক্ত থাকিবেন, কলি তাঁহাদিগকেও প্রপীড়িত করিতে পারিবে না।[৫৯] যাঁহারা কুলাচারোক্ত বিধি অনুসারে শোধিত মদ্যমাংসাদি পঞ্চতত্ত্ব, সত্যনিষ্ঠ কুলযোগীকে প্রদান করিবেন, কলি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না।[৬০] যাঁহারা হিংসাপর ও পরশ্রীকাতর নহেন,

---

(৬৬)—রামায়ণে রামচন্দ্র ও সীতা, মহাভারতে ও হরিবংশে নারদ ঋষি, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী, যদুবংশীয় অপরাপর পুরুষ ও রমণীগণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণে দত্তাত্রেয় মুনি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের মদ্য মাংসাদি সেবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদ স্মৃতি ও পুরাণে নানা স্থলে বৈধ সুরাপানাদির বিধান দৃষ্ট হয়। ইহার প্রমাণ অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

কৌলিকৈঃ সহ সংসর্গং বসতিং কুলসাধুষু।
কুর্ব্বন্তি কৌলসেবাং যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥৬২॥
নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ কুলাচারেষু নিশ্চলাঃ।
সেবন্তে ত্বাং কুলাচারৈ-র্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥৬৩॥
স্নানং দানং তপস্তীর্থং ব্রতং তর্পণমেব চ।
যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারৈ-র্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৪ ॥
জীবসেকাদিসংস্কারাঃ পিতৃশ্রাদ্ধাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
যে কুর্ব্বন্তি কুলাচারৈ-র্ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৫ ॥

কৌলিকৈরিত্যাদি। বসতিং নিবাসম্ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥

যাঁহারা দম্ভ ও দ্বেষ পরিশূন্য, যাঁহারা কুলধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবান্ তাঁহারা কলি কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইবেন না।[৬১] যাঁহারা কৌলিক মহাপুরুষদিগের সংসর্গে থাকেন, যাঁহারা কুলসাধুদিগের (৬৭) নিকট বসতি করেন এবং যাঁহারা কৌলগণের সেবা করেন, কলি তাঁহাদেরও বিপরীতাচরণ করিতে পারে না।[৬২] কুলাচারে দৃঢ়মতি যে সকল কুলধর্ম্মাবলম্বী সাধক লোক সমক্ষে বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি বিবিধ বেশ ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করেন, অথচ কেবল কুলাচার দ্বারাই তোমার পূজা করিয়া থাকেন (৬৮) কলি তাঁহাদেরও বিরোধী হইতে পারে না। [৬৩] স্নান, দান তপস্যা, তীর্থ দর্শন, ব্রতানুষ্ঠান ও তর্পণ এই সমুদায় যাহারা কুলাচার অনুসারে করেন, কলি তাঁহাদিগকেও কোন ক্লেশ দিতে পারে না।[৬৪] যাঁহারা কুলাচার অনুসারে গর্ভাধান প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, কলি তাঁহাদিগকেও পীড়ন করিতে সক্ষম নহে।[৬৫] যাঁহারা কুলতত্ত্ব

(৬৭)—যাঁহারা লতাসাধন, শ্মশানসাধন, শবসাধন প্রভৃতি কুলসাধন করেন, তাঁহাদিগকে কুলসাধু বলা যায়।

(৬৮)—তন্ত্রসারের কুলাচার-প্রকরণে আছে—

অন্তঃশাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥

কুলতত্ত্বং কুলদ্রব্যং কুলযোগিনমেব চ।
নমস্কুর্ব্বন্তি যে ভক্ত্যা ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥ ৬৬॥
কৌটিল্যানৃতহীনানাং স্বচ্ছানাং কুলমার্গিণাম্।
পরোপকারব্রতিনাং সাধূনাং কিঙ্করঃ কলিঃ॥ ৬৭॥
কলের্দ্দোষসমূহস্য মহানেকো গুণঃ প্রিয়ে।
সত্যপ্রতিজ্ঞকৌলানাং শ্রেয়ঃ সঙ্কল্পমাত্রতঃ॥ ৬৮॥

কুলতত্ত্বমিত্যাদি। কুলতত্ত্বং স্ত্রীকুসুমাদি। কুলদ্রব্যং মদ্যমাংসাদি॥ ৬৬॥
কৌটিল্যেত্যাদি। পরোপকারব্রতিনাং পরোপকাররূপঃ ব্রতমস্ত্যেষামিতি পরোপকারব্রতিনঃ তেষাম্॥ ৬৭॥
কলেরিত্যাদি। দোষসমূহস্য দোষসমূহবতঃ॥ ৬৮॥

কুলদ্রব্য (৬৯) এবং কুলযোগীকে দর্শন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করেন, কলি তাঁহাদিগকে কোনরূপ পীড়া দান করিতে পারে না।৬৬ যাঁহারা কুটিলতা ও মিথ্যাচার বিহীন, যাঁহারা পরোপকারনিরত ও সাধু, এবং যাঁহারা সুনির্ম্মল অন্তঃকরণে কুলপথ অবলম্বন করেন, কলি তাঁহাদের কিঙ্কর স্বরূপ হইয়া থাকে।৬৭

প্রিয়ে! কলিযুগ অশেষ দোষের আকর হইলেও, ইহার একটি মাত্র মহৎ গুণ এই যে, যে সকল কুলাচারপরায়ণ ব্যক্তি সত্যপ্রতিজ্ঞ, তাঁহারা মানসে সঙ্কল্প মাত্রেই শ্রেয়োলাভ করেন অর্থাৎ কুলসাধক কোন অনুষ্ঠানের মানস করিয়া যদি দৈবগত্যা তাহা সম্পন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলেও তাঁহারা সেই অভিলষিত কর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন।৬৮ দেবি! অপরাপর যুগে

অর্থাৎ যাহারা মনে মনে শক্তির উপাসক হইয়াও বাহ্যে শৈবের ন্যায় ব্যবহার করেন এবং সভাস্থলে বৈষ্ণব-মতাবলম্বী হইয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও বিচারাদি করেন এইরূপ বামাচারী কৌল আবশ্যকমত নানা রূপ ও নানা বেশ ধারণ পূর্ব্বক মহীমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই ভাবাবলম্বী ছিলেন।

(৬৯)—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও শক্তি, এই পাঁচটি কুলদ্রব্য। স্বয়ম্ভুপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডপুষ্প, গোলপুষ্প ও দার্ব্বকালির পুষ্প এই পাঁচটি কুলতত্ত্ব। বিন্দুও কুলতত্ত্ব মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক কুলদ্রব্য ও কুলতত্ত্ব এস্থলে অভিপ্রেত নহে, সুতরাং তাহা ব্যক্ত করা অনাবশ্যক।

অপরে তু যুগে দেবি পুণ্যং পাপঞ্চ মানসম্।
নৃণামাসীৎ কলৌ পুণ্যং কেবলং ন তু দুষ্কৃতম্ ॥ ৬৯ ॥
কুলাচারৈর্ব্বিহীনা যে সততাসত্যভাষিণঃ।
পরদ্রোহপরা যে চ তে নরাঃ কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৭০ ॥
কুলবর্ত্ম স্বভক্তা যে পরযোষিৎসু কামুকাঃ।
দ্বেষ্টারঃ কুলনিষ্ঠানাং তে জ্ঞেয়াঃ কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৭১ ॥
যুগাচারপ্রসঙ্গেন কলেঃ প্রাবল্যলক্ষণম্।
সংক্ষেপাৎ কথিতং ভদ্রে প্রীতয়ে তব পার্ব্বতি ॥ ৭২ ॥
প্রকটেঽত্র কলৌ দেবি সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ।
স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ ॥ ৭৩॥

অপবে ইত্যাদি। অপবে সত্যত্রেতাদৌ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥
কলের্যুগস্য প্রাবল্যে সতি সত্যেনৈব প্রব্যক্তঃ কুলাচারো বিধাতব্য ইত্যভিধাতুকামো মহাদেবঃ সত্যং প্রশংসিষ্যন্নাহ, প্রকটেঽত্রেত্যাদি॥৭৩॥৭৪॥

মানবগণের মানসে সঙ্কল্পিত সদসৎ কর্ম্মানুসারে পাপ বা পুণ্য হইত, পবন্তু কলিযুগে, মানসে সঙ্কল্পিত কর্ম্মানুসারে কেবল মাত্র পুণ্য হয়, কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে পাপ হয় না।[৬৯]

যাহারা কুলাচাব-পবায়ণ নহে, যাহারা নিবন্তব মিথ্যা বাক্য কহে, এবং যাহারা পরেব অনিষ্টাচরণে তৎপব, সেই সকল ব্যক্তিই কলির কিঙ্কব।[৭০] যাহারা কুলমার্গে অশ্রদ্ধা করে, যাহাবা পবস্ত্রীকামুক, এবং যাহাবা কৌল-দ্বেষী তাহারাই কলির দাস।[৭১] পার্ব্বতি! তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি যুগাচার প্রসঙ্গে সংক্ষেপে প্রবল কলির লক্ষণ বর্ণন করিলাম।[৭২] দেবি! এই কলি প্রবল হইলে, সমুদায় ধর্ম্মই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তৎকালে কেবল একমাত্র সত্যই অবস্থান কবিবে, অতএব বাক্যে, মনে ও কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে সত্যময় হওয়া, সকলেরই কর্ত্তব্য।[৭৩] সুব্রতে! সত্য সত্যই জানিও,

সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
তদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে ॥ ৭৪ ॥
ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৭৫ ॥
সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপো ব্যর্থ-মূষরে বপনং যথা ॥ ৭৬ ॥
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি ॥ ৭৭ ॥
অতএব ময়া প্রোক্তং দুষ্কৃতে প্রবলে কলৌ।
কুলাচারোঽপি সত্যেন কর্ত্তব্যো ব্যক্তভাবতঃ ॥ ৭৮ ॥

ন হীত্যাদি। অনৃতাৎ অসত্যাৎ। সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রযত্নেন। আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিঃ স্বভাবো ব্রহ্ম বর্ষ্ম চেত্যমরঃ। সমাশ্রয়েৎ সম্যক্ সেবেত ॥ ৭৫ ॥

সত্যহীনা ইত্যাদি। ঊষরে ক্ষারমৃত্তিকাযুক্তদেশে ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥

অতএবেত্যাদি। অতএব সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং সত্যমূলত্বাদেবেত্যর্থঃ। দুষ্কৃতে-পাপিনি ॥ ৭৮ ॥

মানবগণ সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যে কর্ম্ম করে, তাহাই সফল হইয়া থাকে।[৭৪] সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, এবং মিথ্যা অপেক্ষাও পাপ-জনক আর কিছুই নাই। অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে একমাত্র সত্যকে অবলম্বন করাই মানবদিগের কর্ত্তব্য।[৭৫] ক্ষারভূমিতে বীজ বপন করিলে যেমন শস্য উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ সত্যহীন পূজা, সত্যহীন জপ ও সত্যহীন তপস্যা, সকলই বিফল হইয়া থাকে।[৭৬] পরমব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, সত্যই পরম তপস্যা, সমুদায় ক্রিয়া-কাণ্ডই সত্যমূলক, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সত্য হইতে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।[৭৭] এই নিমিত্ত আমি বলিতেছি যে, পাপময় কলি প্রবল হইলে, সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যক্তভাবেই কুলাচারের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।[৭৮] গোপন করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়, কারণ মিথ্যাবাক্য ব্যতীত গোপন

গোপনাদ্ধীয়তে সত্যং ন গুপ্তিরনৃতং বিনা ।
তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধনম্ ॥ ৭৯ ॥
কুলধর্ম্মস্য গুপ্ত্যর্থং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ।
যদুক্তং কুলতন্ত্রেষু ন শস্তং প্রবলে কলৌ ॥ ৮০ ॥
কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ ত্রেতায়াং পাদহীনকঃ ।
দ্বিপাদো দ্বাপরে দেবি পাদমাত্রং কলৌ যুগে ॥ ৮১ ॥
তত্রাপি সত্যং বলবৎ তপঃ খঞ্জং দয়াপি চ ।
সত্যপাদে কৃতে লোপে ধর্ম্মলোপঃ প্রজায়তে ।
তস্মাৎ সত্যং সমাশ্রিত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৮২ ॥

গোপনাদিত্যাদি। হীয়তে হীনঃ ভবতি ত্যক্তং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

কুলধর্ম্মস্যেত্যাদি। ননু কুলধর্ম্মস্য গুপ্ত্যর্থং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতমিতি কুলতন্ত্রেষু ভবতৈবোক্তং তৎ কথমিদানীমুচ্যতে তস্মাৎ প্রকাশতঃ কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধনমিত্যত আহ, কুলধর্ম্মস্যেত্যাদি ॥ ৮০ ॥

কৃত ইত্যাদি। কৃতে সত্যযুগে চতুষ্পাদো ধর্ম্ম আসীদিতি শেষঃ । সমাসান্ত-বিধেরনিত্যত্বান্ন পাদশব্দস্যান্তস্য লোপঃ। পাদমাত্রং ধর্ম্মস্যাবশিষ্যতে ইতি শেষঃ ॥ ৮১ ॥

তত্রাপীত্যাদি। তত্রাপি পাদমাত্রেঽপি। দয়াপি চ খঞ্জা ॥ লুপ্যতে ইতি লোপঃ। তস্মিন্ কর্ম্মণি ঘঞ্ ॥ ৮২ ॥

করা সম্ভবপর নহে। অতএব প্রবল কলিতে কৌলিক ব্যক্তি, মিথ্যাচার পরিহার পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবেই কুলসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন।[৭৯] কুলাচার প্রতিপাদকতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, "কুলধর্ম্ম ও কুলাচার গোপন করিবার নিমিত্ত মিথ্যাভাষণ নিন্দনীয় নহে," এই বচন প্রবল কলিতে প্রশস্ত নহে।[৮০]

দেবি! সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল। ত্রেতাযুগে তাহার এক পাদ হ্রাস হয়। দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের দ্বিপাদ হ্রাস হইয়া দ্বিপাদ মাত্র অবশিষ্ট ছিল। কলিযুগে সেই ধর্ম্মের এক পাদমাত্র অবশিষ্ট থাকে।[৮১] প্রবল কলিতে সেই পাদাবশিষ্ট ধর্ম্মেরও আবার তপস্যাংশ ও দয়াংশ খঞ্জ হইয়া যাইবে, এক মাত্র সত্যই বলবৎ থাকিবে। ঈদৃশ অবস্থায় সেই সত্যরূপ পাদও যদি ভগ্ন করা যায়,

কুলাচারং বিনা যত্র নাস্ত্যুপায়ঃ কুলেশ্বরি।
তত্রানৃতপ্রবেশশ্চেৎ কুতো নিঃশ্রেয়সং ভবেৎ ॥ ৮৩ ॥
সর্ব্বথা সত্যপূতাত্মা মন্মুখেরিতবর্ত্মনা।
সর্ব্বং কর্ম্ম নরঃ কুর্য্যাৎ স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতম্ ॥ ৮৪ ॥
দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুরশ্চরণতর্পণম্।
ব্রতোদ্বাহৌ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নন্তথা ॥ ৮৫ ॥
জাতকর্ম্ম তথা নাম-চূড়াকরণমেব চ।
মৃতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদাগমসম্মতম্ ॥ ৮৬ ॥
তীর্থশ্রাদ্ধং বৃষোৎসর্গং শারদোৎসবমেব চ।
যাত্রাং গৃহপ্রবেশঞ্চ নববস্ত্রাদিধারণম্ ॥ ৮৭ ॥

কুলাচারমিত্যাদি। যত্র প্রবলে কলৌ। নিঃশ্রেয়সং মুক্তিঃ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥

তচ্চ কিং সর্ব্বং কর্ম্ম তত্রাহ, দীক্ষামিত্যাদি। পুরশ্চরণমিতি সমাহার-দ্বন্দ্বঃ ॥ ৮৫ ॥

জাতকর্ম্মেত্যাদি। নামচূড়াকরণমেব চ নামকরণং চূড়াকরণঞ্চেত্যর্থঃ ॥৮৬॥

তীর্থশ্রাদ্ধমিত্যাদি। নববস্ত্রাদীত্যাদিনা নবীনভূষণাদেঃ সংগ্রহঃ ॥ ৮৭ ॥

তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপেই ধর্ম্মলোপ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত একমাত্র সত্য অবলম্বন করিয়াই সমুদায় কার্য্য সাধন করিবে।[৮২] কুলেশ্বরি! প্রবল কলিকালে কুলাচার ব্যতিরেকে যখন আর উপায়ান্তর নাই, তখন এই কুলাচারে যদি মিথ্যাচার প্রবেশ করে, তাহা হইলে আর মুক্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়।[৮৩] অতএব সর্ব্বতোভাবে সত্য অবলম্বনে পবিত্রাত্মা হইয়া, মৎকথিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মানবগণ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী সমুদায় কার্য্য করিবে।[৮৪] দীক্ষা, পূজা, জপ, হোম, পুরশ্চরণ, তর্পণ, ব্রত, উদ্বাহ, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন,[৮৫] জাতকর্ম্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্ম আগম অনুসারেই করিতে হইবে।[৮৬] বিশেষতঃ তীর্থশ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গ, শারদোৎসব, যাত্রা, গৃহপ্রবেশ, নূতন বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান,[৮৭] বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতি খনন ও সংস্কার, তিথিকৃত্য, গৃহারম্ভ ও

বাপীকূপতড়াগানাং সংস্কারং তিথিকর্ম্ম চ।
গৃহারম্ভপ্রতিষ্ঠাঞ্চ দেবানাং স্থাপনস্তথা * ॥ ৮৮॥
দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং পর্ব্বকৃত্যং তথৈব চ।
ঋতুমাসবর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ ॥ ৮৯ ॥
কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং ত্যাজ্যং গ্রাহ্যঞ্চ যদ্ভবেৎ।
ময়োক্তেন বিধানেন তৎ সর্ব্বং সাধয়েন্নরঃ ॥ ৯০ ॥
ন কুর্য্যাদ্যদি মোহেন দুর্ম্মত্যাশ্রদ্ধয়াপি বা।
বিনষ্টঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো বিষ্ঠায়াং স ভবেৎ কৃমিঃ ॥ ৯১ ॥
যদি মন্মতমুৎসৃজ্য মহেশি প্রবলে কলৌ॥
যদা যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম বিপরীতায় তদ্ভবেৎ ॥ ৯২ ॥

বাপীত্যাদি। গৃহারম্ভপ্রতিষ্ঠাঞ্চ গৃহারম্ভং গৃহপ্রতিষ্ঠাঞ্চেত্যর্থঃ ॥৮৮॥৮৯॥৯০॥
প্রবলে কলৌ যুগে সদাশিবমতমুৎসৃজ্য কর্ম্মাণি কুর্ব্বতো জনস্য মহাপাত-কিত্বং ক্রিয়মাণানাং কর্ম্মণাঞ্চ নৈষ্ফল্যমিত্যাহ, ন কুর্য্যাদিত্যাদিভিঃ। মোহেন অবিবেকেন। অশ্রদ্ধয়া বিশ্বাসাভাবেন ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥
মন্মতেত্যাদি। ভস্মার্পণম্ অর্প্যতেষত্র তদর্পণম্। কর্ম্মণি ল্যুট্। ভস্মনুর্পণ-

---

গৃহপ্রতিষ্ঠা, দেবতা স্থাপন.[৮৮] দিবাকৃত্য, রাত্রিকৃত্য, পর্ব্বকৃত্য, মাসকৃত্য, ঋতুকৃত্য, বর্ষকৃত্য, নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, কর্ত্তব্যকর্ম্ম, অকর্ত্তব্যকর্ম্ম, ত্যাজ্যকর্ম্ম, গ্রাহ্যকর্ম্ম, এতৎসমুদায়ই মদুক্ত তন্ত্রবিধান অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে।[৯০] যদি কোন ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অথবা অশ্রদ্ধা হেতু, মোহা-ভিভূত হইযা উক্ত কার্য্য সমুদায় তন্ত্রোক্তমতে সাধন না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত ও বিনষ্ট হইবে, এবং পরিণামে বিষ্ঠাতে কৃমি হইযা জন্মগ্রহণ করিবে।[৯১] মহেশ্বরি। প্রবল কলিকালে যদি কেহ আমার মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য মতানুসারে কোন কর্ম্মের অনু-ষ্ঠান করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যখন যে কোন কর্ম্ম করিবে, তখনি তাহার তৎ-সমস্তই বিফল ও বিপরীত হইবে।[৯২] দেবি! আমার মতের বিপরীত

---

* দেবতাস্থাপনং তথা ইতি পাঠান্তরম্।

মন্মতাগম্মতা দীক্ষা সাধকপ্রাণঘাতিনী।
পূজাপি বিফলা দেবি হুতং ভস্মার্পণং যথা* ।
দেবতা কুপিতা তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৯৩ ॥
কলিকালে প্রবুদ্ধে তু † জ্ঞাত্বা মচ্ছাস্ত্রমম্বিকে।
যোঽন্যমার্গৈঃ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ৯৪ ॥
ব্রতোদ্বাহৌ প্রকুর্ব্বাণো যোঽন্যমার্গেণ মানবঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৯৫ ॥
ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তো ব্রাত্যো মানবকো ভবেৎ।
কেবলং সূত্রবাহোঽসৌ চণ্ডালাদধমোঽপি সঃ ॥ ৯৬ ॥

মিতি সপ্তমীতৎপুরুষঃ। ভস্মাপিতমিত্যর্থঃ। ভস্মার্পিতমিত্যেব বা পাঠঃ॥৯৩॥৯৪॥
ব্রতেত্যাদি। অন্যমার্গেণ জাতসংস্কারোঽপি মানবকো ব্রাত্যো ভবেৎ সংস্কারহীনো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

মতে দীক্ষা হইলে, তাহা সাধকের প্রাণ নাশ করিবে। বিশেষতঃ ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায় তাহার পূজাও নিষ্ফল হইবে, এবং তাহার প্রতি দেবতা কুপিত হইবেন, ও পদে পদে তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হইতে থাকিবে।[৯৩] অম্বিকে। যখন কলিকাল প্রবল হইবে, তৎকালে যে ব্যক্তি মৎকথিত এই শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াও, অন্য পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবে, সে মহাপাতকী হইবে।[৯৪]

দেবি! প্রবল কলিকালে যে ব্যক্তি অন্য পথ আশ্রয় পূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান বা বিবাহ করিবে, সেই ব্যক্তি, যাবৎকাল চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে পতিত থাকিবে।[৯৫] তৎকালে অন্য মতে ব্রতানুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতকে পাতকী হইবে, যাহার উপনয়ন হইবে, সে ব্রাত্য ও পতিত হইবে; বিশেষতঃ সেই উপনীত ব্যক্তি কেবল মাত্র সূত্রবাহী হইয়া চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হইবে।[৯৬] কুলনায়িকে! অন্য মতানুসারে যে নারী বিবাহিতা

* ভস্মার্পিতং যথা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।
† প্রবুদ্ধে কলিকালে চ ইতি বা পাঠঃ।

উদ্বাহিতাপি যা নারী জানীয়াৎ সা তু গর্হিতা*।
উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ কুলনারিকে।
বেশ্যাগমনজং পাপং তস্য পুংসো দিনে দিনে ॥ ৯৭ ॥
তদ্ধস্তাদন্নতোয়াদি † নৈব গৃহ্লন্তি দেবতাঃ।
পিতরোঽপি ন চাশ্নন্তি যতস্তন্মলপূয়বৎ ॥ ৯৮ ॥
তয়োরপত্যং কানীনঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
দৈবে পৈত্রে কুলাচারে‡ নাধিকারোঽস্য জায়তে ॥ ৯৯ ॥

উদ্বাহিতেত্যাদি। অন্যমার্গেণোদ্বাহিতা যা নারী সা তু গর্হিতা নিন্দিত ভবেদিতি জানীয়াৎ। তান্ত গর্হিতামিতি বা পাঠঃ। সংসর্গাৎ অন্যমার্গে ণোদ্বাহিতায়া নার্য্যাঃ সঙ্গমাৎ। তস্য কৃতাহবিধ্যুদ্বাহিতনারীসংসর্গস্য ॥ ৯৭ ॥
তদ্ধস্তাদিত্যাদি। তদ্ধস্তদত্তান্নতোয়াগ্রহণে কারণমাহ, যত ইত্যাদি তৎ অন্নতোয়াদি। তয়োঃ অন্যমার্গোদ্বাহিতনারীতদুদ্বোঢ়পুরুষযোঃ। অস্য কানীনস্য ॥ ৯৮ ॥ ৯৯ ॥

হইবে সে অতীব নিন্দনীয়া, এবং ঐ বিবাহকারী পুরুষও তাহার সংসর্গে পাপী বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাদৃশ বিবাহিতা স্ত্রী গমনে, সেই পুরুষের প্রতিদিন বেশ্যাগমন জনিত পাপ হইতে থাকিবে।৯৭ তাহাদের হস্তে অন্ন জল প্রভৃতি দেবতারা গ্রহণ করিবেন না, এবং পিতৃলোকও তাহা ভক্ষণ বা পান করিবেন না, কারণ তাহা মল ও পূযের সদৃশ অপবিত্র।৯৮ এই উভয়ের সহযোগে যে সন্তান হইবে, তাহাকে কানীন ও সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত বলা যাইবে। দৈবকর্ম্ম, পিতৃকর্ম্ম ও কুলাচারে ঐ সন্তানের কিছুমাত্র অধিকার থাকিবে না।৯৯ শঙ্করানুমোদিত এই পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য পথ অবলম্বন করিয়া, দেবতাস্থাপন করিলে তাহাতে কখনই দেবতার সান্নিধ্য হইবে না, এবং ঐ

---

* তাং তু গর্হিতাম্ ইতি পাঠান্তরম্।

† তদ্ধস্তদত্তোয়াদি ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

‡ দৈবে পিত্রে কুলাচারে ইতি পাঠান্তরম্।

অশাম্ভবেন মার্গেণ দেবতাস্থাপনঞ্চরেৎ।
ন সান্নিধ্যং ভবেত্তত্র দেবতায়াঃ কথঞ্চন।
ইহামুত্র ফলং নাস্তি কায়ক্লেশো ধনক্ষয়ঃ ॥ ১০০ ॥
আগমোক্তবিধিং হিত্বা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
শ্রাদ্ধং তদ্বিফলং সোঽপি পিতৃভির্নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০১ ॥
তত্তোয়ং শোণিতসমং পিণ্ডো মলসমো ভবেৎ *।
তস্মান্মর্ত্ত্যঃ প্রযত্নেন শাঙ্করং মতমাশ্রয়েৎ ॥ ১০২ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে †।
অশাম্ভবং কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বং দেবি নিরর্থকম্ ॥ ১০৩।
অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি।
শাম্ভবাচারহীনস্য নরকান্নৈব নিষ্কৃতিঃ ॥ ১০৪ ॥

অশাম্ভবেনেত্যাদি। তত্র অশাম্ভবমার্গস্থাপিতদেবতাপ্রতিমাদাম্ ॥ ১০০ ॥ ১০১ ॥ ১০২ ॥ ১০৩ ॥

দেবতাস্থাপন-কর্ত্তার ঐহিক বা পারত্রিক, কোন প্রকার ফল লাভ হইবে না, কেবল কায়ক্লেশ ও ধনক্ষয়মাত্র সার হইবে।[১০০] যে ব্যক্তি আগমোক্ত বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার সেই শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হইবে, এবং সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তাও পিতৃলোকের সহিত নরকবাসী হইবে।[১০১] বিশেষতঃ পিতৃলোকের পক্ষে তৎপ্রদত্ত জল শোণিত সদৃশ ও পিণ্ড মলসমা হইয়া উঠিবে। অতএব মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে সর্ব্বপ্রযত্নে শঙ্করপ্রদর্শিত মত আশ্রয় করে।[১০২]

দেবি! এস্থলে অধিক আর কি বলিব, আমি সত্য সত্য বলিতেছি, মহেশ্বর-প্রদর্শিত পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রবল-কলিসম্ভূত মনুষ্য যে কর্ম্ম করিবে, তৎসমুদায়ই নিরর্থক হইবে।[১০৩] যাহারা মহেশ্বরের মত অবহেলা করিয়া অন্য মতে কার্য্য করিবে, তাহাদের ভাবী ধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক্, পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মও নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং

* পিণ্ডং মলসমং ভবেৎ ইত্যপি পাঠঃ।
† সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

মদুদীরিতমার্গেণ নিত্যনৈমিত্তকর্ম্মণাম্ ।
সাধনং বন্মহেশানি তদেব তব সাধনম্ ॥ ১০৫ ॥
বিশেষারাধনং তত্র মন্ত্রযন্ত্রাদিসংযুতম্ ।
ভেষজং কলিরোগাণাং শ্রূয়তাং গদতো মম ॥ ১০৬ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে জীবনিস্তারোপায় প্রশ্নে
পরাপ্রকৃতিসাধনোপক্রমো নাম
চতুর্থোল্লাসঃ ॥ ৪ ॥

অস্ত তাবদিত্যাদি । নিষ্কৃতির্নিস্তারঃ ॥ ১০৪ ॥ ১০৫ ॥

বিশেষেত্যাদি । ভেষজম্ ঔষধম্ । গদতো মম কথয়তো মত্তঃ । মমেত্যপা-দানস্থ শেষত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ শেষে ষষ্ঠীতি ষষ্ঠী ॥ ১০৬ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং চতুর্থোল্লাসঃ ।

তাহাদের আর নরক হইতে নিষ্কৃতি নাই।[১০৪] মহেশ্বরি! মৎকথিত পথাবলম্বনে যদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে তাহাই তোমার সাধন অর্থাৎ আদ্যাকালিকার সাধন হইবে।[১০৫]

দেবি! যাহা কলিরূপ মহারোগের ঔষধস্বরূপ, যাহাতে বহুবিধ মন্ত্র ও যন্ত্রাদি সাধন আছে, তোমার তাদৃশ বিশেষ আরাধনা আমি এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১০৬]

পরাপ্রকৃতি-সাধনোপক্রম নামক চতুর্থ উল্লাস সমাপ্ত।

পঞ্চমোল্লাসঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ত্বমাদ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
তব শক্ত্যা বয়ং শক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদিষু ॥ ১ ॥
তব রূপাণ্যনন্তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।
নানাপ্রয়াসসাধ্যানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে ॥ ২ ॥
তব কারুণ্যলেশেন কুলতন্ত্রাগমাদিষু।
তেষামর্চ্চাসাধনানি কথিতানি যথামতি ॥ ৩ ॥

মন্ত্রযন্ত্রাদিসংযুক্তস্য বিশেষারাধনস্যোবাভিধানে প্রবৃত্তঃ শ্রীসদাশিব উবাচ, ত্বমাদ্যা পরমেত্যাদি ॥ ১ ॥

তবেত্যাদি। নানাবর্ণাকৃতীনি নানা অনেকে বর্ণা আকৃতয় আকারাশ্চ যেষাং রূপাণাং তানি ॥ ২ ॥

তব কারুণ্যেত্যাদি। কারুণ্যলেশেন দয়ায়া লবেন। তেষাং তব রূপাণাম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন। তুমি আদ্যা ও পরমাশক্তি। তুমিই সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী। আমরা তোমার নিকট শক্তি লাভ করিয়াই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়-কার্য্যে সমর্থ হইয়াছি (৩৮)।[১] তোমার অনন্তমূর্ত্তি ও অনন্তরূপ। এই সমুদায় মূর্ত্তি, নানাবর্ণ ও নানা আকারবিশিষ্ট। এই সমুদায় মূর্ত্তির সাধন, নানাপ্রকার ও অশেষপ্রয়াস দ্বারা সাধ্য।,. তৎসমুদায় বিশেষরূপে বর্ণন করা কাহারও সাধ্য নহে।[২] আমি কেবল তোমারই কৃপার লেশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া কুলতন্ত্র ও আগম সমুদায়ে, তোমার সেই সমুদায় মূর্ত্তির পূজা ও সাধন যতদূর জানি বলিয়াছি।[৩] পরন্তু কল্যাণি! এ পর্য্যন্ত এই কথ্যমান গুপ্তসাধন

---

(৩৮)—১১৮ পৃষ্ঠা (৩০) টিপ্পনী দেখুন।

গুপ্তসাধনমেতত্ত্ব ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্ ।
অস্য প্রসাদাৎ কল্যাণি ময়ি তে করুণেদৃশী ॥ ৪ ॥
ত্বয়া পৃষ্টমিদানীং তৎ নাহং গোপয়িতুং ক্ষমঃ ।
কথয়ামি তব প্রীত্যৈ মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে ॥ ৫ ॥
সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্ ।
ত্বৎপ্রাপ্তিমূলমচিরাৎ তব সন্তোষকারণম্ ॥ ৬ ॥
কলিকল্মষদীনানাং নৃণাং স্বল্পায়ুষাং প্রিয়ে ।
বহুপ্রয়াসাশক্তানাম্ এতদেব পরং ধনম্ ॥ ৭ ॥
ন চাত্র ন্যাসবাহুল্যং নোপবাসাদিসংযমঃ ।
সুখসাধ্যমবাহুল্যং ভক্তানাং ফলদং মহৎ ॥ ৮ ॥

গুপ্তসাধনমিত্যাদি । এতত্ত্ব অতঃপরমুচ্যমানন্তু । অস্য গুপ্তসাধনস্য ॥ ৪ ॥
ত্বয়েত্যাদি । তৎ গুপ্তসাধনম্ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥
কলীত্যাদি । এতদেবাতঃপরমুচ্যমানং গুপ্তসাধনমেব ॥ ৭ ॥
নচেত্যাদি । অত্র অতঃপরমুচ্যমানে সাধনে । অবাহুল্যং বাহুল্যশূন্যম্ ॥৮॥

আমি কোথাও প্রকাশ করি নাই । এই গুপ্তসাধন প্রসাদেই আমার প্রতি তোমার এতদূর করুণা ।[৪] প্রিয়ে ! এক্ষণে তুমি জিজ্ঞাসা করাতে আমি তোমার নিকট সেই গুপ্তসাধন গোপন করিতে সক্ষম হইলাম না । অতএব তাহা আমার প্রাণ অপেক্ষাও সমধিক প্রিয়তর হইলেও তোমার প্রীতির নিমিত্ত বলিতেছি ।[৫] এই গুপ্তসাধন ফলে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি হয়, সমুদায় আপদ শান্তি হয় । এই গুপ্তসাধন তোমার সন্তোষের মূল, এবং ইহা দ্বারা অবিলম্বেই তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।[৬] প্রিয়ে ! কলিকালের সমুদায় মনুষ্যই স্বল্পায়ু, কলিকলুষ দ্বারা কাতর ও বহু প্রয়াসে অসমর্থ, সুতরাং তাহাদের পক্ষে এই গুপ্তসাধনই পরম ধন ।[৭] এই গুপ্তসাধনে, ন্যাসবাহুল্য নাই । উপবাস প্রভৃতি সংযমেরও আবশ্যকতা নাই । এই সাধন বাহুল্য-বিরহিত ও সুখসাধ্য, পরন্তু ভক্তগণ ইহা হইতে মহৎ ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন সন্দেহ নাই ।[৮] দেবেশি ! এক্ষণে আমি প্রথমতঃ এ বিষয়ে মন্ত্রোদ্ধারের ক্রম বলিতেছি,

তত্রাদৌ শৃণু দেবেশি মন্ত্রোদ্ধারক্রমং শিবে।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ জীবন্মুক্তঃ প্রজায়তে ॥ ৯ ॥
প্রাণেশস্তৈজসারূঢ়ো ভেরুণ্ডাব্যোমবিন্দুমান্।
বীজমেতৎ সমুদ্ধৃত্য দ্বিতীয়মুদ্ধরেৎ প্রিয়ে ॥ ১০ ॥
সন্ধ্যা রক্তসমারূঢ়া বামনেত্রেন্দুসংযুতা।
তৃতীয়ং শৃণু কল্যাণি দীপসংস্থঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১১ ॥

তত্রেত্যাদি। তত্র সাধনে ॥ ৯ ॥

তমেব মন্ত্রোদ্ধারক্রমমাহ, প্রাণেশ ইত্যাদিভিঃ। তৈজসারূঢ় তৈজসো রেফস্তমারূঢ়ঃ প্রাণেশো হকারো ভেরুণ্ডাব্যোমবিন্দুমান্ ভেরুণ্ডা ঈকারঃ ব্যোমবিন্দুরনুস্বারঃ তাভ্যাং বিশিষ্টো বিধাতব্যঃ। এবং হ্রীমিত্যেতদ্বীজং সমুদ্ধৃত্য দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধরেৎ ॥ ১০ ॥

তচ্চ কিং বীজমত আহ, সন্ধ্যেত্যাদি। রক্তসমারূঢ়া রেফঃ সমারূঢ়া সন্ধ্যা তালব্যঃ শকারো বামনেত্রেন্দুসংযুতা বামনেত্রমীকারঃ ইন্দুরনুস্বারঃ তাভ্যাং সংযুক্তা কর্ত্তব্যা। এবঞ্চ শ্রীমিতি দ্বিতীয়ং বীজমুক্তমাসীৎ। হে কল্যাণি তৃতীয়ং বীজং শৃণু। তচ্চ কিং বীজমত আহ। দীপসংস্থ ইত্যাদি। দীপসংস্থঃ দীপো রেফঃ তত্র স্থিতঃ প্রজাপতিঃ ককারো গোবিন্দবিন্দুসংযুক্তঃ গোবিন্দ ঈকারঃ বিন্দুরনুস্বারঃ তাভ্যাং সংযুক্তঃ কবর্ণীয়ঃ। এতাদৃশশ্চ ককারঃ সাধকানাং সুখাবহঃ সুখপ্রদায়কো ভবতি। এবঞ্চ ক্রীমিতি তৃতীয়ং বীজমুক্তমাসীৎ। বীজত্রয়স্যান্তে বহ্নিকান্তা স্বাহা অবধিরন্তভূর্তা যস্য এতাদৃশং পরমেশ্বরি ইতি সম্বোধনং পদং বদেৎ। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ

শ্রবণ কর। শিবে! মনুষ্যগণ ইহা শ্রবণ করিবামাত্র জীবন্মুক্ত হইতে পারে।[৯] প্রাণেশ (হ্), তৈজসে অর্থাৎ রেফে, আরোহণ করিলে, ভেরুণ্ডা (ঈ), যোগ করিবা, তাহাতে ব্যোমবিন্দু অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু, যোগ করিবে। প্রিয়ে! এইরূপে এই (হ্রীঁ) বীজ উদ্ধার করিয়া পশ্চাৎ দ্বিতীয় বীজ উদ্ধার করিতে হইবে।[১০] যথা, সন্ধ্যা (শ) রক্তের (র) উপর আরোহণ করিবে, তাহাতে বামনেত্র (ঈ), ও ইন্দু (ঁ) সংযুক্ত হইলে দ্বিতীয় মন্ত্র (শ্রীঁ) হইবে। কল্যাণি! পশ্চাৎ তৃতীয় বীজ বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রজাপতি (ক) দীপের (র) উপর থাকিবে।[১১] তাহাতে গোবিন্দ (ঈ) এবং

গোবিন্দবিন্দুসংযুক্তঃ সাধকানাং সুখাবহঃ।
বীজত্রয়ান্তে পরমে-শ্বরি সম্বোধনং পদম্॥ ১২॥
বহ্নিকান্তাবধিঃ প্রোক্তো* দশার্ণোঽয়ং মনুঃ শিবে॥
সর্ব্ববিদ্যাময়ী দেবী বিদ্যেয়ং পরমেশ্বরী॥ ১৩॥

পরমেশ্বরি স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। হে শিবে অয়ং মনুর্মন্ত্রো দশার্ণো দশবর্ণকঃ প্রোক্তঃ। বহ্নিকান্তাবধিরিতি পাঠে তু মন্ত্রো বিশেষ্যঃ তস্যৈবেদং বিশেষণমিতি জ্ঞাতব্যম্। সর্ব্ববিদ্যাময়ী সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপেয়ং মন্ত্রাত্মিকা দেবী পরমেশ্বরী বিদ্যা নাম॥ ১১॥ ১২॥ ১৩॥

বিন্দু (ঁ) সংযোগ করিতে হইবে। এই (ক্রীঁ) বীজ সাধকদিগের সুখসম্পত্তি-দায়ক। এই বীজত্রয়ের পরে "পরমেশ্বরি" এই সম্বোধন পদ দিতে হইবে,[১২] এবং এই মন্ত্রের শেষাংশে বহ্নিকান্তা (স্বাহা) এই পদ প্রদত্ত হইবে। শিবে! ইহা দ্বারা (হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা) এই দশাক্ষর মন্ত্র কথিত হইল। দেবি! দেবী পরমেশ্বরী বিদ্যা (১০) নাম্নী এই বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাময়ী, অর্থাৎ সমুদায় বিদ্যাই ইহার অন্তর্ভূত হইয়া আছেন।[১৩] সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত, এই আদ্য বীজত্রয়ের মধ্যে, সমুদায় বা একটি মাত্র বীজ জপ করিতে পারেন। ইহাতে পাঁচ

---

* বহ্নিকান্তাবধি প্রোক্ত ইতি টীকাকারসম্মতঃ পাঠঃ।

(১০)—সারদাতিলকে আছে। "মাতৃকাবর্ণভেদেভ্যঃ সর্ব্বে মন্ত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে। মন্ত্রাঃ পুংদেবতা জ্ঞেয়া বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ॥ পুংস্ত্রীনপুংসকাত্মানো মন্ত্রাঃ সর্ব্বে সমীরিতাঃ। পুংমন্ত্রা হুঁফডন্তাঃ স্যুর্দ্বিঠান্তাশ্চ স্ত্রিয়ো মতাঃ॥ নপুংসকা নমোঽন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধা। এতচ্ছূন্যা মহাবিদ্যা মহাশব্দেন গীযতে॥" ইহার অর্থ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন মাতৃকাবর্ণ হইতে সমুদায় মন্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে। যে মন্ত্রের দেবতা পুরুষ, তাহা মন্ত্র শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যে মন্ত্রের দেবতা স্ত্রী, তাহাকে বিদ্যা বলা যায়। এই মন্ত্র ও বিদ্যা সমুদায় আবার তিন প্রকার, পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক। যাহার অন্তে হুঁ অথবা ফট্ আছে, তাহা পুরুষ মন্ত্র, যাহার অন্তে স্বাহা আছে, তাহা স্ত্রী-মন্ত্র এবং যাহার অন্তে নমঃ আছে, তাহা নপুংসক-মন্ত্র। কিন্তু এতদতিরিক্ত মন্ত্র বা বিদ্যাকে মহামন্ত্র বা মহাবিদ্যা বলা যায়। মহাবিদ্যা ও মহামন্ত্রে এ সকল ভেদ নাই।

আদ্যত্রয়াণাং বীজানাং প্রত্যেকং ত্রয়মেব বা।
প্রজপেৎ সাধকাধীশঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৪ ॥
বীজমাদ্যত্রয়ং হিত্বা সপ্তার্ণাপি দশাক্ষরী।
কামবাগ্‌ভবতারাদ্যা সপ্তার্ণাষ্টাক্ষরী ত্রিধা ॥ ১৫ ॥
দশার্ণামন্ত্রণপদাৎ কালিকে পদমুচ্চরেৎ।
পুনরাদ্যত্রয়ং বীজং বহ্নিজায়াং ততো বদেৎ ॥ ১৬ ॥

আদ্যেত্যাদি। আদ্যত্রয়াণামেতস্যৈব মন্ত্রস্যাদিভূতানাং হ্রীঁ প্রভৃতীনাং ত্রয়াণাং বীজানাং মধ্যে প্রত্যেকং হ্রীমিতি শ্রীমিতি ক্রীমিতি বা বীজং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীমিতি বীজত্রয়মপি বা ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে সাধকাধীশঃ সাধকোত্তমঃ প্রজপেৎ। এবঞ্চ পঞ্চ মন্ত্রা আসন্ ॥ ১৪ ॥

বীজমিত্যাদি। হ্রীঁ প্রভৃত্যাদ্যত্রয়ং বীজং হিত্বা ত্যক্ত্বা দশাক্ষরী মন্ত্রাত্মিকা পরমেশ্বরী বিদ্যা সপ্তার্ণাপি পরমেশ্বরি স্বাহেত্যাকারা সপ্তাক্ষর্যাপি ভবেৎ। অনেন সহিতাঃ ষড়্‌মন্ত্রা অভূবন্। কামবাগ্‌ভবতারাদ্যা ক্রীমিতি ঐমিতি ওমিতি বা বীজমাদ্যং যস্যাস্তথাভূতা চেৎ সপ্তার্ণা মন্ত্ররূপা পরমেশ্বরী বিদ্যা স্যাত্তদা ক্লীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইত্যাকারা ঐঁ পরমেশ্বরি স্বাহেত্যাকারা ওঁ পরমেশ্বরি স্বাহেত্যাকারা চাষ্টাক্ষর্যাপি ভবতি। এবঞ্চৈষাষ্টাক্ষরী ত্রিধা জাতা। এতৈস্ত্রিভিঃ সহিতা নব মন্ত্রা বভূবুঃ ॥ ১৫ ॥

দশার্ণেত্যাদি। দশার্ণস্য মনোরামন্ত্রণপদাৎ পরং কালিকে ইতি পদমুচ্চরেৎ বদেৎ। ততঃ পরং হ্রীঁ প্রভৃত্যাদ্যত্রয়ং বীজং পুনর্ব্বদেৎ। ততোঽনন্তরং বহ্নি-

প্রকার মন্ত্র হইবে। (যথা, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা। ১। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ। ২। হ্রীঁ। ৩। শ্রীঁ। ৪। ক্রীঁ। ৫।)[১৪]

এই সম্পূর্ণ দশাক্ষর মন্ত্রের প্রথম বীজত্রয় (হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ) পরিত্যাগ করিলে একটি সপ্তাক্ষর মন্ত্র (পরমেশ্বরি স্বাহা) হয়। ইহার পূর্ব্বে কাম বীজ (ক্লীঁ) বাগ্‌ভব বীজ (ঐঁ) অথবা প্রণব (ওঁ) যোগ করিয়া দিলে অষ্টাক্ষরী তিনটি মন্ত্র হয়। (যথা, ক্লীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা। ঐঁ পরমেশ্বরি স্বাহা। ওঁ পরমেশ্বরি স্বাহা।)[১৫]

পূর্ব্বোক্ত দশাক্ষর মন্ত্রের সম্বোধন পদের অন্তে, "কালিকে" এই পদ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার আদ্য বীজত্রয় (হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ) উচ্চারণ করিবা তৎপরে বহ্নিবধূ (স্বাহা) পদ উচ্চারণ করিবে।[১৬] এই বিদ্যা ষোড়শী নামে বিখ্যাত

ষোড়শীয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
বধ্বাদ্যা প্রণবাদ্যা চেৎ এষা সপ্তদশী দ্বিধা ॥ ১৭ ॥
তব মন্ত্রা হ্যসংখ্যাতাঃ কোটিকোট্যর্ব্বুদাস্তথা।
সংক্ষেপাদত্র কথিতা মন্ত্রাণাং দ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ১৮ ॥
যেষু যেষু চ তন্ত্রেষু যে যে মন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তে সর্ব্বে তব মন্ত্রাঃ স্যু-স্ত্বমাদ্যা প্রকৃতির্যতঃ ॥ ১৯ ॥

জায়াং স্বাহেতি পদং বদেৎ। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি কালিকে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। ইয়ং ষোড়শী ষোড়শবর্ণা মন্ত্রাত্মিকা পরমেশ্বরী বিদ্যা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতাপি তব প্রীত্যৈ ময়া সমাখ্যাতা সম্যক্ কথিতা। এতেন সহ তা দশ মন্ত্রা অভবন্। চেৎ যদি এষা ষোড়শী বধ্বাদ্যা স্ত্রীমিতি বীজাদ্যা প্রণবাদ্যা ওঙ্কারাদ্যা বা স্যাৎ তদা স্ত্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি কালিকে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ স্বাহেত্যাকারা ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি কালিকে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ স্বাহেত্যাকারা চ সপ্তদশী সপ্তদশাক্ষর্য্যপি ভবেৎ। এবঞ্চৈষা সপ্তদশী দ্বিধা জাতা। এতাভ্যাং মিলিতা দ্বাদশ মন্ত্রা আসন্ ॥১৬॥১৭॥১৮॥

যেম্বিত্যাদি। সকলতন্ত্রোক্তানাং সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণাং পার্ব্বতীসম্বন্ধিত্বে হেতুমাহ, ত্বমাদ্যা প্রকৃতির্যত ইতি ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

আছে। (ইহাতে ষোড়শ অক্ষর রহিয়াছে, যথা, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি কালিকে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ স্বাহা।) এই ষোড়শ-বর্ণময়ী পরমেশ্বরী বিদ্যা সমুদায় তন্ত্রে গুপ্ত আছে। এই মন্ত্রের আদিতে যদি বধূবীজ (স্ত্রীঁ) অথবা প্রণব (ওঁ) যোগ করা যায়, তাহা হইলে দুইটি সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র হইবে। (যথা, স্ত্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি কালিকে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি কালিকে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ স্বাহা।[১৭]

প্রিয়ে! এইরূপ তোমার কোটি কোটি অর্ব্বুদ অথবা অসংখ্য মন্ত্র আছে। পরন্তু এস্থলে সংক্ষেপে দ্বাদশটি মাত্র মন্ত্র (৭১) কহিলাম।[১৮] ফলতঃ, যে যে তন্ত্রে যে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই তোমার মন্ত্র;

(৭১)—যথা, (১৩ শ্লোকে) দশাক্ষরী ১টি, (১৪ শ্লোকে) ত্র্যক্ষরী ১টি ও একাক্ষরী ৩টি, (১৫ শ্লোকে) সপ্তাক্ষরী ১টি ও অষ্টাক্ষরী ৩টি, (১৬ শ্লোকে) ষোড়শাক্ষরী ১টি এবং (১৭ শ্লোকে) সপ্তদশাক্ষরী ২টি, সাকল্যে এই ১২টি।

এতেষাং সর্ব্বমন্ত্রাণাম্* একমেব হি সাধনম্।
কথয়ামি তব প্রীত্যৈ তথা লোকহিতায় চ ॥ ২০ ॥
কুলাচারং বিনা দেবি শক্তিমন্ত্রো ন সিদ্ধিদঃ।
তস্মাৎ কুলাচাররতঃ সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্ ॥ ২১ ॥
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
শক্তিপূজাবিধাবাদ্যে পঞ্চতত্ত্বং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২২ ॥
পঞ্চতত্ত্বং বিনা পূজা অভিচারায় কল্পতে।
নেষ্টসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ২৩॥

তদেব সাধনমাহ, কুলাচারমিত্যাদিভিঃ ॥ ২১ ॥

পঞ্চতত্ত্বং বিনা শক্তিপূজায়া নিষ্ফলত্বাদবশ্যমেব পঞ্চতত্ত্বেন শক্তেঃ পূজা বিধাতব্যেত্যাহ, মদ্যমিত্যাদিভিঃ ॥ ২২ ॥

পঞ্চতত্ত্বমিত্যাদি। অভিচারায হিংসাকর্ম্মণে। হিংসাকর্ম্মাভিচারঃ স্যাদিত্যমরঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

কারণ তুমিই আদ্যা প্রকৃতি (৭২)।[১৯] এই সমস্ত কথিত মন্ত্র যদিও ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি তৎসমুদায়ের সাধন একই প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন নহে। আমি লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত এবং তোমার প্রতি প্রীতি নিবন্ধন সেই সাধনপ্রণালী বলিতেছি।[২০] দেবি! কুলাচার অবলম্বন ব্যতিরেকে শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না। অতএব কুলাচারে নিরত থাকিয়া শক্তিমন্ত্র সাধন করাই কর্ত্তব্য।[২১]

আদ্যে! শক্তিপূজায় বিহিত মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চ ম-কার পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।[২২] পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা করিলে তাহা অভিচার-স্বরূপ অর্থাৎ প্রাণঘাতক হইয়া উঠে (৭৩)। বিশেষতঃ তাহাতে

* এতেষাং তব মন্ত্রাণাম্ ইতি পাঠান্তরম্।

(৭২)—সমুদায় দেবদেবী এবং সমুদায় মন্ত্র, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরা সম্বন্ধে, মূলপ্রকৃতিযুক্ত পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, এবং তাঁহারা তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহেন। সুতরাং যে কোন দেবদেবীর বা যে কোন মন্ত্রের উপাসনা করা যাউক, সেই আদ্যারই উপাসনা সিদ্ধ হইবে।

(৭৩)—শিব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, "যেনৈব বিষখণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বজন্তবঃ। তেনৈব

শিলায়াং শস্যবাপে চ যথা নৈবাঙ্কুরো ভবেৎ।
পঞ্চতত্ত্ববিহীনায়াং পূজায়াং ন ফলোদ্ভবঃ ॥ ২৪ ॥
প্রাতঃকৃত্যং বিনা দেবি নাধিকারী তু কর্ম্মসু।
তস্মাদাদৌ প্রবক্ষ্যামি প্রাতঃকৃত্যং যথোচিতম্ ॥ ২৫ ॥
রজনীশেষযামস্থ শেষার্দ্ধমরুণোদয়ঃ।
তদা সাধক উত্থায় মুক্তস্বাপঃ কৃতাসনঃ।
ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্ ॥ ২৬ ॥

প্রাতঃকৃত্যমেবাহ. রজনীশেষযামস্যেত্যাদিভিঃ। রজনীশেষযামস্থ রাত্রেরন্তিমস্য প্রহরস্য শেষার্দ্ধমন্তিমং দণ্ডচতুষ্টয়মরুণোদয়ঃ স্যাৎ। তদা তস্মিন্নেবারুণোদয়ে কালে মুক্তস্বাপস্ত্যক্তনিদ্রঃ সাধক উত্থায় কৃতমাসনং যেন তথাভূত আসনোপবিষ্টশ্চ সন্ শিরসি শুক্লাব্জে শ্বেতপদ্মে স্থিতং গুরুং ধ্যায়েদিত্যন্বয়ঃ। দ্বিনেত্রমিত্যাদীনি দ্বিতীয়ান্তানি গুরুবিশেষণানি ॥ ২৬ ॥

কোন ক্রমেই সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হয় না, প্রত্যুত পদে পদে বিঘ্নই ঘটিয়া থাকে।[২৩] প্রস্তরের উপরি শস্য বপন করিলে যেমন তাহার অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ পঞ্চতত্ত্ববিহীন পূজাতেও কোনরূপ ফলোদয় হয় না।[২৪]

দেবি! অগ্রে প্রাতঃকৃত্য না করিলে নিত্যনৈমিত্তিক বা কাম্যকর্ম্মে অধিকার হয় না; এই নিমিত্ত প্রথমেই আমি যথাবিহিত প্রাতঃকৃত্য বলিতেছি।[২৫] রজনীর চতুর্থ প্রহরের শেষার্দ্ধ সময়কে অরুণোদয়কাল বলে। এই অরুণোদয় কালে সাধক নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া, পদ্মাসন স্বস্তিকাসন

বিষখণ্ডেন ভিষক্ নাশয়তে রুজম্॥" সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণী ধৃত তন্ত্রবচন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কালকূট বিষ দ্বারা সকলেরই জীবন সংহার হয়, চিকিৎসক সেই কালকূট বিষপ্রয়োগ করিয়াই রোগীর জীবন রক্ষা করেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসারও মূল এই যে, যাহা দ্বারা যে রোগ জন্মে, তাহা দ্বারাই সেই রোগ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশেও সাধারণ প্রবাদ আছে যে, "বিষস্য বিষমৌষধম্" এবং "বিষে বিষক্ষয়"। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে, এই জগতীতলে কোন্ দ্রব্য দ্বারা মনুষ্য ভ্রষ্ট, অধঃপতিত, পাপে মগ্ন, হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য, অকালে কালগ্রস্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিহীন, নিতান্ত অপদার্থ ও সকলের হেয় হয়? ইহার মধ্যে প্রথম মদ্য ও দ্বিতীয় রমণী। মাংস, মৎস্য এবং মুদ্রা অর্থাৎ, মুড়ি ছোলাভাজা কচুরী প্রভৃতি উপদংশ (চাট) সমুদায় তাহার সহকারী। এই পঞ্চতত্ত্ব সংসাররূপ দুশ্চিকিৎস্য ভীষণ

শ্বেতাম্বরপরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্।
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহম্ ॥ ২৭ ॥

শ্বেতেত্যাদি। শ্বেতাম্বরপরীধানং পরিধীয়তে যত্তৎ পরীধানম্। কর্ম্মণি লুট্। পরীত্যস্য দীর্ঘত্বার্থঃ। শ্বেতে অম্বরে বস্ত্রে পরিধানে যস্য তথাভূতম্। শ্বেতমাল্যানুলেপনম্ অনুলিপ্যতে যত্তদনুলেপনং চন্দনাদি। শ্বেতে মাল্যানু-লেপনে যস্য তম্। বরেত্যাদি। বরাভয়করং বরোঽভয়ং চ করয়োর্যস্য তম্। শান্তং রাগদ্বেষাদিশূন্যম্। করুণাময়বিগ্রহং করুণাময়ঃ কৃপাপ্রাচুর্য্যবান্ বিগ্রহো দেহো যস্য তম্। বামেনোৎপলধারিণ্যা বামহস্তেন কমলং দধত্যা শক্ত্যা প্রিয়া আলিঙ্গিতবিগ্রহমাশ্লিষ্টশরীরম্ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

বা অন্য কোন বিহিত আসন বন্ধন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিবেন যে, ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে শুক্লবর্ণ সহস্রদল-কমলান্তর্গত দ্বাদশদল পদ্মে দ্বিভুজ দ্বিনেত্র গুরু (উপবিষ্ট আছেন)।[২৬] তাঁহার পরিধানে শুভ্রবসন, তিনি শ্বেতমাল্য ধারণ করিয়া আছেন এবং তাঁহার শরীর শ্বেতচন্দনে চর্চ্চিত। তিনি এক হস্তে বর ও অপর হস্তে অভয় প্রদান করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত ও করুণাময়।[২৭]

রোগের নিদান। মদ্যাদির প্রভাবে মনুষ্য মনুষ্যত্ব-বিহীন ও অপদার্থ হইয়া পড়িতেছে। মদ্য বা রমণীর এতদূর মোহিনী শক্তি যে পরমধার্ম্মিক সাধু জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধতমসাচ্ছন্ন কূপে নিক্ষেপ করে। এস্থলে শিব বিষপ্রয়োগ দ্বারাই বিষনাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা, এমন কি সাধকমাত্রেই, প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে, শিবের এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অব্যর্থ ও আশু-ফলদায়ক। যাহার মদ্যপিপাসা ও পরনারী-সঙ্গম-প্রবৃত্তি থাকে, এই চিকিৎসায় অল্প সময় মধ্যেই তাহা বিদূরিত হইয়া যায়; পরন্তু চিকিৎসক (গুরু) পাকা হওয়া আবশ্যক। বিষপ্রয়োগ করিবার সময় কিঞ্চিৎ তারতম্য হই-লেই রোগী মারা যাইবার সম্ভাবনা। এইজন্য শিব বলিয়াছেন, খড়্গের উপর দিয়া গমন করা এবং ব্যাঘ্রের কণ্ঠ আলিঙ্গন করা অপেক্ষাও কুলাচারপথ অতীব কঠিন। আমরা এই পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ে একটি লৌকিক যুক্তি প্রদর্শন করিলাম মাত্র, কিন্তু এবিষয়ে যে আধ্যাত্মিক যুক্তি আছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইলে সাধনবিষয়ে উক্ত পঞ্চতত্ত্ব সকলের পক্ষেই অপরিহরণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন অপর কেহ সেই আধ্যাত্মিক যুক্তি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। এজন্য সদাশিব যে কোন ব্যক্তির নিকট তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, অনেকে কৌল বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; অথচ কার্য্যে তাঁহাদিগকে প্রকৃত মাতাল বা লম্পট দেখা যায়। পাঠকগণ! ঐ সমুদায় ভ্রষ্ট পাষণ্ডকে দেখিয়া

বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ ২৮ ॥
এবং ধ্যাত্বা কুলেশানি মানসৈরুপচারকৈঃ।
পূজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রী বাগ্‌ভবং বীজমুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥

এবমিত্যাদি। হে কুলেশানি মন্ত্রী সাধকঃ এবং গুরুং ধ্যাত্বা মানসৈর্মনঃপ্রকল্পিতৈঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিরুপচারকৈঃ পূজয়িত্বা চোত্তমং শ্রেষ্ঠং বাগ্‌ভবম্ ঐমিতি বীজং জপেৎ ॥ ২৯ ॥

তাঁহার বদন সহাস্য ও সুপ্রসন্ন। তিনি সাধকদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার বামভাগে তাঁহার শক্তি বামহস্তে উৎপল ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে তাঁহার শরীর আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন।[২৮]

কুলেশ্বরি। মন্ত্রজ্ঞ সাধক গুরুর এইরূপ ধ্যান করিয়া, মনঃকল্পিত উপচার দ্বারা পূজা পূর্ব্বক (৭৪) সর্ব্ববীজপ্রধান বাগ্‌ভব বীজ (ঐঁ) জপ করিবেন।[২৯]

কুলাচারের উপরি দোষারোপ করিবেন না। যিনি লম্পট বা মাতাল, তিনি কদাপি কৌল নহেন। কৌলের প্রণালী স্বতন্ত্র; তিনি মাতাল বা লম্পট হয়েন না। স্ত্রীলোক দেখিলেই তিনি তাঁহাকে আপনার জননী ও ইষ্টদেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া মনে মনে বা প্রকাশ্যভাবে প্রণাম করেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও অদ্বৈত মহাপ্রভু প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রকৃত কৌলের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। মনু, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে আছে যে, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥" অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর ভোগ দ্বারা কখনই ভোগলালসা নিবৃত্ত হয় না। অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে যেরূপ অগ্নি সমধিক উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে; উপভোগ দ্বারা ভোগলালসাও সেইরূপ সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইয়া থাকে, কদাপি নিবৃত্ত হয় না। এ কথা আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই স্বীকার করি। বিষ পান করিলে মৃত্যু হইবে না, এ কথা কেহই বলিতেছে না, কিন্তু বৈদ্য যে বিষপ্রয়োগ করেন, তাহার ভিতর একরূপ অপূর্ব্ব উপায় আছে যে, ঐ বিষপানে মৃত্যু হয় না, প্রত্যুত তদ্দ্বারা শরীরস্থিত বিষ সংহার প্রাপ্ত হয়। গুরু কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই মদ্যাদিরূপ বিষ-দ্বারা সংসারবিষ হরণ করেন, তাহা অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করিতে শিবের নিষেধ আছে।

(৭৪)—মানস-পূজা-প্রণালী যথা,—

কনিষ্ঠাভ্যাং—লঁ পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং—হঁ আকাশাত্মকং পুষ্পং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।
তর্জ্জনীভ্যাং—যঁ বায়ুাত্মকং ধূপং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য দক্ষিণে করে।
ততস্তু প্রণমেদ্ধীমান্ মন্ত্রেণানেন সদ্‌গুরুম্ ॥ ৩০ ॥
ভবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদর্শিনে।
নমঃ সদ্‌গুরবে তুভ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে ॥ ৩১ ॥
নরাকৃতিপরব্রহ্ম-রূপায়াজ্ঞানহারিণে।
কুলধর্ম্মপ্রকাশায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩২ ॥
প্রণম্যৈবং গুরুং তত্র চিন্তয়েন্নিজদেবতাম্।
পূর্ব্ববৎ পূজয়িত্বা তাং মূলমন্ত্রজপঞ্চরেৎ ॥ ৩৩ ॥

যথাশক্তীত্যাদি। জপম্ ঐমিতি বীজস্যেতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥

অনেন কেন মন্ত্রেণেত্যপেক্ষায়াং তমেব মন্ত্রমাহ ভবপাশবিনাশায়েত্যাদি। ভবপাশবিনাশায় সংসাররূপস্য পাশস্য বিনাশকায়। জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদর্শিনে জ্ঞানরূপাং দৃষ্টিং প্রদর্শয়িতুং শীলং যস্য স তস্মৈ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

প্রণম্যেত্যাদি। এবমুক্তপ্রকারেণ গুরুং প্রণম্য প্রকর্ষেণ ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়েন নত্বা তত্র শিরসি শুক্লাব্জে আসীনাং নিজদেবতাং সাধকশ্চিন্তয়েদ্ধ্যায়েৎ। ততঃ পূর্ব্ববৎ গুরুবদ্যানৈরেকপচারৈস্তাং নিজদেবতাং পূজয়িত্বা হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীমিত্যাদিকস্য মূলমন্ত্রস্য জপঞ্চরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এইরূপে যথাশক্তি জপ করিয়া, ঐ জপফল গুরুর দক্ষিণ হস্তে সমর্পণ করিবেন পরে পশ্চাদুক্ত এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সদ্‌গুরুকে প্রণাম করিবে যে,৩০ আপনি দুর্ভেদ্য ভবপাশের মোচনকর্ত্তা, আপনি সকলের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করেন, আপনি ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, আপনি সদ্‌গুরু, আপনাকে নমস্কার।৩১ যিনি নরাকৃতি হইয়াও পরব্রহ্মস্বরূপ; যিনি সকলের অজ্ঞান নাশ করেন, যিনি কুলধর্ম্মের প্রকাশক, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার।৩২ এইরূপে গুরুকে প্রণাম করিয়া, সাধক হৃদয়কমলে নিজ ইষ্ট দেবতার ধ্যান

মধ্যমাভ্যাং—রঁ বহ্ন্যাত্মকং দীপং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

অনামাভ্যাং—বঁ অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

কৃতাঞ্জলিঃ—ঐঁ সর্ব্বাত্মকং তাম্বূলং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

অথবা "লঁ পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং সশক্তিক গুরু শ্রীঅমুকানন্দনাথ অমুকীদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাভ্যো সমর্পয়ামি নমঃ" এইরূপ ক্রমে মস্তকে যথোক্ত মুদ্রাবন্ধন পূর্ব্বক সমর্পণ করিতে হইবে।

বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্ ।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ ২৮ ॥
এবং ধ্যাত্বা কুলেশানি মানসৈরুপচারকৈঃ ।
পূজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রী বাগ্‌ভবং বীজমুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥

এবমিত্যাদি । হে কুলেশানি মন্ত্রী সাধকঃ এবং গুরুং ধ্যাত্বা মানসৈর্মনঃপ্রকল্পিতৈঃ পাদার্ঘ্যাচমনাদিভিরুপচারকৈঃ পূজয়িত্বা চোত্তমং শ্রেষ্ঠং বাগ্‌ভবম্ ঐমিতি বীজং জপেৎ ॥ ২৯ ॥

তাঁহার বদন সহাস্য ও সুপ্রসন্ন। তিনি সাধকদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার বামভাগে তাঁহার শক্তি বামহস্তে উৎপল ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে তাঁহার শরীর আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন।২৮

কুলেশ্বরি ! মন্ত্রজ্ঞ সাধক গুরুর এইরূপ ধ্যান করিয়া, মনঃকল্পিত উপচার দ্বারা পূজা পূর্ব্বক (৭৪) সর্ব্ববীজপ্রধান বাগ্‌ভব বীজ (ঐঁ) জপ করিবেন।২৯

কুলাচারের উপরি দোষারোপ করিবেন না। যিনি লম্পট বা মাতাল, তিনি কদাপি কৌল নহেন। কৌলের প্রণালী স্বতন্ত্র, তিনি মাতাল বা লম্পট হয়েন না। স্ত্রীলোক দেখিলেই তিনি তাঁহাকে আপনার জননী ও ইষ্টদেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া মনে মনে বা প্রকাশ্যভাবে প্রণাম করেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও অদ্বৈত মহাপ্রভু প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রকৃত কৌলের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। মনু, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে আছে যে, „ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর ভোগ দ্বারা কখনই ভোগলালসা নিবৃত্ত হয় না। অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে যেরূপ অগ্নি সমধিক উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে; উপভোগ দ্বারা ভোগলালসাও সেইরূপ সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইয়া থাকে, কদাপি নিবৃত্ত হয় না। এ কথা আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই স্বীকার করি। বিষ পান করিলে মৃত্যু হইবে না, এ কথা কেহই বলিতেছে না, কিন্তু বৈদ্য যে বিষপ্রয়োগ করেন, তাহার ভিতর একপ অপূর্ব্ব উপায় আছে যে, ঐ বিষপানে মৃত্যু হয় না, প্রত্যুত তদ্দ্বারা শরীরস্থিত বিষ সংহার প্রাপ্ত হয়। গুরু কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই মদ্যাদিরূপ বিষদ্বারা সংসারবিষ হরণ করেন, তাহা অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করিতে শিবের নিষেধ আছে।

(৭৪)—মানস-পূজা-প্রণালী যথা,—

কনিষ্ঠাভ্যাং—লঁ পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং—হঁ আকাশাত্মকং পুষ্পং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

তর্জ্জনীভ্যাং—যঁ বায়ুাত্মকং ধূপং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য দক্ষিণে করে।
ততস্তু প্রণমেদ্ধীমান্ মন্ত্রেণানেন সদ্গুরুম্ ॥ ৩০ ॥
ভবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদর্শিনে।
নমঃ সদ্গুরবে তুভ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে ॥ ৩১ ॥
নরাকৃতিপরব্রহ্ম-রূপায়াজ্ঞানহারিণে।
কুলধর্ম্মপ্রকাশায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩২ ॥
প্রণম্যৈবং গুরুং তত্র চিন্তয়েন্নিজদেবতাম্।
পূর্ব্ববৎ পূজয়িত্বা তাং মূলমন্ত্রজপঞ্চরেৎ ॥ ৩৩ ॥

যথাশক্তীত্যাদি। জপম্ ঐমিতি বীজম্যেতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥

অনেন কেন মন্ত্রেণোৎপ্রেক্ষায়াং তমেব মন্ত্রমাহ. ভবপাশবিনাশায়েত্যাদি। ভবপাশবিনাশায় সংসাররূপস্য পাশস্য বিনাশকায়। জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদর্শিনে জ্ঞানরূপাং দৃষ্টিং প্রদর্শয়িতুং শীলং যস্য স তস্মৈ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

প্রণম্যেত্যাদি। এবমুক্তপ্রকারেণ গুরুং প্রণম্য প্রকর্ষেণ ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়েন নত্বা তত্র শিরসি গুর্ব্বাজ্ঞে আসীনাং নিজদেবতাং সাধকশ্চিন্তয়েদ্ধ্যায়েৎ। ততঃ পূর্ব্ববৎ গুরুবন্মানসৈরুপচারকৈস্তাং নিজদেবতাং পূজয়িত্বা হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীমিত্যাদিকস্য মূলমন্ত্রস্য জপঞ্চরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এইরূপে যথাশক্তি জপ করিয়া, ঐ জপফল গুরুর দক্ষিণ হস্তে সমর্পণ করিবেন পরে পশ্চাদুক্ত এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সদ্গুরুকে প্রণাম করিবে যে,[৩০] আপনি দুর্ভেদ্য ভবপাশের মোচনকর্ত্তা, আপনি সকলের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করেন, আপনি ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন; আপনি সদ্গুরু; আপনাকে নমস্কার।[৩১] যিনি নরাকৃতি হইয়াও পরমব্রহ্মস্বরূপ, যিনি সকলের অজ্ঞান নাশ করেন, যিনি কুলধর্ম্মের প্রকাশক, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার।[৩২] এইরূপে গুরুকে প্রণাম করিয়া, সাধক হৃদয়কমলে নিজ ইষ্ট দেবতার ধ্যান

মধ্যমাভ্যাং—রঁ বহ্ন্যাত্মকং দীপং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

অনামাভ্যাং—বঁ অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

কৃতাঞ্জলিঃ—সঁ সর্ব্বাত্মকং তাম্বূলং সশক্তিকায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি নমঃ।

অথবা "লঁ পৃথ্ব্যাত্মকং গন্ধং সশক্তিক গুরু শ্রীঅমুকানন্দনাথ অমুকীদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাভ্যো সমর্পয়ামি নমঃ" এইরূপ ক্রমে মস্তকে যথোক্ত মুদ্রাবন্ধন পূর্ব্বক সমর্পণ করিতে হইবে।

যথাশক্তি জপং কৃত্বা দেব্যা বামকরেঽর্পয়েৎ।
মন্ত্রেণানেন মতিমান্ প্রণমেদিষ্টদেবতাম্ ॥ ৩৪ ॥
নমঃ সর্ব্বস্বরূপিণ্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমো-নমঃ।
আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে কর্ত্র্যৈ হর্ত্র্যৈ নমো-নমঃ*॥৩৫॥

তং মন্ত্রমেবাহ, নমঃ সর্ব্বেত্যাদি ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

করিবেন (৭৫)। পরে পূর্ব্ববৎ মানসোপচারে নিজ ইষ্ট দেবতার পূজা করিয়া (৭৬) মূল মন্ত্র (হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ প্রভৃতি) জপ করিবেন।৩৩ জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে যথাশক্তি জপ করিয়া, দেবীর বাম হস্তে জপফল সমর্পণ পূর্ব্বক, এই মন্ত্র দ্বারা ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবেন যে,৩৪ মাতঃ! তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী, তোমাকে নমস্কার। তুমি জগদ্ধাত্রী অর্থাৎ নিখিল জগতের আধার, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। তুমি আদ্যা কালিকা এবং তুমিই জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী ও সংহারকর্ত্রী, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।৩৫

---

* কর্ত্র্যৈ হর্ত্র্যৈ নমোঽস্তু তে ইতি পাঠান্তরম্।

(৭৫)—প্রণম্যৈবং গুরুং তত্র চিন্তয়েন্নিজদেবতাম্। এই শ্লোকে তত্র শব্দে মস্তকে সহস্রার পদ্মে। মূলের তাৎপর্য্য এই যে "সহস্রারে এইরূপে গুরুকে প্রণাম করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে।" টীকাকার এস্থলে সেরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া "গুরুকে এইরূপে প্রণামপূর্ব্বক সহস্রারে ইষ্টধ্যান করিবে" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় কোন তন্ত্রেই মস্তকে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবার বিধি দেখা যায় না; বিশেষতঃ হৃদয়ে ইষ্টদেবতার ধ্যান করাই সাধক-সম্প্রদায়ের রীতি।

(৭৬)—অভীষ্টদেবতার মানসপূজা-প্রণালী যথা—

"হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥
তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্।
আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকম্ ॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বং চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ ॥
অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্।

নমস্কৃত্য বহির্গচ্ছেৎ বামপাদপুরঃসরম্।
ত্যক্ত্বা মূত্রপুরীষঞ্চ দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥
ততো গত্বা জলাভ্যাসে স্নানং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি*।
আদাবপ উপস্পৃশ্য প্রবিশেৎ সলিলে ততঃ ॥ ৩৭ ॥

তত ইত্যাদি। জলাভ্যাসে বারিনিকটে। স্নানবিধিমেবাহ, আদাবপ ইত্যাদিভিঃ। অপো জলানি। সলিলে জলে। ৩৭॥

এইরূপে ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করিয়া,অগ্রে বাম চরণ বিন্যাস পূর্ব্বক বহির্গমন করিবে। পরে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া দন্তধাবন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।৩৬ তদনন্তর জলাশয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক, যথাবিধানে স্নান করিবে। স্নান করিবার সময় প্রথমতঃ আচমন করিয়া পশ্চাৎ জলে অবতরণ করিবে,৩৭

* স্নানং কৃত্বা যথাবিধি ইতি পাঠো ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত ইব প্রতিভাতি।

নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।
সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা ॥
অমায়াদ্যৈর্দশভিঃ পুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্দেবগোচরাম্।
অমায়ম্ অনহঙ্কারম্ অরাগম্ অমদং তথা ॥
অমোহকম্ অদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
অমাৎসর্য্যম্ অলোভঞ্চ দশ পুষ্পং বিদুর্বুধাঃ ॥
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্ ॥
ইতি পঞ্চদশৈর্ভাবপুষ্পৈঃ সম্পূজয়েৎ শিবাম্।
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্যশৈলং তথৈব চ ॥
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পরমান্নকম্।
কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পঞ্চ তৎক্ষালনোদকম্ ॥
কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্বা প্রপূজয়েৎ।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে।
যদ্যৎ প্রমেয়ং তৎ সর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ ॥
পাতালভূতলব্যোমচারিণো বিঘ্নকারিণঃ।
তাংস্তানপি বলিং দত্বা নির্ব্বিঘ্নো জপমাচরেৎ ॥

নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা মলানামপনুত্তয়ে ।
সকৃৎ স্নাত্বা তথোন্মজ্য মান্ত্রমাচমনঞ্চরেৎ ॥ ৩৮ ॥

নাভীত্যাদি । মন্ত্রৈঃ কার্য্যং মান্ত্রম্ ॥ ৩৮ ॥

এবং নাভিমাত্র জলে দণ্ডায়মান হইয়া, শরীরের মল অপনয়ন করিবার নিমিত্ত একবারমাত্র জলমধ্যে নিমজ্জন পূর্ব্বক উন্মগ্ন হইয়া তান্ত্রিক আচমন করিবে।[৩৮]

গ্রন্থিমা কুণ্ডলীশক্তিনাদান্তে মেরুসংস্থিতিঃ ।
সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ ॥
অকারাদি লকারান্তম্ অনুলোমম্ ইতি স্মৃতম্ ।
পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ ॥
অষ্টবর্গাদ্যষ্টবর্ণৈস্তথা ন্যূনমথাষ্টকম্ ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমর্প্য প্রণমেদ্ধিয়া ॥
সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃস্বরূপিণি ।
গৃহাণান্তর্জপং মাতরাদ্যে কালি নমোঽস্তু তে ॥
সমর্প্য জপমেতেন পঞ্চাঙ্গং প্রণমেদধিয়া ।
অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং ব্রজেৎ ॥
অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোময়েৎ ততঃ ।
আত্মান্তরাত্মা পরমজ্ঞানাত্মা চ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
এতদ্রূপং তু চিৎকুণ্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ ॥
আনন্দমেখলারম্যং বিন্দুত্রিবলয়াঙ্কিতম্ ।
অর্দ্ধমাত্রা যোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ং ভবেৎ ॥
বামে নাড়ীমিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ ।
সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাৎ হোমং যথাবিধি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাধকেন্দ্রো হবিষ্বেন প্রকল্পয়েৎ ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং পঠেদমুম্ ॥
ওঁ নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা ।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যম্ অক্ষবৃত্তীর্জুহোমাহম্ ॥ স্বাহা ॥ ১ ॥
বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ প্রথমাহুতিম্ ।
মূলমন্ত্রোপরি শ্লোকম্ অপরং হোময়েন্মনুন্ ॥
ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্তে আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা ।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যম্ অক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥ ২ ॥

আত্মবিদ্যাশিবৈস্তত্ত্বৈঃ স্বাহান্তৈঃ সাধকাগ্রণীঃ।
ত্রিঃপ্রাশ্যাপো দ্বিরুন্মৃজ্যে-ত্যাচমেৎ* কুলসাধকঃ ॥৩৯॥
কুলযন্ত্রং মন্ত্রগর্ত্তং বিলিখ্য সলিলে সুধীঃ।
মূলমন্ত্রং দ্বাদশধা তস্যোপরি জপেৎ প্রিয়ে ॥ ৪০ ॥

আচমনমন্ত্রানেব দর্শয়ন্নাহ, আত্মেত্যাদি। স্বাহা অন্তো যেষাং তথাভূতৈঃ আত্মবিদ্যাশিবতত্ত্বৈঃ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা শিবতত্ত্বায় স্বাহেতি মন্ত্রৈরিত্যর্থঃ। সাধকাগ্রণীঃ সাধকশ্রেষ্ঠঃ। কুলসাধকোঽপো জলানি ত্রির্ব্বারত্রয়ং প্রাশ্য প্রপীয় দ্বির্ব্বারদ্বয়মুন্মৃজ্য ইত্যেবমাচম্য হ্রীঁ প্রভৃতীনাং মন্ত্রাণাং মধ্যে কশ্চিদপি মন্ত্রো গর্ত্তে যস্যৈবম্ভূতং ত্রিকোণাত্মকং কুলযন্ত্রং সলিলে জলে বিলিখ্য সুধীর্ধীরঃ সাধকস্তস্য কুলযন্ত্রস্যোপরি হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁমিত্যাদ্যাত্মকং মূল-মন্ত্রং দ্বাদশধা দ্বাদশবারঞ্জপেদিতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ কুলসাধক, "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা" "বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা" "শিবতত্ত্বায় স্বাহা" এই মন্ত্রত্রয়ে ক্রমশঃ তিনবার জলবিন্দু পান পূর্ব্বক দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিবেন।[৩৯] প্রিয়ে! তৎপরে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি, জলের উপরি ত্রিকোণ কুলযন্ত্র লিখিয়া, তন্মধ্যে মূলমন্ত্র (বা তদন্তর্গত যে কোন বীজ) লিখিবেন এবং তদুপরি দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন।[৪০] পরে সাধক,সেই অভিমন্ত্রিত জল তেজোরূপ

* দ্বিরুন্মৃজ্য আচমেৎ ইতি দ্বিরুন্মৃজ্য চাচমেৎ ইতি চ পাঠান্তরম্।

ওঁ প্রকাশাকাশহস্তাভ্যাম্ অবলম্ব্যোন্মনীস্রুচা।
ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহপূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥ ৩ ॥
বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ তৃতীয়াহুতিমাচরেৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং পঠেদমুম্ ॥
ওঁ অন্তর্নিরন্তরনিরিন্ধনমেধমানে
মায়ান্ধকারপরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ
কস্মিংশ্চিদদ্ভুতমরীচিবিকাশভূমৌ
বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি শিবাবসানম্ ॥ স্বাহা ॥ ৪ ॥
অনেন মনুনা হুত্বা পূর্ণাহুতিমনন্তরম্।
ওঁ ইদন্তু পাত্রভরিতং মহত্তাপপরামৃতম্ ॥
পূর্ণাহুতিময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥ ৫ ॥

তেজোরূপং জলং ধ্যাত্বা সূর্য্যমুদ্দিশ্য দেশিকঃ।
ততোয়ৈস্ত্র্যঞ্জলীন্‌ দত্ত্বা তেনৈব পাথসা ত্রিধা।
অভিষিচ্য স্বমূর্দ্ধানং সপ্তচ্ছিদ্রাণি রোধয়েৎ ॥ ৪১ ॥

তেজোরূপমিত্যাদি। দেশিকঃ সাধকঃ কুলযন্ত্রসম্বন্ধি জলং তেজোরূপং ধ্যাত্বা তত্তোয়ৈঃ কুলযন্ত্রসম্বন্ধিভিজ্জলৈস্ত্র্যঞ্জলীন্‌ সূর্য্যামুদ্দিশ্য দত্ত্বা তেনৈব কুলযন্ত্রসম্বন্ধিনৈব পাথসা জলেন স্বমূর্দ্ধানং ত্রিধা ত্রিবারমভিষিচ্য সপ্তচ্ছিদ্রাণি কর্ণনেত্রনাসামুখবিবরাণি হস্তদ্বয়াঙ্গুলিভিঃ রোধয়েৎ ॥ ৪১ ॥

ভাবনা করিয়া তাহা হইতে তিন অঞ্জলি জল সূর্য্যদেবের উদ্দেশে প্রদান পূর্ব্বক, সেই মন্ত্রপূত জল দ্বারাই তিনবার আপনার মস্তক অভিষিক্ত করিয়া, মুখ নাসিকা কর্ণ ও চক্ষু, এই সপ্তচ্ছিদ্র রোধ করিবে।

বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ পঞ্চমাহুতিম্‌ ॥

গুরূপদিষ্ট অভীষ্টদেবতার পূজাপদ্ধতিঃ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধক অভীষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে আসন স্বরূপ হৃদয়-কমল প্রদান করিবেন। পরে সহস্রদল-কমলে পরমশিবের সহিত কুণ্ডলিনীর সংযোগে বিনিঃসৃত সুধা দ্বারা তাঁহার চরণযুগলে পাদ্য প্রদান করিয়া মনকে অর্ঘ্যস্বরূপে নিবেদন করিবেন। অনন্তর উক্ত সহস্রদল-কমল-বিচ্যুত সুধা দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয় প্রদান পূর্ব্বক বস্ত্রস্বরূপ আকাশতত্ত্ব, গন্ধস্বরূপ গন্ধতত্ত্ব, পুষ্পস্বরূপ চিত্ত, ধূপস্বরূপ পঞ্চ প্রাণ, দীপস্বরূপ তেজস্তত্ত্ব, নৈবেদ্যস্বরূপ (সহস্রারে কুণ্ডলিনী ও পরমশিবের সংযোগে উদ্ভূত) সুধাসাগর, ঘণ্টাধ্বনি-স্বরূপ অনাহতধ্বনি, চামর স্বরূপ বায়ুতত্ত্ব, ছত্রস্বরূপ সহস্রদল কমল, গীতস্বরূপ শব্দতত্ত্ব এবং নৃত্যস্বরূপ ইন্দ্রিয় সমুদায়ের ক্রিয়া ও মনের চাঞ্চল্য সমর্পণ করিবেন। পরে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী রূপ পদ্মমালা প্রদান পূর্ব্বক ভাবগোচরা ভগবতীকে নানাবিধ পুষ্প ও অমায় প্রভৃতি পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্পের মধ্যে দশপ্রকার সাধারণপুষ্প এবং পঞ্চপ্রকার মহাপুষ্প। সাধারণ ভাবপুষ্পদশক যথা—অমায় (মায়া-পরিহার) ১, অনহঙ্কার (অহঙ্কার-শূন্যতা) ২, অরাগ (অনুরাগ-বর্জ্জন) ৩, অমদ (গর্ব্ব-হীনতা) ৪, অমোহ (মোহ-রাহিত্য) ৫, অদম্ভ (অদাম্ভিকতা) ৬, অদ্বেষ (বিদ্বেষাভাব) ৭, অক্ষোভ (ক্ষোভ-বিসর্জ্জন) ৮, অমাৎসর্য্য (পরশ্রীকাতরতা-ত্যাগ) ৯, অলোভ (লোভের অনধীনতা) ১০, এই দশটি সাধারণ ভাবপুষ্প। তৎপরে পঞ্চবিধ মহাপুষ্প দ্বারা পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সময় অহিংসা রূপ প্রথম পুষ্পাঞ্জলি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ দ্বিতীয় পুষ্পাঞ্জলি, দয়ারূপ তৃতীয় পুষ্পাঞ্জলি, ক্ষমারূপ চতুর্থ পুষ্পাঞ্জলি, এবং জ্ঞানরূপ পঞ্চম পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। এইরূপ পঞ্চদশ

ততস্ত দেবতাপ্রীত্যৈ ত্রির্নিমজ্জ্য জলান্তরে।
উত্থায় গাত্রং সংমার্জ্জ্য পিদধ্যাচ্ছুক্লবাসসী ॥ ৪২ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততস্ত সপ্তচ্ছিদ্রবোধনাদনন্তরং তু দেবতাপ্রীত্যৈ সংকল্প্য জলান্তরে ত্রিরাবৃত্তং নিমজ্জ্য তত উত্থায় গাত্রং সংমার্জ্জ্য শুদ্ধবস্ত্রেণ প্রোঞ্ছ্য শুক্লবাসসী ধৌতবস্ত্রে পিদধ্যাৎ আচ্ছাদয়েৎ পরিদধ্যাদিত্যর্থঃ॥ ৪২ ॥

অনন্তর নিজ ইষ্টদেবতার প্রীতির কামনায় জলমধ্যে তিনবার নিমগ্ন হইয়া উত্থান পূর্ব্বক গাত্র মার্জ্জন করিয়া বিশুদ্ধ বসন পরিধান করিবে।৪২ পরে

প্রকার ভাবপুষ্প দ্বারা ভগবতীর পূজা করিয়া, পঞ্চতত্ত্ব প্রদান সময়ে সাধক মনে মনে সুধা-সাগর, পর্ব্বতাকার মাংস, পর্ব্বতাকার মৎস্য, রাশীকৃত মুদ্রা ও সুভক্ত ঘৃতাক্ত পরমান্ন, কুলামৃত, পীঠক্ষালন বারি এবং পঞ্চপ্রকার কুলপুষ্প অর্থাৎ বজ্রপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডপুষ্প, গোলপুষ্প ও সার্ব্বকালিক কুসুম নিবেদন করিবে। কামকে ছাগ স্বরূপ ও ক্রোধকে মহিষ স্বরূপ কল্পনা করিয়া বলিদান করিতে হইবে। বলিদানের পর ভোগ দিবার সময় স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে আকাশে অথবা জলমধ্যে যাহা কিছু প্রমেয় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বস্তু আছে, তৎসমুদায় নিবেদন করিবে। পাতালচারী ভূতলচারী আকাশচারী যে কোন জীব, পূজার বিঘ্নকারী হইবে, তাহাদিগকেও বলিদান করিয়া স্বস্বভাব পরিহার পূর্ব্বক জপ করিতে আরম্ভ করিবে। মানসিক জপ করিবার সময় কুলকুণ্ডলিনীরূপ সূত্রে অকারাদি (শেষ) লকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ গ্রথিত করিতে হইবে। মালা গ্রথিত করিবার সময় সাধক মনে মনে চিন্তা করিবেন যে, কুণ্ডলিনীর দুই দিকে দুই মুখ। তিনি এক মুখ উন্নত করিয়া মূলাধারের চতুর্দ্দল হইতে বিলোমক্রমে স, ষ, শ, ব এই বর্ণচতুষ্টয় একটির পর একটি প্রত্যেক দল হইতে গ্রাস পূর্ব্বক স্বাধিষ্ঠানের ষড়্দলে ল,র, য, ম, ভ, ব, এই ছয় বর্ণ ঐরূপে গ্রাস করিবেন। পরে তিনি মণিপুর পর্য্যন্ত মুখ উন্নত করিয়া দশদলস্থিত ফ, প, ন, ধ, দ, থ, ত, ণ, ঢ, ড, এই দশটি বর্ণ গ্রাস করিয়া অনাহত-চক্রস্থিত দ্বাদশ দলে ঠ,ট,ঞ, ঝ,জ,ছ,চ,ঙ, ঘ, গ, খ ক, এই দ্বাদশ বর্ণ গ্রাস করিবেন। পরে তিনি বিশুদ্ধ-চক্রস্থিত ষোড়শদল হইতে অঃ অং ঔ, ও, ঐ, এ, ৯, ঌ, ৠ, ঋ, ঊ, উ, ঈ, ই, আ, অ, এই ষোড়শবর্ণ গ্রাস পূর্ব্বক আজ্ঞা চক্রে গিয়া ক্ষ এই বর্ণের কিঞ্চিৎ গ্রাস করিবেন। পরে দ্বিতীয় মুখ অর্থাৎ পুচ্ছ উৎক্ষিপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা ল এই বর্ণ উদ্গীরণ পূর্ব্বক দ্বিদল হইতে হ এই বর্ণ গ্রাস করিয়া পুনর্ব্বার উদ্গীর্ণ ল-কেও গ্রাস পূর্ব্বক ক্ষ, এই বর্ণের কিয়দংশ গ্রাস করিবেন। এইরূপ ক্রমে গ্রাস করায়, অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণে মাতৃকামালা গ্রথিত হইল। উভয় মুখে ধৃত ক্ষ ইহার মেরু। এই মাতৃকামালার প্রত্যেক বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া তৎপরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করিতে হইবে। অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত ৫০ বর্ণে অনুলোম এবং

মৃৎস্নয়া ভস্মনা বাপি ত্রিপুণ্ড্রং বিন্দুসংযুতম্*।
ললাটে তিলকং কুর্য্যাৎ গায়ত্র্যা বদ্ধকুন্তলঃ ॥ ৪৩ ॥

মৃৎস্নয়েত্যাদি। ততো গায়ত্র্যা বদ্ধকুন্তলো নিবদ্ধকেশঃ সন্ মৃৎস্নয়া প্রশস্তয়া মৃত্তিকয়া তাদৃশেনৈব ভস্মনা বাপি বিন্দুসংযুতং ত্রিপুণ্ড্রং তিলকং ললাটে কুর্য্যাৎ। ৪৩ ॥

গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক কেশ (শিখা) বন্ধন করিয়া, বিশুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা অথবা

* ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মসংযুতম্ ইতি পাঠান্তরম্।

লকার হইতে অকার পর্য্যন্ত ৫০ বর্ণে বিলোম জপ করিলে একশত জপ হইবে। পরে অষ্টবর্গের আদ্য অষ্ট বর্ণে অর্থাৎ অ, ক, চ, ট, ত, প, য, শ, এই অষ্টবর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া ঐরূপ অষ্টবার জপ করিবে। ইহা দ্বারা একশত আটবার জপ হইবে। পরন্তু এই মানসিক জপকালে শ্বাস রুদ্ধ রাখিয়া উক্ত ১০৮ বার জপ করাই সাধক সম্প্রদায়ের রীতি। যিনি ১০৮ জপ শেষ পর্য্যন্ত শ্বাসবায়ু রুদ্ধ রাখিতে না পারেন, তিনি কেবল শেষোক্ত অষ্টবার মাত্র জপ করিবেন।

তোড়ল তন্ত্রে আছে যে, কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উত্থাপিত করিয়া চিন্তা করিতে হইবে যে, তিনি পরমশিবকে মালাকারে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই সময়ে শ্বাসরোধ পূর্ব্বক জপ করিবে। জপকালে শ্বাস পরিত্যাগ করিলে মালা ছিন্ন হয়; মালা ছিন্ন হইলে আয়ুক্ষয় হয়। কুণ্ডলিনীকে উত্থাপন কালে উক্তরূপে বর্ণ গ্রাস পূর্ব্বক মালা গ্রথনের উল্লেখও নাই। কারণ, সদা কুণ্ডলিনী দেবী পঞ্চাশদ্বর্ণভূষিতা॥

সাধক উক্তপ্রকারে অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া মনে মনে সমর্পণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র স্মরণ সহকারে মনে মনেই প্রণাম করিবেন যে, মাতঃ! তুমি সকলেরই অন্তরাত্মাতে বাস করিতেছ; তুমি সকলের অন্তর্জ্যোতিঃস্বরূপিণী। আদ্যে কালি! আমি যে মানসিক জপ করিলাম তাহা গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার। সাধক এই রূপে জপ সমর্পণ সহকারে মনে মনেই পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিবেন।

অতঃপর মানসিক হোম করিবার প্রণালী বলিতেছি। ইহার দ্বারা সাধক ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। অন্তর্হোম করিবার সময় মূলাধাররূপ কুণ্ডে চিৎস্বরূপ অগ্নি উদ্দীপ্ত চিন্তা করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হইবে। আত্মা (শরীর), অন্তরাত্মা (কুণ্ডলিনী), পরমাত্মা (ব্রহ্ম), জ্ঞানাত্মা (বুদ্ধি), এই চতুষ্টয় দ্বারা নির্ম্মিত চতুষ্কোণ চিৎকুণ্ড কল্পনা করিতে হইবে। এই চিৎকুণ্ড আনন্দরূপ মেখলা (কুণ্ডের বেষ্টনী বিশেষ) দ্বারা সুরম্য। মূলাধার চক্রস্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ রূপ বিন্দু ও যোনিমণ্ডল রূপ ত্রিকোণ ইহার বিন্দু ও ত্রিকোণমণ্ডল পরিকল্পিত হইবে। কামকলার নিম্নদেশস্থিত অর্দ্ধমাত্রা এই কুণ্ডের যোনি (কুণ্ডের অবয়ব বিশেষ) স্বরূপ কল্পনা করিতে

বৈদিকীং তান্ত্রিকীঞ্চৈব যথানুক্রমযোগতঃ।
সন্ধ্যাং সমাচরেন্মন্ত্রী তান্ত্রিকীং শৃণু কথ্যতে ॥ ৪৪ ॥

বৈদিকীমিত্যাদি। ততো মন্ত্রী সাধকো যথানুক্রমযোগতোঽনুক্রমেণৈব

যথোক্ত ভস্ম দ্বারা ললাটে বিন্দুযুক্ত তিলক ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে (৭৬)। ৪৩
অনন্তর সাধক যথাক্রমে বৈদিকী সন্ধ্যা সমাধান পূর্ব্বক তান্ত্রিকী সন্ধ্যার অনুষ্ঠান

হইবে। এই যোনি ব্রহ্মানন্দময়। অনন্তর সাধক বাম ভাগে ইড়া, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা ও মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়ী ধ্যান করিয়া যথাবিধানে হোম করিতে আরম্ভ করিবেন। এই হোমকালে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হবিঃস্বরূপ পরিকল্পিত হইবে। পরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দিতে হইবে যে, আমার নাভিস্থিত চৈতন্যরূপ হুতাশন অধুনা জ্ঞান দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে আমি মনোময় স্রুক্ (হোম-সাধন, দর্ব্বীর ন্যায় আকার-বিশিষ্ট যজ্ঞপাত্র-বিশেষ) দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ঘৃতের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিলাম। এই মন্ত্রে স্বাহা যোগ করিয়া প্রথম আহুতি প্রদান করিবে। ১।

পুনর্ব্বার মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ হবির্দ্বারা সমুদ্দীপ্ত আত্মরূপ অগ্নিতে আমি সুষুম্না পথ দ্বারা মনোময় স্রুক্ সহকারে অবিশ্রান্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিতেছি। ২। অদ্য আমি প্রকাশ ও আকাশ রূপ হস্তদ্বয় দ্বারা ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও মায়াবিকাশ রূপ ঘৃতে পরিপূর্ণ উন্মনীরূপ স্রুক্ অবলম্বন করিয়া, তৎসমুদায় উদ্দীপ্ত অগ্নিতে আহুতি সমর্পণ করিলাম। ৩। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় আহুতি প্রদান কালেও অন্তে স্বাহা উচ্চারণ করিতে হইবে।

এইরূপে তৃতীয় আহুতি প্রদান করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে যে, যাঁহা হইতে অদ্ভুত দিব্য জ্যোতিঃ (জগৎপ্রপঞ্চ) প্রকাশ হইতেছে, যিনি মায়ারূপ অন্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া আমার অন্তরে ইন্ধন ব্যতিরেকেও নিরন্তর প্রজ্বলিত ও সমুদ্দীপ্ত রহিয়া-ছেন, তাদৃশ অনির্ব্বচনীয় সম্বিৎরূপ অগ্নিতে আমি ধরাতল অবধি শিব পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ ও সমুদায় মায়াপ্রপঞ্চ আহুতি প্রদান করিলাম। ৪। অনন্তর পূর্ণাহুতির সময় এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে যে, আমার এই মনোময় পাত্র আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তাপত্রয়রূপ হব্যে পরিপূরিত করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক হোম সমাপন করিলাম। স্বাহান্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এই পঞ্চম আহুতিও প্রদান করিবে। ৫।

এরূপ মানস পূজায় অসমর্থ হইলে, হৃদয়-কমলে অভীষ্টদেবতার ধ্যান পূর্ব্বক মনে মনে কেবল সুধাম্বুধি, মাংসশৈল, মৎস্যশৈল মুদ্রারাশি ও কুলামৃত সমর্পণ করিবে।

(৭৬)—ত্রিপুণ্ড্র ও তিলক ধারণের বিস্তারিত-বিবরণ-জিজ্ঞাসুগণ অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতি দ্বিতীয় সংস্করণে দেখিতে পাইবেন।

আচম্য পূর্ব্ববৎ তোয়ে-স্তীর্থান্যাবাহয়েচ্ছিবে॥ ৪৫ ॥
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ৪৬ ॥
মন্ত্রেণানেন মতিমান্ মুদ্রয়াঙ্কুশসংজ্ঞয়া।
আবাহ্য তীর্থং সলিলে মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ৪৭ ॥

বৈদিকীং তান্ত্রিকীঞ্চ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। তয়োর্ম্মধ্যে তান্ত্রিকীং সন্ধ্যাং ত্বং শৃণু ময়া কথ্যতে॥ ৪৪॥

তান্ত্রিকীং সন্ধ্যামেবাহ, আচম্যেত্যাদিভিঃ। হে শিবে পূর্ব্ববদাচম্য তোয়ে জলে তীর্থান্যাবাহয়েৎ॥ ৪৫॥

ননু কেন মন্ত্রেণ কানি বা তীর্থান্যাবাহয়েদিত্যপেক্ষা যামাহ, গঙ্গেচেত্যাদি। সন্নিধিম্ আসক্তিম্॥ ৪৬॥

মন্ত্রেণেত্যাদি। সাধকোঽনেন অনন্তরমেবোক্তেন মন্ত্রেণাঙ্কুশসংজ্ঞযা মুদ্রয়া সলিলে জলে তীর্থমাবাহ্য মূলং মন্ত্রং সলিলে এব দ্বাদশধা জপেৎ। অঙ্কুশমুদ্রা যথা জ্ঞানার্ণবে। দক্ষমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জ্জন্যঙ্কুশরূপিণী। অঙ্কুশাখ্যা মহামুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণক্ষমেতি॥ ৪৭॥

করিবেন। তন্মধ্যে তান্ত্রিকী সন্ধ্যার বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।[৪৪] শিবে! পূর্ব্বের ন্যায় জল দ্বারা আচমন করিয়া জলে তীর্থ আবাহন করিবে।[৪৫] (প্রধান সপ্ত তীর্থ আবাহনের মন্ত্র যথা—) গঙ্গে! যমুনে! গোদাবরি! সরস্বতি! নর্ম্মদে! সিন্ধু! কাবেরি! তোমরা এই জলে অধিষ্ঠান কর।[৪৬] জ্ঞানী ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অঙ্কুশমুদ্রা (৭৭) দ্বারা জলমধ্যে তীর্থ আবাহন করিয়া, তদুপরি (মৎস্যমুদ্রা (৭৮) দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক) দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন।[৪৭] অনন্তর তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠের সহিত অনামিকা অঙ্গুলির যোগ করিয়া

---

(৭৭)—দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক তর্জ্জনী অঙ্কুশাকারে কুঞ্চিত করিলেই অঙ্কুশমুদ্রা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ত্রৈলোক্যও আকর্ষণ করিতে পারা যায়।

(৭৮)—মৎস্যমুদ্রা যথা তন্ত্রসারে, "দক্ষপাণিপৃষ্ঠদেশে বামপাণিতলং ন্যসেৎ। অঙ্গুষ্ঠৌ চালয়েৎ সম্যক্ মুদ্রেয়ং মৎস্যরূপিণী।" দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে বাম করতল বিন্যাস করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সঞ্চালিত করিবে, ইহার নাম মৎস্যমুদ্রা।

ততস্তত্তোয়তো বিন্দূন্ ত্রিধা ভূমৌ বিনিক্ষিপেৎ।
মধ্যমানামিকাযোগাৎ মূলোচ্চারণপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৮ ॥
সপ্তবারং স্বমূর্দ্ধানম্ অভিষিচ্য ততো জলম্।
বামহস্তে সমাদায় ছাদয়েদ্দক্ষপাণিনা ॥ ৪৯ ॥
ঈশানবায়ুবরুণ-বহ্নীন্দ্রবীজপঞ্চকম্।
প্রজপ্য বেদধা তোয়ং দক্ষহস্তে সমানয়েৎ ॥ ৫০ ॥
বীক্ষ্য তেজোময়ং ধ্যাত্বা চেড়য়াকৃষ্য সাধকঃ।
দেহান্তঃকলুষং তেন রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া ॥ ৫১ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং মূলমন্ত্রোচ্চারণং পূর্ব্বং যত্র কর্ম্মণি তৎ মূলোচ্চারণপূর্ব্বকং মধ্যমানামিকাযোগাৎ তত্তোয়তো বিন্দূন্ ত্রিধা ত্রিবারং ভূমৌ বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৪৮ ॥

সপ্তবারমিত্যাদি। মূলোচ্চারণপূর্ব্বকং মধ্যমানামিকাযোগাৎ তেনৈব জলেন সপ্তবারং স্বমূর্দ্ধানমাত্মীয়ং মস্তকমভিষিচ্য ততঃ পরং বামহস্তে জলং সমাদায় গৃহীত্বা দক্ষপাণিনাচ্ছাদয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

ঈশানেত্যাদি। দক্ষপাণিনাচ্ছাদ্য চ ঈশানবায়ুবরুণবহ্নীন্দ্রস্বামিকং হঁ যঁ বঁ রঁ লঁ ইত্যেতদ্বীজপঞ্চকং বেদধা চতুর্ব্বারং প্রজপ্য তত্তোয়ং দক্ষহস্তে সমানয়েৎ ॥ ৫০ ॥

বীক্ষ্যেত্যাদি। সাধকো জলং দক্ষহস্তে সমানীতং তজ্জলং বীক্ষ্য বিলোক্য তেজোময়ং তেজোরূপং ধ্যাত্বা ঈড়য়া নাড্যা আকৃষ্য চ পিঙ্গলাখ্যয়া নাড্যা তেন জলেন দেহান্তঃকলুষং শরীরান্তঃপাপং রেচয়েন্নিঃসারয়েৎ ॥ ৫১ ॥

তদ্দ্বারা, মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক, সেই জল হইতে তিনবার ভূমিতে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে।[৪৮] এবং ঐরূপ অঙ্গুলিদ্বয় যোগে মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে সাতবার ঐরূপ জলবিন্দু দ্বারা আপনার মস্তকে অভিষেক করিবে। পরে কিঞ্চিৎ জল বাম করতলে গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণ করতল দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক[৪৯] ঈশান-বীজ (হঁ), বায়ুবীজ (যঁ), বরুণবীজ (বঁ), বহ্নিবীজ (রঁ) ও ইন্দ্রবীজ (লঁ), এই পাঁচটি বীজ, (সমুদায়ে হঁ যঁ বঁ রঁ লঁ) চারিবার জপ করিয়া, সেই জল দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে।[৫০] অনন্তর সাধক সেই জল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহা তেজোময় চিন্তা করিয়া, ইড়া দ্বারা (বাম নাসিকা দ্বারা মনে মনে) আকর্ষণ পূর্ব্বক

নিক্ষিপ্য পুরতো বজ্র-শিলায়ামস্ত্রমুচ্চরন্ ।*
ত্রিবারং তাড়য়ন্ মন্ত্রী হস্তৌ প্রক্ষালয়েত্ততঃ ॥ ৫২ ॥
আচম্যোক্তেন মন্ত্রেণ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
তারমায়াহংস ইতি ঘৃণিসূর্য্য ততঃপরম্ ।
ইদমর্ঘ্যং তুভ্যমুক্ত্বা দদ্যাৎ স্বাহেত্যুদীরয়ন্ ॥ ৫৪ ॥

নিক্ষিপ্যেত্যাদি। মন্ত্রী সাধকঃ এবং দেহান্তঃকলুষং নিক্ষিপ্য পুরতোঽগ্রে মনঃকল্পিতায়াং বজ্রশিলায়ামস্ত্রং ফডিতি মন্ত্রমুচ্চরন্ জপন্ সন্ ত্রিবারং তাড়য়েৎ আহন্যাৎ। ততোঽনন্তরং হস্তৌ প্রক্ষালয়েদ্ধাবেৎ ॥ ৫২।

আচম্যেত্যাদি। তত উক্তেন মন্ত্রেণাচম্য সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদয়েদ্দদ্যাৎ ॥৫৩

নম্ন কেন মন্ত্রেণ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং নিবেদনীয়মত আহ, তারেত্যাদি। পূর্ব্বং তারমায়াহংস ইত্যুক্ত্বা ততঃপরং ঘৃণিসূর্য্যেত্যুক্ত্বা ততশ্চ পদমিদমর্ঘ্যং তুভ্যমিত্যুক্ত্বা ততোঽনন্তরং স্বাহেত্যুদীরয়ন্ কীর্ত্তয়ন্ সাধকঃ সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দদ্যাৎ। ওঁ হ্রীঁ হংস ঘৃণিসূর্য্য ইদমর্ঘ্যং তুভ্যং স্বাহেতি মন্ত্রেণার্ঘ্যং নিবেদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥

তদ্দ্বারা দেহান্তর্গত সমুদায় পাপ (ধৌত হইয়া সেই জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে ভাবিয়া) পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ী দ্বারা (দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা) পরিত্যাগ করিবে।[৫১] পরে ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সম্মুখে পরিকল্পিত বজ্রশিলার উপরিভাগে সেই পাপমিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ জল তিনবার তাড়িত করিবে (১৯)। পরে হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক[৫২] পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা আচমন করিয়া, পশ্চাদুক্ত মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে।[৫৩] (মন্ত্র যথা—) ওঁ হ্রীঁ হংস ঘৃণিসূর্য্য ইদমর্ঘ্যং তুভ্যং স্বাহা।[৫৪]

অনন্তর প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে এবং সন্ধ্যাকালে, রজঃ সত্ত্ব ও তমো-

* শিলায়াং মন্ত্রমুচ্চরন্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

(১৯)টীকাকারের মতে হস্তস্থিত জল তিনবার তাড়ন করিতে হইবে। পরন্ত অন্যান্য তন্ত্রে এই পাপময় কৃষ্ণবর্ণ জল একবার মাত্র তাড়ন করিবার বিধি আছে, এবং সাধকসম্প্রদায়ের ব্যবহারও সেইরূপ। আমাদের বোধ হয় অস্ত্রবীজ 'ফট্' তিনবার উচ্চারণ করিয়া একবার তাড়ন করাই ইহার তাৎপর্য্য।

ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতাম্।
প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে ত্রিরূপাং গুণভেদতঃ ॥ ৫৫ ॥
প্রাতর্ব্রাহ্মীং রক্তবর্ণাং দ্বিভুজাঞ্চ কুমারিকাম্।
কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণম্ অচ্ছমালাঞ্চ বিভ্রতীম্।
কৃষ্ণাজিনাম্বরধরাং হংসারূঢ়াং শুচিস্মিতাম্ ॥ ৫৬ ॥
মধ্যাহ্নে তাং শ্যামবর্ণাং* বৈষ্ণবীঞ্চ চতুর্ভুজাম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারিণীং গরুড়াননাম্ ॥ ৫৭ ॥

রজআদিগুণভেদাৎ প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে ত্রিরূপত্বং প্রদর্শয়ন্ গায়ত্র্যা ধ্যানমেবাহ, প্রাতর্ব্রাহ্মীমিত্যাদিভিঃ। প্রাতরিতি। রক্তবর্ণাং রক্তো লোহিতো বর্ণো যস্যাস্তাম্। দ্বিভুজাং দ্বৌ ভুজৌ বাহূ যস্যাস্তথাভূতাম্। তীর্থপূর্ণং গঙ্গাদিতীর্থজলৈঃ পূরিতং কমণ্ডলুম্ অচ্ছমালাং স্বচ্ছমাল্যঞ্চ পাণিভ্যাং বিভ্রতীং দধতীম্। কৃষ্ণাজিনাম্বরধরাং নীলচর্ম্মরূপং বস্ত্রং পরিদধতীম্। হংসারূঢ়াং হংসঃ পক্ষিবিশেষস্তমারূঢ়াম্। শুচিস্মিতাং শুচি পবিত্রং শুভ্রং বা স্মিতমীষদ্ধাসো যস্যাস্তাম্। কুমারিকাং কন্যকাম্। ব্রাহ্মীং ব্রহ্মণঃ শক্তিম্। এবম্ভূতাং গায়ত্রীং দেবীং প্রাতঃকালে ধ্যায়েৎ। অগ্রেঽপ্যেবমেবান্বয়ঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ৫৬ ॥
মধ্যাহ্ন ইত্যাদি। তাং গায়ত্রীম্ ॥ ৫ ॥

গুণভেদে যথাযথ ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিরূপা পরম দেবতা মহাদেবী গায়ত্রীর ধ্যান করিবে।[৫৫] প্রাতঃকালে (রজোগুণময়ী) ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির ধ্যান করিবে। এই ব্রাহ্মী শক্তি রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা ও কুমারী। ইনি হস্ত দ্বারা তীর্থ পরিপূর্ণ কমণ্ডলু ও সুনির্ম্মল মালা ধারণ করিতেছেন। ইঁহার পরিধানে কৃষ্ণাজিন। ইনি হংসের উপরি আরোহণ করিয়া আছেন। ইঁহার মুখকমল মৃদুমধুর হাস্যযুক্ত।[৫৬] মধ্যাহ্নকালে সতত, সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থিতা (সত্ত্বগুণময়ী) বৈষ্ণবীশক্তির ধ্যান করিবে। এই শক্তি শ্যামবর্ণা ও চতুর্ভুজা। ইনি চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। ইনি গরুড়ের উপর উপবিষ্টা। এই বৈষ্ণবীশক্তি যুবতী। ইঁহার স্তনযুগল পীন ও উত্তুঙ্গ।

---

* মধ্যাহ্নে শ্যামবর্ণাং তান্ ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে।

পীনোত্তুঙ্গকুচদ্বন্দ্বাং বনমালাবিভূষিতাম্।
যুবতীং সততং ধ্যায়েন্-মধ্যে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে ॥ ৫৮ ॥
সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥ ৫৯ ॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্।
বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাম্ ॥ ৬০ ॥
এবং ধ্যাত্বা মহাদেব্যৈ জলানামঞ্জলিত্রয়ম্।
দত্ত্বা জপেত্তু গায়ত্রীং দশধা শতধাপি বা ॥ ৬১ ॥
গায়ত্রীং শৃণু দেবেশি বদামি তব ভাবতঃ ॥ ৬২ ॥

পীনেত্যাদি। পীনং বৃহৎ তুঙ্গমুন্নতং কুচদ্বন্দ্বং যস্যাঃ তথাভূতাম্ ॥ ৫৮ ॥

সায়াহ্ন ইত্যাদি। যতিঃ নির্জ্জিতেন্দ্রিয়ব্যূহঃ। যে নির্জ্জিতেন্দ্রিয়গ্রামা যতিনো যতয়শ্চ তে ইত্যমরঃ। বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং বৃষরূপমাসনং যস্য স বৃষাসনঃ শিবঃ স এব কৃত আশ্রয়ো নিস্তারো যয়া তথাভূতাম্। অথবা বৃষরূপং যং মকরবরাসনং তদাত্মকঃ কৃত আশ্রয়ো যয়া তথাভূতাম্ ॥ ৫৯ ॥

ত্রিনেত্রামিত্যাদি। নৃকরোটিকাং নবকপালম্। গলিতযৌবনাং ধ্বস্ততারুণ্যাম্ ॥ ৬০ ॥

এবমিত্যাদি। মহাদেব্যৈ গায়ত্র্যৈ। দশধা শতধাপি বা দশবারং শতবারং বেত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

গায়ত্রীমিত্যাদি। ভাবতঃ প্রীতিতঃ ॥ ৬২ ॥

ইনি বনমালা দ্বারা বিভূষিত।[৫৮] সায়ংকালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, (তমোগুণময়ী মাহেশ্বরী শক্তি রূপা) গায়ত্রীর ধ্যান করিবেন। দেবী বরদা ও শুক্লবর্ণা। ইঁহার পরিধান শুক্লবস্ত্র। ইনি বৃষরূপ আসন আশ্রয় করিয়া আছেন। ইঁহার তিন চক্ষু। ইনি করকমল দ্বারা বর, পাশ, শূল ও নবকপাল ধারণ করিতেছেন। ইনি বৃদ্ধা ও গলিতযৌবনা।[৬০]

এইরূপ ধ্যান করিয়া মহাদেবীকে তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক (অষ্টাধিক) শতবার বা দশবার গায়ত্রী জপ করিবে।[৬১] দেবি! আমি তোমার প্রতি প্রীতি নিবন্ধন গায়ত্রী বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৬২] প্রথমতঃ

আদ্যায়ৈ পদমুচ্চার্য্য বিদ্মহে তদনন্তরম্।
পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ।
এষা তু তব গায়ত্রী মহাপাপপ্রণাশিনী* ॥ ৬৩ ॥
ত্রিসন্ধ্যমেতাং প্রজপন্ সন্ধ্যায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।
ততস্তু তর্পয়েদ্ভদ্রে† দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ ॥ ৬৪ ॥

তাং গায়ত্রীমেবাহ, আদ্যায়ৈ ইত্যাদিনা। পূর্ব্বমাদ্যায়ৈ ইতি পদমুচ্চার্য্য তদনন্তরং বিদ্মহে ইতি পদমুচ্চরেৎ। তদনন্তরং পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াদিত্যুচ্চরেৎ। যোজনয়া আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াদিত্যাকারা গায়ত্রী আসীৎ। এতদ্গায়ত্র্যর্থস্তু আদ্যায়ৈ পরমেশ্বর্য্যৈ আদ্যাং পরমেশ্বরীং প্রাপ্তুং যাং বয়ং বিদ্মহে মন্যামহে ধীমহি চিন্তয়ামশ্চ তৎ জগৎকারণত্বেন অতি প্রসিদ্ধা কালী নোঽস্মান্ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিযোজয়েদিত্যর্থ ইতি। ৬৩।

ত্রিসন্ধ্যমিত্যাদি। এতাং কেবলাং তব গায়ত্রীম্। ততস্তু গায়ত্রীজপাদনন্তরং তু। ৬৪।

'আদ্যায়ৈ' পদ উচ্চারণ করিয়া, তদনন্তর 'বিদ্মহে' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। পরে 'পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ' এই সমুদায় পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (সমুদায় পদ একত্র যোজনা করিয়া এইরূপ গায়ত্রী হইবে, যথা, 'আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ।' এই গায়ত্রীর অর্থ এই যে, আমরা আদ্যা পরমেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যাঁহার উপরি সম্পূর্ণ নির্ভর করি এবং যাঁহাকে একাগ্র হৃদয়ে চিন্তা করি, সেই জগৎকারণস্বরূপা কালী আমাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে বিনিযুক্ত করুন।) দেবি! তোমার নিকট এই আদ্যা কালীর গায়ত্রী কহিলাম ইহা হইতে সমুদায় মহাপাতক ধ্বংস হয়।৬৩

যিনি তিন সন্ধ্যা কেবলমাত্র এই গায়ত্রী জপ করেন, তিনি নিত্য ত্রিকালীন সন্ধ্যানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ কোনপ্রকার পাপই আর

---

* মহাপাপবিনাশিনী ইতি বা পঠনীয়ম্।

† ততস্তু তর্পয়েদ্দেবি ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

পীনোত্তুঙ্গকুচদ্বন্দ্বাং বনমালাবিভূষিতাম্ ।
যুবতীং সততং ধ্যায়েন্-মধ্যে মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে ॥ ৫৮ ॥
সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥ ৫৯ ॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্ ।
বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাম্ ॥ ৬০ ॥
এবং ধ্যাত্বা মহাদেব্যৈ জলানামঞ্জলিত্রয়ম্ ।
দত্ত্বা জপেত্তু গায়ত্রীং দশধা শতধাপি বা ॥ ৬১ ॥
গায়ত্রীং শৃণু দেবেশি বদামি তব ভাবতঃ ॥ ৬২ ॥

পীনেত্যাদি। পীনং বৃহৎ তুঙ্গমুন্নতং কুচদ্বন্দ্বং যস্যাঃ তথাভূতাম্ ॥ ৫৮
সায়াহ্ন ইত্যাদি। যতিঃ নির্জ্জিতেন্দ্রিয়ব্যূহঃ। যে নির্জ্জিতেন্দ্রিয়গ্রামা যতয়শ্চ তে ইত্যমরঃ। বৃষাসনকৃতাশ্রয়াং বৃষরূপমাসনং যস্য স বৃষাসনঃ স এব কৃত আশ্রয়ো নিজাধারো যয়া তথাভূতাম্। অথবা বৃষরূপং যৎ ম বদাসনং তদাত্মকঃ কৃত আশ্রয়ো যয়া তথাভূতাম্ ॥ ৫৯ ॥
ত্রিনেত্রামিত্যাদি। নৃকরোটিকাং নরকপালম্। গলিতযৌবনাং তারুণ্যাম্ ॥ ৬০ ॥
এবমিত্যাদি। মহাদেব্যৈ গায়ত্র্যৈ। দশধা শতধাপি বা দশবারং শতবেত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥
গায়ত্রীমিত্যাদি। ভাবতঃ প্রীতিতঃ ॥ ৬২ ॥

ইনি বনমালা দ্বারা বিভূষিত।৫৮ সায়ংকালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, (তমোময়ী মাহেশ্বরী শক্তি রূপা) গায়ত্রীর ধ্যান করিবেন। দেবী বরদা ও শুক্লবর্ণা, ইঁহার পরিধান শুক্লবস্ত্র। ইনি বৃষরূপ আসন আশ্রয় করিয়া আছেন। ইঁহার তিন চক্ষু। ইনি করকমল দ্বারা বর, পাশ, শূল ও নরকপাল ধারণ করিতেছেন। ইনি বৃদ্ধা ও গলিতযৌবনা।৬০

এইরূপ ধ্যান করিয়া মহাদেবীকে তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক (অষ্টাধিক) শতবার বা দশবার গায়ত্রী জপ করিবে।৬১ দেবি! আমি তোমার প্রতি প্রীতি নিবন্ধন গায়ত্রী বলিতেছি, শ্রবণ কর।৬২ প্রথমতঃ

আদ্যায়ৈ পদমুচ্চার্য্য বিদ্মহে তদনন্তরম্ ।
পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ ।
এষা তু তব গায়ত্রী মহাপাপপ্রণাশিনী* ॥ ৬৩ ॥
ত্রিসন্ধ্যমেতাং প্রজপন্ সন্ধ্যায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ।
ততস্তু তর্পয়েদ্দেবীং দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ ॥ ৬৪ ॥

তাং গায়ত্রীমেবাহ, আদ্যায়ৈ ইত্যাদিনা। পূর্ব্বমাদ্যায়ৈ ইতি পদমুচ্চার্য্য তদনন্তরং বিদ্মহে ইতি পদমুচ্চরেৎ। তদনন্তরং পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াদিত্যুচ্চরেৎ। যোজনয়া আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াদিত্যাকারা গায়ত্রী আসীৎ। এতদ্গায়ত্র্যর্থস্তু আদ্যায়ৈ পরমেশ্বর্য্যৈ আদ্যাং পরমেশ্বরীং প্রাপ্তুং যাং বয়ং বিদ্মহে মন্যামহে ধীমহি চিন্তয়ামশ্চ তৎ জগৎকারণত্বেন অতি প্রসিদ্ধা কালী নোঽস্মান্ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিযোজয়েদিত্যর্থ ইতি ॥ ৬৩ ॥

ত্রিসন্ধ্যমিত্যাদি। এতাং কেবলাং তব গায়ত্রীম্। ততস্তু গায়ত্রীজপাদনন্তরং তু ॥ ৬৪ ॥

'আদ্যায়ৈ' পদ উচ্চারণ করিয়া, তদনন্তর 'বিদ্মহে' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। পরে 'পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ' এই সমুদায় পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (সমুদায় পদ একত্র যোজনা করিয়া এইরূপ গায়ত্রী হইবে, যথা, আদ্যায়ৈ বিদ্মহে পরমেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচোদয়াৎ।' এই গায়ত্রীর অর্থ এই যে, আমরা আদ্যা পরমেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যাঁহার উপরি সম্পূর্ণ নির্ভর করি এবং যাঁহাকে একাগ্র হৃদয়ে চিন্তা করি, সেই জগৎকারণস্বরূপা কালী আমাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে বিনিযুক্ত করুন।) দেবি! তোমার নিকট এই আদ্যা কালীর গায়ত্রী কহিলাম ইহা হইতে সমুদায় মহাপাতক ধ্বংস হয়।৬৩

যিনি তিন সন্ধ্যা কেবলমাত্র এই গায়ত্রী জপ করেন, তিনি নিত্য ত্রিকালীন সন্ধ্যানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ কোনপ্রকার পাপই আর

---

* মহাপাপবিনাশিনী ইতি বা পঠনীয়ম্।

† ততস্তু তর্পয়েদ্দেবি ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

প্রণবং সদ্বিতীয়াখ্যাং তর্পয়ামি নমঃ পদম্‌ ।
শক্তৌ তু প্রণবে মায়াং নমঃ-স্থানে দ্বিঠং বদেৎ ॥ ৭৫॥
মূলান্তে সর্ব্বভূতান্তে নিবাসিন্যৈ পদং বদেৎ ।
সর্ব্বস্বরূপাং ঙেযুক্তাং সাযুধাপি তথা পঠেৎ ॥ ৭৬ ॥

নম্বু কেন কেন মন্ত্রেণ দেবর্ষিপিতৃদেবতাস্তর্পয়িতব্যা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তর্পণমন্ত্রমাহ, প্রণবমিত্যাদিনা । পূর্ব্বং প্রণবমোঙ্কারং বদেৎ । ততঃ সদ্বিতীয়াখ্যাং দ্বিতীয়য়া বিভক্ত্যা সহিতামাখ্যাং নামধেয়ং বদেৎ । ততশ্চ পরং তর্পয়ামীতি নম ইতি চ পদং বদেৎ । শক্তৌ তু শক্তিবিষয়ে তু প্রণবে প্রণবস্থানে মায়াং হ্রীমিতি বীজং বদেৎ । নমঃস্থানে দ্বিঠং স্বাহেতি পদং বদেৎ । এতেন ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নম ইতি মন্ত্রেণ দেবান্‌ ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি নম ইত্যনেন ঋষীন্‌ ওঁ পিতৃংস্তর্পয়ামি নম ইতি মন্ত্রেণ পিতৄন্‌ হ্রীমাদ্যাং কালীং তর্পয়ামি স্বাহেত্যনেনাদ্যাং কালীং তর্পয়েদিতি জ্ঞাপিতম্‌ ॥ ৭৫ ॥

মূলান্তে ইত্যাদি । মূলস্য হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেতি মন্ত্রস্যান্তে যং সর্ব্বভূতেতি পদং তস্যান্তে নিবাসিন্যৈ ইতি পদং বদেৎ । ততো ঙেযুক্তাং সর্ব্বস্বরূপাং বদেৎ । ততঃ তথা ঙেযুক্তা সাযুধেত্যপি পদং বদেৎ । ততঃ সচতুর্থীং সাবরণাং বদেৎ । ততঃ তদ্বদেব সচতুর্থীমেব পরাৎপরাং বদেৎ । ততঃ

তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না । ভদ্রে ! অনন্তর দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে ।৭৪ (তর্পণমন্ত্র যথা—) প্রথমতঃ প্রণব উচ্চারণ করিয়া, দ্বিতীয়ান্ত উক্ত দেবাদি পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক পরিশেষে 'তর্পয়ামি নমঃ' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে । (যথা, ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ । ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি নমঃ । ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি নমঃ ।) পরন্ত শক্তির তর্পণ করিতে হইলে প্রণবস্থলে মায়াবীজ বিন্যাস করিয়া, নমঃ স্থানে স্বাহা এই পদ সন্নিবেশিত করিবে (৮০) । (যথা, হ্রীঁ আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি স্বাহা ।)৭৫ (অনন্তর অর্ঘ্য প্রদানের মন্ত্রোদ্ধার কথিত হইতেছে।) প্রথমতঃ মূলমন্ত্র (হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা) পাঠ করিয়া, তৎপরে 'সর্ব্বভূত' এই পদের অন্তে 'নিবাসিন্যৈ' এই পদ

---

(৮০)—কিরূপে তর্পণ করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিধি এস্থলে লিখিত নাই। অন্যান্য তন্ত্রের প্রমাণ অনুসারে সাধকগণ বাম হস্তের তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা অর্থাৎ বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগ করিয়া তদ্দ্বারা, তর্পণ করিয়া থাকেন। বহুতর্পণ করিবার সময় পুঃ-

সাবরণায়ৈ সচতুর্থীং তদ্বদেব পরাৎপরাম্।
আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে * ইদমর্ঘ্যং ততো দ্বিঠঃ ॥ ৬৭ ॥
অনেনার্ঘ্যং মহাদেব্যৈ দত্ত্বা মূলং জপেৎ সুধীঃ।
যথাশক্তি জপং কৃত্বা দেব্যা বামকরেঽর্পয়েৎ ॥ ৬৮ ॥
প্রণম্য দেবীং পূজার্থং জলমাদায় সাধকঃ।
নত্বা তীর্থং পঠন্ স্তোত্রং দেবতাধ্যানতৎপরঃ ॥ ৬৯ ॥

'আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে ইদমর্ঘ্যমিতি বদেৎ। ততো দ্বিঠঃ স্বাহেতি পদং বদেৎ। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা সর্ব্বভূতনিবাসিন্যৈ সর্ব্বস্বরূপায়ৈ সাযুধায়ৈ সাবরণায়ৈ পরাৎপরায়ৈ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি মন্ত্র আসীৎ ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥

অনেনেত্যাদি। অনেনানন্তরমেবোক্তেন মন্ত্রেণ মহাদেব্যৈ অর্ঘ্যং দত্ত্বা সুধীর্ধীরঃ সাধকো মূলং মন্ত্রং জপেৎ। যথাশক্তি জপং কৃত্বা চ জপজন্যং ফলং দেব্যা বামকরেঽর্পয়েৎ দদ্যাৎ ॥ ৬৮ ॥

প্রণম্যেত্যাদি। ততঃ সাধকো দেবীং প্রণম্য পূজার্থং জলমাদায় গৃহীত্বা

উচ্চারণ করিতে হইবে। অনন্তর 'সর্ব্বস্বরূপায়ৈ' এই পদ উচ্চারণ করিয়া, 'সাযুধায়ৈ' এই পদ পাঠ করিতে হইবে।৬৬ তৎপরে 'সাবরণায়ৈ পরাৎপরায়ৈ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে' এই পদ উচ্চারণ করিয়া, তৎপরে 'ইদমর্ঘ্যং স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (সমস্ত একত্রে এইরূপ মন্ত্র উদ্ধার হইল, যথা, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরী স্বাহা (৮১) সর্ব্বভূতনিবাসিন্যৈ সর্ব্বস্বরূপায়ৈ সাযুধায়ৈ পরাৎপরায়ৈ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ তে ইদমর্ঘ্যং স্বাহা।)৬৭ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, এই মন্ত্রে মহাদেবীকে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিয়া (গুহ্যাতিগুহ্য ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক) দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবেন।৬৮ অনন্তর সাধক দেবীকে প্রণাম করিয়া পূজার নিমিত্ত জলগ্রহণ

---

* আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ চ ইতি মুদ্রিতপুস্তকপাঠঃ।

দেবতার তর্পণ নিজ মস্তকে এবং স্ত্রী দেবতার তর্পণ নিজ হৃদয়ে করিতে হয়। ঈদৃশ তর্পণ কালে মস্তকে ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ এবং হৃদয়ে অধোমুখ ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিবার রীতি আছে।

(৮১)—তন্ত্রান্তরে বিধি আছে যে, "সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ" এই দুইটি বিশেষণ পদ এই স্থলে বিন্যাস করিতে হইবে।

যাগমণ্ডপমাগত্য পাণিপাদৌ বিশোধয়েৎ।
ততো দ্বারস্য পুরতঃ সামান্যার্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭০ ॥
ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্বং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ।
আধারশক্তিং সংপূজ্য তত্রাধারং নিযোজয়েৎ ॥ ৭১ ॥
অস্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূর্য্য চ।
নিক্ষিপ্য গন্ধং পুষ্পঞ্চ তীর্থান্যাবাহয়েৎ ততঃ ॥ ৭২ ॥

তীর্থং নত্বা চ স্তোত্রং পঠন্ দেবতাধ্যানতৎপরঃ সন্ যাগমণ্ডপং যজনগৃহং মাগত্য পাণিপাদৌ বিশোধয়েৎ ধাবেৎ। ততো দ্বারস্য পুরতোঽগ্রে সামান্যার্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ রচয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥

নম্বু সামান্যার্ঘ্যং কিং নামেত্যত আহ, ত্রিকোণেত্যাদি। সুধীর্ব্বিচক্ষণঃ ত্রিকোণঞ্চ বৃত্তঞ্চ ভূবিম্বং চৈতেষাং সমাহারঃ ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্বং মণ্ডলং রচয়েৎ। পূর্ব্বং ত্রিকোণং ততস্তদ্বহির্বিভিতো বৃত্তং বর্ত্তুলং ততস্তদ্বহির্ভূবিম্বং চতুষ্কোণঞ্চ মণ্ডলং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তত্র রচিতে মণ্ডলে ওঁ আধারশক্তয়ে নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিরাধারশক্তিং সংপূজ্য সামান্যার্ঘ্যপাত্রস্থাপনায় তস্মিন্নেব রচিতে মণ্ডলে কমপ্যাধারং নিযোজয়েৎ স্থাপয়েৎ ॥ ৭১ ॥

অস্ত্রেণেত্যাদি। অস্ত্রেণ ফড়িতি মন্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্যাধারে সংস্থাপ্য চ হৃন্মন্ত্রেণ নমোমন্ত্রেণ জলৈঃ প্রপূর্য্য চ তত্র গন্ধং চন্দনাদিকং পুষ্পঞ্চ নিক্ষিপ্য ততঃ পরং তত্র তীর্থান্যাবাহয়েৎ ॥ ৭২ ॥

পূর্ব্বক তীর্থকে নমস্কার করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান সহকারে স্তব পাঠ করিতে করিতে[৬৯] যাগমণ্ডপে আগমন করিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক দ্বারদেশের সম্মুখে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।[৭০] এই দ্বারার্ঘ্য স্থাপনের (নিয়ম এই যে,) জ্ঞানী ব্যক্তি ভূমিতে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল, তদ্বাহে একটি গোলাকার মণ্ডল, তদ্বাহে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া, তাহাতে (ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা) আধারশক্তির পূজা করিয়া তাহাতে অর্ঘ্যপাত্রের আধার (ত্রিপদী প্রভৃতি যে কোন বস্তু) স্থাপিত করিবেন।[৭১] অনন্তর 'ফট্' এই মন্ত্র দ্বারা পাত্র প্রক্ষালন করিয়া (সেই আধারে সংস্থাপন পূর্ব্বক) 'নমঃ' এই মন্ত্রে তাহা জল দ্বারা পুরিত করিয়া, তাহাতে গন্ধ পুষ্প অক্ষত দূর্ব্বা ও বিল্বপত্র প্রভৃতি অর্ঘ্যের ন্যায় স্থাপন করিয়া

আধারপাত্রতোয়েষু বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলম্।
পূজয়িত্বা তদ্দশধা মায়াবীজেন মন্ত্রয়েৎ ॥ ৭৩ ॥
প্রদর্শয়েদ্ধেনুযোনিং * সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্।
ততস্তজ্জলপুষ্পৈশ্চ পূজয়েদ্দ্বারদেবতাঃ ॥ ৭৪ ॥

আধারেত্যাদি। ততঃ আধারশ্চ পাত্রঞ্চ তোয়ঞ্চ তান্যাধারপাত্রতোয়ানি তেষু বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলং পূজয়িত্বা আধারে বহ্নিমণ্ডলং পাত্রেঽর্কমণ্ডলং তোয়ে চ শশিমণ্ডলং বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিরর্চ্চয়িত্বেত্যর্থঃ। দশধা দশবারং মায়াবীজেন হ্রীমিতি বীজেন তজ্জলং মন্ত্রয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

প্রদর্শয়েদিত্যাদি। ততঃ তস্যোপরি ধেনুযোনী মুদ্রে প্রদর্শয়েৎ। ইদমেব সামান্যার্ঘ্যং স্মৃতম্। ততঃপরং তজ্জলপুষ্পৈঃ সামান্যার্ঘ্যসম্বন্ধিতোয়কুসুমৈর্দ্বারদেবতাঃ পূজয়েৎ। ধেনুমুদ্রা যথা। অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ। তথা চ তর্জ্জনীমধ্যা ধেনুমুদ্রামৃতপ্রদেতি ॥ ৭৪ ॥

(অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত 'ক্রোঁ গঙ্গে চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে) তীর্থ আবাহন করিবেন।[৭২] অনন্তর 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আধারে বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিয়া 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে অর্কমণ্ডলের পূজা করিবেন। পরে 'উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্যজলে সোমমণ্ডলের পূজা করিয়া (তদুপরি মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্ব্বক) দশবার মায়াবীজ (হ্রীঁ) জপদ্বারা সেই জল অভিমন্ত্রিত করিবেন।[৭৩] অনন্তর তদুপরি ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা(৮২) প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহাকেই সামান্যার্ঘ বলা যায়। পরে সেই জল (দ্বারা দ্বার অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক) গন্ধপুষ্প দ্বারা দ্বারদেবতার পূজা করিবে।[৭৪] এই দ্বারদেবতাগণের মধ্যে গণেশ,

---

* প্রদর্শয়েদ্ধেনুযোনী ইত্যপরপুস্তকধৃতপাঠঃ।

(৮২)—ধেনুমুদ্রা যথা, অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ। তথা চ তর্জ্জনীমধ্যা ধেনুমুদ্রামৃতপ্রদা ॥ অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত বামহস্তের অনামিকার অগ্রভাগ পরস্পর সম্মুখীন ভাবে যোগ করিবে। ঐরূপ বাম হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত দক্ষিণ অনামিকার অগ্রভাগের যোগ করিবে। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগের সহিত বাম হস্তের মধ্যমারও সম্মুখীন ভাবে অগ্রভাগ যোগ করিবে। ঐরূপ বাম হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগের সহিত

নৈর্ঋত্যাং দিশি বাস্ত্বীশং ব্রহ্মাণঞ্চ সমর্চ্চয়ন্।
সামান্যার্ঘ্যস্থ তোয়েন প্রোক্ষয়েদ্‌যাগমন্দিরম্॥ ৭৭॥
অনন্তরং সাধকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনৈঃ।
দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নান্ অস্ত্রাদ্ভিশ্চান্তরীক্ষগান্॥ ৭৮॥
পার্ষ্ণিঘাতত্রিভির্ভৌমান্ ইতি বিঘ্নান্ নিবারয়েৎ *।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কর্পূরৈর্যাগমণ্ডপম্॥ ৭৯॥

নৈর্ঋত্যামিত্যাদি। মণ্ডপং প্রবিশ্য চ তত্রৈব নৈর্ঋত্যাং দিশি প্রণবাদি-নোঽন্তেন মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্বাস্ত্বীশং ব্রহ্মাণং চ সমর্চ্চয়নং পূজয়ন্ সন্ সামান্যার্ঘ্যস্থ তোয়েন যাগমন্দিরং প্রোক্ষয়েৎ প্রসিঞ্চেৎ॥ ৭৭॥

অনন্তরমিত্যাদি। অনন্তরং ততঃ পরমেব সাধকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনৈঃ নিমেষশূন্যা দৃষ্টির্দিব্যদৃষ্টিস্তয়াবলোকনৈর্নিরীক্ষণৈর্দিবিভবা দিব্যাস্তান্ বিঘ্নানুৎ-সারয়েন্নিবারয়েৎ। অন্তরীক্ষগান্ গগনগতান্ বিঘ্নাংস্তু অস্ত্রাদ্ভিঃ ফড়িতি মন্ত্রেণ জলৈশ্চোৎসারয়েৎ। ভৌমান্ ভূমিভবান্ বিঘ্নাংস্তু পার্ষ্ণিঘাতত্রিভিঃ ত্রিভিঃ পাদতলাঘাতৈর্নিবারয়েৎ। ততো যাগমণ্ডপং চন্দনাগুরুকস্তূরীকর্পূরৈর্ধূপয়েৎ বাসয়েৎ। ততঃ স্বোপবেশার্থং ত্রিকোণকং তদ্বহিশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণঞ্চ মণ্ডলং,

যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবেন।[৭৭] পরে পূজাগৃহমধ্যে নৈর্ঋতকোণে (ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা) বাস্তুপুরুষ ও ব্রহ্মার পূজা করিয়া সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা যাগমন্দির প্রোক্ষণ করিবেন।[৭৭]

অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ(বীজ পাঠ সহকারে দিব্য দৃষ্টিতে অবলোকন দ্বারা, অর্থাৎ নিমেষশূন্য নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া দিব্য বিঘ্ন সমুদায় বিদূরিত করিবেন। এবং 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে জল দ্বারা আকাশগত বিঘ্ন সমুদায় দূর করিবেন।(৮৩)[৭৮] পরে (বাম) পার্ষ্ণি (গুল্ফ) ঘাতত্রয় দ্বারা ভৌম বিঘ্ন নিবারিত করিয়া, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কর্পূর প্রভৃতি দ্বারা যাগমণ্ডপ[৭৯] সুবাসিত করিবেন।

* ইতি বিঘ্নানি বারয়েৎ ইত্যপি পাঠঃ।

(৮৩)—সাধকসম্প্রদায়ের রীতি আছে যে ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে ছোটিকা দ্বারা দশ দিক্ বন্ধন করিয়া পুনর্ব্বার ফট্ উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ

ধূপযেৎ স্বোপবেশার্থং চতুরস্রং ত্রিকোণকম্।
বিলিখ্য পূজয়েত্তত্র কামরূপায় হন্মনুঃ ॥ ৮০ ॥
তত্রাসনং সমাস্তীর্য্য কামমাধারশক্তিতঃ।
কমলাসনায় নমো মন্ত্রেণৈবাসনং যজেৎ ॥ ৮১ ॥
উপবিশ্যাসনে বিদ্বান্ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
বদ্ধবীরাসনো মন্ত্রী বিজয়াং পরিশোধয়েৎ ॥ ৮২ ॥
তারং মায়াং সমুচ্চার্য্য অমৃতে অমৃতোদ্ভবে।
অমৃতবর্ষিণি ততো-ঽমৃতমাকর্ষয় দ্বিধা ॥ ৮৩ ॥

বিলিখ্য তত্র লিখিতে মণ্ডলে তদধিষ্ঠাতৃদেবতং কামরূপং কামরূপায় হং কামরূপায় নম ইতি যো মন্ত্রস্তেন গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥৭৮।৭৯।৮০॥

তত্রেত্যাদি। ততস্তত্র মণ্ডলে আসনমাস্তীর্য্যাচ্ছাদ্য পূর্ব্বং কামং ক্লীমিতি বীজমুচ্চার্য্য ততঃ আধারশক্তীতি বদেৎ। আধারশক্তিতশ্চ পরং কমলাসনায় নম ইতি বদেৎ। যোজনয়া ক্লীং আধারশক্তিকমলাসনায় নম ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেনৈব মন্ত্রেণাসনং তদধিষ্ঠাতৃদেবতং যজেৎ ॥ ৮১ ॥

উপবিশ্যেত্যাদি। বিজয়াং ভঙ্গাম্ ॥ ৮২ ॥

নন্বু কেন মন্ত্রেণ বিজয়াং পরিশোধয়েদিত্যপেক্ষায়াং তচ্ছোধনমন্ত্রমেবাহ তারমিত্যাদি দ্বাভ্যাম্। পূর্ব্বং তারং প্রণবং মায়াং হ্রীমিতি বীজঞ্চ সমুচ্চার্য্য ততঃপরম্ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি ইতি ব্রূয়াৎ। ততোঽমৃতমিতি

পরে আপনার উপবেশনার্থ ভূমিতে ত্রিকোণগর্ভ চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিয়া সেই স্থলে 'কামরূপায় নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।৮০ পরে সেই মণ্ডলের উপরি আসন বিস্তারিত করিয়া 'ক্লীং' আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা আসন অর্থাৎ আসনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিবে।৮১ পরে মন্ত্রজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তি বীরাসনে (৮৪) আসনের উপরি পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া বিজয়া শোধন করিবেন।৮২ প্রথমতঃ প্রণব (ওঁ) ও মায়াবীজ (হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া পরে অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি

---

*ঊর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয় দ্বারা আকাশগত বিঘ্ন উৎসারণানন্তর পুনর্ব্বার ফট এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রোক্ষণ দ্বারা পূজা দ্রব্য সমুদায় শোধন করিয়া থাকেন।

সিদ্ধিং দেহি ততো ক্রমাৎ কালিকাং মে ততঃ পরম্।
বশমানয় ঠদ্বন্দ্বং সম্বিদাশোধনে মনুঃ * ॥ ৮৪ ॥
মূলমন্ত্রং সপ্তবারং প্রজপ্য বিজয়োপরি।
আবাহন্যাদিমুদ্রাঞ্চ ধেনুযোনিং প্রদর্শয়েৎ† ॥ ৮৫ ॥

ক্রমাৎ। ততো দ্বিবা দ্বিবারমাকর্ষয়েতি ক্রমাৎ। ততশ্চ সিদ্ধিং দেহীতি ক্রমাৎ। ততঃপরং কালিকাং মে ইতি ক্রমাৎ। ততশ্চ বশমানয়েতি ঠদ্বন্দ্বং স্বাহেতি ক্রমাৎ। সকলপদযোজনয়া ওঁ হ্রীঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতমাকর্ষয়াকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। সম্বিদাশোধনে ভঙ্গায়াঃ শোধনেঽয়মেব মন্ত্রঃ প্রোক্তঃ॥ ৮৩॥,৮৪॥

মূলমন্ত্রমিত্যাদি। বিজয়োপরি মূলমন্ত্রং সপ্তবারং প্রজপ্য যথা আবাহ সা আবাহনী মুদ্রা সা মুদ্রা আদির্যস্যাঃ সা আবাহন্যাদিঃ সা চাসৌ মুদ্রা চেত্যাবাহন্যাদিমুদ্রা তাম্। ধেনুযোনী চ মুদ্রে বিজয়োপরি প্রদর্শয়েৎ। আবাহন্যাদিমুদ্রা যথা দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্। পুটাঞ্জলয়ঃ কুর্য্যাদিয়মাবাহনী ভবেৎ। ইয়ন্ত বিপরীতেন তদা বৈ স্থাপনী ভবেৎ। উর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠকমুষ্টিভ্যাং তদেয়ং সন্নিধাপনী। অন্তাঙ্গুষ্ঠকমুষ্টিভ্যাং তদেয়ং সন্নিরোধিনী। উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা ॥ ৮৫ ॥

অমৃতমাকর্ষয়াকর্ষয়৮৩ সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় স্বাহা' বলিতে হইবে। ইহাই সম্বিদা শোধনের মন্ত্র। (সম্পূর্ণ মন্ত্র যথা, ওঁ হ্রীঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতমাকর্ষয়াকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি কালিকাং মে বশমানয় স্বাহা)।৮৪ অনন্তর সেই বিজয়ার উপরি সপ্তবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া, আবাহনী মুদ্রা স্থাপনী মুদ্রা, সন্নিধাপনী মুদ্রা, সন্নিরোধিনী-মুদ্রা সম্মুখীকরণী-মুদ্রা এবং ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। (৮৫)।৮৫

* বিজয়াশোধনে মন্ত্রঃ ইতি বা পাঠাম্।

† ধেনুযোনী প্রদর্শয়েৎ ইতি বা পঠনীয়ম্।

(৮৪)—বীরাসন যথা যেরণ্ডসংহিতা। একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদুরুসংস্থিতম্। ইতরস্মিংস্তথা পশ্চাৎ বীরাসনমিতীরিতম্॥ এক চরণ এক উরুদেশে সংস্থাপিত করিবে এবং অন্য চরণ পশ্চাদ্ভাগে রাখিবে ইহাকে বীরাসন বলে। (এই টিপ্পনীটি পূর্বপৃষ্ঠায় বসিবে, ভ্রমক্রমে এই পৃষ্ঠায় বসিয়াছে।)

(৮৫)—দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতাতে কথিত আছে পুটাঞ্জলিমধ্য কুর্য্যাদিয়মাবাহনী ভবেৎ।

গুরুং পদ্মে সহস্রারে যথা সঙ্কেতমুদ্রয়া।
ত্রিধৈব তর্পয়েদ্দেবীং হৃদি মূলং সমুচ্চরন্॥ ৮৬॥
বাগ্ভবং বদযুগ্মঞ্চ বাগ্বাদিনি পদং ততঃ।
মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি।
স্বাহান্তেনৈব মনুনা জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে॥ ৮৭॥

গুরুমিত্যাদি। ঐঁ অমুকানন্দনাথং শ্রীগুরুং তর্পয়ামি নমঃ ইতি মন্ত্রেণ সঙ্কেতমুদ্রয়া গুরূপদিষ্টয়া তত্ত্বমুদ্রয়া সহস্রারে সহস্রদলে পদ্মে গুরুং যথাবং ত্রিধা বিজয়য়া তর্পয়েৎ। মূলং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ সন্ হ্রীঁ আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি স্বাহেতি মন্ত্রেণ তত্ত্বমুদ্রয়ৈব হৃদয়ে দেবীং বিজয়য়া ত্রিধৈব তর্পয়েৎ॥ ৮৬॥

বাগ্ভবমিত্যাদি। পূর্ব্বং বাগ্ভবম্ ঐমিতি বীজং বদেৎ। ততো বদযুগ্মং বদেৎ। ততো বাগ্বাদিনি ইতি পদং বদেৎ। ততো মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি ইতি বদেৎ। যোজনয়া ঐঁ বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি মন্ত্রো জাতঃ। স্বাহান্তেনৈবামুনা মনুনা কুণ্ডলীমুখে বিজয়াং জুহুয়াৎ দদ্যাৎ॥ ৮৭॥

অনন্তর (ঐঁ অমুকানন্দনাথ-শ্রীগুরু-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক) বিজয়া দ্বারা গুরূপদিষ্ট তত্ত্বমুদ্রা সহকারে সহস্রদল কমলে, তিনবার (ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া যথাবিধানে) গুরুর তর্পণ করিবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া (আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা) ঐরূপ তিনবার হৃদয়ে (অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া) দেবীর তর্পণ করিবে।৮৬ অনন্তর প্রথমতঃ বাগ্ভব বীজ (ঐঁ) উচ্চারণ করিয়া, 'বদ' এই পদ দুইবার উচ্চারণ করিবে। পরে 'বাগ্-

---

ইয়ন্তু বিপরীতেন তদা বৈ স্থাপনী ভবেৎ॥ ঊর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠকমুষ্টিভ্যাং তদেয়ং সন্নিধাপনী। অন্তঃ-ক্ষুষ্ঠবমুষ্টিভ্যাং তদেয়ং সন্নিরোধিনী॥ উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা॥ ইহার অর্থ এই যে, অঞ্জলিপুটের অগ্রভাগ অধোমুখ করিলে আবাহনী-মুদ্রা হইবে। এই মুদ্রা বিপর্য্যস্ত হইলে অর্থাৎ পুটভাব করতলদ্বয় উপুড় করিয়া অধোমুখ করিলে স্থাপনী-মুদ্রা হইবে। দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধ করিয়া বদ্ধমুষ্টি সংযুক্ত করিলে সন্নিধাপনী-মুদ্রা হইবে। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যে রাখিয়া ঐরূপ হস্তদ্বয়ের মুষ্টি বন্ধন পূর্ব্বক সংযোগ করিলে, সন্নিরোধিনী মুদ্রা হইবে। এবং উত্তান মুষ্টিযুগল সংযুক্ত করিলে সম্মুখীকরণী-মুদ্রা হইবে।

স্বীকৃত্য সম্বিদাং বাম-কর্ণোর্দ্ধে শ্রীগুরুং নমেৎ।
দক্ষিণে চ গণেশানম্ আদ্যাং মধ্যে সনাতনীম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা দেবীধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৮৮ ॥
পূজাদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি দক্ষিণে স্থাপয়েৎ সুধীঃ।
বামে সুবাসিতং তোয়ং কুলদ্রব্যাণি যানি চ ॥ ৮৯ ॥

স্বীকৃত্যেত্যাদি। এবং সম্বিদাং ভঙ্গাং স্বীকৃত্য গৃহীত্বা বামকর্ণস্যোর্দ্ধদেশে ঐ শ্রীগুরুভ্যো নম ইতি মন্ত্রেণ শ্রীগুরুং নমেৎ। দক্ষিণে দক্ষকর্ণস্যোর্দ্ধদেশে ঐ গণেশায় নম ইতি মন্ত্রেণ গণেশানং নমেৎ। ঐ সনাতন্যৈ আদ্যায়ৈ কাল্যৈ নম ইত্যনেন মধ্যে ললাটদেশে সনাতনীমাদ্যাং কালিকাং নমেৎ ॥ ৮৮ ॥
পূজেত্যাদি। পূজাদ্রব্যাণি পুষ্পাদীনি। কুলদ্রব্যাণি মদ্যাদীনি ॥ ৮৯ ॥

বাদিনি' এই পদ উচ্চারণ করিয়া, 'মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি স্বাহা' পাঠ করিবে। (সমুদায় পদ যোজনা করিয়া, ঐং বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্ব্বসত্ত্ববশঙ্করি স্বাহা, এই মন্ত্র হইবে।) এই মন্ত্র দ্বারা কুণ্ডলীমুখে বিজয়া দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে।[৮৭]

এইরূপে সাধক সম্বিদা সেবন করিয়া, বামকর্ণের ঊর্দ্ধভাগে (ঐঁ সশক্তিকগুরু-শ্রীঅমুকানন্দনাথশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। ঐঁ সশক্তিকপরমগুরু-শ্রীঅমুকানন্দ-নাথশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। ঐঁ সশক্তিকপরাপরগুরু-শ্রীঅমুকানন্দনাথশ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। ঐঁ সশক্তিকপরমেষ্ঠিগুরু-শ্রীঅমুকানন্দনাথ শ্রীপাদুকাভ্যো নমঃ। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক) গুরুচতুষ্টয়কে প্রণাম করিবে। দক্ষিণ কর্ণের ঊর্দ্ধদেশে (গাং গণেশায় নমঃ, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক) গণেশকে নমস্কার করিবে। ললাটদেশে (বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক সনাতন্যৈ আদ্যায়ৈ কাল্যৈ নমঃ, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবীধ্যানপরায়ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সনাতনী আদ্যা কালিকাকে প্রণাম করিতে হইবে।[৮৮]

অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি, পূজোপকরণ সমুদায় দক্ষিণভাগে স্থাপন পূর্ব্বক বামদিকে সুবাসিত জল ও উপস্থিত কুলদ্রব্য সমুদায় রাখিবে।[৮৯] দেবেশি! পরে মূলমন্ত্রের অন্তে 'ফট্' এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা পূজা-দ্রব্য সমুদায় প্রোক্ষিত করিয়া, বহ্নিবীজ (রং) উচ্চারণ পূর্ব্বক জলধারা দ্বারা

অস্ত্রান্তমূলমন্ত্রেণ সামান্যার্ঘ্যোদকেন চ ।
সংপ্রোক্ষ্য সর্ব্ববস্তূনি বেষ্টয়েজ্জলধারয়া ।
বহ্নিবীজেন দেবেশি বহ্নেঃ প্রাকারমাচরেৎ ॥ ৯০ ॥
পুষ্পং চন্দনসংযুক্তম্ আদায় করয়োর্দ্বয়োঃ ।
অস্ত্রেণ ঘর্ষয়িত্বা তৎ প্রক্ষিপেৎ করশুদ্ধয়ে ॥ ৯১ ॥
তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যাঞ্চ বামপাণিতলে শিবে ।
ঊর্দ্ধোর্দ্ধ্বং তালত্রিতয়ং দত্ত্বা দিগ্‌বন্ধনং ততঃ ।
অস্ত্রেণ ছোটিকাভিশ্চ ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ ॥ ৯২ ॥

অস্ত্রান্তেত্যাদি। ততঃ অস্ত্রান্তমূলমন্ত্রেণ ফডন্তেন মূলমন্ত্রেণ সামান্যার্ঘ্যোদকেন চ সর্ব্ববস্তূনি সংপ্রোক্ষ্যাভিষিচ্য জলধারয়া বেষ্টয়েৎ। হে দেবেশি ততো বহ্নিবীজেন রমিতিবীজেন বহ্নেঃ প্রাকারমাবরণমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ৯০ ॥

পুষ্পমিত্যাদি। ততঃ করশুদ্ধয়ে চন্দনসংযুক্তং পুষ্পং দ্বয়োঃ করয়োরাদায় গৃহীত্বা অস্ত্রেণ ফড়িতি মন্ত্রেণ তৎ পুষ্পং ঘর্ষয়িত্বা প্রক্ষিপেৎ ॥ ৯১ ॥

তর্জ্জনীত্যাদি। হে শিবে! ততঃ তর্জ্জনীমধ্যমাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং বামপাণিতলে উর্দ্ধোর্দ্ধে তালত্রিতয়ং দত্ত্বা ততোঽস্ত্রেণ ফডিতি মন্ত্রেণ ছোটিকাভিরঙ্গুলিধ্বনিভিশ্চ দিগ্‌বন্ধনমাচরেৎ। অথ দিগ্‌বন্ধনানন্তরং ভূতশুদ্ধিমাচরেৎ। ॥ ৯২ ॥

আপনাকে পরিবেষ্টিত করিয়া ভাবনা করিবে যে, আমি বহ্নিপ্রাকারে পরিবেষ্টিত হইলাম।[৯০] পশ্চাৎ করশুদ্ধির নিমিত্ত সচন্দন পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দুই হস্তে ঘর্ষণ করিয়া ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে।[৯১] শিবে! পরে ঐরূপ 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতলে, ক্রমশঃ উর্দ্ধে উর্দ্ধে শব্দত্রয় করিয়া পুনর্ব্বার 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ছোটিকা মুদ্রায় (৮৬) দশদিক্ বন্ধন করিবে। অতঃপর ভূতশুদ্ধি করিতে হইবে।[৯২] (ভূতশুদ্ধি প্রকার যথা -) সাধকশ্রেষ্ঠ, উত্তান করতলদ্বয় নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, মনকে মূলাধারচক্রে স্থাপন পূর্ব্বক কুণ্ডার

---

(৮৬)—অঙ্গুষ্ঠমধ্য ও তর্জ্জন্যগ্র-পৃষ্ঠভাগের উৎক্ষেপদ্বারা যে শব্দ করা হয়, তাহার নাম ছোটিকা বা চোটিকা মুদ্রা। নিত্যপূজা পদ্ধতি মুদ্রা প্রকরণে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

স্বাঙ্কে নিধায় চ করা-বুত্তানৌ সাধকোত্তমঃ।
মনো নিবেশ্য মূলে চ হুঙ্কারেণৈব কুণ্ডলীম্ ॥ ৯৩ ॥
উত্থাপ্য হংসমন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাস্তু তাম্।
স্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্ত্বং তত্ত্বে নিযোজয়েৎ ॥ ৯৪ ॥
গন্ধাদিঘ্রাণসংযুক্তাং* পৃথিবীমপ্সু সংহরেৎ।
রসাদিজিহ্বয়া সার্দ্ধং জলমগ্নৌ বিলাপয়েৎ ॥ ৯৫ ॥
রূপাদিচক্ষুষা সার্দ্ধম্ অগ্নিং বায়ৌ বিলাপ্য চ।
স্পর্শাদিত্বগ্যুতং বায়ুম্ আকাশে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৯৬ ॥

ভূতশুদ্ধ্যাচরণপ্রকারমেবাহ, স্বাঙ্কে ইত্যাদিভিঃ। সাধকোত্তমঃ স্বাঙ্কে স্বক্রোড়ে উত্তানৌ করৌ নিধায় সংস্থাপ্য মূলে মূলাধারচক্রে চ মনো নিবেশ্য হুঙ্কারেণৈব কুণ্ডলীমুত্থাপ্য হংসমন্ত্রেণ হংসঃ ইত্যাত্মকেনৈব মন্ত্রেণ পৃথিব্যা সহিতাং তাং কুণ্ডলীং শক্তিং স্বাধিষ্ঠানং স্বাধিষ্ঠানচক্রং সমানীয় তত্ত্বং পৃথিব্যাদিকং তত্ত্বে জলাদৌ নিযোজয়েৎ বিলাপয়েৎ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

পৃথিব্যাদেস্তত্ত্বস্য জলাদিতত্ত্বে বিলাপনপ্রকারমেব দর্শয়ন্নাহ, গন্ধাদীত্যাদি। গন্ধ আদির্যস্য তদ্গন্ধাদি এবম্ভূতঞ্চ তদ্ঘ্রাণং নাসা চেতি গন্ধাদিঘ্রাণং তেন সংযুক্তাং পৃথিবীম্ অপ্সু জলেষু সংহরেৎ বিলাপয়েৎ। ঘ্রাণাদীতি পাঠে তু ঘ্রায়তে নাসিকয়া গৃহ্যতে যঃ স ঘ্রাণো গন্ধ এব। জলাদিকমপ্যগ্ন্যাদাবেবমেব বিলাপয়েৎ ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

দ্বারা কুণ্ডলিনীকে[৯৩] উত্থাপিত করিয়া, 'হংস' এই মন্ত্র দ্বারা পৃথিবীর সহিত সেই কুণ্ডলীশক্তিকে স্বাধিষ্ঠানচক্রে আনয়ন পূর্ব্বক পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সমুদায়, জলাদি তত্ত্ব সমুদায়ে লীন করিবেন।[৯৪]

অনন্তর ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ প্রভৃতির সহিত সমুদায় পৃথিবী, জলে লীন করিয়া পরে রসনেন্দ্রিয় রস প্রভৃতির সহিত জল, অগ্নিতে লীন করিবে।[৯৫] পরে রূপাদি ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত অগ্নিকে বায়ুতে লীন করিবে। তৎপরে স্পর্শ প্রভৃতি ও ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত বায়ুকে আকাশে লীন করিবে।[৯৬] অনন্তর শব্দ সহিত আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্বে লীন করিয়া, অহঙ্কারতত্ত্বও বুদ্ধিতত্ত্বে লীন

---

* ঘ্রাণাদিঘ্রাণসংযুক্তাম্ ইত্যপি পঠন্তি।

অহঙ্কারে হরেদ্ব্যোম সশব্দং তন্মহত্যপি।
মহত্তত্ত্বঞ্চ প্রকৃতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ॥ ৯৭॥
ইত্থং বিলাপ্য মতিমান্ বামকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ।
পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্॥ ৯৮॥
খড়্গচর্ম্মধরং* ক্রুদ্ধম্ অঙ্গুষ্ঠপরিমাণকম্।
সর্ব্বপাপস্বরূপঞ্চ সর্ব্বদাধোমুখস্থিতম্॥ ৯৯॥
ততস্তু বামনাসায়াং যঁ বীজং ধূম্রবর্ণকম্।
সঞ্চিন্ত্য পূরয়েত্তেন বায়ুং ষোড়শমাত্রয়া।
তেন পাপাত্মকং দেহং শোষয়েৎ† সাধকাগ্রণীঃ॥ ১০০॥

অহঙ্কার ইত্যাদি। অহঙ্কারে সশব্দং শব্দসহিতং ব্যোম আকাশং হরেৎ বিলাপয়েৎ। তৎ অহঙ্কারতত্ত্বং মহতি মহত্তত্ত্বে হরেৎ। মহত্তত্ত্বঞ্চ প্রকৃতৌ বিলাপয়েৎ। তাং প্রকৃতিং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ॥ ৯৭॥

ইত্থমিত্যাদি। মতিমান্ সাধক ইত্থমমুনা প্রকারেণ পৃথিব্যাদিতত্ত্বং বিলাপ্য বামকুক্ষৌ বামে উদরে কৃষ্ণবর্ণং সর্ব্বপাপস্বরূপং পুরুষং বিচিন্তয়েৎ। রক্তশ্মশ্রুবিলোচনমিত্যাদীনি দ্বিতীয়ান্তপদানি সর্ব্বপাপস্বরূপস্য পুরুষস্যৈব বিশেষণানি। রক্তশ্মশ্রুবিলোচনং রক্তে লোহিতবর্ণে শ্মশ্রুবিলোচনে যস্য তথাভূতম্॥ ৯৮॥ ৯৯॥

করিবে। অনন্তর বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন করিয়া, ব্রহ্মেতে ঐ প্রকৃতির লয় করিবে।[৯৭] জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের লয় করিয়া চিন্তা করিবেন যে, বাম কুক্ষিতে রক্তবর্ণ শ্মশ্রু ও রক্তবর্ণ নয়ন বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ অবস্থান করিতেছে।[৯৮] এই পুরুষ (রক্তবর্ণ) খড়্গচর্ম্মধারী ও ক্রোধন স্বভাব। ইহার আকার অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত। এই পুরুষ সর্ব্বপাতক-স্বরূপ ও সর্ব্বদা অধোমুখে অবস্থান করিতেছে।[৯৯] অনন্তর বাম নাসাতে ধূম্রবর্ণ যঁ এই বীজ চিন্তা করিয়া, ঐ বায়ুবীজ ষোড়শ বার জপ করিতে করিতে উক্ত বাম নাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে। পরে সাধকশ্রেষ্ঠ ভাবনা করিবেন যে, ঐ আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা

* রক্তচর্ম্মধরম্ ইতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ।
† শোধয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।

নাভৌ রঁ রক্তবর্ণঞ্চ ধ্যাত্বা তজ্জাতবহ্নিনা।
চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভকেন দহেৎ পাপরতাং তনুম্ ॥ ১০১ ॥
ললাটে বারুণং বীজং শুক্লবর্ণং বিচিন্ত্য চ।
দ্বাত্রিংশতা রেচকেন প্লাবয়েদমৃতাম্ভসা ॥ ১০২ ॥
আপাদশীর্ষপর্য্যন্তম্ আপ্লাব্য তদনন্তরম্।
উৎপন্নং ভাবয়েদ্দেহং নবীনং দেবতাময়ম্ ॥১০৩ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততোঽনন্তরঞ্চ বামনাসাগাং ধূম্রবর্ণকং যঁ বীজং সঞ্চিন্ত্য তদেব বীজং জপন্ সাধকস্তেন বামনাসারন্ধ্রেণ ষোড়শমাত্রয়া বায়ুং পূরয়েদাকর্ষেৎ। সাধকাগ্রণী সাধকোত্তমস্তেন পূরিতেন বায়ুনা পাপাত্মকং পাপমাত্মনি স্বস্মিন্ যস্ত এবম্ভূতদেহং শোষয়েৎ ॥ ১০০ ॥

নাভাবিত্যাদি। ততো নাভৌ রক্তবর্ণং রমিতি বীজং ধ্যাত্বা তদেব বীজং জপন্নপি তজ্জাতবহ্নিনা ততো রমিতি বীজাদুৎপন্নেনাগ্নিনা চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভকেন পাপরতাং নিজাং তনুং দহেৎ ॥ ১০১ ॥

ললাট ইত্যাদি। ততো ললাটে শুক্লবর্ণং বারুণং বমিতি বীজং সঞ্চিন্ত্য তদেব বীজং জপন্নপি দ্বাত্রিংশতা রেচকেনামৃতাম্ভসা বারুণবীজচ্যুতেনামৃতরূপেণ জলেন দগ্ধাং তনুং প্লাবয়েৎ ॥ ১০২ ॥

আপাদেত্যাদি। এবমাপাদশীর্ষপর্য্যন্তং দেহমাপ্লাব্য তদনন্তরং দেবতাময়ং দেবতাদেহস্বরূপং নবীনমুৎপন্নং দেহং ভাবয়েৎ চিন্তয়েৎ ॥ ১০৩ ॥

পাপময় দেহ শুষ্ক হইয়াছে।[১০০] অনন্তর নাভিদেশে রং এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ ধ্যান করিয়া কুম্ভক অর্থাৎ বায়ুরোধ পূর্ব্বক ঐ রং বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে মনে মনে তদুৎপন্ন বহ্নি দ্বারা পাপাসক্ত নিজ শরীর দগ্ধ করিবে।[১০১] পরে ললাটদেশে শুক্লবর্ণ বঁ এই বরুণবীজ চিন্তা করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দ্বাত্রিংশৎ বার জপ সহকারে ঐ বরুণবীজ-সমুৎপন্ন অমৃতবারি দ্বারা নিজ দগ্ধশরীর আপ্লাবিত হইল চিন্তা করিবে।[১০২] এইরূপে আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত অমৃতবারি দ্বারা আপ্লাবিত করিয়া, নূতন দিব্য দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ভাবনা করিবে।[১০৩] অনন্তর মূলাধারে পীতবর্ণ লঁ এই পৃথিবীবীজ চিন্তা করিয়া, সেই বীজ পাঠ পূর্ব্বক দিব্য অবলোকন দ্বারা অর্থাৎ

পৃথ্বীবীজং পীতবর্ণং মূলাধারে বিচিন্তয়ন্।
তেন দিব্যাবলোকেন দৃঢ়ীকুর্য্যান্নিজাং তনুম্ ॥ ১০৪ ॥

পৃথ্বীত্যাদি। ততো মূলাধারে পীতবর্ণং লমিত্যাকারকং পৃথ্বীবীজং বিচিন্তয়ন্ সন্ তেন লমিতি-বীজেন দিব্যাবলোকেন চ নিজাং তনুং দৃঢ়ীকুর্য্যাৎ ॥১০৪

নিমেষশূন্য নয়নে দর্শন দ্বারা নিজ শরীর দৃঢ় করিবে (৮৭)।

(৮৭)—জীব মাত্রেরই স্থূল এই ইন্দ্রিয়গোচর শরীরে ইহারই সদৃশ অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকে গঠিত আর একটি শরীর আছে। এই শরীর আমাদের এই স্থূল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এই জন্য ইহাকে সূক্ষ্ম শরীর বলে। ইহার অপর একটি নাম লিঙ্গশরীর। পঞ্চদশীতে আছে, "বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥" শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি, সর্ব্বসমেত এই সপ্তদশটি পদার্থে গঠিত যে সূক্ষ্মশরীর তাহাকেই লিঙ্গশরীর বলে। যোগীরা যোগবলে এই লিঙ্গশরীর প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতাত্মক লিঙ্গশরীরকে শোধন করাই ভূতশুদ্ধি। তন্ত্রে আছে, 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ'। দেবতা না হইলে দেবতার পূজায় অধিকার হয় না। এই জন্য ভূতশুদ্ধিদ্বারা অগ্রে আপন দেহকে দিব্যশরীরে পরিণত করা কর্ত্তব্য। প্রকৃত প্রস্তাবে ভূতশুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজাই সিদ্ধ হয় না। রুদ্রযামলে আছে, ষট্চক্রার্থং ন জানাতি যো ভজেদবিকাপদং তস্য পাপং ক্ষয়ং যাতি সপ্তজন্মসু সিদ্ধিভাক্॥ জ্ঞাত্বা ষট্চক্রভেদঞ্চ যঃ কর্ম্ম কুরুতেঽনিশং। সম্বৎসরাদ্ভবেৎ সিদ্ধিস্তিস্তন্ত্রার্থনির্ণয়ঃ॥ অর্থাৎ যিনি ষট্চক্র পরিজ্ঞাত না হইয়া দেবতার আরাধনা করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার কেবলমাত্র দিনগত পাপক্ষয়ই হইয়া থাকে। তিনি সপ্ত জন্ম প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। পরন্তু যিনি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া (ভূতশুদ্ধির অন্তে) দেবতার আরাধনা করেন, তিনি সম্বৎসর মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। এই ভূতশুদ্ধি একটি প্রধান যোগ। "ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনাপ্যসৌ। দ্বয়োরভ্যাসযোগেন শীঘ্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥" যোগের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না; এবং মন্ত্রমার্গ পরিত্যাগ করিয়া কেবল যোগাভ্যাসেও পরমার্থ লাভ হয় না। যোগমার্গ ও মন্ত্রমার্গ এই উভয়ের অবলম্বনে সাধনা করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। এই জন্যই পূজাঙ্গে ভূতশুদ্ধির আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। রীতিমত ভূতশুদ্ধি করিলে কেবলমাত্র ইহার দ্বারাই অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে দেবতাদর্শন প্রভৃতি নানাবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারা যায়। রুদ্রযামলে আছে—ষট্চক্রভেদনে প্রীতিস্তস্য সাধনচেতসঃ। সংসারে যা

...ৎ বাপি স সিদ্ধো ভবতি ধ্রুবম্। অর্থাৎ যিনি সাধনা করিবার মানসে ষট্‌চক্রভেদ করিতে ...পর হয়েন, তিনি সংসারেই থাকুন অথবা বনেই গমন করুন, তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করেন। ...ন্তু দুঃখের বিষয়, রীতিমত ভূতশুদ্ধি করা দূরের কথা, এই ভূতশুদ্ধি অবগত আছেন এরূপ ...ক্তিও বিরল। মূলে অতি সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। অতএব আমরা অপেক্ষাকৃত ...বস্তৃতভাবে ষট্‌চক্রের সংস্থান ও ভূতশুদ্ধির প্রণালী বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

জীবশরীরে মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে ঐ মেরুদণ্ডের অধঃসীমায় মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী সুষুম্না নাম্নী এক নাড়ী আছে। এই সুষুম্না নাড়ী অগ্নিস্বরূপা এবং সত্ত্ব রজ ও তমোগুণময়ী। অধোভাগে মূলাধারে ইহার মুখ ধুস্তুর পুষ্পের ন্যায় বিকশিত। এই সুষুম্না নাড়ী মধ্যেই সমুদায় চক্র সন্নিবেশিত আছে। সুষুম্না নাড়ীর বামভাগে অমৃতময়ী চন্দ্রস্বরূপা ঈষৎ শুভ্রবর্ণা ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণ ভাগে বিষস্রাবিনী সূর্য্যস্বরূপা রক্তবর্ণা পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ী ঐরূপ মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি বিস্তৃত রহিয়াছে। ইড়া নাড়ী গঙ্গা, পিঙ্গলা নাড়ী যমুনা ও সুষুম্না নাড়ী সরস্বতী। আজ্ঞাচক্রে এই নদীত্রয় মিলিত থাকিয়া পশ্চাৎ পরস্পর পৃথক্ প্রবাহিত হইয়া পুনর্ব্বার মূলাধারচক্রে সংযুক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই আজ্ঞাচক্রকে মুক্তত্রিবেণী ও মূলাধারচক্রকে যুক্তত্রিবেণী বলা যায়। মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রিণী নাড়ী, তন্মধ্যে অমৃতস্রাবিণী চিত্রিণী নাড়ী রহিয়াছে। এই চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যে মূলাধারস্থিত স্বয়ম্ভূলিঙ্গের মুখবিবর বা ব্রহ্মদ্বার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমশিব পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর একটি নাড়ী আছে। এই নাড়ীকেই ব্রহ্মনাড়ী বলে। কেহ কেহ চিত্রিণী নাড়ীকেই ব্রহ্মনাড়ী বলেন। সুষুম্নার অভ্যন্তরস্থিত সমুদায় পদ্ম এই উভয় নাড়ীতেই গ্রথিত রহিয়াছে। সমুদায় চক্রই এই নাড়ীর গ্রন্থিস্বরূপ। এই ব্রহ্মনাড়ীর স্থূলতা একগাছি কেশের সহস্রাংশের একাংশ হইবে। পদ্ম সমুদায়ও এইরূপ সূক্ষ্ম; কিন্তু অতিসূক্ষ্ম ভাবনা হয় না বলিয়া চতুরঙ্গুলি পরিমিত কল্পনা করিয়া ভাবনা করিতে হয়। পদ্ম সমুদায় যদিও অধোমুখ ও মুদিত আছে, তথাপি ভাবনার সময় কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইলে তাহারা ঊর্দ্ধমুখ ও প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এই জন্য যোগীরা পদ্ম সমুদায় ঊর্দ্ধমুখই ভাবনা করেন। এই সমুদায় অধোমুখ পদ্মের নিম্নে ঊর্দ্ধমুখ আর একটি করিয়া পদ্ম আছে। তন্মধ্যে মূলাধারপদ্মের নিম্নে যে ঊর্দ্ধমুখ পদ্মটি আছে, উহা তড়িৎপ্রভ-শক্তিগণ-সমন্বিত, রক্তবর্ণ ও সহস্রদল।

গুহ্য ও মেঢ্রের মধ্যস্থলে মূলাধারপদ্ম আছে। এই পদ্ম চতুর্দ্দল; ইহার উত্তর দিক্ ও ঈশান কোণের মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব ও বহ্নিকোণের মধ্যপর্য্যন্ত একটি দল। ইহাকে পূর্ব্বদল বা ঈশানকোণ-পত্র উভয়ই বলা যাইতে পারে। এইরূপ অগ্নিকোণে বা দক্ষিণে একটি দল আছে; নৈঋত বা পশ্চিমে একটি এবং বায়ুকোণে বা উত্তরে একটি দল আছে।

এই পদ্মপত্রচতুষ্টয় রক্তবর্ণ; এই পত্রচতুষ্টয়ে পূর্ব্বদল হইতে ক্রমশঃ দলে দলে তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ব শ ষ স এই চারিটি মাতৃকাবর্ণ আছে। এবং এই পত্রচতুষ্টয়ে ক্রমশঃ ঐ পূর্ব্বপত্র হইতে উত্তরস্থ পত্র পর্য্যন্ত ক্রমে পরমানন্দ, সহজানন্দ, বীরানন্দ ও যোগানন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। (সাধকের দক্ষিণ পূর্ব্বদিক্ ও বামদিক্ পশ্চিম কল্পনা করাই প্রশস্ত, এবং এই পদ্মের মধ্যস্থলে নব পল্লবের ন্যায় বর্ণ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ শোভা পাইতেছেন। তড়িদ্বর্ণা মৃণালতন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম কুলকুণ্ডলিনী ত্রিবলয়াকৃতি হইয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। পদ্ম ও স্বয়ম্ভু লিঙ্গ অধোমুখ থাকাতে সেই ব্রহ্মবিবরও অধোভাগে আছে। রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল, এই স্বয়ম্ভুলিঙ্গের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রাচীরের ন্যায় রহিয়াছে। এই ত্রিকোণে রক্তবর্ণ কন্দর্প-বায়ু বিদ্যমান আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে অষ্টবজ্র-বিভূষিত চতুষ্কোণ পীতবর্ণ পৃথিবীমণ্ডল। ইহাতে লঁ বীজ এবং ঐ বীজের মধ্যে শুভ্র-হস্তিবাহন পৃথিবী আছেন। এই পৃথিবীমণ্ডলে প্রথম-শিবস্বরূপ চতুর্ভুজ ব্রহ্মা ও সাবিত্রী শোভা বিস্তার করিতেছেন। ইহাতে চতুর্ভুজা রক্তবর্ণা ডাকিনী শক্তিও আছেন। এই মূলাধার হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পৃথক হইয়াছে।

মূলাধারের উপরিভাগে লিঙ্গমূলের সম-সম স্থানে ব্রহ্মনাড়ীতে পদ্মের ন্যায় গ্রথিত স্বাধিষ্ঠান-চক্র। ইহা ষড়্দল। এই পদ্মের কর্ণিকা রক্তবর্ণ ও পত্র সমুদায় বিদ্যুদ্বর্ণ। পূর্ব্বদিক্ হইতে ক্রমশঃ বং ভং মং যং রং লং এই ছয়টি বর্ণ ষড়্দলে আছে। প্রশ্রয়,* অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বনাশ ও ক্রূরতা, এই ছয়টি বৃত্তিও ঐরূপে ছয় দলে রহিয়াছে। ইহার কর্ণিকার মধ্যস্থিত ত্রিকোণমণ্ডল-মধ্যে মহাবিষ্ণু, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী দেবতা আছেন। বিষ্ণু নীলবর্ণ ও চতুর্ভুজ। তাঁহাদিগের সম্মুখে নীলবর্ণা চতুর্ভুজা রাকিণীশক্তি, বঁ এই বরুণবীজ, এবং ঐ বীজের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার শুভ্রবর্ণ বরুণমণ্ডল ও শুভ্রমকর-বাহন বরুণ রহিয়াছেন।

ইহার উপরিভাগে নাভিমণ্ডলের পশ্চাতে মণিপুর-নামক মেঘবর্ণ দশদল পদ্ম রহিয়াছে। পূর্ব্ব হইতে ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং এই দশটি বর্ণ ক্রমশঃ দশ দলে আছে। এই বর্ণগুলি নীলবর্ণ। এতদ্ব্যতীত লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায়, মোহ, ঘৃণা, ভয়, এই দশটি বৃত্তিও ক্রমশঃ দশ দলে আছে। ইহার কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণ মধ্যে রঁ বীজ এবং ঐ বীজ মধ্যে স্বস্তিকত্রয়-বিভূষিত রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল এবং মেষবাহন রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ অগ্নি বিদ্যমান আছেন। অগ্নির সম্মুখে রুদ্র ও তাঁহার শক্তি ভদ্রকালী শোভা বিস্তার করিতেছেন। এই রুদ্র বরাভয়-মুদ্রাযুক্ত-ভুজদ্বয় বিভূষিত, সিন্দূরবর্ণ, ত্রিলোচন, বৃদ্ধ ও ভস্মবিভূষিত-শরীর। ইঁহার সন্নিধানে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পীতভূষণ-ভূষিতা, পীতবসনা, চতুর্ভুজা, মদমত্ত-চিত্তা লাকিনী শক্তি শোভা পাইতেছেন। এই

ন্মের উপরিভাগে ভানু-ভবন ও সূর্য্যমণ্ডল রহিয়াছে। চন্দ্রমণ্ডল হইতে যে সমুদায় অমৃত ক্ষরণ হয় এই সূর্য্যমণ্ডলে তাহা গ্রস্ত হইয়া থাকে।

এই মণিপুরের উপরিভাগে হৃদয়-মধ্যে ইষ্টদেবতার চিন্তার স্থান ঊর্দ্ধমুখ অষ্টদল কমল। তাহার উপরি অনাহতচক্র নামে রক্তবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম আছে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং এই দ্বাদশ সিন্দূরবর্ণ বর্ণ যথাক্রমে দ্বাদশ দলে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক, অনুতাপ, এই দ্বাদশ বৃত্তি যথাক্রমে দ্বাদশ দলে আছে। এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন যে ত্রিকোণ-মণ্ডল আছে, তাহাকে ত্রিকোণাশক্তি বলিয়া থাকে। এই ত্রিকোণ-মণ্ডলের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গ রহিয়াছেন। তাঁহার সন্নিধানে ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তি ভুবনেশ্বরী আছেন। এই ঈশ্বরই নারায়ণ ও হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, ত্রিনেত্র এবং বর ও অভয় মুদ্রাধারী। ইঁহার নিকট কাকিনী শক্তি আছেন। তাঁহার বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় ও তাঁহার চারি হস্তে পাশ, পানপাত্র, বর ও অভয়। তিনি ত্রিনেত্রা, সুধার্দ্র-হৃদয়া, মত্তা ও অস্থিমালা-বিভূষিতা। এই স্থানে কালরাত্রি প্রভৃতি আরও অনেকগুলি শক্তি আছেন। এই চক্রে যঁ এই বায়ু বীজ এবং তন্মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ-মণ্ডল, গোলাকার বায়ুমণ্ডল ও কৃষ্ণসার-বাহন চতুর্ভুজ ধূম্রবর্ণ পবন শোভা পাইতেছেন। এই চক্রের মধ্যে নির্ব্বাত-দীপ-কলিকাকার জীবাত্মা রহিয়াছেন।

ইহার উপরিভাগে কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধচক্র ও ভারতীস্থান নামক ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল কমল আছে। ইহার এক এক দলে যথাক্রমে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণের এক এক বর্ণ আছে। এই বর্ণ সমুদায় রক্তবর্ণ। এতদ্ব্যতীত ঐরূপ পূর্ব্বাদিক্রমে নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্‌জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম, সপ্ত দলে এই সপ্ত-স্বর, অষ্টমদলে বিষ, তৎপরবর্ত্তী সপ্ত দলে হুঁ, ফট্‌, বৌষট, বষট্‌, স্বধা, স্বাহা ও নমঃ এই সাতটি মন্ত্র এবং শেষদলে অমৃত আছে। ইহার কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব আছেন। এই স্থানে সকলেরই মূলমন্ত্র আছে। এই স্থানে বিদ্যুদ্বর্ণ প্রণব এবং পূর্ণ শশধরমণ্ডলও অবস্থান করিতেছেন। এই চক্রে হং এই আকাশ-বীজ, এবং তন্মধ্যে স্বচ্ছ গোলাকার আকাশমণ্ডল ও শ্বেত হস্তীতে আরূঢ় শুভ্রবস্ত্র-পরিধান আকাশ আছেন। আকাশ চতুর্ভুজ। আকাশের চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়। আকাশের ক্রোড়ের নিকট, অর্দ্ধনারীশ্বর শিব; ইঁহাকেই সদাশিব বলা যায়। ইনি শুভ্রবর্ণ, পঞ্চবদন, ত্রিনয়ন, দশভুজ ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান। ইঁহার নিকট শুক্লবর্ণা ও পীতবসনা শাকিনী শক্তি আছেন। তাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে শর, চাপ, পাশ ও অঙ্কুশ শোভা পাইতেছে।

এই চক্রের উপরি তালুমূলে ললনাচক্র নামে একটি গুপ্ত চক্র আছে। এই পদ্ম রক্তবর্ণ ও

দ্বাদশদল। ইহার এক এক দলে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অপরাধ, দম, মান, স্নেহ, শোক, খেদ, শুদ্ধতা, অবতি, সম্ভ্রম ও ঊর্ম্মি, এই দ্বাদশটি বৃত্তি আছে। কোন কোন তন্ত্রে ললনাচক্রের পরিবর্ত্তে কালচক্রের উল্লেখ রহিয়াছে।

ইহার উপর ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র নামক দ্বিদল কমল। ইহার উপরি গমন করিতে গুরুর আজ্ঞামাত্র আছে, বিশেষ কোন উপদেশ নাই। এই চক্র ভেদ হইলে সাধক স্বয়ংই ব্রহ্মস্থানে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। এই আজ্ঞাচক্রের দ্বিদলে হং ক্ষং এই দুইটি রক্তবর্ণ বর্ণ আছে। কর্ণিকার মধ্যে লঁ এই বর্ণও গুপ্ত রহিয়াছে। দুই পত্রে ও কর্ণিকায় সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণ আছে। কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণমণ্ডলমধ্যে প্রণবাকৃতি তেজোময় ইতর নামক লিঙ্গ আছেন। এই স্থানে হংসরূপ পরশিব ও তাঁহার শক্তি সিদ্ধকালী রহিয়াছেন। ইহা যঁ বীজ ও বায়ুর আলয়। ত্রিকোণমণ্ডলের তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। এই চক্রে শুক্লবর্ণা ষণ্মুখ-সুশোভিতা চতুর্ভুজা হাকিনী শক্তি রহিয়াছেন। তাঁহার চারিহস্তে জ্ঞানমুদ্রা কপাল ডমরু ও জপমালা। এই চক্রকে পরমকুল বলা যায়। এই চক্রে মন ও হকারার্দ্ধ আছে। এই চক্রকে মুক্ত ত্রিবেণীও বলে। কারণ এই স্থান হইতে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী রূপা ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পৃথক্ হইয়া মূলাধার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।

ইহার উপরিও একটি গুপ্ত চক্র আছে। তাহার নাম মনশ্চক্র। ইহা ষড়্দল পদ্ম। ইহার এক এক দলে শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, আঘ্রাণোপলব্ধি, রসোপভোগ ও স্বপ্ন এই কয়েকটি বৃত্তি যথাক্রমে আছে।

ইহার উপরিভাগে আরও একটি গুপ্ত চক্র আছে। তাহার নাম সোমচক্র। এই সোমচক্র ষোড়শদল। এই ষোড়শ দলকে ষোড়শ কলা বলা যায়। ইহার প্রথম কলার নাম কৃপা, দ্বিতীয় কলার নাম মৃদুতা, তৃতীয় কলার নাম ধৈর্য্য, চতুর্থ কলা বৈরাগ্য, পঞ্চম কলা ধৃতি, ষষ্ঠকলা সম্পৎ, সপ্তম কলা হাস্য, অষ্টম কলা রোমাঞ্চ, নবম কলা বিনয়, দশম কলা ধ্যান, একাদশ কলা সুস্থিরতা, দ্বাদশকলা গাম্ভীর্য্য, ত্রয়োদশ কলা উদ্যম, চতুর্দ্দশ কলা অক্ষোভ, পঞ্চদশ কলা ঔদার্য্য এবং ষোড়শ কলা একাগ্রতা।

ইহার উপরি নিরালম্বপুরী। যোগীরা এই নিরালম্বপুরীতে জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করেন। এই নিরালম্বপুরীর উপরিভাগে দীপশিখা-সদৃশ জ্যোতির্ম্ময় প্রণব রহিয়াছেন। ইহার উপরি শ্বেতবর্ণ নাদ, তদুপরি বিন্দু। ইহার উপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে অধোমুখ সহস্রদল কমলের নিম্নে একটি ঊর্দ্ধমুখ দ্বাদশদল পদ্ম রহিয়াছে। এই পদ্ম শ্বেতবর্ণ। এই পদ্মের কর্ণিকাতে বিদ্যুৎ-সদৃশ অ-ক-থাদি ত্রিকোণ রেখা আছে। ইহার মধ্যস্থলে, সুষুম্না নাড়ীর সীমা। ইহার উপরি নানাবর্ণ অধোমুখ সহস্রদল কমল। এই দ্বাদশদলের উপরি সহস্রদলের ক্রোড়ে পরমশিবের স্থান। কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্থাপিত করিয়া এই পরমশিবের সহিত সংযু

-করিতে হয়। পরমশিব মহাকালরূপী ইনিই পরমাত্মা।—ইনিই অজ্ঞানতিমিরের সূর্য্যস্বরূপ। ইঁহাকে শৈবেরা শিবস্থান, বৈষ্ণবেরা পরমপুরুষ, কেহ কেহ হরিহরস্থান, কেহ কেহ শক্তিস্থান, কেহ কেহ পরমব্রহ্ম, কেহ কেহ পরমহংস, কেহ কেহ পরমজ্যোতিঃ, শাক্তেরা দেবীস্থান, সাঙ্খ্যমুনিরা প্রকৃতিপুরুষস্থান বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইঁহাকে কুলস্থানও বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আবার কেহ কেহ এই পরম শিবকে অকুলও বলেন। উক্ত দ্বাদশদল কমলের উপরি সহস্রারের ক্রোড়ে সুধাসাগর, মণিদ্বীপ, মণিপীঠ ও ত্রিকোণ অকথাদি রেখা আছে; তন্মধ্যে নাদবিন্দু। এই নাদবিন্দুরূপ পীঠের উপরি পরমহংস বা হংসপীঠ আছে। এই হংস-পীঠের উপরি গুরুপাদুকা। এই স্থানে সকলেরই গুরু আছেন। ইহাই সকলের গুরুচিন্তার স্থান। গুরুর পাদপীঠ-স্বরূপ হংসের শরীর জ্ঞানময়, পক্ষদ্বয় আগম ও নিগম, চরণযুগল শিব-শক্তিময়, চঞ্চুপুট প্রণবস্বরূপ, নেত্র ও কণ্ঠ কামকলাস্বরূপ।

এই সহস্রদল কমলের ক্রোড়ে অমা-নাম্নী চন্দ্রের ষোড়শী কলা আছে। এই অমাকলা রক্তবর্ণা, নির্ম্মলা, বিদ্যুৎসদৃশ-তেজস্বিনী, পদ্মমৃণাল-তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মা ও অধোমুখী। এই অমা-কলাই চন্দ্রের অমৃতধারা ধারণ করিয়া থাকে।

অমাকলার ক্রোড়ে নির্ব্বাণকলা। ইহাও অমাকলার ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী। ইহা কেশের সহস্রাংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্মা। এই নির্ব্বাণকলাই সকলের ইষ্টদেবতা। এই নির্ব্বাণকলার ক্রোড়ে পরমনির্ব্বাণশক্তি আছেন। ইহাও সূর্য্যসদৃশ-দীপ্তিমতী, অতীব সূক্ষ্মা ও তত্ত্বজ্ঞান-প্রকাশিকা। ইহার উপরি বিন্দু ও বিসর্গশক্তি আছেন। ইহাই নিত্য-আনন্দ-স্থান ও নিখিল আনন্দের মূল। এই পর্য্যন্তই গুরুশিষ্যভাব ও উপদেশ। ইহার উপরি শিবের সপ্তম মুখ অব্যক্ত। ষড়াম্নায় পর্য্যন্তই উপদেশ প্রচারিত আছে। সপ্তমাম্নায়ের উপদেশ সচরাচর প্রকাশিত নাই। এই সহস্রদল কমলের প্রত্যেক পত্রে অকারাদি বর্ণ সমুদায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। মূলাধার প্রভৃতি চক্র সমুদায়ে অথবা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে যে সমুদায় পদার্থ আছে, এখানে তৎসমুদায়ই অব্যক্তভাবে রহিয়াছে।

এক্ষণে, কিরূপে চক্র সমুদায় ভেদ পূর্ব্বক কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রারে লইয়া গিয়া পরমশিবের সহিত যোগ করিতে হইবে, তাহা যদিও গুরুপদেশ-সাপেক্ষ, তথাপি সংক্ষেপে তৎপ্রণালী বর্ণিত হইতেছে। প্রথমতঃ পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশের আধার অপঞ্চীকৃত-ভূত-বিনির্ম্মিত সূক্ষ্মশরীরে অধিষ্ঠিত জীবাত্মাকে নির্ব্বাত-নিষ্কম্প-দীপ-কলিকার ন্যায় চিন্তা করিয়া সুষুম্না পথে হৃদয় হইতে আনয়ন পূর্ব্বক কুলকুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত করিতে হইবে। পরে যঁ এই বায়ুবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক বাম নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারস্থিত কন্দর্পবায়ু উদ্দীপিত করিবে। পরে রঁ এই বহ্নিবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুণ্ডলিনীর চতুর্দ্দিক-স্থিত বহ্নি প্রজ্বালিত করিতে

হইবে। পরে উক্ত পবন দ্বারা বহ্নি সমুদ্দীপিত হইলে কুলকুণ্ডলিনী তাহার উত্তাপ দ্বারা এবং হুঁ এই বীজ উচ্চারণ দ্বারা জাগরিতা হইয়া উঠিবেন। পরে 'হংসঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলাধার সঙ্কোচন দ্বারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিতে হইবে। পূর্ব্বে যিনি সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক ফণা দ্বারা ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রিত ছিলেন, এক্ষণে তিনি ব্রহ্ম-বিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক উত্থিত হইতে আরম্ভ করিবেন। এইরূপে কুণ্ডলিনী মূলাধার পদ্ম অতিক্রম করিবামাত্র, পুনর্ব্বার পদ্ম অধোমুখ ও মুদিত হইবে। এই সমুদায় ব্যাপার ভাবনা দ্বারা অভ্যস্ত হইলে, যখন কুণ্ডলিনী প্রকৃত প্রস্তাবে উত্থিত হইতে থাকিবেন, তখন সাধক স্পষ্টরূপে তাহা অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। এস্থলে কিরূপে মূলাধার সঙ্কোচিত করিতে হইবে, কিরূপে প্রাণ ও অপানের যোগ করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে হইবে, কিরূপে বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইবে, কিরূপেই বা অতীব কঠিন রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী সহস্রারে উপনীত হইবেন, তৎসমুদায়ই গুরূপদেশ-সাপেক্ষ।

যখন কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া ঊর্দ্ধ গমনে উন্মুখী হইবেন, সে সময় ব্রহ্মা, সাবিত্রী, ডাকিনী শক্তি এবং মূলাধারস্থিত সমুদায় দেবতা, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তি সমুদায় তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবেন; এই সময়ে সত্ত্বাংশ সম্ভূত ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞান, রজোংশে সম্ভূত উপস্থেন্দ্রিয় ও গন্ধশক্তি এবং তমোংশ সম্ভূত পৃথিবী ও পৃথিবীর গুণ গন্ধ লঁ বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে বীজভাবে অবস্থান করিবে। স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী এই চারি অবস্থার তৃতীয় অবস্থায় গুণমাত্রে অবস্থিতিই বীজভাবে অবস্থিতি। এইরূপে ইন্দ্রিয়াদি সমেত পৃথিবী-মণ্ডল অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে স্ব-স্ব গুণের সমবায়ে ত্রিগুণাত্মক 'লং' বীজে পরিণত হইল। মূলাধারস্থিত 'লং' বীজে লীন হইল বলাও চলে। সেই 'লং' তখন কুণ্ডলিনীর শরীরে বিলীন ভাবে অবস্থান করিবে।

কুণ্ডলিনী মূলাধার পরিত্যাগ করিবামাত্র শূন্য মূলাধারপদ্ম পুনর্ব্বার অধোমুখ ও মুদ্রিত হইয়া যাইবে। সমুদায় চক্রস্থ পদ্মই অধোমুখ ও মুদ্রিত আছে। কুণ্ডলিনী চৈতন্য লাভ করিয়া যখন যে পদ্মে গমন করিবেন, তখন সেই পদ্মই ঊর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হইয়া উঠিবে, সুতরাং সমুদায় চক্রস্থ পদ্মই ভাবনার সময় ঊর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হয়।

অনন্তর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উহা ঊর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হইবে। মহাবিষ্ণু, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, রাকিণীশক্তি এবং এতচ্চক্রস্থিত সমুদায় দেবগণ, মাতৃকা বর্ণ, ক্রূরতা প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় কুণ্ডলিনীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। এই সময় রসনেন্দ্রিয় ও রসজ্ঞান, পায়ু ইন্দ্রিয় ও রসশক্তি এবং জল (বরুণমণ্ডল) ও জলের রসগুণ 'বঁ' বীজে পরিণত হইবে। কুণ্ডলিনীর শরীরে বীজভাবে (গুণ মাত্রে) অবস্থিত 'লঁ' বীজ 'বঁ' বীজে লয় প্রাপ্ত হইবে, এবং 'বঁ' বীজও কুণ্ডলিনীর শরীরে বীজভাবে অবস্থান করিবে। এতচ্চক্রস্থিত

...ঠধাম,গোলোক এবং উক্তস্থান নিবাসী দেবগণও মাত্রা কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবেন। ...লিনী চক্র পরিত্যাগ করিলে পদ্মও অধোমুখ ও মুদ্রিত হইয়া যাইবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক মণিপুরে উত্থিত হইলে ঐ পদ্মও ঊর্দ্ধ মুখ ও ...শিত হইবে। তখন এতৎ-চক্রস্থিত রুদ্র, ভদ্রকালী, লাকিনী শক্তি,অন্যান্য দেবগণ,রুদ্রলোক, ...কাবর্ণ ও লজ্জা তৃষ্ণা প্রভৃতি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপজ্ঞান, ...দেন্দ্রিয় ও তৈজস শক্তি এবং তেজ (বহ্নিমণ্ডল) ও তেজের গুণ রূপ 'রঁ' বীজে পরিণত হইবে। ...ণ্ডলিনীর শরীর হইতে বঁ বীজ রঁ বীজে লয় প্রাপ্ত হইবে এবং রঁ বীজ পূর্ব্বের ন্যায় কুণ্ডলিনীর ...রীরে লীন থাকিবে। কুণ্ডলিনী মণিপুর পরিত্যাগ করিবামাত্র পদ্ম অধোমুখ ও মুদ্রিত ...ইবে। এই চক্রের নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। ইহা ভেদ করিতে সাধকের কিঞ্চিৎ কষ্ট হয়। ...হা প্রথম ভেদ হইবার সময় সাধক কৃশ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার উদরাময়ও হইয়া থাকে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী মণিপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাহতচক্রে উপনীত হইলে উক্ত চক্রস্থিত পদ্মও ঊর্দ্ধমুখে বিকশিত হইয়া উঠিবে। তখন এতৎ-চক্রস্থিত, ঈশ্বর, ভুবনেশ্বরী, কাকিনী-শক্তি, কালরাত্রি প্রভৃতি শক্তি, মাতৃকাবর্ণ এবং আশা চিন্তা প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় কুণ্ড-লিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শজ্ঞান, পাণীন্দ্রিয় ও স্পর্শশক্তি এবং স্পর্শগুণ সমেত বায়ু (-মণ্ডল) যং বীজে পরিণত হইলে কুণ্ডলিনীর শরীর হইতে রং বীজ যং বীজে লয় প্রাপ্ত হইবে এবং যং বীজও পূর্ব্বের ন্যায় কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি ইহা ভেদ করাও কিঞ্চিৎ দুরূহ। বলা বাহুল্য কুণ্ডলিনী চক্র পরিত্যাগ করিলে পদ্মও অধোমুখ ও মুদিত হইবে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী অনাহতচক্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতীস্থান নামক বিশুদ্ধচক্রে উত্থিত হইবেন, পদ্মও ঊর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হইবে। এখানে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব, শাকিনী শক্তি, মাতৃকাবর্ণ, সপ্ত স্বর,বিষ অমৃত এবং নমঃ স্বাহা প্রভৃতি চক্রস্থ সমুদায় মন্ত্রাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দজ্ঞান, বাগিন্দ্রিয় ও শব্দশক্তি এবং শব্দগুণ সমেত আকাশ হং বীজে পরিণত হইবে। কুণ্ডলিনীর শরীর হইতে যং বীজ হঁ বীজে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় হং বীজ কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধ চক্র পরিত্যাগ করিলে পদ্মও অধোমুখ ও মুদ্রিত হইবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী তালুমূলস্থ ললনাচক্র নামক গুপ্ত চক্র ভেদ পূর্ব্বক যখন আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইলে উহা ঊর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হইবে, তখন পরশিব ও সিদ্ধকালী, হাকিনীশক্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ ও এতৎ-চক্রস্থিত অন্যান্য সমুদায়ই তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। এই স্থলে মনশ্চক্রস্থিত নিজ বৃত্তিসমেত মন বা অন্তঃকরণ(মন বুদ্ধি অহঙ্কার)এবং কুণ্ডলিনীর শরীরে অবস্থিত 'হং' এই আকাশ বীজ একীভূত হইয়া পরম বিন্দু বা অহঙ্কারতত্ত্বে লয়প্রাপ্ত হইবে,

এবং অহঙ্কারতত্ত্বও কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। কুণ্ডলিনী এই আজ্ঞাচক্র পরিত্যাগ করিলে পদ্মও অধোমুখ ও মুদিত হইয়া যাইবে। এই আজ্ঞাচক্রকেই রুদ্রগ্রন্থি বলা যায়। ইহা ভেদ হইলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া পরমশিবে সংযুক্ত হয়েন।

পরে কুণ্ডলিনী দ্বিদলপদ্ম ভেদ পূর্ব্বক যেমন উত্থিত হইতে থাকেন, অমনি ক্রমে ক্রমে নিরালম্ব পুরী, প্রণব, নাদ, বিন্দু প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হয়। অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে (কুণ্ডলিনীতে) লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তত্ত্ব সমুদায় লয় করিয়া, পরিশেষে সহস্রারে প্রকৃতি বা কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবে (ব্রহ্মে) সংযুক্ত ও একীভূত হইলে তাঁহার সামরস্য-সম্ভূত অমৃত দ্বারা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড রূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকে। এই সময় সাধক সমুদায় জগৎ বিস্মৃত হইয়া একমাত্র অনির্ব্বচনীয় আনন্দে নিমগ্ন হয়েন।

এক্ষণে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, যে সময় অহঙ্কারতত্ত্বের লয় হইল, সে সময় তৎসম্ভূত মনেরও লয় হইয়াছে, সুতরাং কেই বা আর চিন্তা করিবে, কেই বা ভূতশুদ্ধির শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবে। এই সমুদায় কার্য্য জীবাত্মা করিবেন, এ কথাও বলা যাইতে পারে না, কারণ কুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মাও পরমব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলতঃ সহস্রারে নিত্য উন্মনী ও উন্মনীর সহিত সূক্ষ্ম মনও আছেন। সেই উন্মনী সহিত সূক্ষ্ম মনের লয় হয় না। তিনিই ভূতশুদ্ধি সম্পূর্ণ করেন।

পরে ভাবনা করিতে হইবে যে বামকুক্ষিতে পাপপুরুষ অবস্থান করিতেছে। পাপ-পুরুষধ্যান যথা,—(বামকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ) পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্। খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকং সর্ব্বপাপাত্মকং রূপং সর্ব্বদাধোমুখং স্থিতং॥ ইতি। তন্ত্রসারোক্ত ধ্যান যথা,— বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভং। ব্রহ্মহত্যাশিরস্কং স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ং॥ সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ং। তৎসংসর্গি-পদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকং॥ উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনং। খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ॥ ইতি।

অনন্তর সাধক হৃদয়ে যঁ এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ ভাবনা করিয়া উহা ষোড়শবার জপ করিতে করিতে ইড়া দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া নাসাপুটদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিবেন। এই সময় ভাবনা করিতে হইবে যে, ঐ বায়ু দ্বারা বামকুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত সমুদায় দেহ পরিশুষ্ক হইতেছে। পরে ঐরূপ ভাবনা সহকারে উক্ত বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরে সাধক নাভিমণ্ডলে রঁ এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ ভাবনা সহকারে ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ করিবেন। অনন্তর কুম্ভক করিয়া ঐ বহ্নিবীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিবেন। এই সময় ভাবনা করিতে হইবে যে, মূলাধার হইতে অগ্নি উত্থিত হইয়া পাপপুরুষের সহিত দেহ দগ্ধ ও ভস্মসাৎ হইতেছে। পরে ঐ বহ্নিবীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ

করিতে করিতে বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু বিরেচিত করিতে হইবে। পরে ললাটদেশে ঠং এই শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজ ধ্যান পূর্ব্বক ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাসিকাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবেন। এই সময় ভাবনা করিতে হইবে যে, চন্দ্র হইতে গলিত সুধাধারা দ্বারা নূতন দিব্য শরীর সৃষ্ট হইতেছে। পরে স্বাধিষ্ঠানে শুক্লবর্ণ বং এই বরুণবীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে কুম্ভক সহকারে ভাবনা করিবেন যে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে গলিত মাতৃকা-বর্ণময় অমৃত দ্বারা সমগ্র দিব্য শরীর বিরচিত হইল। পরে মূলাধারে পীতবর্ণ লং এই পৃথিবী-বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ সহকারে চিন্তা করিতে হইবে যে, নূতন দিব্য দেহ সুদৃঢ় হইল। অনন্তর সোঽহং এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক জীবাত্মাকে হৃদয়ে আনয়ন করিতে হইবে।

এই ক্ষণে কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত সামরস্য সম্ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি প্রত্যাগমন কালে যে যে স্থানে বা যে যে চক্রে উপনীত হইবেন, সেই সেই স্থানের ও চক্রের যে যে দেবতা প্রভৃতি যে ভাবে তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনুরূপ তাহার বিপরীত ক্রমে তাঁহারা সৃষ্ট হইতে থাকিবেন।

কুণ্ডলিনীশক্তি যথাযথস্থানে, বিন্দু নাদ প্রণব নিরালম্বপুরী ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টি করিলে মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে অবস্থান করিবে। এবং তিনি যখন আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইবেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব এবং অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে মন ও বুদ্ধি এবং 'হং' এই আকাশবীজ উৎপন্ন হইবে। পরশিব, সিদ্ধকালী, ডাকিনী শক্তি, সত্ত্ব রজ, ও তমোগুণ, হং লং ক্ষং ও অন্যান্য চক্রস্থ দেবতা প্রভৃতি তাঁহার শরীর হইতে সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে আস্থিতি করিতে থাকিবেন। হং এই আকাশবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী ক্রমশঃ সৃষ্টি করিতে করিতে বিশুদ্ধচক্রে উপনীত হইবেন। এই স্থানে তাঁহার শরীর হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব, শাকিনী শক্তি, অং হইতে অঃ পর্য্যন্ত ষোড়শ মাতৃকা বর্ণ, সপ্তস্বর, অমৃত প্রভৃতি আবির্ভূত হইতে থাকিবে। হং বীজ হইতে যং বীজ ও পরিপুষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয় ও শব্দজ্ঞান, বাগিন্দ্রিয় ও শব্দশক্তি এবং শব্দগুণ সমেত আকাশের সৃষ্টি হইবে। (বলা বাহুল্য আকাশ ও শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতির অপুষ্ট অবস্থা বা বীজভাবে অবস্থিতিই ঐ হং বীজে পরিণতি। এইরূপ যং, রং, বং, লং, বীজও তত্তৎ-তত্ত্বের বীজভাব অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী এই চারি অবস্থার মধ্যে তৃতীয় অবস্থা।) হং বীজ হইতে যং এই বায়ুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

এইরূপে কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধচক্রের দেবতা সৃষ্টি পূর্ব্বক যথাস্থানে স্থাপন করিয়া অনাহতচক্রে প্রতিগমন করিবেন। এই স্থানে ঈশ্বর, ভুবনেশ্বরী, কাকিনীশক্তি, কং হইতে ঠং পর্য্যন্ত দ্বাদশ মাতৃকাবর্ণ, আশা চিন্তা প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় তাঁহার শরীর হইতে আবির্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান

করিবে। যঁ বীজ হইতে রং বীজ ও পরিপুষ্ট ত্বগিন্দ্রিয় ও স্পর্শজ্ঞান, পাণীন্দ্রিয় ও স্পর্শশক্তি এবং স্পর্শগুণ সমেত বায়ুর সৃষ্টি হইবে। রঁ এই বহ্নি বীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী মণিপুরে উপনীত হইলে তাঁহার শরীর হইতে রুদ্র, ভদ্রকালী লাকিনী শক্তি, ডং হইতে ফং এই দশ বর্ণ, লজ্জা ঘৃণা ভয় প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় এবং এতচ্চক্রস্থিত অন্যান্য দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন। পরে রঁ বীজ হইতে বঁ এই বীজ এবং পরিপুষ্ট দর্শনেন্দ্রিয় ও রূপজ্ঞান, পাদেন্দ্রিয় ও চৈতন্যশক্তি এবং তেজের গুণ রূপ সমেত তেজের উৎপত্তি হইবে। বঁ এই বরুণ বীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীত হইলে তাঁহার শরীর হইতে মহাবিষ্ণু, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, রাকিণী শক্তি, বং হইতে লং এই ছয়টি বর্ণ, ক্রুরতা প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তি, বৈকুণ্ঠ, গোলোক-ধাম এবং চক্রস্থ অন্যান্য সমুদায়ই সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে। বঁ বীজ হইতে লং বীজ এবং পরিপুষ্ট রসনেন্দ্রিয় ও রসজ্ঞান, পায়ু-ইন্দ্রিয় ও রসশক্তি এবং রসগুণ সমেত জল উৎপন্ন হইবে। লঁ এই পৃথ্বীবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী মূলাধারে গমন করিলে তাঁহার শরীর হইতে ব্রহ্মা, সাবিত্রী, ডাকিনী শক্তি, বং, শং, ষং, সং এই বর্ণ চতুষ্টয়, পরমানন্দ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন। লঁ এই বীজ হইতে উহার সত্ত্বগুণের অংশ হইতে পরিপুষ্ট ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞান, রজোগুণের অংশ হইতে ঐরূপ পরিপুষ্ট উপস্থেন্দ্রিয় ও গন্ধশক্তি এবং তমোগুণের অংশ হইতে ঐরূপ গন্ধ সমেত পৃথিবীর উৎপত্তি হইবে। (পূর্ব্বে পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই এইরূপ সত্ত্বাংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তত্তদ্বিষয় জ্ঞানের, রজোগুণের অংশ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও ক্রিয়াশক্তির এবং তমোগুণের অংশ হইতে গুণ-সমেত ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে।) অনন্তর কুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক যথাপূর্ব্ব মুখ দ্বারা ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রিত হইয়া থাকিবেন। জীবাত্মাও পুনর্ব্বার ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন।

অনন্তর জীবন্যাস করিতে হইবে যথা,—আপনার হৃদয়ে হস্ত প্রদান করিয়া "সোঽহং" এইমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ইহার অর্থ এই যে, 'তিনিই আমি' অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্মময়ী (অভীষ্টদেবতা)। অনন্তর লেলিহান মুদ্রায় হৃদয়ে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক পাঠ করিবে, আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হৌঁ হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হৌঁ হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হৌঁ হংসঃ অমুক দেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হৌঁ হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। এইরূপ আপন হৃদয়ে ইষ্টদেবতার জীবন্যাস করিয়া আপনাকে দেবতাময় ভাবনা করিতে হইবে।

হৃদয়ে হস্তমাদায় আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংস উচ্চরন্। *
সোঽহং মন্ত্রেণ তদ্দেহে দেব্যাঃ প্রাণান্ নিধাপয়েৎ ॥১০৫॥
ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং দেবীভাবপরায়ণঃ।
সমাহিতমনাঃ কুর্য্যাৎ মাতৃকান্যাসমম্বিকে ॥ ১০৬ ॥
মাতৃকায়া ঋষির্ব্রহ্মা গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতম্।
দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জনসংজ্ঞকম্ ॥ ১০৭ ॥
স্বরাশ্চ শক্তয়ঃ সর্গঃ কীলকং পরিকীর্ত্তিতম্।

হৃদয় ইত্যাদি। ততো হৃদয়ে হস্তমাদায় নিধায় আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংস ইত্যুচ্চরন্ সাধকঃ সোঽহং-মন্ত্রেণ তদ্দেহে তস্মিন্ নবীনে দেহে দেব্যাঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপয়েৎ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংসঃ সোঽহমিতি মন্ত্রেণ তত্র দেহে দেব্যাঃ প্রাণানাং প্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ১০৫ ॥

ভূতশুদ্ধিমিত্যাদি। দেবীভাবপরায়ণঃ দেবীস্বরূপোঽহমিতিচিন্তনতৎপরঃ ॥ ১০৬ ॥

অথ মাতৃকান্যাসক্রমমেব দিদর্শয়িষন্ মাতৃকায়া ঋষ্যাদিকমাহ, মাতৃকায়া ইত্যাদিনা। সর্গঃ বিসর্গঃ। বিনিয়োগপ্রয়োগিতা বিনিয়োগস্য প্রয়োগিত্বম্ বিনিয়োগঃ প্রয়োক্তব্য ইত্যর্থঃ। অস্যা মাতৃকায়া ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবী দেবতা। হলো বীজম্। স্বরাঃ শক্তয়ঃ। বিসর্গঃ কীলকম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে

পরে নিজ হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া, আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ হংসঃ সোঽহং, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, আত্মদেহে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ১০৫

অম্বিকে! এইরূপে ভূতশুদ্ধি করিয়া, দেবীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে মাতৃকান্যাস করিবে (৮৮)। ১০৬ এই মাতৃকার ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা দেবী মাতৃকা সরস্বতী, বীজ ব্যঞ্জনবর্ণ, ১০৭ শক্তি স্বরবর্ণ সমুদায়, কীলক

---

* হংসমুচ্চরন্ ইতি পাঠং ন সমীচীনম্।

(৮৮)—মাতৃকান্যাস করিবার তাৎপর্য্য এই যে, মাতৃকাবর্ণ দেবতাত্মক, দেবতা ও মাতৃকাবর্ণ ভিন্ন নয়। এই নিমিত্ত আপনাকে দেবতাময় করিতে হইলে স্বদেহে মাতৃকান্যাস করা আবশ্যক। যথা বারার্চ্চনচন্দ্রিকায়,—তস্মাত্রামায়বা যা দৈব উৎপন্না লিপি-মাতৃকা। সাভিন্নদাঃ স্বকার্য্যার্থ-স্তস্যা ন্যাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

লিপিন্যাসে মহাদেবি বিনিয়োগপ্রয়োগিতা।
ঋষিন্যাসং বিধায়ৈবং করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ॥ ১০৮॥
অং-আং-মধ্যে কবর্গঞ্চ ইং-ঈং-মধ্যে চবর্গকম্।
উং-ঊং-মধ্যে টবর্গন্তু এং-ঐং-মধ্যে তবর্গকম্॥ ১০৯॥
ওং-ঔং-মধ্যে পবর্গন্তু যাদিক্ষান্তং বরাননে।
বিন্দুসর্গান্তরালে চ ষড়ঙ্গে মন্ত্র ঈরিতঃ॥ ১১০॥

ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্র্যৈ চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে মাতৃকায়ৈ সরস্বত্যৈ দেব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ব্যঞ্জনায় বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গেষু বিসর্গায় কীলকায় নমঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। এবম্ ঋষিন্যাসং বিধায় কৃত্বা করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। ১০৭। ১০৮॥

করাঙ্গন্যাসক্রমমেবাহ, অং-আং-মধ্যে ইত্যাদিনা। অং-আং-মধ্যে স্থিতং কবর্গম্ ইং-ঈং মধ্যে স্থিতং চবর্গম্ উং-ঊং-মধ্যে স্থিতং টবর্গম্ এং-ঐং-মধ্যে স্থিতং তবর্গম্ ওং ঔং মধ্যে স্থিতং পবর্গং বিন্দুসর্গান্তরালে অনুস্বার-বিসর্গমধ্যে স্থিতং যাদিক্ষান্তঞ্চ বর্ণমঙ্গুষ্ঠাদিষু হৃদয়াদিষু চ ষট্‌সু ষট্‌সু অঙ্গেষু ন্যাসবিধিনা যথাক্রমং বিন্যস্য মাতৃসরস্বতীং ধ্যায়েদিত্যন্বয়ঃ। যথা। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং

বিসর্গ, লিপিন্যাসে ইহার বিনিয়োগ করিতে হইবে (৮৯)। মহাদেবি! এই-রূপে ঋষিন্যাস করিয়া, করন্যাস অঙ্গন্যাস করিবে।১০৮ বরাননে! অং আং এই দুইবর্ণের মধ্যে কবর্গ, ইং ঈং এই দুইবর্ণের মধ্যে চবর্গ, উং ঊং এই দুই বর্ণের মধ্যে টবর্গ, এং ঐং এই দুই বর্ণের মধ্যে তবর্গ,১০৯ ওং ঔং এই দুই

---

(৮৯)—মাতৃকান্যাসের ঋষ্যাদি প্রয়োগ যথা, অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো দেবী মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ঃ অব্যক্তং (বিসর্গঃ) কীলকং, ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষপ্রাপ্তয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্রী-চ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে অব্যক্ত (বিসর্গায়) কীলকায় নমঃ। এখানে সর্গ শব্দের অর্থ বিসর্গ না হইয়া অব্যক্ত হওয়াই সঙ্গত। কোন গ্রন্থেই বিসর্গ কীলক দৃষ্ট হয় না।

বিন্যস্য ন্যাসবিধিনা ধ্যায়েন্মাতৃসরস্বতীম্ ॥ ১১১ ॥
পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং* সুধাঢ্যকলশং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ॥ ১১২ ॥

হুম্। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। ইতি করন্যাসঃ। হৃদয়াদিন্যাসো যথা। অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুম্। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্। ইতি ষড়ঙ্গে ন্যাসেহয়মেব মন্ত্র ঈরিতঃ কথিতঃ ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥

মাতৃসরস্বতীধ্যানমেবাহ পঞ্চাশল্লিপিভিরিত্যাদি। বাগ্দেবতাং সরস্বতীমাশ্রয়ে ভজে ইত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতাং বাগ্দেবতাম্ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং পঞ্চাশতা বর্ণৈর্বিভক্তানি পৃথক্ পৃথক্ ভূতানি মুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলানি যস্যা তথাভূতাম্। তত্র দোর্বাহুঃ পদ্ পাদঃ। পুনঃ কথম্ভূতাং

বর্ণের মধ্যে পবর্গ, বিন্দু এবং বিসর্গের মধ্যে য অবধি ক্ষ পর্য্যন্ত নয়টি বর্ণ, অঙ্গন্যাসে ও করন্যাসে যথাক্রমে যথাস্থানে বিন্যাস করিবে (৯০)।[১১০]

এইরূপে ন্যাসোক্ত বিধি অনুসারে ন্যাস করিয়া, মাতৃসরস্বতীর ধ্যান করিবে।[১১১] (ধ্যান যথা—) আমি বাগ্দেবতাকে আশ্রয় করি। তাঁহার মুখ, হস্ত, চরণ, মধ্যদেশ ও বক্ষঃস্থল পঞ্চাশৎসংখ্য বর্ণ বিভাগে রচিত হইয়াছে।

---

* অচ্ছগুণমিতি পাঠে অচ্ছঃ স্বচ্ছো গুণো যত্রৈবম্ভূতং স্ফাটিকাদিরূপং মালাম্।

(৯০)—প্রয়োগ যথা, অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুম্। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। অঙ্গন্যাস যথা, অং কং খং গং ঘং

ধ্যাত্বৈবং মাতৃকাং দেবীং ষট্সু চক্রেষু বিন্যসেৎ ।
হ-ক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে কণ্ঠে চ ষোড়শ স্বরান্ ॥ ১১৩ ॥

ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলাং ভাস্বন্মৌলৌ দীপ্যমানে কিরীটে নিবদ্ধং চন্দ্রশকলং চন্দ্রখণ্ডং যয়া তাম্। চূড়া কিরীটং কেশাশ্চ সংযতা মৌলয়স্ত্রয় ইত্যমরঃ। পুনঃ কথম্ভূতাম্ আপীনতুঙ্গস্তনাম্ অাপীনৌ অতিমহান্তৌ তুঙ্গবুন্নতৌ স্তনৌ যস্যাস্তথাভূতাম্ পুনঃ কথম্ভূতাম্ হস্তাম্বুজৈঃ পাণিকমলৈর্জ্ঞানমুদ্রাম্ অক্ষগুণমক্ষমালাম্ সুধাঢ্যকলশমমৃতযুক্তং ঘটং বিদ্যাঞ্চ বিভ্রাণাং দধতাম্। পুনঃ কীদৃশাং বিশদপ্রভাং বিশদা শুভ্রা প্রভা যস্যাস্তাম্। পুনঃ কীদৃশীং ত্রীণি নয়নানি নেত্রাণি যস্যাস্তথাভূতাম্ ॥ ১১২ ॥

ধ্যাত্বেত্যাদি। এবং মাতৃকাং দেবীং ধ্যাত্বা ষট্সু চক্রেষু বিন্যসেৎ। ষট্সু চক্রেষু মাতৃকায়া ন্যাসস্য ক্রমমেবাহ হক্ষাবিত্যাদিনা। ভ্রূমধ্যগে বিশুদ্ধাখ্যে দ্বিদলে পদ্মে হক্ষৌ বর্ণৌ ন্যসেৎ। কণ্ঠে কণ্ঠস্থিতে আজ্ঞাখ্যে ষোড়শপত্রে পদ্মে ষোড়শ স্বরান্ ন্যসেৎ (মতান্তরে তু, ভ্রূমধ্যগে আজ্ঞাখ্যে দ্বিদলে পদ্মে, কণ্ঠস্থিতে ষোড়শদলে বিশুদ্ধাখ্যে পদ্মে ইতি।) হৃদম্বুজে অনাহতাখ্যে দ্বাদশদলে হৃদয়পদ্মে কাদিঠান্তান্ দ্বাদশ বর্ণান্ বিন্যস্য কুলসাধকো। নাভিদেশে স্থিতে মণিপূরকাখ্যে দশদলে পদ্মে ডাদিফান্তান্ দশ বর্ণান্ বিন্যসেৎ। লিঙ্গকে লিঙ্গদেশস্থে স্বাধিষ্ঠানাখ্যে ষড়্দলে পদ্মে বাদিলান্তান্ ষড়্ বর্ণান্ বিন্যসেৎ। চতুষ্পত্রে মূলাধারে বাদিসান্তাংশ্চতুরো বর্ণান্ প্রবিন্যসেৎ। যথা। ভ্রূমধ্যগে পদ্মে হং নমঃ

তাহার মৌলিতে চন্দ্রকলা নিবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইতেছে। তাহার স্তনদ্বয় পীন ও উত্তুঙ্গ। তিনি হস্তচতুষ্টয় দ্বারা, জ্ঞানমুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাহার কান্তি অতীব নির্ম্মল। তাঁহার মুখ নয়নত্রয়ে সুশোভিত।[১১২]

এইরূপে মাতৃকাদেবীর ধ্যান করিয়া ষট্চক্রে মাতৃকান্যাস করিবে। তন্মধ্যে ভ্রূমধ্যস্থিত (আজ্ঞাচক্র নামক দ্বিদল) পদ্মে হ ক্ষ এই বর্ণদ্বয়ের ন্যাস করিবে। এবং কণ্ঠস্থিত (বিশুদ্ধচক্র নামক ষোড়শদল) পদ্মে ষোড়শ স্বরবর্ণ ন্যাস করিবে।[১১৩] অনন্তর হৃদয়স্থিত (অনাহতাখ্য দ্বাদশদল) পদ্মে ক অবধি

ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুম্। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

হৃদম্বুজে কাদিঠান্তান্ বিন্যস্য কুলসাধকঃ।
ডাদিফান্তান্ নাভিদেশে বাদিলান্তাংশ্চ লিঙ্গকে ॥ ১১৪ ॥

ক্ষং নমঃ। কণ্ঠগে পদ্মে অং নমঃ আং নমঃ ইং নমঃ ঈং নমঃ উং নমঃ ঊং নমঃ ঋং নমঃ ৠং নমঃ ঌং নমঃ ৡং নমঃ এং নমঃ ঐং নমঃ ওং নমঃ ঔং নমঃ অং নমঃ অঃ নমঃ। হৃদ্গতে পদ্মে কং নমঃ খং নমঃ গং নমঃ ঘং নমঃ ঙং নমঃ চং নমঃ ছং নমঃ জং নমঃ ঝং নমঃ ঞং নমঃ টং নমঃ ঠং নমঃ। নাভিগতে পদ্মে ডং নমঃ ঢং নমঃ ণং নমঃ তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ পং নমঃ ফং নমঃ। লিঙ্গগতে পদ্মে বং নমঃ ভং নমঃ মং নমঃ যং নমঃ রং নমঃ লং নমঃ। মূলাধারে বং নমঃ শং নমঃ ষং নমঃ সং নমঃ। ইতি ষট্চক্রেষু মাতৃকা-

---

ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ বিন্যাস করিয়া কুলসাধক নাভিদেশস্থিত (মণিপূর নামক দশদল) পদ্মে ড অবধি ফ পর্য্যন্ত দশটি বর্ণ ন্যাস করিবেন। অনন্তর লিঙ্গমূলস্থিত (স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্দল) পদ্মে ব অবধি ল পর্য্যন্ত ছয়টি বর্ণ বিন্যাস করিয়া১১৭ মূলাধারে (চতুর্দ্দল পদ্মে) ব অবধি স পর্য্যন্ত চারিটি বর্ণ ন্যাস করিবেন (৯১)।

---

(৯১)—মূলে বাহ্যমাতৃকাধ্যানের পর অন্তর্মাতৃকান্যাসের ও তৎপরে বাহ্যমাতৃকান্যাসের উল্লেখ আছে। অন্যান্য তন্ত্রে অন্তর্মাতৃকান্যাসের পূর্ব্বে ধ্যানের উল্লেখ নাই। প্রথমতঃ অন্তর্মাতৃকান্যাসের পর বাহ্যমাতৃকাধ্যান ও তদন্তর বাহ্যমাতৃকান্যাসেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অন্তর্মাতৃকান্যাস বিষয়ে মেরুতন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, "অনাদিত্বান্নঋষ্যাদির্ব্রহ্মবদ্ধ্যানমস্যতু॥" অর্থাৎ এই অন্তর্মাতৃকা অনাদি। এই নিমিত্ত ইহার ঋষ্যাদিন্যাস নাই এবং ব্রহ্মের যেমন কোন রূপ নাই, ইহারও তদ্রূপ কোন রূপ নাই। উক্ত ধ্যান বাহ্যমাতৃকারই। পুনশ্চ ইহাতে প্রথমে আজ্ঞাচক্রে হং ক্ষং এই বর্ণদ্বয়ের ন্যাসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাই যে ক্রম তাহা নহে; সর্ব্বশেষে দ্বিদলে হং ক্ষং বর্ণন্যাসের বিধিই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ষট্চক্রে মাতৃকান্যাসের ক্রম যথা।—কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধচক্র নামক ষোড়শদল পদ্মের ষোড়শদলে, অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ, ৠং নমঃ, ঌং নমঃ, ৡং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ, অঃ নমঃ। হৃদয়স্থিত 'অনাহত' চক্র নামক দ্বাদশদল পদ্মের দ্বাদশদলে, কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ। পরে নাভিদেশস্থিত মণিপূরনামক দশদল পদ্মের দশ দলে, ডং নমঃ ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ,

মূলাধারে চতুঃপত্রে বাদিসান্তান্ প্রবিন্যসেৎ ।
ইত্যন্তর্মনসা ন্যস্য মাতৃকার্ণান্ বহির্ন্যসেৎ ॥ ১১৫ ॥
ললাটমুখবৃত্তাক্ষি-শ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ ।
ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্য-দোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ ॥ ১১৬ ॥

ন্যাসক্রমঃ । ইত্যনেন প্রকারেণ মনসা মাতৃকার্ণান্ মাতৃকাবর্ণানন্তরভাস্বরে ন্যস্য বহিরপি ন্যসেৎ ॥ ১১৩ ॥ ১১৪ ॥ ১১৫ ॥

মাতৃকাবর্ণানাং বহির্ন্যাসস্য ক্রমমাহ, ললাটেত্যাদিনা । ললাটমুখবৃত্তাদিষু মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমং ন্যসেদিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ । যথা ললাটে অং নমঃ মুখবৃত্তে আং নমঃ দক্ষেঽক্ষি ইং নমঃ বামেঽক্ষি ঈং নমঃ দক্ষশ্রুতৌ উং নমঃ বামকর্ণে ঊং নমঃ দক্ষঘ্রাণে ঋং নমঃ বামনাসায়াম্ ৠং নমঃ দক্ষগণ্ডে ৯ং নমঃ বাম কপোলে ৡং নমঃ ওষ্ঠে এং নমঃ অধরে ঐং নমঃ ঊর্দ্ধদন্তপংক্তৌ ওং নমঃ অধোদন্তপংক্তৌ ঔং নমঃ উত্তমাঙ্গে অং নমঃ আস্যবিবরে অঃ নমঃ । বাহ্বোঃ ঈশানাং সন্ধীনামগ্রেষু ক্রমতঃ কং নমঃ খং নমঃ গং নমঃ ঘং নমঃ ঙং নমঃ । চং নমঃ ছং নমঃ জং নমঃ ঝং নমঃ ঞং নমঃ । পাদয়োঃ ঈশানাং সন্ধীনামগ্রেষু ক্রমতঃ টং নমঃ ঠং নমঃ ডং নমঃ ঢং নমঃ ণং নমঃ । তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ । দক্ষপার্শ্বে পং নমঃ বামপার্শ্বে ফং নমঃ পৃষ্ঠে বং নমঃ নাভৌ ভং নমঃ জঠরে মং নমঃ হৃদয়ে যং নমঃ দক্ষস্কন্ধে বং নমঃ বামস্কন্ধে লং নমঃ

এইরূপে মানসে ষট্‌চক্রে অন্তর্মাতৃকা ন্যাস করিয়া, উহাদের বহির্ন্যাস করিবে।[১১৫] ললাট, মুখমণ্ডলে, চক্ষুর্দ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, নাসাপুটদ্বয়ে, গণ্ডদ্বয়ে, ওষ্ঠে, অধরে, দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয়ে, উত্তমাঙ্গে মুখবিবরে, বাহুদ্বয়ের সন্ধি (চতুষ্টয়ে) ও অগ্রভাগে, পদদ্বয়ের সন্ধি (চতুষ্টয়ে, ও অগ্রভাগে,[১১৬] পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে, নাভিতে জঠরে, হৃদয়ে, দক্ষিণস্কন্ধে, বামস্কন্ধে, ককুদে, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ বাহুতে, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাম বাহুতে, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া

ফং নমঃ । পরে লিঙ্গমূলস্থিত স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্‌দল পদ্মের প্রত্যেক দলে, বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ । পরে মূলাধারস্থিত চতুর্দ্দল পদ্মের চতুর্দ্দলে, বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ । ভ্রূমধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে দ্বিদলে হং নমঃ, ক্ষং নমঃ । এইরূপে ষট্‌চক্রে মাতৃকাবর্ণের ন্যাস করিবে ।

পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়াংসয়োঃ।
ককুদ্যংশে চ হৃৎপূর্ব্বং পাণিপাদযুগে ততঃ ॥ ১১৭ ॥
জঠরাননয়োর্ন্যস্তেৎ মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমম্।
ইত্থং লিপিং প্রবিন্যস্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ১১৮ ॥

ককুদ্রূপেঽংশে বং নমঃ হৃদয়পূর্ব্বে পাণিযুগে শং নমঃ ষং নমঃ হৃৎপূর্ব্বে পাদযুগে সং নমঃ হং নমঃ জঠরাননয়োঃ ক্ষং নমঃ ইতি মাতৃকার্ণানাং বহির্ন্যাসস্য ক্রমঃ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥১১৮।

দক্ষিণ পদে হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া বাম পদে,[১১৭] ঐরূপ হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া জঠরে এবং হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া মুখে, যথাক্রমে মাতৃকাবর্ণ সমুদায়ের ন্যাস করিবে (৯২)।

(৯২ মাতৃকান্যাস প্রয়োগ যথা।—অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ললাটে অং নমঃ। অনামিকা তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মুখবৃত্তের চতুষ্পার্শ্বে আং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা যোগে দক্ষিণ চক্ষুতে ইং নমঃ। ঐরূপ বাম চক্ষুতে ঈং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণে উং নমঃ। ঐরূপ বাম কর্ণে ঊং নমঃ। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে দক্ষিণ নাসিকায় ঋং নমঃ। ঐরূপ বাম নাসিকায় ৠং নমঃ। তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা দক্ষ গণ্ডে ৯ং নমঃ। ঐরূপ বাম গণ্ডে ৡং নমঃ। মধ্যমা দ্বারা ওষ্ঠে এং নমঃ। ঐরূপ অধরে ঐং নমঃ। অনামিকা দ্বারা ঊর্দ্ধদন্তপংক্তিতে ওং নমঃ। ঐরূপ অধোদন্তপংক্তিতে ঔং নমঃ। মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা উত্তমাঙ্গে অং নমঃ। অনামিকা দ্বারা মুখবিবরে অঃ নমঃ। কনিষ্ঠা অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি সংযোগে দক্ষিণ বাহুর মূল হইতে সন্ধিত্রয়ে ক্রমশঃ কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ। ঐরূপ অঙ্গুলির মূলে ঘং নমঃ, ও অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঙং নমঃ। ঐ রূপ তিন অঙ্গুলি দ্বারা বাম হস্তের সন্ধিত্রয়ে অঙ্গুলিমূলে ও অঙ্গুলির অগ্রভাগে ক্রমশঃ চং নমঃ ছং নমঃ জং নমঃ ঝং নমঃ ঞং নমঃ। ঐ রূপে অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা দক্ষিণ চরণের সন্ধিত্রয়ে, অঙ্গুলির মূলে এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগে যথাক্রমে টং নমঃ ঠং নমঃ ডং নমঃ ঢং নমঃ ণং নমঃ। ঐরূপ অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা বাম চরণে পূর্ব্বের ন্যায় যথাক্রমে তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ। মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষপার্শ্বে পং নমঃ। ঐরূপে বাম পার্শ্বে ফং নমঃ। ঐরূপ পৃষ্ঠদেশে বং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমা অনামা ও কনিষ্ঠার যোগে নাভিতে ভং নমঃ। সমুদায় অঙ্গুলির যোগে জঠরে মং নমঃ। হৃদয়ে করতল দ্বারা যং ত্বগাত্মনে নমঃ। ঐরূপে দক্ষিণ স্কন্ধে রং অসৃগাত্মনে নমঃ। ঐরূপ করতল দ্বারা ককুদে লং মাংসাত্মনে নমঃ। ঐরূপ

মায়াবীজং ষোড়শধা জপ্ত্বা বামেন বায়ুনা ।
পূরয়েদাত্মনো দেহং চতুঃষষ্ট্যা তু কুম্ভয়েৎ ॥ ১১৯ ॥
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈ-র্ধৃত্বা নাসাদ্বয়ং সুধীঃ ।
দ্বাত্রিংশতা জপন্ বীজং বায়ুং দক্ষেণ রেচয়েৎ ॥ ১২০ ॥

নম্বু দেবীমন্ত্রস্য সাধনে কথং প্রাণায়ামঃ বিদধ্যাৎ তত্রাহ, মায়াবীজমিত্যাদি। সুধীর্দীরো মায়াবীজং হ্রীঁ-বীজং ষোড়শধা ষোড়শবারং জপ্ত্বা বামেন নাসাপুটেন বায়ুনাত্মনো দেহং পূরয়েৎ। ততঃ কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্নাসাদ্বয়ং ধৃত্বা চতুঃষষ্ট্যা আবৃত্ত্যা হ্রীঁ বীজং জপন্ সন্ বায়ুং কুম্ভয়েৎ স্থিরং কুর্য্যাৎ। ততো দ্বাত্রিংশতাবৃত্ত্যা হ্রীং বীজং জপন্ দক্ষনাসাপুটেন বায়ুং রেচয়েৎ ত্যজেৎ।

এইরূপে লিপিন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে।[১১৮] (দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা রোধ করিয়া) মায়াবীজ (হ্রীঁ) ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাসায় আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা নিজ দেহ পূর্ণ করিবে। পরে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসা এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা রোধ করিয়া ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপে কুম্ভক করিবে।[১১৯]

অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎবার (ঐ মায়াবীজ) জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসা দ্বারা ক্রমে ক্রমে বায়ু পরিত্যাগ করিবে। (এইরূপ দক্ষিণ নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া পূরক কুম্ভক ও রেচক করিতে হইবে)।[১২০] এইরূপ অনুলোম বিলোমে তিন বার করিলে একটি প্রাণায়াম

করতল দ্বারা বাম স্কন্ধে বং মেদ-আত্মনে নমঃ। করতল দ্বারা হৃদয় হইতে দক্ষিণ বাহু পর্য্যন্ত, শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ। ঐরূপ করতল দ্বারা হৃদয় হইতে বাম বাহু পর্য্যন্ত ষং মজ্জাত্মনে নমঃ। ঐরূপ করতল দ্বারা হৃদয় হইতে দক্ষিণ চরণ পর্য্যন্ত সং শুক্রাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে বাম চরণ পর্য্যন্ত ঐরূপ করতল দ্বারা হং প্রাণাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত ঐরূপ করতল দ্বারা লং জীবাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত ঐরূপ করতল দ্বারা ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ। মুদ্রাকরণে অসমর্থ পুষ্প দ্বারা মাতৃকান্যাস করিবেন।

মাতৃকান্যাসের অন্তে বর্ণন্যাসের বিধি আছে যথা, হৃদয়ে, অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং, ৯ং ৡং নমঃ। দক্ষভুজে এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ। বাম বাহুতে, ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ। দক্ষপাদে, ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ। বামপদে, মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ। সর্ব্বত্রই তত্ত্বমুদ্রায় ন্যাস করিতে হইবে।

পুনঃ পুনস্ত্রিরাবৃত্ত্যা* প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ।
প্রাণায়ামং বিধায়েত্থম্ ঋষিন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ১২১ ॥
অস্য মন্ত্রস্য ঋষয়ো ব্রহ্মাব্রহ্মর্ষয়স্তথা।
গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি আদ্যা কালী তু দেবতা ॥ ১২২ ॥
আদ্যাবীজং বীজমিতি শক্তির্মায়া প্রকীর্ত্তিতা।
কমলা কীলকং প্রোক্তং স্থানেষ্বেতেষু বিন্যসেৎ।
শিরোবদনহৃদ্গুহ্য-পাদসর্ব্বাঙ্গকেষু চ ॥ ১২৩ ॥

পুনঃ পুনরাবৃত্ত্যা ত্রিবারমেবং কুর্য্যাৎ। দেবীমন্ত্রস্য সাধনে ইতি এব প্রাণায়ামঃ স্মৃতঃ প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১১৯ ॥ ১২০ ॥ ১২১ ॥

ঋষিন্যাসক্রমং দর্শয়ংস্তস্য মন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকমাহ, অস্য মন্ত্রস্যেত্যাদিনা। অস্য মন্ত্রস্য হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেত্যস্য। আদ্যাবীজং ক্রীঁ-বীজম্। মায়া হ্রীঁ বীজম্। কমলা শ্রীঁ-বীজম্। এতেষু স্থানেষু ঋষ্যাদিকং বিন্যসেৎ। এতেষু কেষু স্থানেষু বিন্যসেৎ তত্রাহ, শির ইত্যাদিনা। যথা অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়শ্চ ঋষয়ো গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি আদ্য কালী দেবতা ক্রীঁ বীজং হ্রীঁ শক্তিঃ শ্রীঁ কীলকং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে ঋষিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ব্রহ্মর্ষিভ্যশ্চর্ষিভ্যো নমঃ। মুখে গায়ত্র্যাদিভ্যশ্ছন্দোভ্যো নমঃ। হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কাল্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ক্রীঁ-বীজায় নমঃ। পাদয়োর্হ্রীঁ-শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গেষু শ্রীঁ-কীলকায় নমঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাবাপ্তয়ে ঋষিন্যাসে বিনিযোগঃ। ইতি ঋষিন্যাসক্রমঃ ॥ ১২২ ॥ ১২৩ ॥

সম্পন্ন হইবে (৯১)। এইরূপে প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হইবে।[১২১]

এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিগণ। ইহার ছন্দ গায়ত্রী প্রভৃতি। ইহার দেবতা আদ্যাকালী।[১২২] ইহার বীজ ক্রীঁ, ইহার শক্তি হ্রীঁ, ইহার কীলক

---

* পুনঃপুনস্ত্রিবারম্যা ইতি প্রমাদ-বিজৃম্ভিতঃ পাঠঃ।

(৯১)—প্রথমতঃ বাম নাসিকায় পূরক উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক ও দক্ষিণ নাসিকায় রেচক, দ্বিতীয় দক্ষিণ নাসিকায় পূরক উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক ও বাম নাসিকায় রেচক, তৃতীয় পুনর্ব্বার বাম নাসিকায় পূরক উভয় নাসিকা রোধে কুম্ভক ও দক্ষিণ নাসিকায় রেচক হইবে। এই রূপে অবিশ্রান্ত তিনবার পূরক কুম্ভক ও রেচকে একটি প্রাণায়াম হয়।

মূলমন্ত্রেণ হস্তাভ্যাম্ আপাদমস্তকাবধি।
মস্তকাৎ পাদপর্য্যন্তং সপ্তধা বা ত্রিধা ন্যসেৎ।
অয়ন্তু ব্যাপকন্যাসো যথোক্তফলসিদ্ধিদঃ॥ ১২৪॥

অথ ব্যাপকন্যাসং ক্রূতে, মূলেত্যাদিনা। আপাদমস্তকাবধি পাদমারভ্য মস্তকপর্য্যন্তং মস্তকাৎ মস্তকমারভ্য পাদপর্য্যন্তং চ প্রতি হস্তাভ্যাং মূলমন্ত্রেণ সপ্তধা সপ্তবারং ত্রিধা বা ন্যসেন্ন্যাসং কুর্য্যাৎ। মস্তকাদিতি ল্যবলোপে কর্ম্ম-ণ্যধিকরণে চেতি কর্ম্মণি পঞ্চমী॥ ১২৪॥

শ্রীঁ। এই সমুদায় শিরোদেশে, মুখে, হৃদয়ে, গুহ্যে, চরণদ্বয়ে ও সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে (৯৪)।[১২৩]

অনন্তর মূল মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সাত বার বা তিন বার ব্যাপকন্যাস করিবে। (৯৫)। এইরূপ ব্যাপকন্যাস করিলে যথোক্ত ফল সিদ্ধি হয়।[১২৪] যে মূলমন্ত্রের

(৯৪)—ঋষ্যাদিন্যাস প্রয়োগ যথা, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা, ইত্যস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষয়শ্চ ঋষয়ো, গায়ত্র্যাদীনি চ্ছন্দাংসি, আদ্যা কালী দেবতা, ক্রীঁ বীজং, হ্রীঁ শক্তিঃ, শ্রীঁ কীলকং, ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাবাপ্তয়ে ঋষ্যাদিন্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ব্রহ্মণে ব্রহ্মর্ষিভ্যশ্চ ঋষিভ্যো নমঃ। মুখে গায়ত্র্যাদিভ্যঃ ছন্দোভ্যো নমঃ। হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কাল্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে ক্রীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ হ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গেষু শ্রীঁ কীলকায় নমঃ।

(৯৫)—মূলে প্রথমতঃ পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং পরে মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত ব্যাপক-ন্যাসের বিধান দেওয়া হইয়াছে। সচরাচর প্রথমে মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত ও পরে পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ন্যাস করাই প্রচলিত। ভৈরবতন্ত্র প্রভৃতি বহুতন্ত্রেও উক্ত বিধি দৃষ্ট হয়। যথা, "পঞ্চধা নবধা বাপি মূলেন সপ্তধা তথা। দোর্ভ্যাঞ্চ ব্যাপকং কুর্য্যান্মূলবিদ্যাং সমুচ্চরন্॥ পাদাদিকশিরোঽন্তঞ্চ শির আদি পদান্তকম্। সকৃদেব পদং ন্যস্য সাধকস্তন্ময়ো ভবেৎ॥" ফলতঃ মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত ন্যাসকে সৃষ্টিক্রমে ব্যাপকন্যাস বলে। পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্তকে সংহারক্রম বলে এবং উদর হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত ন্যাসকে স্থিতিন্যাস বলে। ব্রহ্মচারীর উৎপত্তিন্যাস বা সৃষ্টিন্যাস, যতীর সংহারন্যাস এবং গৃহস্থের স্থিতিন্যাসই প্রশস্ত। বস্তুতঃ ফলভূয়িষ্ঠ কামনায় প্রথমে মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত পরে পাদাদি মস্তকান্ত এবং পরিশেষে উদরাদি হৃদয়ান্ত, এইরূপে একবারে সৃষ্টি, সংহার ও স্থিতিন্যাস এই ত্রিবিধ ক্রমই তিনবার, পাঁচবার সাতবার বা নয়বার করাই উত্তম।

যদ্বীজাদ্যা ভবেদ্বিদ্যা তদ্বীজেনাঙ্গকল্পনা।
অথবা মূলমন্ত্রেণ ষড়্দীর্ঘেণ বিনা প্রিয়ে ॥ ১২৫ ॥
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তর্জ্জনীভ্যাং মধ্যমাভ্যাং তথৈব চ।
অনামাভ্যাং* কনিষ্ঠাভ্যাং করয়োস্তলপৃষ্ঠয়োঃ।
নমঃস্বাহাবষট্হূঁঞ্চ বৌষট্ ফট্ ক্রমশঃ সুধীঃ ॥ ১২৬॥

অথ করাঙ্গন্যাসবিধিং নিরূপয়তি, যদ্বীজাদ্যেত্যাদিনা। যদ্বীজমাদ্যং যস্যাঃ সা যদ্বীজাদ্যা মন্ত্রাত্মিকা বিদ্যা ভবেৎ। পরার্দ্ধে ষড়্দীর্ঘেণ বিনেতি নিষেধাৎ আকারাদিষড়্দীর্ঘস্বরভাজা তেন বীজেনাঙ্গকল্পনা অঙ্গুষ্ঠাদিহৃদয়াদিষড়ঙ্গন্যাস-কল্পনা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। অথবা হে প্রিয়ে ষড়্দীর্ঘেণ বিনা অব্যাক্রিয়মাণাকারাদি ষড়্দীর্ঘস্বরশূন্যেন মূলমন্ত্রেণৈবাঙ্গকল্পনা কর্ত্তব্যা ॥ ১২৫ ॥

পূর্ব্বমঙ্গুষ্ঠাদিষড়ঙ্গন্যাসক্রমমাহ, অঙ্গুষ্ঠাভ্যামিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ অঙ্গুষ্ঠাবুদ্দিশ্য নম ইত্যুক্তমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপ্যন্বয়ো বিধেয়ঃ। সুধীঃ সাধকঃ ক্রমশঃ ক্রমেণ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্ হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ হ্রঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ এবং বা অঙ্গুষ্ঠাদিষড়ঙ্গেষু ন্যাসং বিদধ্যাদিতি শেষঃ ॥ ১২৬ ॥

আদ্যগবে যে বীজ হইবে, তাহাতে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া অথবা ঐরূপ দীর্ঘস্বর যোগ ব্যতিরেকে কেবল মূল মন্ত্র দ্বারাই[১২৫] অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে, তর্জ্জনীদ্বয়ে, মধ্যমাদ্বয়ে, অনামিকাদ্বয়ে, কনিষ্ঠাদ্বয়ে, এবং করতলপৃষ্ঠে ক্রমশঃ নমঃ,স্বাহা, বষট্, হুঁ,বৌষট্, ফট্,(শেষে এই সমুদায় যুক্ত মন্ত্র দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি করন্যাস করিবেন) (৯৬) [১২৬]

---

* অনামিকাভ্যাম্ ইতি প্রমাদ-বিজৃম্ভিতঃ পাঠঃ।

(৯৬)—করন্যাসের প্রয়োগ যথা। তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা তত্তৎ-অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে, হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ঐরূপ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা তর্জ্জনীদ্বয়ে হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ঐরূপ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা মধ্যমাদ্বয়ে, হ্রূঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ঐরূপ অনামিকাদ্বয়ে, হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ। কনিষ্ঠাদ্বয়ে, হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। পরে, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং (অস্ত্রায়) ফট্ এই মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগে বামকরতলে আঘাত করিতে হইবে। অথবা হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা অনা-

হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা।*
শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্‌ ॥ ১২৭ ॥

অথ হৃদয়াদিষড়ঙ্গন্যাসমাহ, হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা। পূর্ব্বং হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়মুদ্দিশ্য নম ইত্যুক্তমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপ্যন্বয়ঃ। বহ্নিবল্লভা স্বাহা। হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীঁ শিরসে স্বাহা। হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্‌। হ্রৈঁ কবচায় হুঁ। হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্‌ ইতি। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ এবং বা ক্রমাৎ সুধীঃ হৃদয়াদিষড়ঙ্গেষু ন্যাসং কুর্য্যাৎ। ইথমেবং

হৃদয়ে নমঃ. মস্তকে স্বাহা, শিখাতে বষট্‌. কবচদ্বয়ে হুঁ, ১২৭ নেত্রত্রয়ে বৌষট্‌,

* মস্তকে বহ্নিবল্লভা ইত্যপি পাঠঃ প্রমাদ-বিজৃম্ভিতঃ।

শিকাভ্যাং হুঁ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং (অস্ত্রায়)ফট্‌। "করতলপৃষ্ঠাভ্যাং"এই পদের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া সম্প্রদায় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে করতলে আঘাত করিয়া থাকেন। কেহ বা এক হস্তের করতল ও অপর হস্তের করপৃষ্ঠের সংযোগে আঘাত করেন। কেহ বা উভয় করপৃষ্ঠের সংযোগে আঘাত করেন এবং কেহ বা উক্ত উভয় প্রকারেই আঘাত করেন। রাঘবভট্ট-ধৃত দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতা বচনে উভয় করতলের যোগে আঘাতের বিধান দৃষ্ট হয়। যথা, প্রসারিততলাভ্যাঞ্চ তালত্রয়মুদীরিতম্‌॥ এই বিধান বৈষ্ণব পক্ষে, পরন্তু শক্তিবিষয়ে তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে, "...অস্ত্রমূর্দ্ধোর্দ্ধগং ত্রিশঃ। মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাং স্যাদিত্যাদি...॥" অর্থাৎ "করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌" এই মন্ত্রে তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগে (বাম করতলে) উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয় দিতে হইবে। বস্তুতঃ বৃক্ষের পত্রাদির বা পুস্তকের প্রত্যেক পত্রের যেমন দুই পৃষ্ঠা থাকে, সেইরূপ করপৃষ্ঠাও দুইটি। করতলের সম্মুখ পৃষ্ঠাকে করতলপৃষ্ঠা ও তাহার বিপরীত পৃষ্ঠাকে করপশ্চাৎ-পৃষ্ঠা বা করপৃষ্ঠ বলে। করতলপৃষ্ঠাভ্যাং শব্দে করতল ও করপৃষ্ঠ, এই ব্যাখ্যা আমাদের যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের সহিত বিরোধও ঘটে। মূলের 'করযোস্তলপৃষ্ঠয়োঃ' এই বাক্যের তাৎপর্য্যও করের তলপৃষ্ঠদ্বয়ের অর্থাৎ করতলদ্বয়ের(শাক্তে পূর্ব্বোক্ত মুদ্রায় আঘাত করিতে হইবে)। টীকাকার যে 'করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং' বলিয়াছেন, প্রমাণাভাবে তাহা আমরা সমীচীন বিবেচনা করি না। মেরুতন্ত্রে আছে, আধ্যাত্মিকাদিরূপং যৎ সাধকস্য বিনাশয়েৎ। অবিদ্যাজাতমস্ত্রং তৎ ফট্‌-তালাভ্যাং প্রপঞ্চ্যতে॥ অর্থাৎ, যে অস্ত্র দ্বারা সাধকের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ের উচ্ছেদ সাধন হয়, ফট্‌ এই মন্ত্র ও করতলদ্বয়ের আস্ফোটনে সেই অস্ত্রই প্রপঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে করতলেই অস্ত্র প্রপঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা। করপৃষ্ঠ দ্বারা অস্ত্রধারণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে!

নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ চ অস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ।
ষড়ঙ্গানি বিধায়েত্থং পীঠন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ১২৮ ॥
আধারশক্তিং কূর্ম্মঞ্চ শেষং পৃথ্বীং তথৈব চ।
সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং পারিজাততরুং ততঃ ॥ ১২৯ ॥
চিন্তামণিগৃহঞ্চৈব মণিমাণিক্যবেদিকাম্।
তত্র পদ্মাসনং বীরো বিন্যসেৎ হৃদয়াম্বুজে ॥ ১৩০ ॥

বিধানেন ষড়ঙ্গানি প্রতি ন্যাসং বিধায় পীঠন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ১২৭ ॥ ১২৮ ॥

পীঠন্যাসাচরণক্রমমেব দর্শয়ন্নাহ, আধারশক্তিমিত্যাদি। বীরো হৃদয়াম্বুজে হৃৎপদ্মে আধারশক্তিং ন্যসেৎ। তত্রৈব কূর্ম্মাদিকমপি ন্যসেৎ। তত্র মণিমাণিক্যবেদিকায়াম্। যথা হৃদয়াম্বুজে আধারশক্তয়ে নমঃ কূর্ম্মায় নমঃ শেষায় নমঃ পৃথ্ব্যৈ নমঃ সুধাম্বুধয়ে নমঃ মণিদ্বীপায় নমঃ পারিজাততরবে নমঃ চিন্তামণিগৃহায় নমঃ মণিমাণিক্যবেদিকায়াং পদ্মাসনায় নম ইতি ॥ ১২৯ ॥ ১৩০ ॥

দক্ষেত্যাদি। দক্ষিণাংসাদিষু ক্রমতো ধর্ম্মাদিকং ন্যসেৎ। যথা দক্ষস্কন্ধে

(করতলপৃষ্ঠদ্বয়ে) অস্ত্রায় ফট্। ক্রমে ক্রমে এইরূপ ষড়ঙ্গে ন্যাস করিয়া (২৭) পীঠন্যাস করিবে।[১২৮]

(পীঠন্যাস করিবার সময়ে) আধারশক্তি, কূর্ম্ম, শেষ, পৃথ্বী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, পারিজাত তরু,[১২৯] চিন্তামণিগৃহ, মণিমাণিক্যবেদিকা ও তদুপরি পদ্মাসন,বীর সাধক হৃদয়পদ্মে এই সমুদায়ের ন্যাস করিবেন।[১৩০] অনন্তর দক্ষিণ

---

(২৭)—ষড়ঙ্গন্যাস প্রয়োগ যথা। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা যোগে হৃদয়ে হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ, তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগে মস্তকে হ্রীঁ শিরসে স্বাহা, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখায় হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্, পরিবৃত্ত ভাবে উভয় হস্তের দশাঙ্গুলী দ্বারা কবচে (বক্ষঃস্থলের উপরিভাগের বাম ও দক্ষিণ ভাগে) হ্রৈঁ কবচায় হুঁ, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা এই অঙ্গুলিত্রয়ে দক্ষিণ ঊর্দ্ধ ও বাম এই নেত্রত্রয়ে হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায়, বৌষট্, পূর্ব্ববৎ করতলে, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট। অথবা হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা শিরসে স্বাহা, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা শিখায়ৈ বষট্, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা কবচায় হুঁ, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্, এই মন্ত্রে পূর্ব্বের ন্যায় ষড়ঙ্গন্যাস করিবে।

দক্ষবামাংসয়োর্ব্বাম-কটৌ দক্ষকটৌ তথা ।
ধর্ম্মং জ্ঞানং তথৈশ্বর্য্যং বৈরাগ্যং ক্রমতো ন্যসেৎ ॥ ১৩১ ॥
মুখপার্শ্বে নাভিদক্ষ-পার্শ্বে সাধকসত্তমঃ ।
নঞ্পূর্ব্বাণি চ তান্যেব ধর্ম্মাদীনি যথাক্রমম্ ॥ ১৩২ ॥
আনন্দকন্দং হৃদয়ে সূর্য্যং সোমং হুতাশনম্ ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব বিন্দুযুক্তাদিমাক্ষরৈঃ ।
কেশরান্ কর্ণিকাঞ্চৈব পত্রেষু পীঠনায়িকাঃ ॥ ১৩৩ ॥
মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা
নন্দিনী নারসিংহী চ বৈষ্ণবীত্যষ্টনায়িকা. ॥ ১৩৪ ॥

ধর্ম্মায় নমঃ বামস্কন্ধে জ্ঞানায় নমঃ বামকটৌ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ দক্ষকটৌ বৈরাগ্যায় নম ইতি । ১৩১ ॥

মুখেত্যাদি। সাধকসত্তমো মুখাদিষু নঞ্পূর্ব্বাণি তান্যেব ধর্ম্মাদীনি যথাক্রমং ক্রমেণৈব ন্যসেৎ। যথা মুখে অধর্ম্মায় নমঃ বামপার্শ্বে অজ্ঞানায় নমঃ নাভৌ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ দক্ষপার্শ্বে অবৈরাগ্যায় নম ইতি ॥ ১৩২ ॥

আনন্দেত্যাদি। আনন্দকন্দাদীন্ হৃদয়ে ন্যসেৎ। বিন্দুযুক্তাদিমাক্ষরৈঃ সানুস্বারৈরাদিমৈবর্ণৈঃ সহ সত্ত্বং রজস্তমশ্চ তত্রৈব ন্যসেৎ। যথা। হৃদয়ে আনন্দকন্দায় নমঃ সূর্য্যায় নমঃ সোমায় নমঃ অগ্নয়ে নমঃ সং সত্ত্বায় নমঃ রং রজসে নমঃ তং তমসে নমঃ কেশরেভ্যো নমঃ কর্ণিকায়ৈ নম ইতি। হৃদয়াম্বুজস্থ পত্রেষু পীঠনায়িকা ন্যসেৎ ॥ ১৩৩ ॥

পত্রেষু যাঃ পীঠনায়িকা ন্যসেত্তা আহ একেন, মঙ্গলেত্যাদি। যথা। হৃৎপদ্ম-

স্কন্ধে, বাম স্কন্ধে, বাম কটিতে ও দক্ষিণ কটিতে, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যের ক্রমশঃ ন্যাস করিবেন।[১৩১] অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ. মুখে, বাম পার্শ্বে, নাভিতে ও দক্ষিণ পার্শ্বে, যথাক্রমে নঙ্ পূর্ব্বক ঐ সমুদায় ধর্ম্ম প্রভৃতির ন্যাস করিবেন।[১৩২]

অনন্তর হৃদয়ে, আনন্দকন্দ, সূর্য্য, সোম, হুতাশন এবং আদ্য অক্ষরে অনুস্বার যোগ করিয়া, সত্ত্ব রজ ও তম এবং কেশর ও কর্ণিকার ন্যাস করিয়া, পত্র সমুদায়ে পীঠ-নায়িকাদিগের ন্যাস করিবে।[১৩৩] অষ্ট নায়িকার নাম যথা, মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী

অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তাখ্যকস্তথা*।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারীত্যষ্ট ভৈরবাঃ।
দলাগ্রেষু ন্যসেদেতান্ প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ ॥ ১৩৫ ॥
গন্ধপুষ্পে সমাদায় করকচ্ছপমুদ্রয়া।
হৃদি হস্তৌ সমাধায় ধ্যায়েদ্দেবীং সনাতনীম্ ॥ ১৩৬ ॥

পত্রেষু ক্রমতঃ মঙ্গলায়ৈ নমঃ বিজয়ায়ৈ নমঃ ভদ্রায়ৈ নমঃ জয়ন্ত্যৈ নমঃ অপরাজিতায়ৈ নমঃ নন্দিন্যৈ নমঃ নারসিংহ্যৈ নমঃ বৈষ্ণব্যৈ নম ইতি ॥ ১৩৪ ॥

অসিতাঙ্গ ইত্যাদি। অসিতাঙ্গাদীনেতানষ্ট ভৈরবান্ দলাগ্রেষু ন্যসেৎ। যথা। হৃৎপদ্মপত্রাগ্রেষু ক্রমতঃ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ রুরবে ভৈরবায় নমঃ চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ ক্রোধোন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ ভয়ঙ্করায় ভৈরবায় নমঃ কপালিনে ভৈরবায় নমঃ ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ সংহারিণে ভৈরবায় নম ইতি। এবং পীঠন্যাসং বিধায় ততঃ প্রাণায়ামঞ্চরেৎ ॥ ১৩৫ ॥

গন্ধেত্যাদি। ততো গুরূপদিষ্টয়া করকচ্ছপমুদ্রয়া গন্ধপুষ্পে সমাদায় গৃহীত্বা হৃদি হস্তৌ সমাধায় সংস্থাপ্য সনাতনীমাদ্যন্তশূন্যাং দেবীং ধ্যায়েৎ ॥ ১৩৬ ॥

এবং বৈষ্ণবী। ১৩৪ অনন্তর অষ্টদল পদ্মের দলাগ্রে অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহারী, এই অষ্ট ভৈরবের ন্যাস করিয়া (৯৮) পশ্চাৎ প্রাণায়াম করিবে। ১৩৫ অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রায় গন্ধপুষ্প

---

* ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্কর ইতি টীকাকারসম্মতঃ পাঠঃ।

(৯৮)—পীঠন্যাসের প্রয়োগ যথা। (হৃদয়ে মৃগমুদ্রায়)—আধারশক্তয়ে নমঃ। (এইরূপ) কূর্ম্মায়। শেষায়। পৃথিব্যৈ। সুধাম্বুধয়ে। মণিদ্বীপায়। পারিজাততরবে। চিন্তামণিগৃহায়। মণিমাণিক্যবেদিকায়ৈ। পদ্মাসনায়। (দক্ষস্কন্ধে) ধর্ম্মায়। (বামস্কন্ধে) জ্ঞানায়। (বামকটৌ) ঐশ্বর্য্যায়। (দক্ষকটৌ) বৈরাগ্যায়। (মুখে) অধর্ম্মায়। (বামপার্শ্বে) অজ্ঞানায়। (নাভৌ) অনৈশ্বর্য্যায়। (দক্ষপার্শ্বে) অবৈরাগ্যায়। (হৃদয়ে) আনন্দকন্দায়। সূর্য্যায়। সোমায়। অগ্নয়ে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। কেশরেভ্যো। কর্ণিকায়ৈ। (অষ্টদল হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি ঈশান কোণ পর্য্যন্ত প্রতিদলে ক্রমশঃ)— মঙ্গলায়ৈ। বিজয়ায়ৈ। ভদ্রায়ৈ। জয়ন্ত্যৈ। অপরাজিতায়ৈ। নন্দিন্যৈ। নারসিংহ্যৈ। বৈষ্ণব্যৈ। (ক্রমশঃ ঐরূপ পত্রাগ্রে) অসিতাঙ্গায় ভৈরবায়। রুরবে ভৈরবায়। চণ্ডায় ভৈরবায়। ক্রোধায় ভৈরবায়। উন্মত্তায় ভৈরবায়। কপালিনে ভৈরবায়। ভীষণায় ভৈরবায়। সংহারিণে ভৈরবায়। সর্ব্বত্র অন্তে 'নমঃ' শব্দ যোগ করিয়া পীঠন্যাস

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং* সরূপারূপভেদতঃ ।
অরূপং তব যদ্ধ্যানম্ অবাঙ্‌মনসগোচরম্ ॥ ১৩৭ ॥
অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তম্ ইদমিত্থংবিবর্জ্জিতম্ ।
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্বহুশমাদিভিঃ† ॥ ১৩৮ ॥

ধ্যানন্ত্বিত্যাদি। হে দেবি সরূপারূপভেদতঃ তব ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তম্। তয়োর্ম্মধ্যে অরূপং রূপরহিতং তব যদ্ধ্যানং ধ্যেয়ং, তত্তু অবাঙ্‌মনসগোচরং বাচো মনসশ্চাবিষয়ভূতম্। ধ্যায়তে যত্তৎ ধ্যানম্। বাহুলকাৎ কর্ম্মণি ল্যুট্ ॥ ১৩৭ ॥

অব্যক্তমিত্যাদি। ইদমিত্থংবিবর্জ্জিতম্। ইদমিত্থমেবেতি সিদ্ধান্তরহিতম্। অগম্যম্ অজ্ঞেয়ম্। কৃচ্ছ্রৈঃ প্রাজাপত্যাদিভির্ব্রতৈঃ শমোঽন্তঃকরণসংযমঃ স আদির্যেষান্তে শমাদয়ঃ। বহবশ্চ তে শমাদয়ঃ তৈঃ ॥১৩৮॥

গ্রহণ করিয়া, সেই সপুষ্প ও মুদ্রাযুক্ত (৯৯) হস্ত হৃদয় সন্নিধানে স্থাপন পূর্ব্বক সনাতনী দেবীর ধ্যান করিবে।১৩৬

ধ্যান দুই প্রকার; সরূপ ও অরূপ, অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার। দেবি! তোমার যে নিরাকার ধ্যান তাহা বাক্য ও মনের অগোচর।১৩৭ তাহা অব্যক্ত, তাহা সর্ব্বব্যাপী, এবং ইহাই তাহা, বা তাহা এইপ্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। ইহা সাধারণের দুর্জ্জ্ঞেয়। যোগীরা বহু কষ্টে

* ধ্যানং তদ্দ্বিবিধং প্রোক্তম্ ইতি বা পাঠ্যম্।

† কৃচ্ছ্রৈর্বহুসমাধিভিরিতি পাঠান্তরম্।

করিতে হইবে। অন্যপ্রকার পীঠন্যাস এবং ষোঢ়ান্যাস, বীজন্যাস ও তত্ত্বন্যাস প্রভৃতি অস্মৎকৃত নিত্যপূজাপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

(৯৯)—উত্তান বাম হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগে অধোমুখ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার অগ্র এবং ঐ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ যোজিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত ভাবে রাখিবে। পরে বাম হস্তের মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিবে। এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামা বাম হস্তের পিতৃতীর্থ অর্থাৎ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ দিয়া অধোমুখ করিয়া রাখিবে। এই অবস্থায় দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্মপৃষ্ঠ সদৃশ উন্নত করিতে হইবে। ইহার নাম কূর্ম্মমুদ্রা বা কচ্ছপ-মুদ্রা। দেবতার ধ্যানের সময় এই মুদ্রায় পুষ্প লইতে হয়। অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতিতে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মধ্যানপ্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে॥ ১৩৯॥
অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥ ১৪০॥
মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্*।
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা-
কালংবীক্ষ্য বিকাসিতাননবরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্॥১৪১॥

মনস ইত্যাদি। শীঘ্রমিতি পূর্ব্বান্বয়ি॥ ১৩৯॥

নন্থ রূপবত এব পদার্থস্য স্থূলধ্যানং সম্ভবতি মম ত্বাদ্যাস্তশূন্যায়া রূপরহিতত্বাৎ কথং স্থূলধ্যানং ব্রবীষীত্যত আহ, অরূপায়া ইত্যাদি॥ ১৪০॥

স্থূলধ্যানমেবাহ, মেঘাঙ্গীমিত্যাদি। আদ্যাং কালিকামহং ভজে ইত্যন্বয়ঃ কথন্তূতাং কালিকাং মেঘাঙ্গীং মেঘ ইবাঙ্গং যস্যাস্তথাভূতাম্। পুনঃ কথন্তূতাং

বহুবিধ উপায় দ্বারা ও সমাধি অবস্থায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।১৩৮ এক্ষণে মনের ধারণার নিমিত্ত, শীঘ্র অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত এবং সূক্ষ্মধ্যানের অভ্যুদয় হেতু তোমার স্থূল ধ্যান বলিতেছি।১৩৯ মহাকালজননী মহাদ্যুতি কালিকার বস্তুগত্যা রূপ নাই। পরন্তু সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের প্রাদুর্ভাব হেতু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি কার্য্য অনুসারে অধুনা তাঁহার রূপ কল্পনা করা যাইতেছে (১০০)।১৪০ যিনি মেঘের ন্যায় নীলবর্ণা, যাঁহার মস্তকে সুধাংশু

---

* বিলসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্ ইতি পাঠান্তরম্।

(১০০)—কথিত আছে,—'জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি' জ্ঞানোদয় হইলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সকল শাস্ত্রেরই একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যুদিত না হইলে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করা যায় না। পরন্তু পূর্ব্ব জন্মের সাধনা না থাকিলে একেবারে কেহই নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে সমর্থ নহেন। এই নিমিত্ত সাকার উপাসনা বা স্থূল ধ্যানের অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ মনকে নানা বিষয় হইতে সংযত করিতে না পারিলে, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ধ্যান (ব্রহ্মধ্যান) অভ্যুদিত ও আয়ত্ত হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি জলমধ্যে নিপতিত হইলে সুস্তরণ প্রণালী অবলম্বনে জল আকর্ষণ করিয়াই স্থলে উপনীত হইতে পারে, সেইরূপ অবিদ্যা

ই সময়ে ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ দিয়া সাকার চিন্তা নিরাসপূর্ব্বক গুরু অধিকার বা ক্ষমতানুরূপ নির্দ্দিষ্ট সূক্ষ্মতর লক্ষ্যে চিত্ত একাগ্র করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। এইরূপে সদ্গুরুর উপদেশে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে চিত্ত তন্ময় করিবার অভ্যাস করিতে হয়।

এক্ষণে যেমন পূর্ব্বোক্ত দশজন বেদপাঠকারী বালকের মধ্যে যদি নয় জনকে নিবৃত্ত না করিয়া আটজনকে নিবৃত্ত করা হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত থাকিলেও নির্দ্দিষ্ট বালকের কণ্ঠস্বর প্রায় সম্যগ্‌রূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এইরূপে যখন উক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে মন ক্ষণমাত্র তন্ময় হইবে, তখন স্বপ্রকাশ স্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশের ব্যাঘাতও প্রায় সমস্তই বিদূরিত হইবে। মন ব্রহ্মের স্বরূপ সেই সময়ে প্রায় উপলব্ধি করিতে পারিবে। সচ্চিদানন্দময়ের প্রকাশে মনও আনন্দে পরিপ্লুত হইবে এবং গুরূপদেশে অবলম্বিত সামান্য বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া সেই পরম পদার্থে আপনিই বিলীন হইবে। অর্থাৎ তখন বিভিন্ন বিষয়ে সঙ্কল্পশীল মন আর মন থাকিবে না। তাহাও ব্রহ্মভূত হইবে। তখন অহং-জ্ঞান থাকিবে না, জীব-পদবাচ্য কিছুই থাকিবে না। সমস্তই পরমানন্দময় পরমাত্মস্বরূপে পরিণত হইবে। এইরূপে স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে অধিকার জন্মিবে। নচেৎ অন্য কোন প্রকারে সূক্ষ্মধ্যানে উপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুনশ্চ যদি কোন সাধক স্থূল মূর্ত্তিকেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানে নিরন্তর ভক্তি সহকারে শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে কঠোর সাধনা করেন,তাহা হইলে সেই সচ্চিদানন্দময়ই যথাকালে সেই স্থূল মূর্ত্তিতেই তাঁহার দর্শনপথে আবির্ভূত হইয়া সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। নিরাকার ব্রহ্মের সাকাররূপে আবির্ভাব অনেকেই অলীক বলিয়া বিবেচনা করেন। সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী ব্রহ্মের কোন্ শক্তির অভাব হইতে পারে। ব্রহ্ম অদ্বৈত, নিরাকার ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। ব্রহ্মের এই অদ্বৈতভাব ও নিরাকার স্বরূপ অব্যাহত থাকিয়া যদি তাঁহার যাবতীয় জীবনিচয়, এই পৃথিবী ও গ্রহ নক্ষত্রাদিরূপে দর্শনপথে আবির্ভূত হওয়া অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে সাধকের সম্মুখে সাকার রূপে আবির্ভূত হওয়াই বা অসম্ভব কেন? যদি বল, নয়নগোচর এই সমস্ত প্রকৃত কিছুই নহে,কর্ম্মফলে ভ্রান্ত জীব এই সমস্ত দেখে ও কর্ম্মফলেই কল্পনায় কষ্ট ভোগ করে, তাহা হইলে সাধক পক্ষেও বক্তব্য এই যে, সাধন ফলেই সাধক তাঁহাকে সাকার মূর্ত্তিতে দেখেন, এবং সেই সাধন ফলেই সাধক তাঁহার নিকট মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে উল্লিখিত, সমাধি নামক বৈশ্যের ন্যায় "তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি॥" বরলাভ করিয়া পুনর্জন্মরূপ কষ্ট হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন। যেমন সংসারচক্রে নিয়ন্ত্রিত তুমি একমাত্র পরব্রহ্মকেই পুত্র পরিবাররূপে দর্শন করিয়া তাঁহাদের ভক্তি-প্রণয়ে মোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসৃতির পথ প্রশস্ত কর, সেইরূপ সংসারকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে সাধকও সেই এক মাত্র পরব্রহ্মকেই অভীষ্ট রূপে দর্শন করিয়া তাঁহার বরলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষণে পরমার্থলাভে পুনঃ-সংসৃতির পথ রুদ্ধ করেন। বস্তুতঃ নিরাকার ব্রহ্ম নিরাকারই থাকেন, পরন্তু সাধক সাধনাবলে তাঁহাকে

এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্বা তু সাধকঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মানসৈরুপচারকৈঃ॥ ১৪২॥
হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥ ১৪৩॥

শশিশেখরাং শশী শেখরে শিরসি যস্যাঃ তাম্। পুনঃ কীদৃশীং ত্রিনয়নাং ত্রীণি নয়নানি নেত্রাণি যস্যাঃ তাম্। পুনঃ কথম্ভূতাং পাণিভ্যাং হস্তাভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিভ্রতীং দধতীম্। পুনঃ কীদৃশীং বিকসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাং বিকসং স্ফুটদ্রক্তারবিন্দং লোহিতং পদ্মং তত্র স্থিতামুপবিষ্টাম্। পুনঃ কথম্ভূতাং মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মধুকপুষ্পোদ্ভবং মদ্যং নিপীয় পুরতোঽগ্রে নৃত্যন্তং মহাকালং বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা বিকাশিতমাননবরং মুখশ্রেষ্ঠং যযা তথাভূতাম্॥ ১৪১॥

এবমিত্যাদি। এবমমুনা প্রকারেণাদ্যাং কালীং ধ্যাত্বা করকচ্ছপমুদ্রয়া গৃহীতং পুষ্পং স্বশিরসি দত্বা সাধকঃ পরয়া ভক্ত্যা মানসৈরুপচারকৈর্দেবীং পূজয়েৎ॥ ১৪২॥

মানসৈরুপচারকৈর্দেব্যাঃ পূজনমেব দর্শয়তি, হৃৎপদ্মমিত্যাদিভিঃ। দেব্যৈ হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ। সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ সহস্রদলপদ্মাদ্গলিতৈরমৃতৈর্দেব্যাশ্চরণয়োঃ পাদ্যং দদ্যাৎ। এবমগ্রেঽপ্যন্বয়ঃ॥ ১৪৩॥

শোভা পাইতেছে, যিনি ত্রিনয়না, যিনি রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, যিনি হস্তদ্বয় দ্বারা বর ও অভয় মুদ্রা প্রদান করিতেছেন। যিনি বিকসিত রক্ত কমলে উপবিষ্ট আছেন, সম্মুখে মহাকাল মাধ্বীক-কুসুম-জাত সুমধুর মদ্য পান করিয়া নৃত্য করিতেছেন, দর্শন করিয়া,যাঁহার মুখকমল বিকসিত হইয়াছে, তাদৃশী আদ্যা কালীকে ভজনা করি।[১৪১]

সাধক (কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া) এইরূপ ধ্যান পূর্ব্বক ঐ পুষ্প নিজ মস্তকে স্থাপন করিয়া পরম ভক্তি সহকারে মানস উপচারে পূজা করিবেন।[১৪২] (মানস পূজাতে) হৃদয়স্থিত অষ্টদল কমল আসন স্বরূপ প্রদান করিবে। সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা দেবীর চরণদ্বয়ে পাদ্য প্রদান করিবে। মনকে অর্ঘ্যস্বরূপে নিবেদন করিবে।[১৪৩] উক্ত সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয়

সাকার মূর্ত্তিতে সাক্ষাৎকার করিয়া স্বীয় অভিলষিত বরলাভ করেন। তিনি সাকার না হইলেও ভক্ত সাধক সাকার দর্শন করেন।

তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধন্তু গন্ধতত্ত্বকম্ ॥ ১৪৪ ॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বন্তু দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্ ॥ ১৪৫ ॥
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা ॥ ১৪৬ ॥
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাৎ আত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কারম্ অরাগমমদস্তথা ॥ ১৪৭ ॥
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৮ ॥

তেনেত্যাদি। তেনামৃতেন সহস্রারচ্যুতেন ॥ ১৪৪ ॥
চিত্তমিত্যাদি। সুধাম্বুধিমমৃতসমুদ্রম্ ॥ ১৪৫ ॥ ১৪৬ ॥
পুষ্পমিত্যাদি। আত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে বাঞ্ছিতপ্রেতপদার্থনিষ্পত্তয়ে। কানীন্যে দেয়ানি নানাবিধানি পুষ্পাণ্যভিধত্তে, অমায়মিত্যাদিনা সার্দ্ধদ্বয়েন। মায়ায়া অভাবোঽমায়ং প্রথমং পুষ্পম্। অনহঙ্কারম্ অহঙ্কারঃ আত্মন্যতিপূজ্যত্বাভিমানঃ তদভাবোঽনহঙ্কারঃ দ্বিতীয়ং পুষ্পম্। রাগঃ ক্রোধঃ তদভাবোঽরাগং তৃতীয়ং পুষ্পম্। মদো ধনবিদ্যাদিনিমিত্তকং চিত্তস্যোৎসুকত্বং তদভাবোঽমদং চতুর্থং পুষ্পম্ ॥ ১৪৭ ॥
অমোহকমিত্যাদি। মোহোঽবিবেকঃ তদভাবোঽমোহকং পঞ্চমং পুষ্পম্।

জল কল্পনা করিবে। বসনস্বরূপ আকাশতত্ত্ব সমর্পণ করিবে। গন্ধস্বরূপ গন্ধতত্ত্ব দিবে।[১৪৪] চিত্তকে পুষ্প স্বরূপ কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে। পঞ্চপ্রাণ ধূপস্বরূপ কল্পনা করিবে। দীপ দানের স্থলে তেজস্তত্ত্ব দিবে। নৈবেদ্যস্বরূপ সুধাম্বুধি সমর্পণ করিবে।[১৪৫] অনাহতধ্বনিকে ঘণ্টা এবং বায়ুতত্ত্বকে চামরস্বরূপে কল্পনা করিয়া সমর্পণ করিবে। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদায় এবং মনের চাঞ্চল্য (দেবীর সমক্ষে) নৃত্যস্বরূপ কল্পনা করিবে।[১৪৬] এবং আপনার ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত নানা প্রকার ভাবপুষ্প প্রদান করিবে। মায়াভাব, নিরহঙ্কার, রাগশূন্যতা[১৪৭] মদশূন্যতা, মোহশূন্যতা, দম্ভশূন্যতা, দ্বেষশূন্যতা, ক্ষোভশূন্যতা, মাৎসর্য্যশূন্যতা

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।
দয়াক্ষমাজ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃ পরম্ ।
ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈ-র্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৪৯ ॥
সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং ভর্জ্জিতং মীনপর্ব্বতম্ ।
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পায়সং তথা ॥ ১৫০ ॥
কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পীঠক্ষালনবারি চ ।
কামক্রোধৌ * বিঘ্নকৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ ॥ ১৫১ ॥

দম্ভঃ কপটঃ তদভাবোঽদম্ভং ষষ্ঠং পুষ্পম্ । দ্বেষোঽপ্রীতিঃ তদভাবোঽদ্বেষঃ সপ্তমং পুষ্পম্ । লোভো ব্যর্থমিত্যুক্তঃ সঙ্কল্পনং তদভাবোঽক্ষোভকমষ্টমং পুষ্পম্ । মাৎসর্য্যমন্যশুভদ্বেষঃ তদভাবোঽমাৎসর্য্যং নবমং পুষ্পম্ । লোভো ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি পুনর্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ তদভাবঃ অলোভঃ দশমং পুষ্পম্ । এবং দশপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৮ ॥

অহিংসেত্যাদি । অহিংসা পরপীডানিবৃত্তিঃ । ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ বিষয়েষু চক্ষুরাদিসংযমনম্ । দয়া নিস্বার্থপরদুঃখবিনাশেচ্ছা । ক্ষমা পরেণাপকারে কৃতে তস্য প্রত্যপকারানাচরণম্ । জ্ঞানং সারাসারবিবেকনৈপুণ্যম্ । ভাবরূপৈঃ ভাব্যন্তে চিন্ত্যন্তে ইতি ভাবঃ বর্ণ্যাচ্ । তদ্রূপৈঃ ভাব্যমানৈরিত্যর্থঃ ॥ ১৪৯ ॥

সুধাম্বুধিমিত্যাদি । সুধাম্বুধিং মদ্যসমুদ্রম্ । ঘৃতাক্তং ঘৃতমিশ্রিতম্ ॥ ১৫০ ॥

কুলামৃতমিত্যাদি । কুলামৃতং শক্তিঘটিতমমৃতবিশেষম্ । তৎপুষ্পং কুলপুষ্পং স্ত্রীপুষ্পমিত্যর্থঃ । পীঠক্ষালনবারি স্ত্র্যঙ্গবিশেষধাবনাম্ভঃ ॥ ১৫১ ॥

এবং লোভশূন্যতা, (দেবীর চরণে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত) এই দশ প্রকার পুষ্প প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।[১৪৮] ইহার পর অহিংসারূপ পরম পুষ্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ পরম পুষ্প, দয়ারূপ মহাপুষ্প, ক্ষমারূপ পরম পুষ্প, এবং জ্ঞানরূপ পরম পুষ্প, এই পঞ্চবিধ মহাপুষ্প প্রদান করিবে।

এইরূপ পঞ্চদশবিধ ভাবপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া,[১৪৯] পরিশেষে মনে মনে সুধাসাগর, মাংসের পর্ব্বত, ভর্জ্জিত মৎস্যের পর্ব্বত, রাশীকৃত মুদ্রা, সুপক্ক ঘৃতাক্ত পরমান্ন,[১৫০] কুলামৃত অর্থাৎ শক্তিঘটিত অমৃতবিশেষ, কুলপুষ্প অর্থাৎ (পঞ্চবিধ) স্ত্রীপুষ্প, পীঠক্ষালনবারি অর্থাৎ স্ত্রীলোকের অঙ্গবিশেষের ধাবনজল, (এই সমুদায় দেবীকে প্রদান করিবে)। অনন্তর বিঘ্নকারী কাম ও ক্রোধকে

* কামক্রোধৌ চ্ছাগবাহৌ ইতি পাঠান্তরম্

মালা বর্ণময়ী প্রোক্তা কুণ্ডলীসূত্রযন্ত্রিতা ॥ ১৫২ ॥
সবিন্দুং মন্ত্রমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ।
অকারাদিলকারান্তম্ অনুলোম ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৫৩ ॥
পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ।
বিলোম ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষকারো মেরুরুচ্যতে ॥ ১৫৪ ॥
অষ্টবর্গান্তিমৈর্বর্ণৈঃ সহমূলমথাষ্টকম্।
এবমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বানেন সমর্পয়েৎ ॥ ১৫৫ ॥

নম্বাভ্যন্তরজপাচরণে কীদৃশী মালা জপবিধানঞ্চ কীদৃশং বর্ত্ততে ইত্যপেক্ষা-য়ামাহ, মালেত্যাদি। কুণ্ডলীরূপেণ সূত্রেণ যন্ত্রিতা গ্রথিতা বর্ণময়ী বর্ণরূপা মালাভ্যন্তরজপে প্রোক্তা ॥ ১৫২ ॥

সবিন্দুমিত্যাদি। সবিন্দুং সানুস্বারমকারাদিলকারান্তং বর্ণমুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ জপেৎ। যথা। অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেতি এবমেব জপেৎ। জপোঽয়মনুলোম ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৫৩ ॥

পুনরিত্যাদি। পুনঃ কারস্থান্তরস্থিতং লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠমকারান্তং সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য মনুং জপেৎ। যথা। লং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা। অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেতি এবম্। অয়ঞ্চ বিলোম ইতি বিখ্যাতঃ। ক্ষকারো মালায়া মেরুরুচ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

অষ্টেত্যাদি। অথানন্তরমষ্টানাম্ অকুচুটুতুপুযশানাং বর্গাণামন্তিমৈঃ সবিন্দুভিঃ

বলি দিয়া, জপ আরম্ভ করিবে।[১৫১] এই জপে কুণ্ডলীসূত্রে গ্রথিত বর্ণময়ী মালাই নির্দ্দিষ্ট আছে।[১৫২] প্রথমতঃ বিন্দু সহিত অকারাদি মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এইরূপে অকার অবধি অন্ত্য লকার পর্য্যন্ত অনুলোমে জপ করিয়া[১৫৩] পুনর্ব্বার লকার হইতে অকার পর্য্যন্ত বিলোমে জপ করিবে। ক্ষ, ইহার মেরু স্বরূপ।[১৫৪] অনন্তর অষ্টবর্গের অষ্টসংখ্য অন্তিম বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র যোগ করিয়া, সমুদায়ে অষ্টোত্তরশত সংখ্য জপ হইবে। এইরূপ এক শত আট বার জপ করিয়া উহা দেবীর বামহস্তে সমর্পণ করিবে (১০১)।[১৫৫]

---

(১০১)—বর্ণময়ী মালা যথা। অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং

সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃস্বরূপিণি ।
গৃহাণান্তর্জপং মাত রাদ্যে কালি নমোঽস্তু তে ॥ ১৫৬ ॥
সমর্প্য জপমেতেন সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া ।
ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা বহিঃপূজাং সমারভেৎ ॥ ১৫৭ ॥

অঃ-ঙ-ঞ-ণ-ন-ম-ব-ল-রূপৈর্বর্ণৈঃ সহাষ্টকমষ্টপরিমাণকং মূলং মন্ত্রং জপেৎ। অনেন ইতোঽনন্তরমেব বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ ॥ ১৫৫ ॥

জপসমর্পণমন্ত্রমেবাহ, সর্ব্বান্তরাত্মেত্যাদি। সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে সর্ব্বেষা-মন্তরাত্মা হৃদয়ং নিলয়ো গৃহং যস্যাঃ তথাভূতে ॥ ১৫৬ ॥ ১৫৭ ॥

(দেবীর হস্তে জপ সমর্পণ করিবার মন্ত্র যথা,) হে আদ্যে কালিকে ! তুমি সকলের অন্তরাত্মাতে বাস করিতেছ ; তুমি অন্তরাত্মার জ্যোতিঃস্বরূপ। হে মাতঃ ! আমার এই অন্তর্জপ গ্রহণ কর ; তোমাকে নমস্কার।[১৫৬] এইরূপে দেবীর (বাম) হস্তে জপ সমর্পণ করিয়া মনে মনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। এই-রূপ অন্তর্যজন অর্থাৎ মানস পূজা করিয়া বাহ্য পূজা করিতে আরম্ভ করিবে।[১৫৭] প্রথমতঃ (সেই বাহ্য পূজার অন্তর্গত) বিশেষার্ঘ্যের (১০২) সংস্কার বলিতেছি,

---

বং ভং মং যং বং নং বং শং যং সং হং লং। (ক্ষং)। লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং। অনুলোম ও বিলোমে এই একশত বর্ণরূপ মালাতে এক শতবার জপ করিয়া, পরে অষ্ট বর্গের অন্ত্য অষ্ট অক্ষরে আট বার জপ করিবে। অষ্ট অক্ষর যথা। অঃ ঙং ঞং ণং নং মং বং লং। এই সমুদায় বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণের সহিত বীজমন্ত্র জপ করিতে হইবে। যথা অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ! আং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা। ইং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইত্যাদি। বর্ণময়ী মালাতে অনুস্বার যোগ না করিলেও হইতে পারে। অং অঃ এই দুই বর্ণে বিন্দু যোগ করিবার আবশ্যকতা নাই।

(১০২)—নেপাল হইতে আরম্ভ করিয়া কলিঙ্গ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বভাগের দেশ সমূহে (বিষ্ণুক্রান্তায়) সমস্ত দেবদেবীরই পূজা কালীকুল অনুসারে হইবে। কালীকুলে বিশেষার্ঘ্য নাই। আদ্যাকালী শ্রীকুলের দেবতা ; এই নিমিত্ত এস্থলে বিশেষার্ঘ্যের বিধান দৃষ্ট হয়। পরন্তু কালীকুলের সাধকগণ এস্থলে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন না। শ্রীপাত্রের দ্বারাই বিশে-ষার্ঘ্যের কার্য্য হইবে।

বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কার-স্থাপনাদৌ কথ্যতে শৃণু।
যস্য স্থাপনমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসীদতি ॥ ১৫৮ ॥
দৃষ্ট্বার্ঘ্যপাত্রং যোগিন্যো ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ।
ভৈরবা অপি নৃত্যন্তি প্রীত্যা সিদ্ধিং দদত্যপি ॥ ১৫৯ ॥
স্ববামে পুরতো ভূমৌ সামান্যার্ঘ্যস্য বারিণা।
মায়াগর্ভং ত্রিকোণঞ্চ বৃত্তঞ্চ চতুরস্রকম্ ॥ ১৬০ ॥
বিলিখ্য পূজয়েত্তত্র মায়াবীজপুরঃসরম্।
ঙেহন্তামাধারশক্তিঞ্চ নমঃশব্দাবসানিকাম্ ॥ ১৬১ ॥

বিশেষেত্যাদি। তত্র বহিঃপূজাসমারম্ভে ॥ ১৫৮ ॥ ১৫৯ ॥

বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কারমেবাহ, স্ববাম ইত্যাদিভিঃ। স্ববামে আত্মনো বামদেশে। পুরতো ভূমৌ অগ্রতঃ পৃথ্ব্যাং সামান্যার্ঘ্যস্য বারিণা করণেন মায়া হ্রীঁ বীজং গর্ভে যস্যেদৃশং ত্রিকোণং মণ্ডলং পূর্ব্বং বিলিখ্য তদ্বহির্বৃত্তং বৃত্তং বর্ত্তুলং তদ্বহিশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণং মণ্ডলং বিলিখ্য তত্র মণ্ডলে মায়াবীজং হ্রীঁবীজং পুরঃসরং যস্যা এবম্ভূতাং ঙেবিভক্ত্যন্তাং নমঃশব্দোঽবসানেঽন্তে যস্যাস্তথাভূতামাধারশক্তিং পূজয়েৎ। হ্রীঁ আধারশক্তয়ে নম ইতি মন্ত্রেণাধারশক্তিমর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৬০ ॥ ১৬১ ॥

শ্রবণ কর। এই বিশেষার্ঘ্য স্থাপন মাত্র দেবতা প্রসন্ন হয়েন।[১৫৮] ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, যোগিনীগণ ও ভৈরবগণ অর্ঘ্যপাত্র দর্শন করিয়া নৃত্য করিতে থাকেন এবং প্রীত হৃদয়ে সিদ্ধি প্রদান করেন।[১৫৯] সম্মুখে ভূমিতে, আপনার বাম দিকে, সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা একটি ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া তন্মধ্যে মায়াবীজ (হ্রীঁ) লিখিবে। ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল, তাহার বাহিরে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল[১৬০] লিখিয়া, তাহাতে হ্রীঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এই মন্ত্র দ্বারা আধারশক্তির পূজা করিবে (১০৩)।[১৬১] অনন্তর সেই মণ্ডলের উপরি প্রক্ষা-

---

(১০৩)—সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি সর্ব্বব্যাপিনী। তাঁহার একটি ভাব বা কার্য্যবিশেষের নাম আধারশক্তি। সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতি হেতু প্রত্যেক পরমাণুতেই এই আধারশক্তি লক্ষিত হয়। কোনও বস্তুর, অপর কোন বস্তুকে (আকর্ষণ করিয়া) আপনার উপরে, ধারণ করিবার শক্তিকেই আধারশক্তি (Gravitation) বলে। পাশ্চাত্য প্রদেশে মহাত্মা নিউটন ইহা

ততঃ প্রক্ষালিতাধারং বিন্যস্য মণ্ডলোপরি।
মং বহ্নিমণ্ডলং ঙেহন্তং দশকলাত্মনে ততঃ ॥ ১৬২ ॥
নমোঽন্তেন চ সংপূজ্য ক্ষালয়েদর্ঘ্যপাত্রকম্‌।
অস্ত্রেণ স্থাপয়েত্তত্র আধারোপরি সাধকঃ ॥ ১৬৩ ॥
অমর্কমণ্ডলায়েত্যুক্ত্বা দ্বাদশান্তকলাত্মনে।
নমোঽন্তেন যজেৎ পাত্রং মূলেনৈব প্রপূরয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥
ত্রিভাগমদিনাপূর্য্য শেষং তোয়েন সাধকঃ।
গন্ধপুষ্পে তত্র দত্ত্বা পূজয়েদমুনাম্বিকে ॥ ১৬৫ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ আধারশক্তিপূজনাদনন্তরং তন্মণ্ডলোপরি প্রক্ষালিতাধারং বিন্যস্য সংস্থাপ্য। পূর্ব্বং মমিত্যুক্ত্বা ততঃ ঙেহন্তং বহ্নিমণ্ডলমুক্ত্বা ততো দশকলাত্মনে ইতি বদেৎ। যোজনয়া। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে ইতি মন্ত্রো জাতঃ। নমোঽন্তেনানেন মন্ত্রেণ আধারে বহ্নিমণ্ডলং সংপূজ্য অস্ত্রেণ ফড়িতি মন্ত্রেণার্ঘ্যপাত্রং ক্ষালয়েৎ। সাধকস্তস্মিন্নাধারোপরি ক্ষালিতমর্ঘ্যপাত্রং স্থাপয়েৎ ॥ ১৬২ ॥ ১৬৩ ॥

অমিত্যাদি। পূর্ব্বম্‌ অম্‌ অর্কমণ্ডলায়েত্যুক্ত্বা ততো দ্বাদশান্তে কলাত্মনে

লিত (ত্রিপদী বা অন্য কোন বিহিত) আধার স্থাপন করিয়া তাহাতে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ,[১৬২] এই মন্ত্র দ্বারা বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিয়া ফট্‌ এই মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালিত করিয়া সেই আধারের উপরি স্থাপন করিবে।[১৬৩] অনন্তর অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, এই মন্ত্র দ্বারা তাহাতে অর্ঘ্যপাত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা অর্কমণ্ডলের পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্র পরিপূর্ণ করিবে।[১৬৪] এই অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ করিবার সময় ইহাতে তিন ভাগ মদ্য ও এক ভাগ জল দিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্প প্রদান করিবে। অম্বিকে। অনন্তর পশ্চাদুক্ত মন্ত্র দ্বারা তাহাতে পূজা করিবে।[১৬৫]

প্রথম আবিষ্কার করেন। দেবীভাগবতের সৃষ্টিপ্রকরণ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুগণ বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহা অবগত ছিলেন। উপবেশনার্থে আসন স্থাপনে, ঘটস্থাপনে, পাত্রস্থাপনে, অর্ঘ্য স্থাপনে, সর্ব্বত্রই তাহার প্রধান অবলম্বন বা কারণ এই আধারশক্তির পূজা অগ্রে হইয়া থাকে।

ষষ্ঠস্বরং বিন্দুযুক্তং ভেহস্তং বৈ চন্দ্রমণ্ডলম্।
ষোড়শান্তে কলাশব্দাৎ আত্মনে নম ইত্যপি ॥ ১৬৬ ॥
ততস্তু শ্রৈফলে পত্রে রক্তচন্দনচর্চ্চিতম্।
দূর্ব্বাপুষ্পং সাক্ষতঞ্চ কৃত্বা তত্র নিধাপয়েৎ ॥ ১৬৭ ।
মূলেন তীর্থমাবাহ্য তত্র দেবীং বিভাব্য চ।
পূজয়েৎ গন্ধপুষ্পাভ্যাং মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ১৬৮ ॥

ইতি বদেৎ। যোজনয়া। অম্ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেনৈব নমোঽন্তেন মন্ত্রেণ পাত্রমর্ঘ্যপাত্রাধিষ্ঠাতৃদৈবতমর্কমণ্ডলং যজেৎ পূজ-য়েৎ। *মূলেনৈব মন্ত্রেণার্ঘ্যপাত্রং প্রপূরয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥*

নহু কেন বস্তুনা পাত্রং প্রপূরয়েৎ তত্রাহ, ত্রিভাগমিত্যাদি। অলিনা মদ্যেন পাত্রস্থ ত্রিভাগমাপূর্য্য শেষং তোয়েন সাধকঃ পূরয়েৎ। তত্র তোয়ে গন্ধপুষ্পে দত্ত্বা অমুনা ইতোঽনন্তরমেব বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ তত্রৈব শশিমণ্ডলং পূজয়েৎ ॥১৬৫॥

শশিমণ্ডলপূজনস্য মন্ত্রমাহ. ষষ্ঠেত্যাদিনা। পূর্ব্বং বিন্দুযুক্তমনুস্বারসহিতং ষষ্ঠস্বরমূং কথয়িত্বা চন্দ্রমণ্ডলায় ষোড়শশব্দান্তে কলাশব্দাৎ পরম্ আত্মনে নম ইত্যপি কথয়েৎ। যোজনয়া। উং চন্দ্রমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নম ইতি মন্ত্রঃ শশিমণ্ডলার্চ্চনে জাতঃ ॥ ১৬৬ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততস্তু পরং শ্রৈফলে বিল্বসম্বন্ধিনি পত্রে রক্তচন্দনচর্চ্চিতং রক্তচন্দনেন লিপ্তং সাক্ষতমক্ষতৈর্বিশিষ্টং চ দূর্ব্বাসহিতং পুষ্পং কৃত্বা তত্র বিশেষার্ঘ্যস্যাগ্রভাগে নিধাপয়েৎ স্থাপয়েৎ ॥ ১৬৭ ॥

মূলেনেত্যাদি। তত্র বিশেষার্ঘ্যতোয়ে। বিভাব্য বিচিন্ত্য ॥ ১৬৮ ॥

উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া,[১৬৬] দূর্ব্বা,পুষ্প ও অক্ষত সমেত রক্তচন্দনচর্চ্চিত বিল্বপত্র,উক্ত বিশেষার্ঘ্যের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে।[১৬৭] অনন্তর 'ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে (অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা)সেই অর্ঘ্যজলে তীর্থ আবাহন পূর্ব্বক(১০৪)তাহাতে ভগবতীর ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা পূর্ব্বক দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে।[১৬৮]

---

(১০৪)—এস্থলে নিতান্ত সংক্ষেপে কথিত হইল, অন্যান্য তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, তীর্থ-আবাহনের পর, বষট্ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন, হুঁ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অব-গুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন ও পরে বৌষট্ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে হইবে। অনন্তর গন্ধপুষ্পের দ্বারা ষড়ঙ্গদেবতার পূজা করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে

ধেনুযোনী দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ।
তদম্বু প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিন্নিক্ষিপ্য সাধকঃ ॥ ১৬৯ ॥
আত্মানং দেয়বস্তূনি প্রোক্ষয়েত্তেন মন্ত্রবিৎ।
পূজাসমাপ্তিপর্য্যন্তম্ অর্ঘ্যপাত্রং ন চালয়েৎ ॥ ১৭০ ॥
বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কারঃ কথিতোঽয়ং শুচিস্মিতে।
যন্ত্ররাজং প্রবক্ষ্যামি সমস্তপুরুষার্থদম্ ॥ ১৭১ ॥

ধেন্বিত্যাদি। বিশেষার্ঘ্যতোয়ে ধেনুযোনী মুদ্রে দর্শয়িত্বা তত্রৈব ধূপদীপাবপি প্রদর্শয়েৎ। তদম্বু বিশেষার্ঘ্যজলম্ ॥ ১৬৯ ॥

আত্মানমিত্যাদি। প্রোক্ষয়েৎ সিঞ্চেৎ। তেন প্রোক্ষণীপাত্রনিঃক্ষিপ্তজলেন ॥ ১৭০ ॥

বিশেষেত্যাদি। সমস্তপুরুষার্থদং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদায়কমিত্যর্থঃ। ১৭১ ॥

যন্ত্ররাজলেখনস্য বিধানমাহ, মায়াগর্ভমিত্যাদিভিঃ মায়া হ্রীঁ বীজং গর্ভে

পরে বিশেষার্ঘ্যের উপরি ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক, ধূপ দীপ প্রদর্শন করিবে। অনন্তর সাধক বিশেষার্ঘ্যের কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া[১৬৯] সেই জলদ্বারা আপনাকে ও পূজা দ্রব্য সমুদয় প্রোক্ষিত করিবেন এবং ঐ মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পূজা সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিশেষার্ঘ্য স্থানান্তরিত করিবেন না।[১৭০]

শুচিস্মিতে! এই তোমার নিকট বিশেষার্ঘ্যের সংস্কার কহিলাম; অতঃপর যাহাতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ যন্ত্ররাজলেখন প্রকার

ইষ্টদেবতার আবাহন পূর্ব্বক পঞ্চোপচারে বা কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা সেই অর্ঘ্য-পাত্রে ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া অর্ঘ্যপাত্র মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্ব্বক দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া উর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয় দ্বারা রক্ষিত করিয়া ধেনু,যোনি ও পরমীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই জল কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণী পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই প্রোক্ষণীপাত্রের জল দ্বারা আপনার শরীর ও পূজোপকরণ অভ্যুক্ষিত করিতে হইবে। অনন্তর দানার্ঘ্য স্থাপন ও বিলোমার্ঘ্য স্থাপনের রীতি আছে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, বিশেষার্ঘ্যে ও দানার্ঘ্যে মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলাদি দিতে হয়, বিলোমার্ঘ্যে মূলমন্ত্র ও বিলোম মাতৃকা পাঠ পূর্ব্বক জলাদি দিতে হইবে। পরন্তু যদি শ্রীপাত্র স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারাই বিলোমার্ঘ্যের কার্য্য হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র বিলোমার্ঘ্য স্থাপন করিবার আবশ্যক নাই।

মায়াগর্ভং ত্রিকোণঞ্চ তদ্বাহ্যে বৃত্তযুগ্মকম্।
তয়োর্মধ্যে যুগ্মযুগ্ম ক্রমাৎ ষোড়শকেশরান্॥ ১৭২॥
তদ্বাহ্যেঽষ্টদলং পদ্মং তদ্বহির্ভূপুরং লিখেৎ।
চতুর্দ্ধারসমাযুক্তং সুরেখং সুমনোহরম্॥ ১৭৩॥
স্বর্ণে বা রাজতে তাম্রে কুণ্ডগোলবিলেপিতে।
স্বয়ম্ভুকুসুমৈর্যুক্তে চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ॥ ১৭৪॥

যদৈঃস্তবন্তং ত্রিকোণং মণ্ডলং পূর্ব্বং লিখেৎ। ততস্তদ্বাহ্যে তদভিতো বৃত্তযুগ্মকং বর্ত্তুলমণ্ডলদ্বয়ং লিখেৎ। তয়োর্বৃত্তমণ্ডলয়োর্মধ্যে যুগ্মযুগ্মক্রমাৎ ষোড়শকেশরান্ লিখেৎ। তদ্বাহ্যে বৃত্তমণ্ডলয়োর্বহিরষ্টদলং পদ্মং লিখেৎ তদ্বহিঃ পদ্মাদ্বহিস্তদভিতশ্চতুর্দ্বারসমাযুক্তং সুরেখং শোভনরেখাযুতং সুমনোহরমতিমনোরমং ভূপুরং লিখেৎ॥ ১৭২॥ ১৭৩॥

নন্থ যন্ত্রমিদং কস্মিন্নাধারে কেন বা করণেন লেখিতব্যং তত্রাহ, স্বর্ণে ইত্যাদি। কুণ্ডগোলবিলেপিতে কুণ্ডগোলৈর্বা শক্তিবিশেষঘটিতপুষ্পবিশেষৈর্বিলেপিতে স্বয়ম্ভুকুসুমৈঃ শক্তিঘটিতৈরেব পুষ্পবিশেষৈর্যুক্তে চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈর্বা

বলিতেছি।[১৭১] একটি (অধোমুখ) ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া, তন্মধ্যে মায়াবীজ লিখিতে হইবে। তাহার বাহিরে গোলাকার মণ্ডলদ্বয় লিখিবে। ঐ গোলাকার মণ্ডলদ্বয়ের মধ্যে দুইদুইটি করিয়া ষোলটি কেশর লিখিতে হইবে।[১৭২] অনন্তর ঐ বৃত্তদ্বয়ের বহির্দ্দেশে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া ঐ পদ্মের বাহিরে চতুর্দ্বারযুক্ত সরল-রেখা-বিশিষ্ট সুমনোহর ভূপুর অঙ্কিত করিবে।[১৭৩] সাধক দেবতার প্রীতির নিমিত্ত মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে কুণ্ডপুষ্প, গোলপুষ্প অথবা স্বয়ম্ভুকুসুম দ্বারা (১০৫) লিপ্ত, কিম্বা চন্দন অগুরু ও কুঙ্কুম দ্বারা অথবা

(১০৫) —স্বামী বর্ত্তমানে পরপুরুষজাতা কন্যার যথাবিধানে গৃহীত প্রথম পুষ্পই কুণ্ডপুষ্প। পরপুরুষ কর্তৃক বিধবার গর্ভজাতা কন্যার ঐরূপ পুষ্পকে গোলপুষ্প বলে। ঐরূপে সংগৃহীত অবিবাহিতা কন্যার প্রথমজাত পুষ্পই স্বয়ম্ভুকুসুম।' এতদ্ব্যতীত সর্ব্বকালোদ্ভব ও বজ্রপুষ্প আছে। তৎসমুদায় ও তাহার সংগ্রহ প্রণালী অস্মৎকৃত রহস্যপূজাপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য। তন্মধ্যে শক্তির নিকট স্বয়ম্ভুকুসুম প্রার্থনা যথা যোনিতন্ত্রে, (সাধক)—"দেবি ত্বং শক্তিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতা। স্বয়ম্ভুকুসুমং কিঞ্চিদ্দেহি মে কৃপয়ান্বিতা॥" (শক্তি)—"সাধক ত্বং বীররূপঃ সর্ব্বাভীষ্টং ভজস্ব মে। স্বয়ম্ভুকুসুমং গৃহ্ন শিবেন কথিতং মুদা॥'

কুশীদেনাথবা লিপ্তে স্বর্ণময্যা শলাকয়া।
মালূরকণ্টকেনাপি মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
বিলিখেৎ যন্ত্ররাজন্তু দেবতাভাবসিদ্ধয়ে ॥ ১৭৫ ॥
অথবোৎকীলরেখাভিঃ স্ফাটিকে বিদ্রুমেঽপি বা।
বৈদূর্য্যে কারয়েৎ যন্ত্রং কারুকেণ সুশিল্পিনা ॥ ১৭৬ ॥
শুভপ্রতিষ্ঠিতং কৃত্বা স্থাপয়েদ্ভবনান্তরে।
নশ্যন্তি দুষ্টভূতানি গ্রহরোগভয়ানি চ ॥ ১৭৭ ॥
পুত্রপৌত্রসুখৈশ্বর্য্যৈ-র্মোদতে তস্য মন্দিরম্।
দাতা ভর্ত্তা যশস্বী চ ভবেৎ যন্ত্রপ্রসাদতঃ ॥ ১৭৮ ॥

লিপ্তে কেবলেন কুশীদেন রক্তচন্দনেন বা লিপ্তে স্বার্ণে সুবর্ণনির্ম্মিতে রাজতে রজতনির্ম্মিতে তাম্রে তাম্রনির্ম্মিতে বা পাত্রে স্বর্ণময্যা সুবর্ণবিকারভূতয়া শলাকয়া মালূরকণ্টকেন বিল্বকণ্টকেন বা মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ সন্ দেবতাভাবসিদ্ধয়ে দেবতাপ্রীতিনিষ্পত্তয়ে যন্ত্ররাজং বিলিখেৎ ॥ ১৭৪ ॥ ১৭৫ ॥

অথবেত্যাদি। অথবা সুশিল্পিনা স্বকর্ম্মবিষয়কাতিনৈপুণ্যশালিনা কারুকেণ শিল্পিনা উৎকীলরেখাভিরুৎখানিতাভীরেখাভিঃ স্ফাটিকে বিদ্রুমে বৈদূর্য্যে বা যন্ত্রং কারয়েৎ। শুভেত্যাদি শুভপ্রতিষ্ঠিতং শুভা প্রতিষ্ঠা সঞ্জাতাস্যেবম্ভূতং যন্ত্ররাজং কৃত্বা যো ভবনান্তরে স্থাপয়েৎ তস্য দুষ্টভূতানি নশ্যন্তীত্যেবমন্বয়ঃ। ১৭৬ ॥ ১৭৭ ॥ ১৭৮ ॥

কেবল রক্তচন্দন দ্বারা লিপ্ত সুবর্ণময় পাত্রে, রজতময় পাত্রে অথবা তাম্রময় পাত্রে স্বর্ণশলাকা দ্বারা অথবা বিল্বকণ্টক দ্বারা উক্তবিধ যন্ত্ররাজ লিখিবেন; [১৭৪।১৭৫] অথবা স্ফটিকনির্ম্মিত পাত্রে কিংবা প্রবালনির্ম্মিত পাত্রে বা বৈদূর্য্য-নির্ম্মিত পাত্রে, উত্তম শিল্পনিপুণ কারুকর দ্বারা যন্ত্ররেখা উৎখোদিত করাইয়া প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে স্থাপন করিবে। এইরূপ করিলে ঐ যন্ত্র প্রসাদে দুষ্ট ভূত সমুদায়, গ্রহ সমুদায় ও রোগ সমুদায়ের ভয় বিদূরিত হয়; [১৭৭] গৃহ, পুত্র পৌত্র সুখ ও ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়া থাকাতে আনন্দের পরিসীমা থাকে না। বিশেষতঃ সাধক ব্যক্তি এই যন্ত্রের প্রসাদে দাতা, ভর্ত্তা ও যশস্বী হয়। [১৭৮]

এবং যন্ত্রং সমালিখ্য রত্নসিংহাসনে পুরঃ ।
সংস্থাপ্য পীঠন্যাসোক্ত-বিধিনা পীঠদেবতাঃ ।
সংপূজ্য কর্ণিকামধ্যে পূজয়েন্মূলদেবতাম্ ॥ ১৭৯ ॥
কলশস্থাপনং বক্ষ্যে চক্রানুষ্ঠানমেব চ ।
যেনানুষ্ঠানমাত্রেণ দেবতা সুপ্রসীদতি ।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নূনম্ ইচ্ছাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৮০ ॥
কলাং কলাং গৃহীত্বা তু দেবানাং বিশ্বকর্ম্মণা ।
নির্ম্মিতোঽয়ং স বৈ যস্মাৎ কলশস্তেন কথ্যতে ॥ ১৮১ ॥
ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ ।
চতুরঙ্গুলকং কণ্ঠং মুখন্তস্থ ষড়ঙ্গুলম্ ।
পঞ্চাঙ্গুলিমিতং মূলং বিধানং ঘটনির্ম্মিতৌ ॥ ১৮২ ॥

এবমিত্যাদি। এবং বিধানেন যন্ত্রং সমালিখ্য পুরোঽগ্রে রত্নসিংহাসনে সংস্থাপ্য চ পীঠন্যাসোক্তবিধিনা পীঠদেবতাঃ সংপূজ্য কর্ণিকামধ্যে পদ্মবীজকোশমধ্যে মূলদেবতাং পূজয়েৎ ॥ ১৭৯ ॥

অথ মদ্যাদিভিঃ পঞ্চতত্ত্বৈর্মহাদেব্যাঃ পূজায়া বিধানং বক্তুমুপক্রমতে, কলশেত্যাদি ॥ ১৮০ ॥

কলশং নির্ব্বক্তি, কলামিত্যাদিনা ॥ ১৮১ ॥

অথ ঘটনির্ম্মাণবিধানমাহ, ষট্‌ত্রিংশদিত্যাদিনা। ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলয়ঃ পরিমাণং যস্য স ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলঃ এবম্ভূতঃ আয়ামো বিস্তারো

এইরূপে যন্ত্র লিখিয়া সম্মুখস্থিত রত্নসিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক পীঠন্যাসোক্ত পীঠদেবতাদিগের পূজা করিয়া কর্ণিকা মধ্যে মূল দেবতার পূজা করিবে।[১৭৯]

এক্ষণে কলশ-স্থাপন ও চক্রানুষ্ঠানের বিধান বলিতেছি। কেবলমাত্র ইহার অনুষ্ঠানেই সাধকের ইচ্ছাসিদ্ধি হয়, মন্ত্রসিদ্ধি হয় ও ইষ্টদেবতা সুপ্রসন্ন হয়েন।[১৮০] বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদিগের এক এক কলা অর্থাৎ অংশ গ্রহণ করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ইহা কলশ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[১৮১] (এক্ষণে কলশ নির্ম্মাণের বিধান বলিতেছি।) ইহার বিস্তার ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুলি বা দেড় হস্ত ও উচ্চতা ষোড়শ অঙ্গুলি হইবে। ইহার

সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যজং মৃত্তিকোদ্ভবম্।
পাষাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমব্রণম্।
কারয়েদ্দেবতাপ্রীত্যৈ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ ॥ ১৮৩ ॥
সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্।
তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কাংস্যজং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং পাষাণং স্তম্ভকর্ম্মণি।
মৃণ্ময়ং সর্ব্বকার্য্যেষু সুদৃশ্যং সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৮৪ ॥

যস্য তথাভূতম্। ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ ষোড়শাঙ্গুলযঃ পরিমাণং যস্যৈবস্তূতমুচ্চং ঘটং কারয়েদিতি শেষঃ। তস্য ঘটস্য কণ্ঠং চতুরঙ্গুলকং চতুরঙ্গুলিপরিমিতং মুখং ষড়ঙ্গুলং ষড়ঙ্গুলিপরিমিতং মূলমধোদেশং তু পঞ্চাঙ্গুলিমিতং কারয়েৎ। ঘটনির্ম্মিতৌ বিধানমেতদেব প্রোক্তম্ ॥ ১৮২ ॥

নন্থ কস্য কস্য বস্তুনঃ কলশঃ কারয়িতব্য ইত্যপেক্ষায়ামাহ, সৌবর্ণমিত্যাদি। অক্ষতম্ অভগ্নম্। অব্রণং ছিদ্রশূন্যম্ ॥ ১৮৩ ॥

সৌবর্ণমিত্যাদি। সৌবর্ণং সুবর্ণজাতং কলশমিতি শেষঃ ॥ ১৮৪ ॥

কণ্ঠের পরিমাণ চারি অঙ্গুলি, মুখের বিস্তার ছয় অঙ্গুলি এবং ইহার তলদেশের পরিমাণ পঞ্চ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে (১০৬)।[১৮২] এই কলশ সুবর্ণ দ্বারা, রজত দ্বারা, তাম্র দ্বারা, কাংস্য দ্বারা, পাষাণ দ্বারা (১০৭) বা কাচ দ্বারা নির্ম্মিত হইতে পারে। ইহার কোন স্থলে ভগ্ন বা ইহা সছিদ্র হইবে না। দেবতার প্রীতির নিমিত্ত এইরূপ সুধাকলশ নির্ম্মাণ করিবে; পরন্তু কোন মতে ইহাতে বিত্তশাঠ্য করিবে না, অর্থাৎ যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য, তিনি কৃপণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদনুরূপ বিহিত ঘট নির্ম্মাণ করাইবেন।[১৮৩] সুবর্ণময় কলশ সুখসৌভাগ্য প্রদায়ক, রজতময় কলশে মোক্ষলাভ হয়, তাম্রময় কলশে মনের প্রীতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কাংস্য-

---

(১০৬)—তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, সাধকের মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যপর্ব্বের পরিমাণকে এক অঙ্গুলি বলে।

(১০৭) পাষাণনির্ম্মিত পাত্রে মদ্য রাখিলে কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মাদকতা শক্তির লোপ

স্ববামভাগে ষট্‌কোণং তন্মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রকম্।
তদ্বহির্বৃত্তমালিখ্য চতুরস্রস্ততো বহিঃ॥ ১৮৫॥
সিন্দূররজসা বাপি রক্তচন্দনকেন বা।
নির্ম্মায় মণ্ডলং তত্র যজেদাধারদেবতাম্॥ ১৮৬॥
মায়ামাধারশক্তিঞ্চ ঙে-নমোঽন্তং সমুদ্ধরেৎ॥ ১৮৭॥

স্ববামেত্যাদি। স্ববামভাগে ষট্‌কোণং মণ্ডলমালিখ্য তন্মধ্যে ষট্‌কোণমণ্ডলমধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রকং শূন্যমেকমালিখ্য তদ্বহিঃ ষট্‌কোণমণ্ডলস্য বহির্বৃত্তং মণ্ডলমালিখ্য ততোঽপি বহিঃ চতুরস্রং চতুষ্কোণং মণ্ডলমালিখেৎ॥ ১৮৫॥

নম্বিদং মণ্ডলং কেন দ্রব্যেণ লেখনীয়ং তত্রাহ, সিন্দূরেত্যাদি। তত্র মণ্ডলে॥ ১৮৬॥

নমু কেন মন্ত্রেণাধারদেবতাং যজেত্তত্রাহ, মায়ামিত্যাদি। পূর্ব্বং মায়াং হ্রীঁ

নির্ম্মিত কলশে পুষ্টিবৃদ্ধি হয়, কাচময় কলশ বশীকরণ বিষয়ে প্রশস্ত, পাষাণ-নির্ম্মিত কলশ স্তম্ভন-কার্য্যেবই উপযোগী, এবং মৃন্ময় কলশ সকল কার্য্যেই প্রশস্ত হইতে পারে। পরন্তু কলশ, যে বস্তু দ্বারাই নির্ম্মিত হউক, সুদৃশ্য ও সুপরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক।[১৮৪]

আপনার বামভাগে একটি ষট্‌কোণ মণ্ডল (১০৮) লিখিয়া, তন্মধ্যে একটি বিন্দু অঙ্কিত করিতে হইবে। অনন্তর ঐ ষট্‌কোণ মণ্ডলের বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল লিখিযা, তাহার বাহিরে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে।[১৮৫] এই মণ্ডল সিন্দূর দ্বারা, কুলপুষ্প দ্বারা বা রক্তচন্দন দ্বারা লিখিয়া তদুপরি আধারশক্তির পূজা করিবে।[১৮৬] আধারশক্তির পূজার মন্ত্র, 'হ্রীঁ আধারশক্তয়ে নমঃ'।[১৮৭] অনন্তর নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা প্রক্ষালিত আধার উক্ত

ণ স্তম্ভন হয়। এই নিমিত্ত স্তম্ভন কার্য্যেই উহা প্রশস্ত। কোন্ কোন তন্ত্রে পাষাণ নির্ম্মিত ঘট বা পাত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব বিধান কেবল স্তম্ভন কার্য্যেই বুঝিতে হইবে।

(১০৮)—একটি অধোমুখ ত্রিকোণ ও একটি ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ উপর্য্যুপরি অঙ্কিত করিলেই ষট্‌কোণ মণ্ডল হইবে। এস্থলে তন্ত্রান্তরে প্রথমে বিন্দু, তদ্বহিস্ত্রিকোণ ও ক্রমশঃ ষট্‌কোণ বৃত্ত ও চতুরস্র মণ্ডল অঙ্কিত করিবার বিধান আছে।

নমসা ক্ষালিতাধারং স্থাপয়েন্মণ্ডলোপরি।
অস্ত্রেণ ক্ষালিতং কুম্ভং তত্রাধারে নিবেশয়েৎ ॥ ১৮৮ ॥
ক্ষকারাদ্যেরকারান্তৈ র্ব্বর্ণৈর্ব্বিন্দুসমাযুতৈঃ।
মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রী কারণেন প্রপূরয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥
আধারকুম্ভতীর্থেষু বহ্ন্যর্কশশিমণ্ডলম্।
পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ বিদ্বান্ দেবীভাবপরায়ণঃ ॥ ১৯০ ॥

বীজং সমুদ্ধরেৎ। ততো ঙেনমোঽন্তামাধারশক্তিং সমুদ্ধরেৎ। যোজনয়া। হ্রীঁ আধারশক্তয়ে নম ইতি মন্ত্র আধারদেবতাযজনে জাতঃ ॥ ১৮৭ ॥

নমসেত্যাদি। নমসা নম ইতি মন্ত্রেণ। অস্ত্রেণ ফডিতি মন্ত্রেণ ॥ ১৮৮ ॥

ক্ষকারেত্যাদি। ক্ষকার আদ্যো যেষাম্ অকারশ্চান্তো যেষাস্তৈর্বিন্দুসমাযুতৈরনুস্বারসহিতৈর্ব্বর্ণৈঃ সহ মূলং সমুচ্চরন্ ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেতি মন্ত্রং প্রজপন্মন্ত্রী সাধকঃ কারণেন মদ্যেন কলশং প্রপূরয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥

মণ্ডলোপরি স্থাপন করিতে হইবে। পরে ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা কুম্ভ প্রক্ষালিত করিয়া তাহা উক্ত মণ্ডলস্থিত আধারের উপরি স্থাপন করিবে।[১৮৮] অনন্তর মূলমন্ত্রান্তে বিন্দুযুক্ত বিলোমমাতৃকা পাঠসহকারে অর্থাৎ (মূল) ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে, মন্ত্রজ্ঞ সাধক কারণ দ্বারা কুম্ভ পরিপূরিত করিবে।[১৮৯]

অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি দেবীভাব-পরায়ণ হইয়া, আধার, কুম্ভ ও কুম্ভস্থিত কারণের উপরি, পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমশঃ বহ্নিমণ্ডল, অর্কমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিবে (১০৯)।[১৯০] পরে রক্তচন্দন, সিন্দূর, রক্তপুষ্পের মাল্য ও অগ-

---

(১০৯)—প্রয়োগ যথা। এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ এই মন্ত্রে আধারে পূজা করিয়া, পরে এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ. এই মন্ত্রে কুম্ভের

রক্তচন্দনসিন্দূর-রক্তমাল্যানুলেপনৈঃ।
ভূষয়িত্বা তু কলসং পঞ্চীকরণমাচরেৎ ॥ ১৯১ ॥
ফটা দর্ভেণ সন্তাড্য হুঁবীজেনাবগুণ্ঠয়েৎ।
হ্রীঁ দিব্যদৃষ্ট্যা সংবীক্ষ্য নমসাভ্যুক্ষণং চরেৎ।
মূলেন গন্ধং ত্রির্দদ্যাৎ পঞ্চীকরণমীরিতম্ ॥ ১৯২ ॥

আধারেত্যাদি। তীর্থং মদ্যম্। পূর্ব্ববৎ বিশেষার্ঘ্যসংস্কারে ইব ॥১৯০॥১৯১॥
নম্ব পঞ্চীকরণং কিং নাম তত্রাহ, ফটেত্যাদি। ফটা মন্ত্রেণ দর্ভেণ কুশেন কলশং সন্তাড্য হুমিতি বীজেনাবগুণ্ঠনমুদ্রয়াবগুণ্ঠযেদ্বেষ্টয়েৎ। হ্রীঁ বীজেন দিব্যদৃষ্ট্যা কলশং সংবীক্ষ্য দৃষ্ট্বা নমসা মন্ত্রেণ কলশস্যাভ্যুক্ষণমভিষেকং চরেৎ কুর্য্যাৎ। মূলেন মন্ত্রেণ কলশে ত্রির্ব্বারত্রয়ং গন্ধং দদ্যাৎ। ইদমেব পঞ্চীকরণমীরিতং কথিতম্ ॥ ১৯২ ॥

লেপন দ্বারা কলশ ভূষিত করিয়া, পঞ্চীকরণ করিবে।[১৯১] (তদ্ যথা—) হুঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অবগুণ্ঠনমুদ্রা (১১০) দ্বারা কলশ অবগুণ্ঠিত করিবে। হ্রীঁ এই বীজ পাঠ পূর্ব্বক দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অর্থাৎ নিমেষশূন্য নয়নে দর্শন দ্বারা, কলশ নিরীক্ষণ করিবে। পরে নমঃ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জল দ্বারা কলশ অভ্যুক্ষিত করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিনবার কলশে গন্ধ আঘ্রাণ করিবে (১১১)। ইহাই পঞ্চীকরণ নামে কথিত হইয়া থাকে।[১৯২] পরে

উপরি পূজা করিবে। অনন্তর, এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ চন্দ্রমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। এই মন্ত্রে কারণের উপরি পূজা করিবে।

(১১০)—উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট রাখিয়া মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক অধোমুখ সরলাকার তর্জ্জনীদ্বয় (পরস্পর বিপরীত পার্শ্ব হইতে ভ্রাম্যেণ চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত করিলেই অবগুণ্ঠন মুদ্রা হইবে। যথা গন্ধর্ব্বতন্ত্রে,—অন্তরঙ্গুষ্ঠমুষ্টিভ্যাং সন্নিরোধনরূপিণী॥ এতস্যা এব মুদ্রায়াস্তর্জ্জন্যৌ সরলে যদি। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা সতী॥ ঐরূপ কেবল বামহস্তের তর্জ্জনী ভ্রামিত করিলেও অবগুণ্ঠন মুদ্রা হয়। যথা,—সব্যহস্তকৃতা মুষ্টির্দীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা মতা॥

(১১১)—এস্থলে গন্ধদানের বিধি অন্য কোন তন্ত্রেই দৃষ্ট হয় না। নিরুত্তর তন্ত্রে আছে যে,—"ত্রিঃ সুগন্ধং মূলেন গৃহ্নীয়াৎ পরমেশ্বরি।" অর্থাৎ মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে তিনবার আঘ্রাণ লইবে। সর্ব্বত্র এই বিধিই দৃষ্ট হয়। টীকাকার মূলের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনবার গন্ধদানেরই বিধান দিয়াছেন। ইহা সর্ব্বতন্ত্র-বিরুদ্ধ। দক্ষিণ নাসিকা রোধ পূর্ব্বক তিনবার ইড়া দ্বারা কলশ হইতে

প্রণম্য কলশং রক্ত-পুষ্পং দত্ত্বা বিশোধয়েৎ ॥ ১৯৩ ॥
ওঁ একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্ ॥ ১৯৪ ॥

প্রণম্যেত্যাদি। বিশোধয়েৎ মদ্যমিতি শেষঃ ॥ ১৯৩ ॥

নম্বু কেন কেন মন্ত্রেণ মদ্যং শোধয়েদিত্যপেক্ষায়াস্তচ্ছোধনমন্ত্রানেব ক্রমত আহ, একমেবেত্যাদি। হে সুধে দেবি ধ্রুবং নিত্যং স্থূলসূক্ষ্মময়ং স্থূলসূক্ষ্মস্বরূপম্ একমেবাদ্বৈতমেব যৎ পরং ব্রহ্ম অস্তি তেন পরব্রহ্মণা তে তব কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যামহং নাশয়ামীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯৪ ॥

কারণামৃত পূরিত কলশে (ইষ্টরূপ ভাবনা পূর্ব্বক) প্রণাম করিয়া (১১২) তদুপরি রক্তপুষ্প প্রদানানন্তর, (ওঁ একমেব ইত্যাদি) এই মন্ত্র দ্বারা সুরা শোধন করিবে। ১৯৩ (মন্ত্রার্থ যথা —) সুধে দেবি! পরমব্রহ্ম স্থূল ও সূক্ষ্মময়;

আঘ্রাণ লইয়া তিনবার পিঙ্গলা দ্বারা অন্যত্র সেই বায়ু পরিত্যাগ করাই সাধক সম্প্রদায়ের রীতি। পূজা বিষয়ে সর্ব্বত্রই বিশেষ বিশেষ গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। তৎসমুদায় সদ্‌গুরুর উপদেশ-সাপেক্ষ। পঞ্চদশীতে আছে, তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে। পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকং ॥ অর্থাৎ লিঙ্গশরীরে অভিমান বিশিষ্ট জীবের ভোগের নিমিত্ত, ভোগ্য অন্নপানাদি ও ভোগসাধন স্থূল শরীর গঠন জন্য সূক্ষ্ম আকাশাদি পঞ্চভূতকে পঞ্চীকরণ দ্বারা স্থূলে পরিণত করিলেন। এস্থলেও সেইরূপ সূক্ষ্ম ব্রহ্মানন্দের কারণ স্বরূপ কারণকে পঞ্চীকরণ দ্বারা সাধকের ভোগ্য দিব্য সুধায় পরিণত করিতে হইবে। এই নিমিত্ত সাধক প্রথমতঃ 'ফট্' এই শব্দবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক দর্ভ দ্বারা তাড়না করিয়া আকাশ তত্ত্বের সংযোগ সহকারে আকাশের গুণ শব্দের উপলব্ধি করিবেন। পরে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা আকাশকে ঘনীভূত ও পরিচ্ছন্ন করিয়া বায়ুতত্ত্বের সমাবেশে মনে মনে বায়ুর গুণ স্পর্শ অনুভব করিতে থাকিবেন। অনন্তর দিব্যদৃষ্টি দ্বারা তাহাতে তেজ সংযুক্ত করিয়া রূপ দর্শন করিবেন। পরে জলতত্ত্ব স্বরূপ জলবিন্দু প্রক্ষেপ পূর্ব্বক রসের উপলব্ধি করিবেন। অনন্তর পৃথিবীর যোগ হইয়াছে মনে করিয়া পৃথিবীর গুণ গন্ধের উপলব্ধি করিতে থাকিবেন। এই পঞ্চীকৃত দিব্যসুধাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের উপলব্ধি দ্বারা সাধকের সর্ব্বশরীর ধৌত, পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হইবে; এবং নাড়ীর মলিনতা পিঙ্গলা দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে। রসের উপলব্ধি কালে যেরূপ জলবিন্দু প্রক্ষেপের বিধান দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সম্প্রদায় বিশেষে আঘ্রাণের পূর্ব্বে গন্ধ দানের রীতিও দৃষ্ট হয়। ইহার অন্য প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

(১১২)—এইস্থলে অন্যান্য তন্ত্রে পঞ্চমুদ্রার প্রণাম করিবার বিধি দৃষ্ট হয়। পঞ্চমুদ্রার প্রণামবিধি অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থে* বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্ ॥ ১৯৫ ॥
বেদানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি।
তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু ॥ ১৯৬ ॥
হ্রীঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষস-
দ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃসদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা
গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ১৯৭ ॥

সূর্য্যেত্যাদি। হে বরুণালয়সম্ভবে বরুণস্যালয়ো গৃহং বরুণালয়ঃ সমুদ্রঃ তস্মাৎ সম্ভব উৎপত্তির্যস্যাঃ তথাভূতে। অতএব হে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থে সূর্য্যমণ্ডলাভ্যন্তরস্থায়িনি সুধে দেবি শুক্রশাপাত্ত্বয়া বিমুচ্যতাং বিমুক্তয়া ভূয়তাম্ ॥ ১৯৫ ॥
বেদানামিতি। হে দেবি সুধে আনন্দময়মানন্দস্বরূপং যদ্ব্রহ্ম তৎস্বরূপং যৎ প্রণবরূপং বেদানাং বীজত্বেন সত্যেন প্রণবরূপবেদবীজেন তে তব ব্রহ্মহত্যা ব্যপোহতু নশ্যতু ॥ ১৯৬ ॥ ১৯৭ ॥

একমাত্র তিনি ভিন্ন অপর কোন বস্তুই নাই। তিনি নিত্য ও নিশ্চল। আমি সেই অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের সত্তা সর্ব্বত্র উপলব্ধি দ্বারা তোমার কচজনিত ব্রহ্মহত্যা-পাতক অপনয়ন করি।[১৯৪] দেবি! বরুণালয় হইতে অর্থাৎ সমুদ্রমন্থন কালে সমুদ্রগর্ভ হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ। সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে তোমার অবস্থিতি। তুমি অমাবীজময়ী, অর্থাৎ সহস্রারে অমৃতস্রাবিণী অমা নাম্নী যে চন্দ্রের ষোড়শী কলা আছে,তুমি তাহার বীজ; কারণ তুমি অক্ষয় অমৃতধারা রূপে অমা কলাতে অবস্থিত না হইলে, চন্দ্রের উক্ত কলার অস্তিত্বই থাকিত না। এক্ষণে তুমি শুক্র-শাপ হইতে মুক্ত হও।[১৯৫] প্রণব যদি বেদের বীজস্বরূপ (১১২) ও ব্রহ্মানন্দময় হয়, তাহা হইলে দেবি! সেই সত্য অনুসারে তোমার ব্রহ্মহত্যা পাতক অপগত হউক।[১৯৬] যিনি হংস অর্থাৎ (আদিত্য বা)

* সূর্য্যমণ্ডলসম্ভূতে ইতি পাঠান্তরম্।

(১১২)—প্রণব হইতেই সমুদায় বেদ ও সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ৫৪ পৃষ্ঠা (২৬) টিপ্পনী দ্রষ্টব্য

বারুণেন চ বীজেন ষড়্দীর্ঘস্বরভাজিনা।
ব্রহ্মশাপবিশব্দান্তে মোচিতায়ৈ পদং বদেৎ।
সুধাদেব্যৈ নমঃ পশ্চাৎ সপ্তধা ব্রহ্মশাপনুৎ ॥ ১৯৮ ॥

বারুণেনেত্যাদি। ব্রহ্মশাপবিশব্দান্তে মোচিতায়ৈ ইতি পদং বদেৎ। পশ্চাৎ সুধাদেব্যৈ নম ইতি বদেৎ। যোজনয়া ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধা-দেব্যৈ নম ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অয়ং মন্ত্রঃ ষড়্দীর্ঘস্বরভাজিনা বারুণেন বীজেন সংযোজ্য যথা বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ · ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নম ইতি সপ্তধা সপ্তবারং পঠিতোঽয়ং মন্ত্রো ব্রহ্মশাপনুৎ ব্রহ্মশাপবিমোচকো ভবতি ॥ ১৯৮ ॥

পরমাত্মা (১১৩) যিনি শুচিসৎ অর্থাৎ যিনি নির্ম্মল আকাশমণ্ডলে দিবাকর স্বরূপে অবস্থান করেন, অথবা যিনি শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ, যিনি বসু অর্থাৎ সর্ব্বসঞ্চারী বায়ু স্বরূপ, অথবা যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। যিনি অন্তরীক্ষসৎ অর্থাৎ যিনি অন্তরীক্ষ-সঞ্চারী (আকাশস্বরূপ) অথবা যিনি সাক্ষীস্বরূপে জীব মাত্রেরই অন্তরে অবস্থিত, যিনি হোতা অর্থাৎ হোম নিষ্পাদক বহ্নি-স্বরূপ বা যজমানস্বরূপ, অথবা সৃষ্টির অবসানে যাঁহাতে সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়; যিনি বেদিসৎ অর্থাৎ গার্হপত্যাদি অগ্নিস্বরূপ, অথবা যিনি কেবলমাত্র জ্ঞানগম্য; যিনি অতিথি অর্থাৎ অতিথিবৎ সর্ব্বদা পূজনীয় অগ্নিস্বরূপ, অথবা স্বপ্রকাশ-স্বরূপ। যিনি তাদৃশ সাধনসম্পন্ন সাধকের অন্তঃকরণে অকস্মাৎ সমুদিত হয়েন; যিনি দুরোণসৎ (দুরোণ=গৃহ, সৎ=স্থায়ী) অর্থাৎ যিনি গৃহাগ্নি রূপে পাকাদি সাধন করিতেছেন, অথবা যিনি (মুক্তস্বভাব হইয়াও) জীবরূপে বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে প্রতিভাত, যিনি নৃসৎ অর্থাৎ চৈতন্যরূপে মনুষ্যমাত্রেই অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি বরসৎ অর্থাৎ বরণীয় সূর্য্যমণ্ডলে (অথবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে) বাস করিতেছেন, অথবা যিনি সকলেরই পূজ্য, যিনি ঋতসৎ অর্থাৎ যিনি ঋতে (সত্য, ব্রহ্ম বা যজ্ঞে) অবস্থিতি করেন, যিনি ব্যোমসৎ অর্থাৎ যিনি আকাশে (সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিতেছেন, (অথবা যিনি বায়ুস্বরূপ); যিনি অব্জা অর্থাৎ উদক মধ্যে বিদ্যুদগ্নি বা বাড়বাগ্নি রূপে উৎপন্ন হইয়া অবস্থান

(১১৩)—হংসঃ শব্দের অর্থ পরমাত্মা, গুরু, শিব, বিষ্ণু ও সূর্য্য। অজপা বীজও হংসঃ।

অঙ্কুশং দীর্ঘষট্কেন যুতং শ্রীমায়য়া যুতম্।
সুধা পশ্চাৎ কৃষ্ণশাপং মোচয়েতি পদন্ততঃ।
অমৃতং স্রাবযদ্বন্দ্বং দ্বিঠান্তো মনুরীরিতঃ॥ ১৯৯॥

অঙ্কুশমিত্যাদি। পূর্ব্বং দীর্ঘষট্কেন যুতমঙ্কুশং ক্রোঁ বদেৎ পশ্চাৎ শ্রীমায়য়া যুতং শ্রীঁ হ্রীঁ বীজযুক্তং সুধেতি পদং বদেৎ। পশ্চাৎ কৃষ্ণশাপমিতি মোচয়েতি চ পদং বদেৎ। ততোঽমৃতং বদেৎ। ততঃ স্রাবয়দ্বন্দ্বং বদেৎ। যোজনযা ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ শ্রীঁ হ্রীঁ সুধাকৃষ্ণশাপং মোচয়ামৃতং স্রাবয় স্রাবয়েতি মন্ত্রো ভবেৎ। অয়ং মন্ত্রর্দ্বিঠান্তঃ স্বাহান্ত ঈরিতঃ কথিতঃ॥ ১৯৯॥

করেন; যিনি গোজা অর্থাৎ রশ্মি বা প্রস্তরাদি হইতে অগ্নিরূপে উৎপন্ন হয়েন; যিনি ঋতজা অর্থাৎ সর্ব্বত্র সত্যরূপে পরিদৃশ্যমান হয়েন, যিনি অদ্রিজা অর্থাৎ উদয়াচল হইতে আদিত্যরূপে সমুদিত হয়েন, যিনি ঋত অর্থাৎ সত্য সর্ব্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপ; এবং যিনি বৃহৎ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, (অথবা আমরা সর্ব্বত্র যাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতেছি (১১৪), (এই কারণ এবং আমরাও তন্ময়; সুতরাং তাঁহার সত্তাবশে এই কারণ দোষযুক্ত হউক)।[১৯৭] বরুণবীজে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া, পশ্চাৎ 'ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ', এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। ইহা দ্বারা যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে, তাহা সপ্তবার পাঠ করিলে ব্রহ্মশাপ মোচন হইবে (১১৫)।[১৯৮] অঙ্কুশ অর্থাৎ 'ক্রোঁ' এই পদে (ওকার রহিত করিয়া) দীর্ঘস্বর ছয়টি যোগ পূর্ব্বক, পশ্চাৎ শ্রীবীজ ও মায়াবীজ যোগ

(১১৪)—এই মন্ত্রটির নাম হংসবতী ঋক। ইহা ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডল—৪র্থ অধ্যায়—৪০শ সূক্তের ৫ম ঋক্। যজুর্ব্বেদে (১০।২৪ ও ১২।১৪ এই) দুই স্থলে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (৪।২০) এই মন্ত্রটি আছে। ফলে ঋগ্বেদের সকল শাখাতে এই মন্ত্রের শেষোক্ত "বৃহৎ" পদটি নাই; পরন্তু যজুর্ব্বেদের প্রোক্ত দুই স্থলে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও "বৃহৎ" এই শেষোক্ত পদটি দৃষ্ট হয়।

সায়নাচার্য্যের মতে এই ঋক্‌টির তাৎপর্য্য এই যে, যিনি সূর্য্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষ রূপে অবস্থিত আছেন, যে পরমাত্মা সমুদায় জীবেরই চিত্তরূপে অবস্থিত আছেন এবং যিনি অনুপহিত চৈতন্য অর্থাৎ সমস্ত উপাধি-বর্জ্জিত, তৎসমুদায় এক অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

(১১৫)—সমুদায় পদ যোজনা দ্বারা মন্ত্রোদ্ধার যথা। ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ।

এবং শাপান্মোচয়িত্বা যজেত্তত্র সমাহিতঃ ।
আনন্দভৈরবং দেবম্ আনন্দভৈরবীং তথা ॥ ২০০ ॥

এবমিত্যাদি। এবমুক্তক্রমেণ পূর্ব্বোক্তৈঃ ষড়্ভির্ম্মন্ত্রৈর্ব্বক্ষশাপান্মোচয়িত্বা তত্র মধ্যে আনন্দভৈরবং দেবস্তথা আনন্দভৈরবীন্দেবীং সমাহিতঃ সাবধানঃ সন্ যজেৎ ॥ ২০০ ॥

করিতে হইবে। ইহার পর 'সুধাশব্দ' প্রয়োগ করিয়া, 'কৃষ্ণশাপং মোচয়' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। পরে 'অমৃতং স্রাবয়' পাঠ করিয়া, শেষে, 'স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে (১১৬)।১৯৯

এইরূপে শুক্রশাপ, ব্রহ্মশাপ ও কৃষ্ণশাপ মোচন করিয়া (১১৭) সমাহিত

---

(১১৬)—মন্ত্রোদ্ধার যথা। ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রুঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ শ্রীঁ হ্রীঁ সুধাকৃষ্ণশাপং মোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা। কৃষ্ণশাপ-মোচন-মন্ত্র, প্রকারান্তর যথা। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রুঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ সুধাকৃষ্ণশাপং মোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা ইতি দশধা জপেৎ। এস্থলে শুক্র-শাপমোচনমন্ত্র তন্ত্রান্তরে যথা। ওঁ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ শুক্রশাপং বিমোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা।

(১১৭)—ব্রহ্মা সুরাপান পূর্ব্বক মোহাভিভূত হইয়া কন্যাগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; শুক্রাচার্য্য সুরাপান পূর্ব্বক বিহ্বল হইয়া নিজ শিষ্য কচের মাংস ভক্ষণ করেন; এবং সুরাপান প্রভাবে মত্ত হইয়া যদুকুল আত্মবিরোধে ধ্বংস হইয়াছিল। এ জন্য ব্রহ্মা, শুক্র ও কৃষ্ণ প্রত্যেকেই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, অতঃপর যে ব্যক্তি সুরাপান করিবেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকী ও নিরয়গামী হইবেন। এই নিমিত্ত এই তিনটি শাপ মোচন করিতে হয়। শাপ মোচন পূর্ব্বক শোধন করিলে বিষম-বিষময়ী সুরা সুধাময়ী ও অমৃতময়ী হইয়া থাকে। অজ্ঞান পশুরা বলেন যে, শাপ মোচন করিলেও সুরাপান করা যাইতে পারে না। যদি শাপ মোচন করিলেও সুরা অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা গায়ত্রীর শাপ মোচন করিয়া কিরূপে গায়ত্রী জপ করেন। সুরার উপরি যেরূপ তিনটি শাপ আছে, গায়ত্রীর উপরিও ত সেইরূপ তিনটি শাপ আছে। যদি শাপ মোচন করিলে গায়ত্রী গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে সেইরূপে শাপমোচনে সুরাই বা গ্রাহ্য না হইবে কেন? ফলতঃ, সুরাপান বিষয়ে বেদ পুরাণ স্মৃতি ও তন্ত্রে যে সমুদায় নিষেধ বচন আছে, তাহা সংসারীদিগের প্রতি এবং যে সমুদায় বিধিবাক্য আছে তাহা অবধূত সন্ন্যাসীর প্রতি, যতির প্রতি ও রাজার প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনধিকারী সংসারী ব্যক্তি শাপ মোচন এবং শোধন করিয়াও সুরাপান করিতে পারেন না। বস্তুগত্যা, শাস্ত্রোক্ত বৈধ সুরাপান উপলক্ষ করিয়া কেহও শাপ প্রদান করেন নাই।

হসক্ষমলশব্দান্তে বরযূং মিলিতং বদেৎ।
আনন্দভৈরবং ঙেঽন্তং বষড়ন্তো মনুর্ম্মতঃ ॥ ২০১ ॥

উভয়োর্যজনস্য মন্ত্রমাহ দ্বাভ্যাং, হসেত্যাদি। হসক্ষমলশব্দস্যান্তে মিলিতং রবযূমিতি পদং বদেৎ। ততো ঙেঽন্তমানন্দভৈরবং বদেৎ। যোজনয়া। হসক্ষমলবরযূ আনন্দভৈরবায়েতি মন্ত্রো জাতঃ। অয়ং মনুর্বষড়ন্তো বষট্‌শব্দান্তো মতঃ॥ ২০১ ॥

অস্যেত্যাদি। অস্য হসক্ষমলবরযূমিত্যস্যাস্তং যুগং বিপরীতং পঠনীয়ম্।

দয়ে তাহাতে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর পূজা করিবে(১১৮)।[২০০] হসক্ষমল শব্দের অন্তে বরযূঁ এই পদ মিলিত করিয়া চতুর্থ্যন্ত আনন্দভৈরব শব্দের অন্তে বষট্‌ যোগ করিলেই আনন্দভৈরবের মন্ত্র হইবে। (মন্ত্র যথা—) হসক্ষমলবরযূঁ আনন্দভৈরবায় বষট্‌।[২০১] "হসক্ষমলবরযূঁ" এই মন্ত্রের প্রথম অক্ষর দুইটি বিপরীত করিয়া, উহার বাম কর্ণস্থলে বামচক্ষু বসাইবে, অর্থাৎ,

---

পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি, শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সাধনার নিমিত্ত, যথাকালে যথোক্ত পরিমাণে সুরাপান করিলে কোনও দোষ হয় না। তন্ত্রে আছে, "বৃথাপানং যৎক্রিয়তে সুরাপানং তদুচ্যতে"। লোভবশতঃ বা আনন্দের নিমিত্ত বৃথাপান করাকেই সুরাপান বলে।

(১১৮)—অন্যান্য তন্ত্রে এইস্থলে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান পূর্ব্বক পূজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আনন্দভৈরবের ধ্যান যথা। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্। অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্। অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্। বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ব্বাভরণভূষিতম্। কপালখট্বাঙ্গধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনম্। পাশাঙ্কুশধরং দেবং গদামুষলধারিণম্। খড়্গখেটকপট্টীশমুদ্গরৈঃ শূলদণ্ডধৃক্। বিচিত্রখেটকৈর্মুণ্ডবরদাভয়পাণিনম্। লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ১॥

আনন্দভৈরবীর ধ্যান যথা। ভাবয়েচ্চ সুধাং দেবীং চন্দ্রকোট্যযুতপ্রভাম্। হিমকুন্দেন্দুধবলাং পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাম্। অষ্টাদশভুজৈর্যুক্তাং সর্ব্বানন্দকরোদ্যতাম্। প্রহসন্তীং বিশালাক্ষীং দেবদেবেশসম্মুখীম্। কপালখট্বাঙ্গধরাং ঘণ্টাডমরুবাদিনীম্। পাশাঙ্কুশধরাং দেবীং গদামুষলধারিণীম্। খড়্গখেটকপট্টীশমুদ্গরৈঃ শূলদণ্ডধৃক্। বিচিত্রখেটকৈর্মুণ্ডবরদাভয়পাণিনীম্। লোহিতাং দেবদেবেশীং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ২॥

উক্ত ধ্যানে প্রথম খেটক শব্দে ঢাল ও দ্বিতীয় খেটক শব্দে বজ্র। পট্টীশ শব্দে টাঙ্গি নামক অস্ত্রবিশেষ।

অস্থাস্থং বিপরীতঞ্চ শ্রবণে বামলোচনম্* ।
সুধাদেব্যৈ বৌষড়ন্তো মনুরস্যাঃ প্রপূজনে ॥ ২০২ ॥
সামরস্যং তয়োস্তত্র ধ্যাত্বা তদমৃতপ্লুতম্ ।
দ্রব্যং বিভাব্য তস্যোর্দ্ধে মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ২০৩ ॥
মূলেন দেবতা বুদ্ধ্যা দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ।
দর্শয়েদ্ধূপদীপৌ চ ঘন্টাবাদনপূর্ব্বকম্ ॥ ২০৪ ॥

শ্রবণে উকারস্থানে বামলোচনমীকারঃ পঠনীয়ঃ। ততঃ সুধাদেব্যৈ ইতি পঠনীয়ম্। যোজনয়া। সহকমলবরর্যাং ইতি মচ্চর্জাতঃ। অস্যা আনন্দভৈরব্যাঃ প্রপূজনে বৌষড়ন্তো বৌষট্শব্দান্তোহয়মেব মন্ত্রার্থতঃ। ধ্যানন্তু তয়োরগ্রে বক্ষ্যতি ॥ ২০২ ॥

সামরস্যমিত্যাদি। তত্র মদ্যে তয়োরানন্দভৈরব্যানন্দভৈরবয়োঃ সামরস্যমৈকবস্তুধ্যাত্বা তদমৃতপ্লুতং তৎসামরস্যরূপামৃতপ্লুতং দ্রব্যং মদ্যং বিভাব্য বিচিন্ত্য তস্য মদ্যস্যোর্দ্ধে দ্বাদশধা দ্বাদশবারং মূলং মন্ত্রং জপেৎ ॥ ২০৩ ॥

মূলেনেত্যাদি। ততো দেবতাবুদ্ধ্যা মূলেন মন্ত্রেণ মদ্যে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বকং তস্যোপরি ধূপদীপৌ চ দর্শয়েৎ ॥ ২০৪ ॥

দীর্ঘ উকার স্থলে দীর্ঘ ঈকার দিবে, পশ্চাৎ সুধাদেব্যৈ বৌষট্ এই দুইটি পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। (ইহাতে মন্ত্রোদ্ধার যথা—) সহকমলবরর্যীং সুধাদেব্যৈ (আনন্দভৈরব্যৈ) বৌষট্।২০২ অনন্তর সেই কলশে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর সামরস্য অর্থাৎ সমরসতা ও ঐক্য ধ্যান করিয়া, সেই সামরস্য সমুদ্ভূত অমৃত দ্বারা সুরা পরিপ্লুত হইয়াছে, ভাবনা পূর্ব্বক তদুপরি দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে।২০৩

অনন্তর দেবতা বোধে সেই মদ্যের উপরি মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক (তিনবার) পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে ঘণ্টাধ্বনি পূর্ব্বক তাহাতে ধূপ দীপ প্রদর্শন

---

* বামলোচনমিত্যত্র বামলোচনা ইতি পাঠঃ পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

ইথং তীর্থস্য সংস্কারঃ সর্ব্বদা দেবপূজনে।
ব্রতে হোমে বিবাহে চ তথৈবোৎসবকর্ম্মণি ॥ ২০৫ ॥
মাংসমানীয় পুরত-স্ত্রিকোণমণ্ডলোপরি।
ফটাভ্যুক্ষ্য বায়ুবহ্নি-বীজাভ্যাং মন্ত্রয়েত্ত্রিধা ॥২০৬ ॥
কবচেনাবগুণ্ঠ্যাথ সংরক্ষেদস্ত্রমন্ত্রতঃ।
ধেন্বা বমমৃতীকৃত্য মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ॥২০৭ ॥
বিষ্ণোর্বক্ষসি যা দেবী যা দেবী শঙ্করস্য চ।
মাংসং মে পবিত্রীকুরু কুরু তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥২০৮॥

ইথমিত্যাদি। তীর্থস্য মদ্যস্য ॥ ২০৫ ॥

অথ মাংসসংস্কারবিধিমাহ ত্রিভিঃ, মাংসমিত্যাদিভিঃ। মাংসমানীয় পুরতোঽগ্রে ত্রিকোণমণ্ডলোপরি সংস্থাপ্য ফটা মন্ত্রেণাভ্যুক্ষ্যাভিষিচ্য বায়ুবহ্নি-বীজাভ্যাং যঁ রঁ বীজাভ্যাং ত্রিধা ত্রিবারং মন্ত্রয়েৎ ॥ ২০৬ ॥

কবচেনেত্যাদি। ততঃ কবচেন হুঁ বীজেন মাংসমবগুণ্ঠ্যাবগুণ্ঠনমুদ্রয়া বেষ্টয়িত্বা অস্ত্রমন্ত্রতঃ ফট্ মন্ত্রেণ সংরক্ষেৎ। ধেন্বা মুদ্রয়া বঁ বীজেন মাংস-মমৃতীকৃত্য এতমিতোঽনন্তরমেব বক্ষ্যমাণং মন্ত্রমুদীরয়েদুচ্চরেৎ ॥ ২০৭ ॥

তমেব মন্ত্রমাহ, বিষ্ণোরিত্যাদি। বিষ্ণোর্ব্বক্ষসি যা দেবী তিষ্ঠতি যা দেবী শঙ্করস্য চ বক্ষসি তিষ্ঠতি সা ত্বং মে মম মাংসং পবিত্রীকুরু। এবং শোধিত-মাংসসমর্পণাৎ মম তৎপ্রধানং বিষ্ণোঃ পদং কুরু ॥ ২০৮ ॥

করিবে।[২০৪] দেবপূজা, ব্রত, হোম, বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবে এইরূপে সুরা সংস্কার করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।[২০৫]

অনন্তর মাংস আনয়ন পূর্ব্বক (শোধনার্থ) সম্মুখে অঙ্কিত ত্রিকোণমণ্ডলের উপরিভাগে স্থাপন করিয়া, ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিবে। পশ্চাৎ যঁ রঁ এই দুইটি বীজ দ্বারা উহা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে।[২০৬] পরে হুঁ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠিত করিয়া, ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিবে। পরে বঁ এই বীজ পাঠপূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা দ্বারা উহার অমৃতীকরণ করিয়া, (বিষ্ণোর্বক্ষসি ইত্যাদি) এই মন্ত্র পাঠ করিবে।[২০৭] (মন্ত্রার্থ যথা—) যে দেবী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে অবস্থান করেন, এবং যে দেবী শঙ্করেরও হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই ভগবতী আমার এই সমীপস্থিত

ইত্থং মীনং সমানীয় প্রোক্তমন্ত্রেণ সংস্কৃতম্।
মন্ত্রেণানেন মতিমান্ তং মীনমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২০৯ ॥
ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্-মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ২১০ ॥

অথ মীনসংস্কারবিধিমাহ, ইত্থমিত্যাদিনা। প্রোক্তমন্ত্রেণ মাংসশোধনে কথিতেন মন্ত্রেণ ॥ ২০৯ ॥

তমেব মন্ত্রমাহ, ত্র্যম্বকং যজামহ ইত্যাদি ॥ ২১০ ॥

মাংস পবিত্র করুন; এবং এই শোধিত মাংস সমর্পণ-নিবন্ধন তিনি আমাকে সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রদান করুন (১১৯)।২০৮

জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে মৎস্য আনয়ন পূর্ব্বক উক্ত মাংস-শোধনের ন্যায় মণ্ডলোপরি স্থাপন হইতে বরুণবীজে অমৃতীকরণ পর্য্যন্ত যথাযথ সংস্কার করিয়া, উহা (ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি) বোদক মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবেন।২০৯ (মন্ত্রার্থ যথা—, যিনি সুগন্ধ অর্থাৎ যাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত রহিয়াছে, যিনি পুষ্টিবর্দ্ধন অর্থাৎ জগতের বীজস্বরূপ (অথবা, যিনি উপাসকদিগের শরীর ধন প্রভৃতি বিবর সমস্ত পরিবর্দ্ধিত করেন), আমরা সেই ত্র্যম্বকের (ত্রি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের অম্বক অর্থাৎ পিতা মহেশ্বরের কিম্বা ত্রিনয়ন মহেশ্বরের) উপাসনা করি। উর্ব্বারুক অর্থাৎ কর্কোটী ফল-যেরূপ স্বয়ং বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ যে পর্য্যন্ত আমাদের

---

(১১৯)—মূলে কথিত মাংস শোধন মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, যে দেবীর অধিষ্ঠান বিষ্ণু ও শঙ্করের হৃদয়ে সমভাবে উল্লিখিত হইল, তদ্দ্বারা তাঁহার অধিষ্ঠান সর্ব্বত্রই সূচিত হইতেছে। অতএব সেই মহীয়সী শক্তির অধিষ্ঠান এই মাংসেতেও অনুভব করায় উক্ত মাংসও পবিত্র হইল।

কামাখ্যাতন্ত্রে আছে, 'বৈদিকৈস্তান্ত্রিকৈর্ম্মন্ত্রৈস্তত্ত্বাদীন্ শোধয়েৎ কলৌ"। একটি করিয়া বেদোক্ত মন্ত্র ও একটি করিয়া তন্ত্রোক্ত মন্ত্র পাঠে পঞ্চতত্ত্ব শোধন করাই ইহার তাৎপর্য্য মূলে মাংসশোধনে কেবল তন্ত্রোক্ত মন্ত্রই আছে। অন্যান্য তত্ত্বশোধনেও বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। আমরা রহস্যপূজা পদ্ধতি হইতে এই স্থলে তৎসমুদায় যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম। মাংস-শোধনের বৈদিক মন্ত্র যথা। "ওঁ প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠা। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ ॥"

তথৈব মুদ্রামাদায় শোধয়েদমুনা প্রিয়ে।
ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ২১১ ॥

তথেত্যাদি। মুদ্রাশোধনমন্ত্রমেবাহ, তদ্বিষ্ণোরিত্যাদি। সূরয়ো বিদ্বাংসঃ যমনত্যুৎকৃষ্টং তৎ অবিক্রমাম প্রত্যক্ষং বিষ্ণোঃ পদং সদা পশ্যন্তি। অত্র

যুজ্য মুক্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত আমাদিগকে তিনি মৃত্যু অর্থাৎ মরণ অথবা সংসার-বন্ধন) হইতে মুক্ত করুন (১২০)।[২১০] প্রিয়ে! অনন্তর মুদ্রা আনয়ন করিয়া, (তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ইত্যাদি) মন্ত্রদ্বয় দ্বারা উহা শোধন করিবে। (মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ যথা—) আকাশমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত চক্ষু দ্বারা যেরূপ অবাধে সমুদায় দর্শনের সম্ভাবনা, জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্ব্বদা সেইরূপ সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।[২১১] যাঁহারা বিপ্রাস অর্থাৎ মেধাবী, যাঁহারা বিপুণ্য অর্থাৎ বিশেষরূপে স্তব করেন, যাঁহারা

বিষ্ণুক্রান্তায় (বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বে) প্রচলিত মাংস-শোধনের তান্ত্রিক মন্ত্র যথা। "ওঁ কলামাংসং মহামাংসং মাংসং ছাগাদিকস্থ চ। যোধাবর্জ্জং নর্ব্বমাংসং কালিকাসিদ্ধিহেতবে। পরমানন্দদৈকেতৎ মাংসং পরমকারণম্। কালিকায়াঃ প্রিয়ং দ্রব্যং সর্ব্বদোষং বিহায় চ। ওঁ হ্রীঁ ক্রোঁ মাংসং মহামাংসং শোধয় শোধয় হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহা॥"

(১২০)—সমুদায় শোধনমন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রায় একই প্রকার। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সামান্য স্থানাবস্থায়ী সুগন্ধি দ্রব্যের গন্ধ যেরূপ আপনিই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ মহেশ্বরও সাকার হইয়াও স্বপ্রকাশ স্বরূপে সর্ব্বতো ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। অতএব এই মৎস্যেও তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতেছি। এবং বীজকোষ যেরূপ আপনার গর্ভস্থিত বৃক্ষাঙ্কুরের পুষ্টিবর্দ্ধন করে, তদ্রূপ মৎস্যেতে তাঁহার সত্তা হেতু আমরাও পুষ্টিলাভ করিব। এবং এই মৎস্য সমর্পণ হেতু কর্কোটী ফল যেরূপ পক্কাবস্থায় বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াও স্বয়ং বিশ্লিষ্ট হয়, সেইরূপ জন্মমরণাদি সংসৃতিরূপ বন্ধনদশাগ্রস্ত আমরাও তাঁহার প্রসাদে উক্ত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিব।

অস্মদ্দেশে প্রচলিত মৎস্য-শোধনের তান্ত্রিক মন্ত্র যথা। যদা হিরণ্যরূপক অণ্ডজং বিষ্ণুরূপিণম্। মহাহিবলয়ং দেবং মৎস্যরূপিণমব্যয়ম্। মহামৎস্য বিধাতমীনং কালীপ্রিয়ং সদা। হ্রীঁ ক্রীঁ স্রৌঁ ব্লূঁ সঃ ঈমং মীনং শোধয় শোধয় স্বাহা॥

ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ ২১২ ॥
অথ বা সর্ব্বতত্ত্বানি মূলেনৈব বিশোধয়েৎ।
মূলে তু শ্রদ্ধধানো যঃ কিন্তস্য দলশাখয়া ॥ ২১৩ ॥
কেবলং মূলমন্ত্রেণ যদ্দ্রব্যং শোধিতং ভবেৎ।
তদেব দেবতাপ্রীত্যৈ সুপ্রশস্তং ময়োচ্যতে ॥ ২১৪ ॥
যথা কালস্য সংক্ষেপাৎ সাধকানবকাশতঃ।
সর্ব্বং মূলেন সংশোধ্য মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ২১৫ ॥

দৃষ্টান্তমাহ। দিবীত্যাদি। আততং বিস্তৃতং চক্ষুর্দিবি স্থিতং সর্ব্বানাগোচরং(?) দৃশ্যমিব ॥ ২১১ ॥২১২ ॥

অথবেত্যাদি। সর্ব্বতত্ত্বানি মদ্যাদীনি ॥ ২১৩ ॥ ২১৪ ॥ ২১৫ ॥

জাগৃবান্ অর্থাৎ অপ্রমত্ত হৃদয়ে জাগরূক, তাঁহারাই বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রত্যক্ষ করেন (১২১)।২১২

অথবা, তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি কেবল মূলমন্ত্র দ্বারাই পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবেন। মূলমন্ত্রে যাঁহার সবিশেষ শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার নানাবিধ শাখাপত্রে আবশ্যক কি?২১৩ আমি বলিতেছি, কেবল মূলমন্ত্র দ্বারা যে দ্রব্য পরিশোধিত হইবে, তাহাই সুপ্রশস্ত এবং তাহা সমর্পণ করিলেই দেবতার প্রীতি সম্পাদন হইবে।২১৪ যখন সময় সংক্ষেপ হইবে, যখন সাধকের অবকাশ থাকিবে না, তখন সাধক কেবল মূলমন্ত্র দ্বারাই পঞ্চতত্ত্ব পরিশোধিত করিয়া মহাদেবীকে নিবেদন করিবেন।২১৫ মূলমন্ত্র দ্বারা শোধিত তত্ত্ব সমুদায় দেবীকে

---

(১২১)—এই মন্ত্র দুইটি ঋক্ বেদের ১ম মণ্ডল—৫ম অধ্যায়—২২শ সূক্তের—২০শ ও ২১শ মন্ত্র।

মন্ত্রদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বারা বিষ্ণুর পরমপদ উজ্জ্বলরূপে সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব এই মুদ্রাতেও তাঁহার সত্তা উপলব্ধি হওয়ায় ইহা পরম পবিত্র হইল।

মুদ্রা-শোধনের তান্ত্রিক মন্ত্র যথা। ওঁ শ্রীদেব্যর্চ্চনকালে তু যানি যানীহ সাধ্রতঃ। বস্তুনি মুরজীয়ানি পবিত্রাণীহ সিদ্ধয়ে।

ন চাত্র প্রত্যবায়োঽস্তি নাঙ্গবৈগুণ্যদূষণম্ ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যম্-ইতি শঙ্করশাসনম্ ॥ ২১৬ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে মন্ত্রোদ্ধার-কলশস্থাপন-
তত্ত্বসংস্কারো নাম পঞ্চমোল্লাসঃ।

ন চাত্রেত্যাদি। অত্র মূলমন্ত্রেণৈব শোধিতানাং সর্ব্বতত্ত্বা নাং মহাদেব্যা মর্পণে ॥ ২১৬ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং পঞ্চমোল্লাসঃ।

নিবেদন করিলে, কোনও প্রত্যবায় হইবে না, কোনও অঙ্গবৈগুণ্য ঘটিবে না। ইহা সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, পুনর্ব্বার বলিতেছি, ইহাই সম্পূর্ণ সত্য এবং ইহাই শঙ্করের শাসন।[২১৬]

মন্ত্রোদ্ধার কলশ-স্থাপন ও তত্ত্ব সংস্কার নামক
পঞ্চম উল্লাস সমাপ্ত।

ষষ্ঠোল্লাসঃ ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

যত্ত্বয়া কথিতং পঞ্চ-তত্ত্বং পূজাদিকর্ম্মণি ।
বিশিষ্য কথ্যতাং নাথ যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি ॥ ১ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা ।
সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালখর্জ্জুরসম্ভবা ।
তথা দেশবিভেদেন নানাদ্রব্যবিভেদতঃ ।
বহুধেয়ং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চ্চনে ॥ ২ ॥

মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্বং বিশেষতঃ শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, যত্ত্বয়েত্যাদি। ১।
দেব্যৈবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ.গৌড়ীত্যাদি। গৌড়ী গুড়োদ্ভবা।
পৈষ্টী পিষ্টোদ্ভবা। মাধ্বী মধূকপুষ্পোদ্ভবা। ইতি ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা সুরা
উত্তমা শ্রেষ্ঠা প্রোক্তা। সৈব সুরৈব। সুরায়া নানাবিধত্বমেব দর্শয়ন্নাহ, তাল-
খর্জ্জুরেত্যাদি। ইয়ং সুরা। ২।

শ্রীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন। নাথ! আপনি, পূজা প্রভৃতির সময় যেরূপে পঞ্চতত্ত্ব শোধন পূর্ব্বক নিবেদন করিতে হয়, তাহা কহিলেন; এক্ষণে, যদি আমার প্রতি আপনকার কৃপা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ঐ সমুদায় বিশেষ করিয়া বলুন।১

শ্রীসদাশিব কহিলেন। উত্তম সুরা তিন প্রকার, গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী। এই সুরা তালসম্ভূত,খর্জ্জূরসম্ভূত ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভূত হওয়াতে নানাপ্রকার হইয়া থাকে (১২২)। সুতরাং দেশভেদে ও নানা দ্রব্য ভেদে এই সুরা অনেক

(১২২)—কৌলিকার্চ্চনদীপিকায় আছে,—পৈষ্টী গৌড়ী চ মাধ্বী চ দ্রাক্ষা-বৃক্ষসমুদ্ভবা। অর্চ্চনে চক্রমাজস্থ বারুণী পঞ্চধা মতা॥ অর্দ্ধপক্ক তণ্ডুল বা ধান্য প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত সুরাকে পৈষ্টী বলে।

মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্ ।
যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্ ।
তৎ সর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥
সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে ।
যদ্‌যদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ ॥ ৫ ॥
বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।
স্ত্রীপশুর্ন চ হন্তব্য-স্তত্র শাম্ভবশাসনাৎ ॥ ৬ ॥

মাংসমিত্যাদি । মাংসস্য ত্রিবিধত্বমেব দর্শয়তি, জলেত্যাদিনা । জলচরঃ কূর্ম্মাদিমাংসম্ । ভূচরঃ ছাগাদিমাংসম্ । খেচরঃ তিত্তিরহারীতাদিমাংসম্ । তৎ সর্ব্বং মাংসম্ ॥ ৪ ॥

সাধকেচ্ছেত্যাদি । কল্পয়েৎ সমর্পয়েৎ ॥ ৫ ॥

বলিদানেত্যাদি পুরুষঃ পুংস্ত্বাবচ্ছিন্নঃ । তত্র বলিদানবিধৌ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

মাংস তিন প্রকার; জলচর, স্থলচর ও আকাশচর । এই মাংস যে কোন স্থান হইতে যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত হউক, যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে কোনরূপে ঘাতিত হউক, তৎসমুদায়ই দেবতার প্রীতিকর হইবে,সন্দেহ নাই ।[৪] দেবতাকে কোন্ মাংস বা কোন্ বস্তু প্রদান করিতে হইবে, তদ্‌বিষয়ে সাধকের ইচ্ছাই বলবতী । যে যে মাংস বা যে যে বস্তু আপনার প্রিয় হইবে, তাহাই ইষ্টদেবতাকে প্রদান করিবে ।[৫] পরন্তু দেবি ! বলিদানের সময়, কেবল পুরুষ পশুই শাস্ত্র-বিহিত হইয়াছে । মহাদেবের আজ্ঞা আছে যে, স্ত্রীপশু কদাপি বলিদান করিবে না (১২৪) ।[৬]

দ্রব্যবিশেষে সুরা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে তৎসেবনে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়, শরীরে কোন পীড়াই থাকে না, এমন কি, তাহা একমাস সেবন করিলে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় হইয়া থাকে । ইহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ।

(১২৪)—জলচর মাংস,—কূর্ম্ম কর্কট প্রভৃতি । স্থলচর,—ছাগ, মহিষ, শূকর, হরিণ, শশক শজারু, গণ্ডার প্রভৃতি । আকাশচর,—কুক্কুট, তিত্তির হারীত, কপোত প্রভৃতি । মাংসাশী জন্তু অর্থাৎ ব্যাঘ্র কুম্ভীর কাক প্রভৃতির মাংস ও কৃমী, কীট পতঙ্গাদি অখাদ্য । পরন্তু সাধকের যে মাংস ভোজনে প্রবৃত্তি হইবে, তাহাই দেবতাকে দিবেন । তন্ত্রে আছে যে, 'শক্তিমাংসং ন গৃহ্নীয়াৎ

উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্যা শালপাঠীনরোহিতাঃ ॥ ৭ ॥
মধ্যমাঃ কণ্টকৈর্হীনা অধমা বহুকণ্টকাঃ।
তেঽপি দেব্যৈ প্রদাতব্যা যদি সুষ্ঠু বিভর্জিতাঃ ॥ ৮ ॥
মুদ্রাপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিবিভেদতঃ।
চন্দ্রবিম্বনিভং শুভ্রং শালিতণ্ডুলসম্ভবম্।
যবগোধূমজং বাপি ঘৃতপক্বং মনোরমম্ ॥ ৯ ॥
মুদ্রেয়মুত্তমা মধ্যা ভৃষ্টধান্যাদিসম্ভবা।
ভর্জিতান্যন্যবীজানি অধমা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১০ ॥

মধ্যমা ইত্যাদি। তেঽপি বহুকণ্টকা অপি মৎস্যাঃ ॥ ৮ ॥

মুদ্রেত্যাদি। চন্দ্রবিম্বনিভং চন্দ্রমণ্ডলসদৃশং শুভ্রং শ্বেতং শালিতণ্ডুলসম্ভবং পক্কান্নাদি ॥ ৯ ।

মুদ্রেয়মিত্যাদি। ভৃষ্টধান্যাদিসম্ভবা লাজাদি ॥ ১০ ॥

শাল মাছ, বোয়াল মাছ ও রুই মাছ, এই তিন প্রকার মাছই উত্তম প্রশস্ত।[৭] (বাচা, মদ্গুর, তপসী প্রভৃতি অন্যান্য কণ্টকবিহীন মৎস্য) মধ্যম; এবং (ইলশ মাছ প্রভৃতি) যে সমুদায় মৎস্যে বহু কণ্টক আছে, তাহা অধম। পরন্তু (ইলিশ খয়রা, বাটা প্রভৃতি) বহুকণ্টকযুক্ত মৎস্যও উত্তমরূপে ভর্জিত হইলে দেবীকে দেওয়া যাইতে পারে।[৮]

মুদ্রাও উত্তম মধ্যম, অধম, এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। শালিতণ্ডুল দ্বারা, যব দ্বারা কিংবা গোধূম দ্বারা প্রস্তুত ঘৃতপক্ব মনোহর ও চন্দ্রবিম্ব-সদৃশ শুভ্র মুদ্রাই উত্তম।[৯] যাহা ভৃষ্টধান্য তণ্ডুল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহা (খৈ বা মুড়ি প্রভৃতি) মধ্যম; এবং যাহা অন্য প্রকার শস্য ভাজিয়া প্রস্তুত হয়, তাহা (চিনের বাদাম, মকার খৈ, চানাচুর প্রভৃতি) অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে (১২৫)।[১০]

অণ্ডজং জলজং বিনা।' অণ্ডজ ও জলজ জন্তু ব্যতিরেকে অন্য কোন স্ত্রীজাতীয় জন্তুর মাংস গ্রাহ্য নহে। তন্মধ্যেও সমায়াচার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে "ত্যাজ্যা স্ত্রী পক্ষিণাং হংসে ঝসে চ কমঠং তথা।" অর্থাৎ পক্ষীমধ্যে হংস ও জলচর মধ্যে কূর্ম্মের স্ত্রীজাতীয় অগ্রাহ্য।

(১২৫)—কৌলিকার্চ্চনদীপিকায় ধানা, গোধূম, মুগ, মাষকলাই, যব, চণক, কোদ্রব,

মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্।
যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্।
তৎ সর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥
সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে।
যদ্যদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ ॥ ৫ ॥
বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
স্ত্রীপশুর্ন চ হন্তব্য-স্তত্র শাম্ভবশাসনাৎ ॥ ৬ ॥

মাংসমিত্যাদি। মাংসস্য ত্রিবিধত্বমেব দর্শয়তি, জলেত্যাদিনা। জলচরং কূর্ম্মাদিমাংসম্। ভূচরঃ ছাগাদিমাংসম্। খেচরং তিত্তিরহারীতাদিমাংসম্। তৎ সর্ব্বং মাংসম্ ॥ ৪ ॥

সাধকেচ্ছেত্যাদি। কল্পয়েৎ সমর্পয়েৎ ॥ ৫ ॥

বলিদানেত্যাদি পুরুষঃ পুংস্ত্বাবচ্ছিন্নঃ। তত্র বলিদানবিধৌ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

মাংস তিন প্রকার; জলচর, স্থলচর ও আকাশচর। এই মাংস যে কোন স্থান হইতে যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত হউক, যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে কোনরূপে ঘাতিত হউক, তৎসমুদায়ই দেবতার প্রীতিকর হইবে, সন্দেহ নাই।[৪] দেবতাকে কোন্ মাংস বা কোন্ বস্তু প্রদান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে সাধকের ইচ্ছাই বলবতী। যে যে মাংস বা যে যে বস্তু আপনার প্রিয় হইবে, তাহাই ইষ্টদেবতাকে প্রদান করিবে।[৫] পরন্তু দেবি! বলিদানের সময়, কেবল পুরুষ পশুই শাস্ত্র-বিহিত হইয়াছে। মহাদেবের আজ্ঞা আছে যে, স্ত্রীপশু কদাপি বলিদান করিবে না (১২৪)।[৬]

দ্রব্যবিশেষে সুরা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে তৎসেবনে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়, শরীরে কোন পীড়াই থাকে না, এমন কি, তাহা একমাস সেবন করিলে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় হইয়া থাকে। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

(১২৪)—জলচর মাংস,—কূর্ম্ম কর্কট প্রভৃতি। স্থলচর,—ছাগ, মহিষ, শূকর, হরিণ, শশক শজারু, গণ্ডার প্রভৃতি। আকাশচর,—কুক্কুট, তিত্তির হারীত, কপোত প্রভৃতি। মাংসাশী জন্তু অর্থাৎ ব্যাঘ্র কুম্ভীর কাক প্রভৃতির মাংস ও কৃমি, কীট পতঙ্গাদি অখাদ্য। পরন্তু সাধকের যে মাংস ভোজনে প্রবৃত্তি হইবে, তাহাই দেবতাকে দিবেন। তন্ত্রে আছে যে, ‘শক্তিমাংসং ন গৃহ্নীয়াৎ

উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্যা শালপাঠীনরোহিতাঃ ॥ ৭ ॥
মধ্যমাঃ কণ্টকৈহীনা অধমা বহুকণ্টকাঃ।
তেঽপি দেব্যৈ প্রদাতব্যা যদি সুষ্ঠু বিভর্জিতাঃ ॥ ৮ ॥
মুদ্রাপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিবিভেদতঃ।
চন্দ্রবিম্বনিভং শুভ্রং শালিতণ্ডুলসম্ভবম্।
যবগোধূমজং বাপি ঘৃতপক্কং মনোরমম্ ॥ ৯ ॥
মুদ্রেয়মুত্তমা মধ্যা ভৃষ্টধান্যাদিসম্ভবা।
ভর্জিতান্যন্যবীজানি অধমা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১০ ॥

মধ্যমা ইত্যাদি। তেঽপি বহুকণ্টকা অপি মৎস্যাঃ ॥ ৮ ॥

মুদ্রেত্যাদি। চন্দ্রবিম্বনিভং চন্দ্রমণ্ডলসদৃশং শুভ্রং শ্বেতং শালিতণ্ডুলসম্ভবং মণ্ডলাদি ॥ ৯ ॥

মুদ্রেয়মিত্যাদি। ভৃষ্টধান্যাদিসম্ভবা লাজাদি ॥ ১০ ॥

শাল মাছ, বোয়াল মাছ ও রুই মাছ, এই তিন প্রকার মাছই উত্তম প্রশস্ত।[৭] (বাটা, মদ্গুর, তপ্‌সী প্রভৃতি অন্যান্য কণ্টকবিহীন মৎস্য, মধ্যম, এবং (ইলিশ মাছ প্রভৃতি) যে সমুদায় মৎস্যে বহু কণ্টক আছে, তাহা অধম। পরন্তু (ইলিশ অথবা, বাটা প্রভৃতি) বহুকণ্টক যুক্ত মৎস্যও উত্তমরূপে ভর্জিত হইলে দেবীকে দেওয়া যাইতে পারে।[৮]

মুদ্রাও উত্তম মধ্যম, অধম, এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। শালিতণ্ডুল দ্বারা, যব দ্বারা কিংবা গোধূম দ্বারা প্রস্তুত ঘৃতপক্ক মনোহর ও চন্দ্রবিম্ব-সদৃশ শুভ্র মুদ্রাই উত্তম।[৯] যাহা ভৃষ্টধান্য তণ্ডুল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহা (খৈ বা মুড়ি প্রভৃতি) মধ্যম ; এবং যাহা অন্য প্রকার শস্য ভাজিয়া প্রস্তুত হয়, তাহা (চিনের বাদাম, মকার খৈ, চানাচুর প্রভৃতি অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে (১২৫)।[১০]

অণ্ডজং জলজং বিনা।' অণ্ডজ ও জলজ জন্তু ব্যতিরেকে অন্য কোন স্ত্রীজাতীয় জন্তুর মাংস গ্রাহ্য নহে। তন্মধ্যেও সময়াচার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে "ত্যাজ্যা স্ত্রী পক্ষিণাং হংসে ঝষে চ কমঠঃ তথা।" অর্থাৎ পক্ষীমধ্যে হংস ও জলচর মধ্যে কূর্ম্মের স্ত্রীজাতীয় অগ্রাহ্য।

(১২৫)—কৌলিকার্চ্চনদীপিকায় ধান্য, গোধূম, মুগ, মাষকলাই, যব, চণক, কোদ্রব,

মাংসং মীনশ্চ মুদ্রা চ ফলমূলানি যানি চ।
সুধাদানে দেবতায়ৈ সংজ্ঞেষাং * শুদ্ধিরীরিতা ॥ ১১ ॥
বিনা শুদ্ধ্যা হেতুদানং পূজনস্তর্পণস্তথা।
নিষ্ফলং জায়তে দেবি দেবতা ন প্রসীদতি ॥ ১২ ॥
শুদ্ধিং বিনা মদ্যপানং কেবলং বিষভক্ষণম্।
চিররোগী ভবেন্মন্ত্রী স্বল্পায়ুর্ম্রিয়তেঽচিরাৎ ॥ ১৩ ॥
শেষতত্ত্বং মহেশানি নির্বীর্য্যে † প্রবলে কলৌ।
স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়া সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা ॥ ১৪ ॥

মাংসমিত্যাদি। দেবতায়ৈ সুধাদানে সুরাসমর্পণে এষাং মাংসাদীনাং শুদ্ধিরিতি সংজ্ঞা ঈরিতা কথিতা ॥ ১১ ॥

মাংসাদীনাং শুদ্ধিসংজ্ঞাবিধানে প্রয়োজনং দর্শয়ন্নাহ, বিনা শুদ্ধ্যেত্যাদি। বিনা শুদ্ধ্যা মাংসাদিকং বিনা হেতুদানং সুর সমর্পণম্ ॥ ১২ ॥

শুদ্ধিমিত্যাদি। শুদ্ধিং মাংসাদিকম্। অচিরাৎ অত্যল্পমেব কালমতীত্য ॥১৩॥

শেষতত্ত্বমিত্যাদি। শেষতত্ত্বং মৈথুনম্। নির্বীজে নিস্তেজসি। স্বকীয়া আত্মীয়া শক্তিঃ ॥ ১৪ ॥

দেবীকে সুরা দান করিবার সময় যে মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, ফল, মূল, প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়, তৎসমুদায়ই 'শুদ্ধি' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[১১] কোনরূপ শুদ্ধি ব্যতিরেকে দেবীকে সুরাদান করিয়া পূজা করিলে বা তর্পণ করিলে সমুদায়ই নিষ্ফল হয়, এবং তাহাতে দেবতা প্রসন্ন হয়েন না।[১২] শুদ্ধি ব্যতিরেকে সুরাপান করিলে, তাহা বিষ ভক্ষণ করিবার সদৃশ হয়। বিশেষতঃ শুদ্ধি ব্যতিরেকে সুরাপান করিলে, মন্ত্রজ্ঞ সাধক চিররোগী ও স্বল্পায়ু হইয়া অচিরাৎ কালকবলে পতিত হয়েন (১২৬)।[১৩]

* সুধাদানৈর্দেবতায়ৈ সংজ্ঞেষান্ ইতি, সুধাদানে দেবতায়ৈ সর্ব্বেষাম্ ইতি চ পাঠান্তরম্।

† নির্বীজে ইতি টীকাকারসম্মতঃ পাঠঃ।

তিল ও এতজ্জাত পিষ্টকাদি আদ্যমুদ্রারূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভৈরবযামলে মাংস ও মৎস্য ব্যতিরেকে প্রায় যাবতীয় ভক্ষদ্রব্যই মুদ্রা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

(১২৬)—তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে যে,—'ভোজনাদ্যে বিষং মদ্যং পানান্তে ভোজনং বিষম্।

অথবাত্র স্বয়ম্ভ্বাদি-কুসুমং প্রাণবল্লভে।
কথিতং তৎপ্রতিনিধৌ কুন্দীদং পরিকীৰ্ত্তিতম্॥ ১৫॥
অশোধিতানি তত্ত্বানি পত্রপুষ্পফলানি চ *।
নৈব দদ্যান্মহাদেব্যৈ দত্ত্বা বৈ নারকী ভবেৎ॥ ১৬॥
শ্রীপাত্রস্থাপনং কুর্য্যাৎ স্বীয়য়া গুণশীলয়া।
অভিষিঞ্চেৎ কারণেন সামান্যার্ঘ্যোদকেন বা॥ ১৭॥

অথবেত্যাদি। অত্র শেষতত্ত্ববিধৌ। তৎপ্রতিনিধৌ স্বয়ম্ভ্বাদিকুসুম-প্রতিনিধৌ। কুন্দীদং রক্তচন্দনম্॥ ১৫॥

অশোধিতানি সুরামাংসাদীনি মহাদেব্যৈ দদতঃ সাধকস্য নরকগামিত্বমাহ, অশোধিতানীত্যাদিনা॥ ১৬॥

শ্রীপাত্রেত্যাদি। স্বীয়য়া শক্ত্যা সহ। অভিষিঞ্চেৎ স্বীয়াং শক্তিমিতি শেষঃ। কারণেন সুরয়া॥ ১৭॥

মহেশ্বরি! প্রবল কলিকালে মানবগণ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িবে; সুতরাং তৎকালে শেষতত্ত্ব (মৈথুন) একমাত্র স্বকীয়া পত্নীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে; তাহাতে কোন প্রকার দোষ ঘটিবার আশঙ্কা নাই।[১৪] প্রাণবল্লভে!• অথবা শেষতত্ত্ব স্থলে আমি যে স্বয়ম্ভুকুসুম প্রভৃতির কথা বলিয়াছি, (তদভাবে) তৎপ্রতিনিধি-স্বরূপে রক্তচন্দন প্রদান করিবে।[১৫] উক্ত পঞ্চতত্ত্ব এবং ফল মূল পত্র প্রভৃতি শোধন না করিয়া কদাচ দেবীকে অর্পণ করিবে না, যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হইবে।[১৬]

গুণশীলা স্বকীয়া পত্নী সমভিব্যাহার শ্রীপাত্র স্থাপন করিবে, পরন্ত (ঐ পত্নী অনভিষিক্তা হইলে) তাহাকে কারণ দ্বারা অথবা সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা, অভিষেক পূর্ব্বক শোধন করিয়া লইবে।[১৭] শোধনকল্পে উক্ত তাৎকালিক

---

* পত্রপুষ্পাদিকানি চ ইতি বা পঠনীয়ম্।

অমৃতং তদ্বিজানীয়াৎ যৎপানং ভোজনৈঃ সহ।' অর্থাৎ আহারান্তে মদ্যপান বা শুদ্ধি ব্যতিরেকে কেবল মদ্যপান করিয়া অবশেষে আহার, এই উভয়বিধ মদ্যপানই বিষপান সদৃশ হইয়া থাকে। পরন্তু বিধিমত আহারের সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান করিলে তাহা অমৃতের সদৃশ হয়।

সুরাপানের পর ভক্ষ্যদ্রব্যের দ্বারা মুখ শোধন হয়, এই নিমিত্ত তাহার নাম শুদ্ধি; কিন্তু দুগ্ধ জল প্রভৃতি পেয় দ্রব্য শুদ্ধি নহে।

আদৌ বালাং সমুচ্চার্য্য ত্রিপুরায়ৈ ততো বদেৎ ।
নমঃশব্দাবসানে চ ইমাং শক্তিমুদীরয়েৎ ॥ ১৮ ॥
পবিত্রীকুরুশব্দান্তে মম শক্তিং কুরু দ্বিঠঃ ॥ ১৯ ॥
অদীক্ষিতা যদা নারী কর্ণে মায়াং সমুচ্চরেৎ ।
শক্তযোঽন্যাঃ পূজনীয়া নার্হাস্তাডনকর্ম্মণি * ॥ ২০ ॥

নম্ন কেন মন্ত্রেণ স্বীয়া শক্তিরভিষেক্তব্যেত্যাকাংক্ষায়াং তদভিষেকমন্ত্রমাহ আদাবিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। আদৌ বালাম্ ঐঁ ক্লীঁ সৌরিতি সমুচ্চার্য্য ততস্ত্রিপুরায়ৈ ইতি বদেৎ। ততস্তদন্তে পঠিতস্য নমঃশব্দস্যাবসানেঽন্তে ইমাং শক্তিমুদীরয়েদুচ্চরেৎ তদন্তে চ পঠিতস্য পবিত্রীকুরুশব্দস্যান্তে মম শক্তিং কুরু ইতি বদেৎ ততো দ্বিঠঃ স্বাহেতি বদেৎ। যোজনয়া। ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু মম শক্তিং কুরু স্বাহেতি স্বীয়াভিষেকে মন্ত্রো জ্ঞাতঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

অদীক্ষিতেত্যাদি। মায়াং হ্রীঁ বীজম্। অন্যাঃ তত্রোপবিষ্টাঃ স্বীয়াভিন্নাঃ। তাড়নকর্ম্মণি মৈথুনকর্ম্মণি ॥ ২০ ॥

অভিষিঞ্চনের সময় যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহা উদ্ধার করিতেছি। প্রথমতঃ, 'ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ' উচ্চারণ করিয়া পরে 'ত্রিপুরায়ৈ নমঃ' উচ্চারণ পূর্ব্বক, 'ইমাং শক্তিং' এই পদ বলিতে হইবে।[১৮] পরে 'পবিত্রীকুরু' এই শব্দের অন্তে 'মম শক্তিং কুরু স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। (সমুদায় পদ যোজনা করিয়া মন্ত্রোদ্ধার হইল যথা 'ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ইমাং শক্তিং পবিত্রীকুরু মম শক্তিং কুরু স্বাহা')।[১৯] শক্তি অদীক্ষিতা হইলে তাহার কর্ণে মায়াবীজ (হ্রীঁ) উচ্চারণ করিবে। আর, সেই চক্র স্থলে মৈথুনের অযোগ্য অপরাপর যে সমুদায় শক্তি থাকিবে তাহাদিগকে (গন্ধ পুষ্প বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা) পূজা করিতে হইবে. (পরন্তু সে শক্তিতে মৈথুন একেবারে নিষিদ্ধ) (১২১)।[২০]

* নার্হাস্তাডেন কর্ম্মণি ইতি, নার্য্যাস্তাড়নকর্ম্মণি ইতি নার্য্যাস্তাডনকর্ম্মণি ইতি চ পাঠান্তরম্।

(১২১)—প্রধানতঃ বীরক্রম ও চীনক্রম এই দুই ক্রম অনুসারে দেবতার পূজাদি হইয়া থাকে। বীরক্রমের সাধকগণ শক্তি ব্যতিরেকে সাধনা করিতে পারেন। পরন্তু চীনক্রমের

অথাত্মযন্ত্রয়োর্মধ্যে মায়াগর্ত্তং ত্রিকোণকম্।
বৃত্তং ষট্‌কোণমালিখ্য চতুরস্রং লিখেদ্বহিঃ ॥ ২১ ॥
অস্রকোণে পূর্ণশৈলম্ উড্ডীয়ানন্তথৈব চ।
জালন্ধরং কামরূপং সচতুর্থীনমোঽন্তকম্ *।
নিজনামাদিবীজাঢ্যং পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২২ ॥

অথেত্যাদি। অথানন্তরমাত্মযন্ত্রয়োরাত্মনো যন্ত্ররাজস্য চ মধ্যে মায়াগর্ত্তং মায়া হ্রীঁ বীজং গর্ভে যস্যৈবম্ভূতং ত্রিকোণকং তদ্বহির্বৃত্তং তদ্বহিশ্চ ষট্‌কোণং মণ্ডলমালিখ্য ততোঽপি বহিশ্চতুরস্রং চতুষ্কোণং মণ্ডলং লিখেৎ ॥ ২১ ॥

অস্রকোণে ইত্যাদি। ততো নিজনামাদিবীজাঢ্যমাত্মনামসম্বন্ধ্যাদিমাক্ষর-রূপবীজসংযুক্তং সচতুর্থি নমোঽন্তকং সচতুর্থি চতুর্থীসহিতং নমোঽন্তকং নমোঽন্তে যস্য তথাভূতং পূর্ণশৈলম্ উড্ডীয়ানঞ্জালন্ধরং কামরূপঞ্চাস্রকোণে চতুষ্কোণমণ্ডলস্য চতুর্ষু কোণেষু সাধকোত্তমঃ পূজয়েৎ। পূং পূর্ণশৈলায় পীঠায় নম ইত্যনেন প্রথমকোণে পূর্ণশৈলম্। উং উড্ডীয়ানায় পীঠায় নম ইত্যনেন দ্বিতীয়কোণে উড্ডীয়ানম্। জাং জালন্ধরায় পীঠায় নম ইত্যনেন

অনন্তর আপনি ও পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র, এই উভয়ের মধ্যে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া, তাহার মধ্যে মায়াবীজ লিখিবে। পরে ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের বাহিরে একটি বৃত্ত ও ষট্‌কোণমণ্ডল লিখিয়া, তাহার বাহিরে আর একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে।[২১] অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ, ঐ চতুষ্কোণ মণ্ডলের চারি কোণে, পূং পূর্ণশৈলায় পীঠায় নমঃ, উং উড্ডীয়ানায় পীঠায় নমঃ, জাং জালন্ধরায় পীঠায় নমঃ, কাং কামরূপায় পীঠায় নমঃ, এই মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ পূর্ব্বক পূর্ণশৈল, উড্ডীয়ান, জালন্ধর ও কামরূপ, এই পীঠচতুষ্টয়ের পূজা

* সচতুর্থি নমোঽন্তকম্ ইতি টীকাকারসম্মতঃ পাঠঃ।

সাধকগণ শক্তি ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে পূজা জপ প্রভৃতির সময় যে কোন স্থান হইতেই হউক, যে কোনরূপ একটি শক্তি আনিয়া বামে বা দক্ষিণে বসাইতেই হইবে। তন্মধ্যে ভোগ্যা শক্তি বামে ও পূজ্যা শক্তি দক্ষিণে বসিবেন। দক্ষিণের শক্তির প্রতি কুভাব প্রকাশ করিলে, মাতৃহরণ-জনিত পাপ হইয়া থাকে। পুনশ্চ ভোগ্যা শক্তি দক্ষিণে বা পূজ্যা শক্তিকে বামে কদাচ বসাইতে নাই। শ্রীপাত্র-স্থাপনের পূর্ব্বে উপস্থিত শক্তিগণের পূজা করিয়া তাঁহাদের অনুমতি লইয়া শ্রীপাত্র স্থাপন করিবার বিধি আছে।

ষট্‌কোণেষু ষড়ঙ্গানি মূলেনৈব ত্রিকোণকম্।
মায়ামাধারশক্তিঞ্চ নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ২৩ ॥
নমসা ক্ষালিতাধারং সংস্থাপ্য তত্র পূর্ব্ববৎ।
বৃত্তোপরি যজেদ্বহ্নেঃ কলাঃ স্বস্বাদিমাক্ষরৈঃ ॥ ২৪ ॥

তৃতীয়ে জালন্ধরম্। কাং কামরূপায় পীঠায় নম ইত্যনেন চতুর্থে কামরূপং পূজয়েদিত্যর্থঃ। ২২।

ষট্‌কোণেষ্বিত্যাদি। ততঃ ষট্‌কোণমণ্ডলস্থ ষট্‌কোণেষু হ্রাঁ নমঃ হ্রীঁ নমঃ হ্রূঁ নমঃ হ্রৈঁ নমঃ হ্রৌঁ নমঃ হ্রঃ নমঃ ইতি মন্ত্রৈঃ ষড়ঙ্গানি ষট্‌কোণাধিষ্ঠাতৃদেবতানি প্রপূজয়েৎ। মূলেনৈব মন্ত্রেণ ত্রিকোণকং ত্রিকোণাধিষ্ঠাতৃদৈবতং প্রপূজয়েৎ। মায়ামিত্যাদি। পূর্ব্বং মায়াং হ্রীঁ বীজং ততো নমোঽন্তেন নম সান্তেন সহাধারশক্তিঞ্চ বদেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ আধারশক্ত্যৈ নম ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেন মন্ত্রেণ মণ্ডলে আধার-দেবতাং পূজয়েৎ। ২৩।

নমসেত্যাদি। ততো নমসা নমোমন্ত্রেণ ক্ষালিতমাধারং পূর্ব্ববৎ কলশস্থাপনে ইব তত্র মণ্ডলে সংস্থাপ্য বৃত্তোপরি বর্ত্তুলমণ্ডলোপরি সংস্থাপিতাধারে বহ্নেঃ কলাঃ যজেৎ। বহ্নের্যাঃ কলাঃ যজেত্তা আহ। ধূম্রাদ্যা দশকলাঃ পূজ্যাঃ। যথা ধূং ধূম্রায়ৈ নম ইতি ধূম্রা অং অর্চ্চিষে নম ইত্যনেনার্চ্চিঃ জং

করিবেন।[২২] পরে ষট্‌কোণ মণ্ডলের ছয় কোণে, হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রীঁ শিরসে স্বাহা শিরোঽঙ্গ-শক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রৈঁ কবচায হূঁ কবচাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এই ছয়টি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। পরে মূলমন্ত্রদ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডলের পূজা করিয়া 'হ্রীঁ আধারশক্ত্যৈ নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, আধারশক্তির পূজা করিবে।[২৩] অনন্তর 'নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, পূর্ব্বের ন্যায় সেই মণ্ডলের উপরিভাগে প্রক্ষালিত আধার সংস্থাপন করিয়া, স্ব স্ব নামের আদি অক্ষরে বিন্দু যোগ করিয়া সেই সেই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক, ঐ আধারে বহ্নির দশকলা পূজা করিবে।[২৪] (দশকলার নাম যথা—) ধূম্রা,

ধূম্রার্চ্চিশ্চ্বলিনী সূক্ষ্মা জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী।
সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবহা তথা ॥ ২৫ ॥
সচতুর্থীনমোঽন্তেন পূজ্যা বহ্নেঃ কলা দশ ॥ ২৬ ॥
মং বহ্নিমণ্ডলায়েতি দশান্তে চ কলাত্মনে।
অবসানে নমো দত্ত্বা পূজয়েদ্বহ্নিমণ্ডলম্ ॥ ২৭ ॥
ততোঽর্ঘ্যপাত্রমানীয় ফট্কারেণ বিশোধিতম্।
আধারে স্থাপয়িত্বা তু কলাঃ সূর্যাস্য দ্বাদশ।
কভাদিবর্ণবীজেন ঠডান্তেন প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮ ॥

জলিন্যৈ নম ইতি জলিনী সুং সূক্ষ্মায়ৈ নম ইত্যনেন সূক্ষ্মা জাং জ্বালিন্যৈ নম ইত্যনেন জ্বালিনী বিং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ নম ইতি বিস্ফুলিঙ্গিনী সুং সুশ্রিয়ৈ নম ইতি সুশ্রীঃ সুং সুরূপায়ৈ নম ইত্যনেন সুরূপা কং কপিলায়ৈ নম ইতি কপিলা হং হব্যকব্যবহায়ৈ নম ইত্যনেন হব্যকব্যবহা পূজ্যেতি ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

মমিত্যাদি। পূর্ব্বং মং বহ্নিমণ্ডলায়েতি দত্ত্বা ততো দশান্তে কলাত্মনে ইতি দত্ত্বা অবসানে তদন্তে চ নমো দত্ত্বা বহ্নিমণ্ডলং পূজয়েৎ। মং বহ্নিমণ্ডলায দশ-কলাত্মনে নম ইতি মন্ত্রেণাধারে বহ্নিমণ্ডলমর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং ফট্কারেণ ফটা মন্ত্রেণ বিশোধিতমর্ঘ্যপাত্র-মানীয আধারে স্থাপয়িত্বা তত্র সূর্য্যস্য দ্বাদশ কলাঃ সানুস্বারেণ ঠডান্তেন ঠডৌ

অর্চ্চিঃ, জলিনী, সূক্ষ্মা, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা ও হব্যকব্যবহা।[২৫] এই সমুদায় শব্দে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিযা, অন্তে নমঃ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক বহ্নির উক্ত দশ কলা পূজা করিতে হইবে (১২৮)।[২৬] অনন্তর 'মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে (অর্ঘ্যপাত্রা-সনায়) নমঃ,' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ আধারেই বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিবে।[২৭] তদনন্তর ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক বিশোধিত অর্ঘ্যপাত্র লইযা আধারে স্থাপন করিযা, কভ হইতে ঠড পর্য্যন্ত (দ্বাদশ বর্ণ-বীজ পূর্ব্বে উচ্চারণ পূর্ব্বক সূর্য্যের দ্বাদশ কলার পূজা করিবে।[২৮] (দ্বাদশ কলার নাম যথা—) তপিনী, তাপিনী,

---

(১২৮)—টীকাকারের মতে প্রয়োগ যথা। ধূং ধূম্রায়ৈ নমঃ, অং অর্চ্চিষে নমঃ, জং জলিন্যৈ নমঃ, সুং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, জ্বাং জ্বালিন্যৈ নমঃ, বিং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ, সুং সুশ্রিয়ৈ নমঃ, সুং

বিলোমমাতৃকাং তদ্বৎ মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
ত্রিভাগং পূরয়েন্মন্ত্রী কলশস্থেন হেতুনা ॥ ৩১ ॥
বিশেষার্ঘ্যজলৈঃ শেষং পূরয়িত্বা সমাহিতঃ।
ষোড়শস্বরবীজেন নামমন্ত্রেণ পূজয়েৎ।
সচতুর্থীনমোঽন্তেন কলাঃ সোমস্য ষোড়শ ॥ ৩২ ॥
অমৃতা মানদা পূষা * তুষ্টিঃ পুষ্টীরতির্ধৃতিঃ।
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তি-র্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা।
পূর্ণা পূর্ণামৃতা কাম-দায়িন্যঃ শশিনঃ কলাঃ ॥ ৩৩ ॥

সানুস্বারান্ ক্ষকারাদীনকারান্তান্ বর্ণান্ সমুচ্চরন্ তেষামন্তে মূলমন্ত্রঞ্চ সমুচ্চরন্ কলশস্থেন হেতুনা সুরয়ার্ঘ্যপাত্রস্য ত্রিভাগং পূরয়েৎ ॥ ৩১ ॥

বিশেষেত্যাদি। সমাহিতঃ সাবধানঃ সন্নর্ঘ্যপাত্রস্য শেষঞ্চতুর্থং ভাগং বিশেষার্ঘ্যজলৈঃ পূরয়িত্বা সানুস্বারেণ ষোড়শস্বরবীজেন সহিতেন সচতুর্থীনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ সোমস্য ষোড়শকলাঃ অর্ঘপাত্রস্য তোয়ে পূজয়েৎ ॥ ৩২ ॥

যাঃ সোমকলাঃ পূজয়েত্তা আহ, অমৃতেত্যাদিনা সার্দ্ধেন। যথা। অং অমৃতায়ৈ নম ইত্যমৃতাম্ আং মানদায়ৈ নম ইতি মানদাম্ ইং পূষায়ৈ নম ইতি*

পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, মূলমন্ত্রান্তে ক্ষকার হইতে অকার পর্য্যন্ত (বিন্দুযুক্ত) বিলোমমাতৃকা বর্ণ পাঠ পূর্ব্বক কলশস্থ সুধা দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রের তিন ভাগ পূরণ করিবে। অনন্তর সমাহিত চিত্তে বিশেষার্ঘ্যের জল দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রের শেষাংশ পূরণ করিবে। পরে ষোলটি স্বরের অন্তে বিন্দুযোগ পূর্ব্বক তদন্তে চতুর্থ্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া, অন্তে নমঃ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক চন্দ্রের ষোড়শ কলা পূজা করিবে।[৩২] (ষোড়শ কলার নাম যথা—) অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা, পূর্ণামৃতা, এই ষোড়শ কলা কামদায়িনী (১৩০)।[৩৩]

---

(১৩০)—প্রয়োগ যথা। অং অমৃতায়ৈ নমঃ, আং মানদায়ৈ নমঃ, ইং পূষায়ৈ নমঃ, ঈং তুষ্ট্যৈ নমঃ, উং পুষ্ট্যৈ নমঃ, ঊং রত্যৈ নমঃ, ঋং ধৃত্যৈ নমঃ, ৠং শশিন্যৈ নমঃ, ৯ং চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ, ৡং কান্ত্যৈ নমঃ, এং জ্যোৎস্নায়ৈ নমঃ, ঐং শ্রিয়ৈ নমঃ, ওং প্রীত্যৈ নমঃ, ঔং অঙ্গদায়ৈ নমঃ, অং পূর্ণায়ৈ নমঃ, অঃ পূর্ণামৃতায়ৈ নমঃ।

উঁ সোমমণ্ডলায়েতি ষোড়শান্তে কলাত্মনে ।
নমোঽন্তেন যজেন্মন্ত্রী পূর্ব্ববৎ সোমমণ্ডলম্ ॥ ৩৪ ॥

পূষ্ণাম্ ঈং তুষ্টৈয়ে নম ইতি তুষ্টিম্ উং পুষ্টৈয়ে নম ইতি পুষ্টিম্ উঃ রতয়ে নম ইতি রতিম্ ঋং ধৃতয়ে নম ইতি ধৃতিম্ ঋং শশিন্যৈ নম ইতি শশিনীম্ ৯ং চন্দ্রিকায়ৈ নম ইতি চন্দ্রিকাম্ ৯ঃ কান্তয়ে নম ইতি কান্তিম্ এং জ্যোৎস্নায়ৈ নম ইতি জ্যোৎস্নাং ঐং শ্রিয়ৈ নম ইতি শ্রিয়ম্ ওং প্রীতয়ে নম ইতি প্রীতিম্ ঔং অঙ্গদায়ৈ নম ইত্যঙ্গদাম্ অং পূর্ণায়ৈ নম ইতি পূর্ণাম্ অঃ পূর্ণামৃতায়ৈ নমঃ ইত্যনেন পূর্ণামৃতাং পূজয়েদিতি ॥ ৩৩ ॥

উমিত্যাদি। পূর্ব্বম্ উং সোমমণ্ডলায়েত্যুক্‌ত্বা ততঃ ষোড়শান্তে কলাত্মনে ইতি বদেৎ। যোজনয়া। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে ইত্যাদীৎ। নমোঽন্তেনানেন মন্ত্রেণ মন্ত্রী সাধকঃ পূর্ব্ববৎ কলশতোয় ইবার্ঘ্যপাত্রতোয়ে সোমমণ্ডলং যজেৎ ॥ ৩৪ ॥

পরে ঐ অর্ঘ্যপাত্রের জলে 'উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ,' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সোমমণ্ডলের পূজা করিবে।৩৪ তৎপরে দূর্ব্বা, অক্ষত, রক্তপুষ্প, বর্ব্বরাপুষ্প বা পত্র অপরাজিতা-পুষ্প এই সমুদায়(১৩১), হ্রীঁ এই মন্ত্রদ্বারা শ্রীপাত্রে স্থাপিত করিয়া, ('ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব' ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা

---

(১৩১)—তন্ত্রান্তরে গন্ধ, পুষ্প, (বিল্বপত্র), অক্ষত, যব, তিল, সর্ষপ (শ্বেতসর্ষপ), দূর্ব্বা ও কুশাগ্র এই অষ্টদ্রব্য অর্ঘ্যে দিবার বিধান আছে। স্থান বিশেষে কুশের পরিবর্ত্তে ফল দিবার বিধিও দৃষ্ট হয়। পরন্তু শক্তি বিষয়ে একটি উত্তম অর্ঘ্যপারিপাটোর নিয়ম এই যে—'গুরোঃশীর্ষে পদং দত্বা ভগিন্যাঃ স্তনমর্দ্দনম্। মাতৃযোনৌ ক্ষিপেল্লিঙ্গং পুনর্জ্জন্মো ন বিদ্যতে ॥"

এ স্থলে গুরোঃশীর্ষ শব্দে পদ্ম (সহস্রদলপদ্ম)। পদ=জবাপুষ্প। ভগিনীর স্তন=বিল্বপত্র। মর্দ্দন =রক্তচন্দন লেপন। মাতৃযোনি=অপরাজিতা বা দ্রোণ পুষ্প। লিঙ্গ=করবীর পুষ্প বা ওড়পুষ্প। প্রথমতঃ একটি পদ্মের উপরি একটি জবা পুষ্প দিয়া, রক্তচন্দন মাখাইয়া একটি বিল্বপত্র তদুপরি স্থাপন করিবে। অনন্তর রক্তচন্দন ও কুঙ্কুম দ্বারা বা কেবল রক্তচন্দন দ্বারা অপরাজিতা বা দ্রোণ পুষ্পের গর্ত্তে একটি ত্রিকোণ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া এবং করবীর বা ওড়পুষ্পের বৃন্তভাগে শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবাঙ্কিত করিয়া ঐ পুষ্প দ্বয়ের (অপরাজিতার গর্ত্তস্থ ত্রিকোণে করবীরের শিবাঙ্কিত বৃন্ত) সংযোগ পূর্ব্বক তদুপরি স্থাপিত করিবে। বলা বাহুল্য উপস্থিত মত অন্যান্য অর্ঘ্যদ্রব্যও ইহাতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ অর্ঘ্য দেবতাকে দিলে পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।

দূর্ব্বাক্ষতং রক্তপুষ্পং বর্ব্বরামপরাজিতাম্।
মায়য়া প্রক্ষিপেৎ পাত্রে তীর্থমাবাহয়েদপি ॥ ৩৫ ॥
কবচেনাবগুণ্ঠ্যাস্ত্র-মুদ্রয়া রক্ষণঙ্করেৎ।
ধেন্বা চৈবামৃতীকৃত্য ছাদয়েন্মৎস্যমুদ্রয়া ॥ ৩৬ ॥
মূলং সঞ্জপ্য দশধা দেবতাবাহনঙ্করেৎ।
আবাহ্য পুষ্পাঞ্জলিনা পূজয়েদিষ্টদেবতাম্।
অখণ্ডাদ্যৈঃ পঞ্চমন্ত্রৈ-র্মন্ত্রয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ৩৭ ॥

দূর্ব্বেত্যাদি। ততো দূর্ব্বয়া সহিতানক্ষতান্ রক্তং পুষ্পং বর্ব্বরাং বর্ব্বরা-পত্রমপরাজিতাঞ্চ পুষ্পং মায়য়া হ্রীঁবীজেন পাত্রে প্রক্ষিপেৎ। তত্রৈব তীর্থমপ্যাবাহয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

কবচেনেত্যাদি। ততঃ কবচেন হূঁ বীজেনাবগুণ্ঠ্যাবগুণ্ঠনমুদ্রয়ার্ঘ্যপাত্রস্থং সুরাতোয়ং বেষ্টয়িত্বাঽস্ত্রমুদ্রয়া তস্যৈব রক্ষণঙ্করেৎ কুর্য্যাৎ। ধেন্বা মুদ্রয়া চ তদেবামৃতীকৃত্য মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছাদয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

মূলমিত্যাদি। ততোঽর্ঘ্যপাত্রস্থসুরাতোয়স্যোপরি মূলং মন্ত্রং দশধা দশবারং সংজপ্য তত্রৈব দেবতাবাহনঙ্করেৎ। ইষ্টদেবতামাবাহ্য চ পুষ্পাঞ্জলিনা পূজয়েৎ. তদনন্তরমখণ্ডাদ্যৈঃ পঞ্চমন্ত্রৈস্তদেব সুরাতোয়ং মন্ত্রয়েৎ মন্ত্রিতং কুর্য্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

তানেবাখণ্ডাদীন্ পঞ্চ মন্ত্রান্ ক্রমতো দর্শয়তি. অখণ্ডৈকেত্যাদি। হে কুল-

---

তীর্থ আবাহন করিবে।[৩৫] পরে হূঁ এই বীজ পাঠ পূর্ব্বক অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা অর্ঘ্য-পাত্রস্থ সুরা অবগুণ্ঠিত করিয়া, ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয় দ্বারা রক্ষা করিবে। পরে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, উহা মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।[৩৬] এবং উক্ত মুদ্রায় সেই অর্ঘ্যপাত্রস্থ সুরার উপরি দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া, পরে আবাহনী প্রভৃতি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাতে ইষ্টদেবতার আবাহন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে 'অখণ্ডৈক-রসানন্দ' প্রভৃতি পঞ্চমন্ত্র দ্বারা সুধা অভিমন্ত্রিত করিবে।[৩৭] (পাঁচটি মন্ত্রের অর্থ যথা—) হে কুলরূপিণি!—ব্রহ্মময়ী। এই শ্রীপাত্রস্থিত পরমসুধাময় বস্তু, অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন ঘনীভূত সান্দ্র আনন্দের আকর। তুমি ইহাতে পুনশ্চ

অথৈগুরুরসানন্দা করে পরসুধাত্মনি * ।
স্বচ্ছন্দস্ফুরণামত্র নিধেহি কুলরূপিণি † ॥ ৩৮ ॥
অনঙ্গস্থামৃতাকারে‡ শুদ্ধজ্ঞানকলেবরে ।
অমৃতত্বং নিধেহ্যস্মিন্ বস্তুনি ক্লিন্নরূপিণি ॥ ৩৯ ॥
তদ্রূপেণৈকরস্যঞ্চ ॥ কৃত্বার্ঘ্যং তৎস্বরূপিণি ।
ভূত্বা কুলামৃতাকারং§ ময়ি বিস্ফুরণং কুরু ॥ ৪০ ॥

রূপিণি অথৈগুকরসানন্দাকরে পূর্ণপ্রধানানুরাগানন্দজনকে পরসুধাত্মনি শ্রেষ্ঠঃ সুধাস্বরূপেঽত্র বস্তুনি স্বচ্ছন্দস্ফুরণাং স্বতন্ত্রাং বিস্ফুর্ত্তিং নিধেহি স্থাপয়। রসো বাগে দ্রবে রস ইত্যমরঃ ॥ ৩৮ ॥

অনঙ্গেত্যাদি। হে অনঙ্গস্থামৃতাকারে কামস্থামৃতস্বরূপে হে শুদ্ধজ্ঞানকলেবরে শুদ্ধজ্ঞানরূপশরীরে ত্বং ক্লিন্নরূপিণি স্তিমিতরূপিণ্যস্মিন্ সুধারূপে বস্তুনি অমৃতত্বং নিধেহি স্থাপয় ॥ ৩৯ ॥

তদ্রূপেণেত্যাদি। হে তৎস্বরূপিণি তত্ত্বংস্বরূপশালিনি ত্বং তদ্রূপেণ প্রধানমাধুর্য্যরসরূপেণার্ঘ্যমর্চ্চার্থং মদ্যমেকরস্যং প্রধানমাধুর্য্যরসবিশিষ্টং কৃত্বা কুলামৃতাকারং সুধারূপং বস্তু চ ভূত্বা ময়ি বিস্ফুরণং বিস্ফুর্ত্তিং কুরু ॥ ৪০ ॥

স্বতন্ত্ররূপে পূর্ণানন্দের (বা সহজানন্দের) স্ফূর্ত্তি নিহিত কর।৩৮ বিশুদ্ধজ্ঞানময়ি! এই ক্লিন্নরূপ বস্তু একণে কামপরতন্ত্র বা ভোগনিরত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অমৃতস্বরূপ (অর্থাৎ সচরাচর ইহা বিষয়ী ব্যক্তিদিগের কামনা বা ভোগবাসনার উত্তেজক কারণ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে), তথাপি তুমি ইহাতে ব্রহ্মানন্দরূপ পরম অমৃত (বা মোক্ষপদ) নিহিত কর।৩৯ মাতঃ! তুমি তৎস্বরূপিণী অর্থাৎ "তৎ ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত তৎপদবাচ্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপা। তুমি তদ্রূপে অর্থাৎ পরমব্রহ্মরূপে

* রসানন্দকলেবরসুধাত্মনি ইতি বহুতন্ত্রসম্মতঃ পাঠঃ।

† নিধেহিকুলরূপিণি ইতি তন্ত্রান্তরপাঠঃ

‡ অকুলস্থামৃতাকারে ইতি পাঠমপি সমীচীনম্।

॥ তদ্রূপিণ্যেকরস্যঞ্চ কৃত্বা হ্যেতৎ-স্বরূপিণি ইতি চ পাঠঃ।

§ ভূত্বা পরামৃতাকারং ইতি পাঠান্তরম্। ময়ি ইত্যত্র অপি ইতি অরি ইতি চ পাঠৌ দৃশ্যতে।

ব্রহ্মাণ্ডরসসম্ভূতম্ অশেষরসসম্ভবম্।
আপূরিতং মহাপাত্রং পীযূষরসমাবহ ॥ ৪১ ॥
অহন্তাপাত্রভরিতম্ ইদন্তাপরমামৃতম্।
পরাহন্তাময়ে বহ্নৌ হোমস্বীকারলক্ষণম্ ॥ ৪২ ॥
ইত্যামন্ত্র্য ততস্তস্মিন্ শিবয়োঃ সামরস্যকম্।
বিভাব্য পূজয়েদ্ধূপ-দীপাবপি চ দর্শয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মাণ্ডেত্যাদি। হে দেবি সুরয়া পূরিতং মহাপাত্রং প্রতি ব্রহ্মাণ্ডরসসম্ভূতং ব্রহ্মাণ্ডে যে রসাস্তেভ্যঃ সঞ্জাতমতএবাশেষরসসম্ভবম্ অশেষস্য সর্ব্বস্য রসস্য সম্ভবো যত্র তথাভূতং পীযূষরসমাবহানয় ॥ ৪১ ॥

অহন্তেত্যাদি। অহন্তাঽহম্ভাবঃ তদ্রূপে পাত্রে ভরিতং ধারিতং যদিদন্তা-পরমামৃতম্ ইদন্তা মদীয়মিদং মদীয়মিদমিত্যেতদ্ভাবঃ তদ্রূপং যৎ পরমমমৃতং তস্য পরাহন্তাময়ে পরা যাঽহন্তা অহন্তাবত্তদ্রূপে বহ্নৌ হোমস্বীকারলক্ষণং কুর্য্যাৎ। অহন্তারূপপাত্রসহিতং তৎস্থাপিতেদন্তারূপপরমামৃতং পরাহন্তারূপে বহ্নৌ জুহুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ইত্যামন্ত্র্যেত্যাদি। ইতি এতৈঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈর্দ্রব্যমামন্ত্র্য ততোঽনন্তরং তস্মিন্মদ্যে শিবয়োঃ শিবায়াঃ শিবস্য চ সামরস্যমৈকবস্ত্বং বিভাব্য বিচিন্ত্য তন্মদ্যং পূজয়েৎ। তস্যোপরি ধূপদীপাবপি চ দর্শয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

এই অর্ঘ্য একরস অর্থাৎ স্বাভিন্ন করিয়া স্বয়ং এই কুলামৃত স্বরূপা হইয়া আমাতেও উক্ত ব্রহ্মানন্দের স্ফুরণ কর।[৪০] এই মহাপাত্রস্থিত অমৃত, ব্রহ্মাণ্ডের সারাংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং ইহা মধুর তিক্ত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রসের আকর। এক্ষণে ইহাতে ব্রহ্মানন্দময় পরম পীযূষরস প্রবাহিত কর।[৪১] অহংভাবরূপ পাত্রে পরিপূরিত ইদংশব্দবাচ্য দৃশ্যমান জগৎরূপ পরম অমৃত, পরম অহঙ্কাররূপ বহ্নিতে অর্থাৎ 'নিত্যোঽহং নিরঞ্জনোঽহং' ইত্যাকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেছি।[৪২] এই পঞ্চমন্ত্র দ্বারা সুরা অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাতে শিবশক্তির সামরস্য অর্থাৎ একীভাব চিন্তা পূর্ব্বক পূজা করিয়া ধূপ দীপ প্রদর্শন করিবে।[৪৩]

দেবি! কুলপূজা বিষয়ে যেরূপে শ্রীপাত্র সংস্কার করিতে হইবে, তাহা এই

ইতি শ্রীপাত্রসংস্কারঃ কথিতঃ কুলপূজনে।
অকৃত্বা পাপভাঙ্‌মন্ত্রী পূজা চ* বিফলা ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
ঘটশ্রীপাত্রয়োর্ম্মধ্যে পাত্রাণি স্থাপয়েদ্‌ বুধঃ।
গুরুপাত্রং ভোগপাত্রং শক্তিপাত্রমতঃ পরম্‌ ॥ ৪৫ ॥
যোগিনীবীরপাত্রে চ বলিপাত্রং ততঃ পরম্‌।
পাদ্যাচমনয়োঃ পাত্রং শ্রীপাত্রেণ নব ক্রমাৎ।
সামান্যার্ঘ্যস্য বিধিনা পাত্রানাং স্থাপনঞ্চরেৎ ॥ ৪৬ ॥
কলসস্থামৃতেনৈব ত্রিভাগং পরিপূর্য্য চ।
মাষপ্রমাণং পাত্রেষু শুদ্ধিখণ্ডং নিয়োজয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

ইতীত্যাদি। অকৃত্বা শ্রীপাত্রসংস্কারমিতি শেষঃ। ৪৪।

ঘটেত্যাদি। নহু ঘটশ্রীপাত্রয়োর্মধ্যে কিং কিং পাত্রং স্থাপয়েৎ তত্রাহ, গুরুপাত্রমিত্যাদি। ৪৫।

যোগিনীত্যাদি। শ্রীপাত্রেণ সহ নব পাত্রাণি ক্রমাৎ স্থাপয়েৎ। নহু কেন বিধিনা পাত্রাণি স্থাপয়েৎ তত্রাহ, সামান্যার্ঘ্যস্যেত্যাদি। ৪৬।

কলশস্থেত্যাদি। কলশস্থামৃতেনৈব তেষাং পাত্রাণাং ত্রিভাগং পরিপূর্য্য মাষপ্রমাণং শুদ্ধিখণ্ডং মাংসাদিখণ্ডং পাত্রেষু নিয়োজয়েৎ স্থাপয়েৎ। ৪৭।

তোমার নিকট কহিলাম। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যদি এইরূপে সংস্কার না করে, তাহা হইলে পাপভাগী হইবে এবং তাহার সেই পূজাও নিষ্ফল হইবে।[৪৪] (এই রূপে শ্রীপাত্র স্থাপনের পর) সাধক ঘট এবং শ্রীপাত্রের মধ্যস্থলে অন্যান্য পাত্র স্থাপন করিবেন (১৩২)। (ঘটসন্নিধানে প্রথমতঃ) গুরুপাত্র, পরে ভোগপাত্র, তৎপরে শক্তিপাত্র[৪৫] এবং ক্রমশঃ যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, বলিপাত্র, পাদ্যপাত্র ও আচমনীয় পাত্র, এই অষ্ট পাত্র সামান্যার্ঘ্য স্থাপনের বিধি অনুসারে স্থাপন করিবে। (ক্রমশঃ এই রূপে স্থাপন করিলে) শ্রীপাত্র লইয়া সমুদায়ে নবপাত্র হইবে।[৪৬]

(সামানার্ঘ্য স্থাপনের বিধান মধ্যে ইহাতে বিশেষ এই যে) উক্ত পাত্র সমুদায়ের

---

* পূজাপি ইতি বা পাঠঃ

(১৩২)—অন্যান্য তন্ত্রে, শ্রীপাত্র স্থাপনের পর দেবতা বোধে তাহাতে পুষ্পাঞ্জলির পর ক

বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাম্ অমৃতং পাত্রসংস্থিতম্।
গৃহীত্বা শুদ্ধিখণ্ডেন দক্ষয়া তত্ত্বমুদ্রয়া।
সর্ব্বত্র তর্পণং কুর্য্যাৎ বিধিরেষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৮ ॥
শ্রীপাত্রাৎ পরমং বিন্দুং গৃহীত্বা শুদ্ধিসংযুতম্।
আনন্দভৈরবং দেবং ভৈরবীঞ্চ প্রতর্পয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

বামেত্যাদি। বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং দক্ষয়া চ তত্ত্বমুদ্রয়া শুদ্ধিখণ্ডেন সহিতং সংস্থিতমমৃতং গৃহীত্বা সর্ব্বত্র তর্পণং কুর্য্যাৎ। সর্ব্বত্র তর্পণে এষ বিধিঃ কীর্ত্তিতঃ ৪৮ ॥

শ্রীপাত্রাদিত্যাদি। শ্রীপাত্রাচ্ছুদ্ধিসংযুতং পরমং বিন্দুং গৃহীত্বা হসক্ষমলবরযূং আনন্দভৈরবায় বষট্ আনন্দভৈরবং তর্পয়ামি নম ইত্যনেনানন্দভৈরবং দেবং সহক্ষমলবরযীং আনন্দভৈরব্যৈ বৌষট্ আনন্দভৈরবীং তর্পয়ামি স্বাহেত্যনেনানন্দভৈরবীঞ্চ প্রতর্পয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

তাকেব তিন অংশ কলশস্থিত সুধা দ্বারা (ও অবশিষ্টাংশ সামান্যার্ঘ্য বারি দ্বারা) পূরিত করিয়া ঐ সমুদায় পাত্রে মাষকলায়-প্রমাণ শুদ্ধিখণ্ড নিক্ষেপ করিবে।[৪৭] অনন্তর বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা যথোক্ত পাত্র-সংস্থিত অমৃত ও দক্ষিণ হস্তের তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা শুদ্ধিখণ্ড গ্রহণ করিয়া তর্পণ করিতে হইবে। তর্পণ বিষয়ে সকল স্থলেই এইরূপ বিধি।[৪৮] (কোন্ পাত্র হইতে কোন্ দেবতার তর্পণ করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে) প্রথমতঃ শ্রীপাত্র হইতে (বামহস্তের তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা) একবিন্দু সুধা লইয়া এবং (দক্ষিণ হস্তের তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা) কিঞ্চিৎ শুদ্ধিগ্রহণ করিয়া (হসক্ষমলবরযূং আনন্দভৈরবায় বষট্ আনন্দভৈরবং তর্পয়ামি নমঃ, এই মন্ত্র দ্বারা) আনন্দভৈরবের তর্পণ করিবে এবং (সহক্ষমলবরযীং আনন্দভৈরব্যৈ বৌষট্ আনন্দভৈরবীং তর্পয়ামি স্বাহা, এই মন্ত্র দ্বারা) আনন্দভৈরবীর তর্পণ করিবে।[৪৯] অনন্তর গুরুপাত্রস্থ অমৃত গ্রহণ করিয়া গুরুপরম্পরার তর্পণ করিবে। প্রথমতঃ ব্রহ্মরন্ধ্র-

*পরে—"দেবি আজ্ঞাপয় গুরুপাত্রক্রমেণ পাত্রাণি স্থাপয়ামি" এই প্রশ্নের উত্তরে "স্থাপয়" এইরূপ অনুমতিলাভ চিন্তাপূর্ব্বক অন্যান্য পাত্র স্থাপনের দুবিধান হইয়।

গুরুপাত্রামৃতেনৈব তর্পয়েদ্‌গুরুসন্ততিম্‌।
সহস্রারে নিজগুরুং সপত্নীকং প্রতর্প্য চ।
বাগ্‌ভবাদ্যস্বস্বনাম্না * তদ্বদ্‌গুরুচতুষ্টয়ম্‌ ॥ ৫০ ॥
ততঃ † স্বহৃদয়াম্ভোজে ভোগপাত্রামৃতেন চ।
আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি নিজবীজপুরঃসরম্‌ ॥ ৫১ ॥

গুর্ব্বিত্যাদি। গুরুপাত্রামৃতেনৈব গুরুসন্ততিং গুরুসমূহং তর্পয়েৎ। নমু কেন মন্ত্রেণ কুত্র বা স্থানে গুরুসন্ততিং তর্পয়েত্তত্রাহ, সহস্রারে ইত্যাদি। সহস্রারে পদ্মে সপত্নীকং নিজগুরুং প্রতর্প্য বাগ্‌ভবম্‌ ঐঁ বীজমাদ্যং যস্ত তথাভূতেন স্বস্বনাম্না নিজগুরুণা সহ গুরুচতুষ্টয়ং তদ্বন্নিজগুরুবৎ প্রতর্পয়েৎ। যথা। ঐঁ সপত্নীকমমুকানন্দনাথং শ্রীগুরুং তর্পয়ামি নম ইত্যনেন নিজগুরুম্‌ ঐঁ সপত্নীকং পরমগুরুন্তর্পয়ামি নম ইতি পরমগুরুম্‌ ঐঁ সপত্নীকং পরাপরগুরুন্তর্পয়ামি নম ইতি পরাপরগুরুম্‌ ঐঁ সপত্নীকং পরমেষ্ঠিগুরুন্তর্পয়ামি নম ইতি পরমেষ্ঠিগুরুং প্রতর্পয়েদিতি ॥ ৫০ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং নিজবীজপুরঃসরং যথা স্যাত্তথা স্বাহান্তেন স্বাহারূপেণান্তেন সহাদ্যাং কালীং তর্পয়ামীত্যক্ষরমন্ত্রো সাধকো ভোগপাত্রামৃতেন স্বহৃদয়াম্ভোজে ইষ্টদেবতাং ত্রিধা ত্রিবারন্তর্পয়েৎ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা

স্থিত সহস্রদল কমলে পত্নীর সহিত নিজগুরুর তর্পণ করিয়া, পরে পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠী গুরুর তর্পণ করিবে; এই গুরুচতুষ্টয়ের তর্পণ করিবার সময় অগ্রে ঐঁ এই বীজ পশ্চাৎ গুরুচতুষ্টয়ের নাম উল্লেখ করিবে (১৩৩)।

অনন্তর আপনার হৃদয়কমলে ভোগপাত্রস্থ অমৃত দ্বারা নিজ বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক 'আদ্যাং কালীং তর্পয়ামি' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, অন্তে 'স্বাহা' এই মন্ত্র

* বাগ্‌ভবাদ্যং স্বস্বনাম্না ইতি পাঠান্তরম্‌।

† তত্র ইতি বা পাঠঃ।

(১৩৩)—গুরুচতুষ্টয়-তর্পণের মন্ত্র যথা। ঐঁ সশক্তিকগুরুশ্রী-অমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। ঐঁ সশক্তিকপরমগুরুশ্রী-অমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। ঐঁ সশক্তিকপরাপরগুরুশ্রী-অমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। ঐঁ সশক্তিকপরমেষ্ঠিগুরুশ্রী অমুকানন্দনাথ-অমুকীদেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। সকল স্থলেই বিধি হইতেছে যে, বাম-হস্ত-তত্ত্বমুদ্রার পাত্রস্থিত অমৃত লইয়া হংস-

স্বাহান্তেন ত্রিধা মন্ত্রী তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্।
শক্তিপাত্রামৃতৈস্তদ্বদ্ অঙ্গাবরণতর্পণম্ ॥ ৫২ ॥
যোগিনীপাত্রসংস্থেন সায়ুধাং সপরীকরাম্।
সন্তর্প্য কালিকামাদ্যাং বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ ॥ ৫৩ ॥

দ্যাং কালীস্তর্পয়ামি স্বাহেতি মন্ত্রেণ তর্পয়েদিত্যর্থঃ। ততঃ শক্তিপাত্রামৃতৈ-
ঃদেবাঙ্গাবরণতর্পণং কুর্য্যাৎ। অঙ্গদেবতাস্তর্পয়ামি স্বাহেত্যনেনাঙ্গদেবতাঃ
বরণদেবতাস্তর্পয়ামি স্বাহেত্যনেনাবরণদেবতাশ্চ তর্পয়েদিত্যর্থঃ। ৫১ ॥ ৫২ ॥
যোগিনীত্যাদি। যোগিনীপাত্রসংস্থেনামৃতেন হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা
য়ুধাং সপরীকরামাদ্যাং কালীং তর্পয়ামি স্বাহেতি মন্ত্রেণ সায়ুধামায়ুধবিশিষ্টাং

উচ্চারণ পূর্ব্বক মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তিন বার ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবেন। পরে শক্তিপাত্রের অমৃত দ্বারা ঐরূপে অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতার তর্পণ করিবে (১৩৪)।৫২

অনন্তর যোগিনীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা আয়ুধ ও পরিবার সমেত ভগবতী আদ্যাকালীর তর্পণ করিয়া (১৩৫) বটুকাদির বলি প্রদান করিবে (১৩৬)।

তত্ত্বমুদ্রায় গৃহীত শুদ্ধিখণ্ডের সহিত সংযোগ করিয়া তর্পণ করিবে। সম্প্রদায় বিশেষে কেবল বাম হস্তের তত্ত্বমুদ্রায় অমৃত এবং শুদ্ধিখণ্ড এতদুভয়ই লইয়া, এক হস্তেই তর্পণ করিয়া থাকেন। বাম হস্তে শুদ্ধি খণ্ড গ্রহণের প্রমাণ তাঁহারা দেখাইতে পারেন না, এবং আমরাও সেরূপ প্রমাণ কোন তন্ত্রে দেখি নাই। পুংদেবতার তর্পণ কালে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে ও স্ত্রী দেবতার তর্পণে অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া হৃদয়ে তর্পণ করাই বিধেয়।

(১৩৪)—শ্রীপাত্র হইতে মূল দেবতার তর্পণের উল্লেখ অন্যান্য তন্ত্রে দৃষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের কার্য্য অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতির ৩৪ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য। সাধক-সম্প্রদায় প্রচলিত তর্পণ-মন্ত্র যথা। (বীজপাঠ পূর্ব্বক) শ্রীমদাদ্যাকালিকা-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। শ্রীমদাদ্যাকালিকাষডঙ্গদেবতাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। শ্রীমদাদ্যাকালিকাবরণদেবতাশ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

(১৩৫)—পরিবারাদি সমেত ভগবতীর তর্পণ মন্ত্র যথা। সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ মহাকালভৈরবসহিতায়াঃ শ্রীমদাদ্যাকালিকাদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।

(১৩৬)—তর্পণের পর তত্ত্বশুদ্ধি, তত্ত্বস্বীকার ও বিন্দুস্বীকার করা প্রায় সর্ব্বত্রই

স্ববামভাগে সামান্যং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ।
সংপূজ্য স্থাপয়েত্তত্র সামিষান্নং সুধান্বিতম্ ॥ ৫৪ ॥
বাঙ্মায়াকমলাবন্ধ বটুকায় নমঃপদম্।
সংপূজ্য পূর্ব্বভাগে চ বটুকস্য বলিং হরেৎ ॥ ৫৫ ॥

সপত্নীকন্নাং পরিবারসহিতামাদ্যাং কালিকাং সন্তর্প্য বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ দদ্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

বটুকাদিভ্যো বলিদানস্য বিধিমাহ, স্ববামভাগ ইত্যাদি। সুধীর্ধীরঃ স্ববামভাগে সামান্যচতুষ্কোণং মণ্ডলং রচয়েৎ। তন্মণ্ডলং সংপূজ্য তত্র মণ্ডলে চতুর্দ্দিক্ষু তন্মধ্যে চ সুধান্বিতং সুরাসংযুক্তং সামিষান্নং মাংসাদিসহিতমন্নং স্থাপয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

বাঙ্মায়েত্যাদি। বাঙ্মায়াকমলাবন্ধ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সহিতং বকেতি বীজযুক্তং। বটুকায় নম ইতি পদং বদেৎ। যোজনয়া ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বং বটুকায় নম

(বটুকাদির বলিদানের বিধি যথা—) জ্ঞানী ব্যক্তি আপনার বামভাগে একটি সামান্য চতুষ্কোণমণ্ডল লিখিয়া (ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মণ্ডলায় নম, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা) তাহার অর্চ্চনা করিয়া, তাহাতে মদ্যমাংসাদিসহিত অন্ন স্থাপন করিবে।৫৪ প্রথমতঃ বাঙ্-মায়া-কমলা (ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ) ও বং উচ্চারণ করিয়া বটুকায় নমঃ, এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে বটুকের পূজা করিয়া

ব্যবস্থাপিত আছে। অতএব আমরা অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতি হইতে তত্ত্বশুদ্ধি, তত্ত্বশোধন ও বিন্দুশোধনের মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি, যথা।—

অথ তত্ত্বশুদ্ধিঃ। তদ্যথা, ওঁ প্রাণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা। ১। ওঁ পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশানি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা। ২। ওঁ প্রকৃত্যহংকারবুদ্ধিমনঃশ্রোত্রাণি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা। ৩। ওঁ ত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণবচাংসি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা। ৪। ওঁ পাণিপাদপায়ূপস্থশব্দা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা। ৫। ওঁ স্পর্শরূপরসগন্ধাকাশানি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা। ৬। ওঁ বায়ুতেজঃসলিলভূম্যাত্মানো মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা। ৭। ইতি মন্ত্র-কথা সপ্তবারঃ শ্রীপাত্রামৃতেন হোমো সম্পাদ্যঃ।

ততস্তত্ত্বশোধনো যথা। দক্ষিণহস্ততলে ত্রিকোণমালিখ্য কলাসমূহৈঃ শুদ্ধিঃ ত্রিকোণেষু

খান্তবীজং সমুদ্ধৃত্য, ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুতম্।
ঙেহন্তং গণপতিং চোক্ত্বা বহ্নিজায়াং ততো বদেৎ ॥৫৮॥
উত্তরস্যাং গণেশায় বলিমেতেন কল্পয়েৎ।
মধ্যে তথা সর্ব্বভূত-বলিং দদ্যাদ্‌যথাবিধি ॥ ৫৯ ॥

ক্ষেত্রপালায় নম ইতি মন্ত্রর্জাতঃ। এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিরিত্যাদ্যোনানেনৈব মন্ত্রেণ মণ্ডলস্য পশ্চিমে ভাগে ক্ষেত্রপালায় বলিং দদ্যাৎ ॥ ৫৭॥

খান্তেত্যাদি। ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুতং খান্তবীজং খস্যান্তো গকারস্তদ্রূপং বীজং সমুদ্ধৃত্য ততো ঙেহন্তং গণপতিঞ্চোক্ত্বা ততো বহ্নিজায়াং স্বাহেতি বদেৎ। যোজনয়া গাঁ গীঁং গূং গৈং গৌঁ গঃ গণপতয়ে স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিরিত্যাদ্যোনানেনৈব মন্ত্রেণ উত্তরস্যাং মণ্ডলস্যোত্তরে ভাগে গণেশায় বলিং কল্পয়েদ্দদ্যাৎ। তথৈব মণ্ডলস্য মধ্যে যথাবিধি বিধিবৎ সর্ব্বভূতবলিং দদ্যাৎ॥ ৫৮। ৫৯॥

সেই (ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ) মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের পশ্চিমদিকে ক্ষেত্রপালের বলি প্রদান করিবে।[৫৭] অনন্তর (খ) এই বর্ণের অন্তবীজ (গ) উদ্ধার পূর্ব্বক তাহাতে ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া চতুর্থীর একবচনান্ত গণপতি শব্দ পাঠ পূর্ব্বক তদন্তে বহ্নিজায়া অর্থাৎ স্বাহা এই পদ উচ্চারণ করিবে।[৫৮] (গাং গীং গূং গৈং গৌং গঃ গণপতয়ে স্বাহা এষ সুধামিষান্বিতান্নবলিঃ গণেশায় নমঃ) এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের উত্তরদিকে গণেশের বলি প্রদান করিতে হইবে, এবং এইরূপে মণ্ডলের মধ্যস্থলে যথাবিধানে সর্ব্বভূতের বলি সমর্পণ করিবে।[৫৯]

শং ষং সং হং লং ক্ষং ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ (বীজ) সর্ব্বতত্ত্বেন তত্ত্বত্রয়াশ্রয়ঃ জীবঃ শোধয়ামি স্বাহা ॥ ৪ ॥ ইতি মধ্যস্থাং স্বীকৃত্য বস্ত্রেণ হস্তৌ বিশোধ্য হস্তাভ্যাং সর্ব্বাঙ্গং মার্জ্জয়েৎ।—

অথ বিন্দুস্বীকারো যথা। মূলাধারাৎ কুলকুণ্ডলিনীং আজিহ্বাং আত্মানং তন্ময়ং বিভাব্য বামহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া ভোগপাত্রাৎ বিন্দুং গৃহীত্বা দক্ষহস্ততত্ত্বমুদ্রয়া শুদ্ধিযোগেন শীর্ষোপরি নেন.—(বীজ) ওঁ আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মাহমস্মি সোঽহমস্মি অহমেবাহং জুহোমি স্বাহা ॥ ১ ॥ পুনস্তথা,—(বীজ) ওঁ তমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ঋতং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু মামবতু বক্তারং স্বাহা ॥ ২ ॥ পুনস্তথা,—(বীজ) ওঁ ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপশ্ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু ভূবি প্রবং বেণোপায়তু স্বাহা ॥ ৩ ॥ ইতি।

হ্রীঁ শ্রীঁ সর্ব্বপদঞ্চোক্ত্বা বিঘ্নকৃদ্ভ্যস্ততো বদেৎ।
সর্ব্বভূতেভ্য ইত্যুক্ত্বা হুঁ ফট্ স্বাহা মনুর্ম্মতঃ ॥৬০॥

সর্ব্বভূতেভ্যো বলিদানস্থ মন্ত্রমাহ একেন, হ্রীমিত্যাদি। হ্রীং শ্রীং সর্ব্বপদ-ততো বিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ ইতি বদেৎ। ততঃ সর্ব্বভূতেভ্য ইত্যুক্ত্বা হুং ফট্ স্বাহেতি। যোজনয়া হ্রীং শ্রীং সর্ব্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো হুং ফট্ স্বাহেতি তঃ। এব সুধামিষান্বিতান্নবলিরিত্যাদ্যোঽয়মেব মন্ত্রঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নে মতঃ ॥ ৬০ ॥

সর্ব্বভূতের বলি প্রদান করিবার মন্ত্র কথিত হইতেছে—) প্রথমতঃ 'হ্রীং র্ব্ব' এই পদ উচ্চারণ করিয়া, পরে 'বিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ' এই শব্দ পাঠ করিতে। পরে 'সর্ব্বভূতেভ্যঃ' ইহা উচ্চারণ পূর্ব্বক 'হুং ফট্ স্বাহা' এইরূপ -চারণ করিয়া (হ্রীং শ্রীং সর্ব্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো হুং ফট্ স্বাহা এব সুধামি-ন্বিতান্নবলিঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ) মন্ত্রোদ্ধার হইবে (১০৭)।৬০

(১০৭)—সাধক-সম্প্রদায়-সম্মত ও অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধত্যুক্ত বলিমন্ত্র ও বলিপ্রদান-নালী যথা।—

অথ বলিপ্রয়োগঃ। চক্রস্থ পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমোত্তরেষু ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলং বিলিখ্য ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মণ্ডলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে মণ্ডলায় নমঃ। ইতি পূর্ব্বাদিতঃ গন্ধপুষ্পাভ্যাং ণ্ডলানি সংপূজ্য পূর্ব্বে বটুকং ধ্যায়েৎ যথা।—ওঁ পীযুষভাণ্ডমসিখণ্ডকপালদণ্ডচণ্ডাতিচণ্ডভুজদণ্ডমতি-চণ্ডম্। শ্রীকুণ্ডলদ্বয়বিমণ্ডিতমুণ্ডনীড়ে নীলং বটুং বটুকনাথমহীশ্বরম্। ইতি ধ্যাত্বা তন্মণ্ডলে টুকং বাং ইতি বীজেন চ বলিপাত্রামৃতেন যথাশক্ত্যুপচারৈঃ সংপূজ্য তত্র সার্ঘ্যসলিলমীন-াংসমুদ্রাপুষ্পযুতং বলিং নিধায় বলিপাত্রামৃতেন বামাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং উৎসৃজেদনেন,—ওঁ এহেহি দেবীপুত্র বটুকনাথ কপিলজটাভারভাস্বর ত্রিনেত্র জ্বালামুখ সর্ব্ববিঘ্নং নাশয় নাশয় সর্ব্বোপচার-সহিতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা বাং এষ বলিঃ বটুকায় নমঃ। ইত্যুৎসৃজ্য প্রার্থয়েৎ,—ওঁ করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণিঃ তরুণতিমিরনীলব্যালযজ্ঞোপবীতঃ। কৃতসময়সপর্য্যাবিঘ্নবিচ্ছেদ-হেতুর্জ্জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্॥

দক্ষিণে যোগিনীঃ ধ্যায়েৎ। ওঁ যোগিন্যঃ কামরূপাঃ সকলভুবনভূতাস্তুপকার্য্যৈকরক্তা মত্তাঃ কঙ্কালমালাকলিতগলতটীরক্তবস্ত্রোত্তরীয়াঃ। শূলং পাশং কপালং শৃণিমপি বিধৃতাঃ হস্তিতাঃ সুপ্রসন্না ভক্তানাং সাধকানামভিলষিতফলং দীয়মানাঃ সুবেশাঃ। ইতি ধ্যাত্বা যাঁ ইতি বীজেন পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং পূর্ব্ববৎ বলিং দদ্যাদনেন। ওঁ ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণ্ডতো বা দিবি গগন-

ততঃ শিবায়ৈ বিধিবৎ বলিমেকং প্রকল্পয়েৎ।
গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে শিবে কালাগ্নিরূপিণি ॥ ৬১ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং শিবায়ৈ ফেৎকারিকায়ৈ বিধিবদেকং বলিং প্রকল্পয়েৎ দদ্যাৎ। শিবায়ৈ বলিদানস্য মন্ত্রমাহ সার্দ্ধেন, গৃহ্ণেতি। গৃহ্ণ দেবি মহাভাগে ইত্যাদ্যুক্ত্বা মূলমন্ত্রং বদেৎ। তত এব বলিরিত্যুক্ত্বা পশ্চাৎ শিবায়ৈ

অনন্তর শিবাকে যথাবিধানে একটি বলি প্রদান করিবে। এই শিবাবলি

তলে ভূতলে নিষ্কলে বা পাতালে বা বনে বা সলিলপবনয়োর্যত্র কুত্র স্থিতা বা। ক্ষেত্রে পীঠোপপীঠাদিষু চ কৃতপদা ধূপদীপাদিকেন প্রীতা দেব্যঃ সদা নঃ শুভবলিবিধিনা পান্তু বীরেন্দ্রবন্দ্যাঃ। যাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা সর্ব্বযোগিনীভ্যো হুঁ ফট্ স্বাহা এষ বলিঃ যোগিনীভ্যো নমঃ।

পশ্চিমে ক্ষেত্রপালং ধ্যায়েৎ। ওঁ চঞ্চৎকপালস্রুক্পাশশূলদণ্ডমুদ্গর‌ডমরুডমরুকমণ্ডলুপাণিবরং নীলাঞ্জনপ্রচয়পুঞ্জমিব প্রসন্নং শ্রীক্ষেত্রনাথকমহং সততং ভজামি। ইতি ধ্যাত্বা বলিপাত্রমূলেন পাদ্যাদিভিঃ ক্ষাং ইতি বীজেন পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য বামহস্তকৃতমুষ্টিঃ সরলাকারতর্জ্জন্যা পূর্ব্ববৎ বলিং দদ্যাদনেন। ওঁ নগ্নদং মুক্তকেশং রবিশশিনয়নং পিঙ্গলং কেশভারং হস্তে হস্তে প্রচণ্ডং অসিপিশিতযুতং বামহস্তে কপালং। ক্রীড়ন্তং মাতৃচক্রে কহকহ-হসিতং নাগযজ্ঞোপবীতং ত্র্যক্ষং সিদ্ধনাথং প্রহসিতবদনং ভৈরবং ক্ষেত্রপালম্ ॥ ওঁ ক্ষাঁ ক্ষীঁ ক্ষূঁ ক্ষৈঁ ক্ষৌঁ ক্ষঃ হূঁ স্থং ক্ষেত্রপাল মুকুটখর্পরমুণ্ডমালাবিভূষণ মহাভীমরূপধর বর্দ্ধিকেশ জয় জয় দিগম্বর মহাভূতপরিবারসংত্রাসকর অগ্নিনেত্র মদ্যপানমদোন্মত্ত ত্রিশূলায়ুধ শৃঙ্গীবাদনতৎপর এহি এহি মম সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় সর্ব্বোপচারসহিতং ইমং বলিং গৃহাণ হুঁ ফট্ স্বাহা ক্ষাঃ এষ বলিঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। ইত্যনেন বলিং দত্বা প্রণমেৎ।—যোঽস্মাৎক্ষেত্রনিবাসী চ ক্ষেত্রপালস্য কিঙ্করঃ। প্রীতোঽস্তু বলিদানেন সর্ব্বরক্ষাং করোতু মে ॥

উত্তরে গণেশং ধ্যায়েৎ ধ্যানং যথা। সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বীজপূরাভিরামম্। বালেন্দুদ্যোতমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্। ইতি ধ্যাত্বা গং ইতি বীজেন পূর্ব্ববৎ সংপূজ্য গজতুণ্ডাখ্যমুদ্রয়া (দণ্ডাকারাঙ্গুলীমধ্যাঙ্গুষ্ঠয়া) পূর্ব্ববদ্বলিং দদ্যাদনেন ওঁ গাঁ গীঁ গূঁ গৈঁ গৌঁ গঃ গণপতয়ে বরবরদ সর্ব্বজনং মে বশমানয় (ধূপাদিসহিতং) বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা, গং এষ বলিঃ গণেশায় নমঃ। ৪।

স্ববামে মণ্ডলং কৃত্বা ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ব্যাপকমণ্ডলায় নমঃ, ইতি মণ্ডলং সংপূজ্য তত্র বলিং নিধায় হ্রীঁ ইত্যভিমন্ত্র্য তত্র গন্ধপুষ্পধূপাদিনা হ্রীঁ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ, ইতি মন্ত্রেণ সংপূজ্য, হুঁ সর্ব্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো হুঁ ফট্ নমঃ, এষ বলিঃ সর্ব্বভূতেভ্যো নমঃ। ইতি পূর্ব্বং

সহস্রারে মহাপদ্মে সুষুম্নাব্রহ্মবর্ত্মনা।
নীত্বা বানন্দিতাং কৃত্বা বৃহন্নিশ্বাসবর্ত্মনা।
দীপাদ্দীপান্তরমিব তত্র পুষ্পে নিযোজ্য চ ॥ ৬৫ ॥
যন্ত্রে নিধাপয়েন্মন্ত্রী দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্‌ ॥ ৬৬॥
দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে।
যাবৎ ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥ ৬৭ ॥
ক্রীমাদ্যে কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহ।
ইহাগচ্ছ দ্বিধা প্রোক্তা ইহ তিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ ॥৬৮॥

সহস্রারে ইত্যাদি। স্বহৃদয়াম্ভোজে ধ্যাত্বা চাদ্যাং কালীন্ততঃ সুষুম্না যা নাড়ী তদ্রূপেণ ব্রহ্মবর্ত্মনা সহস্রারে মহাপদ্মে নীত্বা প্রাপষ্য সুধয়ামলয়া সানন্দিতামানন্দযুতাঞ্চ কৃত্বা দীপাদ্দীপান্তরমিবান্যং দীপমিব তস্যা এব কাল্যাঃ সকাশাদপরামাদ্যাং কালীং বৃহন্নিশ্বাসবর্ত্মনা নাসাপুটেন বহিরানীয় তৎ পাণিসংস্থে পুষ্পে নিযোজ্য সংস্থাপ্য চ দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতো মন্ত্রী হস্তস্থপুষ্পস্থাপিতাং দেবীং যন্ত্রে নিধাপয়েৎ। ততঃ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বেষ্টদেবতাং প্রার্থয়েৎ ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

কিং প্রার্থয়েত্তত্রাহ, দেবেশীত্যাদি ॥ ৬৭ ॥

ক্রীমাদ্যে ইত্যাদি। ক্রীমাদ্যে কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহেতি

নাড়ীর অন্তর্গত ব্রহ্মবর্ত্ম (ব্রহ্মনাড়ী) দ্বারা (হৃদয়কমলস্থিত ভগবতীকে) সহস্রারনামক মহাপদ্মে লইয়া গিয়া, (পরমশিবের সহিত সামরস্য-সম্ভূত সুধা দ্বারা) তাঁহাকে সন্তর্পিতা ও আনন্দিতা করিয়া, সুষুম্না-বাহিত শ্বাস সহ প্রদীপ হইতে প্রজ্জ্বালিত অপর প্রদীপের ন্যায়, ভগবতী হইতে আবির্ভূতা অপরা ভগবতীকে করস্থ সেই পুষ্পে সংস্থানপূর্ব্বক " মন্ত্র-প্রয়োগনিপুণ সাধক দৃঢ়ভক্তি-সহকারে ঐ পুষ্প, যন্ত্রে স্থাপন করিবেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিবে যে," দেবদেবি! ভক্তিসুলভে! আমি যে পর্য্যন্ত তোমার পূজা করিব, সেই পর্য্যন্ত তুমি পরিবারগণ পরিবৃত হইয়া এই স্থানে সুস্থির ভাবে অবস্থান কর।"

প্রথমতঃ 'ক্রীঁ' এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক, 'আদ্যে কালিকে দেবি পরিবা-

ইহশব্দাৎ সন্নিধেহি ইহ সন্নিপদাত্ততঃ।
রুধ্যস্বপদমাভাষ্য মম পূজাং গৃহাণ চ ॥ ৬৯ ॥
ইত্থমাবাহনং কৃত্বা দেব্যাঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ৭০ ॥
আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ বহ্নিজায়া-প্রতিষ্ঠামন্ত্র ঈরিতঃ।
অমুষ্যা দেবতায়াশ্চ প্রাণা ইহ ততঃ পরম্।
প্রাণা ইতি ততঃ পঞ্চ বীজানি তদনন্তরম্ ॥ ৭১ ॥

প্রাচ্য ততো দ্বিধা দ্বিবারমিহাগচ্ছেতি চ প্রোচ্য ততঃ পুনর্দ্বিধা ইহ তিষ্ঠেতি প্রাচ্য ততঃ পুনরিহশব্দাৎ সন্নিধেহীতি প্রোচ্য তত ইহ সন্নীতিপদাৎ রুদ্ধ্যস্বতিপদমাভাষ্য ততো মম পূজাং গৃহাণেতি বদেৎ। সকলপদযোজনয়া ক্রীঁ আদ্যে কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহেহাগচ্ছেহাগচ্ছেহ তিষ্ঠেহ তিষ্ঠেহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব মম পূজাং গৃহাণেতি মন্ত্রো জাতঃ। ইত্থমনেন প্রকারেণানেন মন্ত্রেণ দেব্যা আবাহনং কৃত্বা তস্যা এব প্রাণান্ প্রতিষ্ঠয়েৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥

নন্বু কেন মন্ত্রেণ দেব্যাঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠয়েদিত্যপেক্ষায়াং প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রমাহ চতুর্ভিঃ, আমিত্যাদি। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীমিত্যুক্ত্বা বহ্নিজায়া স্বাহা

বাদিভিঃ সহ 'ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ' ইহা উচ্চারণ করিয়া 'ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ' পাঠ করিতে হইবে।[৬৮] পরে 'ইহ সন্নিধেহি' ইহা পাঠ করিয়া 'ইহ সন্নিরুধ্যস্ব' এই পদ পাঠ পূর্ব্বক মম পূজাং গৃহাণ' ইহা পাঠ করিতে হইবে।[৬৯] এইরূপে (আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে) দেবীর আবাহনাদি করিয়া (১৩৯), প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।[৭০] প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র কথিত হইতেছে।—'আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ' ইহা উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ উক্ত পঞ্চবীজ উচ্চারণ করিবে।[৭১] অনন্তর 'আদ্যাকালীদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ'

---

(১৩৯)—ক্রীঁ আদ্যে কালিকে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব মম পূজাং গৃহাণ, এই মন্ত্র দ্বারা ভগবতীর আবাহনাদি করিবে। এই স্থলে আবাহনী-মুদ্রা প্রভৃতি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয়। পরন্তু সম্মুখীকরণী মুদ্রা প্রদর্শনের বাক্য এই মন্ত্রে উল্লেখ নাই। 'ইহ সন্নিরুধ্যস্ব' এই মন্ত্র পাঠে সন্নিরোধিনী মুদ্রা প্রদর্শনের পর 'ইহ সম্মুখীভব' এই বলিয়া সম্মুখীকরণীমুদ্রা প্রদর্শনই অন্যান্য তন্ত্রে বিহিত হইয়াছে। উক্ত মুদ্রাপঞ্চকের বিবরণ অস্মৎকৃত নিত্যপূজাপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

অমুষ্যা জীব ইহ চ স্থিত ইত্যুচ্চরেৎ পুনঃ।
পঞ্চ বীজান্যমুষ্যাশ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৭২ ॥
পুনস্তৎপঞ্চবীজানি অমুষ্যাবচনাৎ ততঃ।
বাঙ্‌মনোনয়নঘ্রাণ-শ্রোত্রত্বক্‌পদতো বদেৎ ॥ ৭৩ ॥
প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরন্তিষ্ঠন্তু ঠদ্বয়ম্‌ ॥ ৭৪ ॥
ইতি ত্রিধা যন্ত্রমধ্যে লেলিহানাখ্যমুদ্রয়া।
সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রাণান্‌ কৃতাঞ্জলিপুটো বদেৎ ॥৭৫॥

বক্তব্যা। ততোঽমুষ্যা দেবতায়াঃ প্রাণা ইহেত্যুক্ত্বা ততঃ পরং প্রাণা ইত্যুচ্চরেৎ। ততঃ আঁ হ্রীমিত্যাদীনি পঞ্চ বীজানি বদেৎ। তদনন্তরমমুষ্যা জীব ইহ স্থিত ইত্যুচ্চরেৎ। পুনস্তান্যেব পঞ্চ বীজানি বদেৎ। ততোঽমুষ্যাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণীতি বদেৎ। পুনস্তানি পঞ্চ বীজানি বদেৎ। ততোঽমুষ্যাবচনাৎ কথনাৎ পরং বাঙ্‌মনোনয়নঘ্রাণশ্রোত্রত্বক্‌পদং বদেৎ। তস্মাচ্চ পদাৎ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরন্তিষ্ঠন্তিতি বদেৎ। ততঃ ঠদ্বয়ং স্বাহেতি বদেৎ। সকলপদযোজনয়া আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়া জীব ইহ স্থিতঃ। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়া সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়া বাঙ্‌মনোনয়নঘ্রাণশ্রোত্রত্বক্‌প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরন্তিষ্ঠন্তু স্বাহেতি প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্র ঈরিতঃ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥

ইতীত্যাদি। ইত্যনেনৈব প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ ত্রিধা বারত্রয়ং গুরূপদিষ্টয়া লেলিহানাখ্যমুদ্রয়া যন্ত্রমধ্যে দেব্যাঃ প্রাণান্‌ বিধিবৎ সংস্থাপ্য কৃতাঞ্জলিপুটঃ

ইহা উচ্চারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পঞ্চবীজ উচ্চারণ করিয়া 'আদ্যাকালীদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে।[৭২] পুনর্ব্বার পঞ্চবীজ উচ্চারণ করিয়া 'আদ্যাকালীদেবতায়াঃ বাঙ্‌মনোনয়নঘ্রাণশ্রোত্রত্বক' ইহা পাঠ করিবে। পরে 'প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা' ইহা পাঠ করিবে (১৪০)।[৭৩]

---

(১৪২)—প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র যথা। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ শ্রীঁ স্বাহা আদ্যাকালীদেবতায়াঃ বাঙ্‌মনোনয়নঘ্রাণশ্রোত্রত্বক্‌প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ ।
ততঃ সংপূজয়েদ্দেবীং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ৭৭ ॥
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণে ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনে তথা ॥ ৭৮ ॥
অমৃতঞ্চৈব তাম্বূলং তর্পণঞ্চ নতিক্রিয়া ।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়াম্ উপচারাংশ্চষোড়শ ॥ ৭৯ ॥
আদ্যাবীজমিদং পাদ্যং দেবতায়ৈ নমঃ পদম্ ।
পাদ্যঞ্চরণয়োর্দ্দদ্যাৎ শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৮০ ॥

স্বাহা হুঁ শিখায়ৈ বষট্ হৈং কবচায় হুঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রৈর্দেব্যাঃ সকলীকৃতিঃ সমস্তীকরণং বিধেয়ম্ । সকলীকরণং যথা। দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাস্যঃ স্যাৎ সকলিকৃতিরিতি ॥ ৭৭ ॥

তানেব ষোড়শোপচারান্ দর্শয়তি, পাদ্যেত্যাদিনা ॥ ৭৮ ॥

অমৃতমিত্যাদি । অমৃতং মদ্যম্ । প্রযোজয়েৎ নিবেদয়েৎ ॥ ৭৯ ॥

অথ ক্রমতঃ পাদ্যাদিষোড়শোপচারসমর্পণবিধিমাহ, আদ্যাবীজমিত্যাদিভিঃ। আদ্যাবীজমুক্ত্বা ইদং পাদ্যং দেবতায়ৈ নম ইতি পদং বদেৎ । যোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেদং পাদ্যমাদ্যাকালীদেবতায়ৈ নম ইতি মন্ত্রো জাতঃ । অনেন মন্ত্রেণ দেব্যাশ্চরণয়োঃ পাদ্যং দদ্যাৎ। স্বাহা পদেন স্বাহাপদঘটিতেন হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেদমর্ঘ্যমাদ্যায়ৈ কাল্যৈ স্বাহেতি মন্ত্রেণ দেব্যাঃ শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৮০ ॥

তেছে—) পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়[৭৮] অমৃত, তাম্বূল, তর্পণ ও নমস্কার ; দেবীপূজার সময় এই ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে।[৭৯] (উপচার প্রদানের নিয়ম যথা—) প্রথমে আদ্যাবীজ উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ 'ইদং পাদ্যং আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবীর চরণদ্বয়ে পাদ্য প্রদান করিবে। পরে ঐরূপ (নমঃ শব্দের পরিবর্ত্তে) স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা মস্তকে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে হইবে।[৮০] অনন্তর মতিমান্ সাধক ঐরূপ স্বধান্ত মন্ত্র দ্বারা মুখে

হৈঁ কবচায় হুঁ । হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ । ইত্যাদি মুদ্রায় বা পুষ্পদ্বারা দেবতার ঐরূপ অঙ্গে ন্যাস করিতেহইবে।

স্বাহাপদেন, মতিমান্ স্বধেত্যাচমনীয়কম্।
মুখে নিযোজয়েৎ মন্ত্রী মধুপর্কং মুখাম্বুজে।
বংস্বধেতি সমুচ্চার্য্য পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ৮১ ॥
স্নানীয়ং সর্ব্বগাত্রেষু বসনং ভূষণানি চ।
নিবেদয়ামি মনুনা দদ্যাদেতানি দেশিকঃ ॥ ৮২ ॥
মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ গন্ধন্দদ্যাদ্ধৃদম্বুজে।
নমোঽন্তেন চ মন্ত্রেণ বৌষডন্তেন পুষ্পকম্ ॥ ৮৩ ॥

স্বাহেত্যাদি। স্বাহাপদেনেতি পূর্ব্বান্বয়ি মতিমান্মন্ত্রী স্বধেতিপদঘটিতেন হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদমাচমনীয়মাদ্যায়ৈ কাল্যৈ স্বধেতি মন্ত্রেণ দেব্যা মুখে আচমনীয়কং নিযোজয়েদ্দদ্যাৎ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা এষ মধুপর্ক আদ্যায়ৈ কাল্যৈ স্বধেতিমন্ত্রেণ দেব্যা মুখাম্বুজে মধুপর্কং নিযোজয়েৎ। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেদমাচমনীয়মাদ্যায়ৈ কাল্যৈ বং স্বধেতি সমুচ্চার্য্য পুনর্দেবীমুখে আচমনীয়কং নিযোজয়েৎ ॥ ৮১ ॥

স্নানীয়মিত্যাদি। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেদং স্নানীয়মিদং বসনমেতানি ভূষণানি চাদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ নিবেদয়ামীতি মনুনা এতানি স্নানীয়াদীনি দেব্যাঃ সর্ব্বগাত্রেষু দেশিকঃ সাধকো দদ্যাৎ ॥ ৮২ ॥

মধ্যমেত্যাদি। নমোঽন্তেন হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা এষ গন্ধ আদ্যায়ৈ কাল্যৈ নম ইতি মন্ত্রেণ দেব্যা হৃদম্বুজে মধ্যমানামিকাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং গন্ধং দদ্যাৎ। বৌষডন্তেন হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহেদং পুষ্পমাদ্যায়ৈ কাল্যৈ বৌষডিতি মন্ত্রেণ দেব্যৈ পুষ্পকং দদ্যাৎ ॥ ৮৩ ॥

আচমনীয় প্রদান করিবেন। পরে উক্ত মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ সাধক দেবীর মুখকমলে মধুপর্ক প্রদান করিবেন। পরে স্বধার পরিবর্ত্তে মন্ত্রান্তে 'বংস্বধা' উচ্চারণ করিয়া দেবীর মুখে পুনরাচমনীয় প্রদান করিবে।[৮১] অনন্তর সাধক, মন্ত্রান্তে নিবেদয়ামি' এই বাক্য দ্বারা দেবীর সর্ব্বগাত্রে স্নানীয় বসন ও ভূষণ প্রদান করিবেন।[৮২] পরে নমোঽন্ত মন্ত্রে মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা দেবীর হৃদয়কমলে গন্ধ প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর মন্ত্রের অন্তে 'বৌষট্' এই পদ উচ্চারণ

ধূপদীপৌ চ পুরতঃ সংস্থাপ্য প্রোক্ষণাদিভিঃ।
নিবেদয়ামি মন্ত্রেণ উৎসৃজ্য তদনন্তরম্ ॥ ৮৪ ॥
জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহেতিমন্ত্রপূর্ব্বকম্।
সংপূজ্য ঘণ্টাং বামেন বাদয়ন্ দক্ষিণেন তু ॥ ৮৫ ॥
ধূপং গৃহীত্বা মতিমান্ নাসিকাধো নিযোজয়েৎ।
দীপন্তু দৃষ্টিপর্য্যন্তং দশধা ভ্রাময়েৎ পুরঃ ॥ ৮৬ ॥

ধূপেত্যাদি। পুরতো দেব্যগ্রে ধূপদীপৌ সংস্থাপ্য প্রোক্ষণাদিভিঃ সংশোধ্য চ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা এতৌ ধূপদীপাবাদ্যায়ৈ কাল্যৈ নিবেদয়ামীতি মন্ত্রেণোৎসৃজ্য দেব্যৈ সমর্প্য চ তদনন্তরম্ এতে গন্ধপুষ্পে জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি মন্ত্রপূর্ব্বকং ঘণ্টাং সংপূজ্য বামেন হস্তেন তাং ঘণ্টাং বাদয়ন্ সন্ দক্ষিণেন হস্তেন ধূপং গৃহীত্বা মতিমান্ সাধকো দেব্যা নাসিকায়া অধো নিযোজয়েন্নিবেদয়েৎ। দীপন্তু পুরো দেব্যগ্রে পাদমারভ্য দৃষ্টিপর্য্যন্তং দশধা দশবারং ভ্রাময়েৎ ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

পূর্ব্বক পুষ্প (ও বিল্বপত্র) প্রদান করিবে।[৮৩] অতঃপর ধূপ ও দীপ প্রজ্বালিত করিয়া সম্মুখে সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রোক্ষণাদি দ্বারা সংশোধিত করিয়া মন্ত্রের অন্তে 'নিবেদয়ামি' এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক উৎসর্গ করিবে।[৮৪] অনন্তর 'জয়ধ্বনি-মন্ত্রমাতঃ স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা ঘণ্টা পূজা করিয়া উহা বাম হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হস্তে[৮৫] (উক্ত নিবেদিত) ধূপ গ্রহণ করিয়া (গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে) সাধক ব্যক্তি দেবীর নাসিকার নিম্ন পর্য্যন্ত উত্থাপিত করিয়া দশবার ভ্রামিত করিবেন। পরে (ঐ ধূপ দেবীর বাম দিকে রাখিয়া উক্তরূপে নিবেদিত) দীপ গ্রহণ পূর্ব্বক (গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে) দেবীর সম্মুখে চরণ অবধি চক্ষু পর্য্যন্ত দশবার ঘুরাইবে। (পরে ঐ দীপ দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করিতে হইবে (১৪৩)।)[৮৬]

---

(১৪৩)—প্রয়োগ যথা। 'হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদং পাদ্যং আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর চরণকমলে পাদ্য প্রদান করিবে। পরে 'হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদম্ অর্ঘ্যম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর

ততঃ পাত্রঞ্চ শুদ্ধিঞ্চ সমাদায় করদ্বয়ে।
মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রী যন্ত্রমধ্যে নিবেদয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং পানপাত্রং শুদ্ধিং মাংসাদিকঞ্চ করদ্বয়ে সমাদায় গৃহীত্বা মূলং মন্ত্রং তদন্তে ইদং মধ্বাদিমাং শুদ্ধিকাদ্যাযৈ কাল্যৈ নিবেদয়ামীতি সমুচ্চরন্ মন্ত্রী যন্ত্রমধ্যে দেব্যৈ নিবেদয়েৎ। ৮৭।

অনন্তর বাম হস্তে (পানপাত্র মুদ্রা বা ত্রিখণ্ড-মুদ্রা দ্বারা) পানপাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে শুদ্ধি অর্থাৎ মাংসাদি গ্রহণ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবীকে নিবেদন করিয়া যন্ত্রমধ্যে সমর্পণ করিবে (১৪৪)।৮৭ (তদনন্তর এইরূপ প্রার্থনা করিবে যে) কোটি কোটি কল্পের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণি জননি! আমি

মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। 'হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদম্ আচমনীয়ম্ আদ্যা-কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর মুখে আচমনীয় নিবেদন করিবে। উপচার দানে এইরূপে সর্ব্বত্র প্রথমে বীজমন্ত্র, পরে দেয় দ্রব্যের উল্লেখ, তৎপরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম ও পরিশেষে যথোক্ত ত্যাগাত্মক বাক্য প্রয়োগ করিয়া সমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে 'এষ মধুপর্কঃ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ স্বধা' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর মুখপদ্মে মধুপর্ক প্রদান করিবে। 'ইদং পুনরাচমনীয়ম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বং স্বধা' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবীর মুখে পুনরাচমনীয় প্রদান করিবে। 'ইদং বাসনীয়ম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র প্রদান করিবে। 'এতানি ভূষণানি আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি' এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ প্রদান করিবে। 'এষ গন্ধঃ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা দেবীর হৃদয়কমলে গন্ধ প্রদান করিবে। 'ইদং সচন্দনপুষ্পম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবীকে পুষ্প প্রদান করিবে; (ইদং সচন্দনবিল্বপত্রম্ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বিল্বপত্র প্রদান করিতে হইবে।) 'এষ ধূপঃ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' 'এষ দীপঃ আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দেবীকে ধূপ দীপ সমর্পণ করিবে।

(১৪৪)—মন্ত্র যথা। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইদম্ আসবম্ ইমাং শুদ্ধিঞ্চ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ নিবেদয়ামি। অথবা, বীজ পাঠ পূর্ব্বক, ইদং শুদ্ধিসহিতমমৃতম্ আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ নিবেদয়ামি।

পরমং বারুণীকল্পং কোটিকল্পান্তকারিণি ।
গৃহাণ শুদ্ধিসহিতং দেহি মে মোক্ষমব্যয়ম্ * ॥ ৮৮ ॥
ততঃ সামান্যবিধিনা পুরতো মণ্ডলং লিখেৎ ।
তস্যোপরি ন্যসেৎ পাত্রং নৈবেদ্যপরিপূরিতম্ ॥ ৮৯ ॥
প্রোক্ষণঞ্চাবগুণ্ঠঞ্চ রক্ষণঞ্চামৃতীকৃতম্ ।
মূলেন সপ্তধামন্ত্র্য অর্ঘ্যাদ্ভির্বিনিবেদয়েৎ ॥ ৯০ ॥

ততঃ প্রার্থনাবাক্যমাহ, পরমমিত্যাদি । বারুণীকল্পঃ মদ্যম্ ॥ ৮৮ ॥

তত ইত্যাদি । ততোঽনন্তরং সামান্যবিধিনা সাধারণবিধানেন পুরতোঽগ্রে ত্রিকোণঞ্চতুষ্কোণং বা মণ্ডলং লিখেৎ । তস্য মণ্ডলস্যোপরি নৈবেদ্যপরিপূরিতং পাত্রং ন্যসেৎ স্থাপয়েৎ ॥ ৮৯ ॥

প্রোক্ষণমিত্যাদি । তৎপাত্রস্থস্য নৈবেদ্যস্য ফটা প্রোক্ষণং হুঁ বীজেনাবগুণ্ঠনং বেষ্টনং ফটৈব রক্ষণং ধেনুমুদ্রয়া বঁ বীজেনামৃতীকৃতমমৃতীকরণঞ্চ বিদধ্যাৎ । ততো মূলমন্ত্রেণ সপ্তধা তন্নৈবেদ্যমামন্ত্র্যার্ঘ্যাদ্ভিরর্ঘ্যজলৈর্দেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৯০ ॥

তোমাকে (উৎকৃষ্ট রসায়ন) এই পরম বারুণীকল্প অর্থাৎ শুদ্ধির সহিত মদ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর, এবং আমাকে শাশ্বত মোক্ষপদ প্রদান কর।৮৮ পরে সামান্য বিধানে একটি (ত্রিকোণ-বৃত্ত-চতুরস্র বা কেবল ত্রিকোণ) মণ্ডল সম্মুখে অঙ্কিত করিয়া, তদুপরি নৈবেদ্য পরিপূরিত পাত্র স্থাপন করিবে।৮৯ পরে ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা নৈবেদ্য প্রোক্ষিত করিয়া হুঁ এই বীজ দ্বারা অবগুণ্ঠন মুদ্রায় অবগুণ্ঠিত করিবে। পরে ফট্' এই মন্ত্র দ্বারাই উহার রক্ষাবিধান করিয়া 'বঁ' বীজ পাঠ পূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনে উহার অমৃতীকরণ করিবে। পরে (মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্ব্বক তদুপরি) সপ্তবার মূলমন্ত্র জপ দ্বারা উহা অভিমন্ত্রিত করিয়া অর্ঘ্যজল দ্বারা উহা দেবীকে নিবেদন করিবে।৯০ (নিবেদন মন্ত্র এই যে,) প্রথমতঃ মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া 'এতৎ সর্ব্বোপকরণান্বিত' সিদ্ধান্নং আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি' ইহা পাঠ করিবে। পরে 'শিবে হবিরিদং জুষাণ' ইহা পাঠ করিতে হইবে। (সমুদায় পর যোজনা যায়

---

* গৃহাণ কবিতাসিদ্ধিং দেহি মে মোক্ষদায়িনি ইতি পুস্তকান্তরোক্তঃ পাঠঃ।

মূলমেতত্ত সিদ্ধান্নং সর্ব্বোপকরণান্বিতম্‌।
নিবেদয়ামীষ্টদেব্যৈ জুষাণেদং হবিঃ শিবে ॥ ৯১ ॥
ততঃ প্রাণাদিমুদ্রাভিঃ পঞ্চভিঃ প্রাশয়েদ্ধবিঃ ॥৯২ ॥
বামে নৈবেদ্যমুদ্রাঞ্চ বিকচোৎপলসন্নিভাম্‌।
দর্শয়েন্মূলমন্ত্রেণ পানার্থং তীর্থপূরিতম্‌ ॥ ৯৩ ॥

নৈবেদ্যনিবেদনমন্ত্রমাহৈহকেন, মূলমিত্যাদি। পূর্ব্বং মূলং বদেৎ। তত তৎ সর্ব্বোপকরণান্বিতং সিদ্ধান্নমিষ্টদেবতায়ৈ নিবেদয়ামীতি বদেৎ। ততঃ শিবে হবিরিদং জুষাণেতি বদেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা এতৎ সর্ব্বোপকরণান্বিতং সিদ্ধান্নমিষ্টদেবতায়ৈ নিবেদয়ামি শিবে হবিরিদং জুষাণেতি মন্ত্রো নৈবেদ্যসমর্পণাযাসীৎ। সিদ্ধান্নমিত্যামান্নস্যাপ্যুপলক্ষণম্‌ ॥ ৯১ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা সমানায় স্বাহা উদানায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহেতি মন্ত্রৈর্গুরূপদিষ্টাভিঃ পঞ্চভিঃ প্রাণাদিমুদ্রাভির্দেবীং হবিঃ প্রাশয়েৎ ভোজয়েৎ ॥ ৯২ ॥

"হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা এতৎ সর্ব্বোপকরণান্বিতং সিদ্ধান্নং আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি—শিবে হবিরিদং জুষাণ" এই মন্ত্র হইবে। আমান্ন স্থলে সিদ্ধান্ন না বলিয়া আমান্ন পদের উল্লেখ করিতে হইবে।[৯১]

অনন্তর (প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া) প্রাণাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক (১৪৫ দেবীকে ঐ নৈবেদ্য ভোজন করাইবে।[৯২] পরে বাম হস্ত প্রফুল্লপঙ্কজসদৃশ করিয়া নৈবেদ্যমুদ্রা (গ্রাসমুদ্রা) প্রদর্শন করিবে(১৪৬)। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পানার্থ মদ্যপূরিত[৯৩] কলশ

(১৪৫)—প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা যথা,—অনামা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে 'প্রাণায় স্বাহা'; তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে 'অপানায় স্বাহা'; কনিষ্ঠা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে 'সমানায় স্বাহা'; অনামা, মধ্যমা, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে 'উদানায় স্বাহা' এবং সমুদায় অঙ্গুলিযোগে 'ব্যানায় স্বাহা'। দক্ষিণহস্তে উক্ত সমুদায় অঙ্গুলির অগ্রভাগমাত্র যোগে মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক যথোক্ত পঞ্চগ্রাসের মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে। এই মুদ্রাবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম ও প্রণালী দৃষ্ট হয়। তৎসমুদায় অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

(১৪৬)—বাম হস্তে প্রফুল্লপঙ্কজসদৃশ যে মুদ্রার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নৈবেদ্য

কলশং বিনিবেদ্যাথ পুনরাচমনীয়কম্।
ততঃ শ্রীপাত্রসংস্থেনা-মৃতেন তর্পয়েৎ ত্রিধা ॥ ৯৪ ॥
উত্তমাঙ্গ* হৃদাধার-পাদসর্ব্বাঙ্গকেষু চ।
পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৯৫ ॥
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্।
তবাবরণদেবাংশ্চ পূজয়ামি নমো বদেৎ ॥ ৯৬ ॥

বাম ইত্যাদি। বাম হস্তে বিকচোৎপলসন্নিভাং প্রফুল্লপঙ্কজতুল্যাং নৈবেদ্য-মুদ্রাঞ্চ দেবীং দর্শয়েৎ। ততো মূলমন্ত্রেণ তীর্থপূরিতং মদ্যেন পূরিতং কলশং পানার্থং দেব্যৈ নিবেদ্য পুনরাচমনীয়কং দদ্যাৎ। ততোঽনন্তরং শ্রীপাত্রসংস্থেনা-মৃতেন সুরয়া ত্রিধা ত্রিবারং পূর্ব্ববদ্দেবীং তর্পয়েৎ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

উত্তমাঙ্গেত্যাদি। ততো দেশিকঃ সাধকো দেব্যাঃ উত্তমাঙ্গে মস্তকে হৃদয়ে আধারদেশে পাদয়োঃ সর্ব্বাঙ্গেষু চ মূলমন্ত্রেণ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা কৃতা-ঞ্জলিপুটো ভূত্বেষ্টদেবতাং প্রার্থয়েৎ। যৎ প্রার্থয়েত্তদাহার্দ্ধেন তবেতি। তবা-বরণদেবানিত্যুক্ত্বা পূজয়ামি নম ইতি প্রার্থনাবাক্যমাসীৎ ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

নিবেদন করিয়া (১৪৭) দেবীকে পুনরাচমনীয় প্রদান করিবে। তদনন্তর শ্রীপাত্র-স্থিত অমৃত দ্বারা তিনবার ভগবতীর তর্পণ করিবে।[৯৪] পরে সাধক মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবীর শিরোদেশে, হৃদয়ে, মূলাধারে, চরণযুগলে এবং সর্ব্বাঙ্গে, এই পঞ্চ স্থানে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া[৯৫] কৃতাঞ্জলিপুটে ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিবেন যে, '(দেবি আজ্ঞাপয়) তব আবরণদেবাংশ্চ পূজয়ামি নমঃ' অর্থাৎ দেবি! অনুমতি কর তোমার আবরণদেবতাগণেরও পূজা করি।[৯৬] পরে যন্ত্রের অগ্নিকোণ, নৈঋতকোণ, বায়ুকোণ ও ঈশানকোণ

---

* উত্তমাঙ্গম্ ইতি পাঠো বহুপুস্তকেষু দৃশ্যতে।

মুদ্রা নহে, তাহার নাম গ্রাস মুদ্রা। (দক্ষিণ হস্তের) পঞ্চাঙ্গুলি অগ্রভাগে সংলগ্ন ও অধোমুখ করিয়াই ঊর্দ্ধমুখ করিতে হইবে। এইরূপ তিনবার করিলেই নৈবেদ্যমুদ্রা হইবে। প্রমাণ অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

(১৪৭)—মন্ত্র যথা। (বীজ) ইদং পানার্থমমৃতং শ্রীমাদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি।

অগ্নিনৈর্ঋতিবায়ীশ-পুরতঃ পৃষ্ঠতঃ ক্রমাৎ।
ষড়ঙ্গানি চ সংপূজ্য গুরুপংক্তীঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯৭ ॥
গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুস্তথা।
পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চৈব যজেৎ কুলগুরূনিমান্ ॥ ৯৮ ॥

আবরণদেবানাং পূজায়াঃ প্রকারং দর্শয়তি, অগ্নীত্যাদিভিঃ। অগ্নিনৈর্ঋতি-বায়ীশপুরতঃ পৃষ্ঠতঃ যন্ত্রস্যাগ্নিকোণে নৈর্ঋতকোণে বায়ুকোণে ঈশানকোণে যতোঽগ্রে পৃষ্ঠতঃ পশ্চাদ্ভাগে চ ক্রমতঃ হ্রাঁ নমঃ হ্রীঁ নমঃ হূঁ নমঃ হ্রৈঁ নমঃ হ্রৌঁ নমঃ হ্রঃ নমঃ ইতিমন্ত্রৈঃ ষড়ঙ্গানি ষড়ঙ্গদেবতানি সংপূজ্য গুরুপংক্তীর্গুরু-শ্রেণীঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯৭ ॥

গুরুপংক্তীরেব দর্শয়ন্নাহ, গুরুঞ্চেত্যাদি। ওঁ গুরবে নমঃ ওঁ পরমগুরবে নমঃ ওঁ পরাপরগুরবে নমঃ ওঁ পরমেষ্ঠিগুরবে নমঃ ইতিমন্ত্রৈর্গন্ধপুষ্পাদিভির্যন্ত্র-মধ্যে গুরুং পরমাদিং পরম আদির্যস্য তথাভূতং গুরুং তথৈব পরাপরগুরুং পরমেষ্ঠি-গুরুঞ্চাপীমান্ কুলগুরূন্ ক্রমতো যজেৎ ॥ ৯৮ ॥

এবং সম্মুখপ্রদেশ ও পশ্চাদ্ভাগে ক্রমান্বয়ে ষড়ঙ্গদেবতার পূজা করিয়া (১৪৮) গুরুপংক্তির অর্চ্চনা করিবে (১৪৯)।৯৭ পরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাক্রমে গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু. এবং পরমেষ্ঠিগুরু, এই কুলগুরুচতুষ্টয়ের অর্চ্চনা

(১৪৮)—ষড়ঙ্গপূজার মন্ত্র যথা। হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ হৃদয়াঙ্গশক্তি-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ইত্যাদি ২৫০ পৃষ্ঠার অনুবাদের ১ পংক্তি হইতে ৬ পংক্তি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

(১৪৯)—গুরুপংক্তি তিন প্রকার; দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘ। প্রত্যেক দেবতার এই ত্রিবিধ গুরুপংক্তির নাম ভিন্ন ভিন্ন। পূজাযন্ত্রের বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত গুরুপংক্তির পূজা করিতে হয়। আদ্যাকালীর গুরুপংক্তির পূজাপ্রণালী যথা। (পাদুকা বা ঐঁ বীজ) এতে গন্ধপুষ্পে মহাদেবী-দেব্যম্বা-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ১, (এইরূপ) মহাদেবা-নন্দনাথ ২, মহাকালানন্দনাথ ৩, ত্রিপুরানন্দনাথ ৪, ভৈরবানন্দনাথ ৫, (ইঁহারা দিব্যৌ-ঘগুরু) ব্রহ্মানন্দনাথ ৬, পূর্ণদেবানন্দনাথ ৭, চলচ্চিত্তানন্দনাথ ৮, চলাচলানন্দনাথ ৯, কুমারানন্দনাথ ১০, ক্রোধনানন্দনাথ ১১, বরদানন্দনাথ ১২, স্মরদীপানন্দনাথ ১৩, মায়া-দেব্যম্বা ১৪, মায়াবতীদেব্যম্বা ১৫, (ইঁহারা সিদ্ধৌঘগুরু)। বিমলানন্দনাথ ১৬, কুশলানন্দনাথ ১৭, ভীমসেনানন্দনাথ১৮, সুধাকরানন্দনাথ১৯, মীনানন্দনাথ২০, গোরক্ষানন্দনাথ২১, ভোজদেবা-নন্দনাথ২২, প্রজাপত্যানন্দনাথ২৩, মূলদেবানন্দনাথ২৪, রন্তিদেবানন্দনাথ২৫, বিঘ্নেশ্বরানন্দ-

গুরুপাত্রামৃতেনৈব ত্রিস্ত্রিস্তর্পণমাচরেৎ।
ততোঽষ্টদলমধ্যে তু পূজয়েদষ্টনায়িকাঃ ॥ ৯৯ ॥
মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরাজিতা।
নন্দিনী নারসিংহী চ কৌমারীত্যষ্ট মাতরঃ ॥ ১০০ ॥

গুর্ব্বিত্যাদি। গুরুপাত্রামৃতেনৈব ত্রিস্ত্রিস্ত্রিবারঃ ত্রিবারং ক্রমতো গুরূণাং তর্পণমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। ততোঽনন্তরমষ্টদলমধ্যেঽষ্টপত্রাণামভ্যন্তরে ওঁ মঙ্গলায়ৈ নম ইত্যেবং প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিরষ্ট নায়িকাঃ পূজয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

পূজ্যা অষ্ট নায়িকা আহ. মঙ্গলেত্যাদ্যেকেন ॥ ১০০ ॥

করিয়া[২৮] পশ্চাৎ গুরুপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা তিন বার তর্পণ করিবে (১৫০)। পরে অষ্টদল মধ্যে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী এবং কৌমারী, এই অষ্টনায়িকার পূজা করিতে হইবে। [৯৯,১০০]

নাথ২৬, হুতাশনানন্দনাথ২৭, সময়ানন্দনাথ২৮, নকুলানন্দনাথ২৯, সন্তোষানন্দনাথ৩০. ইহারা মানবৌঘ গুরু। সর্ব্বত্র প্রথমে '(পাদুকা বা ঐঁ বীজ) এতে গন্ধেপুষ্পে' তৎপরে নাম ও শেষে শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। তর্পণেও ঐরূপ প্রথমে পাদুকা বা ঐঁ বীজ পরে নাম ও শেষে তর্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে মস্তকে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তর্পণ করিতে হইবে। স্ত্রীগুরু তর্পণে 'নমঃ' স্থানে 'স্বাহা' ও অধোমুখ ত্রিকোণ হইবে।

(১৫০)—এস্থলে গুরু, পরমগুরু, পরাপর গুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু এই গুরুচতুষ্টয়েরই কুলগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পরন্তু কুলগুরু স্বতন্ত্র তাঁহাদের নাম যথা। প্রহ্লাদানন্দনাথ, সনকানন্দনাথ, কুমারানন্দনাথ, বশিষ্ঠানন্দনাথ, ক্রোধানন্দনাথ, সুখানন্দনাথ, ধ্যানানন্দনাথ, এবং বোধানন্দনাথ। সহস্রারে যে স্থানে ব্রহ্মনাড়ী শেষ হইয়াছে সেই স্থানে ইঁহাদের অবস্থান।

২৮০ পৃষ্ঠা ১৩৩ সংখ্যা টিপ্পনীতে গুরুচতুষ্টয়ের পূজা ও তর্পণ ক্রম লিখিত হইয়াছে। প্রায় সমুদায় তন্ত্রে গুরু পূজাদির পর অষ্টভৈরবের পূজার পূর্ব্বে পঞ্চদশ যোগিনী ও কালিকা পূজা ও তর্পণ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পঞ্চদশ যোগিনীর পূজা যথা। যন্ত্রের মধ্যে যে সকল ত্রিকোণমণ্ডল আছে, তন্মধ্যে বাহ্য ত্রিকোণের অগ্রকোণে 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কালীকে

ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালান্‌ ভূপুরান্তঃ প্রপূজয়েৎ।
তেষামস্ত্রাণি তদ্বাহ্যে পূজয়েৎ তর্পয়েত্ততঃ ॥ ১০৩॥

ইন্দ্রেত্যাদি। ততঃ প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিরিন্দ্রাদি-দশদিক্‌পালান্‌ ভূপুরাভ্যন্তরে প্রপূজয়েৎ। তেষামিন্দ্রাদীনামস্ত্রাণি বজ্রাদীনি

নমোঽস্তু মন্ত্র দ্বারা ভূপুর মধ্যে ইন্দ্রাদি দশ:দিক্‌পালের পূজা করিয়া (১৫২)

যথা। ঐঁ হ্রীঁ অঁ অসিতাঙ্গভৈরবশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। ঐঁ হ্রীঁ অঁ অসিতাঙ্গভৈরব শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। (এইরূপ) ঐঁ হ্রীঁ ইঁ রুরু-ভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ উঁ চণ্ডভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ ঋঁ ক্রোধভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ ৯ঁ উন্মত্তভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ এঁ কপালিভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ ওঁ ভীষণভৈরব। ঐঁ হ্রীঁ অঁ সংহারভৈরব। সর্ব্বত্র অন্তে 'শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা ও 'শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রান্তে বীরপাত্র হইতে মস্তকে উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিতে করিতে তর্পণ করিতে হইবে।

(১৫২)—অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধত্যুক্ত অস্ত্রাদি সমেত ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজামন্ত্র ও তর্পণমন্ত্র যথা। (ভূপুরের মধ্যে পূর্ব্বদিকে) ওঁ লঁ। ইন্দ্র পীতবর্ণ-ঐরাবতবাহন-বজ্রহস্ত সশক্তিক সপরিবার-সুরাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। তর্পণকালে 'পূজয়ামি নমঃ' স্থলে 'তর্পয়ামি নমঃ'। (অগ্নিকোণে) ওঁ রঁ। অগ্নি-রক্তবর্ণ-মেষবাহন-শক্তিহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-তেজোধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। (ঐরূপ) ...তর্পয়ামি নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ যঁ। যম-কৃষ্ণবর্ণ-মহিষবাহন-দণ্ডহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-প্রেতাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (নৈঋতে) ওঁ ক্ষঁ। নিঋতি-ধূম্র-বর্ণ-অশ্ববাহন-খড়্গহস্ত সশক্তিক-সপরিবার-রাক্ষসাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ বঁ। বরুণ-শুক্লবর্ণ-মকরবাহন-পাশহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-জলাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ—শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ (বায়ুকোণে) ওঁ যঁ। বায়ু ধূম্রবর্ণ-মৃগবাহন-অঙ্কুশহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার প্রাণাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (উত্তরে) ওঁ কুঁ কুবের-শুক্লবর্ণ-নরবাহন-গদাহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-যক্ষাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (ঈশানে) ওঁ হঁ। ঈশান-শুক্লবর্ণ-বৃষভবাহন-শূলহস্ত সশক্তিক-সপরিবার-গণাধিপতি-আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (অধঃ অর্থাৎ নৈঋত-পশ্চিম মধ্যে) ওঁ হ্রীঁ অনন্ত-গৌরবর্ণ-গরুড়বাহন-চক্রহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার নাগাধিপতি আদ্যাকালিকা-পারিষদ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। (উর্দ্ধে বা ঈশান ও পূর্ব্বমধ্যে) ওঁ আঁ। ব্রহ্মারক্তবর্ণ-হংসবাহন-পদ্মহস্ত-সশক্তিক-সপরিবার-প্রজাধিপতি-আদ্যাকালিকা-

সর্ব্বোপচারৈঃ সংপূজ্য বলিং দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥১০৪॥
মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা।
শল্লকী শশকো গোধা কূর্ম্মঃ খড়্গী দশ স্মৃতাঃ ॥ ১০৫ ॥
অন্যানপি পশূন্ দদ্যাৎ সাধকেচ্ছানুসারতঃ ॥ ১০৬ ॥
সুলক্ষণং পশুং দেব্যা অগ্রে সংস্থাপ্য মন্ত্রবিৎ।
অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য ধেনুমুদ্রামৃতীকৃতম্ ॥১০৭॥

...ণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ তদ্বাহ্যে ভূপুরাদ্বহিঃ পূজয়েৎ। ততঃ পরম্ ওঁ ...শ্রস্তর্পয়ামি নম ইত্যেবং প্রণবাদিনা তর্পযামি নম ইত্যন্তেন নামমন্ত্রেণ ...ন্দ্রাদিদশদিক্পালাংস্তর্পয়েৎ ॥ ১০৩ ॥

সর্ব্বেত্যাদি। পাদ্যাদিভিঃ সর্ব্বোপচারৈর্দ্দেবীং সংপূজ্য সমাহিতঃ সাবধানো ...ভূত্বা দেব্যৈ বলিং দদ্যাৎ ॥ ১০৪ ॥

নন্থ বলিদানবিধৌ কঃ কঃ পশুঃ প্রশস্তঃ স্যাত্তত্রাহ, মৃগ ইত্যাদি। লুলাপো মহিষঃ। মৃগাদয়ো দশ বলিদানবিধৌ প্রশস্তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০৫ ॥

অন্যানপীত্যাদি। ন তু মৃগাদয এব বলিদানবিধৌ প্রশস্তাঃ কিন্তু সাধকেচ্ছানুসারতোঽন্যানপি পশূন্ দেব্যৈ দদ্যাৎ ॥ ১০৬ ॥

অথ বলিদানবিধিমাহ, সুলক্ষণমিত্যাদিভিঃ। মন্ত্রবিৎ মন্ত্রজ্ঞঃ সুধীঃ বীরঃ সাধকঃ সুলক্ষণং রোগাদিশূন্যং পশুং দেব্যা অগ্রে সংস্থাপ্য বিশেষার্ঘ্যোদকেন

ভূপুরের বহির্ভাগে (সেই সেই দিক্পালের নিকট) দিক্পালগণের বজ্র প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের অর্চনা এবং তদন্তে তর্পণও করিবে (১৫৩)।[১০৩]

এইরূপে সমুদায় উপচার দ্বারা দেবীর পূজা সমাপনান্তে সমাহিত চিত্তে বলিপ্রদান করিবে।[১০৪] মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শল্লকী (সজারু), শশক, গোধা (গোসাপ), কূর্ম্ম ও গণ্ডার, এই দশবিধ পশুই বলিদানে প্রশস্ত।[১০৫] এতদ্ব্যতিরেকে সাধকের ইচ্ছানুসারে (কুক্কুট, পারাবত, সিংহ, ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতি) অন্যান্য পশুকেও বলি প্রদান করা যাইতে পারে।[১০৬] মন্ত্রবিৎ

...রবিন্দ-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ।...তর্পয়ামি নমঃ। বীরপাত্রের অমৃত দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় এইরূপ, দিক্পালগণের তর্পণ ও পূজা করিতে হইবে।

(১৫৩)—অস্ত্র সমুদায়ের পূজা যথা,—(পূর্ব্বে) ওঁ বজ্র-শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। তর্পণকালে,

ক্লত্বা ছাগায় পশবে নম ইত্যমুনা সুধীঃ।
সংপূজ্য গন্ধসিন্দুর-পুষ্পনৈবেদ্যপাথসা।
গায়ত্রীং দক্ষিণে কর্ণে জপেৎ পাশবিমোচনীম্॥ ১০৮॥
পশুপাশায় শব্দান্তে বিদ্মহে পদমুচ্চবেৎ।
বিশ্বকর্ম্মণে চ পদাৎ ধীমহীতি পদং বদেৎ॥ ১০৯॥

ফট্ মন্ত্রেণ সংপ্রাক্ষ্যাভিবিচ্য ধেনুমুদ্রয়া বং বীজেনামৃতীকৃতং ক্লত্বা ছাগায় পশবে নম ইত্যমুনা মন্ত্রেণ গন্ধসিন্দূরপুষ্পনৈবেদ্যপাথসা সংপূজ্য চ ছাগস্য দক্ষিণে কর্ণে পশুপাশবিমোচনীং গায়ত্রীং জপেৎ। ছাগাদীতি মৃগাদীনামুপলক্ষণম্। পাথো জলম্॥ ১০৭॥ ১০৮॥

পশুপাশবিমোচনীং গায়ত্রীমাহ, পশুপাশায়েত্যাদিনা। মন্ত্রী সাধকঃ পশুপাশায়েতি শব্দস্যান্তে বিদ্মহে ইতি পদমুচ্চবেৎ। ততো বিশ্বকর্ম্মণে ইতি পদাৎ ধীমহীতি পদং বদেৎ। ততঃ পরং তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ ইত্যুদীর-

বিচক্ষণ সাধক রোগাদিশূন্য সুলক্ষণ (১৫৪) পশুকে দেবীর সম্মুখে স্থাপন করিয়া ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্ঘ্যজল দ্বারা প্রোক্ষিত করতঃ বং এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে অমৃতীকরণ করিয়া 'ছাগায় পশবে নমঃ,' বা 'মেষায় পশবে নমঃ.' এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সিন্দূর এবং গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য ও জল দ্বারা পূজা করিবেন। পরে পশুর দক্ষিণ কর্ণে পশুপাশ-বিমোচনী গায়ত্রী জপ করিবেন১০৭। ১০৮মন্ত্রপ্রয়োগনিপুণ ব্যক্তি প্রথমতঃ 'পশুপাশায়' শব্দ উচ্চারণ করিবেন। পরে 'বিশ্বকর্ম্মণে' এই-পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক 'ধীমহি' এই পদ প্রয়োগ করিবা১০৯তৎপরে 'তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ'

ওঁ বজ্র-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। (এইরূপে ক্রমশঃ ঈশান পর্য্যন্ত এবং অধ ও উর্দ্ধে পূর্ব্বের ন্যায়) শক্তি। দণ্ড। খড়্গ। পাশ। অঙ্কুশ। গদা। শূল। চক্র। পদ্ম। এই সকলের পূজা ও তর্পণ ভূপুরের বহির্ভাগে, সেই সেই দিক্‌পালগণের নিকটে করিতে হইবে।

(১৫৪)—সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন অক্ষত তরুণ সুন্দর পুংজাতীয় পশুই প্রশস্ত। ছাগাদি পশু সশৃঙ্গ হওয়া আবশ্যক। ভগ্নশৃঙ্গ, ছিন্নলাঙ্গুল, ছিন্নকর্ণ, খঞ্জ, কাণ কুব্জ প্রভৃতি বিকৃতাঙ্গ বা হীনেন্দ্রিয় সম্পন্ন ও স্ত্রীপশু বলিদানে নিষিদ্ধ। পরন্তু অণ্ডজ ও জলজ পশুর মধ্যে হংসী ও গ্রাহাদির কচ্ছপ ব্যতিরেকে কাহারও স্ত্রী-পুরুষ বিচারের আবশ্যকতা নাই।

তত্শ্চোদীরয়েৎ মন্ত্রী তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ।
এষা তু পশুগায়ত্রী পশুপাশবিমোচনী ॥ ১১০ ॥
ততঃ খড়্গং সমাদায় কূর্চ্চবীজেন পূজয়েৎ।
তদগ্রমধ্যমূলেষু ক্রমতঃ পূজয়েদিমান্ ॥ ১১১ ॥
বাগীশ্বরীঞ্চ ব্রহ্মাণং লক্ষ্মীনারায়ণৌ ততঃ।
উমামহেশ্বরৌ মূলে পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১১২ ॥
অনন্তরং ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবশক্তিযুতায় চ।
খড়্গায় নম ইত্যন্ত-মনুনা খড়্গপূজনম্ ॥ ১১৩ ॥

ভুচ্চরেৎ। যোজনয়া পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচো-
দয়াৎ ইতি গায়ত্রী জাতা ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥

তত ইত্যাদি। কূর্চ্চবীজেন হুমিতি বাজেন। তদগ্রমধ্যমূলেষু খড়্গাগ্র-
মধ্যমূলেষু। যান্ পূজয়েত্তানাহৈকেন বাগীশ্বরীমিত্যাদি। ওঁ বাগীশ্বরীব্রহ্মভ্যাং
নম ইত্যেবং প্রণবাদিনমোহন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ খড়্গাগ্রে
বাগীশ্বরীং সরস্বতীং ব্রহ্মাণঞ্চ ততঃ খড়্গমধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণৌ ততঃ
খড়্গমূলে উমামহেশ্বরৌ সাধকোত্তমঃ পূজয়েৎ ॥ ১১১ ॥ ১১২ ॥

অনন্তরমিত্যাদি। ততোঽনন্তরং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিযুতায় খড়্গায় নম
ইত্যন্তমনুনা খড়্গপূজনং কুর্য্যাৎ ॥ ১১৩ ॥

উচ্চারণ করিবেন (১৫৫)। ইহাই পশুপাশবিমোচনী গায়ত্রী [১১০]। অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ খড়্গ গ্রহণ করিয়া কূর্চ্চবীজ অর্থাৎ হুঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে খড়্গের অগ্র, মধ্য ও মূলপ্রদেশে পশ্চাদুক্ত দেব-দেবীদিগের পূজা করিবেন,[১১১] অর্থাৎ খড়্গাগ্রে বাগীশ্বরী ও ব্রহ্মার, মধ্যে লক্ষ্মী ও নারায়ণের, মূলে উমা ও মহেশ্বরের পূজা করিতে হইবে।[১১২] পরে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্তিযুতায় খড়্গায় নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা খড়্গ পূজা করিবে।[১১৩] অনন্তর মহাবাক্য (১৫৬)

---

(১৫৫)—সমুদায় পদ যোজনা করিয়া পশুপাশবিমোচনী গায়ত্রী যথা। পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি। তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ।

(১৫৬)—টীকাকার সম্মত মহাবাক্য বা সংকল্প বাক্য উপরের টীকাতেই দ্রষ্টব্য। মহাকাল-সংহিতা সম্মত মহাবাক্য যথা। শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ (অদ্য) অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে

মহাবাক্যেন চোৎসৃজ্য কৃতাঞ্জলিপুটো বদেৎ।
যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্ ॥ ১১৪ ॥
ইত্থং নিবেদ্য চ পশুং ভূমিসংস্থং কারয়েৎ ॥১১৫॥
দেবীভাবপরো ভূত্বা হন্যাত্তীব্রপ্রহারতঃ।
স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্ব্বা ভ্রাত্রা বা সুহৃদৈব বা।
সপিণ্ডেনাথ বা ছেদ্যো নারিপক্ষং নিযোজয়েৎ ॥ ১১৬।

মহাবাক্যেনেত্যাদি। ততো মহাবাক্যেন বিষ্ণুনে। তৎসৎ ওঁ অদ্যামুকমাস্যমুকপক্ষেঽমুকতিথাবমুকরাশিস্থিতে ভাস্বরে সমস্তাভীপ্সিতপদার্থসিদ্ধিকামোঽমুকগোত্রোঽমুকশর্ম্মাহমিষ্টদেবতায়ৈ পশুমিমং সম্প্রদদে ইতি মহতা বাক্যেন ছাগমুৎসৃজ্য দেব্যৈ সমর্প্য কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বদেৎ। কিং বদেত্তত্রাহ যথেত্যাদি ॥১১৪॥

ইত্থমিত্যাদি। পশুং ছাগাদিম্ ॥১১৫॥

দেবীত্যাদি। স্বয়ং বা আত্মনৈব বা। পশুহননেঽরিপক্ষং ন নিযোজয়েৎ প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ১১৬।

উচ্চারণ পূর্ব্বক পশু উৎসর্গ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিবে, যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্ অর্থাৎ এই পশু যথোক্ত বিধানে তোমাতে সমর্পিত হউক (এই বলিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা পশুকে উত্থাপন পূর্ব্বক দেবীর উদ্দেশে সমর্পণ করিবে)।[১১৪]এইরূপ বিধানানুসারে নিবেদন করিয়া ঐ নিবেদিত পশুকে ভূতলে স্থাপন পূর্ব্বক[১১৫]দেবীভাব পরায়ণ হইয়া তীব্র প্রহারে(একাঘাতেই)বধ করিবে। (১৫৭) সাধক স্বয়ং (অথবা যদি তিনি স্বয়ং বলিদান করিতে অসমর্থ হয়েন,

অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্যামুক শর্ম্মণঃ (এতদ্বর্ষাবচ্ছিন্ন) অমুকদেবতাপ্রীতিকামনয়া (মূলং) হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ ফ্রেঁ ভগবত্যৈ অমুক্যৈ বিশস্বেষ বলির্ময়া ইমং ছাগপশুং অমুকদৈবতং (বহ্নিদৈবতং) অমুকদেব্যৈ (অহং) ঘাতয়িষ্যে। ইতি। ভিন্ন ভিন্ন পশুতে দেবতাপ্রীতির বর্ষপরিমাণ এবং অধিদেবতা ভিন্ন ভিন্ন। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় উল্লেখ করিলাম না। সর্ব্বত্র, 'পশুশরীরে যাবৎসংখ্যাকানি রোমাণি সন্তি তাবদ্বর্ষাবচ্ছিন্ন' এবং অধিদেবতা স্থলে 'শ্রীবিষ্ণুদৈবতং, বলিলে চলিবে।

(১৫৭)—কোন কোন দেশে নীলতন্ত্র ও অন্নদাকল্পের বিধান অনুসারে কুক্কুট পারাবত প্রভৃতি বলিদান করা হইয়া থাকে। প্রণালী যথা। একখানি নূতন শরাবে দেবতার যন্ত্র

ততঃ কবোষ্ণং রুধিরং বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ।
সপ্রদীপশীর্ষবলি-র্নমো দেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১১৭ ॥
এবং বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ কৌলিকানাং কুলার্চ্চনে।
অন্যথা দেবতাপ্রীতি-র্জায়তে ন কদাচন ॥ ১১৮ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং এষ কবোষ্ণরুধিরবলিঃ ওঁ বটুকেভ্যো নম ইতি মন্ত্রেণ কবোষ্ণমীষদুষ্ণং রুধিরবলিং নিবেদয়েৎ ॥১১৭॥

এবমিত্যাদি। অন্যথা বলিবিধেরভাবাৎ ॥১১৮॥১১৯॥

তাহা হইলে) পশুচ্ছেদনার্থ, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, সুহৃৎ অথবা সপিণ্ড ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু শত্রুপক্ষকে কদাপি নিযুক্ত করিবেন না।১১৬ অনন্তর 'ওঁ এষ কবোষ্ণরুধিরবলিঃ বটুকাদিভ্যো নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বটুক প্রভৃতিকে ঈষদুষ্ণ রুধিরবলি প্রদান করিয়া (১৫৮), বীজ পাঠ পূর্ব্বক 'এষ সপ্রদীপশীর্ষবলিঃ শ্রীমদাদ্যাকালিকায়ৈ দেব্যৈ নমঃ' এই বলিয়া দেবীকে সপ্রদীপ শীর্ষবলি প্রদান করিবে।১১৭ দেবি! কৌলিকদিগের কুলপূজানুষ্ঠানকালে যেরূপ বিধানে বলি প্রদান করিতে হয়,তাহা এই তোমার নিকট কথিত হইল। এইরূপে বলিপ্রদান না করিলে কদাপি দেবতার প্রীতিলাভ হয় না।১১৮

অঙ্কিত করিয়া তাহার উদ্দেশে পশুকে উর্দ্ধমুখে ধরিয়া তাহার কণ্ঠে ছুরিকা ঘর্ষণ দ্বারা এরূপভাবে ছেদন করিতে হইবে যে, শরাবে অঙ্কিত যন্ত্রমধ্যে রুধির ধারা নিপতিত হয়। পরে ঐ রুধির দ্বারা, বটুক যোগিনী প্রভৃতির বলি প্রদান করিতে হইবে। প্রমাণ যথা নীলতন্ত্র ৫৫ পটল। ইত্থং নিবেদ্য চ পশুং খড়্গং চোর্দ্ধ্বমুখং ততঃ। ছেদয়েৎ খড়্গেনৈব দেব্যা যোনৌ যথা পতেৎ॥ রুধিরং তৎ সমাদায় বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ। ইত্যাদি। অন্নদাকল্পের বচনও প্রায় এইরূপ।

(১৫৮)—অন্যান্য তন্ত্রে বটুকাদিকে রুধির বলি দিবার পূর্ব্বে দেবীকে সমাংস রুধির বলিদানের বিধান দৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্র প্রচলনও এইরূপ। বটুকাদির বলিদানের সংক্ষিপ্ত ও প্রচলিত বিধি যথা। (বায়ব্যে এষ রুধিরবলিঃ হ্রূঁ বাঁ বটুকায় নমঃ। (এইরূপ ঈশানে) হ্রূঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ। (নৈঋর্তে) হ্রূঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। (আগ্নেয্যাং) হ্রূঁ গাঁ গণপতয়ে নমঃ। ইতি। সাধক সমর্থ হইলে ইচ্ছানুসারে, ২৭৫ পৃষ্ঠা ১৩০ সংখ্যা টিপ্পনীতে লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বকও এই রুধিরবলি প্রদান করিতে পারেন।

ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত তদ্বিধানং শৃণু প্রিয়ে ॥ ১১৯ ॥
স্বদক্ষিণে বালুকাভি-র্মণ্ডলং চতুরস্রকম্‌।
চতুর্হস্তপরিমিতং কৃত্বা মূলেন বীক্ষণম্‌।
অস্ত্রেণ তাডয়িত্বা চ তেনৈব প্রোক্ষণং চরেৎ ॥ ১২০ ॥
কূর্চ্চবীজেনাবগুণ্ঠ্য দেবতানামপূর্ব্বকম্‌।
স্থণ্ডিলায় নম ইতি যজেৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ১২১ ॥
প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ রেখাঃ প্রাদেশসংমিতাঃ।
তিস্রস্তিস্রো বিধাতব্যা-স্তত্র সংপূজয়েদিমান্‌ ॥ ১২২ ॥

অথ হোমবিধানমাহ, স্বদক্ষিণে ইত্যাদিভিঃ। স্বদক্ষিণে দেশে বালুকাভি-শ্চতুর্হস্তপরিমিতং চতুরস্রকঞ্চতুষ্কোণং মণ্ডলং কৃত্বা মূলেন মন্ত্রেণ তস্য বীক্ষণং বিলোকনঞ্চ কৃত্বা অস্ত্রেণ ফটা মন্ত্রেণ কুশেন তাডয়িত্বা চ তেনৈব ফটৈব মন্ত্রেণ মণ্ডলস্য প্রোক্ষণং সেকঞ্চরেৎ ॥ ১২০ ॥

কূর্চ্চেত্যাদ। কূর্চ্চবীজেন হুমিতি বীজেন তন্মণ্ডলমবগুণ্ঠ্য বেষ্টয়িত্বা দেবতা নামপূর্ব্বকং স্থণ্ডিলায় নম ইত্যুচ্চরন্‌ সাধকসত্তমো যজেৎ অমুকদেবতাস্থণ্ডিলায় নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ স্থণ্ডিলং পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥

প্রাগগ্রা ইত্যাদি। প্রাক্‌ প্রাচ্যাদিশ্যগ্রাণি যাসাং তাঃ প্রাগগ্রাঃ উদক্‌ উদীচ্যাং দিশ্যগ্রাণি যাসাং তা উদগগ্রাশ্চ প্রাদেশসম্মিতাঃ প্রাদেশেন পরিমিতা-স্তিস্রস্তিস্রো রেখাঃ স্থণ্ডিলে বিধাতব্যাঃ। তত্র তাসু রেখাসু ইমান্‌ সংপূজয়েৎ। তর্জ্জনীযুক্তে বিস্তৃতেঽঙ্গুষ্ঠে প্রাদেশঃ স্যাৎ। তথৈবামরসিংহঃ,প্রাদেশতালগোকর্ণ-স্তর্জ্জন্যাদিযুতে ততে। অঙ্গুষ্ঠে সকনিষ্ঠে স্যাদ্বিতস্তির্দ্বাদশাঙ্গুল ইতি ॥ ১২২ ॥

প্রিয়ে! অনন্তর হোমানুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার প্রণালী কহিতেছি শ্রবণ কর। ১১৯ সাধক স্বীয় দক্ষিণ ভাগে বালুকা দ্বারা চারি দিকে এক এক হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তাহা নিরীক্ষণ করিবেন এবং 'ফট্‌' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কুশ দ্বারা তাড়না করিয়া উক্ত মন্ত্র দ্বারাই প্রোক্ষিত করিবেন। ১২০ পরে সাধকশ্রেষ্ঠ 'হুঁ' এই কূর্চ্চবীজ পাঠ পূর্ব্বক অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠিত করিয়া দেবতানাম উচ্চারণ পূর্ব্বক 'স্থণ্ডিলায় নমঃ' অর্থাৎ 'শ্রীমদাদ্যাকালিকাদেবতাস্থণ্ডিলায় নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা স্থণ্ডিলের পূজা করিবেন। ১২১ অনন্তর স্থণ্ডিল মধ্যে প্রাদেশ-পরিমিত

প্রাগগ্রাসু চ রেখাসু মুকুন্দেশপুরন্দরান্ ।
ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দূংশ্চ উত্তরাগ্রাসু পূজয়েৎ ॥ ১২৩ ॥
ততঃ স্থণ্ডিলমধ্যে তু হসৌঃ-গর্ভং ত্রিকোণকম্ ।
ষট্‌কোণং তদ্বহির্বৃত্তং ততোঽষ্টদলপঙ্কজম্ ।
ভূপুরন্তদ্বহির্বিদ্বান্ বিলিখেদ্‌যন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১২৪ ॥

তাসু রেখাসু যান্ পূজয়েত্তান্ দর্শয়ন্নাহ, প্রাগগ্রাস্বিত্যাদি। প্রাগগ্রাসু রেখাসু প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ মুকুন্দেশপুরন্দরান্ বিষ্ণুশিবেন্দ্রান্ ক্রমতঃ পূজয়েৎ। উত্তরাগ্রাসু রেখাসু তু ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দূন্ ব্রহ্মযমচন্দ্রান্ পূজয়েৎ ॥ ১২৩ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং স্থণ্ডিলমধ্যে হসৌঃ মিলিতা এব হকার-সকারৌকারবিসর্গা। গর্ভে যস্য তথাভূতং ত্রিকোণকং তদ্বহিঃ ষট্‌কোণন্তদ্বহির্বৃত্তং চ মণ্ডলং ততো বহিরষ্টদলপঙ্কজং ততোঽপি বহিশ্চতুষ্কোণকতুর্দ্বারং ভূপুরঞ্চ বিদ্বান্ বিলিখেৎ ॥ ১২৪ ॥

তিনটি প্রাগগ্র ও তিনটি উদগগ্র রেখা অঙ্কিত করিয়া (১৫৯) তদুপরি পশ্চাল্লিখিত দেবগণের পূজা করিবে।[১২২]

প্রাগগ্র রেখাত্রয়ের উপরি ক্রমান্বয়ে মুকুন্দ, ঈশ ও পুরন্দরের এবং উদগগ্র রেখাত্রয়ের উপরি ব্রহ্মা, বৈবস্বত ও ইন্দুর পূজা করিবে (১৬০)।[১২৩] অনন্তর উক্ত স্থণ্ডিলমধ্যে ত্রিকোণমণ্ডল রচনা করিয়া তাহার গর্ভে বা মধ্যে 'হসৌঃ' এই বীজ লিখিত হইবে। অনন্তর ত্রিকোণ মণ্ডলের বহির্ভাগে বৃত্ত

---

(১৫৯)—প্রাদেশ পরিমাণ অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী বিস্তার করিলে একের অগ্রভাগ হইতে অপর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিমাণ। কুশদ্বারা স্থণ্ডিলের উত্তরভাগে পশ্চিম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দীর্ঘ রেখাকে প্রাগগ্র এবং পূর্ব্বভাগে দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর পর্য্যন্ত দীর্ঘ রেখাকে উদগগ্র রেখা বলে। মতান্তরে অগ্নিকোণে ও বায়ুকোণে উক্ত তিন তিনটি রেখা লিখিবার বিধি দৃষ্ট হয়।

(১৬০)—প্রয়োগ যথা। (প্রাগগ্র রেখাত্রয়ে) 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মুকুন্দায় নমঃ'। (এইরূপ), ঈশানায়। পুরন্দরায়। (উদগগ্র রেখাত্রয়ে ঐরূপ) ব্রহ্মণে। বৈবস্বতায়। ইন্দবে। সর্ব্বত্র পূর্ব্বে 'ওঁ এতে গন্ধ পুষ্পে' ও অন্তে 'নমঃ'।

মূলেন পুষ্পাঞ্জলিনা সংপূজ্য প্রণবেন তু।
হোমদ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য কর্ণিকায়াং যজেৎ সুধীঃ।
মায়য়াধারশক্ত্যাদীন্ প্রত্যেকং বা প্রপূজয়েৎ ॥১২৫।
অগ্ন্যাদিকোণে ধর্ম্মঞ্চ জ্ঞানং বৈরাগ্যমেব চ।
ঐশ্বর্য্যং পূজয়িত্বা তু পূর্ব্বাদিষু দিশাং ক্রমাৎ ॥ ১২৬ ॥
অধর্ম্মমজ্ঞানমিতি অবৈরাগ্যমনন্তরম্।
অনৈশ্বর্য্যং যজেন্মন্ত্রী মধ্যেঽনন্তঞ্চ পদ্মকম্ ॥১২৭ ॥

মূলেনেত্যাদি। এবং লিখিতমুক্তমং যন্ত্রং মূলেন মন্ত্রেণ পুষ্পাঞ্জলিনা সংপূজ্য প্রণবেন হোমদ্রব্যাণি চ সংপ্রোক্ষ্যাষ্টদলপঙ্কজস্য কর্ণিকায়াং বীজকোষে সমুদিতানেবাধারশক্ত্যাদীন্ মায়াং হ্রীঁ বীজমুচ্চরন্ সুধীঃ সাধকো যজেৎ। হ্রীঁ আধারশক্ত্যাদিভ্যো নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পূজয়েদিত্যর্থঃ। অথবা আধারশক্ত্যাদিকং প্রত্যেকমেব প্রপূজযেৎ॥ ১২৫ ॥

অগ্নীত্যাদি। প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্যন্ত্রস্যাগ্ন্যাদিকোণে ক্রমতো ধর্ম্মং জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চ পূজযিত্বা দিশাং ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিষু দিক্ষু অধর্ম্মমজ্ঞানমবৈরাগ্যম্ এতদনন্তরমনৈশ্বর্য্যঞ্চ মন্ত্রী যজেৎ। যন্ত্রস্য মধ্যেঽনন্তং পদ্মকঞ্চ যজেৎ॥ ১২৬। ১২৭॥

অঙ্কিত করিয়া তদ্বহিঃপ্রদেশে অষ্টদলপদ্ম সর্ব্ববহির্ভাগে চতুষ্কোণ ভূপুর অঙ্কিত করিবে। জ্ঞানবান্ সাধক এইরূপ একটী উত্তম মণ্ডল রচনা করিবেন।[১২৪] পরে মূলমন্ত্র পাঠ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সেই মণ্ডলের পূজা করিয়া প্রণব পাঠ পূর্ব্বক হোমের উপকরণ দ্রব্য সমুদায় প্রোক্ষিত করিতে হইবে। অনন্তর জ্ঞানী সাধক মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকায় আধারশক্তি প্রভৃতির এককালে বা প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবেন (১৬১)।[১২৫] (পৃথক্ পূজায় পদ্মাসন পর্য্যন্ত পূজার পর) যন্ত্রের অগ্নিকোণ, নৈঋতকোণ, বায়ুকোণ ও ঈশানকোণে, যথাক্রমে ধর্ম্ম, জ্ঞা., বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের পূজা করিবে, এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে যথাক্রমে [১২৬]

---

(১৬১)—এককালে পূজা যথা। হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ। পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকের পূজা ২০৯ পৃষ্ঠা ৯৮ সংখ্যা টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

কলাসহিতসূর্য্যস্য তথা সোমস্য মণ্ডলম্।
প্রাগাদিকেশরেষেষু মধ্যে চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৮॥
পীতা শ্বেতারুণা কৃষ্ণা ধূম্রা তীব্রা তথৈব চ।
স্ফুলিঙ্গিনী চ রুচিরা জ্বলিনীতি তথা ক্রমাৎ ॥ ২২৯ ॥
প্রণবাদিনমোঽন্তেন সর্ব্বত্র পূজনং চরেৎ।
রং বহ্নেরাসনায়েতি নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ ॥২৩০ ॥
বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্।
বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ধ্যাত্বা মন্ত্রী তদাননে ॥ ২৩১ ॥

কলেত্যাদি। পূর্ব্বোক্তাভ্যামেব মন্ত্রাভ্যাং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ কলাসহিত-সূর্য্যস্য তথা কলাসহিতস্য সোমস্য চ মণ্ডলং যন্ত্রমধ্যে এব প্রপূজয়েৎ। এষু প্রাগাদিকেশরেষু মধ্যে চ ক্রমেণৈতাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১২৮ ॥

যাঃ প্রপূজয়েত্তা আহ, পীতেত্যাদ্যেকেন। পীতাশ্বেতাদীনাং মধ্যে জলিনীং মধ্যে পূজয়েৎ ॥ ১২৯ ॥

প্রণবাদীত্যাদি। সর্ব্বত্র দেশে। নমোঽন্তেন রং বহ্নেরাসনায়েতিমন্ত্রেণ যন্ত্রমধ্যে বহ্নেরাসনং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৩০ ॥

বাগীশ্বরীমিত্যাদি। ততো বাগীশ্বরেণ ব্রহ্মণা সংযুক্তাং নীলেন্দীবরলোচনাং

অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের পূজা করিয়া মধ্যস্থলে অনন্ত ও পদ্মের পূজা করিবে।[১২৭] এবং (অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যন্ত্রমধ্যে) কলাসহিত সূর্য্যমণ্ডল ও সোমমণ্ডলের পূজা করিয়া, পূর্ব্বাদি কেশরে ও মধ্যে ক্রমশঃ পীতা, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, রুচিরা এবং জলিনীর পূজা করিবে।[১২৮।১২৯] সর্ব্বত্র আদিতে প্রণব পরে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম ও অন্তে 'নমঃ' শব্দ সংযোজিত করিয়া পূজা করিবে (১৬২)। পরে যন্ত্রমধ্যে 'রং এতে গন্ধপুষ্পে বহ্নেরাসনায় নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বহ্নির আসন পূজা করিবে।[১৩০]

---

(১৬২)—প্রয়োগ যথা। (পূর্ব্বে) ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীতায়ৈ নমঃ। (এইরূপ অগ্নিকোণে)

মায়য়া তৌ প্রপূজ্যাথ বিধিবদ্বহ্নিমানয়েৎ ।
মূলেন বীক্ষণং কৃত্বা ফটাবাহনমাচরেৎ ॥ ১৩২ ॥

শ্যামপঙ্কজনেত্রাম্ ঋতুস্নাতাং বাগীশ্বরীং ধ্যাত্বা মন্ত্রী সাধকস্তদাসনে তস্মিন্ বহ্নিপীঠে তৌ বাগীশ্বরীব্রহ্মাণৌ মায়য়া হ্রীঁ বীজাদ্যেন নমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ প্রপূজ্যাথানন্তরং বিধিবৎ শরাবেণ কাংস্যপাত্রেণ বা শুদ্ধমগ্নিমানয়েৎ। মূলেন মন্ত্রেণ বহ্নের্বীক্ষণং কৃত্বা ফটা মন্ত্রেণ তস্যৈবাবাহনঞ্চরেৎ। ১৩১ ॥ ১৩২ ॥

অনন্তর নীলেন্দীবরলোচনা ঋতুস্নাতা বাগীশ্বরী, ব্রহ্মার সহিত সঙ্গমে প্রবৃত্তা হইয়াছেন (১৬৩) এইরূপ ধ্যান করিয়া মন্ত্রজ্ঞ সাধক মায়াবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বহ্নিপীঠে তাঁহাদের উভয়ের পূজা করিবেন (১৬৪)। তদনন্তর বিধানানুসারে(নব শরাব অথবা তাম্রপাত্রাদিতে করিয়া) অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক মূলমন্ত্র পাঠ করিয়াঐ অগ্নি বীক্ষণ এবং 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আবাহন ক্রিয়া করিবেন (১৬৫)।১৩১।১৩২অনন্তর প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক'বহ্নের্যোগপীঠায়

শ্বেতায়ৈ। (দক্ষিণে) অরুণায়ৈ। (নৈর্ঋতে) কৃষ্ণায়ৈ। (পশ্চিমে) ধূম্রায়ৈ। (বায়ুকোণে) তীব্রায়ৈ। (উত্তরে) স্ফুলিঙ্গিন্যৈ। (ঈশানকোণে) রুচিরায়ৈ। এবং মধ্যে ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে জ্বলিন্যৈ নমঃ। সর্ব্বত্রই আদিতে 'ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে' পরে উক্তরূপ চতুর্থ্যন্ত নাম ও অন্তে 'নমঃ' শব্দযোগে পূজা করিতে হইবে।

(১৬৩)—তন্ত্রান্তরোক্ত বাগীশ্বরীর ধ্যান যথা। ওঁ বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং। নীলেন্দীবরসন্নিভাং বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম্ ॥ শ্রীমদাদ্যাকালিকাস্বরূপাং।

(১৬৪)—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ বাগীশ্বরায় নমঃ। এই মন্ত্রে পূজা করাই সাধক-সম্প্রদায়ের ব্যবহার।

(১৬৫)—এই স্থানে মতভেদ দৃষ্ট হয়। হোমের এই স্থল ব্যতিরেকে অন্য কোথাও 'ফট্' এই মন্ত্রে আবাহনের বিধি দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ, এই স্থানে 'আবাহন' শব্দ দ্বারা অগ্নির অধিষ্ঠান চিন্তা বুঝিতে হইবে। দেবতার নামে অগ্নির নাম করণের পর সেই নামে তখন প্রকৃত প্রস্তাবে আবাহন হইয়া থাকে। তন্ত্রসারধৃত সামান্য হোমপ্রয়োগে এবং বৃহদ্ধোম-পদ্ধতিতে, "বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ শরেণ তাড়নং মতম্। তেনৈব প্রোক্ষণং দর্ভৈর্বর্ম্মণাভ্যুক্ষণং মতম্ ॥ অস্ত্রেণ রক্ষণং কৃত্বা ততঃ সংস্কারমাবহেৎ।" এই যে বচন আছে, ইহা কুণ্ড-সংস্কার বিষয়ক। প্রত্যুত উহাতে 'ফট্' এই মন্ত্রে উক্তরূপ আবাহন বিধি দৃষ্ট হয়। যথা 'দ্বিজাতিভবনাদ্বাপি বহ্নিমানীয় সাধকঃ। বৌষডন্তেন মূলেন মন্ত্রিতং তং বিলোকয়েৎ॥ অগ্নিমাবাহয়েদস্ত্রমন্ত্রেণ তদনন্তরম্।' ইত্যাদি।

প্রণবং চ ততো বহ্নে-র্যোগপীঠায় হৃন্মনুঃ।
যন্ত্রে পীঠং পূজয়িত্বা দিক্ষু চৈতাঃ প্রপূজয়েৎ।
বামা জ্যেষ্ঠা তথা রৌদ্রী অম্বিকেতি যথাক্রমাৎ ॥ ১৩৩ ॥
ততোঽমুক্যা দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ পদম্।
ইতি স্থণ্ডিলমাপূজ্য তন্মধ্যে মূলরূপিণীম্ ॥ ১৩৪ ॥
ধ্যাত্বা বাগীশ্বরীং দেবীং বহ্নিবীজপুরঃসরম্।
বহ্নিমুদ্ধৃত্য মূলান্তে কূর্চ্চমন্ত্রং সমুচ্চরন্ ॥ ১৩৫ ॥

প্রণবমিত্যাদি। পূর্ব্বং প্রণবং বদেৎ। ততো বহ্নের্যোগপীঠায়েতি বদেৎ। ততো হৃৎ নম ইতি বদেৎ। যোজনয়া ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নম ইতি মন্ত্র-র্জাতঃ। অনেনৈব মন্ত্রেণ যন্ত্রে বহ্নেঃ পীঠং পূজয়িত্বা পীঠাৎ পূর্ব্বাদিষু চতসৃষু দিক্ষু প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিরেতাশ্চ প্রপূজয়েৎ। পূর্ব্বাদি-দিক্ষু যাঃ প্রপূজয়েত্তা আহ, বামেত্যাদ্যর্দ্ধেন ॥ ১৩৩ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরম্ অমুক্যা দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নম ইতি সর্ব্বং মন্ত্রপদমুচ্চরন্ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ স্থণ্ডিলমাপূজ্য তন্মধ্যে কুলদেবতারূপিণীং বাগীশ্বরীং দেবীং ধ্যাত্বা বহ্নিবীজং পুরঃসরং যত্র বহ্নিবীজপুরঃসরং যথা স্যাত্তথা বহ্নিমুদ্ধৃত্য রং বীজেন বহ্নিমুত্থাপ্যেত্যর্থঃ। মূলান্তে কূর্চ্চং হুঁ বীজমন্ত্রং ফড়িতি চ বীজং সমুচ্চরন্ তদন্তে ক্রব্যাদেভ্য ইত্যুচ্চরন্ তদন্তে বহ্নিজায়াং স্বাহেত্যুচ্চ-রেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা হুঁ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ অনেনৈব মন্ত্রেণ বহ্নিতো জ্বলদ্দাহরূপং ক্রব্যাদাংশং রাক্ষসভাগং

নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মণ্ডলমধ্যে বহ্নিপীঠের পূজা করিবে। তৎপরে পীঠের (পূর্ব্বদিক হইতে উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে) চতুর্দ্দিকে বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী ও অম্বিকার পূজা করিবে।[১৩৩] অনন্তর 'শ্রীমদাদ্যাকালিকায়া দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা স্থণ্ডিল পূজা করিয়া তন্মধ্যে মূলদেবতারূপিণী অর্থাৎ আদ্যাকালিকাস্বরূপিণী[১৩৪] বাগীশ্বরী দেবীর ধ্যান পূর্ব্বক রং এই বহ্নিবীজ উচ্চারণ করিয়া অগ্নি উদ্ধৃত করিবে। পরে উহা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্নি লইয়া মূলমন্ত্র পাঠান্তে 'হুঁ ফট্,[১৩৫] ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা', এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক (নৈঋতকোণে) ঐ রাক্ষসগণের দেয় অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তদনন্তর 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নি নিরীক্ষণ করিয়া 'হুঁ'

ক্রব্যাদেভ্যো বহ্নিজায়াং ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ।
অস্ত্রেণ বহ্নিং সংবীক্ষ্য কূর্চ্চেনৈবাবগুণ্ঠয়েৎ ॥ ১৩৬॥
ধেন্বা চৈবামৃতীকৃত্য হস্তাভ্যামগ্নিমুদ্ধরেৎ।
প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণাগ্নিং ভ্রাময়ন্ স্থণ্ডিলোপরি ॥ ১৩৭ ॥
ত্রিধা জানুস্পৃষ্টভূমিঃ শিববীজং বিচিন্তয়ন্।
আত্মনোঽভিমুখীকৃত্য যোনিযন্ত্রে নিযোজয়েৎ ॥ ১৩৮ ॥
ততো মায়াং সমুচ্চার্য্য বহ্নিমূর্ত্তিং ঙেযুতাম্।
নমোঽন্তেন প্রপূজ্যাথ রং বহ্নিপরতঃ সুধীঃ।
চৈতন্যায় নমো বহ্নে-শ্চৈতন্যং পরিপূজয়েৎ ১৩৯ ॥

দক্ষিণস্যাং দিশি পরিত্যজেৎ। ততোঽস্ত্রেণ ফটা বহ্নিং সংবীক্ষ্য দৃষ্ট্বা কূর্চ্চেনৈব হুঁ বীজেনৈবাবগুণ্ঠয়েদ্বহ্নিং বেষ্টয়েৎ॥ ১৩৪ ॥ ১৩৫ ॥ ১৩৬ ॥

ধেন্বেত্যাদি। ধেন্বা মুদ্রয়া চামৃতীকৃত্য হস্তাভ্যাং পুনরগ্নিমুদ্ধরেৎ উত্থাপয়েৎ। উত্থাপ্য চ প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ স্থণ্ডিলোপরি ত্রিধা ত্রিবারমগ্নিং ভ্রাময়ন্ শিববীজং শম্ভুবীর্য্যরূপমগ্নিং বিচিন্তয়ংশ্চ সাধকো জানুস্পৃষ্টভূমিঃ সন্নাত্মনোঽভিমুখীকৃত্য যোনিযন্ত্রে ত্রিকোণমণ্ডলে নিযোজয়েৎ স্থাপয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥ ১৩৮ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং মায়াং হ্রীঁ বীজং সমুচ্চার্য্য নমোঽন্তেন নমসান্তেন সহ ঙেযুতাং বহ্নিমূর্ত্তিং সমুচ্চরেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ বহ্নিমূর্ত্তয়ে নম ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেন মন্ত্রেণ বহ্নিমূর্ত্তিং প্রপূজ্যাথানন্তরং সুধীঃ সাধকো রং বহ্নেঃ পরতঃ চৈতন্যায় নম ইতি বদেৎ। যোজনয়া রং বহ্নিচৈতন্যায় নম ইতি মন্ত্রজাতঃ। অনেনৈব মন্ত্রনা বহ্নেঃ চৈতন্যং পরিপূজয়েৎ ॥ ১৩৯ ॥

এই বীজ পাঠ সহকারে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দ্বারা বহ্নি বেষ্টন করিবে।[১৩৬] পরে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ পূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা অগ্নি উত্থাপিত করিতে হইবে। অনন্তর ঐ অগ্নি প্রাদক্ষিণ্য ক্রমে স্থণ্ডিলের উপরিভাগে তিনবার পরিভ্রামিত করিয়া[১৩৭], সাধক ভূমিতলে জানুদ্বয় সংলগ্ন পূর্ব্বক ঐ অগ্নিকে শিববীর্য্য স্বরূপ চিন্তা করিয়া আপনার অভিমুখে দেবীর যোনিযন্ত্র (চিন্তাপূর্ব্বক ত্রিকোণ-মণ্ডল) মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন।[১৩৮] অনন্তর সুধী সাধক মায়াবীজ(হ্রীঁ) উচ্চারণ করিয়া অন্তে 'নমঃ' শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্তির একবচনান্ত 'বহ্নিমূর্ত্তি'

নমসা বহ্নিমূর্ত্তিঞ্চ চৈতন্যং পরিকল্প্য চ।
প্রজ্বালয়েত্ততো বহ্নিং মন্ত্রেণানেন মন্ত্রবিৎ ॥১৪০॥
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য চিৎপিঙ্গলপদং তথা।
হনদ্বয়ং দহ দহ পচ পচেতি ততো বদেৎ ॥ ১৪১ ॥
সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা বহ্নিপ্রজ্বালনে মনুঃ।
ততঃ কৃতাঞ্জলিভূর্ত্বা প্রকুর্য্যাদগ্নিবন্দনম্ ॥ ১৪২ ॥

নমসেত্যাদি। নমসা মন্ত্রেণ বহ্নিমূর্ত্তিং বহ্নেঃ চৈতন্যঞ্চ পরিকল্প্য মনসা বিরচ্য ততোঽনেনানন্তরমেব বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ সাধকো বহ্নিং প্রজ্বালয়েদুদ্দীপয়েৎ ॥ ১৪০ ॥

বহ্নিপ্রজ্বালনমন্ত্রমেবাহ, প্রণবমিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। পূর্ব্বং প্রণবমুদ্ধৃত্য উক্ত্বা ততঃ পরং চিৎপিঙ্গলপদং বদেৎ। ততো হনদ্বয়ং ততো দহ দহেতি ততঃ পচ পচেতি চ বদেৎ। ততঃ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহেতি বদেৎ। যোজনয়া ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। অয়ং মনুর্ব্বহ্নিপ্রজ্বালনে স্মৃতঃ ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ ॥

শব্দ উচ্চারণ করিয়া, বহ্নিমূর্ত্তির পূজা করিবেন(১৬৬)। এবং পরে, 'রং বহ্নি' উচ্চারণ পূর্ব্বক 'চৈতন্যায় নমঃ' (রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ), এই মন্ত্র দ্বারা বহ্নিচৈতন্যের পূজা করিবে।[১৩৯] অনন্তর মন্ত্রবিৎ সাধক মনে মনে 'নমঃ' মন্ত্র দ্বারা বহ্নিমূর্ত্তি ও বহ্নিচৈতন্যের পরিকল্পনা করিয়া এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে।[১৪০] প্রথমে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক পরে 'চিৎপিঙ্গল' পদ, তৎপরে 'হন হন' তদন্তে 'দহ দহ' অনন্তর 'পচ পচ' পাঠ করিবে,[১৪১] তদনন্তর 'সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা' উচ্চারণ করিতে হইবে। এইরূপ বহ্নি প্রজ্বালনের মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১৬৭)। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নিবন্দনা করিবে।[১৪২] (ইহার অর্থ এই যে) আমি

---

(১৬৬)—মন্ত্র যথা। হ্রীঁ বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। অন্যান্য তন্ত্রে আছে, রং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।

(১৬৭)—মন্ত্র যথা। ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জ্বালিনী মুদ্রা প্রদর্শন সহকারে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে হয়।

জাতবেদঃপ্রভৃতয়ো মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৮ ॥
ততো যজেদষ্টশক্তী-র্ব্রাহ্ম্যাদ্যাস্তদনন্তরম্।
পদ্মাদ্যষ্টনিধীনিষ্ট্বা যজেদিন্দ্রাদিদিক্‌পতীন্ ॥ ১৪৯ ॥
বজ্রাদ্যস্ত্রাণি সংপূজ্য প্রাদেশপরিমাণকম্
কুশপত্রদ্বয়ং নীত্বা ঘৃতমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥ ১৫০ ॥

নন্থ বহ্নেঃ কতি মূর্ত্তয়ঃ সন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ, জাতবেদেত্যাদি। জাত-বেদঃ প্রভৃতযো বহ্নেরষ্টৌ মূর্ত্তয়ঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ পূর্ব্বমুক্তাঃ ॥ ১৪৮ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং ব্রাহ্ম্যাদিভ্যোঽষ্টশক্তিভ্যো নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্ব্রাহ্ম্যাদ্যাঃ অষ্ট শক্তীর্যজেৎ। তদনন্তরং পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নম ইতি মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পদ্মাদ্যষ্টনিধীনিষ্ট্বা সংপূজ্য ইন্দ্রাদিদিক্‌পতীন্ যজেৎ ॥ ১৪৯ ॥

বজ্রেত্যাদি। তত ইন্দ্রাদীনাঞ্চ বজ্রাদ্যস্ত্রাণি সংপূজ্য প্রাদেশপরিমাণকং কুশপত্রদ্বয়ং নীত্বা গৃহীত্বা ঘৃতমধ্যে বামে দক্ষিণে নিধাপয়েৎ স্থাপয়েৎ ॥ ১৫০ ॥

বহ্নির জাতবেদঃ প্রভৃতি অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে (১৭২)।[১৪৮]

অনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা করিবে। পরে পদ্মাদি অষ্টনিধির পূজা করিয়া ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজা করিতে হইবে।[১৪৯] তদনন্তর দিক্‌পালগণের বজ্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিয়া (১৭৩) প্রাদেশ-পরিমিত ঐ কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতমধ্যে এরূপ ভাবে স্থাপিত করিবে যে, দুই কুশপত্র দ্বারা সেই ঘৃত যেন সমান তিন ভাগে বিভক্ত হয়।[১৫০]

---

(১৭২)—অষ্টমূর্ত্তির পূজা মন্ত্র যথা। (পূর্ব্বাদি ঈশান পর্য্যন্ত দলে) ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ।১। ওঁ অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ।।২। ওঁ অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ।৩। ওঁ অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় নমঃ।৪। ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ।৫। ওঁ অগ্নয়ে কৌমারতেজসে নমঃ।৬। ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ।৭। ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ।৮। অথবা "ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নয়ে জাতবেদসে নম ইত্যাদ্যগ্ন্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ। এই মন্ত্রে একবারেই পূজা হইবে।

(১৭৩)—ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট শক্তির নাম ১৫০ সংখ্য টিপ্পনীতে ২৮১ পৃষ্ঠায় এবং অস্ত্রাদি সমেত দশদিক্‌পালের নাম ২৮২ পৃষ্ঠা ১৫২ সংখ্য টিপ্পনীতে দেখিয়া লইবেন। পদ্মাদি অষ্টনিধির নাম যথা। পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নীল, নন্দ, ও শঙ্খ। তথা চ মার্কণ্ডেয় পুরাণে।

বামে ধ্যায়েদিড়াং নাড়ীং দক্ষিণে পিঙ্গলান্তথা * ।
মধ্যে সুষুম্নাং নক্ষিস্ত্য দক্ষভাগাৎ সমাহিতঃ ॥ ১৫১ ॥
আজ্যং গৃহীত্বা মতিমান্ দক্ষনেত্রে হুতাশিতুঃ ।
মন্ত্রেণানেন জুহুয়াৎ প্রণবাস্তেঽগ্নয়ে পদম্ ॥ ১৫২ ॥

বামে ইত্যাদি। ঘৃতস্থ বামে ভাগে ইড়াং নাড়ীং ধ্যায়েৎ। দক্ষিণে ভাগে পিঙ্গলাং নাড়ীং ধ্যায়েৎ। মধ্যে চ সুষুম্নাং নাড়ীং সক্ষিস্ত্য সমাহিতঃ সন্ দক্ষভাগাদাজ্যং ঘৃতং গৃহীত্বা হুতাশিতুবগ্নের্দক্ষনেত্রেঽনেনানন্তরমেব বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ মতিমান্ সাধকো জুহুয়াৎ। দক্ষনেত্রে হবনস্থ মন্ত্রমাহ, প্রণবান্তে ইত্যাদিনা। প্রণবস্যান্তেঽগ্নয়ে ইতি পদং বাচ্যম্। যোজনয়া ওঁ অগ্নয়ে ইতি মন্ত্রর্জাতঃ। অয়ঞ্চ মন্ত্রঃ স্বাহান্ত আখ্যাতঃ। ততো বামভাগাদ্ধবির্বনীয়ং

পরে সেই ত্রিধা বিভক্ত ঘৃতের বামভাগে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়ী ধ্যান করিয়া সমাহিত চিত্তে দক্ষিণভাগ হইতে[১৫১] ঘৃত লইয়া সুবুদ্ধি সাধক, অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে (১৭৪) নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে, যথা। প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া তৎপরে 'অগ্নয়ে' এই

* পিঙ্গলাং দক্ষিণে তথা ইতি পাঠান্তরম্।

"পদ্মিনী নাম যা বিদ্যা লক্ষ্মীস্তস্যাধিদেবতা। তদাধারাশ্চ নিধয়স্তান্ মে নিগদতঃ শৃণু॥ তত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরকচ্ছপৌ। মুকুন্দনীলৌ নন্দশ্চ শঙ্খশ্চৈবাষ্টমো নিধিঃ॥"

অথবা,এইরূপে সংক্ষেপে পূজা করিবে যে,'ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ। পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ। ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ। বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ।"

(১৭৪)—যে স্থানে কাঠ, সেই স্থানে অগ্নির কর্ণ, যে স্থানে কেবল ধূম, সেই স্থান অগ্নির নাসিকা, যে স্থানে অগ্নি অল্পমাত্র প্রজ্বলিত, সেই স্থান নেত্র, যে স্থান অঙ্গার, সেই স্থান মস্তক এবং যে স্থলে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইতেছে, সেই স্থানেই অগ্নির জিহ্বা নির্দিষ্ট আছে। ইহা জ্ঞাত না হইয়া হোম করিলে বিপরীত ফল হয়। হুতাশনের কর্ণে হোম করিলে ব্যাধি, নেত্রে হোম করিলে অন্ধতা, নাসিকায় হোম করিলে মনঃপীড়া এবং মস্তকে হোম করিলে ধনক্ষয় হইয়া থাকে। (অতএব অগ্নির জিহ্বায় হোম করাই বিধেয়।) "কর্ণহোমে ভবেদ্‌ব্যাধির্নে-ত্রেঽন্ধত্বং সমীরিতম্। নাসিকায়াং মনঃপীড়া মস্তকে ধনসংক্ষয়ঃ॥ যতঃ কাষ্ঠং ততঃ শ্রোত্রং যতো ধূমোঽস্য নাসিকা। যত্রাল্পজ্বলনং নেত্রং যতোঽঙ্গারস্ততঃশিরঃ। যত্র প্রজ্বলিতা জ্বালা সা জিহ্বা জাতবেদসঃ॥"

স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো বামভাগাদ্ধবির্হবেৎ ।
বামনেত্রে হুনেদ্বহ্নেঃ ওঁ সোমায় দ্বিঠৌ মনুঃ ॥ ১৫৩ ॥
মধ্যাদাজ্যং সমানীয় ললাটে হবনং চরেৎ ।
অগ্নীষোমৌ সপ্রণবৌ তূর্য্যদ্বিবচনান্বিতৌ ॥ ১৫৪ ॥
স্বাহান্তোঽয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ পুনর্দক্ষিণতো হবিঃ ।
গৃহীত্বা নমসা মন্ত্রী প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধরেৎ ॥ ১৫৫ ॥

ঘৃতং হবেৎ গৃহ্লীয়াৎ। গৃহীত্বা চ হবির্ব্বহ্নের্ব্বামনেত্রে বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ হুনেৎ জুহুয়াৎ। বামনেত্রে হবনস্য মন্ত্রমাহ। ওঁ সোমায় দ্বিঠঃ ওঁ সোমায় স্বাহেতি মনুঃ প্রোক্ত ইতি ॥ ১৫১ ॥ ১৫২ ॥ ১৫৩ ॥

মধ্যাদিত্যাদি। ততো মধ্যাদাজ্যং সমানীয গৃহীত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ বহ্নের্ললাটে হবনং চরেৎ। ললাটে হবনস্য মন্ত্রমাহ. অগ্নীত্যাদিনা। তূর্য্যদ্বিবচনান্বিতৌ চতুর্থীদ্বিবচনযুক্তৌ সপ্রণবৌ ওঁকারসহিতৌ অগ্নীষোমৌ বক্তব্যৌ। ততশ্চ ওঁ অগ্নীষোমাভ্যামিতি মন্ত্রর্জাতঃ। অয়ং মন্ত্রঃ স্বাহান্তঃ প্রোক্তঃ। মন্ত্রী সাধকো নমসা মন্ত্রেণ পুনর্দ্দক্ষিণতো হবিঃ গৃহীত্বা পূর্ব্বং প্রণবমুদ্ধরেৎ বদেৎ। ততোঽগ্নয়ে ইতি ততঃ স্বিষ্টিকৃতে ইতি ততো বহ্নিকান্তাঞ্চ বদেৎ। যোজনয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহেতি মন্ত্রর্জাতঃ। অনেন মন্ত্রনা সাধকোত্তমো বহ্নিবদনেঽগ্নিমুখে জুহুয়াৎ। শোভনেষ্টিঃ স্বিষ্টিঃ তাং করোতীতি

পদ উচ্চারণ করিবে।[১৫২] পরে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে (১৭৫)। অনন্তর বামভাগ হইতে ঘৃত লইয়া 'ওঁ সোমায় স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নির বাম নেত্রে আহুতি প্রদান করিবে।[১৫৩] পরে মধ্যভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক বহ্নির ললাটে (ললাটনেত্রে) আহুতি প্রদান করিবে। (ললাটে আহুতি প্রদানের মন্ত্র এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে,) ওঁকার সহিত চতুর্থী-বিভক্তির দ্বিবচনান্ত অগ্নীষোম শব্দ উচ্চারণ করিয়া 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করিবে (১৭৬)। অনন্তর সাধক 'নমঃ' শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিবেন।[১৫৪।১৫৫] পরে

---

(১৭৫)—মন্ত্র যথা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।

(১৭৬)—মন্ত্র যথা। ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা।

অগ্নয়ে চ স্বিষ্টিকৃতে বহ্নিকান্তাং ততো বদেৎ।
অনেন বহ্নিবদনে জুহুয়াৎ সাধকোত্তমঃ।
ভূর্ভুবঃ স্বরিঠান্তেন ব্যাহৃত্যা হোমমাচরেৎ ॥ ১৫৬ ॥
তারো বৈশ্বানরপদাৎ জাতবেদ ইহাবহ।
বহ লোহিপদান্তে চ তাক্ষ সর্ব্বপদং বদেৎ।
কর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা ত্রিধানেনাহুতীর্হরেৎ ॥ ১৫৭ ॥

স্বিষ্টিকৃৎ কিপ্। তস্মৈ। ততো ঠিঠান্তেন স্বাহান্তেন ভূরিতি ভুবরিতি স্বরিতি চ ব্যাহৃত্যা হোমমাচরেৎ ॥ ১৫৪ ॥ ১৫৫ ॥ ১৫৬ ॥

তার ইত্যাদি। পূর্ব্বং তারঃ প্রণবো বক্তব্যঃ। ততো বৈশ্বানরেতি পদাৎ পরং জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহি ইতি বদেৎ। তৎপদান্তে চ তাক্ষ সর্ব্বেতি পদং বদেৎ। ততঃ কর্ম্মাণি সাধয় স্বাহেতি বদেৎ। যোজনয়া ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহেতি মন্ত্রঃ ভাতঃ। অনেন মন্ত্রেণ ত্রিধা বারত্রয়মাহুতীর্বেদদ্যাৎ ॥ ১৫৭ ॥

'অগ্নয়ে' তদনন্তর 'স্বিষ্টিকৃতে' এবং তৎপরে বহ্নিজায়া অর্থাৎ 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করিবে। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাধক অগ্নিমুখে আহুতি প্রদান করিবেন (১৭৭)। তদনন্তর প্রণবাদি ও স্বাহান্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্রমান্বয়ে ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ এই তিন পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিবে (১৭৮)।[১৫৬] অনন্তর, প্রথমতঃ প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক বৈশ্বানর' পদ উচ্চারণ করিবে, তৎপরে 'জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহি' তদন্তে 'তাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি' এই পদ উচ্চারণ করিয়া সাধয় স্বাহা' উচ্চারণ করিবে। এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার আহুতি প্রদান করিবে (১৭৯)।[১৫৭]

(১৭৭)—মন্ত্র যথা। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা।

(১৭৮)—মন্ত্র যথা। ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। এই অবধি সমুদায় আহুতিই অগ্নির মুখে অর্থাৎ প্রজ্বলিত শিখায় প্রদান করিতে হইবে। মুখে আহুতি না দিয়া অন্যত্র আহুতি দিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। ২৯৯ পৃষ্ঠায় ১৭৪ সংখ্যা টিপ্পনী দেখুন।

(১৭৯)—মন্ত্রোদ্ধার যথা। ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা।

ততোঽগ্নৌ স্বেষ্টমাবাহ্য পীঠাদ্যৈঃ সহ পূজনম্।
কৃত্বা স্বাহান্তমনুনা মূলেন পঞ্চবিংশতীঃ ॥ ১৫৮ ॥
হুত্বা বহ্ন্যাত্মনোর্দ্দেব্যা ঐক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া।
একাদশাহুতীর্হুত্বা মূলেনৈবাঙ্গদেবতাঃ ॥ ১৫৯ ॥
হুত্বা স্বকামমুদ্দিশ্য তিলাজ্যমধুমিশ্রিতৈঃ ॥ ১৬০ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরমগ্নৌ স্বেষ্টং দেবতামাবাহ্য পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ পীঠাদ্যৈঃ সহ তস্য পূজনঞ্চ কৃত্বা মূলরূপেণ স্বাহান্তমন্ত্রনা পঞ্চবিংশতিমাহুতীর্ব্বহ্নৌ হুত্বা প্রক্ষিপ্য বহ্ন্যাত্মনো বহ্নেরাত্মনশ্চ দেব্যাশ্চৈক্যং ধিয়া সম্ভাবয়ংশ্চিন্তয়ন্ মূলেনৈবৈকাদশাহুতীঃ হুত্বা ওঁ অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহেতি মন্ত্রেণাঙ্গদেবতাশ্চোদ্দিশ্য হুত্বা বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যামুকমাস্যমুকপক্ষেঽমুকতিথাবমুকরাশিস্থিতে ভাস্বরেঽমুকাভীষ্টার্থসিদ্ধিকামোঽমুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকশর্ম্মা তিলাজ্যাদিমিশ্রিতৈঃ পুষ্পৈর্ব্বিল্বপত্রাদিভির্বা সার্দ্ধং বহ্ন্যাবাহুতিমহং দদে ইতি বাক্যেন

অনন্তর অগ্নিতে আদ্যাকালী দেবতার আবাহন করিয়া (১৮০) পীঠাদি সহিত তাঁহার পূজা করিবে (১৮১)। পরে মূল মন্ত্রের অন্তে স্বাহা পদ যোগ পূর্ব্বক অগ্নিমুখে পঞ্চবিংশতি[১৫৮] আহুতি প্রদান করিয়া মনে মনে বহ্নি, দেবী ও স্বীয় আত্মা এই তিনের ঐক্য চিন্তা করিবে। পরে স্বীয় কামনার উল্লেখে মূলমন্ত্র দ্বারা একাদশ আহুতি প্রদান করিয়া (১৮২) 'ওঁ অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা অঙ্গদেবতাগণকে উদ্দেশ করিয়া[১৫৯] হোম করিবে। তদন্তে সঙ্কল্প (১৮৩) করিয়া তদুদ্দেশে মূলমন্ত্রের পর 'স্বাহা' যোগ করিয়া তাহা পাঠ

(১৮০)—ইষ্টদেবতার আবাহন মন্ত্র ২৯৬ পৃষ্ঠায় ১৬৮ টিপ্পনীতে আছে।

(১৮১)—মন্ত্র যথা। ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা। এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাসহিতায়ৈ সাঙ্গায়ৈ সাবরণায়ৈ সায়ুধায়ৈ সপরিবারায়ৈ সবাহনায়ৈ মহাকালভৈরবসহিতায়ৈ শ্রীমদাদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ বৌষট্। পীঠদেবতা ও আবরণ দেবতার নাম, পূর্ব্বে পীঠপূজা ও আবরণ পূজাস্থলে দ্রষ্টব্য।

(১৮২)—যে মন্ত্রের অন্তে 'স্বাহা' পদ নাই তাহার অন্তে স্বাহা পদ যোগ করিতে হইবে। স্বাহান্ত মন্ত্রে পুনর্ব্বার স্বাহা যোগ করিতে হইবে না।

(১৮৩)—সঙ্কল্পবাক্য যথা। বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যামুকমাস্যমুকরাশিস্থে ভাস্বরে-

পুষ্পৈর্ব্বিল্বদলৈর্ব্বাপি যথাবিহিতবস্তুভিঃ।
যথাশক্ত্যাহুতিং দদ্যাৎ নাষ্টন্যূনাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৬১ ॥
ততঃ পূর্ণাহুতিন্দদ্যাৎ ফলপত্রসমন্বিতাম্ * ।
স্বাহান্তমূলমন্ত্রেণ ততঃ সংহারমুদ্রয়া।
তস্মাদ্দেবীং সমানীয় স্থাপয়েৎ হৃদয়াম্বুজে ॥ ১৬২ ॥
ক্ষমস্বেতি চ মন্ত্রেণ বিসৃজেত্তং হুতাশনম্।
কৃতদক্ষিণকো মন্ত্রী অচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥

স্বকামমুদ্দিশ্য স্বাহান্তমূলমন্ত্রেণ তিলাজ্যমধুমিশ্রিতৈঃ পুষ্পৈরথবা বিল্বদলৈর্যথাবিহিতবস্তুভির্ব্বা সহ যথাশক্তি বহ্নাবাহুতিং দদ্যাৎ। অষ্টন্যূনামাহুতিং ন প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৫৮ ॥ ১৫৯ ॥ ১৬০ ॥ ১৬১ ॥

তত ইত্যাদি। ততোহনন্তরং স্বাহান্তমূলমন্ত্রেণ ফলপত্রসমন্বিতাং ফলতাম্বূলযুতাং পূর্ণাহুতিং বহ্নৌ দদ্যাৎ। ততঃ পরং সংহারমুদ্রয়া তস্মাদ্বহ্নের্দ্দেবীং সমানীয় হৃদয়াম্বুজে স্থাপয়েৎ ॥ ১৬২॥

ক্ষমস্বেতীত্যাদি। তত অগ্নে ক্ষমস্বেতি মন্ত্রেণ তং হুতাশনমগ্নিং বিসৃজে-

---

করিতে করিতে তিল, আজ্য ও মধুমিশ্রিত[১৬০] পুষ্প অথবা বিল্বদল কিম্বা যথা-বিহিত বস্তু দ্বারা শক্ত্যনুসারে আহুতি প্রদান করিবে। পরন্তু এই আহুতি যেন অষ্ট সংখ্যার ন্যূন না হয়।[১৬১] অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে ফল ও তাম্বূলসমন্বিত পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে(১৮৪)। পরে সংহারমুদ্রা দ্বারা দেবীকে অগ্নি হইতে আনয়ন পূর্ব্বক নিজ হৃদয়কমলে স্থাপন করিবে (১৮৫)।[১৬২] অনন্তর মন্ত্রী "অগ্নে ক্ষমস্ব" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নি-

---

* ফলতাম্রসমন্বিতাম্ ইতি বা পাঠঃ।

হমুকপক্ষেঽমুকতিথাবমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকশর্ম্মা অমুকাভীষ্টসিদ্ধিকামঃ তিলাজ্যাদিমিশ্রিতৈঃ পুষ্পৈর্ব্বিল্বপত্রাদিভির্ব্বা বহ্নাবাহুতিমহং দদে।

(১৮৪)—ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যদুক্তং যৎ স্মৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীমদাদ্যাকালিকাচরণে সমর্পয়ে।—এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দিবার বিধান অন্যান্য তন্ত্রে দৃষ্ট হয়। সাধক সম্প্রদায়েও ইহা প্রচলিত।

(১৮৫)—সংহারমুদ্রা যথা। "অধোমুখে বামহস্তে ঊর্দ্ধাস্যং দক্ষহস্তকম্। ক্ষিপ্তাঙ্গুলীর-

হুতশেষং ভ্রুবোর্মধ্যে ধারয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৬৪ ॥
এষ হোমবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বত্রাগমকর্ম্মণি ।
হোমকর্ম্ম সমাপৈয্যবং সাধকো জপমাচরেৎ ॥ ১৬৫ ॥

বস্তু বিসর্জ্জনং কুর্য্যাৎ। ততঃ কৃত্বা দক্ষিণা যেন স কৃতদক্ষিণকো মন্ত্রী সাধকঃ কৃতমিদং হোমকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত্বিত্যবধারয়েৎ। ততো হুতশেষং ভ্রুবোর্মধ্যদেশে ধারয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥

বিসর্জ্জন করিবেন। পরে দক্ষিণাবিধি সমাধান পূর্ব্বক "কৃতমিদং হোমকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" এই বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।[১৬৩] অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ স্রুবসংলগ্ন হোমাবশেষ ভস্ম ভ্রূযুগলের মধ্যদেশে ধারণ করিবেন(১৮৬)।[১৬৪] দেবি! সর্ব্বত্র আগম অনুসারে কিরূপে হোমানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার বিধি এই কহিলাম। এইরূপে হোমকর্ম্ম সমাধান করিয়া সাধক জপ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।[১৬৫]

স্বুলীভিঃ সংগ্রথ্য পরিবর্ত্তয়েৎ। এষা সংহারমুদ্রা স্যাদ্ বিসর্জ্জনবিধৌ স্মৃতা॥" বাম হস্ত অধোমুখ (উপুড়) রাখিয়া তদুপরি ঊর্দ্ধমুখ (চিত) দক্ষিণহস্ত স্থাপন পূর্ব্বক উভয় হস্তের কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা, অনামার সহিত অনামা, মধ্যমার সহিত মধ্যমা ও তর্জ্জনীর সহিত তর্জ্জনী গ্রথিত করিবে। পরে ঐ সংযুক্ত হস্তদ্বয় পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। (পরে কেবল তর্জ্জনীদ্বয় দণ্ডাকার করিয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা নির্ম্মাল্য পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক আঘ্রাণ লইয়া হস্তদ্বয় অধোভাগে বিপরীত ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া ঐ পুষ্পাদি যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক মুদ্রা ভঙ্গ করিবে। পুষ্প আঘ্রাণ করিবার সময় ভাবনা করিবে যে, পূজিত দেবতাকে হৃদয় মধ্যে প্রত্যানয়ন করিলাম।) ইহার নাম সংহারমুদ্রা; বিসর্জ্জন বিষয়ে এই সংহারমুদ্রা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(২৮৬)—হুতশেষ দ্বারা তিলক-ধারণের মন্ত্র যথা। (স্ত্রীজাতির প্রতি) ওঁ যং যং স্পৃশামি পাদেন যঞ্চ পশ্যতি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ॥ (পুরুষজাতির প্রতি) ওঁ যং যং স্পৃশামি হস্তেন যঞ্চ পশ্যামি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু রাজানো দুষ্টদস্তবঃ॥ (নিজের তিলক-ধারণ মন্ত্র) ওঁ যং যং স্পৃশামি হস্তেন যো মাং পশ্যতি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু রাজানো দুষ্টদস্যবঃ॥ (স্ত্রীজাতির স্বয়ং তিলক-ধারণ মন্ত্র) যং যং স্পৃশামি পাদেন যঞ্চ পশ্যামি চক্ষুষা। স এব দাসতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ॥ অথবা, ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং এই মন্ত্রে ললাটে, ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং এই মন্ত্রে কণ্ঠদেশে, ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং এই মন্ত্রে দক্ষিণ বাহুমূলে এবং 'ওঁ তৎ তেহস্তু ত্র্যায়ুষং এই মন্ত্রে বাম বাহুমূলে তিলক দিবে।

বিধানং শৃণু দেবেশি যেন বিদ্যা প্রসীদতি।
দেবতাগুরুমন্ত্রাণাম্ ঐক্যং সম্ভাবয়েদ্ধিয়া॥ ১৬৬॥
মন্ত্রার্ণা দেবতা প্রোক্তা দেবতা গুরুরূপিণী।
অভেদেন যজেদ্যস্তু তস্য সিদ্ধিরনুত্তমা॥ ১৬৭॥
গুরুং শিরসি সঞ্চিন্ত্য দেবতাং হৃদয়াম্বুজে।
রসনায়াং মূলবিদ্যাং তেজোরূপাং বিচিন্ত্য চ।
ত্রয়াণাস্তেজসাত্মানম্ একীভূতং বিচিন্তয়েৎ॥ ১৬৮॥

বিধানমিত্যাদি। জপাচরণবিধানমেবাহ, দেবতেত্যাদিভিঃ। সম্ভাবয়েৎ সম্যক্ বিচিন্তয়েৎ॥ ১৬৬॥

দেবতাদৈক্যসম্ভাবনপ্রকারস্তৎফলঞ্চ দর্শয়তি, মন্ত্রেত্যাদিনা। মন্ত্রার্ণাঃ মন্ত্রবর্ণাঃ। অভেদেন ঐক্যভাবেন॥ ১৬৭॥

গুরুমিত্যাদি। মূলবিদ্যাং মূলমন্ত্রাত্মিকাং বিদ্যাম্। ত্রয়াণাং গুরুদেবতামূলমন্ত্রাণাম্॥ ১৬৮॥

দেবেশি! এক্ষণে উক্ত জপানুষ্ঠানের বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই বিধানানুসারে জপ করিলে দেবতা প্রসন্ন হয়েন। জপকালে মনে মনে দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য চিন্তা করিবে।[১৬৬] মন্ত্রবর্ণ দেবতাস্বরূপ, এবং দেবতা গুরুরূপিণী; অতএব যে ব্যক্তি গুরু মন্ত্র ও দেবতা, এই ত্রিতয়ের অভেদ চিন্তা পূর্ব্বক অর্চ্চনা করে, সেই ব্যক্তিই উত্তম সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় (১৮৭)।[১৬৭] মস্তকে গুরুকে তেজোময় চিন্তা করিবে, হৃদয়কমলে দেবতাকে তেজোময় চিন্তা করিবে এবং রসনামূলে তেজোরূপা মূলমন্ত্রাত্মিকা বিদ্যাকে ধ্যান করিবে। পরে গুরু, দেবতা ও মূলমন্ত্র এই ত্রিতয়ের তেজের

---

(১৮৭)—তন্ত্রে আছে, যিনি গুরুকে মনুষ্য বিবেচনা করেন, মন্ত্রকে বর্ণময় বিবেচনা করেন ও বাণেশ্বর নারায়ণ শিলা বা প্রতিমাকে সামান্য প্রস্তর বা মৃন্ময় পুত্তলিকা বিবেচনা করেন, তিনি নিরয়গামী হইয়া থাকেন। যাঁহার মনে একপ সন্দেহও আছে তাঁহার পক্ষে গুরু, দেবতা, ও মন্ত্রের ঐক্য চিন্তাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে! বস্তুতঃ জড় পাঞ্চভৌতিক ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি বা দেহ গুরু নহেন। তাঁহাদের শরীরে অধিষ্ঠিত চৈতন্য বা একমাত্র ব্রহ্মই গুরু।

তারেণ সংপুটীকৃত্য মূলমন্ত্রেণ সপ্তধা।
জপ্ত্বা তু সাধকঃ পশ্চাৎ মাতৃকাপুটিতং স্মরেৎ ॥ ১৬৯॥

তারেণেত্যাদি। তারেণ সংপুটীকৃত্য আদাবন্তে চ অকারাদিক্ষকারান্তৈরেকপঞ্চাশতা বর্ণৈঃ সংযুক্তং মূলমন্ত্রং সপ্তধা স্মরেৎ জপেৎ। আগমকল্পানিত্যাদাৎ জপেত্ত্বাত্র নেড়াগমঃ ॥ ১৬৯॥

সহিত আত্মাকেও তেজোময় এবং একীভূত হইয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে। পরে প্রণব দ্বারা সংপুটিত করিয়া সপ্তবার মূলমন্ত্রজপ পূর্ব্বক পশ্চাৎ ঐ মূলমন্ত্র মাতৃকাপুটিত করিয়া স্মরণ করিবে (১৮৮)।১৬৯ অনন্তর সুধী ব্যক্তি নিজ

শিষ্যকে কৃতার্থ করিবার জন্য নরশরীরে তাঁহার আবির্ভাব। অপরে মনুষ্য বলিলেও প্রকৃতপক্ষে সকলেরই নিজ নিজ গুরু তাঁহার পরমারাধ্যতম একমাত্র নরাকার পরমব্রহ্ম। যোগিনীতন্ত্রে আছে,—"মন্ত্র-দাতা শিরঃপদ্মে মন্ত্রজ্ঞানং কুরুতে গুরোঃ। তন্মজ্ঞানং কুরুতে দেবি শিষ্যোঽপি শীর্ষপঙ্কজে। অতএব মহেশানি এক এব গুরুঃ স্মৃতঃ॥" মন্ত্রদাতা গুরু যিনি, তিনি তাঁহার নিজ গুরুকে যেভাবে সহস্রারে চিন্তা করেন, শিষ্যও সেই একই ভাবে নিজমস্তকে আবার তাঁহাকেই চিন্তা করেন। অতএব গুরু একমাত্র সেই পরম ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর কিছুই নহেন। দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রও বর্ণমাত্র নহে। যেমন কেহ যদি বলে ঘট আনয়ন কর তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে কেবল 'ঘ' ও 'ট' এই দুইটি অক্ষর আনিতে হইবে? তাহা নহে, মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত ঘট আনয়নই তাৎপর্য্য। ঘট শব্দে বর্ণ নহে, ঘট অভিধেয় পদার্থ। এইরূপ মন্ত্রও বর্ণ নহে, মন্ত্র সেই দেবতা। "বাচ্যবাচকভেদেন অভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ।" পুনশ্চ, প্রস্তরাদিকে বা তৃণ ও মৃত্তিকাগঠিত মূর্ত্তিকে কেহ দেবতা বোধে পূজা করেন না। জীবন্যাসের পর চৈতন্যের অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়াই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে সেই একমাত্র চৈতন্যের বা ব্রহ্মেরই পূজা করা হইয়া থাকে। এক্ষণে গুরু মন্ত্র ও দেবতার স্থূলভাগ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মভাবে প্রকৃত উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই তিন অধিষ্ঠানেই একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না। তখন গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের সুতরাং ঐক্য হইয়া যাইবে।

(১৮৮)—আদিতে ও অন্তে যে কোন বর্ণ, বীজ বা মন্ত্রাদি বসাইলে তাহাকে সেই বর্ণ, বীজ বা মন্ত্রাদি দ্বারা পুটিত করা বলে। প্রণব দ্বারা মূলমন্ত্রের সংপুটীকরণ যথা। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ওঁ। মাতৃকাপুটিত মন্ত্র শব্দে দুই রকম বুঝায়। প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পুটিত মন্ত্র, অথবা একেবারে সমুদায় মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পুটিত মন্ত্র। তন্ত্রে উভয় প্রকার সংপুট

মায়াবীজং স্বশিরসি দশধা প্রজপেৎ সুধীঃ।
বদনে প্রণবং তদ্বৎ পুনর্মায়াং হৃদম্বুজে।
প্রজপ্য সপ্তধা মন্ত্রী প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ১৭০ ॥

মায়েত্যাদি। ততঃ সুধীঃ সাধকঃ স্বশিরসি মায়াবীজং হ্রীঁ বীজং দশধা প্রজপেৎ। ততো বদনে স্বমুখে প্রণবং তদ্বদ্দশধা জপেৎ। হৃদম্বুজে পুনর্মায়াং হ্রীঁ বীজং সপ্তধা প্রজপ্য মন্ত্রী প্রাণায়ামং পূর্ব্ববৎ সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। ১৭০।

শিরোদেশে হ্রীঁ এই মায়াবীজ দশবার জপ করিয়া স্বীয় মুখে দশবার প্রণব জপ করিবেন। পরে হৃদয়পদ্মে পুনর্ব্বার সপ্তবার মায়াবীজ জপ করিয়া (১৮৯) পূর্ব্ববৎ

বিধিই দৃষ্ট হয়। পরন্ত জপরহস্তের অন্তর্গত প্রাণতত্ত্ব বা মন্ত্রশুদ্ধিতে প্রথমোক্ত প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণ দ্বারাই সংপুটিত করিবার বিধান আছে। প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা সংপুটীকরণ যথা। অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা অং। আং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা আং। এইরূপে সমস্ত বর্ণ দ্বারা অর্থাৎ 'হং' বর্ণের পরবর্ত্তী শেষের 'লং' বর্ণ দ্বারা পুটিত করিয়া 'ক্ষ' এই বর্ণমাত্র উচ্চারণ করিবে, মন্ত্র পুটিত করিবে না। সমুদায় মাতৃকা বর্ণ দ্বারা পুটিত-করণ। যেমন, অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং।

(১৮৯)—প্রণব-পুটিত মূলমন্ত্র জপের নাম অশৌচভঙ্গ ও দীপনী। মাতৃকা-পুটিত মূলমন্ত্র জপ করাকে প্রাণতত্ত্ব বলে। এখানে মস্তকে মায়াবীজ জপ করাকে কুল্লুকা বলা যায়। মুখে প্রণব জপ করাকে মুখশোধন বলে। এবং হৃদয়ে মায়াবীজ জপ করাকে সেতু বলা যায়।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে জপরহস্য কিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে। ঈঁ বীজপুটিত মূলমন্ত্র,জপ করার নাম মন্ত্রচৈতন্য। উক্ত ঈঁ বীজ পুটিত মূলমন্ত্র সাতবার জপ করার নাম নিদ্রাভঙ্গ। দেবতার রূপ চিন্তাই মন্ত্রার্থভাবনা; ক্রীঁ বীজ কণ্ঠে সাতবার জপ করিবে। ইহার নাম মহাসেতু। মস্তক অবধি মূলাধার পর্য্যন্ত একটী অধোমুখ ত্রিকোণ এবং মূলাধার অবধি মস্তক পর্য্যন্ত একটী ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ, এইরূপ ষট্‌কোণ ভাবনা করিয়া পশ্চাৎ এঁ এই যোনিবীজ দশবার জপ করিবে। ইহার নাম যোনিমুদ্রা। মৎস্যমুদ্রার আচ্ছাদন করিয়া মুখে 'হ্রৌঁ' এই বীজ সাতবার জপ করিলে জিহ্বাশোধন হয়। হ্রীঁ পুটিত বীজ সাতবার জপ করাকে প্রাণযোগ

তেতো মালাং সমাদায় প্রবালাদিসমুদ্ভবাম্।
মালে মালে মহামালে* সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণি ॥ ১৭১ ॥
চতুর্ব্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্ত-স্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব।
ইতি সংপূজ্য মালান্তাং † শ্রীপাত্রস্থামৃতেন চ ॥ ১৭২ ॥
ত্রিধা মূলেন সন্তর্প্য স্থিরচিত্তো জপঞ্চরেৎ।
অষ্টোত্তরসহস্রং বা-প্যথবাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১৭৩ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽনন্তরং প্রবালাদিসমুদ্ভবাং বিক্রমাদিসঞ্জাতাং মালাং সমাদায় গৃহীত্বা মালে মালে ইত্যাদিনা সিদ্ধিদা ভবেত্যন্তেন মন্ত্রেণ তাং মালাং সম্পূজ্য শ্রীপাত্রস্থামৃতেন মালাং সন্তর্পয়ামি স্বাহেত্যন্তেন মূলমন্ত্রেণ ত্রিধা সন্তর্প্য চ স্থিরচিত্তো ভূত্বা অষ্টোত্তরসহস্রমষ্টোত্তরশতং বা মূলমন্ত্রস্য জপঞ্চরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৭১ ॥ ১৭২ ॥ ১৭৩ ॥

প্রাণায়াম করিবে।[১৭৩] অনন্তর প্রবালাদি-নির্ম্মিত মালা গ্রহণ পূর্ব্বক 'মালে মালে মহামালে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া মালার পূজা করিবে (১৯০)। (মন্ত্রার্থ যথা—) "হে মালে! হে মহামালে! তুমি সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিনী। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ তোমাতেই সংন্যস্ত আছে; অতএব তুমি আমাকে (সেই চতুর্ব্বর্গ) সিদ্ধি প্রদান কর। পরে হ্রীঁ মালে মালে ইত্যাদি মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা তিনবার মালার তর্পণ করিবে(১৯১)।

* মহাভাগে ইতি বা পাঠঃ।

† ইতি সম্পূজ্য তাং মালাম্ ইতি পাঠান্তরম্।

বলে। এইরূপ জপের পূর্ব্বকৃত্য আরও অনেক প্রকার আছে। এই রীতিমত জপরহস্য ও তাহার ক্রম অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

(১৯০)—"হ্রীঁ মালে মালে' ইত্যাদি মন্ত্রটী মালার মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে মহামালায়ৈ বৌষট্' এই প্রকারে গন্ধপুষ্প দ্বারা বা পঞ্চোপচারে মালার পূজা করিবে।

(১৯১)—"হ্রীঁ মালে মালে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "মহামালাং তর্পয়ামি স্বাহা' বলিয়া মালার তর্পণ করিবে। মালার তর্পণের পর দেবীর তর্পণও সাধকসম্প্রদায়ে প্রচলিত। দেবীর তর্পণ যথা। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা আদ্যাকালীং তর্পয়ামি স্বাহা।

প্রাণায়ামস্ততঃ কৃত্বা শ্রীপাত্রজলপুষ্পকৈঃ।
গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্ ॥ ১৭৪ ॥
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি।
ইতি মন্ত্রেণ মতিমান্ দেব্যা বামকরাম্বুজে ॥ ১৭৫ ॥
তেজোরূপং জপফলং সমর্প্য প্রণমেদ্ভুবি।
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ ॥ ১৭৬ ॥
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য বিশেষার্ঘ্যেণ সাধকঃ।
বিলোমার্ঘ্যপ্রদানেন কুর্য্যাদাত্মসমর্পণম্ ॥ ১৭৭ ॥

প্রাণায়ামেত্যাদি। ততঃ পরং প্রাণায়ামং কৃত্বা শ্রীপাত্রজলপুষ্পকৈঃ গুহ্যাতিগুহ্যেত্যাদিনা মহেশ্বরি ইত্যন্তেন মন্ত্রেণ মতিমান্ সাধকস্তেজোরূপং জপফলং দেব্যাঃ বামকরাম্বুজে সমর্প্য ভুবি দণ্ডবন্নিপত্য দেবীং প্রণমেৎ ॥১৭৪॥১৭৫॥১৭৬॥

আত্মসমর্পণমন্ত্রমাহ. তত ইত্যাদিভিঃ সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যন্তেঽবস্থাস্বিতি প্রকীর্ত্তয়েৎ। ততো মনসান্তে

অনন্তর যথাবিধি মালা গ্রহণ পূর্ব্বক সাধক স্থিরচিত্ত হইয়া অষ্টোত্তর সহস্র অথবা অষ্টোত্তর শত বার মূলমন্ত্র জপ করিবেন (১২২)।১৭১—১৭৩ পরে প্রাণায়াম করিয়া মতিমান্ সাধক শ্রীপাত্রস্থিত অমৃত পুষ্পাদি দ্বারা "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে দেবীর বামকরপদ্মে তেজোরূপ জপফল সমর্পণ করিবেন। (মন্ত্রার্থ যথা—) মহেশ্বরি! তুমি গুহ্য বিষয় হইতেও অতীব গুহ্যরূপে আপনাকে গোপনে রক্ষা করিয়া থাক, অতএব তুমি অস্মৎকৃত এই জপফল গ্রহণ কর। দেবি! তোমার প্রসাদে আমার সিদ্ধি লাভ হউক। সাধক এই প্রকারে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক ভূতলে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিবেন। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্তব ও কবচ পাঠ করিতে হইবে।১৭৪-১৭৬অনন্তর বিশেষার্ঘ্য হস্তে লইয়া দেবীকে প্রদক্ষিণ করিবে। পরে বিলোমার্ঘ্য (অথবা শ্রীপাত্র) উত্থাপিত করিয়া (পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবীর সম্মুখে তিন বার

---

(১২২)—তর্জ্জনী সরলাকারে রাখিয়া মধ্যমার মধ্য পর্ব্বের উপর মালা স্থাপন পূর্ব্বক স্থূলভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে করিতে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ক্রোড়ের দিকে এক একটি মণি

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধি-দেহধর্ম্মাধিকারতঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যন্তে অবস্থাসু প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥ ১৭৮ ॥
মনসান্তে বদেদ্বাচা কর্ম্মণা তদনন্তরম্।
হস্তাভ্যাং পদতঃ পদ্ভ্যাম্ উদরেণ ততঃ পরম্ ॥ ১৭৯ ॥
শিশ্নয়া যৎ কৃতঞ্চোক্ত্বা যৎ স্মৃতং পদতো বদেৎ।

বাচা তদনন্তরং কর্ম্মণা তদনন্তরং হস্তাভ্যামিতি বদেৎ। তস্মাচ্চ পদাৎ পদ্ভ্যাং ততঃ পরমুদরেণেতি চ বদেৎ। ততঃ পরং শিশ্নয়া যৎ কৃতঞ্চোক্ত্বা যৎ স্মৃতমিতি বদেৎ। ততশ্চ পদাৎ পরং যদুক্তং তৎ সর্ব্বমিতি বদেৎ। ততো ব্রহ্মার্পণমুদীরয়েৎ। ততো ভবত্বিত্যন্তে মাং মদীয়ং সকলমিত্যুদীরয়েৎ। তদনন্তরমাদ্যাকালীপদাম্ভোজেঽর্পয়ামীতি পরং বদেৎ। ততঃ প্রণবং তৎ সদিতি বদেৎ। সকলপদযোজনয়া ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্নয়া যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং যদুক্তং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলমাদ্যাকালীপদাম্ভোজে-

---

ভ্রামিত করিয়া) তদ্দ্বারা আত্মসমর্পণ করিবে।[১৭৭] (আত্মসমর্পণে মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—) প্রথমে 'ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি' এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক 'অবস্থাসু' পদ উচ্চারণ করিবে।[১৭৮] পরে 'মনসা' তদন্তে 'বাচা' তদনন্তর 'কর্ম্মণা' তৎপরে 'হস্তাভ্যাং' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর 'পদ্ভ্যাং' তৎপরে 'উদরেণ' পদ পাঠ করিবে।[১৭৯] অনন্তর 'শিশ্নয়া যৎ কৃতং' এই পদ উচ্চারণপূর্ব্বক 'যৎ স্মৃতং' পরে 'যদুক্তং তৎ সর্ব্বং' এই পদ পাঠ করিবে। অনন্তর 'ব্রহ্মার্পণং' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে 'ভবতু' তদন্তে 'মাং মদীয়ং সকলং' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে।[১৮০] তৎপরে 'আদ্যাকালী-

---

আকর্ষণ করতঃ ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাগে অগ্রসর হইবে। ইহাকে অনুলোমে জপ বলে। সমস্ত মণি শেষ হইলে মেরুলঙ্ঘন না করিয়া সাবধানে মালাটি ঘুরাইয়া লইবে, কিন্তু বাম হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে না। পরে পূর্ব্বের ন্যায় জপ করিতে করিতে সূক্ষ্ম-ভাগ হইতে ক্রমশঃ স্থূলে উপনীত হইবে। ইহাই বিলোমে জপ। জপকালে উক্ত সরলাকার তর্জ্জনী যেন মালাতে স্পৃষ্ট না হয়। মালা বা হস্ত কম্পিত বা আন্দোলিত না হয়। জপকালে মালাতে শব্দ হওয়া উচিত নহে। করভ্রষ্টও না হয়।

যদুক্তং তৎ সর্ব্বমিতি ব্রহ্মার্পণমুদীরয়েৎ।
ভবতন্তে মাং মদীয়ং সকলং তদনন্তরম্॥ ১৮০॥
আদ্যাকালীপদাম্ভোজে অর্পয়ামি পদং বদেৎ।
প্রণবং তৎ সদিত্যুক্ত্বা কুর্য্যাদাত্মসমর্পণম্॥ ১৮১॥
ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্।
মায়াবীজং সমুচ্চার্য্য শ্রীআদ্যে কালিকে বদেৎ॥ ১৮২

ঽর্পয়ামি ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রো জাতঃ। ইমং মন্ত্রমুক্ত্বা কাল্যৈ আত্মসমর্পণং কুর্য্যাৎ॥ ১৭৭॥ ১৭৮॥ ১৮৯॥ ১৮০॥ ১৮১॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং কৃতাঞ্জলির্ভূত্বেষ্টদেবতাং প্রার্থয়েৎ। কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, মায়াবীজমিত্যাদি। মায়াবীজং হ্রীঁ বীজং সমুচ্চার্য্য শ্রীআদ্যে কালিকে ইতি বদেৎ। ততো যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্বেতি প্রার্থনা-

---

পদাম্ভোজে অর্পয়ামি' এই পদ পাঠ করিবে। তদনন্তর প্রণব, তদন্তে 'তৎ সৎ' উচ্চারণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে (১৯৩)।১৮১

অনন্তর মন্ত্রী কৃতাঞ্জলি হইয়া (পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক) ইষ্টদেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। প্রথমে মায়াবীজ অর্থাৎ 'হ্রীঁ' উচ্চারণ পূর্ব্বক 'শ্রীআদ্যে কালিকে' এই পদ উচ্চারণ করিবে,১৮২ তৎপরে 'যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্ব' (১৯৪), এই বলিয়া দেবতাকে বিসর্জ্জন করিয়া সংহারমুদ্রা

---

(১৯৩)—আত্মসমর্পণের মন্ত্র যথা। ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং যদুক্তং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলমাদ্যাকালীপদাম্ভোজেঽর্পয়ামি ওঁ তৎ সৎ। অন্যত্র, ব্রহ্মার্পণং ভবতু এই বাক্যের পর 'স্বাহা' 'মদীয়ং' স্থলে 'মদীয়ঞ্চ' শিশ্না স্থলে 'শিশ্না' এবং 'অর্পয়ামি স্থলে 'সমর্পয়ে' এইরূপ পাঠ আছে।

(১৯৪)—প্রার্থনামন্ত্র যথা। হ্রীঁ শ্রীআদ্যে কালিকে যথাশক্ত্যা পূজিতাসি ক্ষমস্ব। ইহার অর্থ এই যে, আদ্যে কালিকে! যথাশক্তি পূজা করিলাম, এক্ষণে ক্ষমা কর। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাপ্রতিমূর্ত্তি বা সংস্থাপিত ঘট দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিচালিত করিবে।

পূজিতাসি যথাশক্ত্যা ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য চ।
সংহারমুদ্রয়া পুষ্পম্ আঘ্রায় স্থাপয়েৎ হৃদি ॥ ১৮৩ ॥
ঐশান্যাং মণ্ডলং কৃত্বা ত্রিকোণং সুপরিষ্কৃতম্।
তত্র সংপূজয়েদ্দেবীং নির্ম্মাল্যপুষ্পবাসিনীম্ *।
হ্রীঁ নির্ম্মাল্যপদস্যোক্ত্বা বাসিন্যৈ নম ইত্যপি ॥ ১৮৪ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভ্যঃ সর্ব্বদেবেভ্য এব চ।
নৈবেদ্যং বিতরেৎ পশ্চাৎ গৃহ্নীয়াৎ শক্তিসাধকঃ ॥১৮৫॥

বাক্যমাসীৎ। অনেনৈব বাক্যেনেষ্টদেবতাং বিসৃজ্য চ সংহারমুদ্রয়া পুষ্পমাদায় আঘ্রায় চ স্বহৃদি স্থাপয়েৎ ॥ ১৮২ ॥ ১৮৩ ॥

ঐশান্যামিত্যাদি। তত ঐশান্যাং দিশি সুপরিষ্কৃতং ত্রিকোণং মণ্ডলং কৃত্বা তত্র মণ্ডলে বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ নির্ম্মাল্যপুষ্পবাসিনীং নির্ম্মাল্যবাসিনীং দেবীং সংপূজয়েৎ। নির্ম্মাল্যবাসিন্যাঃ পূজনস্য মন্ত্রমাহ, হ্রীমিত্যাদ্যর্দ্ধেন। হ্রীঁ নির্ম্মাল্যপদমুক্ত্বা বাসিন্যৈ নম ইতি বদেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নম ইতি মন্ত্রর্জাতঃ ॥ ১৮৪ ॥

ব্রহ্মেত্যাদি। নৈবেদ্যং দেব্যর্পিতান্নাদি। বিতরেৎ দদ্যাৎ। শক্তিসাধকঃ শক্তিসহিতঃ সাধকঃ ॥ ১৮৫ ॥

দ্বারা পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক আঘ্রাণ লইয়া পুনর্ব্বার দেবতাকে প্রত্যানয়ন করিয়া স্বহৃদয়ে স্থাপন করিবে।[১৮৩]

অনন্তর ঈশানকোণে সুপরিষ্কৃত ত্রিকোণমণ্ডল রচনা করিয়া, তদুপরি (নির্ম্মাল্য পুষ্প ও বারি দ্বারা) নির্ম্মাল্যবাসিনী দেবীর পূজা করিবে। প্রথমে 'হ্রীঁ নির্ম্মাল্য' এই পদ উচ্চারণ করিয়া পরে 'বাসিন্যৈ নমঃ' এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে, তদ্দ্বারা নির্ম্মাল্যবাসিনীর পূজা করিবে(১৯৩)।[১৮৪]

অনন্তর সশক্তিক সাধক, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সমুদায় দেবতাকে দেবীর প্রসাদ নৈবেদ্য বিতরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন।[১৮৫] বামভাগে পৃথক্

---

* নির্ম্মাল্যপুষ্পবারিণা ইতি পাঠান্তরম্।

(১৯৩)—মন্ত্র যথা। হ্রীঁ নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ।

স্বীয়শক্তিং বামভাগে সংস্থাপ্য পৃথগাসনে।
একাসনোপবিষ্টো বা পাত্রং কুর্য্যাৎ মনোরমম্ ॥১৮৬॥
পানপাত্রং প্রকুর্ব্বীত ন পঞ্চতোলকাধিকম্।
তোলকত্রিতয়ান্ন্যূনং স্বার্ণং রাজতমেব চ ॥১৮৭॥
অথবা কাচজনিতং নারিকেলোদ্ভবঞ্চ বা।
আধারোপরি সংস্থাপ্য শুদ্ধিপাত্রস্য দক্ষিণে ॥ ১৮৮ ॥
মহাপ্রসাদমানীয় পাত্রেষু পরিবেশয়েৎ।
স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্ব্বা জ্যেষ্ঠানুক্রমতঃ সুধীঃ ॥১৮৯॥

দেবীনৈবেদ্যগ্রহণবিধানমাহ, স্বীয়শক্তিমিত্যাদিভিঃ। বামভাগে পৃথগাসনে স্বীয়াং শক্তিং সংস্থাপ্য স্বীয়শক্ত্যা সহৈকাসনে এবোপবিষ্টো বা সাধকঃ পানভোজনার্থং মনোরমং রম্যং পাত্রং কুর্য্যাৎ ॥ ১৮৬ ॥

পানেত্যাদি। পঞ্চতোলকাদধিকং তোলকত্রিতয়াৎ ন্যূনঞ্চ পানপাত্রং ন প্রকুর্ব্বীত। তচ্চ স্বার্ণং সুবর্ণোদ্ভবং রাজতং রজতোদ্ভবমথবা কাচজনিতং নারিকেলোদ্ভবং বা পানপাত্রং শুদ্ধিপাত্রস্য দক্ষিণে দেশে আধারোপরি সংস্থাপ্য সুধীঃ ধীরঃ সাধকো মহাপ্রসাদমানীয় স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্ব্বা জ্যেষ্ঠানুক্রমত এব পাত্রেষু পরিবেশয়েৎ। জন্মতোঽত্র জ্যৈষ্ঠ্যং ন গ্রাহ্যং কিন্তভিষেকত ইতি বোধ্যম্ ॥ ১৮৭ ॥ ১৮৮ ॥ ১৮৯ ॥

আসনে স্বীয় শক্তিকে উপবেশন করাইয়া অথবা তৎসহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া পানার্থ যথাবিধি রমণীয় পাত্র স্থাপন করিবেন।[১৮৬] পানপাত্রের পরিমাণ-পঞ্চতোলকের অধিক অথবা তোলকত্রয়ের ন্যূন না হয়। (অর্থাৎ পানপাত্র এরূপ পরিমাণে প্রস্তুত হইবে যে, তাহাতে যেন তিন তোলক অবধি পঞ্চ তোলক পর্য্যন্ত কারণ থাকিতে পারে।) স্বর্ণনির্ম্মিত, রৌপ্যময়, [১৮৭] নারিকেলোদ্ভব অথবা কাচনির্ম্মিত পাত্রই প্রশস্ত। পানপাত্র শুদ্ধিপাত্রের দক্ষিণভাগে আধারোপরি সংস্থাপন করিয়া[১৮৮] মহাপ্রসাদ আনয়ন পূর্ব্বক সাধক স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্র দ্বারা জ্যেষ্ঠানুক্রমে পাত্রে পরিবেশন করিবেন (১২৩)।[১৮৯] পানপাত্রে

---

(১২৪)—কৌলিকার্চ্চনদীপিকা ধৃত সময়াতন্ত্রে পরিবেশনক্রম কথিত হইয়াছে যথা। গুরুশক্তৌ চ গুরবে স্বশক্তৌ চ ততঃ পরম্। ততো দক্ষস্থ জ্যেষ্ঠেভ্যঃ কনিষ্ঠেভ্যস্ততঃ পরম্॥ স্বপাত্রে চ

পানপাত্রে সুধা দেয়া শৌদ্ধ্যে শুদ্ধ্যাদিকানি চ।
ততঃ সাময়িকৈঃ সার্দ্ধং পানভোজনমাচরেৎ ॥১১০॥

পানেত্যাদি। পানপাত্রে সুধা মদিরা দেয়া শৌদ্ধ্যে শুদ্ধিপাত্রে শুদ্ধ্যাদিকানি মাংসমৎস্যাদীনি চ দেয়ানি। ততঃ পরং সাময়িকৈর্দ্দেবার্চ্চনসময়াগিগতৈর্জনৈঃ সার্দ্ধং পানভোজনমাচরেৎ ॥ ১১০ ॥

সুধা এবং শুদ্ধিপাত্রে মাংসমৎস্যাদি প্রদান করিবে। অনন্তর সমবেত সাধকগণের সহিত পানভোজন ক্রিয়া সমাধান করিবে।[১১০] প্রথমতঃ আস্তরণের জন্য উত্তম

সমাদায় ততঃ সাময়িকৈঃ সহ। ধারা স্বয়া নমস্কৃত্য জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে। প্রথমে গুরুশক্তিকে, পরে গুরুকে, পরে স্বশক্তিকে, তৎপরে যথাক্রমে দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠ বীরগণকে, তৎপরে যথাক্রমে বামপার্শ্বে উপবিষ্ট কনিষ্ঠ বীরগণকে (কৌলাবলীর মতানুসারে তৎপরে কুলপুত্রগণ ও কুলভক্তগণকে) অমৃত পরিবেশন করিয়া পশ্চাৎ নিজ পাত্রে গ্রহণপূর্ব্বক যথারীতি পাত্রবন্দনাদির অন্তে পানাদি করিতে হইবে।

কালীকুলে প্রথমতঃ গুরুশক্তিকে, পরে গুরুকে পরিবেশন করিবার রীতি আছে। শ্রীকুলে প্রথমে গুরুকে পরিবেশন করা বিধেয়। কোন কোন সম্প্রদায় গুরুর অনুপস্থানকালে নিজ পাত্রকেই গুরুপাত্র কল্পনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে স্বপাত্রে পরিবেশন করিয়া থাকেন। তাঁহারা এ বিষয়ে প্রমাণ দেন যে, 'যদি তত্রাবিদ্যমানঃ শ্রীনাথঃ করুণাময়ঃ। তদা স্বপাত্রং দেবেশি গুরুপাত্রং প্রকল্পয়েৎ॥" অর্থাৎ দেবেশি। যদি করুণাময় গুরু উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে স্বীয় পাত্রকেই গুরুপাত্র কল্পনা করিবে। এই বচন কোন কোন সাধকের মুখেই শুনিয়াছি, কোন তন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। প্রত্যুত, গুরুদ্রব্য স্বয়ং গ্রহণ করাই নিষিদ্ধ। গুরু স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে গুরুপাত্র জলে বিসর্জ্জন করাই বিধেয়। যথা ভাবচূড়ামণিতে, 'সাক্ষাৎ যদি গুরুর্ন স্যাত্তদা তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ। যাহা হউক, এক্ষণে কিরূপে জ্যেষ্ঠতা ও কনিষ্ঠতা নিরূপিত হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। মনু বলিয়াছেন, বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠম্। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী (কুল-শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন) তিনিই জ্যেষ্ঠ। তুল্য-জ্ঞান-সম্পন্নের মধ্যে যাঁহার অগ্রে অভিষেক হইয়াছে, তাঁহাকেই জ্যেষ্ঠ বলা যাইবে। তন্মধ্যেও শাক্তাভিষিক্ত অপেক্ষা পূর্ণাভিষিক্ত জ্যেষ্ঠ; পূর্ণাভিষিক্ত অপেক্ষা ক্রমদীক্ষিত জ্যেষ্ঠ, ক্রমদীক্ষিত অপেক্ষা সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত জ্যেষ্ঠ; সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত অপেক্ষা মহাসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত জ্যেষ্ঠ; মহাসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত অপেক্ষা যড়াম্নায়ে দীক্ষিত শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা পূর্ণদীক্ষিত শ্রেষ্ঠ; পূর্ণদীক্ষিতের মধ্যে যিনি পূর্ণযোগী অর্থাৎ যিনি মন্ত্রমার্গে ও যোগমার্গে উভয়েই পূর্ণদীক্ষিত তিনিই শ্রেষ্ঠ; পূর্ণযোগী

আদাবাস্তরণার্থায় গৃহ্নীয়াৎ শুদ্ধিমুত্তমাম্।
ততোঽতিহৃষ্টমনসা সমস্তঃ কুলসাধকঃ* ॥১৯১॥
স্বস্বপাত্রং সমাদায় পরমামৃতপূরিতম্।
মূলাধারাদিজিহ্বান্তাং চিদ্রূপাং কুলকুণ্ডলীম্ ॥১৯২॥
বিভাব্য তন্মুখাম্ভোজে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
পরস্পরাজ্ঞামাদায় জুহুয়াৎ† কুণ্ডলীমুখে ॥১৯৩॥
অলিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণম্।
সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১৯৪॥

আদাবিত্যাদি। আদৌ প্রথমতো মদ্যস্থাপনার্থায়াস্তরণার্থায়োত্তমাং শুদ্ধিং গৃহ্নীয়াৎ। ততোঽতিহৃষ্টমনসা সমস্তঃ সর্ব্বঃ কুলসাধকঃ পরমামৃতপূরিতমুত্তমমদ্যপূরিতং স্বস্বপাত্রং সমাদায় গৃহীত্বা মূলাধারাদিজিহ্বান্তং ব্যাপ্য স্থিতাং চিদ্রূপাং চৈতন্যস্বরূপাং কুলকুণ্ডলিনীং বিভাব্য বিচিন্ত্য তন্মুখাম্ভোজে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ সন্ পরস্পরস্যাজ্ঞামাদায় কুণ্ডলীমুখে জুহুয়াৎ পরমামৃতং দদ্যাৎ ॥১৯১॥১৯২॥১৯৩॥
অলীত্যাদি। কুলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণং মদ্যসম্বন্ধিগন্ধাঙ্গীকরণস্বরূপমেবালিপানং মদ্যপানং প্রকীর্ত্তিতম্। গৃহস্থৈঃ সাধকৈঃ পঞ্চপাত্রপরিমিতমেব

শুদ্ধি (মাংসাদি) গ্রহণ করিবে(১৯৫) পরে সমস্ত কুলসাধক আনন্দিত চিত্তে[১৯১] পরমামৃতপূরিত স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া চৈতন্যস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে জিহ্বান্তব্যাপিনী[১৯২] চিন্তা করিয়া তাঁহার মুখকমলে মূলমন্ত্র ধ্যানপূর্ব্বক ঐ মূলমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পরস্পর পরস্পরের অনুজ্ঞা লইয়া কুণ্ডলীমুখে আহুতি প্রদান করিবে।[১৯৩]কুলস্ত্রীগণের পক্ষে মদ্যসম্বন্ধি গন্ধাঙ্গীকরণ স্বরূপ মদ্যপানই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ কুলস্ত্রীগণ (অসামর্থ্যে) মদ্যের গন্ধমাত্র স্বীকার

* ততোঽতিহৃষ্টমনসঃ সমস্তাঃ কুলসাধকাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† জুহুয়ুঃ ইতি পূর্ব্বোক্তপাঠান্তরপক্ষপাতিনাং পাঠঃ।

অপেক্ষা গুরু শ্রেষ্ঠ, গুরু অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। পরন্তু চক্রমধ্যে যদি কোন সাধকের মহাপাত্র (নরকপালপাত্র) থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে মহাপাত্রেই অমৃত প্রদান করিতে হইবে।

(১৯৫)—এ রীতি তন্ত্রান্তরোক্ত, 'ভোজনান্তে বিষং মদ্যম্' (২৪৬ পৃষ্ঠা ১২৬ টিপ্পনী)

অতিপানাৎ কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥১৯৫॥
যাবন্ন চালয়েৎ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েন্মনঃ ।
তাবৎ পানং প্রকুর্ব্বীত পশুপানমতঃ পরম্ ॥১৯৬॥
পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্‌যস্য ঘৃণী চ শক্তিসাধকে ।
স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূয়াৎ আদ্যাং কালীং ভজাম্যহম্ ॥১৯৭॥
যথা ব্রহ্মার্পিতেঽন্নাদৌ স্পৃষ্টদোষো ন বিদ্যতে ।
তথা তব প্রসাদেঽপি জাতিভেদং বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৯৮॥

মদং পাতব্যমিত্যর্থঃ। গৃহস্থানামিত্যনেন 'পঞ্চপাত্রপরিমিতাদধিকমপি মদ্যং পিবতাং তদ্ভিন্নানাং ন দোষ ইতি সূচিতম্। নন্ পঞ্চপাত্রপরিমিতাদধিকং মদ্যং পিবতাং গৃহস্থসাধকানাং কো দোষস্তত্রাহ, অতিপানাদিত্যাদি ॥১৯৪॥১৯৫॥

যাবদিত্যাদি। চালযেৎ ঘূর্ণযেৎ ॥১৯৬॥

করিলেই সুধাপান করা সিদ্ধ হইবে। গৃহস্থ সাধকগণের পক্ষে পঞ্চপাত্রপর্য্যন্ত মদ্যপান বিহিত হইয়াছে।[১৯৪] কারণ, অতিরিক্ত পান করিলে সিদ্ধি হানি হয়।[১৯৫] (সাধারণতঃ ব্যবস্থা এই যে) যে পরিমাণে পান করিলে দৃষ্টি ও মন বিচলিত না হয়, সেই পরিমাণ পর্য্যন্তই পান করিতে পারিবে। তদতিরিক্ত পান পশুপান তুল্য।[১৯৬]

যাহার সুরাপানে ভ্রান্তি জন্মে এবং যে ব্যক্তি শক্তিসাধকের কার্য্যে ঘৃণা বোধ করে, সেই পাপিষ্ঠ কি রূপে বলে যে 'আমি আদ্যা কালীকে ভজনা করি'![১৯৭] ব্রহ্মে সমর্পিত অন্নাদিতে যেরূপ স্পর্শদোষ নাই, তোমার প্রসাদেও তদ্রূপ জাতিভেদ করিতে পারিবে না।[১৯৮] মদুক্ত এই বিধান অনুসারে

ইত্যাদি বচনের বিরোধী। উক্তবিধি অস্মদ্দেশে (বিষ্ণুক্রান্তায়) প্রচলিত নাই। এতদ্দেশে কোন সাধকই অগ্রে শুদ্ধি গ্রহণ করেন না। তাঁহারা, এককালে, বামহস্তে পানপাত্র ও দক্ষিণ হস্তে প্রথম পাত্র গ্রহণকালে মাংস, দ্বিতীয় পাত্র গ্রহণকালে মৎস্য, তৃতীয় পাত্র গ্রহণকালে মুদ্রা ও চতুর্থ পাত্র গ্রহণকালে এবং ত্রিতয় ও পঞ্চম পাত্র গ্রহণকালে যথাভিলষিত শুদ্ধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপে পান, ভোজন ও সাধন একে সঙ্গেই হইতে থাকে।

এবমেব বিধানেন কুর্য্যাৎ পানঞ্চ ভোজনম্।
হস্তপ্রক্ষালনং নাস্তি তব নৈবেদ্যসেবনে।
লেপাবমোদনং কুর্য্যাৎ বস্ত্রেণ পাথসাপি বা ॥১৯৯॥

পানে ইত্যাদি। ঘৃণী জুগুপ্সাবান্। জুগুপ্সাকরণে ঘৃণেত্যমরঃ।১৯৭।১৯৮। এবমিত্যাদি। লেপাবমোদনং হস্তলেপাপনয়নম্॥১৯৯॥

পান ও ভোজনাদি করিবে। পরন্তু তোমার নৈবেদ্য সেবন করিয়া (পবিত্রতার জন্য) কদাপি হস্ত প্রক্ষালন করিবে না। কেবল বস্ত্র বা জলদ্বারা হস্তের লেপাপনয়ন মাত্র করিতে পারিবে।১৯৯

অনন্তর সুধী সাধক মস্তকে নির্ম্মাল্য কুসুম ধারণ পূর্ব্বক (১৯৬) যন্ত্রমধ্যস্থ

---

(১৯৬)—অনুষ্ঠানের পর পাত্রে জল দিয়া শান্তিকরা সাধক-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। প্রত্যেক সাধকের স্ব স্ব শক্তির পাত্রের জল তাঁহার নিজ সাধকের পাত্রের সহিত মিলিত করিয়া পশ্চাৎ সিঞ্চন করিবে যথা। "ওঁ নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ। অভিষেকেণ পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ। এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। *পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।* ওঁ শান্তিরেব শান্তিঃ। ওঁ মহাশান্তিঃ। ওঁ সর্ব্বাণচ্ছান্তিঃ॥" এইরূপে পাত্র শীতল করিবার পর পাত্র উপুড় করিয়া সেই ভূতলে পতিত জলেতে ত্রিকোণ-যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তদ্দ্বারা চক্রেশ্বর সমুদায় সাধকের ললাটে তিলক প্রদান করিয়া থাকেন। তিলকধারণের মন্ত্র ৩০৪ পৃষ্ঠা ২৮৬ সংখ্যা টিপ্পনীতে দেখুন। পশ্চাৎ সকলে মিলিয়া শান্তিস্তোত্র পাঠ করা হইয়া থাকে। এক এক পাত্র গ্রহণের পর সাধকগণ কি করিবেন, তাহার বিধান যথা কৌলিকার্চ্চনদীপিকায়। "প্রথমে চ গুরুধ্যানং দ্বিতীয়ে স্বেষ্টচিন্তনম্। তৃতীয়ে শ্বাসজালঞ্চ চতুর্থে জপমাচরেৎ। পঞ্চমে পঞ্চমং কৃত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" অর্থাৎ প্রথম পাত্র গ্রহণের পর গুরুধ্যানপূর্ব্বক দ্বিতীয় পাত্র গ্রহণ করিবে; এইরূপ, ইষ্টদেবতা ধ্যানের পর তৃতীয় পাত্র প্রাণায়াম ও শ্বাসের পর চতুর্থ পাত্র, এবং জপের পর পঞ্চম পাত্র গ্রহণ করিবেন। পঞ্চম পাত্র গ্রহণের পর শক্তিসঙ্গম বা তৎপরিবর্ত্তে ইষ্টদেবতার ধ্যান ও জপ করিবার বিধি ও রীতি আছে। এই পর্য্যন্তই গৃহস্থের অধিকার। আনন্দস্তোত্র প্রভৃতি অন্যান্য কর্ত্তব্য সমুদায় অস্মৎকৃত রহস্যপূজা পদ্ধতিতে আছে।

ততো নির্ম্মাল্যকুসুমং বিধৃত্য শিরসা সুধীঃ ।
যন্ত্রলেপং কূর্চ্চদেশে বিহরেদ্দেববদ্ভুবি ॥২০০॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যা-
সদাশিবসংবাদে শ্রীপাত্রস্থাপনহোমচক্রানুষ্ঠান-
কথনং নাম ষষ্ঠোল্লাসঃ ।

তত ইত্যাদি। কূর্চ্চদেশে ভ্রুবোর্ম্মধ্যদেশে। কূর্চ্চমন্ত্রী ভ্রুবোর্ম্মধ্যমিত্য-
মরঃ ॥২০০॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং ষষ্ঠোল্লাসঃ।

পদার্থবিশেষ দ্বারা ভ্রূযুগল মধ্যে তিলক ধারণ করিয়া পশ্চাৎ দেবতার ন্যায় ভূতলে বিচরণ করিতে থাকিবে।২০০

শ্রীপাত্রস্থাপন হোম চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি কথন নামক
ষষ্ঠ উল্লাস সমাপ্ত।

সপ্তমোল্লাসঃ।

শ্রুত্বাদ্যাকালিকাদেব্যা মন্ত্রোদ্ধারং মহাফলম্।
সৌভাগ্যমোক্ষজননং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্ ॥১॥
প্রাতঃকৃত্যং তথা স্নানং সন্ধ্যাং সম্বিদ্বিশোধনম্।
ন্যাসপূজাবিধানঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ ॥২॥
বলিপ্রদানং হোমঞ্চ চক্রানুষ্ঠানমেব চ।
মহাপ্রসাদস্বীকারং পার্ব্বতী হৃষ্টমানসা।
বিনয়াবনতা দেবী প্রোবাচ শঙ্করং প্রতি ॥৩॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

সদাশিব জগন্নাথ জগতাং হিতকারক।
কৃপয়া কথিতং দেব পরাপ্রকৃতিসাধনম্ ॥৪॥

শ্রুত্বেত্যাদি। মহাফলং মহৎ ফলং যস্য তথাভূতম্ ॥১।২।৩
পার্ব্বতী শঙ্করং প্রতি কিং প্রোবাচেত্যপেক্ষায়ামাহ, সদাশিবেত্যাদি ॥৪।৫॥

এইরূপে দেবী পার্ব্বতী মহাফলোপধায়ক, সৌভাগ্যজনক, মোক্ষপ্রদায়ক ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র কারণস্বরূপ, আদ্যাকালিকাদেবীর মন্ত্রোদ্ধার, প্রাতঃকৃত্য, স্নান, সন্ধ্যা, সম্বিদাশোধন, বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে ন্যাস ও পূজা-বিধান, বলিপ্রদান, হোম, চক্রানুষ্ঠান ও মহাপ্রসাদগ্রহণ (প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের বিধান) শ্রবণ করিয়া আনন্দিতচিত্তা হইলেন এবং বিনয়াবনতা হইয়া পুনর্ব্বার শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।১—৩

শ্রীদেবী কহিলেন। সদাশিব! আপনি জগতের নাথ ও জগতের হিতকারী। আপনি কৃপা-পরবশ হইয়া আমার নিকট পরাৎপরা মূলপ্রকৃতির সাধন কীর্ত্তন করিলেন।৪এই প্রকৃতিসাধন সমুদায় প্রাণিগণের হিতকর এবং ভোগ ও

সর্ব্বপ্রাণিহিতকরং ভোগমোক্ষৈককারণম্।
বিশেষতঃ কলিযুগে জীবানামাশু সিদ্ধিদম্ ॥৫॥
তব বাগমৃতাম্ভোধৌ নিমজ্জন্মম মানসম্।
নোত্থাতুমীহতে স্বৈরং ভূয়ঃ প্রার্থয়তেঽচিরাৎ ॥৬॥
পূজাবিধৌ মহাদেব্যাঃ সূচিতং ন প্রকাশিতম্।
স্তোত্রঞ্চ কবচং দেব তদিদানীং প্রকাশয় ॥৭॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে স্তোত্রমেতদনুত্তমম্।
পঠনাৎ শ্রবণাদ্যস্য সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥৮॥

তবেত্যাদি। তব বাগমৃতাম্ভোধৌ ত্বদীয়বাগ্‌রূপসুধাসমুদ্রে নিমজ্জৎ মম মানসং হৃদয়ন্তঃ স্বৈরং স্বচ্ছন্দমুত্থাতুং নেহতে ন বাঞ্ছতি কিন্তু ভূয়ঃ পুনরপ্যচিরাদতিশীঘ্রমেব ত্বদ্বাগমৃতং প্রার্থয়তে ॥৬॥।॥

পার্ব্বত্যৈবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, শৃণ্বিত্যাদি। অনুত্তমং ন উত্তমং যস্মাত্তথাভূতম্ ॥৮॥৯॥

মোক্ষের একমাত্র কারণ। বিশেষতঃ কলিযুগে জীবগণ এই সাধন দ্বারাই আশু সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়।[৫]

দেবদেব! আমার মন আপনার বচনরূপ সুধাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, কোন ক্রমেই উত্থিত হইতে চাহিতেছে না, পরন্তু পুনর্ব্বার অচিরাৎ আপনকার বচনামৃত লাভের প্রার্থনা করিতেছে।[৬] ইতিপূর্ব্বে আপনি মহাদেবীর পূজাবিধি প্রসঙ্গে স্তোত্র ও কবচের বিষয় উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করেন নাই। হে দেব! অধুনা আমার প্রার্থনা, সেই স্তোত্র ও কবচ সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।[৭]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! তুমি জগতের বন্দনীয়া, তোমার প্রার্থনানুসারে সেই অনুত্তম স্তোত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকল প্রকার সিদ্ধির অধিকারী হইতে পারা যায়।[৮] বিশেষতঃ এতৎপাঠাদি দ্বারা অসৌভাগ্যের প্রশমন, সুখসম্পত্তি বিবর্দ্ধন, অকালমৃত্যু হরণ ও আপৎ-

অনৌভাগ্যপ্রশমনং সুখসম্পদ্বিবর্দ্ধনম্।
অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বাপদ্বিনিবারণম্ ॥৯॥
শ্রীমদাদ্যাকালিকায়াঃ সুখসান্নিধ্যকারণম্।
স্তবস্যাস্য প্রসাদেন ত্রিপুরারিরহং শিবে ॥১০॥
স্তোত্রস্যাস্য ঋষির্দেবি সদাশিব উদাহৃতঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুব্দেবতাদ্যা-কালিকা পরিকীর্ত্তিতা।
ধর্ম্মকামার্থমোক্ষেষু বিনিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১১॥
ক্রীঁ কালী শ্রীঁ করালী চ ক্রীঁ কল্যাণী কলাবতী।
কমলা কলিদর্পঘ্নী কপর্দ্দীশকৃপান্বিতা ॥১২॥

শ্রীমদিত্যাদি। ত্রিপুরারিঃ ত্রীণি স্বর্গভূমিপাতালাত্মকানি পুরাণি যস্য সঃ ত্রিপুরোঽসুরবিশেষঃ তস্যারিঃ শক্রঃ ॥১০॥

অথাস্য স্তোত্রস্য ঋষ্যাদিকমাহ, স্তোত্রস্যেত্যাদিনা সার্দ্ধেন ॥১১॥

অথাদ্যাকালীস্বরূপাখ্যং শতনামস্তোত্রং কথয়তি, ক্রীঁ কালীত্যাদি।

সমূহের নিরাকরণ হইয়া থাকে।[৯] শিবে! আদ্যাকালিকাদেবীর এই স্তোত্র, সমুদায় সুখসন্নিধানের কারণ। এমন কি, এই স্তবের প্রসাদেই (ত্রিপুরাসুরকে নিহত করিয়া) আমি ত্রিপুরারি নাম ধারণ করিয়াছি।[১০] দেবি! এই স্তোত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, এবং দেবতা আদ্যাকালিকা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি বিষয়েই এই স্তবের প্রযোগ হইয়া থাকে।[১১]

(এক্ষণে আদ্যাকালিকা দেবীর উক্ত শতনাম-স্তোত্র কথিত হইতেছে যথা—) তুমি ক্রীঁ অর্থাৎ মায়াবীজ-স্বরূপা কালিকা অর্থাৎ কালশক্তি। তুমি শ্রীঁ অর্থাৎ লক্ষ্মীবীজ-স্বরূপা করালী। তুমি ক্রীঁস্বরূপা (১৯৭) ও কল্যাণী।

---

(১৯৭)—ক্রীঁ=ক+র+ঈ+ঁ+০। তন্মধ্যে, ক অর্থে কালী, র অর্থে ব্রহ্ম, ঈ অর্থে মহামায়া, ঁ অর্থে বিশ্বমাতা এবং ০ অর্থে দুঃখহরা। অতএব অত্যন্ত-দুঃখনিবৃত্তির অর্থাৎ মোক্ষের নিমিত্ত এই ক্রীঁ বীজের দ্বারা কালিকার পূজা করিবে। তথা চ বীজাভিধানম্। ক কালী ব্রহ্ম র প্রোক্তং মহামায়ার্থকশ্চ ঈ। বিশ্বমাত্রর্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। তেনৈব কালিকাং দেবীং পূজয়েদ্দুঃখশান্তয়ে। ক্রীঁ।

কালিকা কালমাতা চ কালানলসমদ্যুতিঃ ।
কপর্দ্দিনী করালাস্যা করুণামৃতসাগরা ॥১৩॥
কৃপাময়ী কৃপাধারা কৃপাপারা কৃপাগমা ।
কৃশানুঃ কপিলা কৃষ্ণা কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী ॥১৪॥
কালরাত্রিঃ কামরূপা কামপাশবিমোচনী ।
কাদম্বিনী কলাধারা কলিকল্মষনাশিনী ॥১৫॥
কুমারীপূজনপ্রীতা কুমারীপূজকালয়া ।
কুমারীভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিণী ॥১৬॥

কপর্দ্দীশকৃপান্বিতা কপর্দ্দো জটজূটোঽস্যাস্তীতি কপর্দ্দী স চাসাবীশো জগৎ-প্রভুশ্চেতি কপর্দ্দীশস্তত্র যা কৃপা তয়ান্বিতা যুক্তা ॥১২॥

কালিকেত্যাদি। করালং দন্তুরমাস্যং মুখং যস্যাঃ সা। করালো ন্তুরে তুঙ্গে ইত্যমরঃ ॥১৩॥

কৃপাময়ীত্যাদি। কৃপাগমা কৃপয়া স্বকাকণ্যেনৈব গম্যতে জ্ঞায়তে যা সা থা। ..গ্রহদবৃনিশ্চিগম ইতি কর্ম্মণ্যম্ ॥১৪॥১৫॥১৬॥১৭॥

তুমি কলাবতী, কমলা, কলি-দর্পঘ্নী এবং কপর্দ্দীশ কৃপান্বিতা অর্থাৎ জটা-মুকুট মহাদেবের প্রতি কৃপাবতী।[১২] তুমি কালিকা, কালমাতা, এবং কালানল-সমদ্যুতি অর্থাৎ তোমার তেজ কালাগ্নি সদৃশ। তুমি কপর্দ্দিনী ও করালাস্যা অর্থাৎ করাল-বদনা। তুমি করুণামৃতসাগরা,[১৩] কৃপাময়ী ও কৃপাধারা। তুমি কৃপাপারা অর্থাৎ তোমার অপার কৃপা। তুমি কৃপাগমা অর্থাৎ তুমি যাহাকে কৃপা কর, সেই তোমাকে জানিতে পারে। তুমি কৃশানু, কপিলা, কৃষ্ণা ও কৃষ্ণানন্দ-বিবর্দ্ধিনী।[১৪] তুমি কালরাত্রি, কামরূপা ও কামপাশ-বিমোচনী। তুমি কাদম্বিনী, কলাধারা এবং কলি-কল্মষ-নাশিনী অর্থাৎ তুমিই কলির পাপধ্বংস করিয়া থাক।[১৫] তুমি কুমারী-পূজাতে প্রীতা হইয়া থাক; তুমি কুমারী-পূজকের আলয়ে বাস কর; কুমারী-ভোজন করাইলে তোমার আনন্দ হয়; কারণ, তুমিই কুমারী-রূপে অবতীর্ণা।[১৬] তুমি কদম্ববন-সঞ্চারা, কদম্ববন-বাসিনী, কদম্বপুষ্প-সন্তোষা এবং কদম্বপুষ্প-মালিনী, অর্থাৎ তুমি কদম্ব-

কদম্ববনসঞ্চারা কদম্ববনবাসিনী।
কদম্বপুষ্পসন্তোষা কদম্বপুষ্পমালিনী ॥১৭॥
কিশোরী কলকণ্ঠা চ কলনাদনিনাদিনী।
কাদম্বরীপানরতা তথা কাদম্বরীপ্রিয়া ॥১৮॥
কপালপাত্রনিরতা কঙ্কালমাল্যধারিণী।
কমলাসনসন্তুষ্টা কমলাসনবাসিনী ॥১৯॥
কমলালয়মধ্যস্থা কমলামোদমোদিনী।
কলহংসগতিঃ ক্লৈব্য-নাশিনী কামরূপিণী ॥২০॥

কিশোরীত্যাদি। কলকণ্ঠা কলো গম্ভীরশব্দযুক্তঃ কণ্ঠো যস্যাঃ সা ।১৮।
কপালেত্যাদি। কঙ্কালমাল্যধারিণী শবীরাস্থিমালাধারণশীলা অস্থিশরীরাস্থি' কঙ্কাল ইত্যমরঃ ॥১৯॥২০॥২১॥২২॥২৩॥২৪॥২৫॥২৬॥

বনে ভ্রমণ করিয়া থাক, কদম্ববনে বাস কর, কদম্বপুষ্পে তোমার সন্তোষ হয় এবং তুমি কদম্বকুসুমের মালা ধারণ করিয়া থাক।১৭ তুমি কিশোরী, তুমি কলকণ্ঠা অর্থাৎ তোমার কণ্ঠস্বর অতীব গম্ভীর। তুমি কলনাদ-নাদিনী, কাদম্বরী-পানরতা এবং কাদম্বরী-প্রিয়া অর্থাৎ গৌড়ী মদিরা তোমার অতীব প্রিয়।১৮ তুমি নর-কপাল-পাত্র-নিরতা অর্থাৎ মহাপাত্রে পরিতুষ্টা। তুমি কঙ্কাল-মাল্য-ধারিণী অর্থাৎ শবীরাস্থির মালা ধারণ করিয়া থাক। তুমি কমলাসন-সন্তুষ্টা অর্থাৎ পদ্মাসনে বা শবাসনে তুমি সন্তোষ লাভ করিয়া থাক। তুমি কমলাসনবাসিনী অর্থাৎ পদ্মাসনে বা শবাসনে উপবিষ্টা রহিয়াছ।১৯ তুমি কমলালয়-মধ্যস্থা ও কমলামোদ-মোদিনী অর্থাৎ কমলগন্ধে তোমার আনন্দ লাভ হয়। তুমি কলহংস-গতি (কলহংসের ন্যায় মন্থরগামিনী)। তুমি ক্লৈব্য-নাশিনী (ভক্তগণের কাতরতা দূর করিয়া থাক)। তুমি কামরূপিণী অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে নানারূপ শরীর ধারণ করিয়া থাক।২০ তুমি কামরূপ-কৃতাবাসা অর্থাৎ কামরূপে নিয়ত অধিষ্ঠান করিতেছ। তুমি কামপীঠ-বিলাসিনী অর্থাৎ তুমি কামাখ্যা নামক মহাপীঠে বিহার করিয়া থাক। তুমি কমনীয়া, কল্পলতা-

কামরূপকৃতাবাসা কামপীঠবিলাসিনী।
কমনীয়া কল্পলতা কমনীয়বিভূষণা ॥২১॥
কমনীয়গুণারাধ্যা কোমলাঙ্গী কৃশোদরী।
কারণামৃতসন্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা ॥২২॥
কারণানন্দজাপেষ্টা কারণার্চ্চনহর্ষিতা।
কারণার্ণবসংমগ্না কারণব্রতপালিনী ॥২৩॥
কস্তূরীসৌরভামোদা কস্তূরীতিলকোজ্জ্বলা।
কস্তূরীপূজনরতা কস্তূরীপূজকপ্রিয়া ॥২৪॥

স্বরূপা এবং কমনীয-বিভূষণ-বিভূষিতা।[২১] তুমি কমনীয় গুণারাধ্যা অর্থাৎ কমনীয় গুণসমূহ দ্বারাই তোমাকে আরাধনা করিতে পারা যায়। তুমি কোমলাঙ্গী, কৃশোদরী ও কারণামৃত-সন্তোষা, অর্থাৎ কুলামৃত রূপ শোধিত সুধা দ্বারা তোমার প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। তুমি কারণানন্দ-সিদ্ধিদা অর্থাৎ কারণ দ্বারা যাহার পূর্ণানন্দ হয়,তাহাকে সিদ্ধি দান কর।[২২] তুমি কারণানন্দ-জাপেষ্টা অর্থাৎ যাহারা কারণানন্দে পূর্ণানন্দ হৃদয়ে একাগ্রভাবে তোমার জপ করে, তুমি তাহাদেরই ইষ্টদেবতা। তুমি কারণার্চ্চন-হর্ষিতা অর্থাৎ যে তোমাকে কারণ দ্বারা পূজা করে, তৎপ্রতি তুমি প্রীতা হইয়া থাক। তুমি কারণার্ণব-সংমগ্না অর্থাৎ সমগ্র কারণ-বারিতে তোমার নিয়ত অধিষ্ঠান। তুমি কারণ-ব্রত-পালিনী।[২৩] তুমি কস্তূরী-সৌরভামোদা, অর্থাৎ কস্তূরীগন্ধে তুমি আনন্দিতা হইয়া থাক। তুমি কস্তূরী-তিলকোজ্জ্বলা অর্থাৎ কস্তূরী-তিলক ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব দীপ্তি লাভ করিয়া থাক। তুমি কস্তূরী-পূজনরতা ও কস্তূরী পূজক-প্রিয়া অর্থাৎ যে কস্তূরী দ্বারা তোমার পূজা করে, সেই তোমার প্রীতির আস্পদ হইয়া থাকে এবং তুমি তাহারই অনুরক্ত।[২৪] তুমি কস্তূরী-দাহ-জননী অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমার পূজাকালে কস্তূরীর ধূপ দেয়, তুমি তাহাকে জননীর ন্যায় পালন করিয়া থাক। তুমি কস্তূরীমৃগ-তোষিণী, কস্তূরী-ভোজন-প্রীতা এবং কর্পূরামোদ-মোদিতা অর্থাৎ তুমি কর্পূরগন্ধে আমোদিতা হইয়া থাক। তুমি কর্পূরমালাভরণা ও

কস্তূরীদাহজননী কস্তূরীমৃগতোষিণী।
কস্তূরীভোজনপ্রীতা কর্পূরামোদমোদিতা।
কর্পূরমালাভরণা কর্পূরচন্দনোক্ষিতা ॥২৫॥
কর্পূরকারণাহ্লাদা কর্পূরামৃতপায়িনী।
কর্পূরসাগরস্নাতা কর্পূরসাগরালয়া ॥২৬॥
কূর্চ্চবীজজপপ্রীতা কূর্চ্চজাপপরায়ণা।
কুলীনা কৌলিকারাধ্যা কৌলিকপ্রিয়কারিণী ॥২৭॥
কুলাচারা কৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী।
কাশীশ্বরী কষ্টহর্ত্রী কাশীশবরদায়িনী ॥২৮॥
কাশীশ্বরকৃতামোদা কাশীশ্বরমনোরমা ॥২৯॥

কূর্চ্চেত্যাদি। কূর্চ্চজাপপরায়ণা হূঁ বীজজপতৎপরা ॥২৭॥২৮॥২৯॥

কর্পূর-চন্দনোক্ষিতা অর্থাৎ তোমার অঙ্গ সতত কর্পূর-মিশ্রিত চন্দন দ্বারা চর্চ্চিত।[২৫] তুমি কর্পূর-কারণাহ্লাদা অর্থাৎ কর্পূর মিশ্রিত সুধাতে তোমার আনন্দবর্দ্ধন হইয়া থাকে। তুমি কর্পূরামৃত-পায়িনী অর্থাৎ কর্পূর-সুবাসিত অমৃতবারি (কারণ) পান করিয়া থাক। তুমি কর্পূর-সাগর-স্নাতা ও কর্পূর-সাগরালয়া।[২৬] তুমি 'কূর্চ্চ-বীজ-জপ'প্রীতা অর্থাৎ হূঁ এই বীজজপে প্রীতা হইয়া থাক। তুমি কূর্চ্চ-জাপ-পরায়ণা অর্থাৎ দৈত্যদলন কালে তুমি নিরন্তর হুঙ্কার দ্বারা তাহাদের তেজ হরণ করিয়া থাক। তুমি কুলীনা, কৌলিকারাধ্যা ও কৌলিক-প্রিয়কারিণী অর্থাৎ তুমি নিরন্তর কৌলিকগণের হিতানুষ্ঠানে নিরতা।[২৭] তুমি কুলাচারা অর্থাৎ কুলাচার-তৎপরা, কৌতুকিনী এবং কুল-মার্গ-প্রদর্শিনী। তুমি কাশীশ্বরী, তুমি কষ্টহর্ত্রী অর্থাৎ ভক্তগণের ক্লেশ দূর কর। তুমি কাশীশ-বরদায়িনী।[২৮] তুমি কাশীশ্বরকৃতামোদা এবং কাশীশ্বর-মনোরমা অর্থাৎ কাশিকাপুরাধিনাথ (মহা-) কালভৈরবের মনোমোহিনী।[২৯] তুমি কলমঞ্জীর-চরণা অর্থাৎ তোমার চরণযুগলের মঞ্জীরদ্বয় সুমধুর শব্দপূর্ণ। তুমি ক্বণৎ-কাঞ্চী-বিভূষণা অর্থাৎ তুমি সুমধুরধ্বনিপূর্ণ কাঞ্চীগুণে বিভূষিতা। তুমি

কলমঞ্জীরচরণা ক্বণৎকাঞ্চীবিভূষণা ।
কাঞ্চনাদ্রিকৃতাগারা কাঞ্চনাচলকৌমুদী ॥৩০॥
কামবীজজপানন্দা কামবীজস্বরূপিণী ।
কুমতিঘ্নী কুলীনার্ত্তি-নাশিনী কুলকামিনী ॥৩১॥
ক্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মন্ত্রবর্ণেন কালকণ্টকঘাতিনী ।
ইত্যাদ্যাকালিকাদেব্যাঃ শতনাম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৩২॥
ককারকূটঘটিতং কালীরূপস্বরূপকম্ ॥৩॥
পূজাকালে পঠেদ্যস্তু কালিকাকৃতমানসঃ ।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদাশু তস্য কালী প্রসীদতি ॥৩৩॥

কলেত্যাদি । কলমঞ্জীরচরণা কলৌ গম্ভীরশব্দযুক্তৌ মঞ্জীরৌ চরণয়োর্যস্যাঃ সা ॥৩০॥

কামবীজেত্যাদি । কামবীজজপানন্দা কামবীজস্য ক্লীমিত্যস্য জপে আনন্দো যস্যাঃ সা ॥ ৩১ । ৩২ ॥

ককারেত্যাদি । ককারকূটঘটিতং ককাররাশিসম্মিলিতম ॥৩৩॥

অথৈতৎস্তোত্রপাঠস্য ফলমাহ, পূজাকালে ইত্যাদিভিঃ ॥৩৪॥৩৫॥৩৬॥

কাঞ্চনাদ্রি-কৃতাগারা এবং কাঞ্চনাচলকৌমুদী অর্থাৎ তুমি কাঞ্চনাচল বাসিনী ও কাঞ্চনাচলের জ্যোৎস্নাস্বরূপা ।৩০ তুমি কামবীজ-জপানন্দা অর্থাৎ ক্লীং এই বীজ জপে তোমার প্রীতি লাভ হয় । তুমি কামবীজ-স্বরূপিণী । তুমি কুমতিঘ্নী ও কুলীনার্ত্তি-নাশিনী অর্থাৎ তোমার প্রসাদেই কুমতির বিনাশ হয় এবং কৌলগণের দুঃখ দূর হইয়া থাকে । তুমি কুলকামিনী , ৩১ এবং তুমি ক্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই তিন বর্ণ জপকারীর কালরূপ করাল কণ্টক উদ্ধার করিয়া থাক ।

দেবি । ককার-কূট ঘটিত (ককারাদি শব্দসমূহে বিরচিত) কালীরূপস্বরূপ আদ্যাকালিকা দেবীর এই শতনাম-স্তোত্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ।৩২ ৩৩ যে ব্যক্তি পূজাকালে (ভগবতী) আদ্যাকালিকাতে সমাহিত-চিত্ত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, সে আশু মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে,

বুদ্ধিং বিদ্যাঞ্চ লভতে গুরোরাদেশমাত্রতঃ।
ধনবান্ কীর্ত্তিমান্ ভূয়াৎ দানশীলো দয়ান্বিতঃ ॥৩৫॥
পুত্রপৌত্রসুখৈশ্বর্য্যৈ-র্মোদতে-সাধকো ভুবি ॥৩৬॥
ভৌমাবাস্যানিশাভাগে মপঞ্চকসমন্বিতঃ।
পূজয়িত্বা মহাকালীম্ আদ্যাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥৩৭॥
পঠিত্বা শতনামানি সাক্ষাৎ কালীময়ো ভবেৎ।
নাসাধ্যং বিদ্যতে তস্য ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ॥৩৮॥
বিদ্যায়াং বাক্‌পতিঃ সাক্ষাৎ ধনে ধনপতির্ভবেৎ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে বলে চ পবনোপমঃ ॥৩৯॥
তিগ্মাংশুরিব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ শশিবৎ শুভদর্শনঃ।
রূপে মূর্ত্তিধরঃ কামো যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ ॥ ৪০ ॥

ভৌমেত্যাদি। ভৌমাবাস্যানিশাভাগে মঙ্গলবারযুক্তামাবাস্যাসম্বন্ধিমহানিশায়ামিত্যর্থঃ। পৃষোদরাদিত্বাদ্ভৌমাবাস্যেত্যত্র মালোপঃ। মপঞ্চকসমন্বিতঃ মদ্যাদি পঞ্চকযুক্তঃ ॥৩৭॥৩৮॥৩৯॥

এবং কালী তাহার প্রতি প্রসন্না হয়েন,[৩৪] এবং গুরুর আদেশ মাত্রেই তাহার বুদ্ধি ও বিদ্যা লাভ হইয়া থাকে। সে ধনবান, কীর্ত্তিমান, দাতা ও দয়াবান হয়।[৩৫] এবং সেই সাধক অবনীতলে পুত্রপৌত্রাদির সহিত সুখস্বচ্ছন্দে আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে।[৩৬] যে ব্যক্তি মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথিতে মহানিশাভাগে মদ্যাদি-পঞ্চক-যুক্ত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী আদ্যাকালীর পূজা করিয়া[৩৭] এই শতনাম-স্তোত্র পাঠ করে, সে সাক্ষাৎ কালিকাস্বরূপ হয়, সন্দেহ নাই। ত্রিভুবনে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না।[৩৮] সে বিদ্যায় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, ধনে ধনপতি, গাম্ভীর্য্যে সরিৎপতি এবং বলে পবনের তুল্য হইয়া থাকে।[৩৯] বিশেষতঃ সেই সাধক উষ্ণরশ্মির ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য অথচ শশধর-সদৃশ সৌম্যদর্শন হয়, এবং সে রূপে মূর্ত্তিমান্ কামদেবের ন্যায় কামিনীগণের হৃদয় হরণ করে।[৪০] দেবি! এই স্তবপ্রসাদে সাধক সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করিতে পারেন। যে সাধক যে যে

সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি স্তবস্যাস্য প্রসাদতঃ ।
যং যং কামং পুরস্কৃত্য স্তোত্রমেতদুদীরয়েৎ ॥৪১
তং তং কামমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যাপ্রসাদতঃ ।
রণে রাজকুলে দ্যূতে বিবাদে প্রাণসঙ্কটে ॥৪২॥
দস্যুগ্রস্তে গ্রামদাহে সিংহব্যাঘ্রাবৃতে তথা ॥৪৩॥
অরণ্যে প্রান্তরে দুর্গে গ্রহরাজভয়েঽপি বা ।
জ্বরদাহে চিরব্যাধৌ মহারোগাদিসঙ্কুলে ॥৪৪॥
বালগ্রহাদিরোগে চ তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে ।
দুস্তরে সলিলে বাপি পোতে বাতবিপদ্গতে ॥৪৫॥
বিচিন্ত্য পরমাং মায়াম্ আদ্যাং কালীং পরাৎপরাম্ ।
যঃ পঠেচ্ছতনামানি দৃঢ়ভক্তিসমন্বিতঃ ॥৪৬॥

তিগ্মাংশুরিত্যাদি। তিগ্মাংশুরিব সূর্য্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যো দুঃখেন দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪০।৪১।৪২।৪৩ ॥

অরণ্যে ইত্যাদি। প্রান্তরে তরুজলাদিশূন্যে গ্রামতো দূরেঽধ্বনি ॥ ৪৪ ॥ ৪৫॥৪৬॥৪৭॥৪৮॥৪৯॥

কামনা করিয়া এই স্তব পাঠ করিবেন[৪১] শ্রীআদ্যাকালিকার প্রসাদে তিনি সেই সেই কামনারই ফল লাভ করিতে পারিবেন। সমরে রাজসমীপে, দ্যূতক্রীড়ায়, বিবাদে, প্রাণসঙ্কটস্থলে[৪২] দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে গ্রামদাহ সময়ে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদাকীর্ণ অরণ্যে,[৪৩] তরুলতাদিশূন্য প্রান্তরে দুর্গে, গ্রহভয় ও রাজভয় সময়ে, জ্বরদাহ কালে, চিরব্যাধিতে, মহারোগাদির আক্রমণে[৪৪] বাল গ্রহাদিরোগ সময়ে দুঃস্বপ্নদর্শনে, দুস্তর জলরাশি মধ্যে অথবা প্রবলবাতাহত পোতোপরি[৪৫] বিপদাপন্ন হইলে যে ব্যক্তি পরাৎপরা পরমা মায়া আদ্যা কালীকে ধ্যান করিয়া আন্তরিক দৃঢ়তা ও ভক্তি সহকারে এই শতনাম স্তোত্র পাঠ করে,[৪৬] দেবি! সে সত্য সত্যই সমস্ত বিপদ হইতে বিমুক্ত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার আর কোন অনিষ্টাশঙ্কা বা কোন প্রকার রোগাদির

সর্ব্বাপদ্ভ্যো বিমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ।
ন পাপেভ্যো ভয়ন্তস্য ন রোগেভ্যো ভয়ং ক্বচিৎ ॥৪৭॥
সর্ব্বত্র বিজয়স্তস্য ন কুত্রাপি পরাভবঃ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে বিপদ্‌গণাঃ ॥৪৮॥
স বক্তা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং স ভোক্তা সর্ব্বসম্পদাম্।
স কর্ত্তা জাতিধর্ম্মাণাং জ্ঞাতীনাং প্রভুরেব সঃ ॥৪৯॥
বাণী তস্য বসেদ্বক্ত্রে কমলা নিশ্চলা গৃহে।
তন্নাম্না মানবাঃ সর্ব্বে প্রণমন্তি সসম্ভ্রমাঃ ॥৫০॥
দৃষ্ট্যা তস্য তৃণায়ন্তে হ্যণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ।
আদ্যাকালীস্বরূপাখ্যং শতনাম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৫১॥
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা পুরশ্চর্য্যাস্য গীয়তে।
পুরস্ক্রিয়ান্বিতং স্তোত্রং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্ ॥৫২॥

বাণীত্যাদি। সসম্ভ্রমাঃ সভয়াঃ সাদরা বা ॥ ৫০ । ৫১ ॥

ভয়ও থাকে না।[৪৭] সে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া থাকে। তাহার কোন পরাভব-শঙ্কাও থাকিতে পারে না। তাহার দর্শনমাত্রেই বিপৎসমূহ দূরে পলায়ন করে।[৪৮] (এই স্তবের প্রসাদে) সে সমুদায় শাস্ত্রের বক্তা হইতে পারে, সমস্ত সুখ-সম্পত্তি-ভোগী হয় এবং সে জাতি ও ধর্ম্মবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব এবং জ্ঞাতিবর্গের উপরি প্রভুত্ব লাভ করে।[৪৯] বাগ্দেবী নিরন্তর তাহার মুখে অধিষ্ঠান করেন ও কমলা নিশ্চলা হইয়া তদীয় গৃহে বসতি করিয়া থাকেন। মানবগণ তাহার নাম শ্রবণ মাত্রেই সসম্ভ্রমে প্রণত হয়।[৫০] তাহার চক্ষে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি তৃণবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে। দেবি! আমি তোমার নিকট এই আদ্যাকালী-স্বরূপাখ্য শতনাম-স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম।[৫১] এই স্তোত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে অষ্টোত্তর শতবার পাঠ করিতে হয়। পুরশ্চরণ পূর্ব্বক এই স্তোত্র পাঠ করিলে সকল প্রকার অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে।[৫২] যে ব্যক্তি আদ্যাকালী-

শতনামস্তুতিমিমাম্ আদ্যাকালীস্বরূপিণীম্।
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েদপি ॥৫৩॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৫৪॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

কথিতং পরমংব্রহ্ম-প্রকৃতেঃ স্তবনং মহৎ।
আদ্যায়াঃ শ্রীকালিকায়াঃ কবচং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥৫৫॥
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুব্ দেবতা চ আদ্যা কালী প্রকীর্ত্তিতা ॥৫৬॥
মায়াবীজং বীজমিতি রমা শক্তিরুদাহৃতা।
ক্রীঁ কীলকং কাম্যসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৫৭॥

অষ্টোত্তরেত্যাদি। অস্য শতনামস্তোত্রস্য ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥
কবচং কথয়িতুং পার্ব্বত্যা পূর্ব্বমেব প্রেরিতঃ শ্রীসদাশিব উবাচ, কথিত-মিত্যাদি ॥৫৫ ॥ ৫৬ ॥

স্বরূপিণী এই শতনাম-স্তুতি স্বয়ং পাঠ করে, বা অপর কোন ব্যক্তিকে পাঠ করায়, স্বয়ং শ্রবণ করে, অথবা অপর কাহাকেও শ্রবণ করায়,[৫৩] সে সর্ব্ব-পাপ-বিনির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্যরূপ মোক্ষ লাভ করে (সন্দেহ নাই)।[৫৪]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! আমি তোমার নিকট পরমব্রহ্মস্বরূপা প্রকৃতির মহাস্তোত্র প্রকাশিত করিলাম। সম্প্রতি আদ্যাকালিকার কবচ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৫৫] এই ত্রৈলোক্য-বিজয়াখ্য কবচের ঋষি শিব, ছন্দ অনুষ্টুপ্, দেবতা আদ্যাকালী,[৫৬] হ্রীঁ ইহার বীজ, শ্রীঁ ইহার শক্তি, ক্রীঁ ইহার কীলক; এবং কাম্যসিদ্ধির নিমিত্ত ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে(১৯৮)।[৫৭]

---

(১৯৮)—ঋষিন্যাস যথা। অস্য ত্রৈলোক্যবিজয়স্য কবচস্য শিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আদ্যা-কালী দেবতা হ্রীঁ বীজং শ্রীঁ শক্তিঃ ক্রীঁ কীলকং কাম্যসিদ্ধার্থে কবচপাঠে বিনিয়োগঃ। শিরসি শিবায় ঋষয়ে নমঃ, মুখে অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি আদ্যাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ, মূলাধারে হ্রীঁ বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ শ্রীঁ শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ক্রীঁ কীলকায় নমঃ।

হ্রীমাদ্যা মে শিরঃ পাতু শ্রীঁ কালী বদনং মম।
হৃদয়ং ক্রীঁ পরা শক্তিঃ পায়াৎ কণ্ঠং পরাৎপরা ॥৫৮॥
নেত্রে পাতু জগদ্ধাত্রী কর্ণৌ রক্ষতু শঙ্করী।
ঘ্রাণং পাতু মহামায়া রসনাং সর্ব্বমঙ্গলা ॥৫৯॥
দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কপোলৌ কমলালয়া।
ওষ্ঠাধরৌ ক্ষমা রক্ষেৎ চিবুকং চারুহাসিনী ॥৬০॥
গ্রীবাং পায়াৎ কুলেশানী ককুৎ পাতু কৃপাময়ী।
দ্বৌ বাহূ বাহুদা রক্ষেৎ করৌ কৈবল্যদায়িনী ॥৬১॥
স্কন্ধৌ কপর্দ্দিনী পাতু পৃষ্ঠং ত্রৈলোক্যতারিণী।
পার্শ্বে পায়াদপর্ণা মে কটিং মে কমঠাসনা ॥৬২॥

মায়াবীজমিত্যাদি। মায়াবীজং হ্রীমিতি বীজম্। রমা শ্রীঁ বীজম্ ॥৫৭॥৫৮॥৫৯॥
দন্তানিত্যাদি। চিবুকম্ ওষ্ঠাধরাধোভাগম্ ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥

(অনন্তর কবচের অর্থ কথিত হইতেছে—) হ্রীঁ-স্বরূপা আদ্যা আমার শিরোদেশ, এবং শ্রীঁ-স্বরূপিণী কালী আমার বদন রক্ষা করুন। ক্রীঁ-স্বরূপা পরাশক্তি আমার হৃদয়, এবং পরাৎপরা আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন।[৫৮] জগদ্ধাত্রী আমার নেত্রদ্বয়, এবং শঙ্করী আমার শ্রবণযুগল রক্ষা করুন। মহামায়া আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ও সর্ব্বমঙ্গলা আমার রসনা রক্ষা করুন।[৫৯] কৌমারী আমার দন্তপঙ্ক্তি, এবং কমলালয়া আমার কপোলযুগল রক্ষা করুন। ক্ষমা আমার ওষ্ঠ ও অধর, এবং চারুহাসিনী আমার চিবুকদেশ রক্ষা করুন।[৬০] কুলেশানী আমার গ্রীবাদেশ, ও কৃপাময়ী আমার ককুৎ-স্থল রক্ষা করুন। বাহুদা আমার বাহুদ্বয় এবং কৈবল্যদায়িনী আমার করযুগল রক্ষা করুন।[৬১] কপর্দ্দিনী স্কন্ধদ্বয় এবং ত্রৈলোক্যতারিণী আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। অপর্ণা আমার পার্শ্বদ্বয় এবং কমঠাসনা আমার কটিদেশ রক্ষা করুন।[৬২] বিশালাক্ষী আমার নাভিদেশ, এবং প্রভাবতী আমার প্রজাস্থান (উপস্থ) রক্ষা করুন। কল্যাণী আমার ঊরুদ্বয়, এবং

নাভৌ পাতু বিশালাক্ষী প্রজাস্থানং প্রভাবতী।
ঊরূ রক্ষতু কল্যাণী পাদৌ মে পাতু পার্ব্বতী।
জয়দুর্গাবতু প্রাণান্ সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥৬৩॥
রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন চ।
তৎ সর্ব্বং মে সদা রক্ষেৎ আদ্যা কালী সনাতনী ॥৬৪॥
ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্।
কবচং কালিকাদেব্যা আদ্যায়াঃ পরমাদ্ভুতম্ ॥৬৫॥
পূজাকালে পঠেদ্‌যস্ত আদ্যাধিকৃতমানসঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি তস্যাদ্যা সুপ্রসীদতি ॥৬৬॥
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদাশু কিঙ্করাঃ ক্ষুদ্রসিদ্ধয়ঃ ॥৬৭॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং কামী কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৬৮॥

নাভাবিত্যাদি। প্রজাস্থানম্ উপস্থম্ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥
অথ ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধকবচপাঠস্য ফলমাহ, পূজাকালে ইত্যাদিভিঃ। ৬৬ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥

পার্ব্বতী আমার পদযুগল রক্ষা করুন। জয়দুর্গা আমার পঞ্চপ্রাণ, এবং সর্ব্বসিদ্ধিদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন।[৬৩] আমার যে যে স্থান কবচ মধ্যে উল্লিখিত না হওয়ায় অরক্ষিত আছে, সনাতনী আদ্যাকালী আমার সেই সমুদায় স্থান সর্ব্বদা রক্ষা করুন।[৬৪] দেবি! এই আমি তোমার নিকট ত্রৈলোক্য-বিজয় নামক আদ্যাকালিকাদেবীর দিব্য কবচ কীর্ত্তন করিলাম।[৬৫] যে ব্যক্তি পূজাকালে দেবীতে আত্মমন নিহিত রাখিয়া আদ্যাকালিকার এই পরমাদ্ভুত কবচ পাঠ করে,তাহার সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ হয় এবং আদ্যাকালী তাহার প্রতি সুপ্রসন্না হয়েন।[৬৬] বিশেষতঃ সে অবিলম্বে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ক্ষুদ্রসিদ্ধিগণ তাহার কিঙ্করস্বরূপ হইয়া থাকে।[৬৭] দেবি! (এই কবচের প্রসাদে) অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র, ধনার্থী ব্যক্তি ধন, ও বিদ্যার্থী ব্যক্তি বিদ্যা

সহস্রাবৃত্তপাঠেন বর্ম্মণোঽস্য পুরস্ক্রিয়া।
পুরশ্চরণসম্পন্নং যথোক্তফলদং ভবেৎ ॥ ৬৯ ॥
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমৈ রক্তচন্দনৈঃ।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌যদি ॥ ৭০ ॥
শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা সাধকঃ কটৌ।
তস্যাদ্যা কালিকা বশ্যা বাঞ্ছিতার্থং প্রযচ্ছতি ॥৭১॥
ন কুত্রাপি ভয়ং তস্য সর্ব্বত্র বিজয়ী কবিঃ।
অরোগী চিরজীবী স্যাৎ বলবান্ ধারণক্ষমঃ ॥৭২॥
সর্ব্ববিদ্যাসু নিপুণঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
বশে তস্য মহীপালা ভোগমোক্ষৌ করস্থিতৌ ॥৭৩॥

সহস্রেত্যাদি। বর্ম্মণঃ কবচস্য ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥
শিখায়ামিত্যাদি। প্রযচ্ছতি দদাতি ॥৭১ ॥ ৭২ ॥

লাভ করিতে সমর্থ হয় ; এবং সবিকল্প ব্যক্তি যে বিষয় কামনা করিয়া ইহা পাঠ করে, তাহার সেই কামনাই পূর্ণ হইয়া থাকে।৬৮

এই কবচের পুরশ্চরণ করিতে হইলে (অষ্টোত্তর) সহস্রবার পাঠ করিতে হইবে। এই কবচ পুরশ্চরণ-সম্পন্ন হইলে যথোক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে।৬৯ যে সাধক চন্দন, অগুরুচন্দন, কস্তূরী, কুঙ্কুম, অথবা রক্তচন্দন দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া গুটিকা প্রস্তুত করণ পূর্ব্বক স্বর্ণ মধ্যে রাখিয়া শিখাতে, দক্ষিণ বাহুতে, কণ্ঠে কিম্বা কটিদেশে ধারণ করে, আদ্যাকালী নিরন্তর বশীভূত থাকিয়া তাহাকে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন।৭০।৭১ এই কবচ ধারণ করিলে সাধকের কুত্রাপি ভয় বা আশঙ্কা থাকে না ; সে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করে, এবং অরোগী, বলবান্, বহুশাস্ত্রাদি-ধারণক্ষম, কবি ও চিরজীবী হইয়া কালাতিপাত করিতে থাকে।৭২ সেই সাধক সর্ব্ব-বিদ্যায় প্রবীণ এবং সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ ও গূঢ়তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারে। মহীপালগণ তাহার বশবর্ত্তী হয় এবং ভোগ ও মোক্ষ তাহার করতলগত হইয়া থাকে।৭৩ অধিক কি, একমাত্র

কলিকল্মষযুক্তানাং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্ ॥৭৪॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

কথিতং কৃপয়া নাথ স্তোত্রং কবচমেব চ।

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি পুরশ্চর্য্যাবিধিং বিভো ॥৭৫॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

যো বিধির্ব্রহ্মমন্ত্রাণাং পুরশ্চরণকর্ম্মণি।

স এবাদ্যাকালিকায়া মন্ত্রাণাং বিধিরুচ্যতে * ॥৭৬॥

সর্ব্বেত্যাদি। নিপুণঃ প্রবীণঃ ॥৭৩।৭৪॥

অথাদ্যাকালীমন্ত্রাণাং পুরশ্চরণবিধিং শুশ্রূষুঃ শ্রীদেব্যুবাচ, কথিতমিত্যাদি ॥৭৫॥

শ্রীদেব্যৈবং প্রেরিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, যো বিধিরিত্যাদি ॥৭৬॥

এই কবচ, কলিকল্মষ-কলুষিত মানবগণের পক্ষে পরম মুক্তিপ্রদ, সন্দেহ নাই (১৯৯)।৭৪

শ্রীদেবী কহিলেন। নাথ! আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট আদ্যা-কালিকার স্তোত্র ও কবচ প্রকাশিত করিলেন; পরন্তু বিভো! অধুনা আমি তাঁহার মন্ত্রের পুরশ্চরণবিধি শ্রবণ করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।৭৫

শ্রীসদাশিব কহিলেন। ব্রহ্মমন্ত্রের পুরশ্চরণ বিষয়ে যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট

---

* বিধিবিষ্যতে ইতি চ পাঠঃ।

(১৯৯)—ধারণের নিমিত্ত কবচ সংস্কার করিতে হইলে ১০৮ একশত আটবার পাঠ করিয়া যথোক্ত দশাংশ দশাংশভাবে হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এবং আদ্যন্তে মহতী পূজা করা প্রয়োজন। পরন্তু যদি কোন সাধক মন্ত্রসিদ্ধির ন্যায় কবচ সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি মূলে কথিতানুরূপ অষ্টোত্তর সহস্র পাঠে পুরশ্চরণ করিবেন। অন্যত্র এই কবচ সিদ্ধির নিমিত্ত দশ হাজার বার পাঠের বিধান দৃষ্ট হয়। উভয়বিধ পুরশ্চরণেই সাধক যতদিনে উক্ত সংখ্যা পাঠ সমাপ্ত করিতে পারিবেন বোধ হয়, ততদিন প্রত্যহ সমান সংখ্যায় পাঠ করিবেন। ন্যূনাধিক বা দিবস লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। কবচ ধারণ করিতে হইলে কথিতানুরূপ পুরশ্চরণের পর উক্ত কবচ গুটিকা করিয়া মাদুলি প্রভৃতির মধ্যে স্থাপন করিয়া পঞ্চগব্যে ও পঞ্চামৃতে স্নান করাইতে হইবে। তদন্তে কবচে তত্তদ্দেবতার আবাহন ও জীবন্যাসাদি করিয়া তদুপরি মহতী

অশক্তে সাধকে দেবি জপপূজাহুত্যাদিষু।
পূজা সংক্ষেপতঃ কার্য্যা * পুরশ্চরণমেব চ ॥৭৭॥
যতো হি নিরনুষ্ঠানাৎ স্বল্পানুষ্ঠানমুত্তমম্।
সংক্ষেপপূজনং ভদ্রে তত্রাদৌ শৃণু কথ্যতে ॥৭৮॥
আচম্য মূলমন্ত্রেণ ঋষিন্যাসং সমাচরেৎ।
করশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ ন্যাসঞ্চ করদেহয়োঃ ॥৭৯॥

অশক্ত ইত্যাদি। পুরশ্চরণমেব চ পুরশ্চরণমপি চ সংক্ষেপতঃ কার্য্যম্ ॥৭৭॥
সংক্ষেপপূজাদিকরণে হেতুমাহ, যতো হীত্যাদি ॥৭৮॥
সংক্ষেপপূজনমেবাহ, আচম্যেত্যাদিভিঃ ॥৭৯॥

আছে, আদ্যাকালিকা-মন্ত্রের পুরশ্চরণ বিষয়েও সেইরূপ বিধি কীর্ত্তিত হইয়া থাকে (২০০)।৭৬ দেবি! সাধক জপ, পূজা ও হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে অশক্ত হইলে সংক্ষেপে পূজা ও সংক্ষেপে পুরশ্চরণ করিবেন (২০১)।৭৭ কারণ নিরনুষ্ঠান-অপেক্ষা স্বল্পানুষ্ঠানও উত্তম। ভদ্রে! অগ্রে সংক্ষেপ পূজার বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর।৭৮ প্রথমতঃ মূলমন্ত্র দ্বারা আচমন করিয়া ঋষিন্যাস করিবে। পরে করশুদ্ধি করিয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিতে হইবে।৭৯ তদনন্তর সুবুদ্ধি

* পূজাং সংক্ষেপতঃ কুর্য্যাৎ ইতি পাঠান্তরম্।

পূজা ও তদন্তে তাহাতে পূজাঙ্গ হোমের আজ্যপাত করিতে হইবে। এইরূপে কবচ সংস্কার না করিলে কবচ ধারণ সিদ্ধ হয় না।

(২০০)—আদ্যাকালীমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে ৩২০০০ বত্রিশ হাজার জপ, জপের দশমাংশ হোম, হোমের দশমাংশ তর্পণ, তর্পণের দশমাংশ অভিষেক এবং অভিষেকের দশমাংশ ব্রাহ্মণভোজন সম্পাদন করিবে। হোম, তর্পণ ও অভিষেক কার্য্যে অসমর্থ হইলে তাহার অনুকল্প তত্তৎসংখ্যার দ্বিগুণসংখ্যা জপ করিবে। ব্রাহ্মণভোজনের অনুকল্প নাই। দশাংশ করিতে হইলে যদি দশের গুণিত না হয়, তাহা হইলে যাহাতে দশের গুণিত হয়, সেইরূপ করিয়া দশাংশ কার্য্য করিবার বিধি তন্ত্রান্তরে দৃষ্ট হয়। যেমন অভিষেক বত্রিশের স্থলে চল্লিশ হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্র দশ পূরণ করিয়া লইতে হয়।

(২০১)—এস্থলে হোমাদি কর্ম্মে অসমর্থ হইলে তদ্বিহিত সংখ্যার দ্বিগুণ জপ ও যথোক্ত ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পন্ন করাকে সংক্ষেপ পুরশ্চরণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যবিধ সংক্ষেপ পুরশ্চরণ পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

সর্ব্বাঙ্গব্যাপকং কৃত্বা প্রাণায়ামং চরেৎ সুধীঃ ।
ধ্যানং পূজাং জপঞ্চেতি সংক্ষেপপূজনে বিধিঃ ॥ ৮০ ॥
পুরস্ক্রিয়ায়াং মন্ত্রাণাং যত্র যো বিহিতো জপঃ ।
তস্মাচ্চতুর্গুণজপাৎ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে ॥৮১॥
অথবান্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।
কৃষ্ণাং চতুর্দ্দশীং প্রাপ্য কৌজে বা শনিবাসরে ।
পঞ্চতত্ত্বং সমানীয় পূজয়িত্বা জগন্ময়ীম্ ॥৮২॥
মহানিশায়ামযুতং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ।
ভোজয়িত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠান্ পুরশ্চরণকৃদ্ভবেৎ ॥৮৩॥
কুজবাসরমারভ্য যাবন্মঙ্গলবাসরম্ ।
প্রত্যহং প্রজপেন্মন্ত্রং সহস্রপরিসংখ্যয়া ॥৮৪॥

সর্ব্বাঙ্গেত্যাদি । সর্ব্বাঙ্গব্যাপকং ন্যাসম্ ॥৮০॥
অথ সংক্ষেপপুরশ্চরণমাহ, পুরস্ক্রিয়ায়ামিত্যাদিভিঃ । মন্ত্রাণাং যত্র পুরস্ক্রিয়ায়াং যো জপো বিহিতস্তস্মাচ্চতুর্গুণজপাৎ হোমাদিকং বিনৈব পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে ॥৮১॥৮২॥
মহানিশায়ামিত্যাদি । অযুতং দশসহস্রম ॥ ৮৩ ॥

সাধক সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপকন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবেন । তদনন্তর ধ্যান, তদন্তে পূজা এবং তৎপর জপ করিবে । এই সংক্ষেপ পূজার বিধি কহিলাম ।[৮০] মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে যে মন্ত্রে যত সংখ্য জপ নির্দ্দিষ্ট আছে, (হোমাদি না করিয়া)কেবলমাত্র তাহার চতুর্গুণজপ দ্বারাই সংক্ষেপ পুরশ্চরণের বিধি নিরূপিত হইয়াছে ।[৮১] অথবা, অন্য প্রকার পুরশ্চরণ অনুষ্ঠানের বিধি বলিতেছি । মঙ্গল অথবা শনিবারে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী হইলে, সেই দিবস রজনীযোগে, পঞ্চতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া জগন্ময়ীর পূজা করিবে ।[৮২] এবং স্থিরচিত্তে মহানিশাভাগে দশসহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে । তদনন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া পুরশ্চরণ কর্ম্ম সমাধান করিবে ।[৮৩] (দেবি । তৃতীয় প্রকার পুরশ্চরণ বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর ।) এক মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় মঙ্গলবার

বসুসংখ্যজপেনৈব ভবেন্মন্ত্রপুরস্ক্রিয়া ॥৮৫॥
শ্রীআদ্যাকালিকামন্ত্রাঃ সিদ্ধমন্ত্রাঃ সুসিদ্ধিদাঃ।
সদা সর্ব্বযুগে দেবি কলিকালে বিশেষতঃ ॥৮৬॥
কালীরূপাণি বহুধা কল্লৌ জাগ্রতি পার্ব্বতি।
প্রবলে কলিকালে তু রূপমেতৎ জগদ্ধিতম্ ॥৮৭॥
নাত্র সিদ্ধ্যাদ্যপেক্ষাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্।
নিয়মানিয়মেনাপি জপন্নাদ্যাং প্রসাদয়েৎ ॥৮৮॥
ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্নোতি শ্রীমদাদ্যাপ্রসাদতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানযুতো মর্ত্ত্যো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯ ॥

অথ তৃতীয়ং পুরশ্চরণমাহ, কুজেত্যাদিনা সার্দ্ধেন। যাবন্মঙ্গলবাসরং দ্বিতীয়-মঙ্গলবারপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ॥৮৪॥৮৫॥৮৬॥
কালীরূপাণীত্যাদি। এতদ্রূপম্ আদ্যায়াঃ কাল্যা রূপম্ ॥ ৮৭॥
নাত্রেত্যাদি। অত্র আদ্যাকালীমন্ত্রে ॥৮৮॥৮৯॥৯০॥৯১॥

পর্য্যন্ত প্রত্যহ সহস্রসংখ্য মন্ত্র জপ করিবে।[৮৪] এইরূপে আট দিনে অষ্টসহস্রসংখ্য জপ দ্বারা মন্ত্রের পুরশ্চরণ হইয়া থাকে।[৮৫] দেবি! আদ্যাকালিকার মন্ত্র সর্ব্বতো-ভাবে সিদ্ধমন্ত্র, এই মন্ত্র সকল সময়েই এবং সকল যুগেই সিদ্ধি প্রদান করে; বিশেষতঃ কলিযুগে আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে।[৮৬] পার্ব্বতি! কালিকামূর্ত্তি নানা-প্রকার; কলিকালে এই সমুদায় মূর্ত্তিই জাগরিতা থাকেন। বিশেষতঃ যখন কলি-কাল প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন একমাত্র এই কালীরূপই জগতের কল্যাণকর হইবে।[৮৭] এই কালিকা-মন্ত্রে সিদ্ধ সাধ্য প্রভৃতি অকথহ-চক্র বিচারের অপেক্ষা নাই, এই মন্ত্র অরিমিত্রাদি দোষে দূষিত হয় না (২০২)। পৌরশ্চরণিক নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বকই হউক অথবা অনিয়মেই হউক কেবলমাত্র জপ করিলেই আদ্যাকালী প্রসন্না হয়েন।[৮৮] বিশেষতঃ এই মন্ত্র জপ দ্বারা শ্রীমতী আদ্যা-কালিকার প্রসাদে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানী মানব যে জীবন্মুক্ত,

---

(২০২)—৪৯ পৃষ্ঠা ১৯।২০ সংখ্যা টিপ্পনী দেখুন।

ন চ প্রয়াসবাহুল্যং কায়ক্লেশোঽপি ন প্রিয়ে।
আদ্যাকালীসাধকানাং সাধনং সুখসাধনম্॥ ৯০॥
চিত্তসংশুদ্ধিরেবাত্র মন্ত্রিণাং বলদায়িনী॥ ৯১॥
যাবন্ন চিত্তকলিলং হাতুমুৎসহতে ব্রতী।
তাবৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত কুলভক্তিসমন্বিতঃ॥ ৯২॥
যথাবদ্বিহিতং কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধৌ হি * কারণম্।
আদৌ মন্ত্রং গুরোর্ব্বক্ত্রাদ্ গৃহ্লীয়াৎ ব্রহ্মমন্ত্রবৎ॥ ৯৩॥
প্রাতঃকৃত্যাদিনিয়মান্ কৃত্বা কুর্য্যাৎ পুরক্রিয়াম্।
চিত্তে শুদ্ধে মহেশানি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে কৃত্যাকৃত্যং ন বিদ্যতে॥ ৯৪॥

যাবদিত্যাদি। যাবৎকালপর্য্যন্তং চিত্তকলিলঞ্চেতসঃ কালুষ্যং হাতুং ত্যক্তুং নোৎসহতে ন শক্নোতি তাবদেব কুলভক্তিসমন্বিতো ভূত্বা ব্রতী নিয়মবান্ সাধকঃ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত নতু ততঃ পরম্। তত্র কারণমাহ, যথাবদিতি। হি যতঃ॥ ৯২॥ ৯৩॥ ৯৪॥

তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।[৮৯] প্রিয়ে! আদ্যাকালী-সাধকদিগের সাধন অতীব সুখসাধ্য। এই মন্ত্রসাধনে তাদৃশ পরিশ্রম নাই, কায়ক্লেশও নাই; কেবল চিত্তশুদ্ধি হইলেই সাধক, অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়।[৯১] যত দিন পর্য্যন্ত চিত্তের কলুষতা অপনোদনে সমর্থ না হইবে, সাধক ততদিন পর্য্যন্ত কুলভক্তি-সমন্বিত হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন।[৯২] কারণ যথাবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই একমাত্র চিত্তশুদ্ধির কারণ। প্রথমতঃ ব্রহ্মমন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রও গুরুর মুখ হইতে গ্রহণ করিবে।[৯৩] তদনন্তর নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পুরশ্চরণ করিবে। মহেশানি! পুরশ্চরণ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই থাকে না।[৯৪]

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন। পরমেশ্বর! কুল কি? কুলাচারই বা কাহাকে

---

* চিত্তশুদ্ধেহি ইতি চ পাঠান্তরে।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কুলং কিং পরমেশান কুলাচারশ্চ কিং বিভো।
লক্ষণং পঞ্চতত্ত্বস্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ৯৫॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সম্যক্ পৃষ্টং কুলেশানি সাধকানাং হিতৈষিণী।
কথয়ামি তব প্রীত্যৈ যথাবদবধারয়॥ ৯৬॥
জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ।
ক্ষিত্যপ্তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥ ৯৭॥
ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পম্ এতেষাচরণঞ্চ যৎ।
কুলাচারঃ স এবাদ্যে ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ॥ ৯৮॥

কুল-কুলাচারাদিকং জিজ্ঞাসুঃ শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ, কুলং কিমিত্যাদি॥ ৯৫॥
এবং প্রেরিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, সম্যক্ পৃষ্টমিত্যাদি॥ ৯৬॥
প্রথমমত্তত্র কুলং নির্ব্বক্তি, জীব ইত্যাদ্যেকেন। জীবাদয়ো নব কুলমিত্যভিধীয়তে কথ্যতে॥ ৯৭॥
অথৈকেন কুলাচারং নির্ব্বক্তি, ব্রহ্মবুদ্ধ্যেত্যাদি। হে আদ্যে এতেষু জীবপ্রকৃত্যাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নির্ব্বিকল্পং নানাবিধকল্পনাশূন্যং যদাচরণং স এব ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ কুলাচারোঽভিধীয়তে॥ ৯৮॥

বলে? এবং পঞ্চতত্ত্বের লক্ষণই বা কিরূপ? বিভো! এতৎসমুদায় প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।[৯৫]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। কুলেশ্বরি! তুমি সাধকবর্গের হিতৈষিণী, সুতরাং তুমি উৎকৃষ্ট প্রশ্নই করিয়াছ। আমি তোমার প্রীতি সাধনের জন্য সেই সমুদায় যথাযথরূপে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৯৬] জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, কাল, আকাশ, ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু, এই নয়টি কুল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।[৯৭]আদ্যে! সমুদায়ই ব্রহ্ম, ইত্যাকার বোধে এই জীবাদি নবসংখ্য কুলে নানাবিধ (ভেদ)কল্পনা বর্জ্জিত বা বিকার শূন্য যে আচরণ,তাহাই কুলাচার।

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ তপোদানদৃঢ়ব্রতৈঃ ।
ক্ষীণাঘানাং সাধকানাং কুলাচারে মতির্ভবেৎ ॥ ৯৯ ॥
কুলাচারগতা বুদ্ধি র্ভবেদাশু সুনির্ম্মলা ।
তদাদ্যাচরণাম্ভোজে মতিস্তেষাং প্রজায়তে ॥ ১০০॥
সদ্‌গুরোঃ সেবয়া প্রাপ্য বিদ্যামেনাং পরাৎপরাম্ ।
কুলাচাররতা ভূত্বা পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুলেশ্বরীম্ ॥ ১০১ ॥
যজন্তঃ কালিকামাদ্যাং কুলজ্ঞাঃ সাধকোত্তমাঃ ।
ইহ ভুক্ত্বাখিলান্ ভোগান্ ব্রজন্ত্যন্তে* নিরাময়ম্ ॥ ১০২ ॥

অথ কুলাচারস্থ সুদুর্লভত্বমাহ, বহুজন্মার্জ্জিতৈরিত্যাদি ॥ ৯৯ ॥
অথ কুলাচারস্থ পুণ্যফলত্বমাহ, কুলাচারগতেত্যাদিভিঃ ॥ ১০০ ॥
সদ্‌গুরোরিত্যাদি। বিদ্যামেনাং মন্ত্ররূপাম্ ॥ ১০১ ॥
যজন্ত ইত্যাদি। নিরাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং মোক্ষপদম্ ॥ ১০২ ॥

বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে(২০৪)। এই কুলাচার দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়।[৯৮] যাহারা তপস্যা, দান ও দৃঢ়ব্রতাদি দ্বারা জন্ম জন্মান্তরে বহু পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছে, সেই সকল পাপস্পর্শ-পরিশূন্য সাধকগণেরই কুলাচারে মতি জন্মে।[৯৯] বুদ্ধি কুলাচারের অনুবর্ত্তী হইলে অবিলম্বেই পরিমার্জ্জিত ও সুবিমল হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধি সুনির্ম্মলা হইলেই আদ্যাদেবীর চরণকমলে চিত্তবৃত্তি সুনিহিত হয়।[১০০] যাহারা সদ্‌গুরুর সেবা করিয়া পরাৎপরা এই বিদ্যা(২০৫)লাভ পূর্ব্বক কুলাচারে নিরত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা কুলেশ্বরী[১০১] আদ্যাকালিকার পূজা করে, তাহারাই কুলজ্ঞ এবং তাহারাই সাধকবর্গের

---

* তে ব্রজন্তে ইতি পাঠান্তরম্।

(২০৪)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ন কুলং কুলমিত্যাহুঃ কুলং ব্রহ্ম সনাতনম্। এস্থলেও যে সর্ব্ববিধ কুল বলা হইল, তাহার বাচ্যার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষণা দ্বারা সনাতন ব্রহ্মই লক্ষিত হইতেছেন।

(২০৫)—শারদাতিলকে কথিত আছে, মন্ত্রাঃ পুংদেবতা জ্ঞেয়া বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ। পুরুষ দেবতার মন্ত্রকে মন্ত্র বলা যায় এবং স্ত্রীদেবতার মন্ত্রকে বিদ্যা বলা হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ ১৪৮ পৃষ্ঠায় ৭০ সংখ্যা টিপ্পনীতে বিবৃত আছে।

মহৌষধং যজ্জীবানাং দুঃখবিস্মারকং মহৎ।
আনন্দজনকং যচ্চ তদাদ্যতত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৩ ॥
অসংস্কৃতঞ্চ যত্তত্ত্বং মোহদং ভ্রমকারণম্।
বিবাদরোগজননং ত্যাজ্যং কৌলৈঃ সদা প্রিয়ে ॥ ১০৪ ॥
গ্রাম্যবায়ব্যবন্যানাম্ উদ্ভূতং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
বুদ্ধিতেজোবলকরং দ্বিতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৫ ॥
জলোদ্ভবং যৎ কল্যাণি কমনীয়ং সুখপ্রদম্।
প্রজাবৃদ্ধিকরঞ্চাপি তৃতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৬ ॥

অথ ক্রমতো মদ্যাদিপঞ্চতত্ত্বানাং লক্ষণমাহ, মহৌষধমিত্যাদিভিঃ ॥ ১০৩ ॥
অসংস্কৃতমিত্যাদি। তত্ত্বম্ আদ্যতত্ত্বম্ ॥ ১০৪ ॥
গ্রাম্যেত্যাদি। গ্রাম্যা গ্রামোদ্ভবাশ্ছাগাদয়শ্চ বায়ব্যা বায়ুদ্ভবাস্তিত্তিরিহারীতাদয়শ্চ বন্যা বনোদ্ভবা হরিণাদয়শ্চ তে তেষাম্ ॥ ১০৫ ॥
জলোদ্ভবমিত্যাদি। কমনীয়মাকাঙ্ক্ষণীয়ম্ ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥ ১০৮ ॥

মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই সমুদয় কৌল (কুলতত্ত্বজ্ঞ) সাধক, ইহ লোকে নিখিল সুখসৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়া অন্তিমকালে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[১০২] দেবি! আদ্যতত্ত্বের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, যাহা জীবগণের মহৌষধ স্বরূপ, যাহা-দ্বারা জীবগণ সমুদায় দুঃখরাশি বিস্মৃত হইয়া থাকে, এবং যাহা সেবনে জীবগণ আনন্দ-সলিলে পরিপ্লুত হইতে থাকে, তাহাই আদ্যতত্ত্ব।[১০৩] কিন্তু এই আদ্যতত্ত্ব যথাবিধানে শোধিত না হইলে কেবল মোহ ও ভ্রমের কারণ হইয়া উঠে; বিশেষতঃ ইহা বিবাদ ও রোগের আকর হয়। অতএব প্রিয়ে! কৌলগণ অসংস্কৃত আদ্যতত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন।[১০৪] গ্রাম্য ছাগাদি পশুবর্গ, তিত্তিরিহারীতাদি খেচর বিহঙ্গমবর্গ, এবং বন্য মৃগাদি পশুবর্গ; ইহাদের দেহ হইতে উৎপন্ন, পুষ্টিকর এবং বুদ্ধি, তেজ ও বলপ্রদ যে মাংস, তাহাই দ্বিতীয়তত্ত্ব বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে।[১০৫] কল্যাণি! যাহা জলোদ্ভব, কমনীয়, সুখপ্রদ এবং প্রজাবৃদ্ধিকর অর্থাৎ প্রজনন-শক্তিবর্দ্ধক, তাহাই (মৎস্য) তৃতীয় তত্ত্ব;[১০৬] এবং যাহা অনায়াসে ভূমি

সুলভং ভূমিজাতঞ্চ জীবানাং জীবনঞ্চ যৎ ।
আয়ুর্ম্মূলং ত্রিজগতাং চতুর্থতত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৭ ॥
মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্ ।
অনাদ্যন্তজগন্মূলং শেষতত্ত্বস্য লক্ষণম্ ॥ ১০৮ ॥
আদ্যতত্ত্বং বিদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে ।
অপস্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে ॥ ১০৯ ॥
পঞ্চমং জগদাধারং * বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে ॥ ১১০ ॥
ইত্থং জ্ঞাত্বা কুলেশানি কুলতত্ত্বানি পঞ্চ চ ।
আচারং কুলধর্ম্মস্য জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১১১ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যা-সদাশিবসংবাদে স্তোত্র-কবচ-কুলতত্ত্বলক্ষণ-কথনং নাম সপ্তমোল্লাসঃ ।

আদ্যতত্ত্বমিত্যাদি ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥ ১১১ ॥
ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং সপ্তমোল্লাসঃ ।

হইতে সমুৎপন্ন, যাহা জীবগণের জীবনস্বরূপ, এবং যাহা জগত্রয়ের পরমায়ুর মূলকারণ, তাহাই চতুর্থ তত্ত্ব (মুদ্রা) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।[১০৭] আর দেবি ! যাহা জীবগণের অতীব আনন্দকর, যাহা প্রাণীবর্গের সৃষ্টির হেতু এবং যাহা আদি ও অন্ত রহিত এই মায়াময় জগতের মূলকারণ, তাহাই (শক্তিসঙ্গম) শেষতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[১০৮] প্রিয়ে ! তেজই আদ্য তত্ত্ব, পবন দ্বিতীয় তত্ত্ব, জল তৃতীয় তত্ত্ব এবং পৃথিবীই চতুর্থ তত্ত্ব জানিবে।[১০৯] বরাননে ! আর এই জগদাধার অন্তরীক্ষই পঞ্চম তত্ত্ব।[১১০] কুলেশ্বরি ! যে সাধক এই প্রকার নবকুল, পঞ্চতত্ত্ব এবং কুলধর্ম্মের আচার বিজ্ঞাত হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত সন্দেহ নাই।[১১১]

স্তোত্র-কবচ-কুলতত্ত্ব-লক্ষণ কথন নামক সপ্তম উল্লাস সমাপ্ত ।

* জগদাধারা ইতি পাঠান্তরম্ ।

অষ্টমোল্লাসঃ।

শ্রুত্বা ধর্ম্মান্ বহুবিধান্ ভবানী ভবমোচনী।
হিতায় জগতাং মাতা ভূয়ঃ শঙ্করমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

শ্রুতং বহুবিধং ধর্ম্মম্ ইহামুত্র সুখপ্রদম্।
ধর্ম্মার্থকামদং বিঘ্ন-হরং নির্ব্বাণকারণম্ ॥ ২ ॥
সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি বর্ণাশ্রমান্ বিভো।
তত্র * যে বিহিতাচারাঃ কৃপয়া বদ তানপি ॥ ৩ ॥

শ্রুত্বেত্যাদি। ভবমোচনী ভক্তসংসারভঞ্জনশীলা। জগতামিতি কাকাক্ষি-গোলকন্যায়েন পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং পদাভ্যাং সম্বধ্যতে। ১ ॥
কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শ্রুতমিত্যাদি ॥ ২ ॥
সাম্প্রতমিত্যাদি। তত্র বর্ণাশ্রমেষু ॥ ৩ ॥

অনন্তর ভবপাশ-বিমোচনী জগজ্জননী ভবানী, এইরূপ বহুবিধ ধর্ম্মবিষয় শ্রবণ করিয়া জগতের হিতানুষ্ঠান বাসনায় পুনরায় শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন।[১]

শ্রীদেবী কহিলেন। নাথ! যাহা ইহলোক ও পরলোকেও সুখপ্রদ, যদ্দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভ হইয়া থাকে, সেই বিঘ্নবিনাশন এবং মুক্তি-প্রাপ্তির কারণস্বরূপ বহুবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান-বিবরণ আপনকার নিকট শ্রবণ করিলাম।[২] বিভো! সম্প্রতি আমি বর্ণ ও আশ্রমের বিষয় অবগত হইতে অভিলাষ করিতেছি। আপনি কৃপা পূর্ব্বক সেই সমুদায় বর্ণ ও আশ্রমের বিষয় এবং সেই সেই বর্ণ ও আশ্রম ভেদে যাদৃশ আচার-ব্যবহার বিহিত হইয়াছে, তাহাও সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।[৩]

* যত্র ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

চত্বারঃ কথিতা বর্ণাঃ আশ্রমা অপি সুব্রতে।
আচারাশ্চাপি বর্ণানাম্ আশ্রমাণাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪ ॥
কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ ॥ ৫ ॥
এতেষাং সর্ব্ববর্ণানাম্ আশ্রমৌ দ্বৌ মহেশ্বরি।
তেষামাচারধর্ম্মাংশ্চ শৃণুষ্বাদ্যে বদামি তে ॥ ৬ ॥
পূর্ব্বৈব কথিতং তাবৎ কলিসম্ভবচেষ্টিতম্।
তপঃস্বাধ্যায়হীনানাং নৃণামল্পায়ুষামপি।
ক্লেশপ্রয়াসাশক্তানাং কুতো দেহপরিশ্রমঃ ॥ ৭ ॥

এবং প্রেরিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, চত্বার ইত্যাদি। হে সুব্রতে কৃতাদৌ সত্যত্রেতাদৌ বর্ণা আশ্রমা অপি চত্বারঃ কথিতাঃ বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চাচারাশ্চাপি পৃথক্ পৃথক্ কথিতাঃ। কলিকালে তু বর্ণাঃ সঙ্করাশ্চ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

এতেষামিত্যাদি। হে আদ্যে মহেশ্বরি এতেষাং ব্রাহ্মণাদীনাং সর্ব্ববর্ণানাং দ্বাবাশ্রমৌ তেষাং বর্ণাশ্রমাণামাচাররূপান্ ধর্ম্মাংশ্চ তে তবাগ্রেঽহং বদামি ত্বং শৃণুষ্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

কলিযুগে বর্ত্তমানৌ দ্বাবাশ্রমাববিধাশ্রমহাদেবঃ পূর্ব্বমাশ্রমদ্বয়াভাবে হেতুং দর্শয়তি, পূর্ব্বৈবেত্যাদিনা সার্দ্ধেন। কলৌ সম্ভব উৎপত্তির্যেষাং তে কলিসম্ভবাঃ তেষাং চেষ্টিতং পূর্ব্বৈব কথিতং তাবদিত্যবধারণে। কিঞ্চ তপ ইত্যাদি। তপঃ-

---

শ্রীসদাশিব কহিলেন। সুব্রতে! সত্যাদি যুগে চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং সেই সেই বর্ণ চতুষ্টয়ের ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের আচার ব্যবহারও পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সামান্য, এই পাঁচ প্রকার বর্ণ কথিত হইয়া থাকে। ৪।৫ মহেশ্বরি! কলিকালে এই ব্রাহ্মণাদি পঞ্চ বর্ণের দুইটি মাত্র আশ্রম। আদ্যে! তোমার নিকট আমি সেই পঞ্চ বর্ণ ও আশ্রমদ্বয়ের আচার ও ধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।৬ দেবি! পূর্ব্বেই আমি তোমার নিকট কলিসম্ভূত মানবগণের কার্য্য ও ব্যবহারের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি। তাহারা তপোবর্জ্জিত, বেদপাঠ-

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব* আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে ॥ ৮ ॥
গৃহস্থস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা আগমোক্তাঃ কলৌ শিবে †।
নান্যমার্গৈঃ ক্রিয়াসিদ্ধিঃ কদাপি গৃহমেধিনাম্ ॥৯॥
ভৈক্ষুকেঽপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তং দণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব তত্ত্বজ্ঞে যতস্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতিঃ ॥ ১০ ॥

স্বাধ্যায়হীনানাং তপঃ কৃচ্ছ্রাদিকর্ম্ম স্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ তাভ্যাং রহিতানাম্। ক্লেশপ্রয়াসাশক্তানাং ক্লেশ উপতাপঃ প্রয়াসঃ পরিশ্রমঃ তয়োর্নির্ব্বাহসমর্থানাম্। কিন্ত্বল্পায়ুষামপি। এবম্ভূতানাং নৃণাং দেহপরিশ্রমঃ কুতো ভবেৎ ন কেনাপি প্রকারেণ ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মচর্য্যেত্যাদি। হে প্রিয়ে অতঃ কলৌ যুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি নাস্তি কিন্তু গার্হস্থ্যভৈক্ষুকরূপৌ দ্বাবেবাশ্রমৌ কলৌ স্তঃ ॥ ৮ ॥

ন কেবলং কলৌ যুগে দ্বয়োরাশ্রময়োরেবাভাবোঽস্তি কিন্তু সর্ব্বাসাং বৈদিকক্রিয়াণামপীত্যাহ, গৃহস্থস্যেত্যাদিনা। গৃহমেধিনাং গৃহসঙ্গমবতাং গৃহস্থানামিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কলৌ যুগে গার্হস্থ্যাশ্রম এব বৈদিকাঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়া নিষিদ্ধা ন সন্ত্যপি তু ভৈক্ষুকাশ্রমেঽপীত্যাহ, ভৈক্ষুকেপীত্যাদি। তৎ বেদোক্তং দণ্ডধারণম্। শ্রৌতসংস্কৃতিঃ বৈদিকঃ সংস্কারঃ ॥ ১০ ॥

বিরত ও স্বল্পায়ু হইবে। তাহারা (দুর্ব্বলতাবশতঃ তাদৃশ) ক্লেশ ও পরিশ্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং তাহাদিগের দৈহিক পরিশ্রম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?[৭]

প্রিয়ে! কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, বানপ্রস্থাশ্রমও নাই, কলিযুগে গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষুক, কেবলমাত্র এই দুইটি আশ্রমই আছে,[৮] পরন্তু শিবে! কলিকালে গৃহস্থগণ একমাত্র আগমোক্ত বিধানানুসারেই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে; অন্যরূপ বিধি অর্থাৎ বৈদিক পৌরাণিক বা স্মার্ত্ত-সম্মত বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে তাহারা কদাপি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে না।[৯] দেবি!

---

* ভৈক্ষুকশ্চৈব ইতি পাঠান্তরম্।
† কলৌ যুগে ইত্যপি পাঠঃ।

শৈবসংস্কারবিধিনা-বধূতাশ্রমধারণম্।
তদেব কথিতং ভদ্রে সংন্যাসগ্রহণং কলৌ ॥ ১১ ॥
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণানাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্ব্বেষামধিকারিতা ॥ ১২ ॥
সর্ব্বেষামেব সংস্কারাঃ কর্ম্মাণি শৈববর্ত্মনা।
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ কর্ম্মলিঙ্গং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩ ॥
জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্যাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ।
গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি ॥ ১৪ ॥

যদ্যেবং তর্হি কলৌ কিন্নাম সন্ন্যাসগ্রহণং তত্রাহ, শৈবেত্যাদি। হে ভদ্রে শৈবসংস্কারবিধিনা শিবপ্রোক্তেন সংস্কারবিধানেনাবধূতাশ্রমধারণং, যৎ তদেব কলৌ যুগে সন্ন্যাসগ্রহণং কথিতম্ ॥ ১১ ॥

নম্বু কলৌ যুগে ব্রাহ্মণাদীনাং সর্ব্বেষামপি বর্ণানাং সন্ন্যাসাশ্রমাধিকারিত্বং সত্যাদাবিব ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামেব বা তত্রাহ, বিপ্রাণামিত্যাদি ॥ ১২ ॥

নম্বু প্রবলে কলৌ কিং ব্রাহ্মণাদয়ঃ সর্ব্বে বর্ণা একাচারা ভবেয়ুঃ পৃথক্ পৃথগাচারা বা তত্রাহ, সর্ব্বেষামিত্যাদি। বিপ্রাদীনাং সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সর্ব্বে সংস্কারাঃ অন্যানি চ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি একেন শৈববর্ত্মনৈব সাধনীয়ানি। শাস্তবৈকবর্ত্মসাধারণ্যেন সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কলৌ সমানান্যেবেত্যর্থঃ। পরন্তু বিপ্রাণামিতরেষাং বিপ্রভিন্নানাঞ্চ কর্ম্মলিঙ্গং কর্ম্মচিহ্নং কলাবপি পৃথক্ পৃথগেবাস্তি ॥ ১৩ ॥

নম্বু গার্হস্থ্যাশ্রমশালিত্বং কিং জন্মনৈব ভবেৎ সংস্কারেণ বা তত্রাহ, জাত-

---

তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্না অতএব তুমি বুঝিতেই পারিতেছ যে, কলিযুগে ভৈক্ষ্যকাশ্রমেও বেদোক্ত দণ্ডধারণের বিধি নাই, কারণ তাহা বৈদিক সংস্কার।[১০] ভদ্রে! শৈবসংস্কার-বিধানানুসারে যে অবধূতাশ্রম অবলম্বন করা হয়, তাহাই কলিযুগে একমাত্র সন্ন্যাসগ্রহণ।[১১] দেবি! প্রবল কলিকালে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই এই উভয়বিধ আশ্রমে অধিকারী হইবেন।[১২] ব্রাহ্মণাদি সমুদায় বর্ণই শৈববিধি অনুসারে সংস্কার ও অন্যান্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণসমূহের স্ব স্ব কর্ম্মচিহ্ন পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।[১৩] মানবগণ জন্মগ্রহণমাত্রেই

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদি।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সংন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ১৫ ॥
বিদ্যামুপার্জ্জয়েৎ বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ ॥১৬॥
মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ ॥১৭॥
মাতৄঃ পিতৄন্ শিশূন্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি।
যঃ প্রব্রজতি হিত্বৈতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

মাত্র ইত্যাদি। নম্ন গার্হস্থ্যভৈক্ষুকয়োর্মধ্যে প্রথমং কমাশ্রমমাশ্রয়েত্তত্রাহ গার্হস্থ্যমিত্যাদি ॥ ১৪ ॥

তত্ত্বজ্ঞানে ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞানে ॥ ১৫ ॥

নম্ন কস্যামবস্থায়াং গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয়ণীয়ঃ সন্ন্যাসশ্চ কস্যামবস্থায়াং গ্রহণীয়ঃ তত্রাহ, বিদ্যামিত্যাদি। বাল্যে শৈশবে বিদ্যামুপার্জয়েৎ। যৌবনে ধনং বিত্তং দারান্ ভার্য্যাং চোপার্জয়েৎ। প্রৌঢ়ে তৃতীয়ে বয়সি ধর্ম্ম্যাণি ধর্ম্মাদনপেতানি কর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ। সুধীর্বিদ্বাংশ্চতুর্থে বয়সি প্রব্রজেৎ সংন্যসেৎ ॥ ১৬॥ ১৭ ॥

মাত্রাদীন্ পরিত্যজ্য প্রব্রজতো মনুষ্যস্য মহাপাতকং ভবেদিত্যাহ, মাতৄ-রিত্যাদিদ্বাভ্যাম্। বহুবচনস্য বহুপলক্ষকত্বাৎ পিতৄন্ পিত্রাদীনিত্যর্থঃ। স্বজনান্ স্বেনৈব ভর্ত্তব্যানাত্মীয়ান্ জনান্। বান্ধবান্ অসমর্থান্ ভ্রাত্রাদীন্ ॥ ১৮ ॥ ১৯॥২০॥

গৃহস্থ হইয়া থাকে; পরে সংস্কার হইলে আশ্রমী হয়। মহেশ্বরি! কলিযুগে প্রথমেই যথাবিধানে গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিবে।[১৪] অনন্তর তত্ত্বজ্ঞান হইলে যখন হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মিবে, তখন সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে।[১৫] বাল্যকালে বিদ্যোপার্জ্জন করিবে; যৌবনাবস্থায় ধনোপার্জ্জন ও দারপরিগ্রহ করিবে; প্রৌঢ় সময়ে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে।[১৬] বৃদ্ধ পিতামাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা এবং শিশুতনয়, ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কদাপি অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিবে না।[১৭] যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, শিশু পুত্র, ভার্য্যা এবং স্বজন

মাতৃহা পিতৃহা স স্যাৎ স্ত্রীবধী ব্রহ্মঘাতকঃ।
অনন্তর্প্য স্বপিত্রাদীন্ যো গচ্ছেদ্ভিক্ষুকাশ্রমে ॥ ১৯ ॥
ব্রাহ্মণো বিপ্রভিন্নশ্চ স্বস্ববর্ণোক্তসংক্রিয়াম্।
শৈবেন বর্ত্মনা কুর্য্যাদ্ এষ ধর্ম্মঃ কলৌ যুগে ॥ ২০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

কো বা ধর্ম্মো গৃহস্থস্য ভিক্ষুকস্য চ কিং বিভো।
বিপ্রস্য বিপ্রভিন্নানাং সংস্কারাদীনি মে বদ ॥ ২১ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

গার্হস্থ্যং প্রথমং ধর্ম্ম্যং সর্ব্বেষাং মনুজন্মনাম্।
তদেব কথয়াম্যাদৌ শৃণু কৌলিনি তত্ত্বতঃ ॥ ২২ ॥

ব্রাহ্মণাদীন্ পঞ্চবর্ণান্ তেষাং দ্বাবাশ্রমৌ সামান্যং ধর্ম্মঞ্চ শ্রুত্বেদানীন্তেষা-মশেষান্ বিশেষান্ ধর্ম্মান্ শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, কো বা ইত্যাদি। কিং ধর্ম্মম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীদেব্যৈবং প্রেরিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, গার্হস্থ্যমিত্যাদি। হে কৌলিনি যতঃ সর্ব্বেষাং মনুজন্মনাং মনুষ্যাণাং গার্হস্থ্যং কর্ম্ম প্রথমং ধর্ম্ম্যং ভবত্যতস্তমেব ধর্ম্মমাদৌ কথয়ামি ত্বং তত্ত্বতঃ শৃণু ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

বা বন্ধুবান্ধব সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে মহাপাতকী হইয়া থাকে।[১৮] যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা মাতা প্রভৃতিকে পরিতৃপ্ত না করিয়া ভিক্ষুকাশ্রমে গমন করে, তাহাকে মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাদি জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই।[১৯] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য জাতি, ইহারা সকলে শৈবপথানুসারেই স্ব স্ব বর্ণবিহিত সংস্কারাদির অনুষ্ঠান করিবে। ইহাই কলিযুগের সনাতন ধর্ম্ম।[২০]

শ্রীদেবী কহিলেন। বিভো! গৃহস্থগণের ধর্ম্ম কি? ভিক্ষুকগণের ধর্ম্মই বা কিরূপ? ব্রাহ্মণগণ ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণসমূহের সংস্কার প্রভৃতিই বা কিরূপ? তৎসমুদায় আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।[২১]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। কৌলিনি! গার্হস্থ্য ধর্ম্মই মনুষ্যবর্গের প্রথম ধর্ম্ম

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥২৩॥
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥ ২৫ ॥
তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ২৬ ॥
ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরম্।
যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণাস্তপঃ ॥২৭ ॥

গার্হস্থ্যং ধর্ম্মমেবাহ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ইত্যাদিভিঃ। ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য স ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ॥ ২৩ ॥

ন মিথ্যেত্যাদি। শাঠ্যম্ অনার্জবম্ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥

ত্বমাদ্যে ইত্যাদি। যস্মাৎ মাতুঃ পিতুশ্চ তোষণাৎ ॥ ২৭ ॥

(ও সকলের মূল) বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বাগ্রে গার্হস্থ্যধর্ম্মের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২২]

গৃহস্থগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হইবে। তাহারা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে তৎসমুদায়ই ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে।[২৩] গৃহস্থগণ কাহারো নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিবে না, সর্ব্বতোভাবে কপটতাচরণ পরিত্যাগ করিবে; এবং তাহারা দেবতা ও অতিথি পূজায় নিরত হইবে।[২৪] গৃহস্থগণ মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে নিরন্তর তাঁহাদের সেবায় যত্নবান্ হইবে।[২৫] শিবে! দেবি পার্ব্বতি! যে ব্যক্তি মাতাপিতার সন্তোষসাধন করে, তুমি তাহার প্রতি প্রীতা হইয়া থাক এবং পরমব্রহ্মও তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।[২৬] আদ্যে! তুমিই জগতের মাতা এবং পরাৎপর পরমব্রহ্মই জগতের পিতা। অতএব যে সকল গৃহস্থ ব্যক্তি পিতামাতার সন্তোষসাধন দ্বারা তোমাদের উভয়ের সন্তোষ সাধন করে, তাহাদিগের সেই তপস্যা হইতে

আসনং শনং বস্ত্রং পানম্ভোজনমেব চ।
তত্তৎসময়মাজ্ঞায়* মাত্রে পিত্রে নিযোজয়েৎ ॥ ২৮ ॥
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥ ২৯ ॥
ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ৩০ ॥
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥ ৩১ ॥
বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৩২ ॥

আসনমিত্যাদি। শয্যতেঽস্মিন্নিতি শয়নং শয্যাম্। পীয়তে যত্তৎ পানং পেয়ং জলাদিকমিত্যর্থঃ। ভোজনং ভোজ্যং বস্তু। তত্তৎ সময়ম্ আসনাদিসমর্পণসময়ম্। নিযোজয়েৎ সমর্পয়েৎ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

ঔদ্ধত্যমিত্যাদি। ঔদ্ধত্যম্ অবিনীতত্বম্। তর্জ্জনং ভৃত্যাদীনাং ভর্ৎসনম্ ॥৩০॥

মাতরমিত্যাদি। সসম্ভ্রমঃ সাদরঃ ॥ ৩১ ॥

বিদ্যাধনেত্যাদি। পিতৃহেলনং মাতাপিত্রোস্তিরস্কারম্ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

আর অন্য উৎকৃষ্টতর তপস্যা কি আছে?[২৭] গৃহস্থ ব্যক্তি যথোপযুক্ত সময় বুঝিয়া মাতাপিতাকে আসন, শয্যা, বস্ত্র, পানীয় ও ভোজ্য বস্তু প্রভৃতি প্রদান করিতে থাকিবে।[২৮] কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদুল বাক্য শ্রবণ করাইবে, সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে এবং নিয়ত পিতামাতার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে।[২৯] যে ব্যক্তি আপনার হিতকামনা করে, সে কদাপি মাতাপিতার নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ বা পরিহাস করিবে না; তাঁহাদিগের সমীপে তর্জ্জন-গর্জ্জন বা কুবচন প্রয়োগও করিবে না;[৩০] মাতাপিতাকে দেখিলেই সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিবে; পরে তাঁহাদের আজ্ঞা ব্যতিরেকে আসনে উপবিষ্ট হইবে না; এবং তাঁহাদিগের আদেশ পালনে সতত উন্মুখ হইয়া থাকিবে।[৩১] যে ব্যক্তি বিদ্যা বা ধনমদে মত্ত হইয়া মাতাপিতাকে অব-

---

* তত্তৎসময়মাদায় ইতি পাঠান্তরম্।

মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥৩৩॥
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে সোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোঽসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ ॥৩৪॥
গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূন্ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫ ॥
জনন্যা বর্দ্ধিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ*।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্ পরিত্যজেৎ ॥৩৬॥
এষামর্থে মহেশানি কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্ম্মো হ্যেষ সনাতনঃ ॥ ৩৭ ॥

বঞ্চয়িত্বা ইত্যাদি। গুরূন্ পিত্রাদীন্। লোকগর্হ্যঃ জননিন্দ্যঃ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥
জনন্যা ইত্যাদি। স্বজনৈঃ বন্ধুভিঃ ॥ ৩৬ ॥
এষামিত্যাদি। এষাং জনন্যাদীনাম্। প্রীণয়েৎ জনন্যাদীন্ তোষয়েৎ ॥৩৭॥

হেলা করে, সে সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে গমন করে।[৩২] গৃহস্থগণ স্বীয় প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও মাতা, পিতা, পুত্র, ভার্য্যা, অতিথি ও সহোদর ইহাদিগকে না দিয়া কদাপি স্বয়ং ভোজন করিবে না।[৩৩] যে ব্যক্তি মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি স্বজনগণকে না দিয়া স্বকীয় উদর পূরণার্থে ভোজন করে, সে ইহলোকে অতীব নিন্দিত হয় এবং পরলোকেও ঘোর নরকে পতিত হইয়া থাকে।[৩৪] গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য এই যে, ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবে; স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের ভরণপোষণ করিবে। ইহাই তাহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।[৩৫] জননী দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন হয়, জন্মদাতা জনক হইতে দেহের উৎপত্তি হয় এবং স্বজনগণ প্রীতিবশতঃ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে; সুতরাং যে ব্যক্তি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করে, সে নরাধম (তাহাতে সন্দেহ নাই)।[৩৬] মহেশানি! গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজনগণের নিমিত্ত শত শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও নিরন্তর শক্তি অনুসারে ইহা-

---

* জনকেন প্রপোষিত ইতি পাঠান্তরম্।

স ধন্যঃ পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যো ভবেদ্ভুবি মানবঃ ॥ ৩৮॥
ন ভার্য্যাস্তাড়য়েৎ ক্কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা ।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা ॥৩৯॥
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বান্ অন্যথা নারকী ভবেৎ ॥৪০॥
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া ।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ ॥৪১॥
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ ।
সততং তোষয়েৎ দারান্ নাপ্রিয়ং ক্কচিদাচরেৎ ॥৪২॥

স ধন্য ইত্যাদি। ধন্যঃ সুকৃতী। কৃতী বিচক্ষণঃ। সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

স্থিতেষ্বিত্যাদি। দুষ্টেন চেতসা বিকৃতেন মনসা ॥ ৪০ ॥

বিরলে ইত্যাদি। বিরলে নির্জ্জনস্থানে ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥

দের সকলের সন্তোষ সাধন করিবে। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।[৩৭] যে ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, পৃথ্বীতলে সেই মহাপুরুষই ধন্য, সেই মহাপুরুষই কৃতী এবং সেই মহাপুরুষই পরমার্থ জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া থাকে।[৩৮] ভার্য্যা যদি পতিব্রতা ও সাধ্বী হয়, তাহা হইলে গৃহস্থ কদাপি তাহাকে প্রহার করিবে না, অধিকন্তু নিরন্তর মাতার ন্যায় পরিপালন করিবে এবং ঘোরকষ্টে পতিত হইলেও তাহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।[৩৯]

জ্ঞানী ব্যক্তি, স্বীয় ভার্য্যা বর্ত্তমান থাকিতে কদাপি কুভাবে বা দূষিত হৃদয়ে পরস্ত্রী স্পর্শ করিবে না। ইহার অন্যথাচরণ করিলে ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়।[৪০]

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরনারীর সহিত নির্জ্জনে শয়ন বা নির্জ্জনে বাস করিবে না; কোন স্ত্রীকে অযুক্ত কথা বলিবে না; এবং স্ত্রীলোকের উপরে শৌর্য্য প্রদর্শনও করিবে না।[৪১] ধন-দান, বসন-দান, প্রেম-প্রদর্শন, শ্রদ্ধা-প্রকাশ, অমৃততুল্য

উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষ্বন্যনিকেতনে ।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্র, াত্যবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ৪৩ ॥
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা ।
সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতীপ্রিয় এব সঃ ॥ ৪৪ ॥
চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা ।
ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ ৪৫ ॥
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েৎ গৃহকর্ম্মসু ।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ৪৭ ॥

উৎসবে ইত্যাদি। অন্যনিকেতনে পরগৃহে ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥
চতুরিত্যাদি। ততঃ চতুর্ভ্যো বর্ষেভ্য উর্দ্ধম্ ॥ ৪৫ ॥
বিংশতীত্যাদি। প্রেরয়েৎ প্রবর্ত্তয়েৎ। তান্ বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ ॥৪৬॥
কন্যেত্যাদি। এবং পুত্রবৎ ॥ ৪৭ ॥

মধুর বচন প্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা নিরন্তর ভার্য্যার সন্তোষ সাধন করিবে ; কদাপি কোন প্রকারে তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবে না।[৪২] সুবুদ্ধি ব্যক্তি উৎসবে, লোকযাত্রায়, তীর্থে এবং পরগৃহে, পুত্র অথবা আত্মীয় কাহাকেও সমভিব্যাহারে না দিয়া কদাপি একাকিনী পত্নীকে প্রেরণ করিবে না।[৪৩] মহেশানি ! যে পুরুষের প্রতি পতিব্রতা ভার্য্যা পরিতুষ্টা থাকে, সে নিখিল ধর্ম্মকর্ম্মজনিত ফল লাভ করিয়া থাকে, এবং সে তোমার প্রীতিভাজন হয়।[৪৪] পিতা চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুত্রের লালনপালন করিবে, পরে ষোড়শ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সদ্গুণাবলীর শিক্ষা প্রদান করিতে থাকিবে ;[৪৫] অনন্তর বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহকার্য্যে নিয়োজিত রাখিবে ; তৎপরে আত্মতুল্য জ্ঞান করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবে।[৪৬]

এইরূপে কন্যাকেও পালন করিবে এবং যত্ন পূর্ব্বক তাহার উপযুক্ত (২০৬)

(২০৬)—এস্থলে কন্যাকে অবশ্য পুত্রের ন্যায় শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। কিঞ্চিৎ

এবং ক্রমেণ ভ্রাতৄংশ্চ স্বস্বভ্রাতৃসুতানপি *।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্‌গৃহী ॥ ৪৮ ॥
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতান্ একগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ ॥ ৫০ ॥

এবমিত্যাদি ॥ ৪৮ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ ভ্রাত্রাদীনাং পালনাত্তোষণাচ্চোর্দ্ধম্। উদাসীনান্ মিত্রামিত্রভিন্নান্ ॥ ৪৯ ॥

ধনে সত্যেবমকুর্ব্বতো গৃহস্থস্য পাতকাশ্রয়ত্বং লোকগর্হিতত্বঞ্চ স্যাদিত্যাহ, যদীত্যাদিনা ॥ ৫০ ॥

শিক্ষাপ্রদান করিবে। পরে ধনরত্নে বিভূষিতা করিয়া জ্ঞানবান্ বরকে সম্প্রদান করিবে।[৪৭] গৃহস্থ ব্যক্তি এইরূপে ভ্রাতৃবর্গ, ভগিনীগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রবর্গ, জ্ঞাতিবর্গ, মিত্রগণ ও ভৃত্যবর্গের যথাযথরূপে ভরণপোষণ ও তাহাদিগের তুষ্টিবর্দ্ধন করিবেন (২০৭)।[৪৮] অনন্তর গৃহস্থ (সমর্থ হইলে) স্বধর্ম্ম-নিরত মানবগণ একগ্রামবাসী জনগণ অভ্যাগত অতিথিগণ ও উদাসীনগণকেও যথাশক্তি প্রতিপালন করিবে।[৪৯] দেবি! গৃহস্থ বিভবসত্ত্বেও যদি এইরূপ আচরণ না করে, তাহা হইলে সে ঘোর পাপে লিপ্ত, লোকনিন্দিত ও পশুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়।[৫০]

* স্বস্বভ্রাতৃসুতানপি ইতি বা পাঠঃ।

বিদ্যা শিক্ষা আদরণীয় হইলেও মাত্র তাহাই কন্যার উপযুক্ত শিক্ষা নহে। কন্যাকে সংসার-ধর্ম্মে, পতি-ধর্ম্মে ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি স্ত্রীগুণে বিভূষিতা করাই কন্যার উপযুক্ত শিক্ষা। স্মৃতিতে আছে ;—অজ্ঞাত-পতিমর্য্যাদামজ্ঞাত-পতিসেবনাং। নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥ যে কন্যা পতিমর্য্যাদা বা পতিসেবা জ্ঞাত হয় না, এবং যে কন্যা ধর্ম্মশাসন অবগত নহে, পিতা তাদৃশ কন্যার বিবাহ দিবেন না। বস্তুতঃ ঈদৃশ কন্যার বিবাহ দিলে বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের এই আদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কন্যাকে শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য।

(২০৭)—পুত্র-কন্যার ন্যায় ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতিকেও ৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত লালন পালন,

নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ।
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ ॥ ৫১ ॥
যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫২ ॥
শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ।
জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ ॥ ৫৩ ॥
সৌহার্দ্যং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ ॥ ৫৪ ॥

নিদ্রেত্যাদি। আসক্তিম্ আসঙ্গম্। অতিরিক্তম্ অধিকম্ ॥ ৫১ ॥
যুক্তেত্যাদি। যুক্তাহারঃ পরিমিতভোজনঃ। স্বচ্ছঃ কপটতাদিশূন্যঃ। শুচিঃ বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ। দক্ষঃ নিরালস্যঃ। যুক্তঃ উদ্‌যোগবান্ ॥ ৫২ ॥
শূর ইত্যাদি। শূরঃ বিক্রান্তঃ। নাবমন্যেত ন অনাদ্রিয়েত ॥ ৫৩ ॥
সৌহার্দমিত্যাদি। তর্কৈঃ পর্য্যালোচনৈঃ ॥ ৫৪ ॥

গৃহস্থগণ নিদ্রা, আলস্য, দেহযত্ন, কেশবিন্যাস, অসন ও বসনে আসক্তি, এতৎসমুদায় অপরিমিতরূপে করিবে না।[৫১] তাহারা পরিমিত ভোজন ও পরিমিত নিদ্রা সেবন করিবে, পরিমিতভাষী ও পরিমিত-মৈথুন হইয়া থাকিবে; কপটতা পরিহার করিবে; এবং সতত নির্ম্মল অন্তঃকরণ, বিশুদ্ধাচার, নম্র, কার্য্যকুশল এবং সর্ব্বকর্ম্মে নিরালস্য ও উদ্‌যোগশীল হইয়া কালাতিপাত করিবে।[৫২] তাহারা শত্রুর নিকট শূরত্ব এবং বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনসমীপে বিনয় প্রদর্শন করিবে; নিন্দিত-জনগণকে আদর করিবে না, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সম্মান রক্ষা করিবে;[৫৩] সহবাস ও সবিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা লোকের স্বভাব, সৌহার্দ্দ, ব্যবহার, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ

---

১৬ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সদ্‌গুণ-শিক্ষা, এবং ২০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিয়া পশ্চাৎ তাহাদিগকে আপনার সমান জ্ঞান করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবে।

ত্রসেদ্দ্বেষ্টু রপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্।
প্রদর্শয়েদাত্মভাবান্ নৈব ধর্ম্মং বিলঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যতমান উপার্জ্জয়েৎ।
ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ ॥ ৫৮ ॥
অবস্থানুগতাচেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৫৯ ॥

ত্রসেদিত্যাদি। ত্রসেৎ বিভীয়াৎ। দ্বেষ্টুঃ শত্রোঃ। ক্ষুদ্রাৎ লঘোঃ। আত্মভাবান্ স্বপ্রভাবান্ আত্মনঃ কোশদণ্ডজাতানি তেজাংসি। স প্রতাপঃ প্রভাবশ্চ যত্তেজঃ কোশদণ্ডজমিত্যমরঃ ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

বিদ্যেত্যাদি। যতমানঃ যত্নং কুর্ব্বাণঃ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

তাহাদের প্রতি বিশ্বাস করিবে।[৫৪] বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, শত্রু লঘু হইলেও তাহাকে ভয় করিবে, এবং সময় বুঝিয়া স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবে; পরন্তু কোনক্রমে ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিবে না।[৫৫] ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পরের উপকার করিবার নিমিত্ত যাহা করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবে না, স্বীয় যশ ও পৌরুষের পরিচয় প্রদানও করিবে না, এবং পরের কথিত গুপ্ত কথাও কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না।[৫৬] যশস্বী ব্যক্তি নিশ্চয় জয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও কদাপি লোক-গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া গুরু বা লঘু ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিবে না,[৫৭] বিদ্যা ধন, যশ ও ধর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক উপার্জ্জন করিবে, এবং ব্যসন কুসংসর্গ, মিথ্যা পরদ্রোহ প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।[৫৮] চেষ্টা অবস্থার অনুগত এবং ক্রিয়া সময়ের অনুগত, অতএব অবস্থা ও সময় অনুসারেই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।[৫৯]

যোগক্ষেমরতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
মিতবাক্ স্মিতহাসঃ স্যাৎ মান্যাগ্রে তু বিশেষতঃ॥ ৬০॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্ত্যঃ স্যাদ্দৃঢ়ব্রতঃ।
অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ॥ ৬১॥
সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষন্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৬২॥
জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৬৩॥
সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিন্ অনুরক্তাঃ সুহৃদ্গণাঃ।
গায়ন্তি যদ্যশো লোকা-স্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৬৪॥

যোগেত্যাদি। যোগক্ষেমরতঃ যোগে হপ্রাপ্তবস্তুলাভঃ প্রাপ্তস্য পরিপালনং ক্ষেমঃ তত্রাবহিতঃ॥ ৬০॥

জিতেন্দ্রিয় ইত্যাদি। সুচিন্ত্যঃ সুষ্ঠু চিন্ত্যং স্মরণীয়ং শাস্ত্রাদি যস্য সঃ মাত্রা-

---

গৃহীরা যোগক্ষেমে নিরত থাকিবে (২০৮); দক্ষ ও ধার্ম্মিক হইবে, বন্ধুগণের প্রতি সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিবে, (সর্ব্বজন সমক্ষে) বিশেষতঃ মাননীয় জনসমূহের নিকট পরিমিতভাষী হইবে, তাহাদের নিকট অপরিমিত হাস্য করিবে না।[৬০] গৃহস্থগণ জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নচিত্ত, দৃঢ়ব্রত, অপ্রমত্ত ও দূরদর্শী হইবে, অসৎ বিষয় চিন্তা না করিয়া কেবল সৎবিষয়েরই আলোচনা করিবে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি-বিষয় অর্থাৎ ভোগ্য বস্তু সমুদায় পর্য্যালোচনা না করিয়া ভোগ করিবে না।[৬১] ধীর ব্যক্তি সতত সত্য, মৃদু, প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিবে এবং কদাপি আত্মশ্লাঘা ও পরনিন্দা করিবে না।[৬২]

যে ব্যক্তি পথিমধ্যে জলাশয় খনন, বৃক্ষরোপণ, বিশ্রামগৃহ নির্ম্মাণ ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিতে পারে।[৬৩] মাতাপিতা যাহার প্রতি সন্তুষ্ট, সুহৃদ্গণ যাহাতে অনুরক্ত, মানবগণ

---

(২০৮)—অপ্রাপ্ত বিষয়ের উপার্জ্জনকে যোগ বলে। প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকে ক্ষেম বলা যায়। গৃহস্থের কর্ত্তব্য এই যে, অনুপার্জ্জিত বিষয় উপার্জ্জন করিবে এবং উপার্জ্জিত বিষয় রক্ষা করিবে।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৫।
বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৬ ॥
ন বিভেতি রণাদ্‌যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৭ ॥
অনংশয়াত্মা সুশ্রদ্ধঃ শাম্ভবাচারতৎপরঃ।
মচ্ছাশনে স্থিতো যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৮ ॥
জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা।
ক্রিয়ন্তে যেন কর্ম্মাণি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৯ ॥

স্পর্শান্ মীয়ন্তে বিষয়া এতাভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। তাসাং স্পর্শান্ বিষয়েষু সম্বন্ধান্ ॥৬১॥ ॥৬২॥ ॥৬৩। ॥৬৪॥ ॥৬৫॥

বিরক্ত ইত্যাদি। নিস্পৃহঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ ॥৬৬॥ ॥৬৭॥ ॥৬৮॥

জ্ঞানিনেত্যাদি। সর্ব্বত্র শত্রুমিত্রাদৌ ॥৬৯॥ ॥৭০॥

যাহার যশোগান করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করে।[৬৪] সত্যই যাহার সনাতন ব্রত, যে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে দীন দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, কাম ও ক্রোধ যাহার বশীভূত, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে।[৬৫] যে ব্যক্তি পরনারীতে বিরত ও পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, যে ব্যক্তি দম্ভ ও মাৎসর্য্য বিহীন, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে।[৬৬] যে ব্যক্তি রণে ভীত হয় না, সমরেও পরাঙ্মুখ হয় না, অথবা যে ব্যক্তি ধর্ম্মযুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিতে পারে।[৬৭] যাহার আত্মা সন্দিগ্ধ নহে, অথচ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও শৈবাচারে নিরত থাকিয়া মদীয় শাসনের বশবর্ত্তী হয়, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করে।[৬৮] যে তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি, কি শত্রু কি মিত্র সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিয়া কেবল লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই (পুণ্যফলে) ত্রিভুবন জয় করিতে পারে।[৬৯]

শৌচন্তু দ্বিবিধং দেবি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতম্ ॥ ৭০ ॥
অদ্ভির্ব্বা ভস্মনা বাপি মলানামপকর্ষণম্।
দেহশুদ্ধির্ভবেদ্যেন বহিঃশৌচং তদুচ্যতে ॥ ৭১ ॥
গঙ্গা নদ্যো হ্রদা বাপ্য-স্তথা কূপাশ্চ ক্ষুল্লকাঃ।
সর্ব্বং পবিত্রজননং স্বর্ণদী ক্রমতঃ প্রিয়ে ॥ ৭২ ॥
ভস্মাত্র যাজ্ঞিকং শ্রেষ্ঠং মৃৎস্না তু মলবর্জ্জিতা।
বাসোঽজিনতৃণাদীনি মৃদ্বজ্জানীহি সুব্রতে ॥ ৭৩ ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে।
মনঃপূতং ভবেদ্যেন গৃহস্থস্তত্তদাচরেৎ ॥ ৭৪ ॥

অদ্ভিরিত্যাদি। অদ্ভির্জলৈর্ব্বা ভস্মনা বা যেন দেহশুদ্ধির্ভবেত্তেন মৃত্তিকাবস্ত্র-চর্ম্মাদিরূপবস্তুনা বাপি মলানামপকর্ষণং দূরীকরণং যত্তৎ বহিঃশৌচমুচ্যতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৭১ ॥

গঙ্গেত্যাদি। ক্ষুল্লকাঃ স্বল্পজলাশয়াঃ। স্বল্পেঽপি ক্ষুল্লকস্ত্রিষ্বিত্যমরঃ। সর্ব্বং গঙ্গাজলাদি ॥ ৭২ ॥

ভস্মেত্যাদি। অত্র বহিঃশৌচবিধৌ। হে সুব্রতে বাসোঽজিনতৃণাদীন্যপি

দেবি! বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুই প্রকার। ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করাকে আন্তরিক শৌচ বলিয়া থাকে।[৭০] আর জল দ্বারা বা ভস্ম দ্বারা মলাপনয়ন পূর্ব্বক যে দেহশুদ্ধি করা হয়, তাহাকে বহিঃশৌচ বলা যায় (২০৯)।[৭১]

প্রিয়ে! গঙ্গা, নদী, হ্রদ, বাপী, কূপ, সরোবর এবং স্বর্ণদী, এই সমুদায়ই *পবিত্রতা-জনক, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যাহাতেই হউক, যথাবিধি স্নান করিলে* শরীর পবিত্র হয়।[৭২] সুব্রতে! (বাহ্য শৌচের অন্তর্গত আগ্নেয় বা ভস্মস্নান বিষয়ে) যাজ্ঞিক ভস্ম দ্বারা মল অপনয়নই প্রশস্ত। নির্ম্মল মৃত্তিকা দ্বারাও ঐরূপ মলাপকর্ষক স্নান হইতে পারে। বস্ত্র অজিন তৃণ প্রভৃতিও মৃত্তিকা সদৃশ পাবন।[৭৩] শিবে! এই শৌচ ও অশৌচ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব,

(২০৯) তন্ত্রান্তরে বহুবিধ স্নানের বিধান আছে। যথা ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য,

নিদ্রান্তে মৈথুনস্যান্তে ত্যাগান্তে মলমূত্রয়োঃ।
ভোজনান্তে মলে স্পৃষ্টে বহিঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ৭৫ ॥
সন্ধ্যা ত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তান্ত্রিকী ক্রমাৎ।
উপাসনায়া ভেদেন পূজাং কুর্য্যাৎ যথাবিধি ॥ ৭৬ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং গায়ত্রীং জপতাং * প্রিয়ে।
জ্ঞানাদ্‌ ব্রহ্মেতি তদ্বাচ্যং সন্ধ্যা ভবতি বৈদিকী ॥ ৭৭ ॥
অন্যেষাং বৈদিকী সন্ধ্যা সূর্য্যোপস্থানপূর্ব্বকম্।
অর্ঘ্যদানং দিনেশায় গায়ত্রীজপনন্তথা ॥ ৭৮ ॥

মৃদ্বনমৃত্তিকাবন্মলবর্জ্জিতান্যেব শ্রেষ্ঠানি জানীহি ॥ ৭৩ ॥ ॥৭৪॥ ॥৭৫॥ ॥৭৬

উপাসনাভেদদর্শনপূর্ব্বকং সন্ধ্যাভেদন্দর্শযতি দ্বাভ্যাং, ব্রহ্মেত্যাদি। ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং গায়ত্র্যা জপনাৎ তদ্বাচ্যং গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম ভবতীতি জ্ঞানাচ্চ বৈদিকী সন্ধ্যা ভবতি ॥ ৭৭ ॥

অন্যেষামিত্যাদি। অন্যেষাং ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকভিন্নানান্তু সূর্য্যোপস্থানপূর্ব্বকং দিনেশায় সূর্য্যায়ার্ঘ্যদানং তথা গায়ত্রীজপনং বৈদিকী সন্ধ্যা ভবতি ॥ ৭৮ ॥

যাহাতে মনঃপূত হয়, অর্থাৎ যাহাতে পবিত্র হইলাম বলিয়া বোধ হয়, গৃহস্থগণ সেইরূপই আচরণ করিবে।[৭৪] পরন্তু নিদ্রার পর, স্ত্রীসম্ভোগের পর, মলমূত্র পরিত্যাগের পর, ভোজনের পর, অথবা মলস্পর্শ হইলে, তৎপরে উক্ত প্রকার বহিঃশৌচ সম্পাদন শাস্ত্রবিহিত হইতেছে।[৭৫]

বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ক্রমশঃ ত্রিকালে সম্পাদন করিবে এবং উপাসনা-ভেদে যথাবিধানে পূজাও করিবে।[৭৬] প্রিয়ে! যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক, তাঁহারা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান করিয়া গায়ত্রী জপ করিলেই তাঁহাদের বৈদিক সন্ধ্যা সম্পন্ন হইবে।[৭৭] পরন্তু যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক নহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সন্ধ্যোপাসনার সময় সূর্য্যোপাসনা, সূর্য্যার্ঘ্য দান ও (সূর্য্যের

---

* গায়ত্রীজপনাৎ ইতি, গায়ত্রীজপতাম্ ইতি চ পাঠান্তরম্।

বারুণ ও যৌগিক। শেষোক্ত যৌগিক স্নানই, আভ্যন্তর স্নান। এই আভ্যন্তর স্নানও বহুপ্রকার। এতৎ সমস্তের বিধান অস্মৎকৃত নিত্যপূজা পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

অষ্টোত্তরং সহস্রং বা শতং বা দশধাপি বা।
জপানাং নিয়মো ভদ্রে সর্ব্বত্রাহ্নিককর্ম্মণি॥ ৭৯॥
শূদ্রসামান্যজাতীনাম্ অধিকারোঽস্তি কেবলম্।
আগমোক্তবিধৌ দেবি সর্ব্বসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ॥ ৮০।
প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ঃ কালো মধ্যাহ্নস্তদনন্তরম্।
সায়ং সূর্য্যাস্তসময়ঃ ত্রিকালানাময়ং ক্রমঃ॥ ৮১॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বিপ্রাদিসর্ব্ববর্ণানাং বিহিতা তান্ত্রিকী ক্রিয়া।
ত্বয়ৈব কথিতা নাথ সম্প্রাপ্তে প্রবলে কলৌ॥ ৮২॥

অথাহ্নিককর্ম্মণি মন্ত্রজপানাং নিয়মমাহ, অষ্টোত্তরমিত্যাদিনা। শতমপি অষ্টোত্তরমেব। সর্ব্বত্র বৈদিকে তান্ত্রিকে চ॥ ৭৯॥

শূদ্রেত্যাদি। ততঃ আগমোক্তবিধিতঃ॥ ৮০॥

অথ সন্ধ্যাবিধ্যপেক্ষিতত্রিকালক্রমমাহ, প্রাতরিত্যাদিনা। সূর্য্যাস্যোদয়ো যত্র স সূর্য্যোদয়ঃ কালঃ॥ ৮১॥

পূর্ব্বং শ্রীসদাশিবেন সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদিবর্ণানাং প্রবলে কলৌ যুগে তান্ত্রিক এব কর্ম্মণ্যধিকারোঽস্তীত্যুক্তম্। সম্প্রতি তু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং বৈদিক্যামপি সন্ধ্যায়ামধিকারোঽস্তীত্যুচ্যতে এতদযুক্তং মত্বা শ্রীদেব্যুবাচ, বিপ্রাদীত্যাদি॥ ৮২॥

উদ্দেশে) গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।[৭৮] ভদ্রে! আহ্নিককার্য্য করিবার সময় সকল স্থলেই অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত অথবা দশবার গায়ত্রীজপ বা মন্ত্রজপ করিবার নিয়ম আছে।[৭৯]

দেবি! শূদ্রজাতির ও সাধারণ জাতির কেবল আগমোক্ত বিধানেই অধিকার আছে। তাহাতেই তাহাদের সমুদায় সিদ্ধি হইয়া থাকে।[৮০] (ত্রিকালীন সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবার নিমিত্ত) সূর্য্যোদয়ের সময় প্রাতঃকাল, তৎপরে মধ্যাহ্নকাল এবং সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে সায়ংকাল, এইরূপ ত্রিকালের ক্রম নির্দিষ্ট আছে।[৮১]

শ্রীদেবী কহিলেন। নাথ! আপনিই পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, যখন কলি

তদিদানীং কথং দেব বিপ্রান্ বৈদিককর্ম্মণি।
নিযোজয়সি তৎ সর্ব্বং বিশেষাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৮৩ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সত্যং ব্রবীষি তত্ত্বজ্ঞে সর্ব্বেষাং তান্ত্রিকী ক্রিয়া।
লোকানাং ভোগমোক্ষায় সর্ব্বকর্ম্মসু সিদ্ধিদা ॥ ৮৪ ॥
ইয়ন্তু ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী।
তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কর্ম্মণি ॥ ৮৫ ॥
অতোঽত্র * কথিতং দেবি দ্বিজানাং প্রবলে কলৌ।
গায়ত্র্যামধিকারোঽস্তি নান্যমন্ত্রেষু কর্হিচিৎ ॥ ৮৬ ॥

তদিত্যাদি। নিযোজয়সি প্রবর্ত্তয়সি ॥ ৮৩ ॥
অত্রোত্তরং শ্রীসদাশিব উবাচ, সত্যমিত্যাদিভিঃ ॥ ৮৪ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

প্রবল হইবে, তখন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণেরই একমাত্র তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বিহিত হইবে।[৮২] দেবদেব! (এরূপ অবস্থায়) কি জন্য ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিক কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছেন! ইহার বিবরণ আপনি বিশেষরূপে বর্ণন করুন।[৮৩]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। তত্ত্বজ্ঞে! তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ। কলিযুগে সকল মনুষ্যের পক্ষেই একমাত্র তান্ত্রিক-ক্রিয়ানুষ্ঠানই প্রশস্ত। এই তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ভোগ প্রদান করে, মোক্ষ প্রদান করে এবং সমুদায় বিষয়েই সিদ্ধি দান করিয়া থাকে।[৮৪] পরন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসাবিত্রীকে যেমন বৈদিকী বলা যায়, সেইরূপ তান্ত্রিকীও বলা যাইতে পারে। ঐ গায়ত্রী উভয় পক্ষেই প্রশস্ত।[৮৫] দেবী! এই নিমিত্ত আমি এতৎ-প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, কলি প্রবল হইলে দ্বিজগণের কেবল বৈদিক গায়ত্রীতে অধিকার আছে, অন্য কোন বৈদিক মন্ত্রে এরূপ অধিকার নাই (২১০)।[৮৬]

---

* ততোঽত্র ইতি বা পাঠঃ।

(২১০)—বৈদিক গায়ত্রী এবং হংসবতী ঋক্ প্রভৃতি কতকগুলি মন্ত্র ব্যতীত বেদোক্ত,

তারাদ্যা কমলাদ্যা চ বাগ্‌ভবাদ্যা যথাক্রমাৎ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সাবিত্রী কথিতা কলৌ ॥ ৮৭ ॥
দ্বিজাদীনাং প্রভেদার্থং শূদ্রেভ্যঃ পরমেশ্বরি।
সন্ধ্যেয়ং বৈদিকী প্রোক্তা প্রাগেবাহ্নিককর্ম্মণাম্ ॥ ৮৮ ॥
অন্যথা শাম্ভবৈর্ম্মার্গৈঃ কেবলৈঃ সিদ্ধিভাগ্‌ভবেৎ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৮৯ ॥
কালাত্যয়েঽপি সন্ধ্যেয়ং কর্ত্তব্যা দেববন্দিতে।
ওঁ তৎসৎ ব্রহ্ম চোচ্চার্য্য মোক্ষেপ্সুভিরনাতুরৈঃ * ॥ ৯০ ॥

তারাদ্যেত্যাদি। কলৌ যুগে যথাক্রমাৎ ক্রমেণৈবব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাস্তারাদ্যা প্রণবাদ্যা কমলাদ্যা শ্রীঁবীজাদ্যা বাগ্‌ভবাদ্যা ঐঁবীজাদ্যা সাবিত্রী গায়ত্রী কথিতা ॥ ৮৭ ॥

দ্বিজাদীনামিত্যাদি। হে পরমেশ্বরি দ্বিজাদীনাং ব্রাহ্মণাদীনাং শূদ্রেভ্যঃ প্রভেদার্থন্তান্ত্রিকাণামাহ্নিককর্ম্মণাং প্রাগেবেয়ং বৈদিকী সন্ধ্যা করণীয়া প্রোক্তা ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥

কালেত্যাদি। হে দেববন্দিতে কালাত্যয়েঽপি সন্ধ্যাবিধানকালব্যপগমেঽপি

কলিযুগে ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রীর অগ্রে ওঁ, ক্ষত্রিয়গণের গায়ত্রীর প্রথমে শ্রীঁ, এবং বৈশ্যদিগের গায়ত্রীর পূর্ব্বে ঐঁ সন্নিবেশিত করিতে হইবে।[৮৭] পরমেশ্বরি! শূদ্রজাতি হইতে দ্বিজগণকে পৃথক্ রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের আহ্নিক করিবার প্রাক্‌কালে বৈদিক সন্ধ্যার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[৮৮] ফলতঃ এই বৈদিক সন্ধ্যার অনুষ্ঠান না করিলেও একমাত্র শম্ভু-প্রদর্শিত পথ দ্বারাই (দ্বিজগণের কেবলমাত্র বৈদিক গায়ত্রী জপের পর তন্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই) সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। ইহা সত্য সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, সর্ব্বতোভাবে সত্য, সন্দেহ নাই।[৮৯]

সুরবন্দিতে! যাঁহারা মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা সন্ধ্যার কাল অতীত

---

* মোক্ষেচ্ছুভিরনাতুরৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

তথাপি তন্ত্রে ধৃত হইয়াছে; এই নিমিত্ত তৎসমুদায় তন্ত্রোক্ত বলিয়া পরিগণিত। শিবের মুখ হইতে পুনরায় তাহা বিনির্গত হওয়াতে তন্ত্রোক্ত অপরাপর মন্ত্রের ন্যায় যথাযথ ফলপ্রদ হইবে।

আসনং বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনম্ ।
গৃহকং বস্তুজাতঞ্চ স্বচ্ছাৎ স্বচ্ছং প্রশস্যতে ॥ ৯১ ॥
সমাপ্যাহ্নিককর্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকর্ম্ম বা ।
গৃহস্থো নিয়তং কুর্য্যাৎ নৈব তিষ্ঠেন্নিরুদ্যমঃ ॥ ৯২ ॥
পুণ্যতীর্থে * পুণ্যতিথৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।
জপং দানং প্রকুর্ব্বাণঃ শ্রেয়সাং নিলয়ো ভবেৎ ॥ ৯৩ ॥
কলাবন্নগতপ্রাণা নোপবাসঃ প্রশস্যতে ।
উপবাসপ্রতিনিধৌ একং দানং বিধীয়তে ॥ ৯৪ ॥
কলৌ দানং মহেশানি সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ ।
তৎপাত্রং কেবলং জ্ঞেয়ো দরিদ্রঃ সৎক্রিয়ান্বিতঃ ॥ ৯৫ ॥

অনাতুরৈর্জ্বরাদিনিমিত্তকেনাপটুত্বেন শূন্যৈর্ম্মোক্ষেচ্ছুভির্ম্মোক্ষাকাঙ্ক্ষিভির্জনৈঃ ওঁ তৎসদ্ব্রহ্মেতি সমুচ্চার্য্যৈবং বৈদিকী তান্ত্রিকী চ সন্ধ্যা কর্ত্তব্যা ॥ ৯০ ॥

আসনমিত্যাদি । গৃহকং বস্তুজাতং গৃহসম্বন্ধি সর্ব্বং বস্তু ॥ ৯১ ॥

সমাপ্যেত্যাদি । স্বাধ্যায়ঃ বেদাধ্যয়নম্ ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥

হইলেও 'ওঁ তৎসৎ ব্রহ্ম' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবেন, পরন্তু আতুরে কোন নিয়ম নাই।[৯০] আসন, বসন, পানভোজনাদির পাত্র, শয্যা, যান, গৃহ, গৃহসামগ্রী সকল, এই সমুদায় যত সুপরিষ্কৃত হইবে, ততই প্রশস্ত।[৯১] গৃহস্থ আহ্নিককার্য্য সমাপন করিয়া অধ্যয়ন বা গৃহকর্ম্ম করিবে, ক্ষণমাত্রও নিরুদ্যম হইয়া থাকিবে না।[৯২]

পুণ্যতীর্থে, পুণ্যতিথিতে এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণকালে জপ ও দান করিলে গৃহস্থ শ্রেয়োভাজন হইবে।[৯৩] কলিকালের মানবগণের অন্নগত প্রাণ, সুতরাং এ যুগে উপবাস প্রশস্ত নহে। কলিযুগে একমাত্র দানই উপবাসের প্রতিনিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে (২১১)।[৯৪] মহেশ্বরি! কলিযুগে একমাত্র দানই সমুদায় সিদ্ধির কারণ এবং একমাত্র সৎক্রিয়ান্বিত দীন দরিদ্র ব্যক্তিকেই এই দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া জানিবে।[৯৫]

* পুণ্যক্ষেত্রে ইত্যপি পাঠঃ।

(২১১)—উপবাস প্রশস্ত নহে, একথা দ্বারা উপবাস নিষিদ্ধ হইতেছে না। ফলতঃ,

মাসবৎসরপক্ষাণান্ আরম্ভদিনমম্বিকে।
চতুর্দশ্যষ্টমী শুক্লা তথৈবৈকাদশী কুহূঃ ॥ ৯৬ ॥
নিজজন্মদিনঞ্চৈব পিত্রোর্মরণবাসরঃ।
বৈধোৎসবদিনঞ্চৈব পুণ্যকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৭ ॥
গঙ্গানদী মহানদ্যো গুরোঃ সদনমেব চ।
প্রসিদ্ধং দেবতাক্ষেত্রং পুণ্যতীর্থং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৮ ॥
ত্যক্ত্বা স্বাধ্যয়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণম্।
নরকায় ভবেত্তীর্থং তীর্থায় ব্রততাং নৃণাম্ ॥ ৯৯ ॥
ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
নৈব ব্রতানাং নিয়মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা ॥ ১০০ ॥

অথ জপদানবিধাবপেক্ষিতং পুণ্যকালং পুণ্যতীর্থঞ্চ ক্রমত আহ, মাসে-ত্যাদিভিঃ। কুহূঃ নষ্টচন্দ্রকলা অমাবস্যা ॥ ৯৬ ॥ ৯৭ ॥ ৯৮ ॥ ৯৯ ॥

অথ স্ত্রীধর্ম্মানাহ, ন তীর্থেত্যাদিভিঃ সপ্তভিঃ ॥ ১০০ ॥

অম্বিকে! মাসের আরম্ভ দিন, বৎসরের আরম্ভ দিন, পক্ষের আরম্ভ দিন, শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও একাদশী, অমাবস্যা,[৯৬] আপনার জন্মদিন, পিতা-মাতার মরণদিন এবং বিধিবিহিত উৎসবদিন, এই সমুদায় দিন পুণ্যকাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।[৯৭] গঙ্গানদী, মহানদী, গুরুগৃহ এবং প্রসিদ্ধ দেবতাক্ষেত্র, এতৎসমুদায় পুণ্যতীর্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।[৯৮] অধ্যয়ন, মাতাপিতার শুশ্রূষা, পত্নীরক্ষা, এ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যিনি তীর্থে গমন করেন, তাঁহার পক্ষে তীর্থ নরকের কারণ হয়।[৯৯]

নারীদিগের পক্ষে ভর্তৃশুশ্রূষা পরিহার পুরঃসর তীর্থযাত্রার বিধান নাই, উপবাসাদি ক্রিয়ার বিধান নাই, ব্রতানুষ্ঠানেরও বিধান নাই (২১২)।[১০০] রমণী-

---

উপবাসে যাঁহার কষ্ট না হইবে, তিনি মহাষ্টমী শিবরাত্রি প্রভৃতিতে *উপবাস করিতে পারিবেন।* পরন্তু উপবাসে যাঁহার ক্লেশ হইবে, তিনি তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ দান মাত্র করিবেন।

(২১২) এক্ষণে অনেকেই স্বামীর সামর্থ্যাসামর্থ্য বিবেচনা না করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধেই ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্তা হন। এরূপ স্থলে স্বামীর শুশ্রূষার পরিবর্ত্তে ভর্ত্তৃ-নিগ্রহই হইয়া

ফলানি গ্রাম্যবন্যানি মূলানি বিবিধানি চ।
ভূমিজাতানি সর্ব্বাণি ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়া শিবে ॥ ১০৯

অধ্যাপনং যাজনঞ্চ বিপ্রাণাং ব্রতমুত্তমম্ ।
অশক্তৌ ক্ষত্রিয়বিশাং বৃত্তৈর্নির্ব্বাহমাচরেৎ ॥ ১১০ ॥

রাজন্যানাঞ্চ সদ্বৃত্তং সংগ্রামো ভূমিশাসনম্ ।
অত্রাশক্তৌ বণিগ্বৃত্তং শূদ্রবৃত্তমথাশ্রয়েৎ ॥ ১১১ ॥

বাণিজ্যাশক্তবৈশ্যানাং শূদ্রবৃত্তমদূষণম্ ।
শূদ্রাণাং পরমেশানি সেবাবৃত্তিং বিধীয়তে ॥ ১১২ ॥

হেতুদর্শিতঃ। মাংসাদান্ মাংসভক্ষকান্ গৃধ্রাদীন্। বদবর্জিতান্ আস্বাদশূন্যান্ ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥

অথ ব্রাহ্মণবৃত্তমাহ, অধ্যাপনমিত্যাদি ॥ ১১০ ॥

অথ ক্ষত্রিয়বৃত্তমাহ, রাজন্যানামিত্যাদোকেন। অত্র সংগ্রামভূমিশাসনরূপে সদ্বৃত্তে ॥ ১১১ ॥

অথ বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ বৃত্তমাহ, বাণিজ্যেত্যাদিনৈকেন। বৈশ্যানামপি বাণিজ্যমুক্তমং বৃত্তম্ ॥ ১১২ ॥

ভূমিজাত গ্রাম্য ও বন্য নানাবিধ ফল মূল স্বেচ্ছানুসারে ভক্ষণ করিতে পারিবে।[১০৯]

অধ্যাপন এবং যাজন, এই দুইটি বৃত্তিই ব্রাহ্মণের পক্ষে উত্তম প্রশস্ত। ইহা দ্বারা যদি জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবে, (পরন্তু শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করা ব্রাহ্মণের পক্ষে কোনক্রমেই বিধেয় নহে)।[১১০] সংগ্রাম ও রাজ্যশাসনই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান বৃত্তি। যদি এই বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। পরন্তু যদি বৈশ্যবৃত্তি দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে অগত্যা শূদ্রবৃত্তিও অবলম্বন করিতে পারিবে।[১১১] যে সমুদায় বৈশ্য, বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ, তাহারা শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিবে। তাহাতে তাহাদের কোন দোষ নাই। পরমেশ্বরি! শূদ্রদিগের পক্ষে সেবা দ্বারা জীবিকা

সামান্যানান্তু বর্ণানাং বিপ্রবৃত্ত্যন্যবৃত্তিষু।
অধিকারোঽস্তি দেবেশি দেহযাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ১১৩ ॥
অদ্বেষ্টা নির্ম্মমঃ শান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ম্মৎসরো নিষ্কপটঃ স্ববৃত্তৌ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ১১৪ ॥
অধ্যাপয়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা শিষ্যান্ সন্মার্গবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলোকহিতৈষী স্যাৎ পক্ষপাতবিনির্ম্মুখঃ ॥ ১১৫ ॥
মিথ্যালাপমসূয়াঞ্চ ব্যসনাপ্রিয়ভাষণম্।
নীচৈঃ প্রসক্তিং দম্ভঞ্চ সর্ব্বথা ব্রাহ্মণস্ত্যজেৎ ॥ ১১৬ ॥

অথ বর্ণসঙ্করাণাং বৃত্তমাহ, সামান্যানামিত্যাদিনৈকেন ॥ ১১৩ ॥

অথ ব্রাহ্মণধর্ম্মানাহ, অদ্বেষ্টেত্যাদিভিঃ। নির্ম্মমঃ দেহাদিবিষয়কমমতাশূন্যঃ। শান্তঃ সংযতচিত্তঃ ॥ ১১৪ ॥ ১১৫ ॥

মিথ্যেত্যাদি। অসূয়াং গুণেষু সৎস্বপি পরস্মিন্ দোষারোপণম্। ব্যসনং দ্যূতাদিকর্ম্ম। দম্ভং স্বনিষ্ঠবহুমান্যত্বনিমিত্তকচিত্তসমুন্নতিম্ ॥ ১১৬ ॥

অথ রাজন্যধর্ম্মানাহ, যুযুৎসেত্যাদিভিঃ। হে বরাননে অতিপ্রশংসনীয়-

---

নির্ব্বাহ করাই শাস্ত্রসম্মত।[১১২] আর, দেবেশ্বরি! যাহারা সামান্য জাতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের নানারূপ সংমিশ্রণে উৎপন্ন অন্যান্যজাতি, বা সঙ্করজাতি, তাহাদিগের দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ব্রাহ্মণবৃত্তি ভিন্ন অপর সমুদায় বৃত্তিতেই অধিকার আছে।[১১৩]

যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা দ্বেষরহিত, মমতা-রহিত, শান্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মাৎসর্য্য-রহিত ও কপটতা-রহিত হইয়া নিজবৃত্তির অনুসরণ করেন।[১১৪] তাঁহারা সর্ব্বলোকের হিতানুষ্ঠানে নিরত ও পক্ষপাত-পরিশূন্য হইবেন এবং সৎপথবর্ত্তী শিষ্যদিগকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অধ্যাপন করাইবেন।[১১৫] ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা মিথ্যা কথা, অসূয়া, দ্যূতক্রীড়া গীতবাদ্য বেশ্যাসক্তি প্রভৃতি ব্যসন, অপ্রিয় বাক্য, নীচ লোকে ও নীচ বিষয়ে আসক্তি এবং দম্ভ, এই সমুদায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন।[১১৬]

বরাননে! ক্ষত্রিয়দিগের কর্ত্তব্য এই যে, সন্ধির সম্ভাবনা হইলে তাঁহারা

যুযুৎসা গর্হিতা সন্ধৌ সম্মানৈঃ সন্ধিরুত্তমা।
মৃত্যুর্জ্জয়ো বা যুদ্ধেষু রাজন্যানাং বরাননে ॥ ১১৭ ॥
অলোভী স্যাৎ প্রজাবিত্তে গৃহ্নীয়াৎ সম্মিতং করম্‌।
রক্ষন্নঙ্গীকৃতং ধর্ম্মং পুত্রবৎ পালয়েৎ প্রজাঃ ॥ ১১৮ ॥
ন্যায়ং যুদ্ধং তথা সন্ধিং কর্ম্মাণ্যন্যানি যানি চ।
মন্ত্রিভিঃ সহ কুর্ব্বীত বিচার্য্য সর্ব্বথা নৃপঃ ॥ ১১৯ ॥
ধর্ম্মযুদ্ধেন যোদ্ধব্যং ন্যায়দণ্ডপুরস্ক্রিয়াঃ *।
করণীয়া যথাশাস্ত্রং সন্ধিং কুর্য্যাদ্যথাবলম্‌ ॥ ১২০ ॥

বদনে রাজন্যানাং ক্ষত্রিয়াণাং সন্ধৌ সংমেলনে সতি যুযুৎসা যুদ্ধেচ্ছা গর্হিতা নিন্দিতা ভবেৎ। সন্ধিস্তু তেষাং সম্মানৈরেবোত্তমো ভবেৎ। তেষাং যুদ্ধেষু তু মৃত্যুরেব বা জয়এব বা উত্তমো ভবেৎ নতু পলায়নাদিকমিত্যর্থঃ ॥১১৭॥১১৮॥১১৯॥

ধর্ম্মেত্যাদি। পুরস্ক্রিয়া সৎকারঃ। যথাবলং বলমনতিক্রম্য বলপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥ ১২১ ॥

যুদ্ধের অভিলাষ করিবেন না; কারণ সম্মান রক্ষা পূর্ব্বক সন্ধি হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। ফলতঃ যে স্থলে সম্মানের সহিত সন্ধি হইতেছে না, সেই স্থলে হয় যুদ্ধে জয় হউক, অথবা যুদ্ধে মৃত্যু হউক, এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত যুদ্ধ করিবেন। (যুদ্ধ হইতে পলায়ন করা তাঁহাদিগের কখন বিধেয় নহে)।১১৭ তাঁহারা প্রজার ধনে লোভশূন্য হইবেন; যথাসময়ে পরিমিত কর গ্রহণ করিবেন; এবং অঙ্গীকৃত ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া প্রজাদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে পালন করিবেন।১১৮ রাজগণের কর্ত্তব্য এই যে, কোন্‌ স্থলে যুদ্ধ করা ন্যায়সঙ্গত বা কোন্‌ স্থলে সন্ধি করা ন্যায়সঙ্গত এবং অন্যান্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায়ই সর্ব্বদা মন্ত্রিবর্গের সহিত উত্তমরূপ বিচার করিয়া সম্পাদন করিবেন।১১৯

তাঁহারা ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিবেন, কদাপি কূটযুদ্ধ করিবেন না। ন্যায়ানুসারে যথান্যায় দণ্ড ও পুরস্কার করিবেন, শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক অন্যায়

---

* ন্যায়যুদ্ধপুরস্ক্রিয়া ইতি পাঠান্তরম্‌।

উপায়ৈঃ সাধয়েৎ কার্য্যং যুদ্ধং সন্ধিঞ্চ শত্রুভিঃ।
উপায়ানুগতাঃ সর্ব্বা জয়ক্ষেমবিভূতয়ঃ ॥ ১২১ ॥
স্থান্নীচসঙ্গাবিরতঃ সদা বিদ্বজ্জনপ্রিয়ঃ।
ধীরো বিপত্তৌ দক্ষশ্চ শীলবান্ সম্মিতব্যয়ী ॥ ১২২ ॥
নিপুণো দুর্গসংস্কারে শস্ত্রশিক্ষাবিচক্ষণঃ।
স্বসৈন্যভাবান্বেষী স্যাৎ শিক্ষয়েদ্রণকৌশলম্ ॥ ১২৩ ॥
ন হন্যান্মূর্চ্ছিতান্ যুদ্ধে ত্যক্তশস্ত্রান্ পরাঙ্মুখান্।
বলানীতান্ রিপূন্ দেবি রিপুদারশিশূনপি ॥ ১২৪ ॥

স্যাদিত্যাদি। বিরতঃ বিবক্তঃ। ধীরো ধৈর্য্যবান্। দক্ষোঽনলসঃ।১২২।
নিপুণ ইত্যাদি। দুর্গসংস্কারে দুঃখেন গচ্ছতি বিপক্ষো যত্র তৎ দুর্গং পর্ব্বতপরিখাপ্রাকারাদিভিঃ দুর্গমং নগরং তস্য পরিষ্কারে ॥ ১২৩ ॥ ১২৪ ॥

দণ্ড বা অন্যায় পুরস্কার করিবেন না। তাঁহারা আপনার বল বুঝিয়া যথাশাস্ত্র সন্ধি করিবেন।[১২০] তাঁহারা উপায় দ্বারা কার্য্য সাধন করিবেন এবং উপায় দ্বারাই শত্রুগণের সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ করিবেন। কারণ উপায় দ্বারা যে সমুদায় কর্ম্ম করা হয়, তাহাতেই জয়, ঐশ্বর্য্য ও মঙ্গল হইয়া থাকে।[১২১] ক্ষত্রিয়-জাতি সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের প্রিয় হইবেন (অর্থাৎ পণ্ডিতগণের অনুরাগী হইবেন), কদাপি নীচ সংসর্গে রত হইবেন না। বিপৎকালে তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ, সুশীল ও পরিমিতব্যয়ী হইবেন।[১২২] তাঁহারা দুর্গসংস্কারে নিপুণ হইবেন। শস্ত্রশিক্ষায় তাঁহাদের বিলক্ষণ বিচক্ষণতা থাকিবে। তাঁহারা নিয়ত নিজ সৈন্যগণের মনের ভাব অনুসন্ধান করিবেন এবং সৈন্যগণকে রণকৌশল শিখাইবেন।[১২৩] দেবি! রাজার কর্ত্তব্য এই যে, যাহারা সংগ্রামে মূর্চ্ছাগত হইয়াছে, যাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, যাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে, যাহারা যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, যে সকল শত্রু বলপূর্ব্বক আনীত হইয়াছে, তাহাদিগকে এবং বিপক্ষের স্ত্রী ও শিশু সন্তানদিগকে বিনাশ করিবেন না।[১২৪]

জয়লব্ধানি বস্তূনি সন্ধিপ্রাপ্তানি যানি চ।
বিতরেত্তানি সৈন্যেভ্যো যথাযোগ্যবিভাগতঃ ॥ ১২৫ ॥
শৌর্য্যং বৃত্তঞ্চ যোদ্ধৃণাং জ্ঞেয়ং রাজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্ *।
বহুসৈন্যাধিপং নৈকং কুর্য্যাদাত্মহিতে রতঃ ॥ ১২৬ ॥
নৈকস্মিন্ বিশ্বসেদ্রাজা নৈকং ন্যায়ে নিযোজয়েৎ।
সাম্যং ক্রীড়োপহাসঞ্চ নীচৈঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ ॥১২৭ ॥
বহুশ্রুতঃ স্বল্পভাষী জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানবানপি।
বহুমানোঽপি নির্দ্দম্ভো ধীরো দণ্ডপ্রসাদয়োঃ ॥ ১২৮ ॥

জয়েত্যাদি। বিতরেৎ দদ্যাৎ ॥ ১২৫ ॥ ১২৬ ॥ ১২৭ ॥
বহুশ্রুত ইত্যাদি। বহুমানোঽপি ভূরিসম্মানোঽপি রাজা নির্দ্দম্ভো ভূরিসম্মাননিমিত্তকচিত্তসমুন্নতিশূন্যো ভবেৎ ॥ ১২৮ ॥

যে সমুদায় বস্তু জয় দ্বারা বা সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তৎসমুদায় যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া সৈন্যদিগকে বিতরণ করিবেন।[১২৫]

রাজা যোদ্ধাদিগের চরিত্র ও শূরত্ব পৃথক্ পৃথক্ অবগত হইবেন। যিনি আত্মহিতে নিরত, তিনি কখনই এক ব্যক্তিকে বহুসৈন্যের অধিনায়ক করিবেন না।[১২৬] রাজা এক ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না; বিচার কার্য্যেও এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না। রাজা নীচ লোকের সহিত বয়স্যভাব, ক্রীড়া ও উপহাস পরিত্যাগ করিবেন, নীচলোকের প্রতি কখন সমভাবও প্রদর্শন করিবেন না।[১২৭]

রাজা বহুশ্রুত হইয়াও স্বল্পভাষী, জ্ঞানবান্ হইয়াও জিজ্ঞাসু এবং বহুসম্মানভাজন হইয়াও দম্ভরহিত হইবেন। তিনি দণ্ডপ্রদান কালে বা প্রসন্নতার সময় অথবা অনুগ্রহ করিবার সময় (পুরস্কার দান কালে) এককালে অধীর হইবেন না।[১২৮] নরপতি স্বয়ং বা চারচক্ষু দ্বারা প্রজাবর্গের মনোগত ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং এইরূপে ভৃত্যদিগের ও স্বজনগণের আন্তরিক ভাবও

---

* শৌর্য্যং বীর্য্যং চ যোদ্ধৃণাং জ্ঞেয়ং রাজ্ঞা পৃথক্ কৃতম্ ইতি পাঠান্তরম্।

স্বয়ং বা চরদৃষ্ট্যা বা প্রজাভাবান্ বিলোকয়েৎ।
এবং স্বজনভৃত্যানাং ভাবান্ পশ্যেন্নরাধিপঃ ॥ ১২৯ ॥
ক্রোধাদ্দম্ভাৎ প্রমাদাদ্বা সম্মানং শাসনং তথা।
সহসা নৈব কর্ত্তব্যং স্বামিনা তত্ত্বদর্শিনা ॥ ১৩০ ॥
সৈন্যসেনাধিপামাত্য-বনিতাপত্যসেবকাঃ।
পালনীয়াঃ সদোষাশ্চেৎ দণ্ড্যা রাজ্ঞা যথাবিধি ॥ ১৩১ ॥
উন্মত্তানসমর্থাংশ্চ বালাংশ্চ মৃতবান্ধবান্।
জ্বরাভিভূতান্ বৃদ্ধাংশ্চ রক্ষয়েৎ পিতৃবন্নৃপঃ ॥ ১৩২ ॥
বৈশ্যানাং কৃষিবাণিজ্যং বৃত্তং বিদ্ধি সনাতনম্।
যেনোপায়েন লোকানাং দেহযাত্রা প্রসিধ্যতি ॥১৩৩॥

স্বয়ং বেত্যাদি। চরদৃষ্ট্যা অন্যতত্ত্বানুসন্ধানপ্রবীণো গূঢ়পুরুষশ্চরঃ তদ্রূপয়া দৃষ্ট্যা। প্রজাভাবান্ প্রজানামভিপ্রায়ান্ চেষ্টা বা ॥ ১২৯ ॥১

ক্রোধাদিত্যাদি। দম্ভাৎ রাজ্যাদিনিমিত্তকাচ্চিত্তস্যৌৎসুক্যাৎ ॥১৩০।১৩১॥

উন্মত্তানিত্যাদি। মৃতবান্ধবান্ মৃতা বান্ধবা যেষাস্তথাভূতান্ ॥ ১৩২ ॥

অথ বৈশ্যাচারান্ বক্তুমুপক্রমতে, বৈশ্যানামিত্যাদিভিঃ। যেন কৃষিবাণিজ্য-কর্ম্মরূপেণোপায়েন। দেহযাত্রা শরীরনির্ব্বাহঃ ॥ ১৩৩ ॥

পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।১২৯ তত্ত্বদর্শী বিচক্ষণ রাজা ক্রোধনিবন্ধন, দম্ভনিবন্ধন অথবা অনবধানতা নিবন্ধন সহসা কাহারও সম্মান বা শাসন করিবেন না।১৩০

সৈন্য, সেনাপতি, অমাত্য, বনিতা, অপত্য ও ভৃত্যবর্গকে যথারীতি পালন করা রাজার কর্ত্তব্য, পরন্তু ইহারা যদি দোষী হয়, তাহা হইলে ইহাদিগের প্রতি তিনি যথাবিধানে দণ্ড প্রদান করিবেন।১৩১ যাহারা অভিভাবক-বিহীন উন্মত্ত, অসমর্থ, বালক, পীড়াভিভূত অথবা বৃদ্ধ, রাজা তাহাদিগকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিবেন।১৩২

কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যই বৈশ্যদিগের সনাতন ব্যবসায়। এই কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য দ্বারাই সমুদায় মনুষ্যের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে।১৩৩ দেবি!

অতঃ সর্ব্বাত্মনা দেবি বাণিজ্যকৃষিকর্ম্মসু।
প্রমাদব্যসনালস্যং মিথ্যা শাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥
নিশ্চিত্য বস্তুতন্মূল্যম্ উভয়োঃ সম্মতৌ শিবে।
পরস্পরাঙ্গীকরণং* ক্রয়সিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥১৩৫॥
মত্তবিক্ষিপ্তবালানাম্ † অরিগ্রস্তনৃণাং প্রিয়ে।
রোগবিভ্রান্তবুদ্ধীনাম্ অসিদ্ধৌ দানবিক্রয়ৌ ॥ ১৩৬ ॥
ক্রয়সিদ্ধিরদৃষ্টাণাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ।
বিপর্য্যয়ে তদ্‌গুণানাম্ অন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ ॥ ১৩৭ ॥
কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ।
বিপর্য্যয়ে তদ্‌গুণানাম্ অন্যথা ভবতি ক্রয়ঃ ॥ ১৩৮ ॥

অত ইত্যাদি। সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রকারেণ ॥ ১৩৪ ॥
নিশ্চিত্যেত্যাদি। নিশ্চিত্য নির্ণীয়। তন্মূল্যং নিশ্চিতবস্তুমূল্যমপি নিশ্চিত্য। উভয়োঃ বিক্রেতৃক্রয়কাবকয়োঃ ॥ ১৩৫ ॥ ১৩৬ ॥
ক্রয়সিদ্ধিরিত্যাদি। অদৃষ্টানাং বস্তূনাম্। বিপর্য্যয়ে বৈপরীত্যে॥১৩৭॥১৩৮॥১৩৯॥

এই কারণে বাণিজ্য ব্যাপারে ও কৃষিকার্য্য বিষয়ে প্রমাদ,ব্যসন, আলস্য, মিথ্যাচরণ ও শঠতা, এ সমুদায় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বৈশ্যদিগের কর্ত্তব্য।১৩৪
শিবে! ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে বস্তু ও তন্মূল্য নির্দ্ধারণ হইলে যখন উভয়ের অঙ্গীকার করা হইবে, তখন ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইবে।১৩৫ প্রিয়ে! যাহারা মত্ত, বিক্ষিপ্ত, বালক বা শত্রুকর্তৃক বন্দীকৃত অথবা রোগদ্বারা যাহাদের বুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা যদি কোন বস্তু বা বিষয় দান বা বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।১৩৬ অদৃষ্ট বস্তুর গুণ শ্রবণ দ্বারাই ক্রয় সিদ্ধি হয়, পরন্তু বর্ণিত গুণের ব্যতিক্রম হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবে।১৩৭ কুঞ্জর, উষ্ট্র ও তুরঙ্গ, ইহাদিগের গুণ শ্রবণ দ্বারাই ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু যদি বর্ণিত গুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই ক্রয় বিক্রয়

* পরস্পরাজ্ঞাকরণম্ ইতি বা পাঠঃ।
† মত্তাবিক্ষিপ্তবালানাম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গাণাং গুপ্তদোষপ্রকাশনাৎ।
বর্ষাতীতেঽপি তৎক্রেয়ম্ অন্যথা হীনবৎসরে* ॥ ১৩৯ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ভাজনং মানবং বপুঃ।
অতঃ কুলেশি তৎক্রেয়ো ন সিধ্যেন্মম শাসনাৎ ॥ ১৪০ ॥
যবগোধূমধান্যানাং লাভো বর্ষে গতে প্রিয়ে।
যুক্তশ্চতুর্থো ধাতূনাম্ অষ্টমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪১ ॥
ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
যদ্‌যদঙ্গীকৃতং মর্ত্যৈঃ তৎ কার্য্যং শাস্ত্রসম্মতম্ ॥ ১৪২ ॥
দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভাষী জিতনিদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অপ্রমত্তো নিরালস্যঃ সেবাবৃত্তৌ ভবেন্নরঃ ॥ ১৪৩॥

ধর্ম্মেত্যাদি। তৎক্রেয়ঃ মানববপুঃক্রেয়ঃ। ১৪০ ॥
যবেত্যাদি। উত্তমর্ণেন মূলধনাদধিকং গ্রাহ্যং লাভঃ। ১৪১। ১৪২।

অসিদ্ধ হইবে।[১৩৮] আর কুঞ্জর উষ্ট্র ও অশ্ব, ইহাদের গুপ্তদোষ যদি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে সেই ক্রয়বিক্রয় অন্যথা হইতে পাবে। এক বৎসরের পর আর অন্যথা করা যাইতে পারিবে না।[১৩৯]

কুলেশ্বরি! মানবদিগের শরীর, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের সাধন। অতএব আমার আজ্ঞা আছে যে, এই শরীর কেহ ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবে না, করিলেও সিদ্ধ হইবে না।[১৪০]

প্রিয়ে! যব গোধূম ধান্য প্রভৃতি (ঋণ করিলে), ঐ ঐ বস্তুর চতুর্থ অংশ বাৎসরিক লাভ অর্থাৎ বৃদ্ধি দিতে হইবে। কিন্তু ধাতু দ্রব্য ঋণ করিলে এক বৎসরে তাহার অষ্টম অংশ মাত্র কুসীদ (সুদ) প্রদান করিবার নিয়ম আছে।[১৪১] পরন্তু ঋণ বিষয়ে, কৃষিকার্য্য বিষয়ে, বাণিজ্যে এবং অন্যান্য সমুদায় কার্য্যেই মানবগণ পূর্ব্বে যেরূপ স্বীকার করিয়াছে, তাহাদিগকে সেইরূপই করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রসম্মত।[১৪২]

যাহারা সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহাদের কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা

---

* বর্ষাতীতেঽপি তৎক্রেয়মন্যথা কর্ত্তুমর্হতি ইতি পাঠান্তরম্।

প্রভুর্বিষ্ণুসমো মান্যঃ তজ্জায়া জননীসমা ।
মান্যাস্তদ্বান্ধবা ভৃত্যৈঃ ইহামুত্র সুখেপ্সুভিঃ ॥ ১৪৪ ॥
ভর্ত্তুর্মিত্রাণি মিত্রাণি জানীয়াত্তদরীনরীন্ ।
সভীতিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ* প্রভোরাজ্ঞাং প্রতীক্ষয়ন্ ॥ ১৪৫ ॥
অপমানং গৃহচ্ছিদ্রং গুপ্ত্যর্থং কথিতঞ্চ যৎ ।
ভর্ত্তুর্গ্লানিকরং যচ্চ গোপয়েদতিযত্নতঃ ॥ ১৪৬ ॥
অলোভঃ স্যাৎ স্বামিধনে সদা স্বামিহিতে রতঃ ।
তৎসন্নিধাবসম্ভাষং ক্রীড়াং হাস্যং পরিত্যজেৎ ॥ ১৪৭ ॥
ন পাপমনসা পশ্যেদ্ অপি তদ্গৃহকিঙ্করীঃ ।
বিবিক্তশয্যাং হাস্যঞ্চ তাভিঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৪৮ ॥

অথ সেবকধর্ম্মানাহ, দক্ষ ইত্যাদিভিঃ । দক্ষঃ আত্মকার্য্যেষু চতুরঃ । শুচিঃ স্বচ্ছঃ । অপ্রমত্তঃ নিজকার্য্যেষু সাবধানঃ ॥ ১৪৩ ॥ ১৪৪ ॥ ১৪৫ ॥ ১৪৬ ॥
অলোভ ইত্যাদি ॥ ১৪৭ ॥
ন পাপেত্যাদি । পাপমনসা তস্য স্বামিনো গৃহকিঙ্করীমপি ন পশ্যেৎ কা

দক্ষ অর্থাৎ স্বকার্য্যে পটু, বিশুদ্ধাচার, সত্যবাদী, নিদ্রার অনধীন, জিতেন্দ্রিয়, প্রমাদ-পরিশূন্য ও আলস্য-রহিত হইবে ।[১৪৩] যে সকল ভৃত্য ইহলোকে ও পরলোকে সুখকামনা করে, তাহাদের কর্তব্য এই যে, তাহারা প্রভুকে বিষ্ণুসদৃশ জ্ঞান করিয়া সম্মান করিবে, তৎপত্নীকে জননীতুল্য জ্ঞান করিবে; এবং যাঁহারা প্রভুর বান্ধব, তাঁহাদেরও সম্যক্ সম্মান রক্ষা করিবে ।[১৪৪] বিশেষতঃ তাহারা প্রভুর মিত্রকে মিত্র এবং প্রভুর শত্রুকে শত্রু জ্ঞান করিবে; সকল সময়েই প্রভুর আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া সভয় হৃদয়ে অবস্থান করিবে,[১৪৫] প্রভুর অপমান, গৃহচ্ছিদ্র, যাহা গোপন করিতে বলা হইয়াছে, অথবা যাহাতে প্রভুর গ্লানি হয় তাদৃশ বিষয় অতিযত্নে গোপন করিবে;[১৪৬] স্বামীর ধনে সর্ব্বদা লোভপরিশূন্য হইবে, স্বামীর হিতসাধনে সর্ব্বদা তৎপর থাকিবে; স্বামীর সন্নিধানে অসদ্বাক্য প্রযোগ, ক্রীড়া ও হাস্য, এ সমুদায় পরিত্যাগ করিবে;[১৪৭]

---

* সভীতিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ ইতি মুদ্রিতঃ পাঠঃ প্রমাদবিজৃম্ভিতঃ ।

প্রভোঃ শয্যাসনং যানং* বসনং ভাজনানি চ।
উপানদ্ভূষণং শস্ত্রং নাত্মার্থং বিনিযোজয়েৎ ॥১৪৯॥
ক্ষমাং কৃতাপরাধশ্চেৎ প্রার্থয়েদগ্রতঃ প্রভোঃ †।
প্রাগল্‌ভ্যং প্রৌঢ়বাদঞ্চ সাম্যাচারং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৫০ ॥
সর্ব্বে বর্ণাঃ স্বস্ববর্ণৈঃ ব্রাহ্মোদ্বাহং তথাশনম্‌‡।
কুর্ব্বীরন্‌ ভৈরবীচক্রাৎ তত্ত্বচক্রাদৃতে শিবে ॥ ১৫১ ॥
উভয়ত্র মহেশানি শৈবোদ্বাহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তথাদানে চ পানে চ বর্ণভেদো ন বিদ্যতে ॥ ১৫২ ॥

বার্ত্তা তৎপত্নীপুত্র্যাদীনাম্‌। বিবিক্তশয্যাং বহঃশয়নম্‌। তাভিঃ স্বামিগৃহকিঙ্করীভিঃ ॥ ১৪৮ ॥ ১৪৯ ।

ক্ষমামিত্যাদি। প্রাগল্‌ভ্যং ধাষ্ট্যম্‌ ॥ ১৫০ ॥

সর্ব্ব ইত্যাদি। অশনং ভোজনম্‌। ঋতে বিনা ॥ ১৫১ ॥

উভয়ত্রেত্যাদি। উভয়ত্র ভৈরবীচক্রে তত্ত্বচক্রে চ। ১৫২ ॥

স্বামীর গৃহের কিঙ্করীদিগকেও পাপনয়নে দর্শন করিবে না; তাহাদের সহিত নির্জ্জনে এক শয্যায় শয়ন করিবে না, হাস্যপরিহাসও করিবে না;[১৪৮] এবং প্রভুর শয্যা আসন যান বসন ভাজন পাদুকা ভূষণ ও শস্ত্র, এ সমুদায় স্বয়ং কদাচ ব্যবহার করিবে না।[১৪৯] যদি ভৃত্য কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে সে প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে; এবং প্রভুর সমীপে ধৃষ্টতা প্রৌঢ়তা বা সমকক্ষভাব কদাপি প্রদর্শন করিবে না।[১৫০]

শিবে! ভৈরবীচক্র ও তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠানকাল ব্যতিরেকে অন্য সময় সকলজাতীয় মনুষ্যই কেবল স্বস্ব বর্ণের সহিতই ব্রাহ্মবিবাহ ও ভোজনাদি করিবে।[১৫১] মহেশ্বরি! কিন্তু ভৈরবীচক্রে ও তত্ত্বচক্রে, এই উভয় চক্রেই শৈববিবাহ

---

* শয্যাসনং দানম্‌ ইতি পাঠান্তরম্‌।

† প্রার্থয়েদ্‌যত্নতঃ প্রভোঃ ইতি বা পাঠঃ।

‡ তথাসনম্‌ ইতি পাঠান্তরম্‌।

শ্রীদেব্যুবাচ।

কিমিদং ভৈরবীচক্রং তত্ত্বচক্রঞ্চ কীদৃশম্।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া বক্তুমর্হসি ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

কুলপূজাবিধৌ দেবি চক্রানুষ্ঠানমীরিতম্।
বিশেষপূজাসময়ে তৎ কার্য্যং সাধকোত্তমৈঃ ॥ ১৫৪ ॥
ভৈরবীচক্রবিষয়ে ন তাদৃঙ্ নিয়মঃ প্রিয়ে *।
যথাসময়মাসাদ্য কুর্য্যাচ্চক্রমিদং শুভম্ ॥ ১৫৫ ॥

অথ ভৈরবীচক্রতত্ত্বচক্রযোর্বিধানং শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, কিমিদমিত্যাদি ॥ ১৫৩ ॥

এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, কুলপূজেত্যাদি। তৎ কুলপূজাবিধাবুক্তং চক্রানুষ্ঠানম্ ॥ ১৫৪ ॥ ১৫৫ ॥

সম্পাদিত হইতে পারে। পরন্তু, এই চক্রদ্বয়ে বিবাহ, ভোজন ও পান বিষয়ে বর্ণভেদ বিচার করিবে না (২১৩)।[১৫২]

শ্রীভগবতী কহিলেন। (দেবদেব!) ভৈরবীচক্র কিরূপ? তত্ত্বচক্রই বা কিরূপ? আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, (আপনি) কৃপা করিয়া আমার নিকট ব্যক্ত করুন।[১৫৩]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! কুলপূজা বিধানের সময় আমি যে চক্রানুষ্ঠান বলিয়াছি, যাঁহারা উত্তম সাধক, তাঁহারা বিশেষ পূজার সময় তাদৃশ চক্রানুষ্ঠান করিবেন;[১৫৪] পরন্তু প্রিয়ে! ভৈরবীচক্র বিষয়ে তাদৃশ কোন নিয়ম নাই, যে কোন সময় এই শুভ ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।[১৫৫] আমি এক্ষণে

---

* ভৈরবীচক্রসময়ে ন তাদৃঙ্ নিয়মঃ শিবে ইতি পাঠান্তরম্।

(২১৩)—এই স্থলে সংক্ষেপেই বলা হইয়াছে। অন্যান্য তন্ত্রে আছে যে, শৈববিবাহে কেবল অনুলোম বিবাহই বিধেয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সকল-জাতীয় কন্যা, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল-জাতীয় কন্যা, বৈশ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকল জাতীয় কন্যা এবং শূদ্র শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতে পারে। পরন্তু বিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণ কখন উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে না।

বিধানমস্থ বক্ষ্যামি সাধকানাং শুভাবহম্।
আরাধিতা যেন দেবী তূর্ণং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৫৬ ॥
কুলাচার্য্যো রম্যভূমৌ আস্তীর্য্যাসনমুত্তমম্।
কামাদ্যেনাস্ত্রবীজেন সংশোধ্যোপবিশেত্ততঃ ॥ ১৫৭ ॥
সিন্দূরেণ কুশীদেন কেবলেন জলেন বা।
ত্রিকোণক্তুরস্রঞ্চ মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৫৮ ॥
বিচিত্রঘটমানীয় দধ্যক্ষতবিমুক্ষিতম্।
ফলপল্লবসংযুক্তং সিন্দুরতিলকান্বিতম্ ॥ ১৫৯ ॥

বিধানমিত্যাদি। অস্থ ভৈরবীচক্রস্থ। যেন ভৈরবীচক্রবিধানেন। যচ্ছতি দদাতি ॥ ১৫৬ ॥

ভৈরবীচক্রাহুষ্ঠানমেবাহ, কুলাচার্য্য ইত্যাদিভিঃ। কুলাচার্য্যঃ কুলগুরুঃ রম্যভূমৌ রমণীয়ায়াং ভুব্যুত্তমমাসনমাস্তীর্য্যাচ্ছাদ্য কামাদ্যেন ক্লীঁ বীজাদ্যেনাস্ত্রবীজেন ফটা সংশোধ্য চ তত্তত্রাসনে উপবিশেৎ ॥ ১৫৭॥

সিন্দূরেণেত্যাদি। ততঃ সুধীঃ কোবিদঃ সিন্দূরেণ কুশীদেন রক্তচন্দনেন কেবলেন জলেন বা ত্রিকোণং মণ্ডলং তদ্বহিশ্চতুরস্রঞ্চতুষ্কোণঞ্চ মণ্ডলং রচয়েৎ ॥ ১৫৮ ॥

বিচিত্রেত্যাদি। ততঃ পরং বিচিত্রং বিবিধানি চিত্রাণ্যালেখ্যানি যত্রৈবম্ভূতং

ভৈরবীচক্রের বিধান বলিতেছি। এই ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠানে সাধকদিগের মঙ্গল হয়। এই ভৈরবীচক্রে ভগবতীর আরাধনা করিলে তিনি ত্বরায় অভীষ্ট ফল প্রদান করেন।[১৫৬]

কুলাচার্য্য (২১৪) রমণীয় স্থানে উত্তম আসন পাতিয়া 'ক্লীঁ' ফট্' এই মন্ত্র দ্বারা ঐ আসন শোধনপূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন করিবেন।[১৫৭] পরে সেই জ্ঞানবান্ সাধক সিন্দূর দ্বারা, রক্তচন্দন দ্বারা, অথবা কেবল জল দ্বারা ত্রিকোণ-গর্ভ চতুষ্কোণ মণ্ডল প্রস্তুত করিবেন।[১৫৮] অনন্তর বিচিত্র ঘট আনয়ন পূর্ব্বক তাহাতে দধি ও অক্ষত লেপন করিয়া সিন্দূরের তিলক প্রদান করিবে।

---

(২১৪)—তন্ত্রমন্ত্র বিশারদ, অধ্যাত্মদর্শী ও কুলাচারের উপদেশক ব্রাহ্মণকেই কুলাচার্য্য বলা যায়।

সুবাসিতজলৈঃ পূর্ণং মণ্ডলে তত্র সাধকঃ।
প্রণবেন তু সংস্থাপ্য ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৬০ ॥
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং চিন্তয়েদিষ্টদেবতাম্‌।
সংক্ষেপপূজাবিধিনা তত্র পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১৬১ ॥
বিশেষমত্র বক্ষ্যামি শৃণুধ্বামরবন্দিতে।
গুর্ব্বাদিনবপাত্রাণাং নাত্র স্থাপনমিষ্যতে ॥ ১৬২ ॥
যথেষ্টস্তত্ত্বমাদায় সংস্থাপ্য পুরতো ব্রতী।
প্রোক্ষয়েদস্ত্রমন্ত্রেণ দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥

ঘটমানীয় দধ্যক্ষতবিমুক্তিতন্দ্রাক্ষতৈশ্চ সম্পৃক্তং ফলৈঃ পল্লবৈশ্চ সংযুক্তং সিন্দূরতিলকৈরন্বিতং সংযুতং কর্পূরাদিভিঃ সুবাসিতৈর্জ্জলৈঃ পূর্ণঞ্চ কৃত্বা প্রণবেন ওঁকারেণ তত্র মণ্ডলে সংস্থাপ্য চ সাধকো ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ ॥১৫৯॥১৬০॥

সংপূজ্যেত্যাদি। ততো গন্ধপুষ্পাভ্যাং ঘটং সংপূজ্য তত্রেষ্টদেবতাঞ্চিন্তয়েৎ। সঞ্চিন্ত্য চ পূর্ব্বোক্তেন সংক্ষেপপূজাবিধিনা তত্র কলশে ইষ্টদেবতায়াঃ পূজাং সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। ১৬১ ॥ ১৬২ ॥

যথেষ্টমিত্যাদি। ততো ব্রতী সাধকো যথেষ্টস্তত্ত্বং মদ্যাদিকমাদায় পুরতোঽগ্রে সংস্থাপ্য চাস্ত্রমন্ত্রেণ ফটা প্রোক্ষয়েৎ জলেন সিঞ্চেৎ দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকয়েচ্চ। ১৬৩ ॥

তৎপরে তাহা সুবাসিত জলে পূর্ণ করিয়া তন্মুখে পল্লব ও ফল সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রণব পাঠ সহকারে উহা উক্ত মণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া ধূপ দীপ প্রদর্শন করিবে।[১৫৯,১৬০] পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা ঐ ঘটের অর্চ্চনা করিয়া উহাতে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে ও তাহাতে সংক্ষেপপূজার বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিবে।[১৬১] সুরবন্দিতে! এই পূজাতে যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই পূজাতে পূর্ব্বোক্ত গুরুপাত্র প্রভৃতি নয়টি পাত্র স্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই।[১৬২]

সাধক এই পূজার সময় যথাভিলষিত তত্ত্ব আনয়ন পূর্ব্বক (২১৫) সম্মুখে স্থাপন করিয়া 'ফট্‌' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে প্রোক্ষিত করিয়া দিব্যদৃষ্টি

(২১৫)—যথাভিলষিত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি পঞ্চতত্ত্ব সমস্ত না হয়, আদ্য ও দ্বিতীয়

অলিযন্ত্রে গন্ধপুষ্পং দত্ত্বা তত্র বিচিন্তয়েৎ।
আনন্দভৈরবীং দেবীম্ * আনন্দভৈরবস্তথা ॥ ১৬৪ ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং তরুণারুণবিগ্রহাম্।
চারুহাসামৃতাভাসোল্লসদ্বদনপঙ্কজাম্ † ॥ ১৬৫ ॥
নৃত্যগীতকৃতামোদাং নানাভরণভূষিতাম্।
বিচিত্রবসনাং ধ্যায়েৎ বরাভয়করাম্বুজাম্ ॥ ১৬৬ ॥

অলীত্যাদি। অলিযন্ত্রে ততোঽলিযন্ত্রে মদ্যপাত্রে গন্ধপুষ্পন্দত্ত্বা তত্রালিযন্ত্রে এবানন্দভৈরবীন্দেবীস্তথানন্দভৈরবং দেবং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৬৪ ॥

আনন্দভৈরব্যা ধ্যানমেবাহ, নবযৌবনসম্পন্নামিত্যাদি। নবযৌবনসম্পন্নাং নবীনতারুণ্যং সম্প্রাপ্তাম্। তরুণারুণবিগ্রহাং নবীনসূর্য্যসদৃশদেহাম্। চারুহাসামৃতাভাসোল্লসদ্বদনপঙ্কজাং চারুহাসেন মনোহরহসনেনামৃতভাষয়া সুধা-তুল্যভাষণেন চোল্লসদ্দেদীপ্যমানং বদনপঙ্কজং মুখকমলং যস্যাস্তথাভূতাম্। নৃত্যগীতকৃতামোদাং নৃত্যগীতাভ্যাং কৃত আমোদ আনন্দো যয়া তাম্। নানাভরণভূষিতাম্ অনেকবিধভূষণালঙ্কৃতাম্। বিচিত্রবসনাং বিচিত্রবিদ্রুতং

দ্বারা অবলোকন করিবে।১৬৩ অনন্তর ঐ সুধাকলসে গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া তাহাতে দেবী আনন্দভৈরবী ও আনন্দভৈরবের ধ্যান করিবে।১৬৪ (যথা,—)

যিনি নবযৌবনসম্পন্না, যাঁহার শরীর তরুণ অরুণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, অতিমনোহর হাস্যামৃতের কান্তি দ্বারা যাঁহার বদনকমল বিকশিত হইয়াছে,১৬৫ যিনি নৃত্যগীতে সর্ব্বদা আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি নানা বিভূষণে বিভূষিতা, যিনি বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, করপদ্মদ্বয়ে বরাভয়-

---

* আনন্দভৈরবীং তত্র ইতি বা পাঠঃ।

† চারুহাসামৃতাভাসোল্লসদ্বদনপঙ্কজাম্ ইতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ। চারুহাস্যামৃতাভাসোল্লসদ্দশনপঙ্কজাম্ ইত্যপি পাঠঃ।

তত্ত্ব, অথবা আদ্য ও তৃতীয় তত্ত্ব, অথবা আদ্য ও চতুর্থ তত্ত্ব আনয়ন করিতে হইবে, ইহার ন্যূন হইবে না; ইহার অতিরিক্ত তত্ত্ব আনয়নে দোষ নাই। ফল কথা, মাংস মৎস্য ও মুদ্রা, এই শুদ্ধিত্রয়ের মধ্যে একটি শুদ্ধি এবং কারণ ব্যতীত চক্র হইবে না।

ইত্যানন্দময়ীং ধ্যাত্বা স্মরেদানন্দভৈরবম্ ॥ ১৬৭ ॥

কর্পূরপূরধবলং কমলায়তাক্ষং
দিব্যাম্বরাভরণভূষিতদেহকান্তিম্ ।
বামেন পাণিকমলেন সুধাঢ্যপাত্রং *
দক্ষেণ শুদ্ধিগুটিকাং দধতং স্মরামি ॥ ১৬৮ ॥

ধ্যাত্বৈবমুভয়ং তত্র সামরস্যং বিচিন্তয়ন্ ।
প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ দেশিকঃ ।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং শোধয়েৎ কারণং ততঃ ॥ ১৬৯ ॥

বসনং বস্ত্রং যস্যাস্তাম্। বরাভয়করাম্বুজাং বরোঽভয়ঞ্চ করাম্বুজয়োঃ যস্যা-স্তাম্ ॥ ১৬৫ । ১৬৬ ॥ ১৬৭ ॥

আনন্দভৈরবধ্যানমেবাহৈকেন, কর্পূরপূরধবলমিত্যাদি। কর্পূরপূরধবলং কর্পূরপ্রবাহবচ্ছুভ্রম্। কমলায়তাক্ষং কমলবদায়তে বিস্তৃতে অক্ষিণী যস্য তম্। দিব্যাম্বরাভরণভূষিতদেহকান্তিং দিব্যৈরম্বরাভরণৈর্বস্ত্রবিভূষণৈর্ভূষিতোঽলঙ্কৃতো যো দেহস্তত্র কান্তিরধিকা দীপ্তির্যস্য তথাভূতম্। বামেন পাণিকমলেন সুধাঢ্য-পাত্রং মদ্যসমন্বিতং পাত্রং দক্ষেণ পাণিকমলেন শুদ্ধিগুটিকাঞ্চ দধতমানন্দভৈরবং স্মরামি চিন্তয়ামি । ১৬৮ ॥

ধ্যাত্বেত্যাদি। এবমুভৌ ধ্যাত্বা তত্রাণিযন্ত্রে উভয়োর্ভৈরবীভৈরবয়োঃ সাম-

---

ধারিণী ঈদৃশী আনন্দভৈরবীকে ধ্যান করিবে ।১৬৬ এইরূপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া পশ্চাৎ আনন্দভৈরবের ধ্যান করিবে।১৬৭ (যথা;—)

যিনি কর্পূরসমূহের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, যাঁহার লোচন কমলদলের ন্যায় আয়ত ও সুন্দর, যাঁহার শরীর দিব্য বসনে ও দিব্য ভূষণে ভূষিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে, যিনি বাম করকমল দ্বারা সুধাপূর্ণ পাত্র এবং দক্ষিণ করকমল দ্বারা শুদ্ধি অর্থাৎ মাংস মৎস্য ও মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন, তাদৃশ আনন্দভৈরবকে স্মরণ করি।১৬৮

সাধক এইরূপে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া সেই সুধাতে উভয়ের সামরস্য (সঙ্গম দ্বারা একীভাব) চিন্তা পূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রণব, পরে নাম

---

* সুধাক্ষপাত্র ইতি পাঠান্তরম্।

পাশাদিত্রিকবীজেন স্বাহান্তেন কুলার্চ্চকঃ।
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা জপন্ হেতুং বিশোধয়েৎ ॥ ১৭০ ॥
গৃহকার্য্যৈকচিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ।
আদ্যতত্ত্বপ্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্রয়ম্ ॥ ১৭১ ॥
দুগ্ধং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ম্।
অলিরূপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ॥ ১৭২ ॥
স্বভাবাৎ কলিজন্মানঃ কামবিভ্রান্তচেতনঃ *।
তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

রশ্মৈমেকরস্তং বিচিন্তয়ন্ দেশিকঃ সাধকঃ প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং তৌ সংপূজ্য ততঃ কারণং মদ্যং শোধয়েৎ। ১৬৯।

নহু কেন মন্ত্রেণ মদ্যং শোধয়েৎ তত্রাহ, পাশাদিত্যাদি। স্বাহান্তেন স্বাহান্তো যস্মৈবস্তু তেন পাশাদিত্রিকবীজেন আঁ হ্রীঁ ক্রোমিতি বীজত্রয়েণ অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা ইমমেব মন্ত্রং জপন্ কুলার্চ্চকো হেতুং মদ্যং বিশোধয়েৎ। ১৭০। ১৭১।

মধুরত্রয়মেবাহ, দুগ্ধমিত্যাদি। অলিরূপং মদ্যস্বরূপম্। ইদং মধুরত্রয়ম্।১৭২।

তৎপরে 'নমঃ' উচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া (২১৬) পশ্চাৎ সুরা শোধন করিবেন।[১৬৯] কুলপূজক, আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহা, এই মন্ত্র একশত আট বার জপ করিলেই সুরা শোধন হইবে।[১৭০]

কলি প্রবল হইলে, যে সমুদায় গৃহস্থ একমাত্র গৃহকার্য্যেই নিবিষ্টচিত্ত থাকিবে, তাহাদের পক্ষে আদ্যতত্ত্বের প্রতিনিধি স্বরূপ মধুরত্রয় বিধান করিতে হইবে (২১৭)।[১৭১] দুগ্ধ চিনি ও মধু, এই তিন দ্রব্যের নাম মধুরত্রয়; এই মধুরত্রয় মদ্যস্বরূপ মনে করিয়া দেবতার নিকট নিবেদন করিবে।[১৭২]

কলিসম্ভূত মানবদিগের মন স্বভাবতই কাম দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত। সেই সামান্যবুদ্ধি মানবগণ শক্তিকে ইষ্টদেবতাস্বরূপা বিবেচনা করিতে পারিবে না।[১৭৩]

* কামে বিভ্রান্তচেতস ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

(২১৬)—পূজামন্ত্র যথা। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আনন্দভৈরবায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আনন্দভৈরব্যৈ নমঃ।

(২১৭)—ইতিপূর্ব্বে গৃহস্থ সাধকের পক্ষে পঞ্চপাত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি।
ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা ॥ ১৭৪ ॥
ততস্তু প্রাপ্ততত্ত্বানি পললাদীনি যানি চ *।
প্রত্যেকং শতধানেন মনুনা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১৭৫ ॥

স্বভাবাদিত্যাদি। শক্তিং স্ত্রিয়ম্ ॥ ১৭৩ ॥

অত ইত্যাদি। হে পার্ব্বতি অতো হেতোঃ তেষাং কলিজন্মনাং শেষ-তত্ত্বস্য মৈথুনস্য প্রতিনিধৌ দেব্যাঃ পদাম্ভোজে ধ্যানং বিধেয়ম্। তথা স্বেষ্টমন্ত্রস্য জপো বিধেয়ঃ ॥ ১৭৪ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততঃ পরং পললাদীনি মাংসাদীনি যানি প্রাপ্ততত্ত্বানি তানি প্রত্যেকং শতধা জপ্যমানেনানেন আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহেতি মনুনাভিমন্ত্রয়েৎ শোধয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৭৫ ॥

পার্ব্বতি! অতএব কলিযুগের তাদৃশ লোকদিগের পক্ষে শেষতত্ত্বের অর্থাৎ মৈথুনতত্ত্বের প্রতিনিধি স্থলে দেবীর চরণকমল ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জপ করাই বিধেয় (২১৮)।[১৭৪] অনন্তর মাংস প্রভৃতি উপস্থিত তত্ত্ব সমুদায়ের প্রত্যেকতত্ত্ব (আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ স্বাহা) এই মন্ত্র শতবার জপ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে।[১৭৫] পরে সমুদায় ব্রহ্মময় ভাবনা করিয়া নয়নদ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক

---

* ললনাদীনি যানি চ ইতি পাঠান্তরম্।

এক্ষণে মধুরত্রয়ের বিধান দৃষ্টে অনেকেরই এই দুই বচনকে পরস্পর বিরুদ্ধ বচন বলিয়া বোধ হইবে। বস্তুতঃ ইহাতে কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্বোক্ত বচন পূর্ণাভিষিক্ত গৃহস্থের পক্ষে ব্যবস্থাপিত, এবং এই বচন অনভিষিক্ত গৃহস্থের পক্ষে অনুকল্প স্বরূপে কথিত হইল। পূর্ণাভিষেকই কলিকালের সন্ন্যাস, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। অতএব পূর্ণাভিষিক্ত কিরূপে 'গৃহকার্য্যৈকচিত্ত' বা একমাত্র সংসারের কামনাতেই নিবিষ্টচিত্ত হইবেন। যদি বা সেরূপ কেহ হন তাহা হইলে সেই নামধারী অভিষিক্তের পক্ষেও মধুরত্রয় বিধেয়। কলিযুগে অনুকল্প নিষিদ্ধ হইলেও জন্মাবধি কেহই বীরভাবাপন্ন হইতে পারেন না। যে কয়েকদিন প্রথম সোপান স্বরূপ পশুভাবে অবস্থান করিতে হয়, সেই সময়েই অগত্যা অনুকল্প বিধেয়।

(২১৮)—তন্ত্রে অনেকস্থলে শক্তি লইয়া সাধনের বিধান দৃষ্ট হয়। এমন কি স্থলবিশেষে পরকীয়া শক্তি গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য, এইরূপ বিধানও আছে। এইরূপে পরকীয়া শক্তি শ্রেষ্ঠজাতি ভিন্ন যে কোন জাতি হইতেই গ্রহণের বিধান আছে। এইরূপ বচন দৃষ্টে অনেকেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে ব্যগ্র হন। তাঁহারা অধিকার বা অনধিকার আলোচনা

সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ধ্যাত্বা নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্।
নিবেদ্য পূর্ব্ববৎ কাল্যৈ পানভোজনমাচরেৎ ॥ ১৭৬ ॥
ইদন্তু ভৈরবীচক্রং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।
তবাগ্রে কথিতং ভদ্রে সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥ ১৭৭ ॥
বিবাহো ভৈরবীচক্রে তত্ত্বচক্রেঽপি পার্ব্বতি।
সর্ব্বথা সাধকেন্দ্রেণ কর্ত্তব্যঃ শৈববর্ত্মনা ॥ ১৭৮ ॥

সর্ব্বমিত্যাদি। ততো নয়নদ্বয়ং নিমীল্য সর্ব্বং মদ্যাদিতত্ত্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মস্বরূপং ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ কাল্যৈ নিবেদ্য চ পূর্ব্ববদেব পানভোজনমাচরেৎ॥ ১৭৬ ॥
অথ ভৈরবীচক্রস্য মাহাত্ম্যং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে, ইদন্ত্বিত্যাদি ॥ ১৭৭ ॥ ১৭৮ ॥

পূর্ব্বের ন্যায় তৎসমুদায় আদ্যাকালীকে নিবেদন করিয়া যথারীতি পান ও ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।[১৭৬]

ভদ্রে! এই ভৈরবীচক্র, সার হইতেও সার, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহা আমি সমুদায় তন্ত্রেই গূঢ় ও প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছি, প্রকাশ করি নাই; অদ্য তোমার নিকট কহিলাম।[১৭৭] পার্ব্বতি! শিবপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ভৈরবীচক্রে ও তত্ত্বচক্রে পরিণয় সম্পাদন করা সাধকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।[১৭৮] যদি কোন বীর পরিণয় ব্যতিরেকে শক্তিসেবা করে, তাহা

করেন না। বস্তুতঃ যাঁহারা নির্ব্বিকল্পচিত্ত হইয়া শক্তিসাধনায় সক্ষম হয়েন, তাঁহাদিগের পক্ষেই পরশক্তি গ্রহণে দোষ নাই। গর্ভ হইতে নিঃসরণ কালে শিশু যেরূপ নির্ব্বিকার থাকে, সেরূপ নির্ব্বিকার ভাবে শক্তিসাধনায় দোষ নাই। আদ্যাশক্তি বা ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিত শক্তি আশ্রয় করিয়া সাধন করা কর্ত্তব্য। তাহাতে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিলেও কোনরূপ দোষ নাই। পরশক্তিতে পদে পদেই পতিত হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য এই তন্ত্রেই কথিত হইয়াছে যে, কলিকালে মানবগণ স্বভাবতই নির্বীর্য্য অর্থাৎ অসংযত ও ক্লেশাসহিষ্ণু। অতএব এই প্রবল কলিকালে শেষতত্ত্ব অর্থাৎ মৈথুন কেবল মাত্র স্বকীয়া স্ত্রীতেই হইবে। তাহাতে কোনরূপ দোষের আশঙ্কা থাকিবে না। প্রত্যেক সাধকেরই সদাশিবের এই অমূল্য উপদেশের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত। যথাবিধানে শৈববিবাহে বিবাহিতা শক্তিও তাদৃশ দূষণীয়া নহে। কিন্তু ব্রাহ্ম্য বিবাহে বিবাহিতা সুযোগ্যা শক্তি থাকিতে শৈববিধানে অন্যশক্তি গ্রহণ করাতে পূর্ব্বশক্তির মনঃক্ষোভ ও অসন্তোষ হইতে পারে এবং তজ্জন্য প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়।

সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ধ্যাত্বা নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্।
নিবেদ্য পূর্ব্ববৎ কাল্যৈ পানভোজনমাচরেৎ ॥ ১৭৬ ॥
ইদন্তু ভৈরবীচক্রং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।
তবাগ্রে কথিতং ভদ্রে সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥ ১৭৭ ॥
বিবাহো ভৈরবীচক্রে তত্ত্বচক্রেঽপি পার্ব্বতি।
সর্ব্বথা সাধকেন্দ্রেণ কর্ত্তব্যঃ শৈববর্ত্মনা ॥ ১৭৮ ॥

সর্ব্বমিত্যাদি। ততো নয়নদ্বয়ং নিমীল্য সর্ব্বং মদ্যাদিতত্ত্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মস্বরূপং ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ কাল্যৈ নিবেদ্য চ পূর্ব্ববদেব পানভোজনমাচরেৎ॥ ১৭৬॥
অথ ভৈরবীচক্রস্য মাহাত্ম্যং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে, ইদন্ত্বিত্যাদি ॥ ১৭৭ ॥ ১৭৮ ॥

পূর্ব্বের ন্যায় তৎসমুদায় আদ্যাকালীকে নিবেদন করিয়া যথারীতি পান ও ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।[১৭৬]

ভদ্রে! এই ভৈরবীচক্র, সার হইতেও সার, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহা আমি সমুদায় তন্ত্রেই গূঢ় ও প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়াছি, প্রকাশ করি নাই; *অদ্য তোমার নিকট কহিলাম।[১৭৭] পার্ব্বতি! শিবপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ভৈরবীচক্রে ও তত্ত্বচক্রে পরিণয় সম্পাদন করা সাধকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।[১৭৮] যদি কোন বীর পরিণয় ব্যতিরেকে শক্তিসেবা করে, তাহা

করেন না। বস্তুতঃ যাঁহারা নির্ব্বিকল্পচিত্ত হইয়া শক্তিসাধনায় সক্ষম হয়েন, তাঁহাদিগের পক্ষেই পরশক্তি গ্রহণে দোষ নাই। গর্ভ হইতে নিঃসরণ কালে শিশু যেরূপ নির্ব্বিকার থাকে, সেরূপ নির্ব্বিকার ভাবে শক্তিসাধনায় দোষ নাই। আদ্যশক্তি বা ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিত শক্তি আশ্রয় করিয়া সাধন করা কর্ত্তব্য। তাহাতে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিলেও কোনরূপ দোষ নাই। পরশক্তিতে পদে পদেই পতিত হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য এই তন্ত্রেই কথিত হইয়াছে যে, কলিকালে মানবগণ স্বভাবতই নির্বীর্য্য অর্থাৎ অসংযত ও ক্লেশাসহিষ্ণু। অতএব এই প্রবল কলিকালে শেষতত্ত্ব অর্থাৎ মৈথুন কেবল মাত্র স্বকীয়া স্ত্রীতেই হইবে। তাহাতে কোনরূপ দোষের আশঙ্কা থাকিবে না। প্রত্যেক সাধকেরই সদাশিবের এই অমূল্য উপদেশের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত। যথাবিধানে শৈববিবাহে বিবাহিতা শক্তিও তাদৃশ দূষণীয়া নহে। কিন্তু ব্রাহ্ম্য বিবাহে বিবাহিতা সুযোগ্যা শক্তি থাকিতে শৈববিধানে অন্যশক্তি গ্রহণ করাতে পূর্ব্বশক্তির মনঃক্ষোভ ও অসন্তোষ হইতে পারে এবং তজ্জন্য প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়।

বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন্ *।
পরস্ত্রীগামিনাং পাপং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭৯ ॥
সম্প্রাপ্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮০ ॥
নাত্র জাতিবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্ †।
চক্রমধ্যগতা বীরা মম রূপা ন চান্যথা ‡ ॥ ১৮১ ॥

বিনেত্যাদি। পরিণয়ং বিবাহম্ ॥ ১৭৯ ॥ ১৮০ ॥
নাত্রেত্যাদি অত্র ভৈরবীচক্রে ॥ ১৮১ ॥

হইলে তাহাকে পরস্ত্রী-গমন-জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।[১৭৯]

যখন ভৈরবীচক্র অনুষ্ঠিত হয়, তখন সকল জাতীয় ব্যক্তিই দ্বিজশ্রেষ্ঠ মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু যখন ভৈরবীচক্র নিবৃত্ত হয়, তখন সমুদায় বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।[১৮০] এই ভৈরবীচক্র মধ্যে জাতি বিচার নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিচারও নাই (২১৯)। চক্রমধ্যস্থিত বীরগণ আমারই স্বরূপ, সন্দেহ

---

* সমাচরেৎ ইত্যপি পাঠঃ।

† নোচ্ছিষ্টাদিবিচারণম্ ইতি বা পাঠঃ।

‡ নরাখ্যয়া ইতি পাঠান্তরম্।

(২১৯) উচ্ছিষ্টাদি বিচার নাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, চক্রমধ্যে দ্রব্যাদি পরিবেশন কালে উচ্ছিষ্ট বোধে হস্তপ্রক্ষালনাদি নিষিদ্ধ। কুলার্ণবে আছে, উচ্ছিষ্টো ন স্পৃশেচ্চক্রে কুলদ্রব্যাণি পার্ব্বতি। বহিঃপ্রক্ষাল্য চ করৌ কুলদ্রব্যাণি দাপয়েৎ ॥ মদ্যভাণ্ডং সমুদ্ধৃত্য ন পাত্রং পূরয়েৎ প্রিয়ে। ভোগপাত্রং সুধাকুম্ভে নিঃক্ষিপেন্ন কদাচন। চক্রমধ্যে শুচির্ভূত্বা করপ্রক্ষালনাদিকং। যঃ করোতি বিমূঢ়াত্মা স ভবেদাপদাস্পদং ॥ অর্থাৎ চক্রে উচ্ছিষ্টহস্তে কুলদ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে নাই। পরন্ত পবিত্রহস্ত হইবার মানসে করপ্রক্ষালনাদিও নিষিদ্ধ। মূলে আছে 'নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্' অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট বিচার নাই। পুনশ্চ উচ্ছিষ্টহস্তে স্পর্শও নিষিদ্ধ হইল। এই বিরুদ্ধ বচনের মীমাংসা উপরোক্ত বচনমধ্যেই দৃষ্ট হয়। চক্রের বহির্ভাগে হস্তপ্রক্ষালন করিতে হইবে ; তাহাও কেবল লেপাপনোদন মানসে। এই নিমিত্ত সাধকসম্প্রদায়ে রীতি আছে যে, সাধক নিজ পশ্চাৎভাগে কোন আধারে জল রাখিয়া তাহাতেই হস্তমজ্জন পূর্ব্বক

ন দেশকালনিয়মো ন বা পাত্রবিচারণম্।
যেন কেনাহৃতং দ্রব্যং চক্রেঽস্মিন্ বিনিযোজয়েৎ ॥১৮২॥
দূরদেশাৎ সমানীতং পক্কং বাপক্কমেব বা।
বীরেণ পশুনা বাপি চক্রমধ্যগতং শুচি ॥ ১৮৩ ॥

ন দেশেত্যাদি। দ্রব্যং মদ্যাদি ॥ ১৮২ ॥ ১৮৩ ॥ ১৮৪ ॥

নাই।[১৮১] এই ভৈরবীচক্রে দেশকাল-নিয়ম নাই, পাত্রাপাত্র-বিচারও নাই। যে কোন ব্যক্তি, চক্রের উপযোগী যে কোন দ্রব্য আনয়ন করিবে, তাহাই চক্রমধ্যে ব্যবহৃত হইবে।[১৮২] যে কোন দ্রব্য পক্কই হউক বা অপক্কই হউক, যদি দূরদেশ হইতেও বীরকর্ত্তৃক অথবা পশুকর্ত্তৃকও আনীত হয়, তৎসমুদায়ই

লেপাপনোদন করেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রেও ব্যবস্থাপিত আছে যে 'লেপাপনোদনং কুর্য্যাৎ বস্ত্রেণ পাথসাপি বা' অর্থাৎ বস্ত্রদ্বারা বা জলদ্বারা করলেপ অপনয়ন করিবে। ইহাতেই উভয়বিধ ব্যবহার উদ্দেশ্য প্রতিপালিত হইল। এইরূপে লেপাপনোদন করিয়া পুনঃ পরিবেশন করা কর্ত্তব্য।

সুধাঘট উত্থাপন পূর্ব্বক পরিবেশন নিষিদ্ধ। অতএব কোন পাত্রদ্বারা সুধাকুম্ভ হইতে সুধা উঠাইয়া লইয়া পরিবেশন করিতে হয়। ভোগপাত্রের অর্থাৎ সাধকের নিজ পাত্রের সুধা পুনরায় কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিতে নাই। চক্রমধ্যে কনিষ্ঠ সাধক জ্যেষ্ঠসাধকের প্রসাদ স্বরূপ শুদ্ধিপ্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার ব্যতিক্রম হওয়া দোষ। অযাচিতভাবেও কাহাকেও প্রসাদ দিতে নাই। শক্তির পাত্রের সুধাপ্রসাদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠসাধক অথবা গুরুরও সুধাপাত্রের প্রসাদ গ্রহণ করিতে নাই। কুলার্ণবে চক্রেশ্বরকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, 'স্বপাত্রস্থিত হেতুঞ্চ ন দদ্যাদ্ভৈরবায় চ। যদি দদ্যান্মহেশানি দেবতাশাপমাপ্নুয়াৎ।' চক্রেশ্বরই প্রধান এবং তাৎকালিক গুরু। গুরু উপস্থিত থাকিলে গুরুই চক্রেশ্বর হইয়া থাকেন। অতএব এই বচনের দ্বারা কেবল গুরুকে নহে, সকল সাধককেই ঐরূপ প্রসাদ দানে নিষেধ করা হইয়াছে। শক্তির সুধা প্রসাদ সম্বন্ধে কৌলিকার্চ্চনদীপিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে যে,—শক্ত্যুচ্ছিষ্টমবিচার্য্য পিবেচ্চক্রেশ্বরো যদি। ঘোরঞ্চ নরকং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ অর্থাৎ শক্তিবিচার না করিয়া সুধা উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। সংগ্রহকার ইহার ব্যবস্থা দিয়াছেন যে,—শক্তি অভিষিক্তা কি অনভিষিক্তা বিচার করিয়া অভিষিক্তারই প্রসাদ গ্রহণ করিবে। পরন্তু এই মীমাংসা আমাদের সন্তোষজনক নহে। কারণ অন্যত্র আছে যে,—নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কৌলিকী'। অতএব চক্রে অনভিষিক্তার আশঙ্কা কোথায়! নিরুত্তরতন্ত্রে আছে

চক্রারম্ভে মহেশানি বিঘ্নাঃ সর্ব্বে ভয়াকুলাঃ।
বিভীতাস্তে পলায়ন্তে বীরাণাং ব্রহ্মতেজসা ॥ ১৮৪ ॥
পিশাচা গুহ্যকা যক্ষা বেতালাঃ ক্রূরজাতয়ঃ।
শ্রুত্বাত্র ভৈরবীচক্রং দূরং গচ্ছন্তি সাধ্বসম্ ॥ ১৮৫ ॥
তত্র তীর্থানি সর্ব্বাণি মহাতীর্থাদিকানি চ *।
সেন্দ্রামরগণাঃ সর্ব্বে তত্রাগচ্ছন্তি সাদরম্ ॥ ১৮৬ ॥
চক্রস্থানং মহাতীর্থং সর্ব্বতীর্থাধিকং শিবে।
ত্রিদশা যত্র বাঞ্ছন্তি তব নৈবেদ্যমুত্তমম্ ॥ ১৮৭ ॥

পিশাচেত্যাদি। সাধ্বসং সভয়ম্ ॥ ১৮৫ ॥ ১৮৬ ॥
চক্রেত্যাদি। যত্র চক্রস্থানে ॥ ১৮৭ ॥

চক্রমধ্যে নীত হইবামাত্র বিশুদ্ধ হইবে।১৮৩ আর মহেশ্বরি! যখন ভৈরবী-চক্রের আরম্ভ হয়, তখন চক্রমধ্যস্থিত বীরগণের ব্রহ্মতেজঃ-প্রভাবে ত্রস্ত হইয়া বিঘ্নসমুদায় ভয়াকুলিত চিত্তে পলায়ন করে।১৮৪ পিশাচগণ, গুহ্যকগণ যক্ষগণ বেতালগণ এবং অন্যান্য সমুদায় ক্রূরজাতি, ভৈরবীচক্রের বিবরণ শ্রবণ করিবামাত্র ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে।১৮৫ যেখানে ভৈরবী-চক্রের অনুষ্ঠান হয়, সেই স্থানে যাবতীয় তীর্থ ও সমুদায় মহাতীর্থ প্রভৃতি এবং দেবরাজের সহিত সমুদায় দেবগণ সমাদরপূর্ব্বক উপস্থিত হয়েন।১৮৬
শিবে! চক্রস্থান সমুদায় তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহাতীর্থ। এই চক্রমধ্যে দেবতারাও তোমার উত্তম নৈবেদ্যের প্রত্যাশা করেন।১৮৭ ম্লেচ্ছ শ্বপচ কিরাত অথবা হূণ, যে কোন জাতি আম বা পক্ব যে কোন দ্রব্য আনয়ন করিয়া দিবে,

---

যে,—শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেন্মদ্যং বীরোচ্ছিষ্টন্ত চর্ব্বণং। যজ্জ্যেষ্ঠস্য চ ভোক্তব্যং কনিষ্ঠস্য ন ভোজয়েৎ॥ নিজশক্তিং বিনা দেবি শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেদ্যদি। রৌরবে নরকে যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ এই বচনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—জ্যেষ্ঠ সাধকের শুদ্ধি প্রসাদ ও জ্যেষ্ঠ শক্তির সুধা প্রসাদ গ্রহণ বিধেয়, কনিষ্ঠাশক্তির মধ্যে নিজশক্তি ব্যতিরেকে অন্যশক্তির সুধা প্রসাদ-গ্রহণ করা যায় না। আমাদের মতে ইহাই প্রসাদ গ্রহণে শক্তি বিচারের মীমাংসা।

* চক্রমধ্যে অন্যান্য যে বিধান আছে, তাহা অস্মৎকৃত রহস্যপূজাপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

ম্লেচ্ছেন শ্বপচেনাপি কিরাতেনাপি হূণুনা।
আমং পক্কং যদানীতং বীরহস্তার্পিতং শুচি * ॥ ১৮৮ ॥
দৃষ্ট্বা তু ভৈরবীচক্রং মম রূপাশ্চ সাধকান্।
মুচ্যন্তে পশুপাশেভ্যঃ † কলিকল্মষদূষিতাঃ ॥ ১৮৯ ॥
প্রবলে কলিকালে তু ন কুর্য্যাচ্চক্রগোপনম্।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বীরঃ সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥ ১৯০ ॥
চক্রমধ্যে বৃথালাপং চাঞ্চল্যং বহুভাষণম্।
নিষ্ঠীবনমধোবায়ুং বর্ণভেদং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৯১ ॥
ক্রূরান্ খলান্ পশূন্ পাপান্ নাস্তিকান্ কুলদূষকান্।
নিন্দকান্ কুলশাস্ত্রাণাং চক্রাদ্দূরতরং ত্যজেৎ ॥১৯২॥

ম্লেচ্ছেনেত্যাদি। হূণুনা জাতিবিশেষেণ। আমম্ অপক্কম্ ॥ ১৮৮ ॥ ১৮৯ ॥ ১৯০ ॥ ১৯১ ॥ ১৯২ ॥

তাহা বীরহস্তে অর্পিত হইবামাত্র বিশুদ্ধ হইবে।[১৮৮] অধিক কি বলিব, কলিকলুষ-দূষিত জনগণও যদি ভৈরবীচক্র এবং আমার স্বরূপ [শিবস্বরূপ] সাধকগণকে দর্শন করে, তাহা হইলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। [১৮৯]

যখন কলিকাল প্রবল হইবে, তখন চক্রানুষ্ঠান গোপন করিবে না। তৎকালে বীরগণ, সকল সময়ে সকল স্থানেই চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি কুলসাধন করিবেন।[১৯০] চক্রমধ্যে বৃথালাপ করিবে না, চপলতা প্রকাশ করিতে পারিবে না, বহুবাক্য কহিবে না, এবং নিষ্ঠীবন বা অধোবায়ু পরিত্যাগ করিবে না, এবং জাতিবিচারও করিতে পারিবে না।[১৯১] যাহারা ক্রূর খল পশু পাপাত্মা নাস্তিক কুলদূষক বা কুলশাস্ত্রের নিন্দক, তাহাদিগকে চক্রস্থান হইতে দূর করিয়া দিবে, তাহাদিগকে চক্রের নিকটেও আসিতে দিবে না।[১৯২]

---

* বীরহস্তার্পিতং শুচিঃ ইতি বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।
† মুচ্যন্তে পাপপাশেভ্য ইতি পাঠান্তরম্।

স্নেহাদ্ভয়াদানুরক্ত্যা পশূংশ্চক্রে প্রবেশয়ন্ ।
কুলধর্ম্মাৎ পরিভ্রষ্টো বীরোঽপি নরকং ব্রজেৎ ॥১৯৩॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ সামান্যজাতয়ঃ ।
কুলধর্ম্মাশ্রিতা যে বৈ পূজ্যাস্তে দেববৎ সদা ॥ ১৯৪ ॥
বর্ণাভিমানাচ্চক্রে তু বর্ণভেদং করোতি যঃ ।
স যাতি ঘোরনিরয়ান্ অপি বেদান্তপারগঃ ॥ ১৯৫ ॥
চক্রান্তর্গতকৌলানাং সাধূনাং শুদ্ধচেতসাম্ ।
সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপাণাং পাপাশঙ্কা ভবেৎ কুতঃ ॥ ১৯৬ ॥
যাবত্তিষ্ঠন্তি চক্রেষু বিপ্রাদ্যাঃ শৈবদাগিণঃ ।
তাবত্ত শাম্ভবাচারান্ চরেয়ুঃ শিবশাসনাৎ ॥ ১৯৭ ॥

স্নেহাদিত্যাদি। ভয়াদানুরক্ত্যা ভয়হেতুকেনানুরাগেণ ॥১৯৩॥১৯৪॥১৯৫॥১৯৬।
যাবদিত্যাদি। চরেয়ুঃ কুর্য্যুঃ ॥ ১৯৭ ॥ ১৯৮ ।

যদি কোন বীর স্নেহবশতঃ অথবা ভয়প্রযুক্ত কিম্বা অনুরাগ নিবন্ধন কোন পশুকে চক্রমধ্যে প্রবেশ করিতে দেন, তাহা হইলে তিনি উত্তম বীর হইলেও কুলধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়া নরকে গমন করিবেন।[১৯৩] যাহারা কুলধর্ম্মাশ্রিত, তাহারা ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, বৈশ্যই হউন, শূদ্রই হউন অথবা সামান্য জাতিই হউন, সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় পূজ্য হইবেন।[১৯৪] যে ব্যক্তি জাত্যভিমান বশতঃ চক্রমধ্যে জাতিভেদ বিচার করিবে, সে ব্যক্তি বেদান্ত-পারদর্শী হইলেও ঘোর-নরকগামী হইবে।[১৯৫]

চক্রমধ্যগত কৌলগণ বিশুদ্ধহৃদয় সাধু ও সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ, সুতরাং তাহাদের প্রতি কি প্রকারে পাপাশঙ্কা হইতে পারে?[১৯৬] শিব-প্রদর্শিত পথানুবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যে কোন জাতীয় মানব যে পর্য্যন্ত চক্রমধ্যে অবস্থান করিবেন, সে পর্য্যন্ত শিবোক্ত আচারেরই অনুসরণ করিবেন, শিবের এইরূপই আজ্ঞা।[১৯৭] পরে তাঁহারা যখন চক্র হইতে বিনিঃসৃত হইবেন,

চক্রাদ্বিনিঃসৃতাঃ সর্ব্বে স্বস্ববর্ণাশ্রমোদিতম্।
লোকযাত্রাপ্রসিদ্ধ্যর্থং কুর্য্যুঃ কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৯৮ ॥
পুরশ্চর্য্যাশতেনাপি শবমুণ্ডচিতাসনাৎ।
চক্রমধ্যে সকৃৎ জপ্ত্বা তৎ ফলং লভতে সুধীঃ ॥ ১৯৯ ॥
ভৈরবীচক্রমাহাত্ম্যং কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ।
সকৃদেতৎ প্রকুর্ব্বাণঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০০॥
ষণ্মাসং ভূমিপালঃ স্যাৎ বর্ষং মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্।
নিত্যং সমাচরন্ মর্ত্ত্যো ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০১ ॥

পুরশ্চর্য্যেত্যাদি। শবমুণ্ডচিতাসনাৎ শবাসনাৎ মুণ্ডাসনাৎ চিতাসনাচ্চ যৎ ফলং লভতে ॥ ১৯৯ ॥ ২০০ ॥

তখন সকলেই লোকযাত্রা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত স্ব স্ব বর্ণ ও স্ব স্ব আশ্রম বিহিত কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ সম্পাদন করিবেন।[১৯৮]

শত শত পুরশ্চরণ করিলে যে ফল হয়, বিহিত শবে, শবমুণ্ডে ও চিতাসনে আরোহণ পূর্ব্বক যথাবিহিত জপ করিলে যে ফল হয় (২২০), জ্ঞানী ব্যক্তি চক্রমধ্যে একবারমাত্র জপ করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারেন।[১৯৯]

ভৈরবীচক্রের মহাত্ম্য বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহে, কারণ একবার মাত্র এই চক্রের অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে।[২০০] ছয় মাসমাত্র নিত্য ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করিলে ভূপতি হইতে পারা যায়; এক বৎসর অনুষ্ঠান করিলে সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয় সদৃশ হয় এবং যিনি নিয়ত প্রতিদিন এই ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।[২০১]

---

(২২০) বিহিত শব, শবমুণ্ড ও চিতারোহণ পূর্ব্বক জপের নিয়ম এই যে,—"একাক্ষরো যদি মন্ত্রঃ স্যাদযুতং জপেৎ। দ্ব্যক্ষরেঽষ্টসহস্রন্তু ত্র্যক্ষরে চাযুতার্দ্ধকং। অতঃপরন্তু মন্ত্রাণাং সহস্রাষ্টকমেবহি।" মন্ত্র যদি একাক্ষর হয়, তাহা হইলে ১০,০০৮, যদি দুই অক্ষর হয়, তাহা হইলে ৮,০০৮, যদি তিন অক্ষর হয়, তাহা হইলে ৫,০০৮, এবং ইহার অধিক যত অক্ষরেরই মন্ত্র হউক ১,০০৮ বার জপ করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে অবশ্য শবসংস্কারাদি অনেক কার্য্য আছে; তাহা গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য।

স্নেহাদ্ভয়াদানুরক্ত্যা পশূংশ্চক্রে প্রবেশয়ন্ ।
কুলধর্ম্মাৎ পরিভ্রষ্টো বীরোঽপি নরকং ব্রজেৎ ॥১৯৩॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ সামান্যজাতয়ঃ ।
কুলধর্ম্মাশ্রিতা যে বৈ পূজ্যাস্তে দেববৎ সদা ॥ ১৯৪ ॥
বর্ণাভিমানাচ্চক্রে তু বর্ণভেদং করোতি যঃ ।
স যাতি ঘোরনিরয়ম্ অপি বেদান্তপারগঃ ॥ ১৯৫ ॥
চক্রান্তর্গতকৌলানাং সাধূনাং শুদ্ধচেতসাম্ ।
সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপাণাং পাপাশঙ্কা ভবেৎ কুতঃ ॥ ১৯৬॥
যাবদ্বসন্তি চক্রেষু বিপ্রাদ্যাঃ শৈবমার্গিণঃ ।
তাবত্ত শাম্ভবাচারান্ চরেয়ুঃ শিবশাসনাৎ ॥ ১৯৭ ॥

স্নেহাদিত্যাদি। ভয়াদানুরক্ত্যা ভয়হেতুকেনানুরাগেণ ।১৯৩।১৯৪।১৯৫।১৯৬।
যাবদিত্যাদি। চরেয়ুঃ কুর্য্যুঃ ॥ ১৯৭ ॥ ১৯৮ ।

যদি কোন বীর স্নেহবশতঃ অথবা ভয়প্রযুক্ত কিম্বা অনুরাগ নিবন্ধন কোন পশুকে চক্রমধ্যে প্রবেশ করিতে দেন, তাহা হইলে তিনি উত্তম বীর হইলেও কুলধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়া নরকে গমন করিবেন।[১৯৩] যাঁহারা কুলধর্ম্মাশ্রিত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, বৈশ্যই হউন, শূদ্রই হউন অথবা সামান্য জাতিই হউন, সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় পূজ্য হইবেন।[১৯৪] যে ব্যক্তি জাত্যভিমান বশতঃ চক্রমধ্যে জাতিভেদ বিচার করিবে, সে ব্যক্তি বেদান্ত-পারদর্শী হইলেও ঘোর-নরকগামী হইবে।[১৯৫]

চক্রমধ্যগত কৌলগণ বিশুদ্ধহৃদয় সাধু ও সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ; সুতরাং তাঁহাদের প্রতি কি প্রকারে পাপাশঙ্কা হইতে পারে?[১৯৬] শিব-প্রদর্শিত পথানুবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যে কোন জাতীয় মানব যে পর্য্যন্ত চক্রমধ্যে অবস্থান করিবেন, সে পর্য্যন্ত শিবোক্ত আচারেরই অনুসরণ করিবেন, শিবের এইরূপই আজ্ঞা।[১৯৭] পরে তাঁহারা যখন চক্র হইতে বিনিঃসৃত হইবেন,

নির্ব্বিকারা নির্ব্বিকল্পা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সত্যসঙ্কল্পকা ব্রাহ্মা-স্ত এবাত্রাধিকারিণঃ ॥ ২০৭ ॥
ব্রহ্মভাবেন তত্ত্বজ্ঞে যে পশ্যন্তি চরাচরম্ * ।
তেষাং তত্ত্ববিদাং পুংসাং তত্ত্বচক্রেঽধিকারিতা ॥ ২০৮ ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ভাবঃ চক্রেঽস্মিংস্তত্ত্বসংজ্ঞকে।
যেষামুৎপদ্যতে দেবি তএব তত্ত্বচক্রিণঃ ॥ ২০৯ ॥
ন ঘটস্থাপনাত্রাস্তি ন বাহুল্যেন পূজনম্।
সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবেন সাধয়েৎ তত্ত্বসাধনম্ ॥ ২১০ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রী ব্রহ্মনিষ্ঠো ভবেচ্চক্রেশ্বরঃ প্রিয়ে।
ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ সার্দ্ধং তত্ত্বচক্রং সমাচরেৎ † ॥ ২১১ ॥

নির্ব্বিকারেত্যাদি। অত্র তত্ত্বচক্রে ॥ ২০৭ ॥ ২০৮ ॥
সর্ব্বমিত্যাদি। ভাবো ভাবনা বিচিন্তনেত্যর্থঃ ॥ ২০৯ ॥
ন ঘটেত্যাদি। তত্ত্বসাধনং তত্ত্বচক্রসাধনম্ ॥ ২১০ ॥ ২১১ ॥
অথ তত্ত্বচক্রস্য বিধানমাহ। রম্যে ইত্যাদিভিঃ ॥ ২১২ ॥

যাঁহারা বিকার-রহিত ও বিকল্প-রহিত, যাঁহারা দয়াশীল ও দৃঢ়ব্রত, যাঁহারা সত্য-সঙ্কল্প ও ব্রাহ্ম, তাঁহারাই এই তত্ত্বচক্রে অধিকারী।[২০৭] তত্ত্বজ্ঞে! এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, যাঁহারা এই চরাচর জগৎ একমাত্র ব্রহ্মময় অবলোকন করেন, সেই সমুদায় তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষদিগেরই এই তত্ত্বচক্রে অধিকার আছে।[২০৮] দেবি! এই তত্ত্বচক্রের মধ্যে, সমুদায়ই ব্রহ্মময়, এইরূপ ভাব যাঁহাদের হৃদয়ে সমুদিত হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই তত্ত্বচক্রের প্রকৃত অধিকারী।[২০৯]

এই তত্ত্বচক্রে ঘটস্থাপন নাই, পূজাবাহুল্যও নাই। সকল স্থলেই ব্রহ্মভাবে এই তত্ত্বচক্রে সাধন করিতে পারা যায়।[২১০] প্রিয়ে। যিনি ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক ও

---

* ব্রহ্মভাবেন তত্ত্বজ্ঞো যঃ পশ্যতি চরাচরম্ ইতি বা পাঠঃ।

† তত্ত্বচক্রং সমাবভেৎ ইতি পাঠান্তরম্।

রম্যে সুনির্ম্মলে দেশে সাধকানাং সুখাবহে ।
বিচিত্রাসনমানীয় কল্পয়েদ্বিমলাসনম্ ॥ ২১২ ॥
তত্রোপবিশ্য চক্রেশঃ সহিতো ব্রহ্মসাধকৈঃ ।
আসাদয়েত্ তত্ত্বানি স্থাপয়েদগ্রতঃ শিবে ॥ ২১৩ ॥
তারাদিপ্রাণবীজান্তং শতাবৃত্ত্যা জপন্ মনুম্ ।
সর্ব্বতত্ত্বেষু চক্রেশ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২১৪ ॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২১৫ ॥

রম্যেত্যাদি। তত্র কল্পিতে বিমলাসনে। আসাদয়েৎ আনয়েৎ। তত্ত্বানি মদ্যাদীনি ॥ ২১৩ ॥

তারাদীত্যাদি। হে মদ্যাদিষু সর্ব্বতত্ত্বেষু তারাদিপ্রাণবীজান্তং তারঃ প্রণব আদির্যস্য স তারাদিঃ প্রাণবীজং হংস ইতি বীজমন্ত্রো যত্র সঃ প্রাণবীজান্তঃ তারাদিশ্চাসৌ প্রাণবীজান্তশ্চ তারাদিপ্রাণবীজান্তস্তং মনুম্ ওঁ হংস ইতি মন্ত্রং শতাবৃত্ত্যা জপংশ্চক্রেশ ইমং বক্ষ্যমাণং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২১৪ ॥

মন্ত্রমেবাহ, ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি ॥ ২১৫ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ, তিনিই এস্থলে চক্রেশ্বর হইবেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন সাধকদিগের সহিত তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিবেন।২১১

যে স্থান উত্তম পরিষ্কৃত নির্ম্মল ও রমণীয়, যে স্থান সাধকদিগের উত্তম সুখজনক, সেই স্থানে ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক বিচিত্র আসন সমুদায় স্থাপিত করিয়া উত্তম উপবেশনস্থান প্রস্তুত করিবেন।২১২ শিবে! পরে চক্রেশ্বর সেই স্থানে ব্রহ্মসাধকদিগের সহিত উপবেশন করিয়া তত্ত্ব সমুদায় আনয়নপূর্ব্বক সম্মুখে স্থাপন করিবেন।২১৩ চক্রেশ্বর সমুদায় তত্ত্বের উপরি 'ওঁ হংসঃ' এই মন্ত্র (অষ্টোত্তর) শতবার জপ করিয়া ("ব্রহ্মার্পণং" ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠ করিবেন।২১৪ (মন্ত্রার্থ যথা—) যাহা দ্বারা অর্পণ করিতেছি, তাহা ব্রহ্ম, যাহা অর্পণ করিতেছি, তাহাও ব্রহ্ম। যাঁহাতে অর্পণ করিতেছি, তিনি ব্রহ্ম; যিনি অর্পণ করিতেছেন, তিনিও ব্রহ্ম। এইরূপ ব্রহ্মময় কর্ম্মের সমাধি (একাগ্রতা সহকারে ধ্যান) দ্বারা সাধক ব্রহ্মতেই লয় প্রাপ্ত হয়েন।২১৫ এই মন্ত্র সাতবার বা তিনবার জপ

সপ্তধা বা ত্রিধা জপ্ত্বা তানি সর্ব্বাণি শোধয়েৎ ॥ ২১৬ ॥
ততো ব্রাহ্মেণ মনুনা সমর্প্য পরমাত্মনে।
ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকৈঃ সার্দ্ধং বিদধ্যাৎ পানভোজনম্ ॥ ২১৭ ॥
ব্রহ্মচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবর্জ্জয়েৎ।
ন দেশকালনিয়মো ন পাত্রনিয়মস্তথা ॥ ২১৮ ॥
যে কুর্ব্বন্তি নরা মূঢ়া দিব্যচক্রে প্রমাদতঃ।
কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২১৯ ॥
অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞৈঃ সাধকোত্তমৈঃ।
তত্ত্বচক্রমনুষ্ঠেয়ং ধর্ম্মকামার্থমুক্তয়ে ॥ ২২০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

গৃহস্থানামশেষেণ ধর্ম্মানকথয়ৎ প্রভো।
সংস্থানবিহিতান্ ধর্ম্মান্ কৃপয়া বক্তুমর্হসি ॥ ২২১ ॥

সপ্তধেত্যাদি। ইমং মন্ত্রং সপ্তধা ত্রিধা বা জপ্ত্বা সর্ব্বাণি তানি মদ্যাদীনি শোধয়েৎ ॥ ২১৬ ॥

তত ইত্যাদি ব্রাহ্মেণ মনুনা ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মেতি মন্ত্রেণ ॥ ২১৭ ॥

ব্রহ্মচক্রে ইত্যাদি। ব্রহ্মচক্রে তত্ত্বচক্রে ॥ ২১৮ ॥ ২১৯ ॥ ২২০ ॥

করিয়া সেই সমুদায় তত্ত্ব শোধন করিতে হইবে।[২১৬] অনন্তর "ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম (ব্রহ্মার্পণমন্ত্র)" এই মন্ত্রদ্বারা তৎসমুদায় পরব্রহ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞ সাধকদিগের সহিত পান ও ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।[২১৭]

মহেশ্বরি! এই ব্রহ্মচক্রে জাতিভেদ বিচার করিবে না; ইহাতে দেশ, কাল বা পাত্রের বিচার নাই, অথবা কত পাত্র গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারও নিয়ম নাই।[২১৮] যে মূঢ় ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ এই দিব্যচক্রে জাতিভেদ বা কুলভেদ বিচার করে, সে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।[২১৮] অতএব যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, সেই সকল সাধকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ লাভের নিমিত্ত (সাধকশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মদিগের সহিত) সর্ব্বপ্রযত্নে তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান করিবেন।[২২০]

শ্রীসদাশিব উবাচ।

অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সংন্যাস উচ্যতে।
বিধিনা যেন কর্ত্তব্যস্তৎ সর্ব্বং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ২২২॥
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সংন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥২২৩॥
বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাম্।
ত্যক্ত্বাসমর্থান্ বন্ধূংশ্চ প্রব্রজন্নারকী ভবেৎ ॥ ২২৪ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূতসংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা ॥ ২২৫ ॥

এবমশেষান্ গৃহস্থধর্ম্মান্ শ্রুত্বা অধুনা সন্ন্যাসিধর্ম্মান্ শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, গৃহস্থানামিত্যাদি ॥ ২২১ ॥

এবং প্রেরিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, অবধূতেত্যাদি। তৎ বিধানম্। সাম্প্রতমিদানীম্ ॥ ২২২ ॥

সংন্যাসগ্রহণবিধানমেবাহ, ব্রহ্মজ্ঞানে ইত্যাদিভিঃ। অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ আত্মবিদ্যাভিজ্ঞঃ ॥ ২২৩ ॥ ২২৪ ॥ ২২৫ ॥

শ্রীদেবী কহিলেন। প্রভো! আপনি গৃহস্থ-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে কহিলেন, এক্ষণে কৃপা করিয়া সংন্যাস-ধর্ম্ম ব্যক্ত করুন।[২২১]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! কলিযুগে অবধূতাশ্রমকেই সন্ন্যাস বলে। যেরূপে এই সংন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২২২] যখন ব্রহ্মজ্ঞান বদ্ধমূল হইবে, যখন সমুদায় কাম্য কর্ম্ম রহিত হইয়া আসিবে, তৎকালে অধ্যাত্মবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি সংন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন।[২২৩]

বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু পুত্র, পতিব্রতা ভার্য্যা, অসমর্থ পোষ্যবর্গ, এ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন, তিনি নিরয়গামী হইবেন (৩১২)।[২২৪] কুলাবধূত সংস্কার বিষয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও সামান্য জাতি, এই পাঁচ বর্ণেরই অধিকার আছে।[২২৫]

(৩১২)—বেদে বিহিত হইয়াছে যে, যে ক্ষণে বৈরাগ্যোদয় হইবে, সেই ক্ষণেই সংন্যাস

সম্পাদ্য গৃহকর্ম্মাণি পরিতোষ্য পরানপি।
নির্ম্মমো নিলয়াদ্গচ্ছেৎ নিষ্কামো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২৬ ॥
আহুয় স্বজনান্ বন্ধূন্ গ্রামস্থান্ প্রতিবাসিনঃ।
প্রীত্যানুমতিমন্বিচ্ছেৎ গৃহাজ্জিগমিষুর্জ্জনঃ ॥ ২২৭ ॥
তেষামনুজ্ঞামাদায় প্রণম্য পরদেবতাম্।
গ্রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য নিরপেক্ষো গৃহাদিয়াৎ ॥ ২২৮ ॥
মুক্তঃ সংসারপাশেভ্যঃ পরমানন্দনির্বৃতঃ।
কুলাবধূতং ব্রহ্মজ্ঞং গত্বা সংপ্রার্থয়েদিদম্ ॥ ২২৯ ॥

সম্পাদেত্যাদি। সম্পাদ্য সাধয়িত্বা। পরান্ পিত্রাদিভিন্নান্। নির্ম্মমঃ গৃহাদিবিষয়মমতাশূন্যঃ। নিলয়াৎ গৃহাৎ ॥ ২২৬ ॥
আহুয়েত্যাদি। অনুমতিমন্বিচ্ছেৎ অনুজ্ঞামাদদ্যাৎ ॥ ২২৭ ॥
তেষামিত্যাদি। নিরপেক্ষঃ নিস্পৃহঃ। ইয়াৎ গচ্ছেৎ ॥ ২২৮ ॥
মুক্ত ইত্যাদি। পরমানন্দনির্বৃতঃ পরমানন্দে নিমগ্নঃ ॥ ২২৯ ॥

সাধক, গৃহস্থের কর্ম্ম সমুদায় সমাধা করিয়া আত্মীয়স্বজন সকলেরই পরিতোষ সম্পাদন পূর্ব্বক মমতারহিত কামনারহিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গৃহ হইতে নির্গত হইবেন।[২২৬] যিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে অভিলাষী হইবেন, তিনি আত্মীয়স্বজনগণকে বন্ধুবান্ধবগণকে প্রতিবাসিগণকে এবং গ্রামস্থ জনগণকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিবেন।[২২৭] পরে সকলের অনুমতি লইয়া অভীষ্ট দেবতাকে প্রণামপূর্ব্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া নিরপেক্ষ হৃদয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন।[২২৮] অনন্তর সংসার-পাশ-রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম আনন্দে পূর্ণ ও

গ্রহণ করিবে। পরন্তু এস্থলে কথিত হইল যে, বৃদ্ধ পিতা মাতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সংন্যাস গ্রহণ করিতে পারিবে না। এস্থলে মীমাংসা এই যে, যদি শুকদেব শঙ্করাচার্য্য গৌরাঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় তীব্র বৈরাগ্য হয়, তাহা হইলে মাতা পিতা যুবতী পত্নী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াও প্রব্রজ্যা অবলম্বন করা যাইতে পারে। পরন্তু যদি সামান্য বৈরাগোদয় হয়, তাহা হইলে মাতা পিতা পত্নী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

গৃহাশ্রমে পরব্রহ্মন্ মমৈতদ্বিগতং বয়ঃ।
প্রসাদং কুরু মে নাথ সন্ন্যাসগ্রহণং প্রতি ॥ ২৩০ ॥
নিবৃত্তগৃহকর্ম্মাণং বিচার্য্য বিধিবদ্‌গুরুঃ।
শান্তং বিবেকিনং বীক্ষ্য দ্বিতীয়াশ্রমমাদিশেৎ ॥ ২৩১ ॥
ততঃ শিষ্যঃ কৃতস্নানো* যতাত্মা বিহিতাহ্নিকঃ।
ঋণত্রয়বিমুক্ত্যর্থং দেবর্ষীনর্চ্চয়েৎ পিতৄন্ ॥ ২৩২ ॥
দেবা ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্বগণৈঃ সহ।
ঋষয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ দেবব্রহ্মর্ষয়স্তথা ॥ ২৩৩ ॥

বং প্রার্থয়েৎ তদাহ, গৃহাশ্রমে ইত্যাদিনা ॥ ২৩০ ॥
নিবৃত্তেত্যাদি। শান্তম্ উপরতচিত্তম্ ॥ ২৩১ ॥
তত ইত্যাদি। ততঃ পরং যতাত্মা সংযতমনাঃ শিষ্যঃ কৃতস্নানো বিহিতাহ্নিকশ্চ ভূত্বা ঋণত্রয়বিমুক্ত্যর্থং দেবর্ষীন্ দেবান্ ঋষীন্ পিতৄংশ্চার্চ্চয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ২৩২ ॥
ঋণবিমুক্ত্যর্থং যদ্ দেবা ঋষয়শ্চ পূজ্যাস্তানাহ, দেবা ইত্যাদিনা। ব্রহ্মা চ

নিবৃত্ত হৃদয়ে কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবেন যে,[২২৯] পরব্রহ্মন্! গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক আমার এই বয়স অতিবাহিত হইয়াছে; নাথ! আমি এক্ষণে সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।[২৩০]

অনন্তর গুরু, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় নিবৃত্ত হইয়াছে কি না, বিচার করিয়া, এবং তাঁহাকে (পরীক্ষা পূর্ব্বক) প্রকৃত প্রস্তাবে শমদম-সম্পন্ন ও বিবেকযুক্ত দেখিয়া দ্বিতীয় আশ্রম গ্রহণ করিতে আদেশ করিবেন। তখন শিষ্য স্নান করিয়া সংযতেন্দ্রিয় ও সংযত শরীর হইয়া আহ্নিক-কার্য্য সমাধা করিবেন। পরে তিনি দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, এই ঋণত্রয় হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত দেবগণ ঋষিগণ ও পিতৃগণের অর্চনা করিবেন ২৩২ এস্থলে অনুচরগণ সমেত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র, ইঁহারাই দেবগণের মধ্যে গণ্য হইবেন,

---

* কৃতস্নাত্রী ইতি পাঠান্তরম্।

অত্র যে পিতরঃ পূজ্যা বক্ষ্যামি শৃণু তানপি ॥২৩৪॥
পিতা পিতামহশ্চৈব প্রপিতামহ এব চ।
মাতা পিতামহী দেবী তথৈব প্রপিতামহী।
মাতামহাদয়োঽপ্যেবং মাতামহ্যাদয়োঽপি চ ॥২৩৫॥
প্রাচ্যামৃষীন্ যজেদ্দেবান্ দক্ষিণস্যাং পিতৄন্ যজেৎ।
মাতামহান্ প্রতীচ্যাঞ্চ পূজয়েন্ন্যাসকর্ম্মণি ॥ ২৩৬ ॥

বিষ্ণুশ্চ স্বগণৈঃ সহ রুদ্রশ্চৈতে দেবাঃ সংন্যাসকর্ম্মণি পূজ্যাঃ। সনক আদ্যো যেষাং তে সনকাদ্যাঃ সনকসনন্দনসনাতনাদ্যাঃ সনকসম্প্রদায়ীয়া ঋষয়ঃ তথা দেবর্ষয়োঃ নারদাদয়ো ব্রহ্মর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়শ্চ পূজ্যাঃ ॥ ২৩৩ ॥

অত্রেত্যাদি। অত্র সংন্যাসকর্ম্মণি ॥ ২৩৪ ॥

ঋণবিমুক্তার্থং পূজ্যান্ পিতৄনেবাহ, পিতেত্যাদিসার্দ্ধেন। এবং পিত্রাদিবন্মাতামহাদয়োঽপি পূজ্যাঃ এবমন্বয়ঃ। আদিনা প্রমাতামহীবৃদ্ধপ্রমাতামহয়োঃ প্রমাতামহীবৃদ্ধপ্রমাতামহ্যোশ্চ গ্রহণম্ ॥ ২৩৫ ॥

নম্ব কস্যাং কস্যাং দিশি দেবানৃষীন্ পিতৄংশ্চ পূজয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, প্রাচ্যামিত্যাদি। সংন্যাসকর্ম্মণি দেবানৃষীংশ্চ প্রাচ্যাং পূর্ব্বস্যাং দিশি যজেৎ। দক্ষিণস্যাং দিশি পিতৄন্ পিত্রাদীন্ যজেৎ। প্রতীচ্যাং পশ্চিমায়াং দিশি মাতামহান্মাতামহপ্রভৃতীন্ পূজয়েৎ ॥ ২৩৬ ॥

অথ সংক্ষেপতো দেবাদীনাং পূজায়া বিধানমাহ, পূর্ব্বাদিক্রমত ইত্যাদিভিঃ।

এবং সনক সনন্দ সনাতন প্রভৃতি ঋষিগণ, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ,ও ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, ইহারা ঋষিগণের অন্তর্গত।[২৩৩] আর এই সংন্যাস গ্রহণের সময় যে যে পিতৃগণের পূজা করিতে হইবে, তাহাও তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২৩৪] পিতা পিতামহ প্রপিতামহ, মাতা পিতামহী প্রপিতামহী, মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহী, ইহারা এস্থলে পিতৃগণের অন্তর্গত।[২৩৫]

দেবি! সংন্যাস গ্রহণ করিবার সময় পূর্ব্বদিকে দেবগণের এবং ঋষিগণের পূজা করিবে, দক্ষিণদিকে পিতৃপক্ষের পূজা করিতে হইবে, এবং পশ্চিম দিকে মাতামহপক্ষের পূজা করিবে।[২৩৬] পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া

পূর্ব্বাদিক্রমতো দদ্যাৎ আসনানাং দ্বয়ং দ্বয়ম্ ।
দেবাদীন্ ক্রমতস্তত্রা-বাহ্য পূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৩৭ ॥
সমর্চ্চ্য বিধিবত্তেভ্যঃ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ।
পিণ্ডপ্রদানবিধিনা দত্ত্বা পিণ্ডং যথাক্রমম্ ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ২৩৮ ॥
তৃপ্যন্তু পিতরো দেবা দেবর্ষিমাতৃকা গণাঃ ।
গুণাতীতপদে যূয়ম্ অনৃণীকুরুতাচিরাৎ ॥ ২৩৯ ॥
ইত্যানৃণ্যমর্থয়িত্বা প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ ।
ঋণত্রয়বিনির্ম্মুক্ত আত্মশ্রাদ্ধং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৪০ ॥

পূর্ব্বাদিক্রমতঃ পূর্ব্বাদিক্রমেণ তিসৃষু দিক্ষ্বাসনানাং দ্বয়ং দ্বয়ং দদ্যাৎ। তত্রা-সনানাং দ্বয়ে দ্বয়ে ক্রমতো দেবাদীনাবাহ্য তেষাং পূজাং সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ২৩৭ ॥

সমর্চ্চ্যেত্যাদি। দেবর্ষিপিতৄন্ বিধিবৎ সমর্চ্চ্য তেভ্যো দেবর্ষিপিতৃভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডান্ বিধিবদ্দদ্যাৎ। বক্ষ্যমাণেন পিণ্ডদানবিধিনা দেবাদিভ্যো যথাক্রমং পিণ্ডং দত্ত্বা কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা পিতৃদেবতাঃ প্রার্থয়েৎ ॥ ২৩৮ ॥

কিং প্রার্থয়েত্তত্রাহ, তৃপ্যন্ত্বিত্যাদি। হে পিতরো দেবা দেবর্ষয়ো মাতৃ-গণাশ্চ যূয়ং তৃপ্যন্তম্। গুণাতীতপদে অতিক্রান্তগুণে পদে ব্রহ্মত্বং যামি চিরাদৃতি-শীঘ্রমেব যূয়মনৃণী কুরুত ॥ ২৩৯ ॥ ২৪০ ॥

সকলের নিমিত্ত দুই দুই আসন স্থাপন করিবে। এই আসনে ক্রমশঃ দেব প্রভৃতির আবাহন করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিবে।২৩৭ অনন্তর যথা-বিধানে সকলের অর্চ্চনা করিয়া প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডপ্রদান করিবে। এইরূপে পিণ্ডদানের বিধানানুসারে যথাক্রমে পিণ্ডদান করিয়া পিতৃগণের নিকট ও দেবগণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে যে, ২৩৮ পিতৃগণ। মাতৃগণ! দেবগণ! দেবর্ষিগণ! আপনারা সকলে তৃপ্ত হউন। আমি গুণাতীত পদে গমন করিতেছি,আপনারা শীঘ্র আমাকে স্ব স্ব ঋণ হইতে মুক্ত করুন।২৩৯ এইরূপে আনৃণ্য প্রার্থনা করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম পূর্ব্বক ঋণত্রয় হইতে নির্মুক্ত হইয়া আত্মশ্রাদ্ধ করিবে।২৪০

পিতা হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং তৎপিতা প্রপিতামহঃ।
আত্মন্যাত্মার্পণার্থায় কুর্য্যাদাত্মক্রিয়াং সুধীঃ ॥ ২৪১ ॥
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা পূর্ব্ববৎ কল্পিতাসনে।
আবাহ্যাত্মপিতৄন্ দেবি দদ্যাৎ পিণ্ডং সমর্চ্চয়ন্ ॥ ২৪২ ॥
প্রাগগ্রান্ দক্ষিণাগ্রাংশ্চ পশ্চিমাগ্রান্ যথাক্রমাৎ।
পিণ্ডার্থমাস্তরেদ্দর্ভান্ উদগগ্রান্ স্বকর্ম্মণি ॥ ২৪৩ ॥
সমাপ্য শ্রাদ্ধকর্ম্মাণি গুরুদর্শিতবর্ত্মনা।
মুমুক্ষুশ্চিত্তশুদ্ধ্যর্থম্ ইমং মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ২৪৪ ॥

আত্মশ্রাদ্ধকরণে হেতুং দর্শয়ন্নাহ, পিতা হীত্যাদি। হি যতঃ সর্ব্বেষামাত্মৈব পিতা তৎপিতা পিতামহঃ প্রপিতামহশ্চ স্যাৎ অতঃ আত্মনি পরমাত্মনি আত্মনোঽর্পণার্থায় সুধীর্বিদ্বান্ আত্মক্রিয়াং কুর্য্যাৎ ॥ ২৪১ ॥
সংক্ষেপতঃ আত্মনঃ শ্রাদ্ধস্য বিধানমাহ, উত্তরাভিমুখ ইত্যাদিনা। আত্মপিতৄন্ আত্মস্বরূপান্ পিত্রাদীন্ ॥ ২৪২ ॥
প্রাগগ্রানিত্যাদি। পিণ্ডার্থং দেবর্ষিপিত্রুদ্দেশ্যকপিণ্ডদানার্থং যথাক্রমাৎ ক্রমেণৈব প্রাক্ প্রাচ্যাং দিশ্যগ্রাণি যেষাং তান্ প্রাগগ্রান্ দক্ষিণাগ্রান্ পশ্চিমাগ্রাংশ্চ দর্ভান্ কুশানাস্তরেদাচ্ছাদয়েৎ। স্বকর্ম্মণি এবাত্মশ্রাদ্ধক্রিয়ায়াং তু উদক্ উদীচ্যামগ্রাণি যেষাং তথাভূতান্ দর্ভানাস্তরেৎ ॥ ২৪৩ ॥ ২৪৪ ॥

পিতাই সকলের আত্মা; পিতামহ ও প্রপিতামহ, ইহাঁরাও আত্মা হইতে পৃথক্ নহেন। অতএব পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মশ্রাদ্ধ করিবেন।[২৪১] দেবি! পূর্ব্ববৎ পরিকল্পিত আসনে উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক আত্মস্বরূপ পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া অর্চ্চনা সহকারে পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডদান করিবে।[২৪২] দেবগণের ঋষিগণের ও পিতৃগণের পিণ্ডদানের নিমিত্ত (পূর্ব্বের ন্যায়) যথাক্রমে পূর্ব্বাভিমুখ দক্ষিণাভিমুখ এবং পশ্চিমাভিমুখ কুশ বিস্তীর্ণ করিবা আপনার পিণ্ডদানের নিমিত্ত উত্তরাভিমুখ কুশ বিস্তীর্ণ করিতে হইবে।[২৪৩]

মুমুক্ষু ব্যক্তি গুরু প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত একশত আট বার (হ্রীঁ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি) মন্ত্র জপ

হ্রীঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয়মামৃতাৎ ॥ ২৪৫ ॥
উপাসনানুসারেণ বেদ্যাং মণ্ডলপূর্ব্বকম্ ।
সংস্থাপ্য কলসং তত্র গুরুঃ পূজাং সমারভেৎ * ॥ ২৪৬ ॥
ততস্তু পরমং ব্রহ্ম ধ্যাত্বা শাম্ভববর্ত্মনা ।
বিধায় পূজাং ব্রহ্মজ্ঞো বহ্নিস্থাপনমাচরেৎ ॥ ২৪৭ ॥
প্রাগুক্তসংস্কৃতে বহ্নৌ স্বকল্পোক্তাহুতিং গুরুঃ ।
দত্ত্বা শিষ্যং সমাহূয় সাকল্যং হাবয়েত্ত তম্ * ॥ ২৪৮ ॥

তমেব মন্ত্রমাহ, হ্রীঁ ত্র্যম্বকমিত্যাদিকম্ ॥ ২৪৫ ॥

উপাসনেত্যাদি। ততঃ উপাসনায়া অনুসারেণ রচিতায়াং বেদ্যাং মণ্ডল-পূর্ব্বকং কলসং সংস্থাপ্য তত্র কলসে শিষ্যস্যেষ্টদেবতায়াঃ পূজাং গুরুঃ সমারভেৎ ॥ ২৪৬ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। শিষ্যেষ্টদেবতাপূজনাদনন্তরং তু ব্রহ্মজ্ঞো গুরুঃ পরমং ব্রহ্ম ধ্যাত্বা শাম্ভববর্ত্মনা তস্য পূজাং চ বিধায় বেদ্যাং বহ্নিস্থাপনমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ২৪৭ ॥

প্রাগুক্তেত্যাদি। ততঃ প্রাগুক্তেন বিধিনা সংস্কৃতে বহ্নৌ স্বকল্পোক্তাহুতিং স্বস্বকল্পে উক্তামাহুতিং দত্ত্বা গুরুস্তং শিষ্যং সমাহূয় তেন সাকল্যমগ্নৌ হাবয়েৎ ॥ ২৪৮ ॥

করিবে (২২২)। ২৪৫।২৪৬ অনন্তর গুরু বেদীতে মণ্ডল রচনানন্তর তদুপরি কলস সংস্থাপন পূর্ব্বক উপাস্য দেবতা ভেদে যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসারে পূজা আরম্ভ করিবেন। ২৪৬ অনন্তর সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি শম্ভু প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে পরম ব্রহ্মের ধ্যান পূর্ব্বক পূজা করিয়া পশ্চাৎ বহ্নিস্থাপন করিবেন। ২৪৭

অনন্তর গুরু পূর্ব্ব-কথিত সংস্কৃত বহ্নিতে স্বকল্পোক্ত অর্থাৎ দেবতাভেদে তত্তদ্বিষয়ে বিহিত আহুতি প্রদান করিয়া শিষ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক সাকল্য

---

* গুরুপূজাং সমাচরেৎ ইতি পাঠান্তরম্।

* সাকল্যং হাবয়েত্তু তম্ ইতি পাঠস্তু প্রমাদবিজৃম্ভিতঃ।

(২২২)—এই মন্ত্রের অর্থ ২০৮ পৃষ্ঠাতে বিবৃত হইয়াছে।

আদৌ ব্যাহৃতিভির্হুত্বা প্রাণহোমং প্রকল্পয়েৎ।
প্রাণাপানৌ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ ॥ ২৪৯ ॥
তত্ত্বহোমং ততঃ কুর্য্যাৎ দেহাত্মাধ্যাসমুক্তয়ে।
পৃথিবী সলিলং বহ্নি-র্বায়ুরাকাশমেব চ। ২৫০ ॥
গন্ধো রসশ্চ রূপঞ্চ স্পর্শঃ শব্দো যথাক্রমাৎ।
ততো বাক্‌পাণিপাদাশ্চ পায়ুপস্থৌ ততঃ পরম্ ॥ ২৫১ ॥

আদাবিত্যাদি। আদৌ প্রথমতো ভূরাদিভির্ব্যাহৃতিভিঃ সাকল্যং হুত্বা ততঃ প্রাণহোমং শরীরস্থপ্রাণাদিপঞ্চবায়ুহোমঃ প্রকল্পয়েৎ কুর্য্যাৎ। হোতব্যান্ প্রাণাদীন্ পঞ্চবায়ূনাহ, প্রাণেত্যাদ্যর্দ্ধেন ॥ ২৪৯ ॥

তত্ত্বেত্যাদি। ততঃ পরং দেহাত্মাধ্যাসমুক্তয়ে শরীরনিষ্ঠাত্মত্বজ্ঞানবিমুক্ত্যর্থং যথাক্রমং তত্ত্বহোমং পৃথ্বীজলাদিচতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বহবনং কুর্য্যাৎ। ক্রমেণৈব হবনীয়ানি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যাহ, পৃথিবীত্যাদিনাহঙ্কার ইত্যন্তেন কিঞ্চিদধিকেন সপাদদ্বয়েন ॥ ২৫০ ॥

গন্ধ ইত্যাদি। পৃথিব্যাদিপঞ্চতত্ত্বহবনানন্তরং গন্ধাদিপঞ্চতত্ত্বানি যথাক্রমাৎ হোতব্যানি। ততো বাগাদিপঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি হবনীয়ানি। ততঃ পরং শ্রোত্রা-

---

হোম করাইবেন (২২৩)।[২৪৮] প্রথমতঃ ব্যাহৃতি-হোম (২২৪) করিয়া পশ্চাৎ প্রাণ-হোম করিবে। এই প্রাণহোমের সময় প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান, এই পঞ্চ বায়ুর প্রত্যেকেরই হোম করিতে হইবে (৩২০)।[২৪৯] অনন্তর দেহে আত্মার অধ্যাস বিনিবৃত্তির (২২৫) নিমিত্ত তত্ত্বহোম করিতে হইবে। (তদ্‌যথা)—পৃথিবী, সলিল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ (এই পঞ্চ ভূত);[২৫০] গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ (এই পঞ্চ ভূতের পঞ্চগুণ); বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু

---

(২২৩)—সমুদায় তত্ত্ব আহুতি দিবার নাম অথবা সমষ্টি আহুতি দিবার নাম সাকল্য হোম।

(২২৪)—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা, এই কয়েকটী মন্ত্রে যথাক্রমে আহুতিদান করাকে ব্যাহৃতি হোম বলে।

(২২৫)—স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহই আত্মা একপ সংস্কারকে, দেহাত্মাধ্যাস বলা যায়। দেহের উপাদান চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও দৈহিক ক্রিয়ার আহুতি প্রদান করিলেই দেহের নাশহেতু দেহাত্মাধ্যাসেরও নিরাস হইল। তখন কেবলমাত্র এক আত্মস্বরূপে অবস্থিতিরূপ সংন্যাস হইল।

শ্রোত্রং ত্বগ্ নয়নং জিহ্বা ঘ্রাণং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
মনো বুদ্ধিশ্চ চিত্তঞ্চা-হঙ্কারো দেহজাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৫২ ॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি যানি চ * ॥২৫৩॥
এতানি মে পদান্তে চ শুদ্ধ্যন্তাং পদমুচ্চরেৎ।
হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং দ্বিঠ ইত্যপি † ॥২৫৪ ॥

দীনি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি হোতব্যানি। ততো মন আদীনি চত্বারি তত্ত্বানি হবনীয়ানি। ততো দেহজাঃ ক্রিয়াঃ হোতব্যাঃ ॥ ২৫১ ॥ ২৫২ ॥
সর্ব্বাণীত্যাদি। ততঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি যানি চ প্রাণকর্ম্মাণি তান্যপি হবনীয়ানি ॥ ২৫৩ ॥

প্রাণাদিপঞ্চবায়ূনাং পৃথিব্যাদিচতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানাং দেহজক্রিয়াণাং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং প্রাণাদিবায়ুকর্ম্মণাঞ্চ হোতব্যমন্ত্রমাহ, এতানীত্যাদিনা। পূর্ব্বং এতানি মে ইত্যুচ্চরেৎ। তৎপদান্তে চ শুদ্ধ্যন্তামিতি পদমুচ্চরেৎ। ততো হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসমিত্যুচ্চরেৎ। ততো দ্বিঠঃ স্বাহেত্যপ্যুচ্চরেৎ। যোজনয়া এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাং হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেনৈব প্রাণাদীনি প্রাণকর্ম্মপর্য্যন্তানি সর্ব্বানি জুহুয়াৎ। যথা প্রাণাপানসমানোদানব্যানা মে শুদ্ধ্যন্তাং হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহেতি প্রাণাদীন্ জুহুয়াদিতি। এবং সর্ব্বত্র যোজনা ॥ ২৫৪ ॥

ও উপস্থ (পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়);[২৫১] শ্রোত্র, ত্বক্, নয়ন, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার; দেহজ সমুদায় কার্য্য, [২৫২] সমুদয় ইন্দ্রিয়কার্য্য এবং সমুদায় প্রাণকার্য্য[২৫৩], এই সমুদায় পদ যথাযথ উচ্চারণপূর্ব্বক 'এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্' অর্থাৎ এই সমস্তই আমার শুদ্ধ হউক, এই পদ উচ্চারণ করিবে। তৎপরে 'হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা' ইহাও পাঠ করিবে (২২৬)।[২৫৪]

---

* প্রাণিকর্ম্মাণি যানি চ ইতি বা পঠনীয়ম্।

† বিপাপ্মা ভূয়াসমিত্যপি ইত্যপি পাঠঃ।

(৩২৪)—প্রাণহোমের মন্ত্রোদ্ধার যথা। প্রাণাপানসমানোদানব্যানা মে শুদ্ধ্যন্তাং হ্রীঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা। টীকাকার এইরূপ যে মন্ত্রোদ্ধার করিয়াছেন, তাহা অন্যান্য

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি কর্ম্মাণি দৈহিকানি চ।
হুত্বাগ্নৌ নিষ্ক্রিয়ো দেহং মৃতবচ্চিন্তয়েত্ততঃ॥ ২৫৫॥
বিভাব্য মৃতবৎ কায়ং রহিতং সর্ব্বকর্ম্মণা।
স্মরংস্তৎ পরমং ব্রহ্ম যজ্ঞসূত্রং সমুদ্ধরেৎ॥ ২৫৬॥
ঐঁ ক্লীঁ হংস ইতি মন্ত্রেণ স্কন্ধাদুত্তার্য্য তত্ত্ববিৎ *।
যজ্ঞসূত্রং করে কৃত্বা পঠিত্বা ব্যাহৃতিত্রয়ম্।
বহ্নিজায়াং সমুচ্চার্য্য ঘৃতাক্তমনলে ক্ষিপেৎ॥ ২৫৭॥

চতুর্ব্বিংশতীত্যাদি। এবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি দৈহিকানি কর্ম্মাণি চাগ্নৌ হুত্বা নিষ্ক্রিয়ঃ ক্রিয়াভ্যো নিষ্ক্রান্তশ্চ ভূত্বা ততো দেহং মৃতবচ্চিন্তয়েৎ॥ ২৫৫॥

বিভাব্যেত্যাদি। সর্ব্বকর্ম্মণা রহিতং মৃতবচ্চ কায়ং দেহং বিভাব্য বিচিন্ত্য তৎ জগৎকারণত্বেনাতিপ্রসিদ্ধং পরমং ব্রহ্ম স্মরন্ সন্ যজ্ঞসূত্রং যজ্ঞোপবীতং সমুদ্ধরেৎ উরঃস্থল্যাৎ স্কন্ধং নয়েৎ॥ ২৫৬॥

ঐমিত্যাদি। ততঃ তত্ত্ববিং ব্রহ্মবিজ্জনঃ ঐঁ ক্লীঁ হুমিতি মন্ত্রেণ যজ্ঞসূত্রং

এই প্রকারে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও সমুদায় দৈহিক কর্ম্ম প্রভৃতি অগ্নিতে হোম করিয়া আপনি নিষ্ক্রিয় হইয়া নিজ শরীর মৃতবৎ ভাবনা করিবে। ২৫৫

এইরূপে নিজ শরীরকে মৃতবৎ ও আপনাকে সর্ব্ব-কর্ম্ম-বিরহিত ভাবনা করিয়া পরমব্রহ্ম স্মরণ পূর্ব্বক গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র উন্মোচন করিবে। ২৫৬

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি 'ঐঁ ক্লীঁ হংসঃ' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে স্কন্ধ হইতে উক্ত যজ্ঞসূত্র

* হংস ইত্যত্র হুঁ ইতি, তত্ত্ববিৎ ইত্যত্র মন্ত্রবিৎ ইতি চ পাঠান্তরম্।

তন্ত্রেও দৃষ্ট হয়। পরন্তু মূলে যেরূপ আছে তদনুযায়ী করিতে হইলে 'প্রাণাপানসমানোদানব্যানা এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাং' ইত্যাদি রূপ হইবে। ইহার অর্থ এই যে, প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান, আমার এই পঞ্চ বায়ু শোধিত অর্থাৎ উন্মূলিত হউক; আমি হ্রীঁ অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে উপস্থিত চৈতন্যস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ, রজোগুণাতীত ও অবিদ্যারূপ মলিনতা-বিনির্ম্মুক্ত হই।

এইরূপ সমুদায় স্থলেই যোজনা করিতে হইবে। যথা। পৃথিবী সলিলং বহ্নির্বায়ুরাকাশম্ (পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশানি) এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাম্ ইত্যাদি। এইরূপ 'গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দা', 'বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থা', 'শ্রোত্রত্বঙ্নয়নজিহ্বাঘ্রাণা', 'মনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারা', 'দেহস্থাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি যানি চ।' সর্ব্বত্র শেষে, 'এতানি মে শুদ্ধ্যন্তাং বিরজা বিপাপ্মা

হুত্বৈবমুপবীতঞ্চ কামবীজং সমুচ্চরন্ ।
ছিত্বা শিখাং করে কৃত্বা ঘৃতমধ্যে নিযোজয়েৎ ॥ ২৫৮ ॥
ব্রহ্মপুত্রি শিখে ত্বং হি বালরূপা তপস্বিনী ।
দীয়তে পাবকে স্থানং গচ্ছ দেবি নমোঽস্তু তে ॥২৫৯ ॥
কামং মায়াং কূর্চ্চমন্ত্রং * বহ্নিজায়ামুদীরয়ন্ ।
তস্মিন্ সুসংস্কৃতে বহ্নৌ শিখাহোমং সমাচরেৎ ॥ ২৬০ ॥

স্কন্ধাদুত্তার্য্য করে হস্তে চ কৃত্বা ব্যাহৃতিত্রয়ং পঠিত্বা ব্যাহৃতিত্রয়ান্তে চ বহ্নিজায়াং স্বাহেতি পদং সমুচ্চার্য্য ঘৃতাক্তং ঘৃতসংযুক্তং যজ্ঞসূত্রমনলেঽগ্নৌ ক্ষিপেৎ ॥ ২৫৭ ॥

হুত্বেত্যাদি। এবং প্রকারেণোপবীতং যজ্ঞসূত্রমগ্নৌ হুত্বা কামবীজং ক্লীমিতি বীজং সমুচ্চরন্ সন্ শিখাং ছিত্বা করে চ কৃত্বা ঘৃতমধ্যে নিযোজয়েৎ স্থাপয়েৎ ॥ ২৫৮ ॥

ব্রহ্মেত্যাদি। ততো ব্রহ্মপুত্রি ইত্যাদ্যং নমোঽস্তু তে ইত্যন্তং মন্ত্রমুদীরয়ন্ কীর্ত্তয়ন্ তস্মিন্ সুসংস্কৃতে বহ্নৌ শিখায়া হোমং সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥২৫৯॥২৬০॥২৬১॥

নামাইয়া হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ঘৃতাক্ত করিয়া ব্যাহৃতিত্রয়ের অন্তে 'স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ সহকারে ঐ যজ্ঞোপবীত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন।[২৫৭]

এইরূপে যজ্ঞোপবীত আহুতি দিয়া 'ক্লীঁ' এই বীজ উচ্চারণ-পুরঃসর শিখা-চ্ছেদন পূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিয়া ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।[২৫৮] (পরে "ব্রহ্মপুত্রি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, মন্ত্রার্থ যথা—) ব্রহ্মপুত্রি! শিখে। তুমি বালরূপা তপস্বিনী আমি তোমাকে পাবকে স্থান দান করিতেছি; এক্ষণে দেবি! তুমি গমন কর, তোমাকে নমস্কার।[২৫৯] পরে 'ক্লীঁ হ্রীঁ হুঁ ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই সুসংস্কৃত হুতাশনে শিখা হোম করিবে।[২৬০] পিতৃগণ দেবগণ ও দেবর্ষিগণ এবং সমুদায় আশ্রমের কার্য্যজাতও শিখা অবলম্বন করিয়া অবস্থান

---

* কূর্চ্চমন্ত্রন্ ইতি পাঠস্তু প্রামাদিকঃ।

জুহোমি স্বাহা' বলিতে হইবে। টীকাকার 'দেহজাঃ ক্রিয়াঃ' স্বতন্ত্র আহুতির বিধান দেন। তত্ত্বহোম ও তত্ত্বশুদ্ধির মন্ত্র ফলে একই প্রকার; উভয়ের উদ্দেশ্যও এক। অস্মদ্দেশে প্রচলিত এই তত্ত্বহোম বা তত্ত্বশুদ্ধির মন্ত্র ২৬২ পৃষ্ঠা ১৩৬ সংখ্যা টিপ্পনীতে আছে।

শিখামাশ্রিত্য পিতরো দেবা দেবর্ষয়স্তথা।
সর্ব্বাণ্যাশ্রমকর্ম্মাণি নিবসন্তি শিখোপরি ॥ ২৬১॥
অতঃ সন্তর্প্য তাঃ সর্ব্বা দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ।
শিখাসূত্রপরিত্যাগাৎ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ২৬২ ॥
যজ্ঞসূত্রশিখাত্যাগাৎ সংন্যাসঃ স্যাদ্দ্বিজন্মনাম্।
শূদ্রাণামিতরেষাঞ্চ শিখাং হুত্বৈব সংক্রিয়া ॥ ২৬৩ ॥
ততো মুক্তশিখাসূত্রঃ প্রণমেৎ দণ্ডবদ্‌গুরুম্।
গুরুরুত্থাপ্য তং শিষ্যং * দক্ষকর্ণে বদেদিদম্ ॥ ২৬৪ ॥
তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর ॥ ২৬৫ ॥

অত ইত্যাদি। ব্রহ্মময়ো ব্রহ্মস্বরূপঃ ॥ ২৬২ ॥

যজ্ঞসূত্রেত্যাদি। দ্বিজন্মনাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাম্। ইতরেষাং বর্ণসঙ্করাণাম্ ॥ ২৬৩ ॥ ২৬৪ ॥

নতু গুরুঃ শিষ্যস্য দক্ষিণে কর্ণে কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, তত্ত্বমসীত্যাদি। হে মহাপ্রাজ্ঞ মহামনীষিন্ তৎ জগৎকারণত্বেনাতিপ্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্ম ত্বমেবাসি। অতোঽহমেব স পরমাত্মা স এবাহমস্মীতি ত্বং বিভাবয় বিচিন্তয়। কিঞ্চ নির্ম্মমঃ

করেন।[২৬১] অতএব দেবগণ ঋষিগণ ও পিতৃদেবগণ, সকলকেই সন্তর্পিত করিয়া, দেহী শিখা ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিবামাত্র ব্রহ্মময় হইয়া থাকে।[২৬২] দ্বিজগণ যজ্ঞসূত্র ও শিখা পরিত্যাগ করিলেই সংন্যাসী হয়। পরন্তু শূদ্রগণ ও সামান্যজাতীয়গণ শিখা ছেদন পূর্ব্বক যথাবিধি আহুতি দান করিলেই তাহাদের সংন্যাস গ্রহণ করা হয়।[২৬৩]

অনন্তর শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া শিষ্য গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। গুরুও শিষ্যকে উত্থাপিত করিয়া দক্ষিণ কর্ণে ("তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ" ইত্যাদি) মন্ত্র বলিবেন।[২৬৪] (মন্ত্রার্থ যথা—) মহাপ্রাজ্ঞ! তৎ ত্বমসি (তুমিই সেই ব্রহ্ম);

---

* তচ্ছিষ্যম্ ইতি পাঠান্তরম্।

ততো ঘটঞ্চ বহ্নিঞ্চ বিসৃজ্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ।
আত্মস্বরূপং তং মত্বা প্রণমেচ্ছিরসা গুরুঃ * ॥ ২৬৬ ॥
নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।
ত্বমেব তৎ তৎ ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তু তে ॥ ২৬৭ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং তত্ত্বজ্ঞানাং জিতাত্মনাম্
স্বমন্ত্রেণ শিখাচ্ছেদাৎ সংন্যাসগ্রহণং ভবেৎ ॥ ২৬৮ ॥

পুত্রাদিবিষয়কমমতাশূন্যো নিরহঙ্কারো বিদ্যাদিনিমিত্তকচিত্তসমুন্নতিশূন্যশ্চ সন্ স্বভাবেন সুখং যথা স্যাত্তথা চর ইতস্ততো গচ্ছ। অহমিত্যস্যাদের্লোপশ্চার্যঃ ॥২৬৫॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং ঘটং বহ্নিঞ্চ বিসৃজ্য ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ গুরুস্তং শিষ্যমাত্মস্বরূপং মত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ শিরসা প্রণমেৎ ॥ ২৬৬ ॥

যেন মন্ত্রেণ প্রণমেৎ তমেব মন্ত্রমাহ, নমস্তুভ্যমিত্যাদিকম্ ॥ ২৬৭ ॥

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানান্তু সংন্যাসগ্রহণে বিশেষবিধিমাহ, ব্রহ্মমন্ত্রেত্যাদিনা। তত্ত্বজ্ঞানাং ব্রহ্মজ্ঞানিনাং জিতাত্মনাং জিতমনসাং ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং স্বমন্ত্রেণ শিখাচ্ছেদাদেব সংন্যাসগ্রহণং ভবেৎ ॥ ২৬৮ ॥

তুমি আপনাকে 'হংসঃ' ও 'সোঽহং' এইরূপ চিন্তা কর; এবং এক্ষণে মমতারহিত, ও অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া স্বভাবে (ব্রহ্মভাবে) অবস্থান পূর্ব্বক সুখে বিচরণ কর।[২৬৫]

অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ গুরু, ঘট ও অগ্নি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শিষ্যকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক মস্তক অবনত করিয়া (নমস্তুভ্যং নমো মহ্যং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা) প্রণাম করিবেন।[২৬৬] (মন্ত্রার্থ যথা—) তোমাকে নমস্কার, আমাকেও নমস্কার, তোমাকে ও আমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। বিশ্বরূপ! তুমিই সেই তৎপদবাচ্য পরম ব্রহ্ম, সেই পরম ব্রহ্মই তুমি, অতএব তোমাকে নমস্কার করি।[২৬৭]

যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন, তাঁহারা যদি নিজমন্ত্র (ব্রহ্মমন্ত্র) পাঠ পূর্ব্বক শিখাচ্ছেদন করেন তাহা হইলেই তাঁহাদের সংন্যাস

---

* গুরুম্ ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধপূজনৈঃ।
স্বেচ্ছাচারপরাণান্তু প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ॥ ২৬৯ ॥
ততো নির্দ্বন্দ্বরূপোঽসৌ নিষ্কামস্থিরমানসঃ।
বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া শিষ্যঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মময়ো ভুবি ॥ ২৭০ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সদ্রূপেণ বিভাবয়ন্।
বিস্মরেন্নামরূপাণি * ধ্যায়ন্নাত্মানমাত্মনি ॥ ২৭১ ॥
অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিঃশঙ্কঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সংন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ ॥ ২৭২ ॥

নন্থ যজ্ঞশ্রাদ্ধাদিকমকুর্ব্বন্ সংন্যাসং গৃহ্নতাং ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং প্রত্যবায়ভাগিত্বং স্যাৎ তত্রাহ. ব্রহ্মজ্ঞানেত্যাদি ॥ ২৬৯ ॥

তত ইত্যাদি। নির্দ্বন্দ্বরূপঃ সুখদুঃখাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি তদ্রহিতো নির্দ্বন্দ্বস্তৎস্বরূপঃ ॥ ২৭০ ॥

আব্রহ্মেত্যাদি। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ব্রহ্মাদিভ্য তৃণাদিগুচ্ছপর্য্যন্তং সদ্রূপো সত্যরূপেণ বিভাবয়ন্ বিচিন্তয়ন্ ॥ ২৭১ ॥

অনিকেত ইত্যাদি। অনিকেতঃ নিয়তবাসশূন্যঃ। ক্ষমাবৃত্তঃ ক্ষমৈব বৃত্তং যস্য সঃ। নিঃশঙ্কঃ উদ্বেগরহিতঃ। সঙ্গবর্জ্জিতঃ কুত্রচিদপ্যনাসক্তঃ ॥ ২৭২ ॥

গ্রহণ করা হয় (২২৭)।[২৬৮] যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদিগের যজ্ঞ পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা যথেচ্ছাচার-পরায়ণ হইলেও তাঁহাদের প্রত্যবায় হইবার সম্ভাবনা নাই।[২৬৯]

অনন্তর শিষ্য, সুখদুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্বরহিত, কামনা-রহিত, স্থিরচিত্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়া ভূতলে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন।[২৭০] তিনি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত (২২৮) সমুদায় বিশ্ব সৎস্বরূপ (ব্রহ্মময়) বিবেচনা করিবেন; আপনার নাম ও রূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাতে আত্মার (পরমব্রহ্মের) ধ্যান করিবেন।[২৭১] সেই সন্ন্যাসী আবাসগৃহ-শূন্য, ক্ষমাশীল, নিঃশঙ্ক-হৃদয় সংসর্গ-রহিত, মমতা-রহিত

---

* বিস্মরন্নামরূপাণি ইতি পাঠান্তরম্।

(২২৭)—সাধকসম্প্রদায়-প্রচলিত রীতি এই যে, ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকগণ সংন্যাস গ্রহণকালে 'নিত্যোঽহং নিরঞ্জনোঽহম্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শিখাচ্ছেদন করিয়া থাকেন।

(২২৮)—উৎকৃষ্টতম জীব ব্রহ্মা অবধি নিকৃষ্টতম জীব তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত।

মুক্তো বিধিনিষেধেভ্যো নির্যোগক্ষেম আত্মবিৎ ।
সুখদুঃখসমো ধীরো জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ॥ ২৭৩ ॥
স্থিরাত্মা প্রাপ্তদুঃখোঽপি সুখে প্রাপ্তেঽপি নিস্পৃহঃ ।
সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষো নিরাকুলঃ ॥ ২৭৪ ॥
নোদ্বেজকঃ স্যাজ্জীবানাং সদা প্রাণিহিতে রতঃ ।
বিগতামর্ষভীর্দান্তো নিঃসংকল্পো নিরুদ্যমঃ ॥ ২৭৫ ॥

মুক্ত ইত্যাদি। নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমং তাভ্যাং রহিতঃ। সুখদুঃখসমঃ সুখদুঃখে সমে যস্য সঃ। জিতাত্মা জিতদেহঃ। বিগতস্পৃহঃ উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষু ইতস্ততো জিঘৃক্ষা স্পৃহা বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ ॥ ২৭৩ ॥

স্থিরেত্যাদি। স্থিরাত্মা স্থিরচিত্তঃ স্থিরস্বভাবো বা। নিস্পৃহঃ ভোগাকাঙ্ক্ষাশূন্যঃ। শুচিঃ বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ। শান্তঃ সংযতান্তঃকরণঃ। নিরপেক্ষঃ পরাপেক্ষারহিতঃ। নিরাকুলঃ আকুলতাশূন্যঃ ॥ ২৭৪ ॥

নেত্যাদি। নোদ্বেজকঃ ন ভীতিজনকঃ। বিগতামর্ষভীঃ অপগতক্রোধভয়ঃ। দান্তঃ সংযতবাহ্যেন্দ্রিয়ঃ। নিরুদ্যমঃ স্বদেহনির্ব্বাহার্থব্যাপারশূন্যঃ ॥ ২৭৫ ॥

ও অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া ভূতলে বিচরণ করেন।[২৭২] বিশেষতঃ তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ হইতে বিনির্মুক্ত হইবেন। তিনি লব্ধ বিষয়ের রক্ষা ও অলব্ধ বিষয়ের লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন না। তিনি সুখ দুঃখে সমজ্ঞানী, ধীর, জিতেন্দ্রিয় এবং স্পৃহারহিত হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞানে নিরত থাকিবেন।[২৭৩] দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ স্থিরতর থাকিবে, বিচলিত হইবে না; এবং সুখ উপস্থিত দেখিলেও তিনি তাহাতে স্পৃহা করিবেন না। তিনি সর্ব্বদা আনন্দযুক্ত, বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচসম্পন্ন, শান্ত, নিরপেক্ষ ও নিরাকুল হইবেন।[২৭৪] তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানে রত থাকিবেন, কোন প্রকারে কাহারো মনে উদ্বেগ জন্মাইয়া দিবেন না। তিনি ক্রোধ-রহিত, ভয়-রহিত, ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন। তিনি সংকল্প-রহিত, উদ্যম-রহিত,[২৭৫] শোক-রহিত, দ্বেষ-রহিত এবং শত্রুমিত্রে সমদর্শী হইবেন। তিনি মান ও

শোকদ্বেষবিমুক্তঃ স্যাৎ শত্রৌ মিত্রে সমো ভবেৎ।
শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ ॥ ২৭৬ ॥
সমঃ শুভাশুভে তুষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্তবস্তুনা।
নিস্ত্রৈগুণ্যো নির্ব্বিকল্পো নির্লোভঃ স্যাদসঞ্চয়ী ॥ ২৭৭ ॥
যথা সত্যমুপাশ্রিত্য মৃষা বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি।
আত্মাশ্রিতস্তথা দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ ॥ ২৭৮ ॥
ইন্দ্রিয়াণ্যেব কুর্ব্বন্তি স্বং স্বং কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্।
আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগ্ভবেৎ ॥২৭৯॥

শোকেত্যাদি। শত্রৌ মিত্রে চ সমঃ একরূপঃ। মানাপমানয়োরপি সমঃ হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৭৬ ॥

সম ইত্যাদি। নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ত্রয়ো গুণা যস্মিন্ স ত্রিগুণঃ সকামঃ তস্য ভাবস্ত্রৈগুণ্যম্ তস্মান্নিষ্ক্রান্তো নিস্ত্রৈগুণ্যঃ নিষ্কাম ইত্যর্থঃ। নির্বিকল্পঃ নানাবিধকল্পনাশূন্যঃ। নির্লোভঃ ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি পুনর্ব্বর্দ্ধমানোঽভিলাষো লোভঃ তদ্রহিতঃ। অসঞ্চয়ী তত্তদ্বস্তুসঞ্চয়াভাববান্ ॥ ২৭৭ ॥

যথেত্যাদি। যথা সত্যং পরমাত্মানমেবোপাশ্রিত্যাবলম্ব্য মৃষা মিথ্যাভূতমপি বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি সত্যবদাস্তে তথৈবাত্মানমাশ্রিতো মিথ্যাভূত এব দেহঃ প্রতিষ্ঠতি এবং জানন্ সংন্যাসী সুখী ভবেৎ ॥ ২৭৮ ॥

ইন্দ্রিয়াণীত্যাদি। ইন্দ্রিয়াণ্যেব পৃথক্ পৃথক্ স্বং স্বং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি।

অপমান উভয়কেই তুল্য জ্ঞান করিবেন। তিনি শীত বাত আতপ প্রভৃতির কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন।[২৭৬] তিনি যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতেই পরিতুষ্ট থাকিবেন। শুভ হউক, অশুভ হউক, উভয় বিষয়েই তিনি তুল্য জ্ঞান করিবেন। তিনি ত্রিগুণাতীত, নির্ব্বিকল্প, লোভশূন্য ও সঞ্চয়-রহিত হইবেন।[২৭৭]

যেমন এই জগৎ মিথ্যাস্বরূপ হইয়াও একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, সেইরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যাভূত এই দেহও আত্মবৎ প্রতীত হইতেছে, সংন্যাসী ইহা জ্ঞাত

ধাতুপ্রতিগ্রহং নিন্দাম্‌ অনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া ।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সংন্যাসী পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৮০ ॥
সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিঃ স্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট্‌ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ২৮১ ॥
বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্‌ ।
দেশং কালং তথা পাত্রম্‌ অশ্নীয়াদবিচারয়ন্‌ ॥ ২৮২ ॥
অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ ।
অবধূতো নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ ॥ ২৮৩ ॥

আত্মা তু সাক্ষী কেবলং শুভাশুভকর্ম্মণাং দ্রষ্টা ভবতি। অতএব নির্লিপ্তঃ তত্তৎকর্ম্মভির্বদ্ধো ন ভবতি। এবং জ্ঞাত্বৈব সংন্যাসী মোক্ষভাগ্‌ভবেৎ ॥ ২৭৯ ॥

ধাত্বিত্যাদি। অনৃতম্‌ অযথার্থভাষণম্‌ অসূয়াং সৎস্বপি গুণেষু দোষারোপণম্‌ ॥ ২৮০ ॥ ২৮১ ॥ ২৮২ ॥

অধ্যাত্মেত্যাদি। অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যয়নৈঃ বেদান্তাদিশাস্ত্রপাঠৈঃ। তত্ত্ববিচারণৈঃ ব্রহ্মতত্ত্ববিবেচনৈঃ ॥ ২৮৩ ॥

করিতেছে, আত্মা সাক্ষী ও নির্লিপ্ত অর্থাৎ তিনি তত্তৎ কর্ম্মে বদ্ধ হয়েন না, যিনি ইহা জ্ঞাত হয়েন, তিনিই মোক্ষভাগী হইতে পারেন।[২৭৯]

ধাতুদ্রব্য গ্রহণ, পরনিন্দা, মিথ্যা ব্যবহার, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, শুক্রত্যাগ ও অসূয়া, সন্ন্যাসী এতৎসমুদায় পরিত্যাগ করিবেন। [২৮০] পরিব্রাজকের কর্ত্তব্য এই যে, তিনি দেবতা মনুষ্য বা কীট, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইবেন, এবং সমুদায় কার্য্যেই তাঁহার সর্ব্বদা এরূপ ধারণা থাকিবে যে, এই ইন্দ্রিয়গোচর সমুদায়ই পরমব্রহ্ম।[২৮১] সংন্যাসীর কর্ত্তব্য এই যে, ব্রাহ্মণের অন্ন হউক বা চাণ্ডালের অন্ন হউক, যে কোন ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত হইবেন, দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়াই তাহা অনায়াসে ভোজন করিবেন।[২৮২] অবধূত ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়াও বেদান্ত তন্ত্র প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা এবং সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব বিচার দ্বারা কালাতিপাত করিবেন।[২৮৩]

সংন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ ॥ ২৮৪ ॥
অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাম্।
স্বভাবাজ্জায়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মসংকুলে ॥ ২৮৫ ॥
তত্রাপি তে সানুরক্তা ধ্যানার্চ্চাজপসাধনে।
শ্রেয়স্তদেব জানন্ত তত্রৈব * দৃঢ়নিশ্চয়াঃ ॥ ২৮৬ ॥
অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া ॥ ২৮৭ ॥

সংন্যাসিনামিত্যাদি। নিখনেৎ শুচৌ ভূমৌ গর্ত্তং বিধায় তত্রৈব নিদধ্যাৎ। অপ্সু জলেষু॥ ২৮৪ ॥

অপ্রাপ্তেত্যাদি। অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যানাং ন প্রাপ্তো যোগো ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধো যৈস্তথাভূতানাম্। কর্ম্মসঙ্কুলে কর্ম্মসমূহে ॥ ২৮৫ ॥

তত্রাপীত্যাদি। তত্রাপি তত্রৈবাপি। তে অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যাঃ। সানুরক্তাঃ অনুরাগবন্তঃ তদেব অর্চ্চাদিকর্ম্মৈব ॥ ২৮৬ ॥

সংন্যাসীদিগের মৃতদেহ কখনই দাহ করিবে না; পরন্তু ঐ দেহ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া ভূমিতে নিখাত করিবে অথবা জলে নিমজ্জিত করিবে।[২৮৪]

দেবি! যাহারা যোগ প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ যাহাদের জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ হয় নাই, সেই সকল ভোগাভিলাষী ব্যক্তির স্বভাবতই কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।[২৮৫] এই সকল ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডে অনুরক্ত হইয়া ধ্যান পূজা জপ প্রভৃতি সাধন করিয়া থাকে। ইহারা সেই সেই সাধনেই দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া তাহাই শ্রেয়স্কর বলিয়া জানিবে,[২৮৬] এই কারণে আমি তাহাদের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিধান বলিয়াছি এবং এই কারণেই আমি বহুবিধ নাম ও রূপ কল্পনা করিয়াছি।[২৮৭]

---

* স্বানন্দস্তত্রৈব ইত্যপি পাঠঃ।

ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্ম্মসংন্যসনং বিনা।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তিভাগ্জনঃ॥ ২৮৮॥
কুলাবধূতস্তত্ত্বজ্ঞো জীবন্মুক্তো নরাকৃতিঃ।
সাক্ষান্নারায়ণং মত্বা গৃহস্থস্তং প্রপূজয়েৎ॥ ২৮৯॥
যতের্দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ব্বপাতকাৎ।
তীর্থব্রততপোদান-সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥ ২৯০॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মকথনং নামাষ্টমোল্লাসঃ।

অত ইত্যাদি। তদর্থম্ অপ্রাপ্তযোগসমর্থার্থম্॥ ২৮৭॥ ২৮৮॥ ২৮৯॥ ২৯০॥

ইতি মহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়ামষ্টমোল্লাসঃ।

দেবি! ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে শত শত কল্প পূজা জপ হোম প্রভৃতি কর্ম্ম করিলেও কেহ কদাপি মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না।[২৮৮] তত্ত্বজ্ঞ কুলাবধূত, মনুষ্যাকৃতি হইয়াও জীবন্মুক্ত। গৃহস্থ তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ মনে করিয়া পূজা করিবেন।[২৮৯] যতিকে দর্শন করিবামাত্র মনুষ্য সমুদায় পাতক হইতে মুক্ত হয়; এমন কি, যে ব্যক্তি যতিকে দর্শন করে, সে সমুদায় তীর্থগমন, সমুদয় ব্রতানুষ্ঠান, সমুদায় তপস্যা, সমুদায় দান ও সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয়।[২৯০]

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্ম কথন নামক অষ্টমোল্লাস সমাপ্ত।

নবমোল্লাসঃ।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাঃ কথিতাস্তব সুব্রতে।
সংস্কারান্ সর্ব্ববর্ণানাং শৃণুষ গদতো মম ॥ ১ ॥
সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।
নাসংস্কৃতোঽধিকারী স্যাৎ দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি ॥ ২ ॥
অতো বিপ্রাদিভির্ব্বর্ণৈঃ স্বস্ববর্ণোক্তসংক্রিয়াঃ।
কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বথা যত্নৈঃ ইহামুত্র হিতেপ্সুভিঃ ॥ ৩ ॥
জীবসেকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা।

এবমশেষান্ বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মান্ কথয়িত্বেদানীং সর্ব্ববর্ণানামখিলান্ সংস্কারান্ বিবক্ষন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, বর্ণাশ্রমেত্যাদি। গদতো মম কথয়তো মত্তঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং জীবসেকাদয় উদ্বাহান্তা দশ সংস্কারাঃ সন্তি শূদ্রাণাং

শ্রীসদাশিব কহিলেন। সুব্রতে! বর্ণ সমুদায়ের ও আশ্রম সমুদায়ের আচার ও ধর্ম্ম তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে সমুদায় বর্ণের সংস্কার বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১] দেবি! সংস্কার ব্যতিরেকে কাহারো দেহশুদ্ধি হয় না। যে ব্যক্তির সংস্কার হয় নাই, সে কখনই দৈব বা পৈত্র কোন কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারিবে না।[২] যাঁহারা ইহলোকে ও পরলোকে হিতকামনা করেন, তাদৃশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণেরই কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রযত্নে স্বস্ব-বর্ণ-বিহিত সংস্কার করেন।[৩]

জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণম্ অন্নাশনমতঃ পরম্।
চূড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ ॥ ৪ ॥
শূদ্রাণাং শূদ্রভিন্নানাম্ উপবীতং ন বিদ্যতে।
তেষাং নবৈব সংস্কারা দ্বিজাতীনাং দশ স্মৃতাঃ ॥ ৫ ॥
নিত্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি তথা নৈমিত্তিকানি চ।
কাম্যান্যপি বরারোহে কুর্য্যাচ্ছাম্ভববর্ত্মনা ॥ ৬ ॥
যানি যানি বিধানানি যেষু যেষু চ কর্ম্মসু।
পুরৈব ব্রহ্মরূপেণ তান্যুক্তানি ময়া প্রিয়ে ॥ ৭ ॥
সংস্কারেষু চ সর্ব্বেষু তথৈবান্যেষু কর্ম্মসু।
বিপ্রাদিবর্ণভেদেষু * ক্রমান্মন্ত্রাশ্চ দর্শিতাঃ ॥ ৮ ॥

বর্ণসংকরাণাং চোপনয়নাখ্যসংস্কারবর্জ্জিতা .জীবসেকাদয়ো নবৈব সংস্কারাঃ সন্তীত্যাহ, জীবসেক ইত্যাদিনা সার্দ্ধদ্বয়েন ॥ ৪ ॥

শূদ্রাণামিত্যাদি। শূদ্রভিন্নানাং বর্ণসংকরাণাম্ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥
যানীত্যাদি। বিধানানি আকাঙ্ক্ষিতানীতি শেষঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ, এই গুলিকে দশবিধ সংস্কার বলা হইয়া থাকে।[৪] শূদ্রজাতি ও সামান্য জাতির উপনয়ন-সংস্কার নাই। এই কারণে তাহাদের নয়টি মাত্র সংস্কার, এবং দ্বিজগণের দশবিধ সংস্কার কথিত হইয়াছে।[৫] বরারোহে! (কলিকালে) সমুদায় নিত্য কর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং কাম্য কর্ম্ম শম্ভু-প্রদর্শিত পদ্ধতি (তন্ত্র) অনুসারে সম্পাদন করিতে হইবে।[৬] প্রিয়ে! যে যে কর্ম্মে যে যে বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে, আমি পূর্ব্বেই পিতামহরূপে তৎসমুদায় ব্যক্ত করিয়াছি।[৭] দশবিধ সংস্কার বিষয়ে ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম বিষয়ে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণভেদে যে সমুদায় মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও যথাক্রমে বলিয়াছি।[৮] কালিকে! সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে উক্ত

---

* বিপ্রাদিবর্ণভেদেন ইতি পাঠান্তরম্।

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু তত্তৎকর্ম্মসু কালিকে।
প্রণবাদ্যাংস্তু তান্ মন্ত্রান্ প্রয়োগেষু নিযোজয়েৎ ॥ ৯
কলৌ তু পরমেশানি তৈরেব মনুভির্নরাঃ।
মায়াদ্যৈঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ শঙ্করশাসনাৎ ॥ ১০ ॥
নিগমাগমতন্ত্রেষু বেদেষু সংহিতাসু চ।
সর্ব্বে মন্ত্রা ময়ৈবোক্তাঃ প্রয়োগো যুগভেদতঃ ॥ ১১ ॥
কলাবন্নগতপ্রাণাঃ মানবা হীনতেজসঃ।
তেষাং হিতায় কল্যাণি কুলধর্ম্মো নিরূপিতঃ ॥ ১২ ॥
কলিদুর্ব্বলজীবানাং প্রয়াসাশক্তচেতসাম্ *।
সংস্কারাদিক্রিয়াস্তেষাং সংক্ষেপেণাপি বচ্মি তে ॥ ১৩ ॥

কলাবিত্যাদি। মায়াদ্যৈঃ মায়া হ্রীমিতি বীজম্ আদ্যং যেষাং মনূনাং তৈঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

সমুদায় কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মন্ত্র প্রয়োগের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রণব যোগ করিতে হয়,[৯] কিন্তু, পরমেশ্বরি! শঙ্করের আজ্ঞা আছে যে, কলিযুগে ঐ সমুদায় মন্ত্রের পূর্ব্বে মায়াবীজ (হ্রীঁ) যোগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম সমুদায় সাধন করিবে।[১০] নিগম, আগম, তন্ত্র, বেদ ও সংহিতা প্রভৃতিতে যে সমুদায় মন্ত্র আছে, তৎসমুদায়ই আমি বলিয়াছি, পরন্তু যুগভেদে তৎসমুদায় বিভিন্নরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে।[১১]

কল্যাণি! কলিকালের মনুষ্যদিগের অন্নগত প্রাণ; তাহাদিগের তেজ অতি অল্প; অতএব আমি তাহাদিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্তই কুলধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছি। কলিযুগের মনুষ্যগণ অত্যন্ত দুর্ব্বল; তাহারা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ও আয়াস সহ করিতে অসমর্থ অতএব আমি তাহাদিগের নিমিত্ত দশবিধ সংস্কার প্রভৃতি সমুদায় ক্রিয়াকলাপ সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিতেছি।[১৩] সুরবন্দিতে! কুশণ্ডিকাই সমুদায় শুভকর্ম্মের মূল স্বরূপ,

---

* প্রায়াসাশক্ততেজসাম্ ইত্যপি পাঠঃ।

সর্ব্বেষাং শুভকার্য্যাণাম্ আদিভূতা কুশণ্ডিকা।
তস্মাদাদৌ প্রবক্ষ্যামি শৃণু তাং দেববন্দিতে ॥ ১৪ ॥
রম্যে পরিষ্কৃতে দেশে তুষাঙ্গারাদিবর্জ্জিতে।
হস্তমাত্র-প্রমাণেন স্থণ্ডিলং রচয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৫ ॥
তিস্রো রেখা বিধাতব্যা প্রাগগ্রাস্তত্র মণ্ডলে।
কূর্চ্চেনাভ্যুক্ষ্য তাঃ সর্ব্বা বহ্নিনা বহ্নিমাহরেৎ ॥ ১৬ ॥
আনীয় বহ্নিং তৎপার্শ্বে স্থাপয়েদ্বাগ্‌ভবং স্মরন্ ॥ ১৭ ॥
ততস্তস্মাজ্জ্বলদ্দারু গৃহীত্বা দক্ষপাণিনা।
হ্রীঁ ক্রব্যাদেভ্য নমঃ স্বাহা ক্রব্যাদাংশম্পরিত্যজেৎ ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বেষামিত্যাদি। তাং কুশণ্ডিকাম্ ॥ ১৪ ॥
কুশণ্ডিকামেবাহ, রম্যে ইত্যাদিভিঃ। স্থণ্ডিলং চত্বরম্ ॥ ১৫ ॥
তিস্র ইত্যাদি। তত্র মণ্ডলে হস্তমাত্রপ্রমাণেন রচিতে স্থণ্ডিলে প্রাগগ্রাস্তিস্রো রেখা বিধাতব্যাঃ। ততঃ কূর্চ্চেন হূঁমিতি মন্ত্রেণ তা রেখা অভ্যুক্ষ্য জলেনাভিষিচ্য বহ্নিনা রমিতি মন্ত্রেণ বহ্নিমাহরেৎ আনয়েৎ ॥ ১৬ ॥
আনীয়েত্যাদি। বহ্নিমানীয় বাগ্‌ভবম্ ঐমিতি মন্ত্রং স্মরন্ সন্ তৎপার্শ্বে স্থণ্ডিলস্য পার্শ্বে স্থাপয়েৎ ॥ ১৭ ॥
তত ইত্যাদি। ততঃ পরং তস্মাদ্বহ্নেরেকং জ্বলদ্দারু প্রজ্বলৎকাষ্ঠং দক্ষিণ-

---

অতএব প্রথমতঃ কুশণ্ডিকা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১৪] তুষ অঙ্গার প্রভৃতি বিবর্জ্জিত রমণীয় পরিস্কৃত স্থানে জ্ঞানী ব্যক্তি চতুর্দ্দিকে এক এক হস্ত পরিমিত একটি স্থণ্ডিল রচনা করিবেন।[১৫] অনন্তর সেই মণ্ডলের উপরিভাগে পূর্ব্বাভিমুখ তিনটি রেখা অঙ্কিত করিয়া হূঁ এই মন্ত্র পাঠ সহকারে ঐ রেখাত্রয় অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক বহ্নিবীজ (রঁ) পাঠপূর্ব্বক বহ্নি আনয়ন করিবে।[১৬] পরে বহ্নি আনীত হইলে ঐঁ এই বীজ স্মরণ পূর্ব্বক তাহা মণ্ডলের পার্শ্বে স্থাপন করিবে।[১৭] অনন্তর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহা হইতে একখানি প্রজ্বলিত কাষ্ঠ লইয়া 'হ্রীঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ক্রব্যাদাংশ (রাক্ষসাদির ভাগ) পরিত্যাগ করিবে।[১৮] এইরূপে প্রতিষ্ঠিত অগ্নি হস্তদ্বয় দ্বারা উত্থাপিত

ইত্থং প্রতিষ্ঠিতং বহ্নিং পাণিভ্যামাত্মসংমুখম্।
উদ্ধৃত্য তাসু রেখাসু মায়াদ্যাং ব্যাহৃতিং স্মরন্ ॥
সংস্থাপ্য তৃণদারুভ্যাং প্রবলীকৃত্য পাবকম্।
সমিধে দ্বে ঘৃতাক্তে চ হুত্বা তস্মিন্ হুতাশনে।
স্বকর্ম্মবিহিতং নাম কৃত্বা ধ্যায়েদ্ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২০ ॥

পাণিনা গৃহীত্বা হ্রীঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ স্বাহেতি মন্ত্রেণ ক্রব্যাদাংশং রাক্ষসভাগং দক্ষিণস্যাং দিশি পরিত্যজেৎ ॥ ১৮ ॥

ইত্থমিত্যাদি। ইত্থমনেন প্রকারেণ প্রতিষ্ঠিতং সংস্কৃতং বহ্নিং পাণিভ্যামুদ্ধৃত্যোত্থাপ্য মায়াদ্যাঃ হ্রীঁ বীজাদ্যাং ব্যাহৃতিং স্মরন্ সন্ আত্মনঃ সম্মুখং যথা স্যাত্তথা তাসু রেখাসু সংস্থাপ্য তৃণদারুভ্যাং পাবকমগ্নিং প্রবলীকৃত্য চ তস্মিন্ হুতাশনেঽগ্নৌ ঘৃতাক্তে ঘৃতসংযুক্তে দ্বে সমিধৌ কাষ্ঠে হুত্বা প্রক্ষিপ্য বহ্নেঃ স্বকর্ম্মবিহিতং নাম চ কৃত্বা ধনঞ্জয়মগ্নিং ধ্যায়েৎ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

করিয়া মায়াবীজ যুক্ত ব্যাহৃতিত্রয় (হ্রীঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ) পাঠ করিতে করিতে ঐ রেখাত্রয়ের উপরি আপনার অভিমুখেই[১৯] ঐ অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রজ্বালিত করিয়া দিবে। অনন্তর সেই হুতাশনে ঘৃতাক্ত দুইটি সমিৎ আহুতি প্রদান করিয়া পরে নিজ কার্য্য অনুসারে অগ্নির নামকরণ পূর্ব্বক (২২৯) এইরূপ ধ্যান করিবে যে,[২০] (হুতাশন) বালার্ক

---

(২২৯)—সংস্কার ভেদে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিবার বিধি আছে। তত্তৎ সংস্কারের প্রয়োগ কালে এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রেই তত্তৎ স্থলে ঐ সকল নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে আমরা তাহা একত্র প্রকটীকৃত করিলাম। যথা, ঋতুসংস্কারে বায়ুনামক অগ্নি, পুংসবনে চন্দ্র নামে অগ্নি, সীমন্তোন্নয়নে শিব নামক অগ্নি, জাতকর্ম্মে প্রগল্ভ নাম, নামকরণে পার্থিব নাম, অন্নপ্রাশনে শুচি নাম, চূড়াকরণে সত্য নাম, উপনয়নে সমুদ্ভব নাম, ও বিবাহকার্য্যে যোজক নামক অগ্নি। ইহার প্রয়োগ যথা—অগ্নির নামকরণ কালে, 'অগ্নে ত্বং বায়ুনামাসি' ইত্যাদি। উপচার দানে, 'হ্রীঁ এতৎ পাদ্যং বায়ুনামাগ্নয়ে নমঃ' এইরূপ সংস্কার বিশেষে যথাযথ নামকরণ হইবে।

ষট্‌কর্ম্মের অন্তর্গত কাম্য কার্য্যেও ক্রিয়াভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নামকরণ করা হয়। যথা। ষট্‌কর্ম্মদীপিকা;—

ততোঽগ্নেঃ পূর্ব্বমারভ্য সহ কীলালপাণিনা।
উত্তরান্তং মহেশানি ত্রিধা প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥
তথৈব যাম্যমারভ্য কৌবেরান্তং হুতাশিতুঃ।
ত্রিধা পর্য্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ ততো যজ্ঞীয়বস্তুনঃ ॥ ২৭ ॥
পরিস্তরেত্ততো দর্ভৈঃ পূর্ব্বস্মাদুত্তরাবধি।
উদকসংস্থৈরুত্তরাগ্রৈঃ প্রাগগ্রৈরন্যদিক্স্থিতৈঃ ॥ ২৮ ॥
অগ্নিং দক্ষিণতঃ কৃত্বা গত্বা ব্রহ্মাননান্তিকম্।
বামাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং ব্রহ্মণঃ কল্পিতাসনাৎ ॥ ২৯ ॥

তত ইত্যাদি। হে মহেশানি ততঃ পরং সহকীলালপাণিনা সজলেন হস্তেন পূর্ব্বমারভ্যোত্তরান্তমুত্তরপর্য্যন্তমগ্নেস্ত্রিধা ত্রিবারং প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥

তথৈবেত্যাদি। ততস্তথৈব সহকীলালপাণিনৈব যাম্যং দক্ষিণমারভ্য কৌবেরান্তমুত্তরপর্য্যন্তং হুতাশিতুর্ব্বহ্নেস্ত্রিধা পর্য্যুক্ষণমভিষেচনং কুর্য্যাৎ। ততঃ পরং যজ্ঞীয়বস্তুনোঽপি ত্রিধৈব পর্য্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ ॥ ২৭ ॥

পরিস্তরেদিত্যাদি। ততঃ পরং পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বমারভ্য উত্তরাবধি উত্তর-পর্য্যন্তমুদক্‌সংস্থৈরুত্তরদিক্স্থিতৈরুত্তরাগ্রৈরন্যদিক্স্থিতৈঃ প্রাগগ্রৈর্দর্ভৈঃ কুশৈঃ স্থণ্ডিলং পরিস্তরেদাচ্ছাদয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অগ্নিমিত্যাদি। ততোঽগ্নিং দক্ষিণতঃ কৃত্বা ব্রহ্মাসনান্তিকং গত্বা বামাঙ্গুষ্ঠ-

---

মহেশ্বরি! অনন্তর অগ্নির পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত হস্তদ্বারা জলগ্রহণ পূর্ব্বক তিন বার প্রোক্ষিত করিবে।[২৬] এইরূপ অগ্নির দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্তও তিন বার প্রোক্ষিত করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্য সমুদায়ও তিনবার প্রোক্ষিত করিবে।[২৭] অনন্তর মণ্ডলের পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত স্থণ্ডিলের চতুর্দ্দিকে কুশ বিস্তার করিবে। পরন্তু উত্তরদিকের কুশগুলি উত্তরাগ্র করিয়া এবং অন্য দিকের কুশগুলি পূর্ব্বাগ্র করিয়া স্থাপন করিতে হইবে।[২৮] পরে অগ্নিকে দক্ষিণ-দিকে রাখিয়া ব্রহ্মার আসনের নিকট গমন পূর্ব্বক বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ

ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। প্রথমে প্রণব (ওঁ) পরে তত্তৎ নামের আদ্যাক্ষরে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে প্রণবাদি নামমন্ত্র হইবে।

গৃহীত্বা কুশপত্রৈকং হ্রীঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।
ইত্যুক্ত্বাগ্নের্দক্ষিণস্যাং নিঃক্ষিপেদুৎকরাদিনা ॥ ৩০ ॥
সীদ যজ্ঞপতে ব্রহ্মন্ ইদন্তে কল্পিতাসনম্।
সীদামীতি বদন্ ব্রহ্মা বিশেত্তত্রোত্তরামুখঃ ॥ ৩১ ॥
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ ব্রহ্মাণং প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ৩২ ॥
গোপায় যজ্ঞং যজ্ঞেশ যজ্ঞং পাহি বৃহস্পতে *।
মাঞ্চ যজ্ঞপতিং পাহি কর্ম্ম সাক্ষিন্নমোঽস্তু তে ॥ ৩৩ ॥

কনিষ্ঠাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং ব্রহ্মণঃ কল্পিতাদাসনাৎ কুশপত্রৈকমেকং কুশপত্রং গৃহীত্বা হ্রীঁ নিরস্তঃ পরাবসুরিতি মন্ত্রমুক্ত্বা উৎকরাদিনা সহ তদেব কুশপত্রমগ্নের্দক্ষিণস্যাং দিশি নিঃক্ষিপেৎ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

সীদেত্যাদি। হে যজ্ঞপতে ব্রহ্মন্ ইদং তে ত্বদর্থং কল্পিতাসনং বর্ত্ততে ত্বং সীদাত্রোপবিশেতি ব্রহ্মাণং যজ্ঞকর্ত্তা ব্রূয়াৎ। ততোঽহং সীদামীতি বদন্ ব্রহ্মোত্তরামুখো ভূত্বা তত্রাসনে বিশেৎ ॥ ৩১ ॥

সম্পূজ্যেত্যাদি। ততো গন্ধপুষ্পাদিভির্ব্রহ্মাণং সম্পূজ্য তমেবেদং প্রার্থয়েৎ ॥ ৩২ ॥

ইদং কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, গোপায় যজ্ঞমিত্যাদি। গোপায় রক্ষ ॥ ৩৩ ॥

অঙ্গুলি দ্বারা (অগ্নিকোণে) ব্রহ্মার নিমিত্ত কল্পিত আসন হইতে[২৯] একটি কুশপত্র গ্রহণ করিয়া 'হ্রীঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উৎকরাদির (অসাবধানতাবশতঃ করভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পতিত অন্যান্য কুশাদির) সহিত তাহা অগ্নির দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে।[৩০] (অনন্তর বলিতে হইবে যে,) যজ্ঞপতে! ব্রহ্মন্! এই তোমার নিমিত্ত আসন প্রস্তুত করিয়াছি এখানে উপবেশন কর। ব্রহ্মা 'সীদামি' অর্থাৎ উপবেশন করিতেছি, এই কথা বলিয়া উত্তরমুখ হইয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন।[৩১] অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ব্রহ্মার পূজা করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে যে,[৩২] যজ্ঞেশ্বর! এই যজ্ঞ রক্ষা কর; বৃহস্পতে! এই যজ্ঞ রক্ষা কর; আমি এই যজ্ঞপতি, আমাকেও রক্ষা কর।

---

* বৃহস্পতেঃ ইতি পাঠস্তু প্রামাদিকঃ।

বালার্কারুণসংকাশং সপ্তজিহ্বাং দ্বিমস্তকম্‌।

অজারূঢং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্‌ ॥ ২১ ॥

ধ্যাত্বৈবং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা-বাহয়েদ্ধব্যবাহনম্‌ ॥ ২২ ॥

মায়ামেহ্যেহি পদতঃ সর্ব্বামর বদেৎ প্রিয়ে *।

হব্যবাহ পদান্তে চ মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ।

অধ্বরং রক্ষ রক্ষেতি নমঃ স্বাহা ততো বদেৎ ॥ ২৩ ॥

বহ্নের্ধ্যানমেবাহ, বালার্কারুণসংকাশমিত্যাদি। বালো যোঽর্কঃ সূর্য্যস্তদ্বদরুণো লোহিতবর্ণঃ সংকাশো দীপ্তির্যস্য তথাভূতম্‌ ॥ ২১ ॥

ধ্যাত্বেত্যাদি। এবং হব্যবাহনমগ্নিং ধ্যাত্বা ততঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ হব্যবাহনমাবাহয়েৎ ॥ ২২ ॥

বহ্ন্যাবাহনমন্ত্রমেবাহ, মায়ামিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। হে প্রিয়ে পূর্ব্বং মায়াং হ্রীমিতি বীজং বদেৎ। ততঃ পরমেহ্যেহীত্যক্ষরাৎ পদতঃ পরং সর্ব্বামরেতি পদং

সদৃশ অরুণবর্ণ, তাঁহার সাতটি জিহ্বা ও দুইটি মস্তক, তিনি ছাগে আরোহণ করিয়া আছেন, তিনি অসীমশক্তিসম্পন্ন, তাঁহার মস্তক জটামণ্ডল ও মুকুট দ্বারা সুশোভিত।[২১]

সাধক এইরূপ ধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নির আবাহন করিবেন।[২২] (মন্ত্রোদ্ধার যথা—) প্রথমতঃ মায়াবীজ (হ্রীঁ) উচ্চারণ করিয়া 'এহ্যেহি' পদ পাঠপূর্ব্বক 'সর্ব্বামর' এই পদ উচ্চারণ করিবে। প্রিয়ে।

---

* সর্ব্বমেব বদেৎ প্রিয়ে ইতি পাঠন্তু প্রামাদিকঃ।

পূর্ণাহুত্যাং মৃড়ো নাম শান্তিকে বরদস্তথা।
পৌষ্টিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোঽভিচারকে॥
বশ্যার্থে কামদো নাম বরদানে চ চূড়কঃ।
লক্ষহোমে বহ্নিনাম কোটিহোমে হুতাশনঃ।

ইহার অর্থ এই যে, পূর্ণাহুতির সময় মৃড় নাম, শান্তিকার্য্যে বরদ নাম, পুষ্টিকার্য্যে বলদ নাম, অভিচার কার্য্যে ক্রোধ নাম বশীকরণে কামদ নাম, বরদানে চূড়ক নাম, লক্ষহোমে বহ্নি নাম এবং কোটিহোমে হুতাশন নাম প্রদান করিতে হইবে। এইরূপে অগ্নির নামকরণ পূর্ব্বক তত্তৎ নামে আবাহন ও পূজা করিয়া হোম করিতে হয়।

ইত্যাবাহ্য হব্যবাহম্ অয়ং তে যোনিরুচ্চরন্।
যথোপচারৈঃ সংপূজ্য সপ্তজিহ্বাং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪ ॥
কালী করালী চ মনোজবা চ *
সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বনিরূপিণী চ
লেলায়মানেতি চ সপ্তজিহ্বাঃ ॥ ২৫ ॥

বদেৎ। ততো নমঃ স্বাহেতি বদেৎ। সকলপদযোজনয়া হ্রীমেহেহি সর্ব্বামর-হব্যবাহ মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহাধ্বরং রক্ষ রক্ষ নমঃ স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। ২৩।

ইতীত্যাদি। ইত্যনেন মন্ত্রেণ হব্যবাহনমগ্নিমাবাহ্য বহ্নে তে তবাহং যোনি-রিত্যুচ্চরন্ সন্ প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণোপচারৈঃ পাদ্যাদিভির্ব্বহ্নিং যথাবৎ সম্পূজ্য প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্ব্বহ্নেঃ সপ্তজিহ্বাঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪ ॥

বহ্নেঃ সপ্তজিহ্বা এবাহ, কালীত্যাদিনৈকেন। কাল্যাদ্যা বিশ্বনিরূপিণ্যন্তা লেলায়মানা অগ্নের্হবির্গ্রহণার্থা এতাঃ সপ্তজিহ্বাঃ ॥ ২৫ ॥

পরে 'হব্যবাহ' এই পদের পর 'মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহ অধ্বরং রক্ষ রক্ষ নমঃ স্বাহা,' এই সকল পদ উচ্চারণ করিতে হইবে (২৩০)।[২৩]

এইরূপে অগ্নির আবাহন করিয়া, 'বহ্নে অয়ং তে যোনিঃ,' (অর্থাৎ অগ্নে! এই তোমার যোনি), এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পাদ্যাদি যথোপস্থিত উপচার দ্বারা অগ্নির পূজা করিয়া সপ্ত জিহ্বার অর্চ্চনা করিবে।[২৪]
(সপ্তজিহ্বার নাম যথা—) কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বনিরূপিণী, অগ্নির লেলিহানা এই সপ্তজিহ্বা (২৩১)।[২৫]

---

* কালী কপালী চ মনোজবা চ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৩০)—মন্ত্রোদ্ধার যথা। হ্রীঁ এহেহি সর্ব্বামর হব্যবাহ মুনিভিঃ স্বগণৈঃ সহাধ্বরং রক্ষ রক্ষ নমঃ স্বাহা। ইহার অর্থ এই যে, অগ্নে 'তুমি এখানে আগমন কর। তুমি হ্রীঁ স্বরূপ, তুমি সমুদায় দেবগণের হব্য বহন করিয়া থাক; তুমি মুনিদিগের সহিত এবং নিজ নিজ আবরণগণের সহিত উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ রক্ষা কর, রক্ষা কর। তোমাকে প্রণাম।

(২৩১)—অগ্নির পূজা বা সপ্তজিহ্বার পূজায় উপচার দানে, আদিতে প্রণবাদি নামমন্ত্র

গোপয়ামি বদেদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্মাভাবে স্বয়ং বদেৎ।
তত্র দর্ভময়ং বিপ্রং কল্পয়েৎ যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪ ॥
ততো ব্রহ্মন্নিহাগচ্ছা-গচ্ছেত্যাবাহ্য সাধকঃ।
পাদ্যাদিভিশ্চ সংপূজ্য যাবদ্‌যজ্ঞসমাপনম্।
তাবত্ত্বয়া স্থাতব্যম্ ইতি প্রার্থ্য নমেত্ততঃ ॥ ৩৫ ॥
সোদকেন করেণাগ্নেঃ ঈশানাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্তিকম্।
ত্রিধা পর্য্যুক্ষ্য বহ্নিঞ্চ ত্রিঃ প্রোক্ষ্য তদনন্তরম্ ॥ ৩৬ ॥

গোপয়ামীত্যাদি। যজ্ঞকর্ত্রৈবং প্রার্থিতো ব্রহ্মা গোপয়ামীতি বদেৎ। ব্রহ্মাভাবে তু গোপয়ামীতি স্বয়মেব বদেৎ। তত্র ব্রহ্মাভাবে সতি যজ্ঞসিদ্ধয়ে দর্ভময়ং বিপ্রং কল্পয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং সাধকো যজ্ঞকর্ত্তা ব্রহ্মন্নিহাগচ্ছাগচ্ছেতি মন্ত্রেণ ব্রহ্মাণমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ সম্পূজ্য চ যাবদ্‌যজ্ঞসমাপনং ভবেত্তাবত্ত্বয়েহ স্থাতব্যমিতি প্রার্থ্য চ ততো ব্রহ্মাণং নমেৎ ॥ ৩৫ ॥

সোদকেনেত্যাদি। ততঃ সোদকেন করেণ সজলেন হস্তেনাগ্নেরৈশানাদীশানকোণমারভ্য ব্রহ্মণোঽন্তিকং ব্রহ্মসমীপপর্য্যন্তং ত্রিধা বারত্রয়ং পর্য্যুক্ষ্যাভিষিচ্য বহ্নিঞ্চ ত্রির্ব্বারত্রয়ং প্রোক্ষ্য তদনন্তরং যেন বর্ত্মনা ব্রহ্মাসনান্তিকং গত-

---

কর্ম্মসাক্ষিন্! তোমাকে নমস্কার।৩৩ অনন্তর ব্রহ্মা বলিবেন যে, আমি রক্ষা করিতেছি। যদি ব্রহ্মা না থাকেন, তাহা হইলে স্বয়ংই ঐ বাক্য বলিতে হইবে এবং যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত সেই ব্রহ্মার স্থানে দর্ভময় ব্রাহ্মণ কল্পনা করিতে হইবে।৩৪

অনন্তর সাধক 'ব্রহ্মন্! ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ' এই মন্ত্রে ব্রহ্মার আবাহন পূর্ব্বক পাদ্য প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবেন যে, যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ সমাপ্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত আপনি এখানে অবস্থান করুন। এইরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বক সাধক তাঁহাকে নমস্কার করিবেন।৩৫

অনন্তর হস্ত দ্বারা জল গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নির ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মার নিকট পর্য্যন্ত তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে তিনবার ঐরূপ অগ্নিকেও প্রোক্ষিত করিতে হইবে।৩৬ অনন্তর পূর্ব্বে যে পথে ব্রহ্মার আসনের

আগত্য বর্ত্মনা তেন সুপবিশ্য নিজাসনে।
স্থণ্ডিলস্যোত্তরে দর্ভান্ উদগগ্রান্ পরিস্তরেৎ ॥ ৩৭ ॥
তেষু যজ্ঞীয়বস্তূনি সর্ব্বাণ্যাসাদয়েৎ সুধীঃ।
সোদকং প্রোক্ষণীপাত্রম্ আজ্যস্থালীসমিৎকুশান্ ॥ ৩৮ ॥
আসাদ্য স্রুক্স্রুবাদীনি হ্রুঁ হ্রীঁ হ্রূমিতি মন্ত্রকৈঃ।
দিব্যদৃষ্ট্যা প্রোক্ষণেন সংস্কৃত্য তদনন্তরম্ ॥ ৩৯ ॥
পৃথিব্যাং দক্ষিণং জানু পাতয়িত্বা স্রুবে স্রুচা।
ঘৃতমাদায় মতিমান্ চিন্তয়ন্ হিতমাত্মনঃ।
হ্রীঁ বিষ্ণবে দ্বিঠান্তেন প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্ ॥ ৪০ ॥

বানাসীত্তেনৈব বর্ত্মনাগত্য নিজাসনে সুপবিশ্য চ যজ্ঞকর্ত্তা স্থণ্ডিলস্যোত্তরে দেশে উদগগ্রান্ দর্ভান্ কুশান্ পরিস্তরেৎ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

তেষ্বিত্যাদি। সুধীর্যজ্ঞসাধকস্তেষু দর্ভেষু সর্ব্বাণি যজ্ঞীয়বস্তূন্যাসাদয়েৎ স্থাপয়েৎ। দর্ভেষু যানি যজ্ঞীয়বস্তূনি স্থাপয়েত্তান্যাহ, সোদকমিত্যাদিনা ॥ ৩৮ ॥

আসাদ্যেত্যাদি। দর্ভেষু সোদকপ্রোক্ষণীপাত্রাদীনি বস্তূনি স্রুক্স্রুবাদীনি যজ্ঞীয়ানি পাত্রাণি চাসাদ্য সংস্থাপ্য হ্রুঁ হ্রীঁ হ্রূমিতি মন্ত্রকৈর্দিব্যদৃষ্ট্যা প্রোক্ষণেন চ তানি সংস্কৃত্য তদনন্তরং পৃথিব্যাং দক্ষিণং জানু পাতয়িত্বা স্রুচা স্রুবে যজ্ঞীয়ে পাত্রে ঘৃতমাদায় গৃহীত্বা মতিমান্ যজ্ঞসাধক আত্মনো হিতং চিন্তয়ন্ সন্ দ্বিঠান্তেন স্বাহান্তেন হ্রীঁ বিষ্ণবে ইতি মন্ত্রেণ বিষ্ণুমুদ্দিশ্যাহুতিত্রয়ং প্রদদ্যাৎ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

নিকট গমন করা হইয়াছিল, সেই পথে প্রত্যাগত হইয়া নিজ আসনে উপবেশন করিবে এবং স্থণ্ডিলের উত্তরদিকে কতকগুলি দর্ভ উত্তরাভিমুখ করিয়া বিস্তার করিবে।৩৭ অনন্তর সাধক, প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্যস্থালী ও সমিৎ কুশ প্রভৃতি যজ্ঞীয় বস্তু সমুদায় উক্ত দর্ভাস্তরণের উপর স্থাপন করিবে।৩৮ পরে স্রুক্ স্রুব প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্র সমুদায় উক্ত দর্ভাস্তরণে স্থাপন করিয়া 'হ্রুঁ হ্রীঁ হ্রূঁ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দিব্যদৃষ্টি (অনিমিষ নয়নে অবলোকন) দ্বারা এবং প্রোক্ষণ দ্বারা তৎসমুদায় শোধন করিবে।৩৯ পরে জ্ঞানবান্ সাধক ভূমিতে দক্ষিণ জানু পাতিয়া স্রুক্ দ্বারা স্রুব নামক যজ্ঞীয় পাত্রে ঘৃত গ্রহণ

তথৈব ঘৃতমাদায় ধ্যায়ন্ দেবং প্রজাপতিম্।
বায়ব্যাদগ্নিকোণান্তং জুহুয়াদাজ্যধারয়া ॥ ৪১ ॥
পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যায়ন্ দেবং পুরন্দরম্।
নৈঋর্তাদীশকোণান্তং জুহুয়াদাজ্যধারয়া ॥ ৪২ ॥
ততোঽগ্নেরুত্তরে যাম্যে মধ্যে চ পরমেশ্বরি।
অগ্নিং সোমং অগ্নীষোমৌ * সমুল্লিখ্য যথাক্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥

তথৈবেত্যাদি। তথৈব স্রুচা স্রুবে এব ঘৃতমাদায় হ্রীঁ বীজাদ্যেন সচতুর্থী-স্বাহান্তেন নামমন্ত্রেণ প্রজাপতিং দেবং ধ্যায়ন্ সংস্তমুদ্দিশ্য বায়ব্যাং বায়ব্যং কোণমারভ্যাগ্নিকোণান্তং ঘৃতধারয়া জুহুয়াৎ। ৪১।

পুনরিত্যাদি। পুনঃ স্রুচা স্রুবে আজ্যং ঘৃতং সমাদায় পুরন্দরং দেবং ধ্যায়ন্ সংস্তমুদ্দিশ্য হ্রীঁ বীজাদ্যেন সচতুর্থীস্বাহান্তেন নামমন্ত্রেণ নৈঋর্তান্নৈঋর্তং কোণ-মারভ্যেশকোণান্তমীশানকোণপর্য্যন্তমাজ্যধারয়া জুহুয়াৎ। ৪২।

তত ইত্যাদি। হে পরমেশ্বরি ততঃ পরমগ্নেরুত্তরে ভাগে যাম্যে দক্ষিণে ভাগে মধ্যে চ যথাক্রমাৎ ক্রমেণৈবাগ্নিং সোমমগ্নীষোমৌ চ সমুদ্দিশ্য মায়াদ্যেন হ্রীঁ বীজাদ্যেন সচতুর্থীনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণাহুতিত্রয়ং হুত্বা বিচক্ষণঃ সুধীর্যজ্ঞ-সাধকো বিধেয়কর্ম্মোক্তং বিধেয়ে ঋতুসংস্কারাদৌ কর্ম্মণ্যুক্তং হোমং কুর্য্যাৎ। ৪৩।৪৪।

পূর্ব্বক আপনার মঙ্গল-কামনা সহকারে 'হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা' এই মন্ত্র পড়িয়া (বিষ্ণুর উদ্দেশে) তিনবার আহুতি-প্রদান করিবে।[৪০] ঐরূপ পুনর্ব্বার স্রুক্ দ্বারা স্রুব নামক যজ্ঞপাত্রে ঘৃত লইয়া দেব প্রজাপতির ধ্যান করিতে করিতে (হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই প্রজাপতির উদ্দেশে) বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা দ্বারা হোম করিবে।[৪১] ঐরূপে পুনর্ব্বার ঘৃত গ্রহণ করিয়া দেব পুরন্দরের ধ্যান করিতে করিতে (হ্রীঁ পুরন্দরায় স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তদুদ্দেশে নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা আহুতি প্রদান করিবে।[৪২] পরমেশ্বরি! পরে পুনর্ব্বার ঐরূপে ঘৃত গ্রহণ করিয়া অগ্নির উত্তরে, দক্ষিণে এবং মধ্যে যথাক্রমে অগ্নি, সোম ও অগ্নীষোমের উদ্দেশে[৪৩] প্রথমে হ্রীঁ এই মায়া

---

*ম্ অগ্নীসোমৌ ইতি পাঠান্তর।

সচতুর্থীনমোঽন্তেন মায়াদ্যেনাহুতিত্রয়ম্ ।
হুত্বা বিধেয়কর্ম্মোক্তং * হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৪৪ ॥
আহুতিত্রয়দানান্তং ধারা-হোমং প্রচক্ষতে ॥ ৪৫ ॥
যদুদ্দিশ্যাহুতিং দদ্যাৎ দেয়োদ্দেশোঽপি তৎকৃতে † ।
সমাপ্য প্রকৃতং কর্ম্ম স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরেৎ ‡ ॥ ৪৬ ॥

আহুতীত্যাদি। বিষ্ণুদ্দেশ্যকাহুতিত্রয়দানমারাভ্যাগ্ন্যাদ্যুদ্দেশ্যকাহুতিত্রয়দানান্তং ধারাহোমং প্রচক্ষতে প্রবদন্তি ॥ ৪৫ ॥

যদিত্যাদি। যদ্দৈবতমুদ্দিশ্যাহুতিং দদ্যাৎ তৎকৃতে তদর্থং দেয়োদ্দেশোঽপি দেয়স্য বস্তুন উদ্দেশ উল্লেখোঽপি কর্ত্তব্যঃ। যথা হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা হবিরিদং বিষ্ণবে এবমেবেতি বিধেঃ কর্ম্মাঙ্গভূতং প্রকৃতং কর্ম্ম হোমকর্ম্মৈবং সমাপ্য স্বিষ্টকৃদ্ধোমং শোভনাভীষ্টকারকং হোমমাচরেৎ ॥ ৪৬ ॥

বীজ পরে চতুর্থ্যন্ত নাম ও পরে নমঃ (হ্রীঁ অগ্নয়ে নমঃ, হ্রীঁ সোমায় নমঃ, হ্রীঁ অগ্নীষোমাভ্যাং নমঃ) এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিনবার আহুতি প্রদান করিবে (২৩২)। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে ধারাহোম সমাপন করিয়া পশ্চাৎ ঋতুসংস্কারাদি বিধেয় কর্ম্মের হোম করিবে।[৪৪] স্রুক্ স্রুবাদি প্রোক্ষণের পর বিষ্ণুর উদ্দেশে আহুতিদান হইতে অগ্নি, সোম ও অগ্নীষোমের উদ্দেশে আহুতিত্রয় দান পর্য্যন্ত কর্ম্মকে ধারাহোম কহে।[৪৫]

যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে, সেই দেবতার উদ্দেশে দেয় বস্তুর উল্লেখও করিতে হইবে; (যথা—হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা হবিরিদং বিষ্ণবে।) এইরূপে প্রকৃত হোম কর্ম্ম সমাপন করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম অর্থাৎ সুচারুরূপে অভীষ্টফলদায়ক হোম করিবে।[৪৬] বরাননে! কলিযুগে প্রায়শ্চিত্ত-হোম নাই,

---

* হুত্বা বিধায় কর্ম্মোক্তম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

† দেবোদ্দেশোঽপি তৎকৃতে ইতি চ পাঠঃ।

‡ স্বিষ্টকৃদ্ধোমমাচরেৎ ইত্যপি পাঠঃ।

---

(২৩২)—অন্যান্য তন্ত্রে এই স্থলে 'অগ্নয়ে স্বাহা' ইত্যাদি রূপ স্বাহান্ত মন্ত্রে আহুতি দিবার বিধান দৃষ্ট হয়। এমন কি সকল আহুতিই স্বাহান্ত মন্ত্রে দিতে হয়।

প্রায়শ্চিত্তাত্মকো হোমঃ কলৌ নাস্তি বরাননে।
স্বিষ্টিকৃতা ব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ৪৭ ॥
পূর্ব্ববদ্ধবিরাদায় ব্রহ্মাণং মনসা স্মরন্।
অস্মিন্ কর্ম্মণি দেবেশ প্রমাদাদ্ভ্রমতোঽপি বা ॥ ৪৮ ॥
ন্যূনাধিকং কৃতং যচ্চ সর্ব্বং স্বিষ্টিকৃতং কুরু।
মায়াদ্যেনামুনা দেবি স্বাহান্তেনাহুতিং হুনেৎ ॥ ৪৯ ॥

প্রায়শ্চিত্তেত্যাদি। কলৌ যুগে প্রায়শ্চিত্তাত্মকহোমাভাবাৎ স্বিষ্টকৃতা হোমেন ব্যাহৃতিভির্হোমেন চ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ৪৭ ॥

অথ স্বিষ্টকৃদ্ধোমাচরণবিধিমাহ, পূর্ব্ববদিত্যাদিভিঃ পূর্ব্ববৎ স্রুচা স্রুবে হবির্ঘৃতমাদায় ব্রহ্মাণং প্রজাপতিং মনসা স্মরন্ সন্ তমুদ্দিশ্য মায়াদ্যেন হ্রীঁ-বীজাদ্যেন স্বাহান্তেন—অস্মিন্ কর্ম্মণি দেবেশ প্রমাদাদ্ভ্রমতোঽপি বা ন্যূনাধিকং কৃতং যচ্চ সর্ব্বং স্বিষ্টিকৃতং কুরু ॥ ইত্যমুনা মন্ত্রেণাহুতিং হুনেৎ দদ্যাৎ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

তৎকালে স্বিষ্টিকৃৎ-হোম দ্বারা ও ব্যাহৃতি-হোম দ্বারাই প্রায়শ্চিত্ত-হোম (২৩৩) হইয়া থাকে।[৪৭]

(স্বিষ্টিকৃৎ হোম-বিধান কহিতেছি যথা—) স্রুক্ নামক যজ্ঞপাত্র দ্বারা স্রুব নামক যজ্ঞপাত্রে পূর্ব্বমত ঘৃত গ্রহণ করিয়া মনে মনে ব্রহ্মাকে স্মরণ পূর্ব্বক মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া 'অস্মিন্ কর্ম্মণি' ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে 'স্বাহা' পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) দেবদেব! প্রমাদবশতঃ বা ভ্রমবশতঃ এই কর্ম্মে যাহা কিছু ন্যূনাধিক হইয়াছে, তাহাও আমার স্বিষ্টিকৃৎ অর্থাৎ সুচারুরূপে ফলদায়ক করিয়া দাও (২৩৪)।[৪৮।৪৯] পরে ঐরূপ আদিতে 'হ্রীঁ' বীজ ও অন্তে 'স্বাহা' পদ যোজনা করিয়া 'ত্বমগ্নে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। (মন্ত্রার্থ

---

(২৩৩)—যে হোম দ্বারা অঙ্গবৈগুণ্যাদি-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ ক্ষালন হইয়া থাকে, তাহার নাম প্রায়শ্চিত্ত-হোম।

(২৩৪)—মন্ত্রোদ্ধার যথা। হ্রীঁ অস্মিন্ কর্ম্মণি দেবেশ প্রমাদাদ্ভ্রমতোঽপি বা। ন্যূনাধিকং কৃতং যচ্চ সর্ব্বং স্বিষ্টিকৃতং কুরু স্বাহা ॥

ত্বমগ্নে সর্ব্বলোকানাং পাবনঃ স্বিষ্টিকৃৎ প্রভুঃ।
যজ্ঞসাক্ষী ক্ষেমকর্ত্তা সর্ব্বান্ কামান্ প্রপূরয়।
অনেন হবনং কুর্য্যাৎ মায়য়া বহ্নিজায়য়া ॥ ৫০ ॥
ইত্থং স্বিষ্টিকৃতং * হোমং সমাপ্য ক্রতুসাধকঃ।
কর্ম্মণোঽস্য পরব্রহ্মন্ অযুক্তং বিহিতঞ্চ যৎ ॥ ৫১ ॥
তচ্ছান্ত্যৈ যজ্ঞসম্পত্ত্যৈ ব্যাহৃত্যা হূয়তে বিভো।
মায়াদিবহ্নিজায়ান্তৈঃ ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রিভিঃ ॥ ৫২ ॥

ত্বমিত্যাদি। ততোঽগ্নিমুদ্দিশ্যাদিভূতয়া মায়য়া হ্রীঁ বীজেনান্তভূতয়া বহ্নিজায়য়া স্বাহয়া চ সংযুক্তেন—ত্বমগ্নে সর্ব্বলোকানাং পাবনঃ স্বিষ্টকৃৎ প্রভুঃ। যজ্ঞসাক্ষী ক্ষেমকর্ত্তা সর্ব্বান্ কামান্ প্রপূরয়। ইত্যনেন মন্ত্রেণ হবনং কুর্য্যাৎ ॥ ৫০ ॥

ইত্থমিত্যাদি। ইত্থমনেন প্রকারেণ স্বিষ্টকৃতং হোমং সমাপ্য ক্রতুসাধকো যজ্ঞকর্ত্তা—কর্ম্মণোঽস্য পরব্রহ্মন্নযুক্তং বিহিতঞ্চ যৎ। তচ্ছান্ত্যৈ যজ্ঞসম্পত্ত্যৈ ব্যাহৃত্যা হূয়তে বিভো ॥ ইতি পরং ব্রহ্ম সম্প্রার্থ্য পরঃ ব্রহ্মৈবোদ্দিশ্য চ মায়াদিবহ্নিজায়ান্তৈঃ হ্রীঁ বীজাদিভিঃ স্বাহান্তৈর্ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রিভির্মন্ত্রৈরাহুতিত্রিতয়ং দদ্যাৎ। তথৈব হ্রীঁ বীজাদ্যেন স্বাহান্তেন ভূরাদিত্রিতয়েনৈকধাহুতিং দদ্যাৎ।

যথা—) হুতাশন! তুমি সকল লোককে পবিত্র করিয়া থাক, তুমি সকলের অভীষ্টফলদায়ক ও প্রভু, বিশেষতঃ তুমি সমুদায় যজ্ঞের সাক্ষী ও মঙ্গলকর্ত্তা; অধুনা তুমি আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ কর (২৩৫)।[৫০] যজ্ঞকর্ত্তা এইরূপে স্বিষ্টিকৃৎ-হোম সমাধা করিয়া (এইরূপ প্রার্থনা করিবে যে,) পরব্রহ্মন্! এই যজ্ঞে যাহা কিছু অযুক্ত কর্ম্ম হইয়াছে,[৫১] তাহা শান্তির নিমিত্ত এবং যজ্ঞসম্পত্তির নিমিত্ত আমি ব্যাহৃতি-হোম করিতেছি।

অনন্তর 'হ্রীঁ ভূঃ স্বাহা, হ্রীঁ ভুবঃ স্বাহা, হ্রীঁ স্বঃ স্বাহা,' এই তিন মন্ত্র দ্বারা[৫২]

---

* সর্ব্বত্র স্বিষ্টিকৃতমিত্যত্র স্বিষ্টকৃতমিতি পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

(২৩৫)—মন্ত্র যথা। হ্রীঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বলোকানাং পাবনঃ স্বিষ্টিকৃৎ প্রভুঃ। যজ্ঞসাক্ষী ক্ষেমকর্ত্তা সর্ব্বান্ কামান্ প্রপূরয় স্বাহা ॥

আহুতিত্রিতয়ং দদ্যাৎ ত্রিতয়েন তথৈব চ।
হুত্বাগ্নৌ যজমানেন দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং বুধঃ ॥ ৫৩ ॥
স্বয়ং চেৎ কর্ম্মকর্ত্তা স্যাৎ স্বয়মেবাহুতিং ক্ষিপেৎ *।
অভিষেকবিধানাদৌ এবমেব † বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৪ ॥
আদৌ মায়াং সমুচ্চার্য্য ততো যজ্ঞপতে বদেৎ।
পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্তু যজ্ঞদেবতাঃ।
ফলানি সম্যগ্‌যচ্ছন্তু বহ্নিকান্তাবধির্ম্মনুঃ ॥ ৫৫ ॥

বুধো যজ্ঞসাধক এবং হুত্বা যজমানেন সহ বিষ্ণুর্দ্দিগ্ধ বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণাগ্নৌ পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

স্বয়ঞ্চেদিত্যাদিশ্লোকস্ত স্পষ্টার্থঃ ॥ ৫৪ ॥

যেন মন্ত্রেণ পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ তমেব মন্ত্রমাহ, আদাবিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। আদৌ মায়াং হ্রীঁ বীজং সমুচ্চার্য্য ততো যজ্ঞপতে ইতি বদেৎ। ততঃ পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্তি যজ্ঞদেবতাঃ ফলানি সম্যগ্‌যচ্ছন্তু ইতি মনুর্জ্ঞাতঃ। অয়ং মনুর্বহ্নিকান্তাবধি স্বাহান্তঃ প্রোক্তঃ ॥ ৫৫ ॥

তিন বার আহুতি প্রদান করিবে। পরে 'হ্রীঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা', এই মন্ত্র দ্বারা একবার আহুতি প্রদান করিয়া বিচক্ষণ যজ্ঞকর্ত্তা যজমানের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন।[৫৩] যদি যজমান স্বয়ংই কর্ম্মকর্ত্তা হয়েন, তাহা হইলে স্বয়ংই আহুতি প্রদান করিবেন। অভিষেক-বিধানাদি স্থলেও এইরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে।[৫৪] (পূর্ণাহুতির মন্ত্রোদ্ধার যথা—) প্রথমতঃ মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া পরে 'যজ্ঞপতে' এই পদ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর বলিতে হইবে যে, 'পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্তু যজ্ঞদেবতাঃ ফলানি সম্যগ্‌যচ্ছন্তু' এই মন্ত্রের পর স্বাহা যোগ করিলেই পূর্ণাহুতির মন্ত্র হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা) আমার এই যজ্ঞ পূর্ণ হউক, যজ্ঞদেবতারা পরিতুষ্ট হইয়া এই যজ্ঞের সম্পূর্ণ

---

* স্বয়মেবাহুতিং ক্রমাৎ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

† অভিষেকবিধানাদাবেবমেব ইতি বা পাঠঃ।

মন্ত্রেণানেন মতিমান্ উত্থায় সুসমাহিতঃ।
ফলতাম্বূলসহিতাহুতিং দদ্যাদ্ধুতাশনে ॥ ৫৬ ॥
দত্তপূর্ণাহুতির্বিদ্বান্ শান্তিকর্ম্ম সমাচরেৎ।
প্রোক্ষণীপাত্রতোয়েন কুশৈঃ সম্মার্জ্জয়েচ্ছিরঃ ॥ ৫৭ ॥
আপঃ সুমিত্রিয়াঃ সন্তু ভবন্ত্বোষধয়ো মম।
আপো রক্ষন্তু মাং নিত্যমাপো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥
আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতনঃ।
ইত্যাভ্যাং মার্জ্জনং কৃত্বা ভূমৌ বিন্দূন্ বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ৫৯ ॥

মন্ত্রেণেত্যাদি। মতিমান্ যজ্ঞসাধকো যজমানেন সহোত্থায় সুসমাহিতঃ অতিসাবধানঃ সন্ননেন মন্ত্রেণ ফলতাম্বূলসহিতাহুতিং হুতাশনেঽগ্নৌ দদ্যাৎ ॥ ৫৬॥
দত্তেত্যাদি। এবং দত্তপূর্ণাহুতিঃ সন্ বিদ্বান্ যজ্ঞসাধকঃ শান্তিকর্ম্ম সমাচরেৎ। শান্তিকর্ম্মাচরণস্যৈব বিধিমাহ, প্রোক্ষণীপাত্রেত্যাদিভিঃ॥ ৫৭ ॥
শিরঃসম্মার্জ্জনার্থমাপ ইত্যাদিকং মন্ত্রদ্বয়মাহ, আপ ইত্যাদি। হে আপো ভবত্যো মম সুমিত্রিয়াঃ সন্তু ওষধয়শ্চ ভবন্তু ইত্যেবমন্বয়ঃ। সুমিত্রাণ্যেব সুমিত্রিয়াঃ স্বার্থে ঘ্যঃ তস্যেয়াদেশঃ। ৫৮ ॥
আপো হীত্যাদি। আপ ইত্যাদেরর্থো বক্ষ্যতে। ইত্যাভ্যাং মন্ত্রাভ্যাং শিরসো মার্জনং কৃত্বা ভূমৌ কুশৈর্ব্বিন্দূন্ বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ৫৯ ॥

ফল প্রদান করুন।[৫৫] জ্ঞানী ব্যক্তি (যজমানের সহিত) দণ্ডায়মান হইয়া সুসমাহিত চিত্তে এই মন্ত্র দ্বারা ফল ও তাম্বূলের সহিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন (২৩৬)।[৫৬] বিদ্বান্ ব্যক্তি এইরূপে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া আপঃ সুমিত্রিয়াঃ সন্তু ইত্যাদি শান্তিকর্ম্ম করিবেন। প্রথমতঃ কুশ দ্বারা প্রোক্ষণাপাত্র হইতে জল লইয়া (আপঃ সুমিত্রিয়াঃ সন্তু ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে) মস্তকে প্রদান করিতে হইবে।[৫৭] (মন্ত্রার্থ যথা—) সলিল আমার সন্মিত্র স্বরূপ হউক; সলিল আমার পক্ষে ওষধি স্বরূপ হউক; জল নারায়ণ স্বরূপ; এই জল আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করুন।[৫৮] হে সলিল! আমাদিগকে তুমি সুখ প্রদান

---

(২৩৬)—পূর্ণাহুতির মন্ত্র যথা। হ্রীঁ যজ্ঞপতে পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে হৃষ্যন্তু যজ্ঞদেবতাঃ। ফলানি সম্যগ্ যচ্ছন্তু স্বাহা ॥

যে দ্বিষন্তি চ মাং নিত্যং যাংশ্চ দ্বিষ্মো বয়ম্ ।
আপো দুর্ম্মিত্রিয়াস্তেষাং সন্তু ভক্ষন্তু তানপি ॥ ৬০ ॥
অনেনেশানদিগ্‌ভাগে বিন্দূন্ প্রক্ষিপ্য তান্ কুশান্ ।
হিত্বা কৃতাঞ্জলির্ভূম্না প্রার্থয়েদ্ধব্যবাহনম্ ॥ ৬১ ॥
বুদ্ধিং বিদ্যাং বলং মেধাং প্রজ্ঞাং শ্রদ্ধাং যশঃ শ্রিয়ম্ ।
আরোগ্যং তেজ আয়ুষ্যং দেহি মে হব্যবাহন ॥ ৬২ ॥
ইতি প্রার্থ্য বীতিহোত্রং বিসৃজেদমুনা শিবে ॥ ৬৩ ॥

ভূমৌ বিন্দূনাং নিক্ষেপণস্য মন্ত্রমাহ, যে দ্বিষন্তীত্যাদি ॥ ৬০ ॥
অনেনেত্যাদি। অনেন মন্ত্রেণেশানদিগ্‌ভাগে কুশৈর্ব্বিন্দূন্ প্রক্ষিপ্য তান্ কুশানপি তত্রৈব হিত্বা ত্যক্ত্বা কৃতাঞ্জলির্ভূম্না হব্যবাহনমগ্নিং প্রার্থয়েৎ ॥ ৬১ ॥
অগ্নিং কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, বুদ্ধিমিত্যাদি। বুদ্ধিং শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানম্। বিদ্যাম্ আত্মজ্ঞানম্। মেধাং ধারণাবতীং ধিয়ম্। প্রজ্ঞাং সারাসারবিবেকনৈপুণ্যম্ ॥ ৬২ ॥
ইতীত্যাদি। হে শিবে ইতি বীতিহোত্রমগ্নিং প্রার্থ্যামুনা বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ তমেব বিসৃজেৎ ॥ ৬৩ ॥

কর, তুমি আমাদের ঐহিক বিষয়ও প্রদান কর। উক্ত মন্ত্রদ্বয় দ্বারা মস্তক অভ্যুক্ষিত করিয়া পশ্চাৎ ভূমিতেও জলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে।[৫৯]

অনন্তর 'যে দ্বিষন্তি ইত্যাদি' অর্থাৎ যাহারা নিয়ত আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরাও যে সকল লোকের দ্বেষ করিয়া থাকি, তাহাদের পক্ষে জল শত্রুস্বরূপ হউক এবং তাহাদিগকে ভক্ষণ করুক, এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কুশ দ্বারা ঈশান কোণে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া, সেই কুশ সমুদায়ও পরিত্যাগ করিয়া,[৬০] কৃতাঞ্জলিপুটে হুতাশনের নিকট 'বুদ্ধিং বিদ্যাং' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠে প্রার্থনা করিবে।[৬১] (উক্ত মন্ত্রার্থ যথা—) হুতাশন ! আমাকে বুদ্ধি (শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্যগ্রহণ-শক্তি), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), বল (শারীরিক শক্তি), মেধা (ধারণাশক্তি), প্রজ্ঞা (সারাসার-বিবেক-নৈপুণ্য), শ্রদ্ধা, যশ, শ্রী, আরোগ্য, তেজ ও আয়ু, এতৎসমুদায় প্রদান কর।[৬২] শিবে ! অগ্নির নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ('যজ্ঞ যজ্ঞপতিং' ইত্যাদি) মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে বিসর্জ্জন

যজ্ঞ যজ্ঞপতিং গচ্ছ যজ্ঞং গচ্ছ হুতাশন।
স্বাং যোনিং গচ্ছ যজ্ঞেশ পূরয়াস্মন্মনোরথম্ ॥ ৬৪ ॥
অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহেতি মন্ত্রেণাগ্নেরুদগ্‌দিশি।
দত্ত্বা দধ্যাহুতিং বহ্নিং দক্ষিণস্যাং বিচালয়েৎ ॥ ৬৫ ॥
ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দত্ত্বা ভক্ত্যা নত্বা বিসর্জ্জয়েৎ।
ততস্তু তিলকং কুর্য্যাৎ স্রুবসংলগ্নভস্মনা ॥ ৬৬ ॥
মায়াং কামং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বশান্তিকরং ভব।
ললাটে তিলকং কুর্য্যাৎ মন্ত্রেণানেন যাজ্ঞিকঃ ॥ ৬৭ ॥

অগ্নিবিসর্জনস্যৈব মন্ত্রমাহ, যজ্ঞেতি। হে যজ্ঞ ত্বং যজ্ঞপতিং বিষ্ণুং গচ্ছ প্রাপ্নুহি। হে হুতাশন ত্বং যজ্ঞং গচ্ছ। হে যজ্ঞেশ যজ্ঞকর্ত্তস্ত্বং স্বাং যোনি-মাত্মীয়স্থানং গচ্ছ। হে যজ্ঞাদিক ত্বমস্মন্মনোরথমস্মাকং কামং পূরয়। যজ্ঞ যজ্ঞপতিমিত্যাদিনা অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহেত্যস্তেনানেন মন্ত্রেণাগ্নেরুদগ্দিশি দধ্যাহুতিং দত্ত্বা দক্ষিণস্যাং দিশি বহ্নিমনেনৈব মন্ত্রেণ বিচালয়েৎ ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মণে ইত্যাদিস্তু স্পষ্টার্থঃ ॥ ৬৬ ॥

ননু কেন মন্ত্রেণ ললাটে তিলকং কর্ত্তব্যং তত্রাহ, মায়ামিত্যাদি। মায়াং হ্রীঁ বীজং কামং ক্লীঁ বীজং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বশান্তিকরো ভবেতি বদেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ ক্লীঁ সর্ব্বশান্তিকরো ভবেতি মন্ত্রো জাতঃ। যাজ্ঞিকো যজ্ঞকর্ত্তানেন মন্ত্রেণ ললাটে তিলকং কুর্য্যাৎ ॥ ৬৭ ॥

করিবে।[৬৩] (বিসর্জ্জন মন্ত্রের অর্থ এই যে,) যজ্ঞ! তুমি যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুতে গমন কর। হুতাশন! তুমি যজ্ঞেতে প্রবিষ্ট হও। যজ্ঞেশ্বর! তুমি স্বস্থানে গমন কর, এবং আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া দাও।[৬৪] পরে 'অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহা', এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নির উত্তরদিকে দধি দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া অগ্নিকে দক্ষিণদিকে চালিত করিবে।[৬৫]

অনন্তর ব্রহ্মাকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া ভক্তি সহকারে নমস্কার পূর্ব্বক বিস-র্জ্জন করিবে অর্থাৎ দর্ভবটুর দর্ভগ্রন্থি মোচন করিবে। পরে স্রুব নামক যজ্ঞপাত্র-সংলগ্ন ভস্ম দ্বারা তিলক করিতে হইবে।[৬৬] 'হ্রীঁ ক্লীঁ সর্ব্বশান্তিকরং ভব,' এই মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞকর্ত্তা ললাটে তিলক ধারণ করিবেন।[৬৭] অনন্তর

শান্তিরস্তু শিবং চাস্তু বাসবাগ্নিপ্রসাদতঃ।
মরুতাং ব্রহ্মণশ্চৈব বসুরুদ্রপ্রজাপতেঃ ॥ ৬৮ ॥
অনেন মনুনা পুষ্পং ধারয়েন্মস্তকোপরি *।
স্বশক্ত্যা দক্ষিণাং দদ্যাৎ হোমপ্রকৃতকর্ম্মণোঃ ॥ ৬৯ ॥
ইতি তে কথিতা দেবি সর্ব্বকর্ম্মকুশণ্ডিকা।
প্রযোজ্যা শুভকর্ম্মাদৌ যত্নতঃ কুলসাধকৈঃ ॥ ৭০ ॥
প্রকৃতে কর্ম্মণি শিবে চরুর্যেষাং কুলাগমঃ।
সিদ্ধ্যর্থং কর্ম্মণাস্তেষাং † চরুকর্ম্ম নিগদ্যতে ॥ ৭১ ॥

শান্তিরিত্যাদি। শিবং কল্যাণম্। মরুতামিত্যাদাবপি প্রসাদত ইত্যস্য যোজনা কর্ত্তব্যা। ৬৮।

অনেনেত্যাদি। অনেন শান্তিরস্ত্বিত্যাদিনা প্রজাপতেরিত্যন্তেন মনুনা মস্তকোপরি পুষ্পং ধারয়েৎ। ততো হোমপ্রকৃতকর্ম্মণোঃ স্বশক্ত্যা দক্ষিণাং যজ্ঞসাধকায় ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ। ৬৯। ৭০।

প্রকৃতে ইত্যাদি। প্রকৃতে কর্ম্মণি ঋতুসংস্কারাদৌ। চরুঃ দেবতার্থং পবমান্নম্। কুলে আগমনং যস্য চরোঃ স কুলাগমঃ। ৭১।

(শান্তির নিমিত্ত) 'শান্তিরস্তু শিবং চাস্তু' ইত্যাদি অর্থাৎ, ইন্দ্রের অগ্নির ব্রহ্মার প্রজাপতির বসুগণের রুদ্রগণের ও মরুদ্গণের প্রসাদে আমাদের শান্তি হউক ও মঙ্গল হউক। ৬৮ এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মস্তকে পুষ্প ধারণ করিতে হইবে। তৎপরে যজমান নিজ শক্তি অনুসারে হোমের ও প্রকৃত কর্ম্মের দক্ষিণা প্রদান করিবেন। ৬৯

দেবি! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বসৎকর্ম্মে প্রযোজনীয় কুশণ্ডিকা বিবরণ কহিলাম। যাঁহারা কুলসাধক তাঁহারা সমুদায় শুভকর্ম্মের অগ্রে যত্ন পূর্ব্বক ইহার অনুষ্ঠান করিবেন। ৭০ শিবে! বংশক্রমে যাহাদের প্রকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে চরুপাক করিবার নিয়ম আছে, তাঁহাদের কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত চরুকর্ম্ম

---

* অনেন মনুনায়ুবোং ধারয়েন্মস্তকোপরি ইতি বা পাঠঃ।

† সিদ্ধ্যর্থং কর্ম্মণস্তেষাম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

চরুস্থালী প্রকর্ত্তব্যা তাম্রী বা মৃত্তিকোদ্ভবা ॥ ৭২ ॥
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা দ্রব্যসংস্করণাবধি।
কৃত্বা কর্ম্ম চরুস্থালীম্ আনয়েদাত্মনম্মুখে ॥ ৭৩ ॥
অক্ষতামব্রণাং দৃষ্ট্বা প্রাদেশপরিমাণকম্।
পবিত্রকুশমেকঞ্চ স্থালীমধ্যে নিযোজয়েৎ ॥ ৭৪ ॥
আনীয় তণ্ডুলাংস্তত্র সংস্থাপ্য স্থণ্ডিলান্তিকে।
যস্মিন্ কর্ম্মণি যে দেবাঃ পূজনীয়াঃ সুরার্চ্চিতে ॥ ৭৫ ॥

চরুকর্ম্মৈবাহ, চরুস্থালীত্যাদিভিঃ ॥ ৭২ ॥

কুশণ্ডিকেত্যাদি। কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা দ্রব্যসংস্করণাবধি দ্রব্যসংস্কারপর্য্যন্তং সর্ব্বং কর্ম্ম কৃত্বা চরুস্থালীমাত্মসম্মুখে দেশে আনয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

অক্ষতামিত্যাদি। ততোঽক্ষতামভগ্নামব্রণামচ্ছিদ্রাং চরুস্থালীং দৃষ্ট্বা প্রাদেশপরিমাণকমেকং পবিত্রকুশং স্থালীমধ্যে নিযোজয়েৎ ॥ ৭৪ ॥

আনীয়েত্যাদি। ততস্তত্র যজ্ঞস্থানে তণ্ডুলানানীয় স্থণ্ডিলান্তিকে সংস্থাপ্য চ যস্মিন্ ঋতু সংস্কারাদৌ কর্ম্মণি যে দেবাঃ পূজনীয়াস্তত্তন্নাম চতুর্থ্যন্তমুক্ত্বা ততঃ পরং ত্বাজুষ্টমিতীরয়ন্ বদন্ ততঃ পরং ক্রমাদেব গৃহ্নামীতি নির্ব্বপামীতি

বলিতেছি। [৭২] চরুস্থালী তাম্রময়ী অথবা মৃণ্ময়ী হওয়া আবশ্যক। [৭৩] পরে কুশণ্ডিকোক্ত বিধানানুসারে দ্রব্যসংস্কার পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনার সম্মুখে চরুস্থালী আনয়ন করিবে।[৭৩] অনন্তর ঐ চরুস্থালী অক্ষত ও অব্রণ কি না, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া প্রাদেশ-প্রমাণ একটি পবিত্র (কুশ) (২৩৭) সেই স্থালীমধ্যে স্থাপন করিবে।[৭৪] সুরবন্দিতে! তৎপরে যজ্ঞস্থলে তণ্ডুল আনয়ন করিয়া স্থণ্ডিলের নিকট সংস্থাপন পূর্ব্বক ঋতুসংস্কার

---

(২৩৭)—"অনন্তর্গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেব চ।
প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ ॥"

অর্থাৎ, নির্গর্ভ প্রাদেশপ্রমাণ সাগ্র কুশপত্রদ্বয় (অন্যকুশদ্বারা যথারীতি বেষ্টন করিলে) পবিত্র নামে অভিহিত হয়। এই পবিত্র পার্ব্বণশ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে অর্ঘ্যের নিমিত্ত এবং হোমাদি স্থলে ঘৃত-সংস্কারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহাভারতে কথিত আছে যে, গরুড় পরম-

তত্তন্নাম চতুর্থ্যন্তম্ উক্ত্বা স্বাজুষ্টমীরয়ন্।
গৃহ্নামি নির্ব্বপামীতি প্রোক্ষয়ামি ক্রমাদ্বদন্ * ॥ ৭৬ ॥
গৃহীত্বা নির্ব্বপেৎ স্থাল্যাং প্রোক্ষয়েজ্জলবিন্দুনা।
প্রত্যেকঞ্চতুরো মুষ্টীন্ দেবমুদ্দিশ্য তণ্ডুলান্ ॥ ৭৭ ॥

প্রোক্ষামীতি চ বদন্ সন্ প্রত্যেকং দেবমুদ্দিশ্য চতুরো মুষ্টীন্ চতুর্মুষ্টিপরিমিতাং-স্তণ্ডুলান্ গৃহীত্বা স্থাল্যাং নির্ব্বপেৎ জলবিন্দুনা প্রোক্ষয়েচ্চ। অমুকদেবায় স্বাজুষ্টং গৃহ্নামীতি মন্ত্রেণ তণ্ডুলানাদায়ামুকদেবায় স্বাজুষ্টং নির্ব্বপামীতি মন্ত্রেণ স্থাল্যাং নিঃক্ষিপেৎ। অমুকদেবায় স্বাজুষ্টং প্রোক্ষামীতি মন্ত্রেণ জলবিন্দুনা তানভি-ষিঞ্চেচ্চেত্যর্থঃ। সু আজুষ্টমিতি চ্ছেদঃ। আজুষ্টং প্রীতিঃ। আজুষ্টমিতি ক্রিয়া-বিশেষণম্ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ ৭৭ ॥

প্রভৃতি যে কর্ম্মে যে দেবতার পূজা করিবার বিধি আছে,[৭৫] চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত তত্তন্নাম উল্লেখ করিয়া 'স্বা জুষ্টম্' (সেবা বা ভোগের নিমিত্ত তোমাকে) এই বাক্য সহকারে ক্রমশঃ গৃহ্নামি (গ্রহণ করিতেছি), নির্ব্বপামি (স্থালীতে রাখিতেছি), প্রোক্ষযামি (জলদ্বারা প্রোক্ষিত করিতেছি) বলিয়া[৭৬] প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশে চারি চারি মুষ্টি তণ্ডুল (যথাক্রমে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক) গ্রহণ করিবে, স্থালীতে রাখিবে এবং জলদ্বারা প্রোক্ষিত করিবে (২৩৮)।[৭৭]

* প্রোক্ষয়ামীত্যত্র প্রোক্ষামি ইতি, ক্রমাদ্বদন্ ইত্যত্র ক্রমাদ্বদেৎ ইতি চ পাঠান্তরম্।

পবিত্র অমৃত আহরণ পূর্ব্বক কুশের উপরি রাখিয়াছিলেন বলিয়া তদবধি কুশের নাম পবিত্র হইয়াছে।

(২৩৮)—মন্ত্র যথা। অমুকদেবায় স্বা জুষ্টং গৃহ্নামি, এই মন্ত্র দ্বারা তণ্ডুল গ্রহণ করিবে; অমুকদেবায় স্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি, এই মন্ত্র দ্বারা তাহা স্থালীতে স্থাপন করিবে; এবং পরে অমুকদেবায় স্বা জুষ্টং প্রোক্ষয়ামি, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ তণ্ডুলে জল প্রদান করিবে। এই মন্ত্রের অর্থ হইতেছে যে, অমুকদেবতার উদ্দেশে তাঁহার সেবা বা ভোগের নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। এবং সেই নিমিত্ত তোমাকে স্থালীতে রক্ষা করিতেছি, এবং প্রোক্ষিত করিতেছি। টীকাকার স্বা এবং জুষ্টং ইহা পৃথক্ না করিয়া এক পদ করিয়াছেন এবং সন্ধি বিচ্ছেদ দ্বারা সু আজুষ্টং এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এইরূপ অর্থ হয়, যে, আমি প্রীতি পূর্ব্বকই

ততো দুগ্ধং সিতাঞ্চৈব দত্ত্বা পাকবিধানতঃ।
সুপচেৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ সাবধানেন সুব্রতে ॥ ৭৮ ॥
সুপক্বং কোমলং জ্ঞাত্বা দদ্যাৎ তত্র ঘৃতস্রবম্ ॥ ৭৯ ॥
অগ্নেরুত্তরতঃ পাত্রং বিনিধায় কুশোপরি।
পুনস্ত্রিধা ঘৃতং দত্ত্বা স্থালীমাচ্ছাদয়েৎ কুশৈঃ ॥ ৮০ ॥
ততঃ স্রুবে চরুস্থাল্যা ঘৃতাধারণপূর্ব্বকম্।
কিঞ্চিচ্চরুং সমাদায় জানুহোমং সমাচরেৎ ॥ ৮১ ॥

তত ইত্যাদি। হে সুব্রতে ততঃ পরং ক্রমেণ দুগ্ধং সিতাঞ্চ স্থাল্যাং দত্ত্বা সাবধানেন মনসা সংস্কৃতে বহ্নৌ পাকবিধানতশ্চরুং সুপচেৎ ॥ ৭৮ ॥

সুপক্বমিত্যাদি। ততঃ সুপক্বং কোমলং চরুং জ্ঞাত্বা তত্র ঘৃতস্রবং ঘৃতপূর্ণস্রুবং দদ্যাৎ ॥ ৭৯ ॥

অগ্নেরিত্যাদি। ততশ্চরুপাত্রমগ্নেরুত্তার্য্যাগ্নেরুত্তরতো দেশে কুশোপরি বিনিধায় সংস্থাপ্য চ পুনস্ত্রিধা ত্রিবারং তত্র ঘৃতং দত্ত্বা কুশৈঃ স্থালীমাচ্ছাদয়েৎ ॥ ৮০ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং ঘৃতাধারণপূর্ব্বকং ঘৃতসেচনপূর্ব্বকং চরুস্থাল্যাঃ সকাশাৎ কিঞ্চিচ্চরুং স্রুবে সমাদায় গৃহীত্বা জানুহোমং সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। পৃথিব্যাং দক্ষিণং জানু পাতয়িত্বা যো হোমো বিধীয়তে স এব জানুহোমো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ৮১ ॥

সুব্রতে! অনন্তর তাহাতে দুগ্ধ ও শর্করা প্রদান করিয়া সমাহিত হৃদয়ে উহা সুসংস্কৃত বহ্নিতে পাকবিধি অনুসারে উত্তমরূপে পাক করিবে।৭৮ পরে যখন জানিতে পারিবে যে, ঐ অন্ন সুপক্ব ও কোমল হইয়াছে, তখন তাহাতে স্রুবপূর্ণ ঘৃত নিক্ষেপ করিবে।৭৯ অনন্তর সেই চরুস্থালী নামাইয়া অগ্নির উত্তরদিকে কুশোপরি স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে পুনশ্চ তিনবার ঘৃত প্রদান করিয়া কুশ দ্বারা ঐ স্থালী আচ্ছাদিত করিবে।৮০

অনন্তর ঘৃত প্রদান পূর্ব্বক সেই চরুস্থালী হইতে স্রুবনামক যজ্ঞপাত্রে

অমুক দেবতার উদ্দেশে গ্রহণ করিতেছি স্থালীতে রাখিতেছি, এবং প্রোক্ষণ করিতেছি। আমাদের বিবেচনায় পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থই সুসঙ্গত।

ধারাহোমং ততঃ কৃত্বা প্রধানীভূতকর্ম্মণি ।
যত্র যে বিহিতা দেবাঃ তন্মন্ত্রৈরাহুতিং * হুনেৎ ॥ ৮২ ॥
সমাপ্য প্রকৃতং হোমং স্বিষ্টিকৃদ্ধোমপূর্ব্বকম্ ।
প্রায়শ্চিত্তাত্মকং হুত্বা কুর্য্যাৎ কর্ম্মসমাপনম্ ॥ ৮৩ ॥
সংস্কারেষু প্রতিষ্ঠাসু বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
বিধেয়ঃ শুভকর্ম্মাদৌ কর্ম্মসংসিদ্ধিহেতবে ॥ ৮৪ ॥
অথোচ্যতে মহামায়ে গর্ভাধানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ † ॥
তত্রাদাবৃতুসংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু ॥ ৮৫ ॥

ধারেত্যাদি। ততো ধারাহোমং কৃত্বা যত্র যস্মিন্ প্রধানীভূতকর্ম্মণি যে দেবাঃ পূজ্যা বিহিতাস্তন্মন্ত্রৈস্তেষাং দেবানাং মন্ত্রৈরাহুতীর্হুনেদ্দদ্যাৎ ॥ ৮২ ॥

কিঞ্চিৎ চরু লইয়া তাহাতে জানুহোম করিবে (২৩৯)।[৮১] পরে ধারা-হোম ২৪০) করিয়া যে যে প্রধানীভূত কর্ম্মে যে যে দেবতা পূজ্য, সেই সেই দেবতার উদ্দেশে সেই সেই দেবতার মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে।[৮২] এইরূপে প্রকৃত হোম সমাপন করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ-হোম (যজ্ঞের অঙ্গবৈগুণ্য নাশ পূর্ব্বক পূর্ণতা সম্পাদক হোম) সমাধান পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তাত্মক (ব্যাহৃতি) হোম করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবে।[৮৩]

দশবিধ সংস্কার সময়ে এবং প্রতিষ্ঠা সময়ে এইরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। ফলতঃ সমুদায় শুভকর্ম্মেই প্রথমতঃ অভিলষিত ফল সিদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ বিধানানুসারে কুশণ্ডিকানুষ্ঠান করিতে হইবে।[৮৪]

* তন্মন্ত্রৈরাহুতীর্হুনেৎ ইতি পাঠান্তরম্। আহুতির্হুনেৎ ইতি প্রামাদিক-পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

† গর্ভাধানোদিতাঃ ক্রিয়াঃ ইত্যপি পাঠঃ।

(২৩৯)—ভূমিতে দক্ষিণ জানু পাতিয়া যে সমুদায় হোম করিবার বিধি আছে, তাহার নাম জানুহোম।

(২৪০) মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কোন একদিক্ হইতে অপর কোন দিক্ পর্য্যন্ত ঘৃতধারা প্রদানে যে হোম করা যায়, তাহারই নাম ধারাহোম।

কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শুদ্ধঃ পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
ব্রহ্মা দুর্গা গণেশশ্চ গ্রহা দিক্‌পতয়স্তথা ॥ ৮৬ ॥
স্থণ্ডিলস্যেন্দ্রদিগ্‌ভাগে ঘটেষ্বেতান্ প্রপূজয়েৎ।
ততস্তু মাতৃকাঃ পূজ্যা গৌর্য্যাদ্যাঃ ষোড়শ ক্রমাৎ ॥ ৮৭ ॥
গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিঃ ক্ষমা।
আত্মনো দেবতা চৈব তথৈব কুলদেবতাঃ ॥ ৮৮ ॥
আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বাঃ ত্রিদশানন্দকারিকাঃ।
বিবাহব্রতযজ্ঞানাং সর্ব্বাভীষ্টং প্রকল্প্যতাম্ ॥ ৮৯ ॥

সমাপ্যেত্যাদি। এবং প্রকৃতং হোমং সমাপ্য স্বিষ্টকৃদ্ধোমপূর্ব্বকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং হুত্বা হোমং কৃত্বা কর্ম্মসমাপনং হোমকর্ম্মণঃ সমাপ্তিং কুর্য্যাৎ ॥৮৩॥৮৪॥৮৫॥

ঋতুসংস্কারবিধিমেবাহ, কৃতনিত্যক্রিয় ইত্যাদিভিঃ। নন্থ কান্ পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, ব্রহ্মেত্যাদি ॥ ৮৬ ॥

স্থণ্ডিলস্যেত্যাদি। স্থণ্ডিলস্য চত্বরস্যেন্দ্রদিগ্‌ভাগে পূর্ব্বভাগে সংস্থাপিতেষু পঞ্চসু ঘটেষ্বেতান্ ব্রহ্মাদীন্ দেবান্ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

পূজ্যা গৌর্য্যাদ্যাঃ মাতৃকা এব দর্শয়তি, গৌরীত্যাদিনা সার্দ্ধেন ॥ ৮৮ ॥

অথ গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাবাহনার্থং মন্ত্রদ্বয়মাহ, আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বা ইত্যাদি ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥

মহামায়ে! অতঃপর গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ কীর্ত্তন করিতেছি। তন্মধ্যে ক্রম অনুসারে সর্ব্বাগ্রে ঋতুসংস্কার বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৮৫]

প্রথমতঃ নিত্যকর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক শুচি হইয়া ব্রহ্মা দুর্গা গণেশ গ্রহগণ ও দিক্‌পতিগণ, এই পঞ্চদেবতার পূজা করিবে।[৮৬] স্থণ্ডিলের পূর্ব্ব দিকে স্থাপিত ঘটের উপরি এই সমুদায় দেবতার পূজা করিয়া তৎপরে ক্রমশঃ সেই স্থলেই গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিতে হইবে।[৮৭] উক্ত ষোড়শ মাতৃকার নাম যথা—) গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা আত্মদেবতা ও কুলদেবতা।[৮৮] 'আয়ান্তু মাতরঃ' ইত্যাদি অর্থাৎ, দেবগণের আনন্দদায়িনী মাতৃকাগণ আগমন করুন।

যানশক্তিসমারূঢ়াঃ সৌম্যমূর্ত্তিধরাঃ সদা।
আয়ান্তু মাতরঃ সর্ব্বা যজ্ঞোৎসবসমৃদ্ধয়ে ॥ ৯০ ॥
ইত্যাবাহ্য মাতৃগণান্ স্বশক্ত্যা পরিপূজ্য চ।
দেহল্যাং নাভিমাত্রায়াং প্রাদেশপরিমাণতঃ।
সপ্ত বা পঞ্চ বা বিন্দূন্ দদ্যাৎ সিন্দূরচন্দনৈঃ ॥ ৯১ ॥
প্রত্যেকবিন্দুং মতিমান্ কামং মায়াং রমাং স্মরন্।
ঘৃতধারামবিচ্ছিন্নাং দত্ত্বা তত্র বসুং যজেৎ ॥ ৯২ ॥

ইতীত্যাদি। ইত্যাভ্যাং মন্ত্রাভ্যাং মাতৃগণানাবাহ্য স্বশক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পরিপূজ্য চ নাভিমাত্রায়াঃ নাভিপরিমিতায়াং দেহল্যাং প্রাদেশপরিমাণক-পরিমিতে দেশে সপ্ত বা পঞ্চ বা বিন্দূন্ সিন্দূরচন্দনৈর্দদ্যাৎ। ৯১ ॥

প্রত্যেকেত্যাদি। মতিমান্ কর্ম্মসাধকঃ কামং ক্লীমিতি মায়াং হ্রীমিতি রমাং শ্রীমিতি চ বীজং স্মরন্ সন্ প্রত্যেকবিন্দুমবিচ্ছিন্নাং ঘৃতধারাং দত্ত্বা তত্রৈব বসুং দেবং গন্ধপুষ্পাদিভির্যজেৎ ॥ ৯২ ॥

বসুধারামিত্যাদি। মহোক্তেনৈব বক্ষ্যনৈবমনেন প্রকারেণ বসুধারাং প্রকল্প্য সম্পাদ্য ধীরো বিচক্ষণঃ কর্ম্মসাধকঃ স্থণ্ডিলং চত্বরং বিরচ্য তত্র বহ্নিস্থাপন-

---

তাঁহারা বিবাহবিষয়ে ব্রতবিষয়ে ও যজ্ঞবিষয়ে সমুদায় অভিপ্রেত ফল প্রদান করুন।[৮৯] স্ব স্ব যান ও শক্তি সমারূঢ় সর্ব্বদা সৌম্যমূর্ত্তিধারিণী মাতৃকাগণ এই যজ্ঞোৎসব-সমৃদ্ধির নিমিত্ত আগমন করুন।[৯০]

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মাতৃকাগণকে আবাহন করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে। পরে দেহলীতে (দেয়ালে) নাভিপরিমিত উচ্চ স্থানে প্রাদেশ-পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত সিন্দূর ও চন্দন দ্বারা সাতটি বা পাঁচটি বিন্দু অঙ্কিত করিবে।[৯১] অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি 'ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' এই বীজত্রয় স্মরণ করিতে করিতে প্রত্যেক বিন্দুর উপবিভাগে অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা প্রদান করিয়া তাহাতে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা চেদিরাজ বসুর পূজা করিবে।[৯২]

ধীর ব্যক্তি মদুক্ত পদ্ধতি অনুসারে এইরূপে বসুধারা সম্পাতন করিয়া স্থণ্ডিল রচনা পূর্ব্বক তাহাতে বহ্নিস্থাপন করিবে। পরে হোমদ্রব্য সমুদায় সংস্কার

বসুধারাং প্রকল্প্যৈবং যথোক্তেনৈব বর্ত্মনা।
বিরচ্য স্থণ্ডিলং ধীরো বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বকম্।
হোমদ্রব্যানি সংস্কৃত্য পচেচ্চরুমনুত্তমম্॥ ৯৩॥
প্রাজাপত্যশ্চরুশ্চাত্র বায়ুনামা হুতাশনঃ।
সমাপ্য ধারাহোমান্তং কৃত্বার্ত্তবমারভেৎ॥ ৯৪॥
হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা চরুণৈবাহুতিত্রয়ম্।
প্রদায়ৈকাহুতিং দদ্যাৎ ইমং মন্ত্রমুদীরয়ন্॥ ৯৫॥
বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতিঃ ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥ ৯৬॥

পূর্ব্বকং হোমদ্রব্যাণি সংস্কৃত্য চারুত্তমং ন বিদ্যতে উত্তমো যস্মাদেবম্ভূতং চরুং পচেৎ। ৯৩॥

প্রাজাপত্য ইত্যাদি। অত্র ঋতুসংস্কারকর্ম্মণি যচ্চরুঃ পচ্যতে স প্রাজাপত্যঃ প্রজাপতিদেবতাকো ভবতি। হুতাশনোঽগ্নিশ্চ বায়ুনামা ভবতি। ততঃ পূর্ব্বোক্তেন বিধিনা ধারাহোমান্তং কর্ম্ম সমাপ্য কৃত্যং কর্ত্তব্যং আর্ত্তবমৃতুসংস্কারকর্ম্মারভেৎ॥৯৪॥

হ্রীমিত্যাদি। হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রজাপতিমুদ্দিশ্য চরুণৈবাহুতিত্রয়ং প্রদায়েমং বক্ষ্যমাণং মন্ত্রমুদীরয়ন্ বদন্ সন্ একাহুতিং দদ্যাৎ॥৯৫॥

একাহুতিদানার্থং মন্ত্রমেবাহ, বিষ্ণুর্যোনিমিত্যাদি। পিংশতু দীপয়তু॥৯৬॥

করিয়া উৎকৃষ্ট রূপে চরু পাক করিবে।[৯৩] এই ঋতুসংস্কারকার্য্যে যে চরু প্রস্তুত হয়, তাহার নাম প্রাজাপত্য চরু, এবং ইহাতে যে বহ্নি স্থাপিত হয়েন, তাঁহার 'বায়ু' এই নামকরণ করিতে হইবে। পরে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধারাহোম পর্য্যন্ত কার্য্য সমুদায় সমাধা করিয়া ঋতুকর্ম্ম আরম্ভ করিবে।[৯৪]

(ঋতুকর্ম্মবিধান যথা—) হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক চরু দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশে আহুতিত্রয় প্রদান করিতে হইবে। পরে ('বিষ্ণুর্যোনিং' ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে এক আহুতি প্রদান করিবে।[৯৫] (উক্ত মন্ত্রার্থ যথা—)বিষ্ণু উৎপাদিকা শক্তি নিহিত করুন, ত্বষ্টা রূপবিধান করুন;

আজ্যেন চরুণা বাপি সাজ্যেন চরুণাপি বা।
সূর্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতিমুৎসৃজেৎ ॥ ৯৭ ॥
গর্ভং ধেহি সিনীবালী * গর্ভং ধেহি সরস্বতী।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ৯৮ ॥
ধ্যাত্বা দেবীং সিনীবালীং সরস্বত্যশ্বিনৌ তথা।
স্বাহান্তমনুনানেন দদ্যাদাহুতিমুত্তমাম্ ॥ ৯৯ ॥

আজ্যেনেত্যাদি। বিষ্ণুর্যোনি মিত্যাদিনা মন্ত্রেণাজ্যেন ঘৃতেন বা চরুণৈব বা সাজ্যেন সঘৃতেন চরুণা বা সূর্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ সংস্তানেবোদ্দিশ্যৈকামাহুতিমুৎসৃজেদ্দদ্যাৎ ॥৯৭॥৯৮॥

ধ্যাত্বেত্যাদি। অনেন গর্ভং ধেহি সিনীবালীত্যাদিনা স্বাহান্তেন মনুনা সিনীবালীং দেবীং তথা সরস্বত্যশ্বিনৌ সরস্বতীসহিতাবশ্বিনৌ দেবৌ চ ধ্যাত্বা উত্তমামাহুতিং দদ্যাৎ ॥ ৯৯ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং কামং ক্লীমিতি বধূং স্ত্রীমিতি মায়াং হ্রীমিতি রমাং শ্রীমিতি কূর্চ্চং হুমিতি চ বীজং সমুচ্চরন্ সন্ধিঠং স্বাহাসহিতমমুষ্যৈ পুত্র-

---

প্রজাপতি জীব-নিষেক করুন; এবং ধাতা তোমার গর্ভ সম্পাদন করুন।[৯৬] এই আহুতি প্রদান সময়ে সূর্য্য প্রজাপতি ও বিষ্ণুর ধ্যান করিতে করিতে ঘৃত দ্বারা বা চরু দ্বারা অথবা সঘৃত চরু দ্বারা (উক্ত দেবগণের উদ্দেশে) হোম করিতে হইবে।[৯৭] পরে এইরূপে ঘৃত, চরু বা সঘৃত চরু দ্বারা 'গর্ভং ধেহি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে অন্তে স্বাহা উচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) তুমি দেবী সিনীবালীস্বরূপা হইয়া গর্ভ ধারণ কর। তুমি সরস্বতীস্বরূপা হইয়া গর্ভ ধারণ কর। কমলমালাধারী অশ্বিনীকুমারযুগল তোমার গর্ভাধান করুন।[৯৮] দেবী সিনীবালী, সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করিতে করিতে উক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্বাহা উচ্চারণ করিয়া উত্তম আহুতি প্রদান করিবে।[৯৯] অনন্তর 'ক্লীং স্ত্রীং হ্রীং শ্রীং হুং অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি স্বাহা,' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্য ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সংস্কৃত হুতাশনে আহুতি প্রদান

---

* সর্ব্বত্র সিনীবালী ইত্যত্র শিনীবালী ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

ততঃ কামং বধূং * মায়াং রমাং কূর্চ্চং সমুচ্চরন্।
অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি সন্থিঠম্।
উক্ত্বা ধ্যাত্বা রবিং বিষ্ণুং জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে ॥ ১০০ ॥
যথেয়ং পৃথিবী দেবী হ্যুত্তানা গর্ভমাদধে।
তথা ত্বং গর্ভমাধেহি দশমে মাসি সূতয়ে।
স্বাহান্তেনামুনা বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতিমাচরেৎ † ॥ ১০১ ॥
পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যাত্বা বিষ্ণুং পরাৎপরম্।
বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন রূপেণ নার্য্যামস্যাং বরীয়সম্।
সুতমাধেহি ঠদ্বন্দ্বম্ উক্ত্বা বহ্নৌ হবিস্ত্যজেৎ ॥ ১০২ ॥

কামাযৈ গর্ভমাধেহীত্যুক্ত্বা ক্লীঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হূমমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি স্বাহেতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য রবিং বিষ্ণুঞ্চ ধ্যাত্বা সংস্কৃতেঽনলে জুহুয়াৎ ॥ ১০০ ॥

যথেয়মিত্যাদি। সূতয়ে প্রসবায়। স্বাহান্তেনামুনা যথেয়ং পৃথিবীত্যাদিনা মন্ত্রেণ বিষ্ণুং ধ্যায়ংস্তমেবোদ্দিশ্যাহুতিমাহরেদ্বহ্নৌ দদ্যাৎ ॥ ১০১ ॥

পুনরিত্যাদি। পুনরাজ্যং ঘৃতং সমাদায় গৃহীত্বা পরাদপি পরং শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুং ধ্যাত্বা তমেবোদ্দিশ্য বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন রূপেণ নার্য্যামস্যাং বরীয়সং সুতমাধেহি স্বাহেতি মন্ত্রমুক্ত্বা বহ্নৌ হবির্ঘৃতং ত্যজেদিত্যন্বয়ঃ। জ্যেষ্ঠেন শ্রেষ্ঠেন রূপেণ বিশিষ্টং বরীয়সমতিবরমতিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। ঠদ্বয়ং স্বাহা ॥ ১০২ ॥

করিবে।[১০০] পরে বিষ্ণুকে ধ্যান পূর্ব্বক 'যথেয়ং পৃথিবী' ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে স্বাহা পদ যোগ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) এই উত্তানা ধরণী দেবী যেমন গর্ভ ধারণ করে, দশম মাসে প্রসব করিবার নিমিত্ত তুমিও সেইরূপ গর্ভ ধারণ কর।[১০১]

পুনর্ব্বার ঘৃত লইয়া পরাৎপর বিষ্ণুর ধ্যান পূর্ব্বক, 'বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন' ইত্যাদি মন্ত্রে স্বাহা পদ যোগ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) বিষ্ণো! তুমি এই নারীতে শ্রেষ্ঠ রূপ-সম্পন্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট

---

* ততঃ কামবধূম্ ইতি পাঠান্তরম্।

† ধ্যায়ন্নাহুতিমারভেৎ ইতি, ধ্যায়ন্নাহুতিমাহরেৎ ইতি চ পাঠঃ।

আজ্যেন চরুণা বাপি সাজ্যেন চরুণাপি বা।
সূর্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতিমুৎসৃজেৎ ॥ ৯৭ ॥
গর্ভং ধেহি সিনীবালী * গর্ভং ধেহি সরস্বতী।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ৯৮ ॥
ধ্যাত্বা দেবীং সিনীবালীং সরস্বত্যশ্বিনৌ তথা।
স্বাহান্তমনুনানেন দদ্যাদাহুতিমুত্তমাম্‌ ॥ ৯৯ ॥

আজ্যেনেত্যাদি। বিষ্ণুর্যোনিমিত্যাদিনা মন্ত্রেণাজ্যেন ঘৃতেন বা চরুণৈব বা সাজ্যেন সঘৃতেন চরুণা বা সূর্য্যং প্রজাপতিং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্‌ সংস্থানেবোদ্দিশ্যৈকামাহুতিমুৎসৃজেদ্দদ্যাৎ ॥৯৭॥৯৮॥

ধ্যাত্বেত্যাদি। অনেন গর্ভং ধেহি সিনীবালীত্যাদিনা স্বাহান্তেন মন্থনা সিনীবালীং দেবীং তথা সরস্বত্যশ্বিনৌ সরস্বতীসহিতাবশ্বিনৌ দেবৌ চ ধ্যাত্বা উত্তমামাহুতিং দদ্যাৎ ॥ ৯৯ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং কামং ক্লীমিতি বধূং স্ত্রীমিতি মায়াং হ্রীমিতি রমাং শ্রীমিতি কূর্চ্চং হুমিতি চ বীজং সমুচ্চরন্‌ সন্ধিঠং স্বাহাসহিতমমুষ্যৈ পুত্র-

---

প্রজাপতি জীব-নিষেক করুন, এবং ধাতা তোমার গর্ভ সম্পাদন করুন।[৯৬] এই আহুতি প্রদান সময়ে সূর্য্য প্রজাপতি ও বিষ্ণুর ধ্যান করিতে করিতে ঘৃত দ্বারা বা চরু দ্বারা অথবা সঘৃত চরু দ্বারা (উক্ত দেবগণের উদ্দেশে) হোম করিতে হইবে।[৯৭] পরে এইরূপে ঘৃত, চরু বা সঘৃত চরু দ্বারা 'গর্ভং ধেহি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে অন্তে স্বাহা উচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) তুমি দেবী সিনীবালীস্বরূপা হইয়া গর্ভ ধারণ কর। তুমি সরস্বতীস্বরূপা হইয়া গর্ভ ধারণ কর। কমলমালাধারী অশ্বিনীকুমারযুগল তোমার গর্ভাধান করুন।[৯৮] দেবী সিনীবালী, সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করিতে করিতে উক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্বাহা উচ্চারণ করিয়া উত্তম আহুতি প্রদান করিবে।[৯৯] অনন্তর 'ক্লীং স্ত্রীং হ্রীং শ্রীং হুং অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি স্বাহা,' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্য ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সংস্কৃত হুতাশনে আহুতি প্রদান

---

* সর্ব্বত্র সিনীবালী ইত্যত্র শিনীবালী ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

ততঃ কামং বধূং * মায়াং রমাং কূর্চ্চং সমুচ্চরন্।
অমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি সম্বিঠম্।
উক্ত্বা ধ্যাত্বা রবিং বিষ্ণুং জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে ॥ ১০০ ॥
যথেয়ং পৃথিবী দেবী হ্যুত্তানা গর্ভমাদধে।
তথা ত্বং গর্ভমাধেহি দশমে মাসি সূতয়ে।
স্বাহান্তেনামুনা বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নাহুতিমাচরেৎ † ॥ ১০১ ॥
পুনরাজ্যং সমাদায় ধ্যাত্বা বিষ্ণুং পরাৎপরম্।
বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন রূপেণ নার্য্যামস্যাং বরীয়সম্।
সুতমাধেহি ঠদ্বন্দ্বম্ উক্ত্বা বহ্নৌ হবিস্ত্যজেৎ ॥ ১০২ ॥

কামাদৈ গর্ভমাদেহীত্যুক্ত্বা ক্লীঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হূমমুষ্যৈ পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি স্বাহেতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য রবিং বিষ্ণুঞ্চ ধ্যাত্বা সংস্কৃতেঽনলে জুহুয়াৎ ॥ ১০০ ॥

যথেয়মিত্যাদি। সূতয়ে প্রসবায়। স্বাহান্তেনামুনা যথেয়ং পৃথিবীত্যাদিনা মন্ত্রেণ বিষ্ণুং ধ্যায়ংস্তমেবোদ্দিশ্যাহুতিমাহরেদ্বহ্নৌ দদ্যাৎ ॥ ১০১ ॥

পুনরিত্যাদি। পুনরাজ্যং ঘৃতং সমাদায় গৃহীত্বা পরাদপি পরং শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুং ধ্যাত্বা তমেবোদ্দিশ্য বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন রূপেণ নার্য্যামস্যাং বরীয়সং সুতমাধেহি স্বাহেতি মন্ত্রমুক্ত্বা বহ্নৌ হবির্ঘৃতং ত্যজেদিত্যন্বয়ঃ। জ্যেষ্ঠেন শ্রেষ্ঠেন রূপেণ বিশিষ্টং বরীয়সমতিবরমতিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। ঠদ্বয়ং স্বাহা ॥ ১০২ ॥

করিবে।১০০ পরে বিষ্ণুকে ধ্যান পূর্ব্বক 'যথেয়ং পৃথিবী' ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে স্বাহা পদ যোগ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) এই উত্তানা ধরণী দেবী যেমন গর্ভ ধারণ করে, দশম মাসে প্রসব করিবার নিমিত্ত তুমিও সেইরূপ গর্ভ ধারণ কর।১০১

পুনর্ব্বার ঘৃত লইয়া পরাৎপর বিষ্ণুর ধ্যান পূর্ব্বক, 'বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন' ইত্যাদি মন্ত্রে স্বাহা পদ যোগ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) বিষ্ণো! তুমি এই নারীতে শ্রেষ্ঠ রূপ-সম্পন্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট

---

* ততঃ কামবধূম্ ইতি পাঠান্তরম্।

† ধ্যায়ন্নাহুতিমারভেৎ ইতি, ধ্যায়ন্নাহুতিমাহরেৎ ইতি চ পাঠঃ।

কামেন পুটিতাং মায়াং মায়য়া পুটিতাং বধূম্ ।
পুনঃ কামঞ্চ মায়াঞ্চ পঠিত্বাস্যাঃ শিরঃ স্পৃশেৎ ॥ ১০৩ ॥
পতিপুত্রবতীভিশ্চ নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ ।
শিরশ্চালভ্য হস্তাভ্যাং বধ্বাঃ ক্রোড়াঞ্চলে পতিঃ ॥ ১০৪ ॥
বিষ্ণুং দুর্গাং বিধিং সূর্য্যং ধ্যাত্বা দদ্যাৎ ফলত্রয়ম্ ।
ততঃ স্বিষ্টিকৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ * ॥ ১০৫ ॥
যদ্বা প্রদোষসময়ে গৌরীশঙ্করপূজনাৎ ।
ভাস্করার্ঘ্যপ্রদানাচ্চ দম্পত্যোঃ শোধনং ভবেৎ ॥ ১০৬ ॥

কামেনেত্যাদি । ততঃ কামেন ক্লীমিতি বীজেন পুটিতামাদাবন্তে চ সংযুক্তাং মায়াং হ্রীঁ বীজং তথৈব মায়য়া হ্রীঁ বীজেন পুটিতাং বধূং স্ত্রীঁ বীজং পুনঃ কামং ক্লীঁ বীজং চ মায়াং হ্রীঁ বীজং চ পঠিত্বা ক্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীমিতি মন্ত্রং পঠিত্বাস্যা ভার্য্যায়াঃ শিরঃ স্পৃশেৎ ১০৩ ॥

পতীত্যাদি । পতিপুত্রবতীভির্নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ পতির্হস্তাভ্যাং বধ্বাঃ শিরশ্চালভ্য স্পৃষ্ট্বা তস্যা এব ক্রোড়াঞ্চলে হস্তাভ্যাং বিষ্ণুং দুর্গাং বিধিং প্রজাপতিং সূর্য্যঞ্চ ধ্যাত্বা ফলত্রয়ং দদ্যাৎ । সমাপয়েৎ আর্ত্তবং কর্ম্মেতি শেষঃ ॥ ১০৪ ॥ ১০৫ ॥

সন্তান উৎপাদন কর ।[১০২] অনন্তর কামপুটিত মায়া ও মায়াপুটিত বধূ এবং পুনর্ব্বার কাম ও মায়া (ক্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ) পাঠ করিয়া সেই কামিনীর মস্তক স্পর্শ করিবে ।[১০৩]

পরে স্বামী কতকগুলি পতিপুত্রবতী রমণী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, উভয় হস্ত দ্বারা বধূর মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক বিষ্ণু দুর্গা বিধি ও সূর্য্যের ধ্যান করিয়া তাহার ক্রোড়াঞ্চলে ফলত্রয় প্রদান করিবেন। অনন্তর স্বিষ্টিকৃৎ-হোম করিয়া (ব্যাহৃতিহোম দ্বারা) প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাধা পূর্ব্বক ঋতু-সংস্কার সমাপন করিবে ।[১০৪।১০৫]

অথবা (সংক্ষেপে) সায়ংকালে গৌরীশঙ্কর পূজা করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান

* প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্ ।

আর্ত্তবং কথিতং কর্ম্ম গর্ভাধানমথো শৃণু॥ ১০৭॥
তত্রাত্রাবন্যরাত্রৌ বা যুগ্মায়াং নিশি ভার্য্যয়া।
সদনাভ্যন্তরং গত্বা ধ্যাত্বা দেবং প্রজাপতিম্॥ ১০৮॥
স্পৃশন্ পত্নীং পঠেদ্ভর্ত্তা মায়াবীজপুরঃসরম্।
আবয়োঃ সুপ্রজায়ৈ ত্বং শয্যে শুভকরী ভব॥ ১০৯॥
আরুহ্য ভার্য্যয়া শয্যাং প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
উপবিশ্য স্ত্রিয়ম্ পশ্যন্ হস্তমাধায় মস্তকে *।
বামেন পাণিনালিঙ্গ্য স্থানে স্থানে মনুং জপেৎ॥ ১১০॥

অথার্ত্তবসংস্কারস্য বিধানমাহ, যদ্বেত্যাদ্যেকেন। প্রদোষসময়ে রাত্র্যারম্ভসময়ে॥ ১০৬॥ ১০৭॥

অথ গর্ভাধানক্রিয়াবিধিমেবাহ, তত্রাত্রাবিত্যাদিভিঃ। তত্রাত্রাবৃতুসংস্কাররাত্রাবন্যরাত্রৌ বা যুগ্মায়ামেব নিশি ভার্য্যযা সহ সদনাভ্যন্তরং গত্বা প্রজাপতিং দেবং ধ্যাত্বা চ পত্নীং স্পৃশন্ ভর্ত্তা মায়াবীজপুরঃসরং মায়াবীজং হ্রীমিতি পুরঃসরমগ্রেসরং যত্রৈবম্ভূতম্ আবয়োঃ সুপ্রজায়ৈ ত্বং শয্যে শুভকরী ভবেতি মন্ত্রং পঠেৎ॥ ১০৮॥ ১০৯॥

আরুহ্যেত্যাদি। ততো ভার্য্যয়া সহ শয্যামারুহ্য প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা ভূত্বা তত্রোপবিশ্য চ স্ত্রিয়ং পশ্যন্ ভর্ত্তা তস্যা মস্তকে দক্ষিণং হস্তমাধায় বামেন পাণিনা তামালিঙ্গ্য চ স্থানে স্থানে মন্ত্রং জপেৎ॥ ১১০॥

করিলেই দম্পতীর শোধন হইতে পারে।[১০৬] এই আমি তোমার নিকট ঋতুশোধন কর্ম্ম কহিলাম; এক্ষণে গর্ভাধান-সংস্কার বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১০৭]

উক্ত ঋতুসংস্কার রাত্রিতে, অথবা অন্য কোন যুগ্ম রাত্রিতে ভার্য্যার সহিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক দেব প্রজাপতির ধ্যান করিয়া[১০৮] ভর্ত্তা পত্নীকে স্পর্শপূর্ব্বক মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া 'আবয়োঃ সুপ্রজায়ৈ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। অর্থাৎ,—শয্যে! আমাদের উত্তম সন্তান উৎপত্তির নিমিত্ত তুমি শুভকরী হও।[১০৯]

অনন্তর ভার্য্যার সহিত পতি শয্যাতে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তর

---

* হস্তমাদায় মস্তকে ইতি বা পাঠঃ।

শীর্ষে কামং শতং জপ্ত্বা চিবুকে বাগ্ভবং শতম্ ।
কণ্ঠে রমাং বিংশতিধা স্তনদ্বন্দ্বে শতং শতম্ ॥ ১১১ ॥
হৃদয়ে দশধা মায়াং নাভৌ তাং পঞ্চবিংশতিম্ ।
জপ্ত্বা যোনৌ করং দত্ত্বা কামেন সহ বাগ্ভবম্ ॥ ১১২ ॥
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা লিঙ্গেঽপ্যেবং সমাচরন্ ।
বিকাশ্য মায়য়া যোনিং স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ সুতাপ্তয়ে ॥ ১১৩ ॥

নমু কস্মিন্ কস্মিন্ স্থানে কং কং মন্ত্রং জপেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শীর্ষে কাম-মিত্যাদি। শীর্ষে মস্তকে কামং ক্লীমিতি মন্ত্রং শতবারং জপ্ত্বা চিবুকে ওষ্ঠাধরাধো-ভাগে চ বাগ্ভবম্ ঐমিতি মন্ত্রং শতবারং জপ্ত্বা কণ্ঠে চ রমাং শ্রীমিতি মন্ত্রং বিংশতিধা বিংশতিবারং জপ্ত্বা স্তনদ্বন্দ্বে চ শ্রীমিতি মন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ১১১ ॥

হৃদয়ে ইত্যাদি। ততো ভার্য্যায়াঃ হৃদয়ে মায়াং হ্রীমিতি মন্ত্রং দশধা জপ্ত্বা নাভৌ চ তাং মায়াং হ্রীমিতি মন্ত্রং পঞ্চবিংশতিবারং জপ্ত্বা যোনৌ চ করং দত্ত্বা কামেন ক্লীমিতি বীজেন সহ বাগ্ভবম্ ঐমিতি মন্ত্রমষ্টোত্তরং শতং জপ্ত্বা লিঙ্গেঽপ্যেবং ক্লীম্ ঐমিতি মন্ত্রস্য জপং সমাচরন্ পতির্মায়য়া হ্রীমিতি মন্ত্রেণ যোনিং বিকাশ্য ব্যাদায় সুতাপ্তয়ে পুত্রপ্রাপ্তয়ে স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ ॥ ১১২ ॥ ১১৩ ॥

মুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক ভার্য্যাকে দর্শন করিয়া তাহার মস্তকে (দক্ষিণ) হস্ত অর্পণ করিবেন। পরে বামহস্ত দ্বারা ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করিয়া স্থানে স্থানে মন্ত্র জপ করিবে।[১১০] (যথা—) মস্তকে একশতবার কামবীজ (ক্লীঁ) জপ করিয়া চিবুকে একশতবার বাগ্ভববীজ (ঐঁ) জপ করিবে। পরে কণ্ঠে রমাবীজ (শ্রীং) বিংশতিবার জপ করিয়া স্তনদ্বয়েও শ্রীঁ বীজ এক-এক-শতবার জপ করিতে হইবে।[১১১] পরে হৃদয়ে দশবার মায়াবীজ (হ্রীঁ) জপ করিয়া নাভিতেও হ্রীঁ বীজ পঞ্চবিংশতিবার জপ করিবে। পরে যোনিতে হস্ত প্রদান করিয়া 'ক্লীঁ ঐঁ' এই মন্ত্র[১১২] একশত আটবার জপ করিয়া লিঙ্গেও ঐরূপ 'ক্লীঁ ঐঁ' এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে। পরে হ্রীঁ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যোনি বিকাশিত করিয়া সন্তান কামনায় পত্নী-গমন করিবে।[১১৩]

রেতঃসম্পাতসময়ে ধ্যাত্বা বিশ্বকৃতং পতিঃ * ।
নাভেরধস্তাৎ চিৎকুণ্ডে রক্তিকায়াং প্রপাতয়েৎ † ॥ ১১৪ ॥
শুক্রসেকান্তরে বিদ্বান্ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১১৫ ॥
যথাগ্নিনা সগর্ভা ভূঃ দ্যৌর্যথা বজ্রধারিণা ।
বায়ুনা দিগ্‌গর্ভবতী তথা গর্ভবতী ভব ॥ ১১৬ ॥
জাতে গর্ভে ঋতৌ তস্মিন্ অন্যস্মিন্ বা মহেশ্বরি ।
তৃতীয়ে গর্ভমাসে তু চরেৎ পুংসবনং গৃহী ॥ ১১৭ ॥
কৃতনিত্যক্রিয়ো ভর্ত্তা পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ ।
গৌর্য্যাদিমাতৃকাশ্চৈব বসোর্ধারাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১৮ ॥

রেতঃসম্পাতেত্যাদি। রেতঃসম্পাতসময়ে বীজসম্পাতনকালে পতির্বিশ্বকৃতং প্রজাপতিং ধ্যাত্বা নাভেরধস্তাচ্চিৎকুণ্ডে রক্তিকায়াং নাড্যাং বীজং প্রপাতয়েৎ॥ ১১৪ ॥

বীজসেকান্তরে যং মন্ত্রং ভর্ত্তা পঠেত্তমেব মন্ত্রমাহ, যথাগ্নিনেত্যাদি। ভূঃ পৃথ্বী। দ্যৌঃ স্বর্গঃ। বজ্রধারিণা ইন্দ্রেণ ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

অনন্তর রেতঃপাত সময়ে স্বামী প্রজাপতিকে ধ্যান করিয়া নাভির নিম্নে চিৎকুণ্ডে রক্তিকা-নাড়ীতে বীজ নিক্ষেপ করিবেন।[১১৪] পরন্তু শুক্রত্যাগ সময়ে স্বামী এই (যথাগ্নিনা ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠ করিবে।[১১৫] (মন্ত্রার্থ যথা—) যেমন পৃথিবী অগ্নি ধারণ পূর্ব্বক গর্ভবতী হইয়াছেন, অমরাবতী যেমন ইন্দ্রকে ধারণ করিয়া গর্ভবতী হইয়াছেন, দিক্ যেমন বায়ু ধারণ দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছে, তুমিও সেইরূপ (রেতোধারণ পূর্ব্বক উক্তরূপে বিশ্ববিশ্রুত সন্তান উৎপাদনের জন্য) গর্ভবতী হও।

মহেশ্বরি! অনন্তর, সেই ঋতুতে অথবা অন্য ঋতুতে গর্ভসঞ্চার হইলে গৃহস্থ ব্যক্তি গর্ভাধান হইতে তৃতীয় মাসে পুংসবন নামক সংস্কার করিবে।[১১৭]

---

* ধ্যাত্বা বিশ্বকৃতং পতিম্ ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

† রক্তিমায়াং প্রপাতয়েৎ ইতি বা পাঠঃ।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কৃত্বা পূর্ব্বোক্ত বিধিনা সুধীঃ।
ধারাহোমান্তমাপাদ্য কুর্য্যাৎ পুংসবনক্রিয়াম্ ॥ ১১৯ ॥
প্রাজাপত্যশ্চরুস্তত্র চন্দ্রনামা হুতাশনঃ। ১২০ ॥
গব্যে দধ্নি যবৈকৈকং দ্বৌ মাষাবপি নিঃক্ষিপেৎ।
পতিঃ পৃচ্ছেৎ প্রিয়ং ভদ্রে কিং ত্বং পিবসি ত্রিঃকৃতম্ ॥ ১২১ ॥

পুংসবনক্রিয়াবিধিমেবাহ, কৃতনিত্যক্রিয় ইত্যাদিভিঃ। কৃতনিত্যক্রিয়ো ভর্ত্তা পূর্ব্বোক্তান্ ব্রহ্মাদীন্ পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ॥ ১১৮॥ ১১৯ ॥

প্রাজাপত্য ইত্যাদি। তত্র পুংসবনক্রিয়ায়াম্॥ ১২০॥

গব্যে ইত্যাদি। গব্যে গোসম্বন্ধিনি দধ্নি একং যবং দ্বৌ মাষাবপি নিঃক্ষিপেৎ। ততো হে ভদ্রে পত্নি ত্বং কিং পিবসীতি পতিস্ত্রিঃকৃতং ত্রিবারং প্রিয়ং পৃচ্ছেৎ ॥ ১২১ ॥

(পুংসবনের সময়েও) ভর্ত্তা নিত্যক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদেবতার পূজা করিবেন; অনন্তরে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া বসুধারা দিবে।[১১৮] অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ (২৪১) করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধারাহোম পর্য্যন্ত সমাধান পূর্ব্বক পুংসবন-ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন।[১১৯] পুংসবন সংস্কারে যে চরু হইবে, তাহার নাম প্রাজাপত্য চরু এবং হুতাশনের নাম চন্দ্র।[১২০]

অনন্তর স্বামী গব্য দধিতে একটি যব এবং দুইটি মাষকলায় নিক্ষেপ করিয়া পত্নীকে পান করিতে দিবেন। পত্নীও যব মাষ সংযুক্ত সেই দধি তিন গণ্ডূষ পান করিবে। এই সময়ে পতি (ঐ তিন গণ্ডূষের প্রত্যেক গণ্ডূষ পান কালে) পত্নীকে তিনবারই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, ভদ্রে! তুমি কি পান করিতেছ ?[১২১]

---

(২৪১)—প্রায় সমস্ত সংস্কারেই অভ্যুদয় নিমিত্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পিতৃলোকের পরিতৃপ্তির উদ্দেশে যথারীতি অর্চ্চনা পূর্ব্বক যে ভোজ্য ও পিণ্ড দেওয়া যায়, তাহার নাম আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ও সমস্ত সংস্কারের প্রয়োগ পদ্ধতি "দশবিধসংস্কার পদ্ধতি" নামে অস্মৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ততঃ সিমন্তিনী ক্রয়াৎ মায়াপুংসবনং ত্রিধা *।
প্রস্থতীংস্ত্রীন্ পিবেন্নারী যবমাষযুতং দধি ॥ ১২২ ॥
জীবৎসুতাভির্ব্বনিতাং যাগস্থানং সমানয়েৎ।
সংস্থাপ্য বামভাগে তাং চরুহোমং সমাচরেৎ ॥ ১২৩ ॥
পূর্ব্ববচ্চরুমাদায় মায়াং কুর্চ্চং সমুচ্চরন্।
যে গর্ভবিঘ্নকর্ত্তারো যে চ গর্ভবিনাশকাঃ ॥ ১২৪ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং মায়াপুংসবনং হ্রীঁ. পুংসবনমিতি সীমন্তিনী স্ত্রী ত্রিধা ত্রিবারং ক্রয়াৎ। ততো নারী যাগ স্থানাদন্যত্র গত্বা ত্রীন্ প্রসৃতীন্ যবমাষযুতং দধি পিবেৎ॥ ১২২॥

জীবদিত্যাদি। ততো জীবন্তঃ সুতাঃ পুত্রা যাসাংস্তা জীবৎসুতাস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ বনিতাং স্ত্রিয়ং যাগস্থানং সমানয়েৎ। তাং বনিতাং বামভাগে সংস্থাপ্য চরুহোমং সমাচরেৎ॥ ১২৩॥

পূর্ব্ববদিত্যাদি। পূর্ব্ববৎ স্রুবে চরুমাদায় গৃহীত্বা মায়াং হ্রীমিতি কূর্চ্চং হূমিতি চ বীজং সমুচ্চরন্ যে গর্ভেত্যাদি তান্ সর্ব্বানিত্যন্তং বাক্যমুচ্চরেৎ। ততো নাশয়দ্বন্দ্বমুচ্চরেৎ। ততো গর্ভরক্ষাং কুর্ব্বিতি বদেৎ। ততো দ্বিঠঃ

তখন পত্নীও তিনবারই বলিবে যে, 'হ্রীঁ পুংসবনং (পীয়তে)' অর্থাৎ আমি পুত্র প্রসবের কারণীভূত বস্তু পান করিতেছি।[১২২]

অনন্তর পতিপুত্রবতী কুলকামিনীদিগের দ্বারা ঐ নারীকে যাগস্থানে আনয়ন পূর্ব্বক ভর্ত্তা আপনার বামভাগে উপবেশন করাইয়া চরুহোম আরম্ভ করিবেন।[১২৩]

প্রথমতঃ পূর্ব্বের ন্যায় চরু লইয়া 'হ্রীঁ হূঁ' উচ্চারণপূর্ব্বক 'যে গর্ভবিঘ্নকর্ত্তারো' ইত্যাদি পাঠ করিতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) যাহারা গর্ভের বিঘ্নকর্ত্তা, যাহারা গর্ভনাশক এবং যে সকল ভূত প্রেত পিশাচ ও বেতাল বালঘাতক, তাহাদের সকলকে বিনষ্ট কর, বিনষ্ট কর; গর্ভরক্ষা কর। পরে স্বাহা এই পদ

---

* মম্না পুংসবনং ত্রিধা ইতি পাঠান্তরম্।

ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালা বালঘাতকাঃ।
তান্‌ সর্ব্বান্‌ নাশয় দ্বন্দ্বং গর্ভ্ভরক্ষাং কুরু দ্বিঠঃ ॥ ১২৫ ॥
মন্ত্রেণানেন রক্ষোঘ্নং চিন্তয়িত্বা হুতাশনম্‌।
রুদ্রং প্রজাপতিং ধ্যায়ন্‌ প্রদদ্যাৎ দ্বাদশাহুতীঃ ॥ ১২৬ ॥
ততো মায়াচন্দ্রমসে স্বাহেত্যাহুতিপঞ্চকম্‌।
দত্ত্বা ভার্য্যাহৃদি স্পৃষ্ট্বা মায়াং লক্ষ্মীং শতং জপেৎ ॥ ১২৭ ॥
ততঃ স্বিষ্টিকৃতং হুত্বা প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ *।
ততস্তু পঞ্চমে মাসি দদ্যাৎ পঞ্চামৃতং স্ত্রিয়ৈ ॥ ১২৮ ॥

স্বাহেতি বদেৎ। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ হূঁ যে গর্ভবিঘ্নকর্ত্তারো যে চ গর্ভবিনাশকাঃ। ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালা বালঘাতকাঃ॥ তান্‌ সর্ব্বান্নাশয় নাশয় গর্ভরক্ষাং কুরু স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেন মন্ত্রেণ রক্ষোঘ্নং রক্ষোঘ্ননামানং হুতাশনমগ্নিং চিন্তয়িত্বা রুদ্রং প্রজাপতিঞ্চ ধ্যায়ন্‌ দ্বাদশাহুতীঃ দদ্যাৎ। ১২৪ ॥ ১২৫ ॥ ১২৬ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং হ্রীঁ চন্দ্রমসে স্বাহেতি মন্ত্রেণাহুতিপঞ্চকং দত্ত্বা ভার্য্যাহৃদি স্পৃষ্ট্বা মায়াং লক্ষ্মীং হ্রীঁ শ্রীমিতি মন্ত্রং শতবারং জপেৎ ॥ ১২৭ ॥

ততঃ স্বিষ্টীত্যাদি। সমাপয়েৎ পুংসবনং কর্ম্মেতি শেষঃ ॥ ১২৮।

উচ্চারণ (২৪২) ১২৪।১২৫ পূর্ব্বক রক্ষোঘ্ন নামক হুতাশনকে চিন্তা করিয়া রুদ্র ও প্রজাপতির ধ্যান করিতে করিতে দ্বাদশবার দ্বাদশ আহুতি প্রদান করিবে। ১২৬ পরে 'হ্রীঁ চন্দ্রমসে স্বাহা', এই মন্ত্র পাঠ সহকারে পঞ্চ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ভার্য্যার হৃদয় স্পর্শ করিয়া 'হ্রীঁ শ্রীঁ' এই মন্ত্র একশতবার জপ করিবে। ১২৭ অনন্তর স্বিষ্টিকৃৎ-হোম এবং (পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাহৃতিহোম দ্বারা) প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া পুংসবন কর্ম্ম সমাপন করিবে।

অনন্তর গর্ভের পঞ্চম মাসে ভার্য্যাকে পঞ্চামৃত প্রদান করিতে হইবে। ১২৮

---

* প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্‌।

(২৪২)—(মন্ত্রোচ্চার যথা—) হ্রীঁ হূঁ যে গর্ভবিঘ্নকর্ত্তারো যে চ গর্ভবিনাশকাঃ। ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ বেতালা বালঘাতকাঃ। তান্‌ সর্ব্বান্‌ নাশয় নাশয় গর্ভরক্ষাং কুরু স্বাহা।

শর্করা মধু দুগ্ধঞ্চ ঘৃতং দধি সমাংশকম্।
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং দেহশুদ্ধৌ বিধীয়তে ॥ ১২৯॥
বাগ্‌ভবং মদনং লক্ষ্মীং মায়াং কূর্চ্চং পুরন্দরম্।
পঞ্চদ্রব্যোপরি শিবে প্রজপ্য পঞ্চপঞ্চধা।
একীকৃত্যামৃতান্যত্র প্রাশয়েদ্দয়িতাং পতিঃ * ॥ ১৩০ ॥
সীমন্তোন্নয়নং কুর্য্যাৎ মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমেঽপি বা।
যাবন্ন জায়তেঽপত্যং তাবৎ সীমন্তনক্রিয়া ॥ ১৩১ ॥
পূর্ব্বোক্তধারাহোমান্তং কর্ম্ম কৃত্বা প্রিয়া সহ।
উপবিশ্যাসনে প্রাজ্ঞঃ প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্।
বিষ্ণবে ভাস্বতে ধাত্রে বহ্নিজায়াং সমুচ্চরন্ ॥ ১৩২ ॥

নন্বু কিন্নাম পঞ্চামৃতমত আহ, শর্করেত্যাদি। সমাংশকং তুল্যভাগম্ ॥১২৯॥
বাগ্‌ভবমিত্যাদি। বাগ্‌ভবম্ ঐমিতি মদনং ক্লীমিতি লক্ষ্মীং শ্রীমিতি মায়াং হ্রীমিতি কূর্চ্চং হুমিতি পুরন্দরং লমিতি চ বীজং শর্করাদিপঞ্চদ্রব্যোপরি পঞ্চপঞ্চধা পঞ্চপঞ্চবারান্ প্রজপ্য শর্করাদীন্যমৃতান্যেকীকৃত্য পতির্দয়িতাং ভার্য্যামত্র পঞ্চমে মাসি প্রাশয়েৎ ॥ ১৩০ ॥ ১৩১ ॥
সীমন্তোন্নয়নক্রিয়াবিধিমেবাহ, পূর্ব্বোক্তেত্যাদিভিঃ। প্রাজ্ঞো বিদ্বান্ পুরুষঃ

চিনি মধু দুগ্ধ ঘৃত ও দধি, এই পঞ্চ দ্রব্য সমানাংশ মিশ্রিত করিলে তাহাকে পঞ্চামৃত বলা যায়। দেহশুদ্ধির নিমিত্ত এই পঞ্চামৃত প্রদান করা বিধেয়।[১২৯] শিবে! স্বামী পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদ্রব্যের প্রত্যেকের উপরি পাঁচবার করিয়া, 'ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ লঁ' এই বীজ কয়েকটি জপ পূর্ব্বক পঞ্চামৃত একত্র করিয়া পত্নীকে পান করাইবে।[১৩০]

গর্ভের ষষ্ঠ মাসে বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে। পরন্তু যে পর্য্যন্ত সন্তান প্রসূত না হয়, তাহার মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের বিধি আছে।[১৩১]

(সীমন্তোন্নয়ন বিধি যথা—)জ্ঞানবান্ ভর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত ধারাহোম পর্য্যন্ত

---

* প্রাশযেদপি তাং পতিঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ততশ্চন্দ্রমসং ধ্যাত্বা শিবনাম্নি হুতাশনে।
সপ্তধা হবনং কুর্য্যাৎ সোমমুদ্দিশ্য মানবঃ ॥ ১৩৩ ॥
অশ্বিনৌ বাসবং বিষ্ণুং শিবং দুর্গাং প্রজাপতিম্।
ধ্যাত্বা প্রত্যেকতো দদ্যাৎ আহুতীঃ পঞ্চধা শিবে ॥ ১৩৪ ॥
স্বর্ণকঙ্কতিকাং ভর্ত্তা গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
সীমন্তাদ্‌বদ্ধকেশান্তঃ-কেশপাশে নিবেশয়েৎ ॥ ১৩৫ ॥
শিবং বিষ্ণুং বিধিং ধ্যায়ন্ মায়াবীজং সমুচ্চরন্ ॥ ১৩৬ ॥

স্ত্রিয়া সহাসনে উপবিশ্য পূর্ব্বোক্তধারাহোমান্তং কর্ম্ম কৃত্বা পূর্ব্বং বিষ্ণবে ইতি ভাস্বতে ইতি ধাত্রে ইতি সমুচ্চরন্ ততো বহ্নিজায়াং স্বাহা সমুচ্চরন্ বিষ্ণবে স্বাহা সূর্য্যায় স্বাহা প্রজাপতয়ে স্বাহেতি চ মন্ত্রং প্রকীর্ত্তয়ন্ সন্ বিষ্ণুং সূর্য্যং প্রজাপতিং চোদ্দিশ্যাহুতিত্রয়ং প্রদদ্যাৎ ॥ ১৩২ ॥ ১৩৩ ॥ ১৩৪ ॥

স্বর্ণেত্যাদি। ততো ভর্ত্তা দক্ষিণে করে স্বর্ণকঙ্কতিকাং সুবর্ণময়ীং প্রসাধনীং গৃহীত্বা পূর্ব্বং মায়াবীজং হ্রীমিতি বীজং সমুচ্চরন্ ততো ভার্য্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সুব্রতে। সুপ্রসূতা ভব প্রীতা প্রসাদাদ্বিশ্বকর্ম্মণঃ। আয়ুষ্মতী কঙ্কতিকা বর্চ্চস্বী তে শুভং কুর্ব্বিতি মন্ত্রং সমুচ্চরন্ শিবং বিষ্ণুং বিধিং প্রজা-

---

কর্ম্ম সমাধা করিয়া ভার্য্যার সহিত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক, 'বিষ্ণবে স্বাহা, সূর্য্যায় স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা,' এই তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে তিনটি আহুতি প্রদান করিবেন।[১৩২] অনন্তর চন্দ্রমার ধ্যান করিয়া চন্দ্রের উদ্দেশে শিব নামক হুতাশনে সাতবার আহুতি প্রদান করিবে।[১৩৩] শিবে! পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্র বিষ্ণু শিব দুর্গা ও প্রজাপতি, ইঁহাদিগের ধ্যান করিয়া প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে।[১৩৪] অনন্তর ভর্ত্তা দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণকঙ্কতিকা (সোণার চিরুণী) গ্রহণ করিয়া সীমন্ত অর্থাৎ ঝাপটা, পশ্চাতে -বদ্ধকেশ (খোপা) পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত করিবা সেই বদ্ধকেশে কঙ্কতিকা সমেত নিবদ্ধ করিয়া দিবে।[১৩৫] এই সীমন্তোন্নয়নের সময়, শিব বিষ্ণু ও বিধিকে ধ্যান করিয়া হ্রীঁ এই বীজ সমুচ্চারণ পূর্ব্বক 'ভার্য্যে কল্যাণি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।[১৩৬] (এই মন্ত্রের অর্থ যথা—)

ভার্য্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সুব্রতে।
সুপ্রসূতা ভব প্রীতা প্রসাদাদ্বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥ ১৩৭ ॥
আয়ুষ্মতী কঙ্কতিকা বর্চ্চস্বী তে শুভং কুরু।
ততঃ সমাপয়েৎ কর্ম্ম স্বিষ্টিকৃদ্‌ধবনাদিভিঃ ॥ ১৩৮ ॥
জাতমাত্রং সুতং দৃষ্ট্বা দত্ত্বা স্বর্ণং গৃহান্তরে।
পূর্ব্বোক্তবিধিনা ধীরো ধারাহোমং সমাপয়েৎ ॥ ১৩৯ ॥

পতিঃ৷ নায়ন্ সন্ সীমন্তাং সকাশাৎ বদ্ধকেশান্তঃকেশপাশে বদ্ধকেশাভ্যন্তর-কেশসমূহে নিবেশয়েৎ। আয়ুষ্মতীত্যস্য ভবেত্যনেনান্বয়ো বিধেয়ঃ। তে ইত্যস্য কঙ্কতিকেত্যনেনান্বয়ঃ॥ ১৩৫ ॥ ১৩৬ ॥ ১৩৭ ॥ ১৩৮ ॥

অথ জাতকর্ম্মবিধিমাহ, জাতমাত্রমিত্যাদিভিঃ। দত্ত্বা সুতায়েতি শেষঃ। গৃহান্তরে সূতিকাগৃহাদন্যস্মিন্ গৃহে ॥ ১৩৯ ॥

হে ভার্য্যে। হে কল্যাণি, সুভগে ও সুব্রতে! তুমি বিশ্বকর্ম্মার প্রসাদে দশম মাসে সুসন্তান সুখে প্রসব করিয়া প্রীতহৃদয়া ও আয়ুষ্মতী হও। এই কঙ্কতিকা তোমার তেজোবিধায়িনীও হউক। তুমি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সীমন্তোন্নয়ন করিয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোমাদি দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করিবে (২৪৩)।

(এক্ষণে জাতকর্ম্ম নামক সংস্কার কথিত হইতেছে) সন্তান উৎপন্ন হইবামাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি স্বর্ণ প্রদানপূর্ব্বক পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া সূতিকাগার ভিন্ন

---

(২৪৩)—পূর্ব্বে বালিকাকাল হইতে যতদিন না গর্ভসঞ্চার হয়, ততদিন সীমন্ত বা ঝাপ্‌টা রাখিবার বিধি ছিল। সম্মুখের কেশকলাপ তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পার্শ্বে দুই গুচ্ছ গ্রন্থি বন্ধন পূর্ব্বক গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত যে লম্বিত রাখা হইত, তাহাকেই সীমন্ত (ঝাপ্‌টা) বলে। সম্মুখের অবশিষ্ট পশ্চাদ্ভাগে অন্যান্য কেশের সহিত নিবদ্ধ হইত। ইহাই বদ্ধকেশ (খোপা)। এই সংস্কার কালে কঙ্কতিকা দ্বারা উক্ত দোলায়মান সীমন্ত পশ্চাতের বদ্ধকেশের সহিত নিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এই জন্যই ইহার নাম সীমন্তোন্নয়ন। সেই যুবতী আর কখন সীমন্ত রাখিতে পারিবে না। সীমন্ত দেখিলেই পূর্ব্বে বুঝা যাইত যে এই বালিকা এখনও গর্ভবতী হয় নাই। এক্ষণে কিন্তু সকলেই পূর্ব্ব হইতেই আপনাদের সীমন্ত ঘুচাইয়া উক্তরূপ পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছেন।

ততঃ পঞ্চাহুতীর্দত্ত্বাৎ অগ্নিমিন্দ্রং প্রজাপতিম্।
বিশ্বান্ দেবাংশ্চ ব্রহ্মাণমুদ্দিশ্য তদনন্তরম্ ॥ ১৪০ ॥
মধুসর্পিঃ কাংস্যপাত্রে সমানীয় সমাংশকম্।
বাগ্ভবং শতধা জপ্ত্বা প্রাশয়েত্তনয়ং পিতা ॥ ১৪১ ॥
দক্ষহস্তানামিকয়া মন্ত্রমেনং সমুচ্চরন্।
আয়ুর্ব্বর্চ্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা শিশো ॥ ১৪২ ॥
ইত্যায়ুর্জননং কৃত্বা গুপ্তং নাম প্রকল্পয়েৎ।
কৃতোপনয়নে পুত্রে তেন নাম্না সমাহ্বয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥
প্রায়শ্চিত্তাদিকং কৃত্বা জাতকর্ম্ম সমাপয়েৎ।
নালচ্ছেদং ততো ধাত্রী কুর্য্যাদুৎসাহপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪৪ ॥

তত ইত্যাদিস্তু স্পষ্টার্থঃ ॥ ১৪০ ॥

মধ্বিত্যাদি। তদনন্তরং পঞ্চাহুতিদানানন্তরং কাংস্যপাত্রে সমাংশকং মধুসর্পিশ্চ সমানীয় তদুপরি বাগ্ভবম্ ঐমিতি মন্ত্রং শতধা জপ্ত্বা আয়ুর্ব্বর্চ্চো বলং মেধা বর্দ্ধতাং তে সদা শিশোঃ। ইত্যেনং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ পিতা দক্ষহস্তানামিকয়াঙ্গুল্যা মধুসর্পিস্তনয়ং প্রাশয়েৎ ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ ॥

অন্ত গৃহে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধারাহোম পর্য্যন্ত সম্পাদন করিবেন। পরে অগ্নি ইন্দ্র প্রজাপতি বিশ্বদেবগণ ও ব্রহ্মা, ইঁহাদের উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর[১৪০] পিতা কাংস্যপাত্রে মধু ও ঘৃত সমান অংশ লইয়া, তদুপরি ঐঁ এই বীজ একশতবার জপ করিয়া পুত্রকে উহা পান করাইবেন।[১৪১] দক্ষিণ হস্তের অনামিকা দ্বারা 'আয়ুর্ব্বর্চ্চো বলং মেধা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে উহা পান করাইতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) শিশো! তোমার আয়ুঃ তেজ বল ও মেধা নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।[১৪২] এইরূপ আয়ুষ্কর কার্য্য করিয়া বালকের একটি গুপ্ত নাম রাখিতে হইবে। পরে যখন ঐ পুত্রের উপনয়ন হইবে, তখন তাহাকে ঐ গুপ্ত নাম দ্বারা আহ্বান করিবে।[১৪৩] অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি সমাধান করিয়া জাতকর্ম্ম সমাপন করিবে। পরে ধাত্রী উৎসাহপূর্ব্বক নাড়ীচ্ছেদ করিবে।[১৪৪] যে পর্য্যন্ত নাড়িচ্ছেদ না হয়,

যাবন্ন ছিদ্যতে নালং তাবচ্ছৌচং ন বাধতে।
প্রাগেব নাড়িকাচ্ছেদাদ্দৈবীং পৈত্রীং ক্রিয়াঞ্চরেৎ ॥ ১৪৫ ॥
কুমার্য্যাশ্চাপি কর্ত্তব্যমেবমেবমমন্ত্রকম্।
ষষ্ঠে বা চাষ্টমে মাসি নাম কুর্য্যাৎ প্রকাশতঃ ॥ ১৪৬ ॥
স্নাপয়িত্বা শিশুং মাতা পরিধাপ্যাম্বরে শুভে।
ভর্ত্তুঃ পার্শ্বং সমাগত্য প্রাঙ্মুখং স্থাপয়েৎ সুতম্ ॥ ১৪৭ ॥
অভিষিঞ্চেৎ শিশোর্ম্মূর্দ্ধ্নি সহিরণ্যকুশোদকৈঃ।
জাহ্নবী যমুনা রেবা সুপবিত্রা সরস্বতী ॥ ১৪৮ ॥
নর্ম্মদা বরদা কুন্তী সাগরাশ্চ সরাংসি চ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৪৯ ॥

ইত্যায়ুর্জ্জননমিত্যাদয়স্ত স্পষ্টার্থাঃ ॥ ১৪৩ ॥ ১৪৪ ॥ ১৪৫ ॥

কুমার্য্যা ইত্যাদি। কুমার্য্যাশ্চাপ্যমন্ত্রকং মন্ত্রহীনমেব জাতকর্ম্মৈবমেবং কর্ত্তব্যম্ ॥ ১৪৬ ॥

অথ *নামকরণস্যৈব বিধিমাহ, স্নাপয়িত্বেত্যাদিভিঃ। মাতা শিশুং স্নাপয়িত্বা* শুভে অম্বরে বস্ত্রে পরিধাপ্য ভর্ত্তুঃ পার্শ্বং সমাগত্য সুতং প্রাঙ্মুখং স্থাপয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥

অভিষিঞ্চেদিত্যাদি। ততঃ পিতা জাহ্নবীত্যাদিভির্ম্মন্ত্রৈঃ সহিরণ্যকুশোদকৈঃ শিশোঃ মূর্দ্ধ্নি অভিষিঞ্চেৎ ॥ ১৪৮ ॥ ১৪৯ ॥

সে পর্য্যন্ত অশৌচ হয় না, সুতরাং নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে দৈব ও পৈত্র্যকর্ম্ম করিতে পারা যায়।[১৪৫]

কুমারী উৎপন্ন হইলে এই সমুদায় কর্ম্ম মন্ত্র পাঠ ব্যতিরেকে সম্পাদন করিবে। পরে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে প্রকাশ্যভাবে নামকরণ করিতে হইবে।[১৪৬] নামকরণের সময় জননী শিশুকে স্নান করাইয়া এবং উত্তম বস্ত্রযুগল পরাইয়া ভর্ত্তার নিকটে আনয়নপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ করিয়া উপবেশন করাইবে।[১৪৭] অনন্তর পিতা সুবর্ণসহিত কুশোদক দ্বারা 'জাহ্নবী যমুনা রেবা' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকারে শিশুর মস্তকে অভিষিঞ্চন করিবেন। (মন্ত্রার্থ যথা—) জাহ্নবী, যমুনা, রেবা, সরস্বতী,[১৪৮] নর্ম্মদা, বরদা ও কুন্তী, সুপবিত্রা এই সমুদায় নদী এবং

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১৫০ ॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উষতীরিব মাতরঃ ॥ ১৫১ ॥
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়াস জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১৫২ ॥
অভিষিচ্য ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈঃ পূর্ব্ববদ্বহ্নিসংস্ক্রিয়াম্।
কৃত্বা সম্পাদ্য ধারাস্তং দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীঃ সুধীঃ ॥ ১৫৩ ॥

আপ ইত্যাদি। হে আপো হি যস্মাৎ যুয়ং ময়োভুবঃ স্থ। ময়ঃ সুখং তস্য ভাবয়িত্র্যঃ প্রাপয়িত্র্যো ভবত। তা তস্মাৎ নোঽস্মান্ ঊর্জ্জেঽন্নায় দধাতন স্থাপয়ত। কিঞ্চ মহে মহতে রণায় রমণীয়ায় চক্ষসে দর্শনীয়ায় দধাতন। অয়মর্থঃ হে আপো যস্মাদ্যূয়ং সুখং প্রাপয়থ তস্মাদস্মানৈহিকেনান্নাদিনামুস্মিকেন চ মহারমণীয়দর্শনীয়েন ব্রহ্মণা সংযোজয়তেতি। স্থা ইতি অস্তের্লোট্ মধ্যমপুরুষবহুবচনম্। দধাতনেত্যপি দধাতের্লোট্ মধ্যমপুরুষবহুবচনং ছন্দসি বহুলমিত্যনেন সিদ্ধম্। মহ ইতি মহতে ইতি পদস্য ছান্দসত্বাদকারতকারয়োর্লোপে সতি মহে ইতি ভবতি। রণায়েতি রমণীয়শব্দস্য ছন্দসি রণাদেশঃ। চক্ষসে ইতি উস্ প্রত্যয়ান্তাচ্চতুর্থী। ১৫০।

যো ব ইত্যাদি। হে আপো বো যুষ্মাকং শিবতমোঽত্যন্তকল্যাণরূপো যো

সাগরগণ, সরোবরগণ, ইঁহারা সকলে ধর্ম্ম কাম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৪৯] হে জল! তুমি সুখদাতা, অতএব আমাদিগের ইহকালের অন্ন সংস্থান কর ও পরকালে আমাদিগকে পরম ব্রহ্মের সহিত মিলিত করিও।[১৫০] হে সলিল! তোমরা মাতার ন্যায় স্নেহযুক্ত, সেই হেতু আমাদিগকে উত্তম মঙ্গলময় রস প্রদান কর।[১৫১] সলিল! তোমরা যে রস দ্বারা জগন্মণ্ডল পবিত্রপ্রদ করিতেছ, সেই রস আমাদিগকে সম্ভোগ করাও। আমরা তাহাতে পর্য্যাপ্তরূপে পরিতৃপ্ত হইব।[১৫২]

জ্ঞানবান্ পিতা, এই (প্রথমোক্ত তান্ত্রিকমন্ত্র ও পশ্চাদুক্ত বৈদিক) মন্ত্র দ্বারা শিশুর অভিষেক করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বহ্নিসংস্কার করিবেন এবং ধারা-

অগ্নয়ে প্রথমাং দত্ত্বা বাসবায় ততঃ পরম্।
ততঃ প্রজানাম্পতয়ে বিশ্বদেবেভ্য এব চ।
ব্রহ্মণে চাহুতিং দদ্যাদ্বহ্নৌ পার্থিবসংজ্ঞকে ॥ ১৫৪ ॥
ততোঽঙ্কে পুত্রমাদায় শ্রাবয়েৎ দক্ষিণশ্রুতৌ।
স্বল্পাক্ষরং সুখোচ্চার্য্যং শুভং নাম বিচক্ষণঃ ॥ ১৫৫ ॥

রসে। নিবাসো মধুরস্তস্য রসস্তেহ নোঽস্মান্ ভাজয়ত ভাগিনঃ কুরুত তেন রসেন সম্বদ্ধানস্মান্ কুরুতেত্যর্থঃ। কিম্ভূতা য়ূয়ম্ উশতীরিচ্ছাবত্যঃ স্নেহেন মাতর ইব। অয়মর্থঃ যথা স্নেহেন মাতরঃ পুত্রান্ তুল্যরসভাগিনঃ কুর্ব্বন্তি তথা য়ূয়মপ্যস্মান্ কল্যাণকারিরসসম্বদ্ধান্ কুরুতেতি। উশতীরিতি বশ কান্তৌ শতৃপ্রত্যয়ঃ তদন্তাদীপ্ প্রত্যয়ঃ ততো জসি ক্বতে নিপাতনাৎ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। হে আপো বো যুষ্মাকং তস্মৈ তস্মিন্ রসেঽরমলং পর্য্যাপ্তং গমাম গচ্ছামেত্যর্থঃ। কিঞ্চ যত্র রসে নোঽস্মাকং ভোগং যূয়ং জনয়থ। যস্য রসস্য ক্ষয়ায় ক্ষয়ে স্থানে জিন্বথ প্রীণয়থ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগদিতি শেষঃ। অয়মর্থঃ হে আপো যুষ্মাকং যস্য রসস্য স্থানে জগদযুঁয়ং প্রীণয়থ তস্য বিষয়ে বয়ং তৃপ্তিং গচ্ছাম য়ূয়ঞ্চ নস্তত্র সম্ভোগং জনয়থেতি। তস্মৈ ক্ষয়ায়েত্যুভয়ত্রাপি সপ্তম্যর্থে চতুর্থী। গমাম ইতি লোট্উত্তমপুরুষবহুবচনং গচ্ছাদেশাভাবশ্ছান্দসঃ। জনয়থা ইতি ছন্দসি দীর্ঘঃ। জিন্বথ ইতি ছন্দসি সিদ্ধম্ ॥ ১৫১ ॥ ১৫২ ॥

অভিষিচ্যেত্যাদি। এতৈস্ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ শিশোর্মূর্দ্ধি অভিষিচ্য পূর্ব্ববৎ বহ্নিসংক্রিয়াং কৃত্বা ধারান্তং ধারাহোমান্তং কর্ম্ম চ সম্পাদ্য সুধীঃ পিতা পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাৎ ॥ ১৫৩ ॥

নহু কান্ দেবানুদ্দিশ্য পঞ্চাহুতীর্দদ্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ,অগ্নয়ে ইত্যাদি ॥ ১৫৪॥

হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া (পশ্চাদুক্ত দেবতাগণের উদ্দেশে অগ্নিতে) পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। পার্থিবনামক অগ্নিতে উক্ত পঞ্চ আহুতি দিবার সময় প্রথমতঃ অগ্নিকে, পরে বাসবকে, তৎপরে প্রজাপতিকে, তৎপরে বিশ্বদেবগণকে, তৎপরে ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হইবে (২৪৪)।[১৫৪] অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে স্বল্পাক্ষর ও সুখোচ্চার্য্য তদীয়

---

(২৪৪) উক্ত পঞ্চ আহুতি দিবার মন্ত্র যথা—হ্রীঁ অগ্নয়ে স্বাহা। হ্রীঁ বাসবায় স্বাহা। হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। হ্রীঁ বিশ্বদেবেভ্যঃ স্বাহা। হ্রীঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ইতি।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ১৫০ ॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উষতীরিব মাতরঃ ॥ ১৫১ ॥
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১৫২ ॥
অভিষিচ্য ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈঃ পূর্ব্ববদ্বহ্নিসংস্ক্রিয়াম্।
কৃত্বা সম্পাদ্য ধারান্তং দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীঃ সুধীঃ ॥ ১৫৩ ॥

আপ ইত্যাদি। হে আপো হি যস্মাৎ যূয়ং ময়োভুবঃ স্থা ময়ঃ সুখং তস্য ভাবয়িত্র্যঃ প্রাপয়িত্র্যো ভবত। তা তস্মাৎ নোঽস্মান্ ঊর্জ্জেঽন্নায় দধাতন স্থাপয়ত। কিঞ্চ মহে মহতে রণায় রমণীয়ায় চক্ষুষে দর্শনীয়ায় দধাতন। অয়মর্থঃ হে আপো যস্মাদ্যূয়ং সুখং প্রাপয়থ তস্মাদস্মানৈহিকেনান্নাদিনামুষ্মিকেন চ মহারমণীয়দর্শনীয়েন ব্রহ্মণা সংযোজয়তেতি। স্থা ইতি অস্তের্লোট্ মধ্যমপুরুষবহুবচনম্। দধাতনেত্যপি দধাতের্লোট্ মধ্যমপুরুষবহুবচনং ছন্দসি বহুলমিত্যনেন সিদ্ধম্। মহ ইতি মহতে ইতি পদস্য ছান্দসত্বাদকারতকারয়োর্লোপে সতি মহে ইতি ভবতি। রণায়েতি রমণীয়শব্দস্য ছন্দসি রণাদেশঃ। চক্ষুষে ইতি উস্ প্রত্যয়ান্তাচ্চতুর্থী। ১৫০।

যো ব ইত্যাদি। হে আপো বো যুষ্মাকং শিবতমোঽত্যন্তকল্যাণরূপো যো

সাগরগণ, সরোবরগণ, ইঁহারা সকলে ধর্ম্ম কাম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৪৯] হে জল! তুমি সুখদাতা, অতএব আমাদিগের ইহকালের অন্ন সংস্থান কর ও পরকালে আমাদিগকে পরম ব্রহ্মের সহিত মিলিত করিও।[১৫০] হে সলিল! তোমরা মাতার ন্যায় স্নেহযুক্ত, সেই হেতু আমাদিগকে উত্তম মঙ্গলময় রস প্রদান কর।[১৫১] সলিল! তোমরা যে রস দ্বারা জগন্মণ্ডল পরিতৃপ্ত করিতেছ, সেই রস আমাদিগকে সম্ভোগ করাও। আমরা তাহাতে পর্য্যাপ্তরূপে পরিতৃপ্ত হইব।[১৫২]

জ্ঞানবান্ পিতা, এই (প্রথমোক্ত তান্ত্রিকমন্ত্র ও পশ্চাদুক্ত বৈদিক) মন্ত্র দ্বারা শিশুর অভিষেক করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বহ্নিসংস্কার করিবেন এবং ধারা-

অগ্নয়ে প্রথমাং দত্ত্বা বাসবায় ততঃ পরম্।
ততঃ প্রজানাম্পতয়ে বিশ্বদেবেভ্য এব চ।
ব্রহ্মণে চাহুতিং দদ্যাদ্বহ্নৌ পার্থিবসংজ্ঞকে॥ ১৫৪॥
ততোহঙ্কে পুত্রমাদায় শ্রাবয়েৎ দক্ষিণশ্রুতৌ।
স্বল্পাক্ষরং সুখোচ্চার্য্যং শুভং নাম বিচক্ষণঃ॥ ১৫৫॥

রসো নির্যাসো মধুবস্তস্য বসস্তেহ নোহস্মান্ ভাজয়ত ভাগিনঃ কুরুত তেন রসেন সম্বদ্ধানস্মান্ কুরুতেত্যর্থঃ। কিম্ভূতা যূয়ম্ উশতীরিচ্ছাবত্যঃ স্নেহেন মাতর ইব। অয়মর্থঃ যথা স্নেহেন মাতরঃ পুত্রান্ তুল্যরসভাগিনঃ কুর্ব্বন্তি তথা যূয়মপ্যস্মান্ কল্যাণকারিরসসম্বদ্ধান্ কুরুতেতি। উশতীরিতি বশ কান্তৌ শতৃপ্রত্যয়ঃ তদন্তাদীপ্ প্রত্যয়ঃ ততো জসি কৃতে নিপাতনাৎ পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। হে আপো বো যুষ্মাকং তস্মৈ তস্মিন্ রসেহরমলং পর্য্যাপ্তং গমাম গচ্ছামেত্যর্থঃ। কিঞ্চ যত্র রসে নোহস্মাকং ভোগং যূয়ং জনয়থ। যস্য রসস্য ক্ষয়ায় ক্ষয়ে স্থানে জিন্বথ প্রীণয়থ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগদিতি শেষঃ। অয়মর্থঃ হে আপো যুষ্মাকং যস্য রসস্য স্থানে জগদ্যূয়ং প্রীণয়থ তস্য বিষয়ে বয়ং তৃপ্তিং গচ্ছাম যূয়ঞ্চ নস্তত্র সম্ভোগং জনয়থেতি। তস্মৈ ক্ষয়ায়েত্যুভয়ত্রাপি সপ্তম্যর্থে চতুর্থী। গমাম ইতি লোটুত্তমপুরুষবহুবচনং গচ্ছাদেশাভাবশ্ছান্দসঃ। জনয়থা ইতি ছন্দসি দীর্ঘঃ। জিন্বথ ইতি ছন্দসি সিদ্ধম্॥ ১৫১। ১৫২॥

অভিষিচ্যেত্যাদি। এতৈস্ত্রিভির্মন্ত্রৈঃ শিশোর্মূর্দ্ধ্নি অভিষিচ্য পূর্ব্ববৎ বহ্নিসংস্ক্রিয়াং কৃত্বা ধারান্তং ধারাহোমান্তং কর্ম্ম চ সম্পাদ্য সুধীঃ পিতা পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাৎ॥ ১৫৩॥

নন্বু কান্ দেবানুদ্দিশ্য পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ,অগ্নয়ে ইত্যাদি॥১৫৪॥

হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া (পশ্চাদুক্ত দেবতাগণের উদ্দেশে অগ্নিতে) পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে। পার্থিবনামক অগ্নিতে উক্ত পঞ্চ আহুতি দিবার সময় প্রথমতঃ অগ্নিকে, পরে বাসবকে, তৎপরে প্রজাপতিকে, তৎপরে বিশ্বদেবগণকে, তৎপরে ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হইবে (২৪৪)।১৫৪ অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে স্বল্পাক্ষর ও সুখোচ্চার্য্য তদীয়

---

(২৪৪) উক্ত পঞ্চ আহুতি দিবার মন্ত্র যথা—হ্রীঁ অগ্নয়ে স্বাহা। হ্রীঁ বাসবায় স্বাহা। হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। হ্রীঁ বিশ্বদেবেভ্যঃ স্বাহা। হ্রীঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ইতি।

শ্রাবয়িত্বা ত্রিধা নাম ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদ্য চ ।
ততঃ সমাপয়েৎ কর্ম্ম কৃত্বা স্বিষ্টিকৃদাদিকম্ ॥ ১৫৬ ॥
কন্যায়া নিষ্ক্রমো নাস্তি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে ।
নামান্নপ্রাশনং চূড়াং কুর্য্যাদ্ধীমানমন্ত্রকম্ ॥ ১৫৭ ॥
চতুর্থে মাসি ষষ্ঠে বা কুর্য্যান্নিষ্ক্রমণং শিশোঃ ॥ ১৫৮ ॥
কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্নাতঃ সম্পূজ্য গণনায়কম্ ।
স্নাপয়িত্বা তু তনয়ং বস্ত্রালঙ্কারভূষিতম্ ।
সংস্থাপ্য পুরতো বিদ্বানিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১৫৯ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো দুর্গা গণেশো ভাস্করস্তথা ।
ইন্দ্রো বায়ুঃ কুবেরশ্চ বরুণোঽগ্নির্বৃহস্পতিঃ ।
শিশোঃ শুভং প্রকুর্ব্বন্তু রক্ষন্তু পথি সর্ব্বদা ॥ ১৬০ ॥

তত ইত্যাদি। ততোঽঙ্কে ক্রোড়ে পুত্রমাদায় গৃহীত্বা বিচক্ষণঃ পিতা পুত্রস্য দক্ষিণশ্রুতৌ দক্ষিণে কর্ণে স্বল্লাক্ষরং সুখোচ্চার্য্যং শুভং মঙ্গলবাচকং নাম শ্রাবয়েৎ। ১৫৫ ॥ ১৫৬ ॥ ১৫৭ ॥ ১৫৮ ।

অথ শিশুনিষ্ক্রমণক্রিয়াবিধিমাহ, কৃতনিত্যক্রিয় ইত্যাদিভিঃ ॥ ১৫৯ ॥

যং মন্ত্রমুদীরয়েত্তমেব মন্ত্রমাহ, ব্রহ্মা বিষ্ণুরিত্যাদি ॥ ১৬০ ॥

শুভ নাম শ্রবণ করাইবেন।[১৫৫] এইরূপে তিনবার নাম শ্রবণ করাইয়া তাহা ব্রাহ্মণগণকে জানাইয়া হোম প্রভৃতি সমাধান পূর্ব্বক কর্ম্ম সমাপন করিবেন।[১৫৬]

কন্যা সন্তানের নিষ্ক্রমণ নাই, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও নাই। ধীমান্ ব্যক্তি মন্ত্র পাঠ না করিয়া তাহাদিগের নামকরণ, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ সম্পাদন করিবেন।[১৫৭]

অনন্তর চতুর্থ মাসে বা অষ্টম মাসে শিশুর নিষ্ক্রমণ সংস্কার সম্পাদন করিবেন।[১৫৮] এই নিষ্ক্রমণ সংস্কারের সময় বিদ্বান্ পিতা স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া গণেশের পূজা করিবেন। পরে শিশুকেও স্নান করাইয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিয়া সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক ('ব্রহ্মা বিষ্ণু' ইত্যাদি) মন্ত্র পাঠ করিবেন।[১৫৯] (মন্ত্রের অর্থ এই যে,—) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, গণেশ, দিবাকর, ইন্দ্র, বায়ু, কুবের, বরুণ, বহ্নি, বৃহস্পতি, ইঁহারা সকলে শিশুর

ইত্যুক্ত্বাঙ্কে সমাদায় গীতবাদ্যপুরঃসরম্।
বহির্নিষ্ক্রাময়েদ্বালং সানন্দৈঃ স্বজনৈঃ সহ ॥ ১৬১ ॥
গত্বাধ্বনি কিয়দ্দূরং শিশুং সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ১৬২ ॥
ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাৎ শুক্রমুচ্চরৎ।
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতম্ ॥ ১৬৩ ॥
ইত্যাদিত্যং দর্শয়িত্বা সমাগত্য নিজালয়ম্।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা দিনেশায় স্বজনান্ ভোজয়েৎ পিতা ॥ ১৬৪ ॥
ষষ্ঠে মাসি কুমারস্য মাসি বাপ্যষ্টমে শিবে।
পিতৃভ্রাতা পিতা বাপি কুর্য্যাদন্নাশনক্রিয়াম্ ॥ ১৬৫ ॥

ইতীত্যাদি। ইতীমং মন্ত্রমুক্ত্বাঙ্কে ক্রোড়ে বালং সমাদায় গৃহীত্বা সানন্দৈঃ স্বজনৈঃ সহ গীতবাদ্যপুরঃসরং বালং বহির্নিষ্ক্রাময়েৎ ॥ ১৬১ ॥

গত্বেত্যাদি। অধ্বনি মার্গে কিয়দ্দূরং গত্বা পিতা শিশুং বালং সূর্য্যং নিরীক্ষয়েদ্দর্শয়েৎ ॥ ১৬২ ॥

যেন মন্ত্রেণ শিশুং সূর্য্যং দর্শয়েত্তং মন্ত্রমাহ, ওঁ তচ্চক্ষুরিত্যাদি। পুরস্তাদগ্রতঃ শুক্রমুচ্চরৎ শুক্রমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছৎ তৎ সূর্য্যাত্মকং দেবহিতং চক্ষুর্বর্ত্ততে যদ্বয়ং শতং শরদো বর্ষাণি পশ্যেম যচ্চ পশ্যন্তো বয়ং শতং শরদো জীবেম ॥ ১৬৩।১৬৪।১৬৫ ॥

মঙ্গল করুন এবং পথে ইহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।[১৬০] পিতা এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, আনন্দপূর্ণ স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া গীত বাদ্য পুরঃসর বালককে বাহিরে লইয়া যাইবেন এবং[১৬১] পথের কিয়দ্দূর গমন করিয়া ('ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং' ইত্যাদি মন্ত্রে) বালককে সূর্য্য দর্শন করাইবেন।[১৬২] (মন্ত্রার্থ—) শুক্রকে অতিক্রম করিয়া যে দেবগণেরও হিতকর সূর্য্যরূপ চক্ষু বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আমরা একশত বৎসর দর্শন করি এবং তাহা দর্শন করিয়া আমরা একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকি।[১৬৩]

পিতা এইরূপ কুমারকে সূর্য্য দর্শন করাইয়া নিজ ভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া আত্মীয় স্বজনগণকে ভোজন করাইবেন।[১৬৪]

পূর্ব্ববদ্দেবপূজাদি বহ্নিসংস্করণং তথা। *
এবং ধারান্তকর্ম্মাণি সম্পাদ্য বিধিবৎ পিতা ॥ ১৬৬ ॥
দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীস্তত্র শুচিনাম্নি হুতাশনে।
অগ্নিমুদ্দিশ্য প্রথমাং দ্বিতীয়াং বাসবং স্মরন্‌ ॥ ১৬৭ ॥
ততঃ প্রজাপতিং দেবং বিশ্বান্‌ দেবান্‌ ততঃ পরম্‌।
ব্রহ্মাণঞ্চ সমুদ্দিশ্য পঞ্চমীমাহুতীং ত্যজেৎ ॥ ১৬৮ ॥

অন্নপ্রাশনক্রিয়াবিধিমাহ, পূর্ব্ববদিত্যাদিভিঃ। ১৬৬।

দদ্যাদিত্যাদি। তত্র অন্নপ্রাশনক্রিয়ায়াম্‌। ননু কান্‌ দেবানুদ্দিশ্য পঞ্চাহুতী-র্দদ্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ, অগ্নিমিত্যাদি। ১৬৭। ১৬৮।

তত ইত্যাদি। ততঃ পরমন্নদাং দেবীং ধ্যাত্বা তামুদ্দিশ্যাগ্নৌ দত্তা পঞ্চা-হুতিঃ যেন স দত্তপঞ্চাহুতিঃ পিতা তত্রাথবান্যস্মিন্‌ গৃহে বস্ত্রালঙ্কারশোভিতং

শিবে! কুমারের জন্মকাল হইতে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে, পিতা বা পিতৃভ্রাতা তাহার অন্নপ্রাশন সংস্কার সম্পাদন করিবেন (২৪৫)।[১৬৫] পিতা বা পিতৃ-ভ্রাতা, পূর্ব্বের ন্যায় দেবপূজা প্রভৃতি ও বহ্নিসংস্কার সম্পাদন করিয়া যথা-বিধানে ধারাহোম পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাধা করিবেন।[১৬৬] পরে শুচিনামক হুতাশনে পঞ্চ আহুতি দিবেন। অগ্নির উদ্দেশে প্রথম আহুতি, বাসবের উদ্দেশে দ্বিতীয় আহুতি,[১৬৭] দেব প্রজাপতির উদ্দেশে তৃতীয় আহুতি,

---

* বহ্নিসংস্করণক্রিয়া ইতি পাঠান্তরং।

(২৪৫)—'অন্নস্য প্রাশনং কার্য্যং মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমে বুধৈঃ। স্ত্রীণান্ত পঞ্চমে মাসি সপ্তমে প্রজগৌ মুনিঃ॥' ইতি কৃত্যচিন্তামণিঃ। অর্থাৎ ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে পুত্রের এবং পঞ্চ বা সপ্তম মাসে কন্যার অন্নপ্রাশন সংস্কার করা কর্ত্তব্য। এস্থলে পুত্রপক্ষে ষষ্ঠ মাস ও কন্যা পক্ষে পঞ্চম মাসই মুখ্য কাল। কোন কারণ বশতঃ মুখ্যকালে সংস্কার না হইলে পরবর্ত্তী গৌণকালে অর্থাৎ পুত্রের অষ্টম মাসে এবং কন্যার সপ্তম মাসে উক্ত কার্য্য করা বিধেয়। তাহাতেও ব্যাঘাত হইলে, তদনন্তর কর্ত্তব্য সংস্কারের সময়ে, তৎপূর্ব্বে, উক্ত পতিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। মাস বা দিন গণনা করিতে হইলে, ৩০ দিনে মাস গণনা করিয়া ১২০ দিনের পর ১৫০ দিন মধ্যে পঞ্চম মাস, ১৫০ দিনের পর ১৮০ দিনের মধ্যে ষষ্ঠ মাস, ১৮০ দিনের পর ২১০ দিনের মধ্যে সপ্তম মাস, ২১০ দিনের পর ২৪০ দিন মধ্যে অষ্টম মাস গণনা হইয়া থাকে।

তত্তোঽগ্নাবন্নদাং ধ্যাত্বা দত্তপঞ্চাহুতিঃ পিতা।
তত্রাথবা গৃহেঽন্যস্মিন্ বস্ত্রালঙ্কারশোভিতম্।
ক্রোড়ে নিধায় তনয়ং প্রাশয়েৎ পায়সামৃতম্॥ ১৬৯॥
পঞ্চপ্রাণাহুতের্ম্মন্ত্রৈর্ভোজয়িত্বা তু পঞ্চধা।
ততোঽন্নব্যঞ্জনাদীনাং দত্ত্বা কিঞ্চিৎ শিশোর্ম্মুখে॥ ১৭০॥
শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষেণ প্রায়শ্চিত্ত্যা সমাপয়েৎ *।
ইত্যন্নপ্রাশনং প্রোক্তং চূড়াবিধিমতঃ শৃণু॥ ১৭১॥

তনয়ং ক্রোড়ে নিধায় সংস্থাপ্য পায়সামৃতং পরমান্নরূপমমৃতং প্রাশয়েৎ ভোজয়েৎ॥ ১৬৯॥

পঞ্চেত্যাদি। প্রাণায় স্বাহা অপানায় স্বাহা সমানায় স্বাহা উদানায় স্বাহা ব্যানায় স্বাহেত্যাত্মকৈঃ পঞ্চপ্রাণাহুতের্ম্মন্ত্রৈঃ পুত্রং পায়সং পঞ্চধা ভোজয়িত্বা ততোঽন্নব্যঞ্জনাদীনাং কিঞ্চিৎ শিশোর্ম্মুখে দত্ত্বা শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষেণ প্রায়শ্চিত্ত্যা চান্নপ্রাশনক্রিয়াং সমাপয়েৎ॥ ১৭০॥ ১৭১॥ ১৭২॥

অথ চূড়াকর্ম্মবিধিমাহ, দেবপূজাদীত্যাদিভিঃ। বুধো বিচক্ষণঃ সাধকঃ

বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে চতুর্থ আহুতি, এবং ব্রহ্মার উদ্দেশে পঞ্চম আহুতি প্রদান করিতে হইবে (২৪৬)।[১৬৮]

অনন্তর পিতা অগ্নিতে অন্নদা দেবীর ধ্যান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদানপূর্ব্বক সেই গৃহে বা অন্য গৃহে বস্ত্রালঙ্কারভূষিত কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পায়সামৃত পান করাইবেন।[১৬৯] প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, এই পঞ্চ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিশুর মুখে পাঁচবার পায়সামৃত প্রদান করিয়া পশ্চাৎ সমুদায় অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লইয়া ঐ শিশুর মুখে প্রদান করিবে।[১৭০] পরে শঙ্খ তূর্য্য প্রভৃতির ধ্বনি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাধানপূর্ব্বক ক্রিয়া

---

* প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৪৬)—উক্ত পঞ্চ আহুতি দিবার মন্ত্র যথা—অগ্নয়ে স্বাহা, বাসবায় স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, বিশ্বদেবেভ্যঃ স্বাহা, ব্রহ্মণে স্বাহা। প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্ব্বে প্রণব বা মায়া বীজ যোগ করিতে হইবে।

তৃতীয়ে পঞ্চমে বর্ষে কুলাচারানুসারতঃ ।
চূড়াকর্ম্ম শিশোঃ কুর্য্যাদ্বালসংস্কারসিদ্ধয়ে ॥ ১৭২ ॥
দেবপূজাদিধারান্তং কর্ম্ম নিষ্পাদ্য সাধকঃ ।
সত্যাগ্নেরুত্তরে দেশে বৃষগোময়পূরিতম্ ॥ ১৭৩ ॥
তিলগোধূমসংযুক্তং শরাবং স্থাপয়েদ্‌বুধঃ ।
কবোষ্ণং সলিলঞ্চাপি ক্ষুরমেকং সুশাণিতম্ ॥ ১৭৪ ॥
আসাদ্য তনয়ং তত্র জনকঃ স্বীয়বামতঃ ।
সংস্থাপ্য জননীক্রোড়ে কবোষ্ণসলিলৈশ্চ তৈঃ ॥ ১৭৫ ॥
বারুণং দশধা জপ্ত্বা* সম্মার্জ্য শিশুমূর্দ্ধজান্ ।
মায়য়া কুশপত্রাভ্যাং জুষ্টিমেকাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৭৬ ॥

কর্ম্মনিষ্পাদকঃ পিতা পূর্ব্ববদ্দেবপূজাদি ধারান্তং কর্ম্ম নিষ্পাদ্য সত্যাগ্নেঃ সত্য-নাম্নো বহ্নেরুত্তরে দেশে বৃষগোময়পূরিতং তিলগোধূমসংযুক্তং শরাবং কবোষ্ণ-মীষদুষ্ণং সলিলং জলং সুশাণিতমেকং ক্ষুরঞ্চাপি স্থাপয়েৎ ॥ ১৭৩ ॥ ১৭৪ ॥

আসাদ্যেত্যাদি । ততো জনকঃ পিতা তনয়ং পুত্রং সত্যনাম্নো বহ্নেঃ সমীপে আসাদ্যানীয় স্বীয়বামতঃ আত্মনো বামে দেশে জননীক্রোড়ে সংস্থাপ্য তৈর্বহ্নে-রুত্তরে দেশে স্থাপিতৈঃ কবোষ্ণসলিলৈর্বারুণং বরুণসম্বন্ধি বমিতি বীজং দশধা

সমাপন করিবেন । এই তোমার নিকট আমি অন্নপ্রাশন সংস্কারের বিধি কহিলাম, অতঃপর চূড়াকরণ বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর । ১৭১

জন্মকাল হইতে তৃতীয় বর্ষে বা পঞ্চম বর্ষে সংস্কারসিদ্ধির নিমিত্ত কুলা-চারানুসারে বালকের চূড়াকর্ম্ম করিবে । ১৭২ বিচক্ষণ সাধক দেবপূজা অবধি ধারাহোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, সত্যনামক স্থাপিত অগ্নির উত্তর দিকে বৃষগোময়পূরিত ১৭৩ তিল ও গোধূম সংযুক্ত একটী নব শরাব, কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল এবং একখানি সুশাণিত ক্ষুর স্থাপন করিবেন । ১৭৪ অনন্তর পিতা, সেই স্থানে স্বীয় বামদিকে জননীর ক্রোড়ে বালককে রাখিয়া সেই ঈষদুষ্ণ সলিলে ১৭৫ বং এই বরুণ বীজ দশবার জপ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বালকের

---

* বারুণ্যাং দশধা জপ্ত্বা ইতি পাঠান্তরম্ ।

মায়াং লক্ষ্মীং ত্রিধা জপ্ত্বা গৃহীত্বা লৌহজং ক্ষুরম্।
ছিত্বা তু জুষ্টিকামূলং মাতৃহস্তে* নিবেশয়েৎ॥ ১৭৭॥
কুমারমাতা হস্তাভ্যামাদায় গোময়ান্বিতে।
শরাবে স্থাপয়েৎ জুষ্টিং নাপিতায় পিতা বদেৎ॥ ১৭৮॥
ক্ষুরমুণ্ডিন্ শিশোঃ ক্ষৌরং সুখং সাধয় ঠদ্বয়ম্।
পঠিত্বা নাপিতং পশ্যন্ সত্যনামনি পাবকে।
প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য প্রদদ্যাদাহুতিত্রয়ম্॥ ১৭৯॥

চপ্ত্বা শিশুমূর্দ্ধজান্ বালককেশান্ সম্মার্জ্য মায়যা হ্রীঁ বীজেন কুশপত্রাভ্যামেকাং জুষ্টিং প্রকল্পয়েৎ॥ ১৭৫॥ ১৭৬॥

মায়ামিত্যাদি। ততো মায়াং হ্রীঁ বীজং লক্ষ্মীং শ্রীঁ বীজঞ্চ ত্রিধা জপ্ত্বা লৌহজং ক্ষুরং গৃহীত্বা জুষ্টিকামূলং ছিত্বা মাতৃহস্তে জুষ্টিকাং নিবেশয়েৎ স্থাপয়েৎ॥ ১৭৭॥

কুমারেত্যাদি। কুমারমাতা হস্তাভ্যাং জুষ্টিকামাদায় গৃহীত্বা গোময়ান্বিতে শরাবে স্থাপয়েৎ। ততো নাপিতায় পিতা শিশুজনকো বদেৎ॥ ১৭৮॥

শিশোঃ পিতা নাপিতায় কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, ক্ষুরমুণ্ডিন্নিত্যাদি। হে ক্ষুরমুণ্ডিন্নাপিত শিশোঃ ক্ষৌরং সুখং যথা স্যাত্তথা ত্বং সাধয়। ঠদ্বয়ং স্বাহা। ক্ষুরমুণ্ডিন্নিত্যাদ্যং সাধয় স্বাহেত্যন্তং মন্ত্রং পঠিত্বা নাপিতং পশ্যন্ শিশুজনকঃ প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য সত্যনামনি পাবকেহগ্নাবাহুতিত্রয়ং প্রদদ্যাৎ॥ ১৭৯॥

মস্তক মার্জ্জিত করিয়া হ্রীঁ এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দুইটি কুশপত্র দ্বারা তদীয় মস্তকে একটি জুষ্টিকা বন্ধন করিবেন। ১৭৬ পরে হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া লৌহময় ক্ষুর গ্রহণ পূর্ব্বক জুষ্টিকামূল ছেদন করিয়া প্রসূতির হস্তে প্রদান করিবেন। ১৭৭কুমারের মাতা হস্তদ্বয় দ্বারা সেই জুষ্টিকা গ্রহণ করিয়া গোময়যুক্ত নব শরাবে স্থাপন করিবে। পরে পিতা নাপিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিবেন যে, ১৭৮ 'ক্ষুরমুণ্ডিন্ শিশোঃ ক্ষৌরং সুখং সাধয় স্বাহা'। অর্থাৎ,

---

* ছিত্বা তু জুষ্টিকাং সুহৃন্মাতৃহস্তে, অথবা ছিত্বা তু জুষ্টিকাং স্বহস্মাতৃহস্তে ইতি পাঠান্তরম্।

নাপিতেন কৃতক্ষৌরং স্নাপয়িত্বা শিশুং ততঃ।
বস্ত্রালঙ্কারমাল্যেন ভূষয়িত্বাগ্নিসন্নিধৌ ॥ ১৮০ ॥
স্ববামভাগে সংস্থাপ্য স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পিতা ॥ ১৮১ ॥
মায়া শিশো তে কুশলং কুরুতাং বিশ্বকৃদ্বিভুঃ।
পঠিত্বৈনং শিশোঃ কর্ণে স্বর্ণময্যা শলাকয়া।
রাজত্যা লৌহময্যা বা কর্ণবেধং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৮২ ॥
আপো হি ষ্ঠেতি মন্ত্রেণ অভিষিচ্য সুতং ততঃ।
শান্ত্যাদিদক্ষিণাং কৃত্বা চূড়াকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৮৩ ॥

নাপিতেনেত্যাদি। ততো নাপিতেন কৃতং ক্ষৌরং যস্য তথাভূতং শিশুং স্নাপয়িত্বা ততো বস্ত্রালঙ্কারমাল্যেন ভূষয়িত্বাগ্নিসন্নিধৌ স্ববামভাগে সংস্থাপ্য চ স্বিষ্টকৃতং হোমমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৮০ ॥ ১৮১ ॥

মায়েত্যাদি। মায়াং হ্রীঁ বীজম্‌। এনং হ্রীঁ শিশো ইত্যাদ্যং বিশ্বকৃদ্বিভুরিত্যন্তং মন্ত্রং শিশোঃ কর্ণে পঠিত্বা স্বর্ণময্যা সুবর্ণনির্ম্মিতয়া রাজত্যা রজতোদ্ভূতয়া লৌহময্যা বা শলাকয়া শিশোঃ কর্ণবেধং প্রকল্পয়েৎ কুর্য্যাৎ ॥১৮২ ॥ ১৮৩॥ ১৮৪ ॥ ১৮৫ ॥

সুবমুণ্ডিন্‌। (নাপিত) তুমি সুখে এই শিশুর ক্ষৌরকর্ম্ম কর। এই কথা বলিয়া স্বাহা এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। পিতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রজাপতির উদ্দেশে সত্যনামক হুতাশনে তিনবার আহুতি প্রদান করিবেন। ১৭৯

অনন্তর নাপিত বালকের ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা করিলে পিতা সেই বালককে স্নান করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্য দ্বারা ভূষিত করিয়া অগ্নি সমক্ষে ১৮০ আপনার বাম ভাগে স্থাপনপূর্ব্বক স্বিষ্টিকৃৎ হোম সমাধা করিবেন। পরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে। ১৮১

'হ্রীঁ শিশো তে কুশলং কুরুতাং বিশ্বকৃদ্বিভুঃ' অর্থাৎ, শিশো! বিভু বিশ্বস্রষ্টা তোমার মঙ্গল করুন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বর্ণময়ী শলাকা দ্বারা বা রজতময়ী শলাকা দ্বারা অথবা লৌহময়ী শলাকা দ্বারা শিশুর কর্ণবেধ করিবে। ১৮২

গর্ভাধানাদিচূড়ান্তং সমানং সর্ব্বজাতিষু।
শূদ্রসামান্যজাতীনাং সর্ব্বমেতদমন্ত্রকম্ ॥ ১৮৪ ॥
জাতকর্ম্মাদিচূড়ান্তং কুমার্য্যাশ্চাপ্যমন্ত্রকম্।
কর্ত্তব্যং পঞ্চভির্ব্বর্ণৈবেকং নিষ্ক্রমণং বিনা ॥ ১৮৫ ॥
অথোচ্যতে দ্বিজাতীনাম্ উপবীতক্রিয়াবিধিঃ।
যস্মিন্ কৃতে দ্বিজন্মানো দৈবপৈত্রাধিকারিণঃ ॥ ১৮৬ ॥
গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে কুর্য্যাদুপনয়ং শিশোঃ।
ষোড়শাব্দাধিকো নোপনেতব্যো নিষ্ক্রিয়োঽপি সঃ ॥ ১৮৭॥

অথেত্যাদি। দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাম্ ॥ ১৮৬ ॥

গর্ভেত্যাদি। গর্ভাদষ্টমে জননাদ্বাষ্টমেঽব্দে বর্ষে শিশোর্বালস্যোপনয়মুপনয়নং কুর্য্যাৎ। ষোড়শাব্দাধিকো লঙ্ঘিতষোড়শবর্ষো বালো নোপনেতব্যঃ। স বালো নিষ্ক্রিয়োঽপি দৈবপিত্র্যক্রিয়াবিহীনোঽপি ভবতি ॥ ১৮৭ ॥

পরে 'আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া শান্তিকর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করিয়া চূড়াকর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।[১৮৩] গর্ভাধান অবধি চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সমুদায় সংস্কার, সকল জাতির পক্ষেই সমান। পরন্তু শূদ্র জাতির ও সামান্য জাতির এই সমুদায় সংস্কারের সময়, কেবল মন্ত্র পাঠ করিবে না।[১৮৪] কন্যা-সন্তান উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পঞ্চ বর্ণই মন্ত্র পাঠ না করিয়া এই সমুদায় সংস্কার করিবেন। পরন্তু কুমারীর পক্ষে নিষ্ক্রমণ-সংস্কার নাই।[১৮৫]

এক্ষণে দ্বিজগণের উপনয়নবিধি বলিতেছি। ইহা দ্বারা দ্বিজগণ দৈব ও পৈত্রকর্ম্মে অধিকারী হইয়া থাকেন।[১৮৬] গর্ভাষ্টমে অথবা অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বালকের উপনয়ন সংস্কার হইবে। যাহার ষোড়শ বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহার আর উপনয়ন হইতে পারে না। সেই অনুপনীত বালক দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকারী নহে (২৪৭)।[১৮৭]

---

(২৪৭)—উপনয়ন বিষয়ে অষ্টম বৎসরই মুখ্যকাল, তৎপরে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণ কাল, এই ষোড়শ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন না হইলে, তাহাকে ব্রাত্য বলা যায়। এই ব্রাত্য দ্বিজ যথারীতি

কৃতনিত্যক্রিয়ো বিদ্বান্ পঞ্চ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
গৌর্য্যাদিমাতৃকাশ্চৈব বসুধারাং প্রকল্পযেৎ * ॥ ১৮৮ ॥
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ততঃ কুর্য্যাৎ দেবতাপিতৃতৃপ্তয়ে।
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা ধারাহোমান্তমাচরেৎ ॥ ১৮৯ ॥

অথোপবীতক্রিয়াবিধিমেবাহ, কৃতনিত্যক্রিয ইত্যাদিভিঃ। পঞ্চদেবান্ ব্রহ্মাদীন্॥ ১৮৮ ॥ ১৮৯ ॥

বিদ্বান্ পিতা নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা করিবেন। পরে গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া বসুধারা দিবেন।[১৮৮] অনন্তর দেবগণের ও পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধি অনুসারে ধারা হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।[১৮৯]

---

* প্রকল্পয়ন্ ইতি পাঠান্তরম্।

স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপনয়ন-সংস্কার-সম্পন্ন ও দ্বিজ হইতে পারেন। পরন্তু ব্রাত্যের পুত্র ব্রাত্য দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হইবেন না। মনুসংহিতায় দশম অধ্যায়ে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি বর্ণনা কালে ব্রাত্যের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন যে—'দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্। তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥' অর্থাৎ দ্বিজাতিগণ পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে যে পুত্র উৎপাদন করেন, সেই পুত্র যদি নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে উপনীত না হয়, তাহা হইলেই সেই পুত্রকে ব্রাত্য বলা যায়। এক্ষণে এই ব্রাত্য দ্বিজ অনুপনীত অবস্থাতেই যদি সন্তান উৎপাদন করেন, সেই ব্রাত্যের সন্তানকে কি পুনরায় ব্রাত্য দ্বিজ বলা যায়? মনুর মতে তাহা বলা যায় না। কারণ 'সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে' উপনয়ন সংস্কার হইলেই দ্বিজ হয়; অতএব উক্ত লক্ষণ অনুসারে ব্রাত্যের পুত্র দ্বিজের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে নাই। সম্ভবতঃ দ্বিজ কন্যার গর্ভেও জন্ম গ্রহণ করে নাই। কারণ ব্রাত্য (অদ্বিজ) দ্বিজ কন্যাকে বিবাহ করিলে প্রতিলোম বিবাহদোষে ব্রাত্যের পুত্র আরও নীচ জাতিতে পরিণত হইবে। এক্ষণে ব্রাত্যের পুত্র কোন্ জাতি হইবে, ইহা তৎপরেই মনু নির্ণয় করিয়াছেন যথা, ব্রাত্য বিপ্রের পুত্র দেশভেদে পাপস্বভাব ভূর্জ্জকণ্টক প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হইবে। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান ঝল্ল মল্ল, করণ প্রভৃতি জাতি হইবে। ব্রাত্য বৈশ্য হইতে কারুষ, বিজন্ম প্রভৃতি জাতির উৎপন্ন হয়। তৎপরেই মনু বলিয়াছেন যে,—নিয়মের নানারূপ ব্যভিচারে ও স্বজাতি-বিহিত সংস্কারাদির পরিত্যাগে এইরূপ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। 'সবর্ণ বিপরীতা বা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।'

প্রাতঃ কৃতাশনং বালং সুস্নাতং সমলঙ্কৃতম্।
শিখাং বিনা কৃতক্ষৌরং ক্ষৌমাম্বরবিভূষিতম্ ॥ ১৯০ ॥
ছায়ামণ্ডপমানীয় সমুদ্ভবহুতাশিতুঃ।
সমীপে চাত্মনো বামে সংস্থাপ্য বিমলাসনে ॥ ১৯১ ॥
শিষ্যং বদেদ্ব্রহ্মচর্য্যং কুরু বৎস ততঃ শিশুঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং করোমীতি গুরবে বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৯২ ॥

প্রাতরিত্যাদি। ততঃ প্রাতঃ কৃতাশনং কৃতমশনং ভোজনং যেন তথাভূতং শিখাং বিনা কৃতং ক্ষৌরং যস্য তথাভূতং সুস্নাতং সুষ্ঠু কৃতস্নানং ভূষণাদিভিঃ সমলঙ্কৃতং ক্ষৌমাম্বরবিভূষিতং দুকুলবস্ত্রাভ্যামলঙ্কৃতং বালং ছায়ামণ্ডপমানীয় সমুদ্ভবহুতাশিতুঃ সমুদ্ভবনাম্নো বহ্নেঃ সমীপে আত্মনো বামে দেশে বিমলাসনে সংস্থাপ্য চ ব্রহ্মচর্য্যং কুরু বৎসেতি গুরুঃ শিষ্যং বদেৎ। ততঃ পরং শিশুঃ ব্রহ্মচর্য্যং করোমীতি গুরবে বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৯০ ॥ ১৯১ ॥ ১৯২ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং প্রসন্নাত্মা প্রসন্নমনা গুরুঃ শান্তচেতসে শিশবে

প্রাতঃকালে বালককে (শাস্ত্রবিহিত) কিঞ্চিৎ ভোজন করাইয়া (২৪৮) কেবলমাত্র শিখা রাখিয়া তাহার সমুদয় মস্তক মুণ্ডন করাইবে। অনন্তর তাহাকে স্নান করাইয়া উত্তম পট্টবস্ত্রযুগল পরিধান করাইবে ও অলঙ্কারে বিভূষিত করিবে।[১৯০] অনন্তর ঐ বালককে ছায়ামণ্ডপে আনয়নপূর্ব্বক সমুদ্ভব-নামক বহ্নির সমীপে আপনার বামদিকে সুবিমল আসনে উপবেশন করাইবে।[১৯১] পরে গুরু ঐ শিষ্যকে বলিবেন যে, বৎস! ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। শিশু গুরুর নিকট নিবেদন করিবে যে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেছি।[১৯২]

অনন্তর গুরু প্রসন্নহৃদয় হইয়া প্রশান্তহৃদয় শিশুকে দীর্ঘায়ুঃ ও তেজোবৃদ্ধির

---

(২৪৮) উপনয়নের পূর্ব্বে বালককে ভোজন করাইবার যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই উপবাসে অসমর্থ বালকপক্ষে জ্ঞাতব্য। কারণ ভোজন করাইয়া উপনয়ন বার্ত্তা প্রচলিত নাই। এস্থলে উদর পূরণ পূর্ব্বক যথাভিলষিত আহার করিতে দেওয়া উদ্দেশ্য নহে। অসমর্থ পক্ষে দুগ্ধ ফলাদি ভোজনে কোনরূপ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় না। যথা গোভিলঃ—"ইক্ষু রাপঃ পয়শ্চৈব তাম্বূলং ফলমৌষধং। ভক্ষয়িত্বা তু কর্ত্তব্যা স্নানদানাদিকা ক্রিয়া।" স্মৃতিতে এরূপ আরও বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

তেতো গুরুঃ প্রসন্নাত্মা শিশবে শান্তচেতসে।
কাষায়বাসসী দদ্যাৎ দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় বর্চ্চসে ॥ ১৯৩ ॥
মৌঞ্জীং কুশময়ীং বাপি ত্রিবৃতাং গ্রন্থিসংযুতাম্।
তূষ্ণীং চ মেখলাং দদ্যাৎ কাষায়াম্বরধারিণে ॥ ১৯৪ ॥
মায়ামুচ্চার্য্য সুভগা মেখলা স্যাৎ শুভপ্রদা।
ইত্যুক্ত্বা মেখলাং বদ্ধ্বা মৌনী তিষ্ঠেৎ গুরোঃ পুরঃ ॥ ১৯৫ ॥

যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
বৃহস্পতির্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ ॥ ১৯৬ ॥

দীর্ঘায়ুষ্ট্বায় দীর্ঘমায়ুর্যস্য স দীর্ঘায়ুস্তস্য ভাবো দীর্ঘায়ুষ্ট্বং তস্মৈ বর্চ্চসে তেজসে চ কাষায়বাসসী কষায়েণ রক্তে বস্ত্রে দদ্যাৎ ॥ ১৯৩ ॥

মৌঞ্জীমিত্যাদি। মৌঞ্জীং মুঞ্জময়ীং কুশময়ীং বা ত্রিবৃতাং গ্রন্থিসংযুতাং মেখলামপি কাষায়াম্বরধারিণে শিশবে তূষ্ণীমেব দদ্যাৎ। ১৯৪ ॥

মায়ামিত্যাদি। পূর্ব্বং মায়াং হ্রীমিতি বীজমুচ্চার্য্য ততঃ সুভগা মেখলা স্যাচ্ছুভপ্রদেতি মন্ত্রমুক্ত্বা কট্যাং মেখলাং বদ্ধ্বা মৌনী সন্ গুরোঃ পুরস্তিষ্ঠেৎ ॥ ১৯৫ ॥ ১৯৬ ॥

নিমিত্ত কাষায় বস্ত্রযুগল প্রদান করিবেন।[১৯৩] ঐ বালক যখন কাষায়বসন পরিধান করিবে, তখন তাহাকে গুরু মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক মুঞ্জময়ী বা কুশময়ী গ্রন্থিযুক্ত ত্রিবৃতা অর্থাৎ তিনি হালি মেখলাও দিবেন।[১৯৪]

বালক প্রথমতঃ 'হ্রীঁ সুভগা মেখলা স্যাৎ শুভপ্রদা' অর্থাৎ এই সুভগা মেখলা আমার কল্যাণদায়িনী হউক, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কটীতে মেখলা বন্ধন করিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুর সম্মুখে অবস্থান করিবে।[১৯৫]

অনন্তর গুরু 'যজ্ঞোপবীতং' ইত্যাদি মন্ত্র অর্থাৎ, এই যজ্ঞোপবীত পরম পবিত্র। পূর্ব্বে বৃহস্পতি এই সহজ যজ্ঞোপবীত (ধারণ করিয়া ছিলেন)। আয়ুর শ্রেষ্ঠ শুভ্র এই যজ্ঞোপবীত তুমি ধারণ কর। তোমার বল ও

দৃষ্ট্বা ভাস্করমাচার্য্যো বদেন্মাণবকং ততঃ।
মম ব্রতে মনো ধেহি মম চিত্তং দদামি তে।
জুষস্বৈকমনা বৎস মম বাচোঽস্তু তে শিবম্ ॥ ২০০ ॥
হৃদি স্পৃষ্ট্বা পঠিত্বেনং কিন্নামাসীতি তং বদেৎ।
শিষ্যস্তু মুকশর্ম্মাহং ভবন্তমভিবাদয়ে ॥ ২০১ ॥
কস্য ত্বং ব্রহ্মচারীতি গুরৌ পৃচ্ছতি পার্ব্বতি *।
শিষ্যঃ সাবহিতো ব্রূয়াদ্ভবতো ব্রহ্মচার্য্যহম্ ॥ ২০২ ॥

তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রেণ ভাস্করং গুরুর্দর্শয়েৎ। দাতারমিত্যত্র শীলে তৃণ্ প্রত্যয়ঃ। অতএব তদঞ্জলিমিত্যত্র কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতীত্যনেন কর্ম্মণি প্রাপ্তায়াঃ ষষ্ঠ্যা ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা খলর্থতৃণমিত্যনেন প্রতিষেধো জাতঃ ॥ ১৯৯ ॥

দৃষ্টভাস্করমিত্যাদি। ততঃ পরমাচার্য্যো গুরুঃ দৃষ্টভাস্করং দৃষ্টো ভাস্করো যেন তথাভূতং মাণবকং শিশুং বদেৎ। আচার্য্যো বালকং কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, মম ব্রতে ইত্যাদি। জুষস্ব মম ব্রতং সেবস্ব। শিবং কল্যাণম্ ॥২০০॥

হৃদীত্যাদি। গুরুরেবং মমেত্যাদিকং শিবমিত্যন্তং মন্ত্রং পঠিত্বা শিশো-হৃ'দি স্পৃষ্ট্বা বৎস ত্বং কিং নামাসীতি তং শিষ্যং বদেৎ। গুরুণৈবমুক্তঃ শিষ্যঃ অমুকশর্ম্মাহং ভবন্তমভিবাদয়ে ইতি ব্রূয়াৎ ॥ ২০১ ॥

কস্যেত্যাদি। হে বৎস ত্বং কস্য ব্রহ্মচার্য্যসীতি গুরৌ পৃচ্ছতি সতি শিষ্যঃ সাবহিতঃ সাবধানঃ সন্ ভবতো ব্রহ্মচার্য্যহমিতি ব্রূয়াৎ ॥ ২০২ ॥

প্রদান করিলে গুরু, 'তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাহাকে সূর্য্য দর্শন করাইবেন।[১৯৯] বালক সূর্য্য দর্শন করিলে আচার্য্য 'মম ব্রতে মনো ধেহি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। (মন্ত্রার্থ যথা—) আমি তোমাকে আমার চিত্ত প্রদান করিতেছি, তুমি আমার ব্রতানুষ্ঠানে মনোনিবেশ কর। বৎস! তুমি একমনা হইয়া আমার ব্রত আচরণ কর, আমার বাক্য তোমার কল্যাণকর হউক।[২০০]

গুরু এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের হৃদয় স্পর্শপূর্ব্বক বলিবেন যে, বৎস! তোমার নাম কি? শিষ্য কহিবে যে, আমি আপনার শিষ্য, আমার নাম অমুক শর্ম্মা; আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি।[২০১] পার্ব্বতি! পরে গুরু

---

* গুরুঃ পৃচ্ছতি পার্ব্বতি ইত্যপি পাঠঃ।

ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচারী ত্বমাচার্য্যস্তে হুতাশনঃ।
ইত্যুক্ত্বা সদ্গুরুঃ পশ্চাদ্দেবেভ্যস্তং সমর্পয়েৎ॥ ২০৩॥
ত্বাং প্রজাপতয়ে বৎস সবিত্রে বরুণায় চ।
পৃথিব্যৈ বিশ্বদেবেভ্যঃ সর্ব্বদেবেভ্য এব চ।
সমর্পয়ামি তে সর্ব্বে রক্ষন্তু ত্বাং নিরন্তরম্॥ ২০৪॥
ততো মাণবকো বহ্নিং দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ।
গুরুং প্রদক্ষিণীকৃত্য স্বাসনে পুনরাবিশেৎ॥ ২০৫॥

ইন্দ্রস্যেত্যাদি। বৎস ত্বমিন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্যাসি তে তব হুতাশনোঽগ্নিবার্চার্য্যো গুরুর্ভবতি ইতি শিষ্যমুক্ত্বা সদ্গুরুঃ পশ্চাত্তং শিষ্যং দেবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥ ২০৩॥

নহু কেভ্যো দেবেভ্যো গুরুঃ শিষ্যং সমর্পয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, ত্বাং প্রজাপতয়ে বৎসেত্যাদি॥ ২০৪॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং মাণবকো বালকো দক্ষিণাবর্ত্তযোগতো বহ্নিং গুরুঞ্চ প্রদক্ষিণীকৃত্য পুনঃ স্বাসনে আবিশেৎ॥ ২০৫॥

জিজ্ঞাসা করিবেন যে তুমি কাহার ব্রহ্মচারী? শিষ্য অবহিতচিত্তে কহিবে যে, আমি আপনার ব্রহ্মচারী।[২০২] তখন সদ্গুরু শিষ্যকে বলিবেন যে, 'ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচারী ত্বমাচার্য্যস্তে হুতাশনঃ।' অর্থাৎ, বৎস' তুমি ইন্দ্রের ব্রহ্মচারী এবং হুতাশন তোমার আচার্য্য। গুরু এই বাক্য বলিয়া পশ্চাৎ সেই শিষ্যকে দেবতাদের নিকট সমর্পণ করিবেন।[২০৩] (সমর্পণকালে 'ত্বাং প্রজাপতয়ে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। মন্ত্রার্থ যথা—) বৎস! তোমাকে প্রজাপতির নিকট, সবিতার নিকট, বরুণের নিকট, পৃথিবীর নিকট, বিশ্বদেবগণের নিকট এবং সমুদায় দেবতার নিকট সমর্পণ করিতেছি। তাঁহারা সকলে নিরন্তর তোমাকে রক্ষা করুন।[২০৪]

অনন্তর বালক দক্ষিণাবর্ত্তে বহ্নিকে এবং গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্ব্বার নিজ আসনে উপবেশন করিবে।[২০৫] প্রিয়ে! পরে গুরু, শিষ্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া সমুদ্ভবনামক হুতাশনে পঞ্চদেবের উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি প্রদান

গুরুঃ শিষ্যেণ সংস্পৃষ্টঃ সমুদ্ভবহুতাশনে।
পঞ্চ দেবান্ সমুদ্দিশ্য দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীঃ প্রিয়ে॥ ২০৬ ॥
প্রজাপতিস্তথা শক্রো বিষ্ণুর্ব্রহ্মা শিবস্তথা॥ ২০৭ ॥
মায়াদিবহ্নিজায়ান্তৈর্জুহুয়াৎ স্বস্বনামভিঃ।
অনুক্তমন্ত্রে সর্ব্বত্র বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২০৮ ॥
ততো দুর্গা মহালক্ষ্মীঃ সুন্দরী ভুবনেশ্বরী।
ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালা ভাস্করাদিনবগ্রহাঃ॥ ২০৯ ॥

গুরবিত্যাদি। গুরুঃ শিষ্যেণ সংস্পৃষ্টঃ সন্ সমুদ্ভবহুতাশনে সমুদ্ভবসংজ্ঞকে অগ্নৌ পঞ্চ দেবান্ সমুদ্দিশ্য পঞ্চাহুতীর্দদ্যাৎ॥ ২০৬ ॥

নন্বু কান্ পঞ্চ দেবান্ সমুদ্দিশ্য পঞ্চাহুতীর্দদ্যাদিত্যপেক্ষায়াং তান্ পঞ্চ দেবান্ দর্শয়তি, প্রজাপতিরিত্যাদ্যর্দ্ধেন॥ ২০৭ ॥

নন্বু কৈর্মন্ত্রৈঃ পঞ্চ দেবানুদ্দিশ্যাহুতীর্দদ্যাত্তত্রাহ, মায়াদীত্যাদি। মায়াদি-বহ্নিজায়ান্তৈঃ হ্রীঁবীজাদিভিঃ স্বাহান্তৈঃ স্বস্বনামভিঃ প্রজাপত্যাদীন্ পঞ্চ দেবা

করিবেন।[২০৬] (উক্ত পঞ্চদেবতার উদ্দেশে আহুতির নিয়ম যথা—) প্রজাপতি, শক্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব,[২০৭] এই সমুদায় দেবতার নাম উল্লেখপূর্ব্বক আদিতে হ্রীঁ ও অন্তে স্বাহা উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিবে (২৫০)। যে স্থলে কোন মন্ত্র উক্ত হয় নাই, সে স্থলেও উক্ত প্রকার বিধান করিতে হইবে। অর্থাৎ, নামের পূর্ব্বে হ্রীঁ উচ্চারণ করিয়া শেষে স্বাহা বলিতে হইবে।[২০৮]

অনন্তর দুর্গা, মহালক্ষ্মী, সুন্দরী, ভুবনেশ্বরী, ইন্দ্র প্রভৃতি দশদিক্‌পাল, ভাস্কর প্রভৃতি নবগ্রহ,[২০৯] ইঁহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে (২৫১)। পরে প্রাজ্ঞ গুরু ব্রহ্মচর্য্যাভিমানী বালককে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন যে বৎস! এক্ষণে তোমার কোন্

---

(২৫০) আহুতির মন্ত্র যথা—হ্রীঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, হ্রীঁ পুরন্দরায় স্বাহা, হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা, হ্রীঁ শিবায় স্বাহা।

(২৫১) মন্ত্র যথা—হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা। হ্রীঁ মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। হ্রীঁ সুন্দর্য্যৈ স্বাহা। হ্রীঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ স্বাহা। হ্রীঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যঃ স্বাহা। হ্রীঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ স্বাহা।

প্রত্যেকনাম্না হুত্বৈতান্ বাসসাচ্ছাদ্য বালকম্।
পৃচ্ছেন্মাণবকং প্রাজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যাভিমানিনম্।
কো বাশ্রমস্তে তনয়* ব্রূহি কিন্তে মনোগতম্ ॥ ২১০ ॥
ততঃ শিষ্যঃ সাবহিতো ধৃত্বা গুরুপদদ্বয়ম্।
করোতু মামাশ্রমিণং ব্রহ্মবিদ্যোপদেশতঃ ॥ ২১১ ॥
এবং প্রার্থয়মানস্য দক্ষকর্ণে শিশোস্তদা।
শ্রাবয়িত্বা ত্রিধা তারং সর্ব্বমন্ত্রময়ং শিবে।
ব্যাহৃতিত্রয়মুচ্চার্য্য সাবিত্রীং শ্রাবয়েদ্গুরুঃ ॥ ২১২ ॥

হুদ্দিশ্য জুহুয়াৎ। নন্থ প্রজাপত্যাদিপঞ্চদেবোদ্দেশ্যকহোমো মায়াদিবহ্নিজায়ান্তৈঃ স্বস্বনামভির্বিধাতব্যস্তদন্যদেবোদ্দেশ্যঃ কোঽপি বা তত্রাহ, অন্বত্রমন্ত্রে ইত্যাদি। ততো হ্রীঁ বীজাদ্যেন স্বাহান্তেন প্রত্যেকনাম্না এতান্ দুর্গালক্ষ্ম্যাদীনুদ্দিশ্য হুত্বা বাসসা বস্ত্রেণ বালকমাচ্ছাদ্য হে তনয় তে তবাশ্রমঃ কস্তে মনোগতং বা কিং বর্ত্ততে ত্বং ব্রূহি ইতি প্রাজ্ঞো ধীমান্ গুরুর্ব্রহ্মচর্য্যাভিমানিনং মাণবকং বালকং পৃচ্ছেৎ ॥ ২০৮ ॥ ২০৯ ॥ ২১০ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং শিষ্যঃ সাবহিতঃ সাবধানঃ সন্ গুরুপদদ্বয়ং ধৃত্বা হে গুরো ব্রহ্মবিদ্যোপদেশতঃ সাবিত্র্যা উপদেশেন মামাশ্রমিণং ভবান্ করোত্বিতি প্রার্থয়েৎ ॥ ২১১ ॥

এবমিত্যাদি। তদা তস্মিন্ কালে এবং প্রার্থয়মানস্য শিশোর্দক্ষকর্ণে সর্ব্বমন্ত্রময়ং সকলমন্ত্রস্বরূপং সকলমন্ত্রপ্রধানং বা তারং প্রণবং ত্রিধা ত্রিবারং শ্রাবয়িত্বা ততো ভূরাদিব্যাহৃতিত্রয়মুচ্চার্য্য গুরুঃ সাবিত্রীং গায়ত্রীং শ্রাবয়েৎ ॥ ২১২ ॥

আশ্রম অভিপ্রেত? এবং তোমার মনোগত ভাব কি? তাহা বল।[২১০] অনন্তর শিষ্য অবহিতচিত্ত হইয়া গুরুর চরণকমলদ্বয় ধারণপূর্ব্বক (প্রার্থনা করিবে, গুরো! আপনি) ব্রহ্মোপদেশ প্রদান দ্বারা আমাকে গৃহস্থাশ্রমী করুন।[২১১]

শিবে! শিশু এইরূপ প্রার্থনা করিলে গুরু তাহার দক্ষিণ কর্ণে সর্ব্ব-মন্ত্রময় প্রণব তিনবার শ্রবণ করাইয়া, ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় উচ্চারণপূর্ব্বক

---

* কো বাশ্রমস্তে তনয় ইতি পাঠান্তরম্।

ঋষিঃ সদাশিবঃ প্রোক্তঃ ছন্দস্ত্রিষ্টুবুদাহৃতম্‌।
অধিষ্ঠাত্রী তু সাবিত্রী মোক্ষার্থে বিনিযোগিতা ॥ ২১৩ ॥
আদৌ তৎসবিতুঃ পশ্চাদ্বরেণ্যং পদমুচ্চরেৎ।
ভর্গঃ পদান্তে দেবস্য ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥ ২১৪ ॥
ততস্তু পরমেশানি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।
পুনঃ প্রণবমুচ্চার্য্য সাবিত্র্যর্থং গুরুর্ব্বদেৎ ॥ ২১৫ ॥

অথ গায়ত্র্যা ঋষ্যাদিকমাহ, ঋষিরিত্যাদিনা। অস্যা গায়ত্র্যাঃ সদাশিব-ঋষি-ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দঃ সাবিত্র্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা মোক্ষার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ মুখে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ হৃদযে সাবিত্র্যৈ অধিষ্ঠাত্র্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। ইতি ঋষিন্যাসং বিধায় সাবিত্র্যা জপো বিধেয়ঃ ॥ ২১৩ ॥

সাবিত্রীমেবাহ, আদাবিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। আদৌ তৎসবিতুঃ পশ্চাৎ বরেণ্যং পদমুচ্চরেৎ। ততো ভর্গ ইতি পদং বদেৎ। তৎপদান্তে দেবস্যেতি পদং বদেৎ। তদন্তে ধীমহীতি পদং বদেৎ। ততস্তু ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদযাদিতি বদেৎ।

গায়ত্রী উপদেশ করিবেন।[২১২] এই সাবিত্রীর ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্‌, অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রী, মোক্ষার্থে বিনিযোগ হইয়া থাকে (২৫২)।[২১৩]

প্রথমতঃ তৎ সবিতুঃ এই পদ উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ বরেণ্যং এই পদ উচ্চারণ করিবে। পরে ভর্গঃ এই পদের পর দেবস্য ধীমহি, এই পদ পাঠ করিতে হইবে।[২১৪] পরমেশ্বরি! তৎপরে ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ (২৫৩) এই পদ উচ্চারণ করিয়া, প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক গুরু শিষ্যকে গায়ত্রীর অর্থ

---

(২৫২)—গায়ত্রীর ঋষ্যাদি যথা—অস্যা গায়ত্র্যাঃ সদাশিবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সাবিত্র্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা মোক্ষার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ। হৃদি সাবিত্র্যধিষ্ঠাত্র্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মোক্ষার্থকে বিনিয়োগঃ। এইরূপ ঋষিন্যাস করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

(২৫৩)—সমুদায় পদ যোজনা করিয়া এইরূপ হয়—তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। জপকালে ব্যাহৃতিসমেত এই গায়ত্রী জপ করিতে হইবে এবং আদ্যন্তে প্রণব সংযুক্ত করিতে হইবে। 'ধীয়ো য়ো নঃ' ইহার অন্তর্গত 'য়ো' শব্দকে দেশ বিশেষে ব্রাহ্মণগণ 'যো' এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। পরন্তু 'যো' পাঠ নিষিদ্ধ।

ত্র্যক্ষরাত্মকতারেণ পরেশঃ প্রতিপাদ্যতে।
পাতা হর্ত্তা চ সংস্রষ্টা যো দেবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ২১৬ ॥
অসৌ দেবস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
অতো বিশ্বময়ং ব্রহ্ম বাচ্যং ব্যাহৃতিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ২১৭ ॥

সকলপদযোজনয়া তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ইত্যাকারিকা সাবিত্রী জাতা। সাবিত্র্যন্তে পুনঃ প্রণবমোঙ্কারমুচ্চার্য্য গুরুঃ সাবিত্র্যর্থং বদেৎ। সাবিত্র্যর্থমিতি প্রণবার্থস্য ব্যাহৃত্যর্থস্য চাপ্যুপলক্ষণম্॥ ॥ ২১৪ ॥ ২১৫ ॥

প্রথমতঃ প্রণবার্থং ব্যাহৃত্যর্থং চাভিদধাতি দ্বাভ্যাং, ত্র্যক্ষরাত্মকেত্যাদি। পাতা জগতঃ পালকো হর্ত্তা তস্য সংহারকঃ সংস্রষ্টা তস্যোৎপাদকশ্চ প্রকৃতেঃ পরো দূর উত্তমো বা যঃ পরেশঃ পরমাত্মা দেবো দীপ্ত্যাদিক্রিয়াশ্রয়োঽস্তি অসৌ পরেশো দেবঃ ত্র্যক্ষরাত্মকতারেণাকারাদিত্রিবর্ণাত্মকেন প্রণবেন প্রতিপাদ্যতে বোধ্যতে। প্রণবপ্রতিপাদ্যো যো দেবোঽসৌ দেবো যতস্ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকস্বরূপো ভবতি ত্রিগুণং সত্ত্বাদিকং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি চ অতো হেতোর্বিশ্বময়ঃ বিশ্বস্বরূপং ব্রহ্ম লোকত্রয়াভিধায়িভির্ভূরাদিভিস্ত্রিভির্ব্যাহৃতিভির্বাচ্যং ভবতি ॥ ২১৬ ॥ ২১৭ ॥

বুঝাইয়া দিবেন।[২১৫] (গায়ত্রীর অর্থ যথা—) ত্র্যক্ষরাত্মক প্রণব দ্বারা, যে দেব প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, সেই পরমেশ্বর অভিহিত হইতেছেন (২৫৫)।[২১৬]

সেই দেব ত্রিলোকের আত্মা। তিনি গুণত্রয় ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা বিশ্বময় ব্রহ্ম অভিহিত

---

(২৫৪)—গায়ত্রী শব্দের বুৎপত্তি যথা—

গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা। অর্থাৎ যিনি পাঠকারীকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তাঁহাকে গায়ত্রী বলে। ইঁহাকে সাবিত্রীও বলা যায়। বহ্নিপুরাণে আছে—

সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্যতে। যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ॥ বেদপ্রসবনাচ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ'। সমস্ত জগৎ সৃষ্টি হেতু সূর্য্য (তেজ) সবিতা নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন; এবং সেই তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গায়ত্রী, এই নিমিত্ত সাবিত্রী নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। বেদ প্রসব করিয়াছেন বলিয়াও ইঁহাকে 'সাবিত্রী' বলা যায়।

তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্ঞেয় এব সঃ ।
জগদ্রূপস্য সবিতুঃ সংস্রষ্টুর্দীব্যতো বিভোঃ ॥২১৮॥
অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চো বরণীয়ং যতাত্মভিঃ ।
ধ্যায়েম তৎ পরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনম্ ॥ ২১৯ ॥

এবং প্রণবার্থং ব্যাহৃত্যর্থং চ দ্বাভ্যামভিধায়েদানীং তার ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ সাবিত্র্যর্থমভিধত্তে, তারেত্যাদি। তারব্যাহৃতিবাচ্যো যঃ পরমাত্মা স এব সাবিত্র্যা অপি বাচ্যো জ্ঞেয়ঃ। পরমাত্মন এব যথা সাবিত্রীবাচ্যত্বং ভবেত্তথৈব ব্যাখ্যাতি, জগদ্রূপস্যেত্যাদি। সবিতুরিত্যস্য বিবরণং জগদ্রূপস্য সংস্রষ্টুরিতি। দেবস্যেত্যস্য বিবরণং দীব্যতো বিভোরিতি। ভর্গপদার্থমাহ অন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চ ইতি। বরেণ্যমিত্যস্যার্থমাহ যতাত্মভির্বরণীয়মিতি। ধীমহীত্যস্য বিবরণং ধ্যায়েমেতি। তৎপদার্থমাহ পরং সত্যং সর্ব্বব্যাপি সনাতনমিতি। য ইত্যস্য বিবরণং সর্ব্বসাক্ষীশ ইতি। ধিয় ইত্যস্য বিবরণং মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণীতি। প্রচোদয়াদিত্যস্য বিবরণং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদিতি। প্রেরয়েদিত্যস্য চ বিবরণং বিনিযোজয়েদিতি। তদেবং বাক্যার্থঃ। সবিতুর্জগদ্রূপস্য বস্তুনঃ সংস্রষ্টুর্দেবস্য দীব্যতো বিভোর্বরেণ্যং যতাত্মভিঃ সংযতান্তঃকরণৈর্বরণীয়মুপাসনীয়ং তৎ পরমুত্তমং সত্যং যথার্থভূতং সর্ব্বব্যাপি সকলপদার্থব্যাপনশীলং সনাতনমাদ্যন্তশূন্যমন্তর্গতং মহদ্বর্চ্চস্তেজো বয়ং ধীমহি ধ্যায়েম। যঃ সর্ব্বসাক্ষীশঃ সর্ব্বেষাং শুভাশুভকর্ম্মণাং দ্রষ্টা নিয়ন্তা চ ভর্গো নোঽস্মাকং ধিয়ো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েৎ বিনিযোজয়েদিতি। অত্র যদ্যপি সবিতুর্ভর্গ ইতি সবিতৃভর্গযোর্ভেদঃ প্রতীয়তে তথাপি পরমার্থচিন্তায়ামভেদ এবেতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ২১৮ ॥ ২১৯ ॥ ২২০ ॥

ইত্থমিত্যাদি। হে দেবি ইত্থমনেন প্রকারেণার্থযুতাং ব্রহ্মবিদ্যাং গায়ত্রী-

---

হইতেছেন।[২১৭] যিনি প্রণব দ্বারা প্রতিপাদ্য, যিনি ব্যাহৃতিত্রয়ের বাচ্য, সাবিত্রী দ্বারা তিনিই জ্ঞেয় হইতেছেন। যিনি জগতের সবিতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি দীপ্ত্যাদি ক্রিয়াশ্রয় বিভু অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা সমভাবে জ্যোতির্বিকিরণ করেন অথবা যিনি স্বপ্রকাশস্বরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, কিম্বা যিনি অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপ লীলা করিতেছেন,[২১৮] আমরা তাঁহার অন্তর্গত যোগিদিগের বরণীয় মহাজ্যোতিঃ সেই পরম সত্য সর্ব্বব্যাপী ও সনাতনকে ধ্যান করি।[২১৯] যিনি সেই

যো ভর্গঃ সর্ব্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি নঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ ॥ ২২০ ॥
ইথমর্থযুতাং ব্রহ্মবিদ্যামাদিশ্য সদ্‌গুরুঃ।
শিষ্যং নিযোজয়েদ্দেবি গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মসু ॥ ২২১ ॥

মাদিশ্যাভিজ্ঞার্থমিতস্ততো গমযিত্বা সদ্‌গুরুঃ শিষ্যং গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মসু নিযোজয়েৎ প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ২২১ ॥

মহাজ্যোতিঃ সর্ব্বসাক্ষী ও ঈশ্বর, তিনি আমাদিগের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সমুদায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষেতে বিনিযোজিত করেন (২৫৪)।[২২০]

দেবি! সদ্‌গুরু এইরূপে অর্থসহিত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া শিষ্যকে গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন,[২২১] এবং কহিবেন যে, বৎস! এক্ষণে

---

(২৫৪)—তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

অস্যার্থঃ। তৎ তস্য সবিতুঃ ভর্গং তেজঃ ধীমহি চিন্তয়ামঃ। অত্র যদ্যপি তমিতি পদং ভর্গবিশেষণং নাস্তি তথাপি য ইতি যচ্ছব্দ প্রয়োগাদেব তমিতি তচ্ছব্দো লভ্যতে। তথা গায়ত্রী ব্যাকরণ এব যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ.—'তচ্ছব্দেন তু যচ্ছব্দো বোদ্ধব্যঃ সততং বুধৈঃ। উদাহৃতে তু যচ্ছব্দে তচ্ছব্দঃ স্যাদুদাহৃতঃ॥'

ব্যাখ্যা। আমরা সেই প্রসিদ্ধ দীপ্তিশালী জগৎ-প্রসবকর্ত্তা দেব সূর্য্যের জগৎপ্রকাশক বরণীয় (সেই) ভর্গ (তেজকে) ধ্যান করি; যে ভর্গ আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষে বিনিযুক্ত (প্রেরণ) করিয়া থাকেন। এস্থলে যদিও ভর্গের বিশেষণ স্বরূপ 'সেই' এই তৎ-পদের প্রয়োগ নাই, তথাপি 'যে' এই যৎশব্দের প্রয়োগ থাকাতেই তৎ-শব্দের তৎ-পদ উহ্য করিয়া লইতে হইবে। গায়ত্রীব্যাকরণে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে, যেখানে তৎশব্দের প্রয়োগ থাকিবে, সেই খানেই যৎ শব্দ উহ্য ধরিয়া লইতে হইবে, এবং এইরূপ যেখানে যৎ শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইবে, সেইখানেই তৎশব্দ অধ্যাহার্য্য হইবে।

কিঞ্চতস্য তস্য সবিতুঃ সর্ব্বভূতানাং প্রসবিতুরিত্যর্থঃ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

'সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে। সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে॥'

সবিতার অর্থ সর্ব্বভূতের প্রসবকর্ত্তা অর্থাৎ উৎপাদক। যথা,—যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,—সূর্য্য চেতন অচেতন সর্ব্বভূতের সর্ব্বভাবের প্রসবকর্ত্তা অর্থাৎ, তাঁহা হইতেই সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। সবন অর্থাৎ উৎপাদন পাবন অর্থাৎ সমুদায় পবিত্র করেন বলিয়া তিনি সবিতা শব্দে অভিহিত হয়েন।

পুনঃ কিম্ভূতস্য সবিতুঃ দেবস্য দীপ্তিক্রীড়াযুক্তস্য। তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

'দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাদ্রুচ্যতে দ্যোততে দিবি। তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ॥

পুনশ্চ সেই সবিতা কিরূপ? 'দেবস্য' দেবশব্দের অর্থ দীপ্তিশালী ও ক্রীড়াশীল। এস্থলে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,—তিনি সর্ব্বদা দীপ্তিশীল, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়সাধনরূপ ক্রীড়াশীল এবং আকাশমণ্ডলে দ্যোতমান হইতেছেন এবং রুচিদ্বারা সকলকে তর্পিত করেন। এই জন্য তিনি দেবশব্দে কথিত হইয়া থাকেন।

কিম্ভূতং ভর্গং যো ভর্গো নোঽস্মাকং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরযতি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু অস্মাকং বুদ্ধীর্বো ভর্গো নিযোজযতীত্যর্থঃ। তথা যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

'চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥'

সেই ভর্গ কি প্রকার তদ্বিষয়ে কথিত হইতেছে,—ভর্গ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি বিষয়ে বিনিযুক্ত করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,—আমরা সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সেই ভর্গের ধ্যান করি; যে ভর্গ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন।

তদিহ ভর্গশব্দেন বহুবিধমাহাত্ম্যযুক্তঃ সবিতৃমণ্ডলমধ্যগতাদিত্যদেবতাস্বরূপ পুরুষ উচ্যতে। তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ,—

'ভৃজিঃ পাকে ভবেদ্ধাতুর্যস্মাৎ পাচয়তে হ্যসৌ। ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাজ্জগচ্চান্তে হরত্যপি॥
কালাগ্নিরূপমাস্থায সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ। ভ্রাজতে তৎস্বরূপেণ তস্মাদ্ভর্গঃ স উচ্যতে॥ তথা—
ভেতি ভাসয়তে লোকান্ রেতি রঞ্জয়তে প্রজাঃ। গ ইত্যাগচ্ছতেঽজস্রং ভ-র-গো ভর্গ উচ্যতে॥'

এস্থলে ভর্গ শব্দে বহুবিধ মহাত্ম্যযুক্ত সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী আদিত্যদেবতাস্বরূপ পুরুষ লক্ষিত হইয়া থাকেন। (আমাদের শরীরের সহিত আত্মার যেরূপ প্রভেদ, সূর্য্যমণ্ডলের সহিত ভর্গ অর্থাৎ আদিত্যদেবতাস্বরূপ পুরুষেরও সেইরূপ প্রভেদ বুঝিতে হইবে।) এবিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন,—ভর্গ এই শব্দটি ভৃজ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভৃজ ধাতুর অর্থ পাক ও সংহার এবং প্রকাশ ও দীপ্তি। সূর্য্য হইতে সমস্ত বস্তুর পাক অর্থাৎ রূপান্তরে পরিণত হয়, তিনি স্বয়ং প্রভাকরস্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা দীপ্তিশীল ও সমুদায় প্রকাশ করিতেছেন; এবং তিনি প্রলয় কালে কালাগ্নিরূপ ধারণ পূর্ব্বক, সপ্তরশ্মি দ্বারা জগৎ সংহার করিয়া থাকেন, এই নিমিত্তই তাঁহার নাম ভর্গ। অথবা 'ভ' শব্দের অর্থ পদার্থসমুদায় যথাযথ বিভাগ করা, অর্থাৎ সকলের চক্ষুঃস্বরূপ হইয়া ঘটাদি হইতে পটাদির কিম্বা নীল ঘটপটাদি হইতে শ্বেত ঘট-পটাদির বিভিন্নতা করিয়া দেওয়া; 'র' শব্দের অর্থ রঞ্জন অর্থাৎ সমুদায় সৃষ্ট পদার্থের বর্ণ (রূপ) উৎপাদন করা; এবং 'গ' শব্দের অর্থ অজস্র গমনাগমন করা। অর্থাৎ, তিনি পদার্থসমুদায় বিভাগ করেন, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ উৎপাদন করেন এবং নিরন্তর গমনাগমন করেন বলিয়া (ভ-র-গ—) ভর্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।

অয়মেব ভর্গো বহিরাকাশে সূর্য্যমণ্ডলান্তঃস্থোঽপি সকলপ্রাণিনাং মধ্যে জীবভূতঃ প্রতিবসতি। তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ'আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্। হৃদয়ে সর্ব্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি॥ তথা, হৃদ্ব্যোম্নি তপতি হ্যেষ বাহ্যে সূর্য্যঃ স চান্তরে। অগ্নৌ বাহ্যধূমকে হ্যেষ জ্যোতিশ্চিত্রস্বরং যতঃ॥ হৃদাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈরুপবর্ণ্যতে। স এবাদিত্যরূপেণ বহির্নভসি রাজতে॥'

এই ভর্গই বাহ্যাকাশে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হইয়াও প্রাণীগণের অন্তরে জীবাত্মরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এবিষয়ে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদিত্যের অন্তর্গত, তিনিই সর্ব্বজীবের হৃদয়ে জীবাত্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এই ভর্গই বাহ্যাকাশে সূর্য্যস্বরূপে এবং প্রাণীগণের অন্তরে থাকিয়া হৃদয়াকাশে জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া থাকেন। ইনিই নির্দ্ধূম বহ্নিমধ্যে বিচিত্র জ্যোতিঃ স্বরূপ। সাধকেরা হৃদাকাশে যে জীবাত্মার বর্ণনা করিয়া থাকেন, তিনিই বহিরাকাশে আদিত্যরূপে বিরাজিত।

অত্র যদ্যপি প্রাণিনাং হৃদি জীবরূপতয়া য এব ভর্গস্তিষ্ঠতি স এবাকাশে আদিত্যমধ্যে পুরুষরূপতয়া বিদ্যতে। অতোঽনয়োর্ভেদো নাস্ত্যেব। তথাপি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াদিতি প্রাণিবুদ্ধিপ্রেরকো হৃদয়বর্ত্তী ভর্গঃ স এব চিন্তনীয়ঃ। অয়ন্ত বিশেষঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিভর্গেণ সহাদ্বৈতেন একীভূতশ্চিন্তনীয়ঃ।

এস্থলে, যদিও যে ভর্গ প্রাণীগণের হৃদয়ে জীবাত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই ভর্গই বাহ্যাকাশে আদিত্যমণ্ডলমধ্যে পুরুষরূপে বিদ্যমান আছেন, সুতরাং এতদুভয়ে কিছুমাত্র প্রভেদ রহিল না, তথাপি যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে বিনিযোজিত করিতেছেন, এই বাক্য বলাতে হৃদয়মধ্যবর্ত্তী ভর্গেরই চিন্তা করিতে হইবে, পরন্তু আকাশমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ভর্গের সহিত অভেদ জ্ঞানে হৃন্মধ্যবর্ত্তী ভর্গকে ধ্যান করিতে হইবে।

পুনঃ কিম্ভূতং ভর্গঃ বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুদুঃখাদিনাশায় ধ্যানেনোপাসনীয়মিত্যর্থঃ। তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—'বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং বৈ মুমুক্ষুভিঃ॥ জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিবিধস্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যস্তু দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে॥'

পুনশ্চ ভর্গ কিরূপ তদ্বিষয়ে কথিত হইতেছে, ভর্গ বরেণ্য বরণীয় অর্থাৎ, জন্মমৃত্যুদুঃখাদি নাশের নিমিত্ত ধ্যানদ্বারা উপাসনীয়। এবিষয়ে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে,—জন্মসংসারভীরু মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ জন্ম ও মৃত্যু এবং ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) দুঃখ বিনাশার্থ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বরেণ্য (বরণীয়) ভর্গনামক পুরুষকে ধ্যান দ্বারা দর্শন করিবেন।

পুনঃ কিম্ভূতোঽসৌ ভর্গঃ ভূর্ভুবঃস্বরিতি ভূর্লোকান্তরীক্ষলোকস্বর্গলোকস্বরূপোঽপি স এবাদিত্যাত্মকো ভর্গ ইত্যর্থঃ। তথা ভবিষ্যপুরাণে,—

বাসুদেব উবাচ,—প্রত্যক্ষদেবতা সূর্য্যো জগচ্চক্ষুর্দিবাকরঃ। তস্মাদপ্যধিকা কাচিদ্দেবতা নাস্তি শাশ্বতী॥ তস্মাদিদং জগজ্জাতং লয়ং যাস্যতি তত্র চ। ক্রট্যাদি লক্ষণঃ কালঃ স্মৃতঃ

নাক্কাদ্দিবাকরঃ।। গ্রহনক্ষত্রযোগাশ্চ রাশয়ঃ করণানি চ। আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ বায়বোঽনলঃ। শক্রঃ প্রজাপতিঃ সর্ব্বো ভূভু বঃস্বর্দ্দিশস্তথা ।।'

এই ভর্গ ভূর্ভুবঃস্বঃ অর্থাৎ ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক ও স্বর্গলোক এই ত্রিলোকস্বরূপ, ইনিই আদিত্যাত্মক। যথা ভবিষ্যপুরাণে বাসুদেব কহিয়াছেন—সূর্য্য প্রত্যক্ষ দেবতা, ইনি জগতের চক্ষুঃ স্বরূপ ও দিবাকর। ইঁহা অপেক্ষা শাশ্বতী (নিত্যাবস্থায়ী) দেবতা আর কেহই নাই।

এই সমস্ত জগৎ সূর্য্যের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং এই সমস্ত জগৎ সূর্য্যের শরীরেই পুনরায় লয় প্রাপ্ত হইবে। ত্রুটি, দণ্ড, পল প্রভৃতি সমুদায় কাল, সাক্ষাৎ দিবাকর স্বরূপ, গ্রহগণ, নক্ষত্রগণ, যোগগণ, রাশিগণ, করণগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনিকুমারযুগল, বায়ুসকল, অনল, ইন্দ্র, প্রজাপতি, শম্ভু, ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক, স্বর্গলোক এবং দশদিক্ এই সমুদায়ই দিবাকরের এক এক অংশমাত্র।

'ত্রৈলোক্যমিদিমাদিত্যদেবতায়া এব বিবর্ত্তত ইতি প্রতিপাদনে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য'—

"হৈরণ্যং মণ্ডলং দীপ্তং তপোজ্ঞানসমুদ্ভবং। একং দ্বাদশধা ভিন্নমদিতিস্তমজীজনৎ ।।
যস্যোল্বাদুত্থিতো মেরুরুধিরাৎ সপ্তসিন্ধবঃ। পর্ব্বতাশ্চ জরায়ুথা নদ্যো ধমনিসম্ভবাঃ ।।
দ্যৌশ্চাপি পৃথিবী চৈব কপালে দ্বে ব্যবস্থিতে। মধ্যোঽন্তরীক্ষমভবৎ ত্রৈলোক্যস্যৈব সম্ভবঃ ।।
এতে হ্যণ্ডকপালে দ্বে অপাং মধ্যে ব্যবস্থিতে। একং ধাত্রী সমভবৎ দ্বিতীয়ং নন্দনং বনং।।
তন্মধ্যাদ্ যঃ শিশুর্জাতঃ মার্ত্তণ্ডঃ সবিতা তু সঃ।।'

এই ত্রিলোকস্থিত সমুদায় পদার্থই সূর্য্যদেবের পরিণামমাত্র। এতৎপ্রতিপাদনে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন যে—তপস্যা ও জ্ঞানের আকর প্রদীপ্ত তেজোমণ্ডল এক হইয়াও অদিতি গর্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। এই তেজোমণ্ডলের উল্ব (গর্ভাশয়) হইতে সুমেরু পর্ব্বত, শোণিত হইতে সপ্ত সমুদ্র, জরায়ু হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত সমূহ, ধমনী হইতে নদীসকল উৎপন্ন হইয়াছে। যাঁহার কপালদ্বয় স্বর্গ ও পৃথিবী আখ্যাত হইয়া থাকে, এবং কপালমধ্যস্থ শূন্যাংশ আকাশ নামে খ্যাত হয়, এইরূপে সেই বিরাটপুরুষ হইতে এই ত্রিলোক উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ জলমধ্যে ব্যবস্থিত এই অণ্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে একটি ধাত্রী অর্থাৎ মনুষ্যাদি স্থূল শরীর জীবগণের আবাস এবং দ্বিতীয়টি ভোগস্থান নন্দন কাননের আধার স্বর্গ। এই উভয়ের মধ্যস্থলে যে (তেজোময়) শিশু উৎপন্ন হন, তিনিই মার্ত্তণ্ড ও সবিতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ইত্থং চরাচরাত্মকত্রৈলোক্যমেব ভর্গস্বরূপম্। ততো ভর্গাৎ পৃথগ্ভূতং ন কিঞ্চিদপি সম্ভবতীতি। ভর্গমাহাত্ম্যমেব ব্যাহৃতিত্রয়সমেত গায়ত্র্যা প্রতিপাদিতম্। ইতি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বম্।

অতএব ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে — এই সমুদায় চরাচর জগৎই ভর্গস্বরূপ ভর্গ হইতে পৃথক্ আর কোন বস্তুই নাই। অতএব ব্যাহৃতিত্রয়সমেত গায়ত্রীদ্বারা কেবল ভর্গমাহাত্ম্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইতি হলায়ুধধৃত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব।

ব্রহ্মচর্য্যোচিতং বেশং বৎসেদানীং পরিত্যজ।
শাস্তবোদিতমার্গেণ দেবান্ পিতৃন্ সমৰ্চ্চয় ॥ ২২২ ॥
ব্রহ্মবিদ্যোপদেশেন পবিত্রং তে কলেবরম্।
প্রাপ্তা গৃহস্থাশ্রমিতা তদুক্তং কর্ম্ম কল্পয় ॥ ২২৩ ॥

গৃহস্থাশ্রমকর্ম্মসু শিষ্যস্য প্রবর্ত্তনমেবাহ, ব্রহ্মচর্য্যোত্যাদিভিঃ। হে বৎস অমিদানীং ব্রহ্মচর্য্যোচিতং বেশং পরিত্যজ শাম্ভবোদিতমার্গেণ শম্ভুপ্রোক্তেন বর্ত্মনা দেবান্ পিতৃংশ্চ সমৰ্চ্চয় সম্যক্ পূজয়। ২২২।

ব্রহ্মেত্যাদি। হে বৎস ব্রহ্মবিদ্যোপদেশেন তে তব কলেবরং শরীরং পবিত্রমাসীৎ। ইদানীং প্রাপ্তা যা গৃহস্থাশ্রমিতা তদুক্তং কর্ম্ম কল্পয় কুরু ॥২২৩॥

ব্রহ্মচর্য্যোচিত বেশ পরিত্যাগ কর। শম্ভুপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া দেবগণের ও পিতৃগণের পূজা কর।[২২২] ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দ্বারা এক্ষণে তোমার শরীর পবিত্র হইয়াছে। এক্ষণে তুমি গৃহস্থাশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব তুমি গৃহস্থাশ্রমবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।[২২৩]

বৎস! তুমি এক্ষণে উপবীতদ্বয় (২৫৫) রমণীয় বস্ত্র, অলঙ্কার, পাদুকা, ছত্র,

---

এই গায়ত্রীর আদিতে ও অন্তে প্রণব যোগ করিবার বিধি আছে, তদ্বারা সপ্ত অঙ্গ বিশিষ্ট, চতুষ্পাদবিশিষ্ট, ত্রিস্থানবিশিষ্ট, পঞ্চদেবতাস্বরূপ, প্রণব (পরমাত্মা) ও ভর্গের অভেদ ধারণার উপদেশ হইল। প্রণব তিনপ্রকার, অপর প্রণব, পরপ্রণব, ও মহাপ্রণব। আদ্যন্তের দুইটি প্রণব ও মধ্যে প্রণবস্বরূপ গায়ত্রী দ্বারা ঐ ত্রিবিধ প্রণবেরই উল্লেখ হইল। তন্ত্রে গায়ত্রীর মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণকে তৃতীয় প্রণবও যোগ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, পরন্ত অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম-স্বরূপ আদ্যন্তে প্রণবদ্বয় যোগ করাই এতদ্দেশে প্রচলিত। এই প্রণবের ব্যাখ্যা ৫৪ পৃঃ (২৩) টিপ্পনীতে দেখিতে পাইবেন।

(২৫৫)—মূলে যে উপবীতদ্বয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক উপবীত সম্প্রদায় বা বেদের অধিকারী অনুসারে যথাযথ পরিমাণে, ত্রিগুণিত (তিন ফের) সূত্রে গায়ত্র্যাদি পাঠপূর্ব্বক গ্রন্থি দিয়া নির্ম্মিত হয়। ইহার মধ্যে একটি যজ্ঞের নিমিত্ত ধারণ করা হয় এবং অপরটি কায়দণ্ড, বাগ্দণ্ড ও মনোদণ্ড অর্থাৎ কায় বাক্য ও মনোদ্বারা সংযমের চিহ্নস্বরূপ ধারণ করা হয়। ঐ ত্রিবিধ দণ্ডের স্মারক ঐ ত্রিগুণিত সূত্র। প্রত্যেক সূত্রও আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে পুনরায় ত্রিগুণিত সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত উত্তরীয়স্বরূপে তৃতীয় উপবীতও ধারণ করা হইয়া থাকে।

উপবীতদ্বয়ং দিব্যবস্ত্রালঙ্করণানি চ ।
গৃহাণ পাদুকাচ্ছত্রং গন্ধমাল্যানুলেপনম্ ॥ ২২৪ ॥
ততঃ কাষায়বসনং কৃষ্ণাজিনসমন্বিতম্ ।
যজ্ঞসূত্রং মেখলাঞ্চ দণ্ডং ভিক্ষাকমণ্ডকম্ ॥ ২২৫ ॥
আচারাদর্জ্জিতাং ভিক্ষাং সমর্প্য গুরবে শিবে ।
শুদ্ধোপবীতযুগলং পরিধায়াম্বরে শুভে ॥ ২২৬ ॥
গন্ধমাল্যধরস্তুষ্ণীং তিষ্ঠেদাচার্য্যসন্নিধৌ ।
ততো গৃহস্থাশ্রমিণং শিষ্যমেতদ্বদেদ্গুরুঃ ॥ ২২৭ ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব ।
স্বাধ্যায়াশ্রমকর্ম্মাণি যথাধর্ম্মেণ সাধয় ॥ ২২৮ ॥

উপবীতেত্যাদি। হে বৎস ত্বমিদানীমুপবীতদ্বয়ং দ্বে উপবীতে দিব্যানি বস্ত্রালঙ্করণানি চ পাদুকাচ্ছত্রমুপানহং ছত্রং চ গন্ধমাল্যানুলেপনমপি গৃহাণ ॥ ২২৪ ॥

তত ইত্যাদি। গুরুণৈবমাজ্ঞাপিতঃ শিষ্যঃ ততঃ পরং কাষায়বসনং কষায়েণ রক্তং বস্ত্রং কৃষ্ণাজিনসমন্বিতং যজ্ঞসূত্রং মেখলাং দণ্ডং ভিক্ষাকমণ্ডকং ভিক্ষাপাত্রমাচারাদর্জ্জিতাং ভিক্ষাঞ্চ গুরবে সমর্প্য দত্ত্বা শুদ্ধোপবীতযুগলং শুভে অম্বরে বস্ত্রে চ পরিধায় গন্ধমাল্যধরঃ সন্ তুষ্ণীমাচার্য্যসন্নিধৌ গুরুসমীপে তিষ্ঠেৎ। ততো গৃহস্থাশ্রমিণং শিষ্যং গুরুরেতদ্বদেৎ ॥২২৫॥২২৬॥২২৭॥

নতু গৃহস্থাশ্রমিণং শিষ্যং গুরুঃ কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, জিতেন্দ্রিয় ইত্যাদি ॥ ২২৮ ॥

গন্ধ, মালা ও অনুলেপন গ্রহণ কর।[২২৪] অনন্তর কষায়রঞ্জিত বসন, কৃষ্ণাজিন সমন্বিত যজ্ঞসূত্র, মেখলা, দণ্ড, ভিক্ষাপাত্র[২২৫] এবং আচার অনুসারে উপার্জ্জিত ভিক্ষা, শিষ্য এই সমুদায় গুরুকে সমর্পণ করিয়া শুদ্ধ যজ্ঞোপবীত-যুগল ও উত্তম বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া[২২৬] গন্ধ ও মালা ধারণপূর্ব্বক আচার্য্য সমীপে নীরব হইয়া দণ্ডায়মান হইবে। আচার্য্য গৃহস্থাশ্রমী শিষ্যকে কহিবেন,[২২৭] তুমি জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ হও। তুমি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি অনুসারে বেদ অধ্যয়ন ও গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম সমুদায় সম্পাদন কর।[২২৮]

ইত্যাদিশ্য দ্বিজং পশ্চাৎ সমুদ্ভবহুতাশনে।
মায়াদিপ্রণবান্তেন ভূর্ভুবঃ স্বস্ত্রয়েণ চ ॥ ২২৯ ॥
হাবয়িত্বা ত্রিধাচার্য্যঃ স্বিষ্টিকৃদ্ধোমমাচরন্।
দত্ত্বা পূর্ণাহুতিং ভদ্রে ব্রতকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ২৩০ ॥
জীবসেকাদিসংস্কারা ব্রতান্তাঃ পিতৃতো নব।
উদ্বাহঃ পিতৃতো বাপি স্বতোঽপি সিধ্যতি প্রিয়ে ॥ ২৩১ ॥
বিবাহাহ্নি কৃতস্নানঃ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ কৃতী।
পঞ্চদেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য গৌর্য্যাদিমাতৃকাস্তথা।
বসোর্ধারাং কল্পয়িত্বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥ ২৩২ ॥

ইতীত্যাদি। দ্বিজং দ্বিজত্বশালিনং শিষ্যমিত্যাদিশ্যাজ্ঞাপ্য পশ্চাৎ সমুদ্ভব-হুতাশনে সমুদ্ভবাখ্যে বহ্নৌ মায়াদিপ্রণবান্তেন হ্রীঁ বীজাদিনা ওঁকারান্তেন ভূর্ভুবঃস্বস্ত্রয়েণ মন্ত্রেণ ত্রিধা ত্রিবারং শিষ্যেণ হাবয়িত্বা চ স্বিষ্টকৃতং হোমমাচরন্না-চার্য্যঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা ব্রতকর্ম্ম যজ্ঞোপবীতক্রিয়াং সমাপয়েৎ ॥২২৯॥২৩০॥২৩১॥

অথোদ্বাহক্রিয়াবিধিমাহ, বিবাহাহ্নীত্যাদিভিঃ ॥২৩২॥

গুরু দ্বিজ শিষ্যকে এইরূপ আদেশ করিয়া, প্রথমতঃ মায়া (হ্রীঁ) ও সর্ব্বশেষে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণপূর্ব্বক ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা সমুদ্ভবনামক হুতাশনে[২২৯] শিষ্যকে তিনবার আহুতি প্রদান করাইয়া স্বিষ্টিকৃৎ হোম সমাধা করিবেন। ভদ্রে! অনন্তর পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক উপনয়ন ক্রিয়া সমাপন করিবেন।[২৩০]

প্রিয়ে! জীবসেক অবধি উপনয়ন পর্য্যন্ত নয়টি সংস্কার পিতা দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। পরন্তু পরিণয় সংস্কার (অর্থাৎ তৎপূর্ব্বকৃত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি) পিতা কর্ত্তৃক অথবা স্বয়ং নিষ্পাদিত হইতে পারে।[২৩১]

(তদ্যথা—) কার্য্যকুশল ব্যক্তি বিবাহের দিবস স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া পঞ্চদেবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিবেন। পরে বসুধারা দিয়া বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।[২৩২] পূর্ব্বে যে পাত্রে কন্যা দান করিবার জন্য কন্যাকর্ত্তা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন সেই পাত্রকে

রাত্রৌ প্রতিশ্রুতং পাত্রং গীতবাদ্যপুরঃসরম্ ।
ছায়ামণ্ডপমানীয় উপবেশ্য বরাসনে ॥ ২৩৩ ॥
বাসবাভিমুখং দাতা পশ্চিমাভিমুখো বিশেৎ ।
আচম্য স্বস্তিমৃদ্ধিঞ্চ কথয়েদ্‌ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ২৩৪ ॥
সাধুপ্রশ্নং বরং পৃচ্ছেদর্চ্চনাপ্রশ্নমেব চ ।
বরাৎ প্রশ্নোত্তরং নীত্বা পাদ্যাদ্যৈর্ব্বরমর্চ্চয়েৎ ॥ ২৩৫ ॥

রাত্রাবিত্যাদি। ততঃ প্রতিশ্রুতমঙ্গীকৃতং পাত্রং বরং গীতবাদ্যপুরঃসরং যথা স্যাত্তথা রাত্রৌ ছায়ামণ্ডপমানীয় বরাসনে শ্রেষ্ঠে পীঠে বাসবাভিমুখং পূর্ব্বাভিমুখমুপবেশ্য চ কন্যায়া দাতা পশ্চিমাভিমুখো ভূত্বা বিশেৎ। পশ্চিমাভিমুখ উপবিষ্টো দাতা আচম্যাচমনং কৃত্বা কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তোঽধিক্রবন্তিত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণৈঃ সহ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা ইত্যাদি স্বস্তিং কথয়েৎ। ততঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিক্রবন্তিত্যুক্ত্বা তৈরেব সহ ঋধ্যতাম্ ঋধ্যতাম্ ঋধ্যতাম্ ইত্যৃদ্ধিঞ্চ কথয়েৎ ॥ ২৩৩ ॥ ২৩৪ ॥

সাধ্বিত্যাদি। ততো দাতা সাধু ভবানাস্তামিতি সাধুপ্রশ্নং ভবন্তমর্চ্চযিষ্যাম ইত্যর্চ্চনাপ্রশ্নঞ্চ বরং পৃচ্ছেৎ। ততো বরাৎ সাধ্বহমাসে ইতি ওমর্চ্চযেতি চ প্রশ্নোত্তরং নীত্বা সমাদায় পাদ্যাদ্যৈর্বরমর্চ্চয়েৎ পূজযেৎ পাদ্যাদীনি বরায় সমর্পয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৩৫ ॥

গীতবাদ্যসহকারে রাত্রিকালে ছায়ামণ্ডপে আনয়ন করিয়া বরের আসনে উপবেশন করাইবেন।[২৩৩] পাত্র পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবে, দাতা পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবেন। কন্যাদাতা প্রথমতঃ আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন ও ঋদ্ধিবাচন (প্রভৃতি) করিবেন (২৫৬)।[২৩৪] অনন্তর কন্যাদাতা বরের

---

(২৫৬)—স্বস্তিবাচনাদি—হ্রীঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকগোত্রস্যামুকস্য শুভ বিবাহকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিক্রবন্তু, এই বাক্য বলার পর, হ্রীঁ পুণ্যাহং, হ্রীঁ পুণ্যাহং, হ্রীঁ পুণ্যাহং, এই বাক্য ব্রাহ্মণগণের সহিত তিনবার বলিবার সময় সকলে তিনবার নারাচমুদ্রায় তণ্ডুল বিকিরণ করিবেন। এইরূপ হ্রীঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইত্যাদি বলিয়া ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিক্রবন্তু, ইহার পর হ্রীঁ ঋধ্যতাং, হ্রীঁ ঋধ্যতাং, হ্রীঁ ঋধ্যতাং, এই মন্ত্রে সকলে পূর্ব্ববৎ তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবেন। এইরূপ হ্রীঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইত্যাদির পর স্বস্তি ভবন্তোঽধিক্রবন্তু। হ্রীঁ স্বস্তি, হ্রীঁ স্বস্তি, হ্রীঁ স্বস্তি, এই বলিয়া

সমর্পয়ামি বাক্যেন দেয়দ্রব্যং সমর্পয়েৎ।
পাদয়োরর্পয়েৎ পাদ্যং শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ২৩৬ ॥
আচম্যং বদনে দদ্যাৎ গন্ধং মাল্যং সুবাসসী।
দিব্যাভরণরত্নানি যজ্ঞসূত্রং সমর্পয়েৎ ॥ ২৩৭ ॥
ততস্তু ভাজনে কাংস্যে কৃত্বা দধি ঘৃতং মধু।
সমর্পয়ামি বাক্যেন মধুপর্কং করেঽর্পয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

নম্ব কেন বাক্যেন কুত্র কুত্র বা অঙ্গে পাদ্যাদিকং সমর্পয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, সমর্পয়ামীত্যাদি। তুভ্যমিদং সমর্পয়ামীতি বাক্যেন পাদ্যাদি দেয়দ্রব্যং বরায় সমর্পয়েৎ ॥ ২৩৬ ॥ ২৩৭ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততস্তু কাংস্যে ভাজনে দধি ঘৃতং মধু চ কৃত্বা তুভ্যং সমর্পয়ামীতি বাক্যেন মধুপর্কং বরস্য করে দক্ষিণে হস্তে সমর্পয়েৎ ॥ ২৩৮ ॥

নিকট সাধু প্রশ্ন ও অর্চ্চনা প্রশ্ন করিয়া প্রশ্নের উত্তর লইয়া (২৫৭) পাদ্যাদি দ্বারা বরের অর্চ্চনা করিবেন।[২৩৫] পাদ্যাদি প্রদানের সময় 'সমর্পয়ামি' অর্থাৎ তোমাকে ইহা সমর্পণ করিতেছি, এই ত্যাগাত্মক বাক্য পাঠপূর্ব্বক তৎসমুদায় সমর্পণ করিবেন (২৫৮)। চরণদ্বয়ে পাদ্য এবং মস্তকে অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে।[২৩৬] পরে বদনে আচমনীয় প্রদান করিয়া, বসনযুগল গন্ধ মাল্য যজ্ঞসূত্র উত্তম আভরণ বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিবে।[২৩৭]

অনন্তর কাংস্য পাত্রে দধি ঘৃত ও মধু রাখিয়া 'হ্রীঁ মধুপর্কং সমর্পয়ামি' অর্থাৎ মধুপর্ক সমর্পণ করিতেছি, এই বাক্য পাঠপূর্ব্বক হস্তে মধুপর্ক অর্পণ

পূর্ব্ববৎ তণ্ডুল বিকিরণের পর, হ্রীঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো-ঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দেবতা দধাতু। এই সূক্ত পাঠের পর, হ্রীঁ স্বস্তি, হ্রীঁ স্বস্তি, হ্রীঁ স্বস্তি, বলিয়া পূর্ব্ববৎ তণ্ডুল নিক্ষেপ করিতে হইবে।

(২৫৭)—কন্যাদাতার প্রশ্ন—ওঁ সাধুভবানাস্তাম্? বরের উত্তর—ওঁ সাধ্বহমাসে। প্রশ্ন—ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্? উত্তর—ওঁ অর্চ্চয়।

(২৫৮)—হ্রীঁ পাদ্যং সমর্পয়ামি, হ্রীঁ অর্ঘ্যং সমর্পয়ামি, এইরূপ বাক্যে দেয়দ্রব্য সমুদায় সমর্পণ করিতে হইবে।

বরোঽপি পাত্রমাদায় বামে পাণৌ নিধায় চ।
দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং প্রাণাহুত্যুক্তমন্ত্রকৈঃ* ॥ ৩৯ ॥
পঞ্চধাঘ্রায় তৎ পাত্রমুদীচ্যাং দিশি ধারয়েৎ।
মধুপর্কং সমর্প্যৈবং পুনরাচাময়েদ্বরম্ ॥ ২৪০ ॥
দূর্ব্বাক্ষতাভ্যাং জামাতুর্ব্বিধৃত্য জানু দক্ষিণম্।
স্মৃত্বা বিষ্ণুং তৎসদিতি মাসপক্ষতিথীস্ততঃ ॥২৪১ ॥

বরোঽপীত্যাদি। বরোঽপি মধুপর্কপাত্রমাদায় গৃহীত্বা বামে পাণৌ নিধায় সংস্থাপ্য চ দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং প্রাণায় স্বাহেত্যাদিকৈঃ প্রাণাহুত্যুক্ত মন্ত্রকৈঃ পঞ্চধা পঞ্চবারং মধুপর্কমাঘ্রায় তৎ পাত্রং মধুপর্কপাত্রমুদীচ্যামুত্তরস্যাং দিশি ধারয়েৎ। এবং বরায় মধুপর্কং সমর্প্য পুনর্বরমাচাময়েৎ ৷৷২৩৯৷২৪০৷

দূর্ব্বেত্যাদি। ততো জামাতুর্বরস্য দক্ষিণং জানু বিধৃত্য প্রথমতো বিষ্ণুং স্মৃত্বা ততস্তৎসদিতি সমুল্লিখ্যোচ্চার্য্য ততো মাসপ্রভৃতীনি নিমিত্তানি সমুল্লিখ্য ততো বরস্য প্রপিতামহাৎ প্রপিতামহমারভ্য জনকাবধের্জনকপর্য্যন্তস্য ত্রিপুরুষস্য প্রত্যেকং ষষ্ঠ্যন্তানি গোত্রপ্রবরনামানি সমুচ্চার্য্য ততো গোত্রপ্রবরনামভি-বিশিষ্টং দ্বিতীয়ান্তং বরং ক্রয়াৎ। ততস্তথৈব কন্যায়াঃ প্রপিতামহাদের্জনকপর্য্যন্তস্য ত্রিপুরুষস্য ষষ্ঠ্যন্তানি গোত্রপ্রবরনামান্যুল্লিখ্য ততো গোত্রপ্রবরনামভির্বিশিষ্টাং দ্বিতীয়ান্তাং কন্যামুল্লিখ্য ততো ব্রাহ্মোদ্বাহেন দাতুং ভবন্তমিত্যুক্ত্বা পণ্ডিতঃ সম্প্রদাতা বৃণেঽহমিতি কীর্ত্তয়েৎ। যোজনয়া বিষ্ণুরোং তৎ সৎ ওঁ অদ্যামুকমাস্যমুক-

---

করিবে।২৩৮ বরও সেই মধুপর্ক পাত্র গ্রহণ করিয়া বাম হস্তে স্থাপনপূর্ব্বক প্রাণাহুতি মন্ত্র পাঠ করিয়া (২৫৯) দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা২৩৯ পাঁচবার আঘ্রাণ লইয়া সেই পাত্র উত্তর দিকে স্থাপন করিবে। এইরূপে মধুপর্ক সমর্পণ করিয়া বরকে পুনরাচমনীয় প্রদান করিবে।২৪০

অনন্তর দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল হস্তে লইয়া জামাতার দক্ষিণ জানু ধরিয়া বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক তৎ সৎ এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া মাস পক্ষ তিথি২৪১

---

* প্রাণায়েত্যুক্তমন্ত্রকৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৫৯)—প্রাণাহুতির মন্ত্র যথা—প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা

সমুল্লিখ্য নিমিত্তানি বৃণুয়াদ্বরমুত্তমম্।
গোত্রপ্রবরনামানি প্রত্যেকং প্রপিতামহাৎ ॥ ২৪২ ॥

পক্ষেঽমুকতিথাবমুকরাশিস্থিতে ভাস্করেঽমুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মামুকগোত্র-স্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমতো অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রমমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীম-

ও নিমিত্ত অর্থাৎ অক্ষয়স্বর্গাদি কামনাসূচক বাক্য উল্লেখ পূর্ব্বক বরের প্রপিতামহ অবধি পিতা পর্য্যন্ত প্রত্যেকের গোত্র প্রবরাদি সহিত (২৬০)

(২৬০)—গোত্রং—গবতে শব্দয়তি পূর্ব্বপুরুষান্ যৎ, অর্থাৎ যে নামদ্বারা পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকেই গোত্র বলে। গোত্রশব্দে সন্তান, বংশ, বা কুল বুঝায়। যে গোত্রকৃৎ ঋষির বংশপরম্পরায় যে ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ঋষির নামেই সেই ব্রাহ্মণের গোত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ সেই ঋষি তাঁহার আদিপুরুষ। সেই ঋষিবংশের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী যাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধ, সেই সকল ঋষির নামেই প্রবর কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রবর শব্দের অর্থও সন্ততি। পরন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের পূর্ব্বপুরুষের ঐরূপ যাঁহারা গুরু বা পুরোহিত ছিলেন, তাঁহাদের নামেই গোত্র ও প্রবরের পরিচয় হইয়া থাকে। কিন্তু শূদ্রের প্রবরের উল্লেখ হয় না।

মনু বলিয়াছেন,—যমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমাঃ। বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ। এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রানি মন্যতে। অর্থাৎ যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গোতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য এই সকল মুনিগণ গোত্রপ্রবর্ত্তক।

ধর্ম্মপ্রদীপে ৪২টি গোত্রের উল্লেখ আছে। যথা,—যমদগ্নিগোত্র, ভরদ্বাজগোত্র, বিশ্বামিত্র, অগ্নি, গোতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য, সৌকালিন, মৌদ্‌গল্য, পরাশর, বৃহস্পতি, কাকন, বিষ্ণু, কৌশিক, কাত্যায়ন, আত্রেয়, কাণ্ব, বৃদ্ধাত্রেয়, সাঙ্কৃতি, কৌণ্ডিল্য, গর্গ, আঙ্গিরস, অনাবৃ-কাখ্য, অব্য, জৈমিনী, বৃদ্ধি, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, আলম্বায়ন (আলম্যান), বৈয়াঘ্রপদ্য, ঘৃতকৌশিক, শক্তি, কাণ্বায়ন, বাৎস্কী, গৌতম, শুনক, সৌপায়ন, সাবর্ণ, কল্কিষ, অগ্নিবেশ্য, কুশিক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গোত্রমধ্যে যাঁহারা বিশেষ কার্য্যদ্বারা বিশেষরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহারাই সেই সেই গোত্রের প্রবর হইয়া থাকেন। প্রবর শব্দের অর্থ যাঁহারা উত্তম কার্য্যের দ্বারা বরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত এক এক গোত্রে এক, তিন বা পাঁচ পর্য্যন্ত প্রবরের নাম পাওয়া যায়। যথা,—বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রের সাঙ্কৃতি এই একটি প্রবর। কাশ্যপগোত্রের কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব এই তিনটি প্রবর। কাণ্বায়ন গোত্রের কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ ও আজমীঢ় এই পাঁচ প্রবর। বাহুল্যভয়ে সমুদায় গোত্রের প্রবর উল্লিখিত হইল না।

বরোঽপি পাত্রমাদায় বামে পাণৌ নিধায় চ ।
দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং প্রাণাহুত্যুক্তমন্ত্রকৈঃ* ॥ ৩৯ ॥
পঞ্চধাঘ্রায় তৎ পাত্রমুদীচ্যাং দিশি ধারয়েৎ ।
মধুপর্কং সমর্প্যৈবং পুনরাচাময়েদ্বরম্ ॥ ২৪০ ॥
দূর্ব্বাক্ষতাভ্যাং জামাতুর্ব্বিধৃত্য জানু দক্ষিণম্ ।
স্মৃত্বা বিষ্ণুং তৎসদিতি মাসপক্ষতিথীস্ততঃ ॥২৪১ ॥

ববোঽপীত্যাদি । ববোঽপি মধুপর্কপাত্রমাদায় গৃহীত্বা বামে পাণৌ নিবায় সংস্থাপ্য চ দক্ষাঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যামঙ্গুলিভ্যাং প্রাণায় স্বাহেত্যাদিকৈঃ প্রাণাহুত্যুক্ত মন্ত্রকৈঃ পঞ্চধা পঞ্চবারং মধুপর্কমাঘ্রায় তৎ পাত্রং মধুপর্কপাত্রমুদীচ্যামুত্তবস্যাং দিশি ধারয়েৎ । এবং ববায় মধুপর্কং সমর্প্য পুনর্ববমাচাময়েৎ ॥২৩৯॥২৪০॥

দূর্ব্বেত্যাদি । ততো জামাতুর্ববস্য দক্ষিণং জানু বিধৃত্য প্রথমতো বিষ্ণুং স্মৃত্বা ততস্তৎসদিতি সমুল্লিখ্যোচ্চার্য্য ততো মাসপ্রভৃতীনি নিমিত্তানি সমুল্লিখ্য ততো ববস্য প্রপিতামহাৎ প্রপিতামহমারভ্য জনকাবধের্জনকপর্য্যন্তস্য ত্রিপুরুষস্য প্রত্যেকং ষষ্ঠ্যন্তানি গোত্রপ্রবরনামানি সমুচ্চার্য্য ততো গোত্রপ্রববনামভি-র্ব্বিশিষ্টং দ্বিতীয়ান্তং বরং ব্রূয়াৎ। ততস্তথৈব কন্যায়াঃ প্রপিতামহাদের্জনকপর্য্য-ন্তস্য ত্রিপুরুষস্য ষষ্ঠ্যন্তানি গোত্রপ্রবরনামান্যুল্লিখ্য ততো গোত্রপ্রবরনামভির্ব্বিশিষ্টাং দ্বিতীয়ান্তাং কন্যামুল্লিখ্য ততো ব্রাহ্মোদ্বাহেন দাতুং ভবন্তমিত্যুক্ত্বা পণ্ডিতঃ সম্প্র-দাতা বৃণেঽহমিতি কীর্ত্তয়েৎ। যোজনয়া বিষ্ণুরোং তৎ সৎ ওঁ অদ্যামুকমাস্যমুক-

করিবে।২৩৮ বরও সেই মধুপর্ক পাত্র গ্রহণ করিয়া বাম হস্তে স্থাপনপূর্ব্বক প্রাণাহুতি মন্ত্র পাঠ করিয়া (২৫৯) দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা২৩৯ পাঁচবার আঘ্রাণ লইয়া সেই পাত্র উত্তর দিকে স্থাপন করিবে। এইরূপে মধুপর্ক সমর্পণ করিয়া বরকে পুনরাচমনীয় প্রদান করিবে।২৪০

অনন্তর দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল হস্তে লইয়া জামাতার দক্ষিণ জানু ধরিয়া বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক তৎ সৎ এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া মাস পক্ষ তিথি২৪১

* প্রাণায়েত্যুক্তমন্ত্রকৈঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

(২৫৯)—প্রাণাহুতির মন্ত্র যথা—প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যা স্বাহা

সমুল্লিখ্য নিমিত্তানি বৃণুয়াদ্বরমুত্তমম্।
গোত্রপ্রবরনামানি প্রত্যেকং প্রপিতামহাৎ ॥ ২৪২ ॥

পক্ষেঽমুকতিথাবমুকরাশিস্থিতে ভাস্করেঽমুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মামুকগোত্র-স্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমতো অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রমমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীম-

ও নিমিত্ত অর্থাৎ অক্ষয়স্বর্গাদি কামনাসূচক বাক্য উল্লেখ পূর্ব্বক বরের প্রপিতামহ অবধি পিতা পর্য্যন্ত প্রত্যেকের গোত্র প্রবরাদি সহিত (২৬০)

(২৬০)—গোত্রং—গবতে শব্দয়তি পূর্ব্বপুরুষান্ যৎ, অর্থাৎ যে নামদ্বারা পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকেই গোত্র বলে। গোত্রশব্দে সন্তান, বংশ, বা কুল বুঝায়। যে গোত্রকৃৎ ঋষির বংশপরম্পরায় যে ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ঋষির নামেই সেই ব্রাহ্মণের গোত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ সেই ঋষি তাঁহার আদিপুরুষ। সেই ঋষিবংশের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী যাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধ, সেই সকল ঋষির নামেই প্রবর কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রবর শব্দের অর্থও সন্ততি। পরন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের পূর্ব্বপুরুষের ঐরূপ যাঁহারা গুরু বা পুরোহিত ছিলেন, তাঁহাদের নামেই গোত্র ও প্রবরের পরিচয় হইয়া থাকে। কিন্তু শূদ্রের প্রবরের উল্লেখ হয় না।

মনু বলিয়াছেন,—যমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমাঃ। বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনযো গোত্রকারিণঃ। এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রানি মন্যতে। অর্থাৎ যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গোতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য এই সকল মুনিগণ গোত্রপ্রবর্ত্তক।

ধর্ম্মপ্রদীপে ৪২টি গোত্রের উল্লেখ আছে। যথা,—যমদগ্নিগোত্র, ভরদ্বাজগোত্র, বিশ্বামিত্র, অগ্নি, গোতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য, সৌকালিন, মৌদ্গল্য, পরাশর, বৃহস্পতি, কাঞ্চন, বিষ্ণু, কৌশিক, কাত্যায়ন, আত্রেয়, কাণ্ব, কৃষ্ণাত্রেয়, সাঙ্কৃতি, কৌণ্ডিল্য, গর্গ, আঙ্গিরস, অনাবৃ-কাখ্য, অব্য, জৈমিনী, বৃদ্ধি, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, আলম্ব্যায়ন (আলম্যান), বৈয়াঘ্রপদ্য, ঘৃতকৌশিক, শক্ত্রি, কাণ্বায়ন, বাসুকী, গৌতম, শুনক, সোপায়ন, সাবর্ণ, কম্বিষ, অগ্নিবেশ্য, কুশিক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গোত্রমধ্যে যাঁহারা বিশেষ কার্য্যদ্বারা বিশেষরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহারাই সেই সেই গোত্রের প্রবর হইয়া থাকেন। প্রবর শব্দের অর্থ যাঁহারা উত্তম কার্য্যের দ্বারা বরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত এক এক গোত্রে এক, তিন বা পাঁচ পর্য্যন্ত প্রবরের নাম পাওয়া যায়। যথা,—বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রের সাঙ্কৃতি এই একটি প্রবর। কাশ্যপগোত্রের কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব এই তিনটি প্রবর। কাণ্বায়ন গোত্রের কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ ও আজমীঢ এই পাঁচ প্রবর। বাহুল্যভয়ে সমুদায় গোত্রের প্রবর উল্লিখিত হইল না।

ততঃ কন্যাং সমানীয় বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাম্।
বস্ত্রান্তরেণ সংচ্ছাদ্য স্থাপয়েদ্বরসম্মুখম্ ॥ ২৪৬ ॥
পুনর্ব্বরং সমভ্যর্চ্চ্য বাসোঽলঙ্করণাদিভিঃ।
বরস্য দক্ষিণে পাণৌ কন্যাপাণিং নিযোজয়েৎ ॥ ২৪৭ ॥
তন্মধ্যে পঞ্চরত্নানি ফলতাম্বূলমেব বা।
দত্ত্বার্চ্চয়িত্বা তনয়াং বরায় বিদুষেঽর্পয়েৎ ॥ ২৪৮ ॥

মিত্যুক্ত্বা বিবাহকর্ম্ম কুরু ইতি বরং বদেৎ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুর্ব্বিতি জামাতরং ব্রূয়াদিত্যর্থঃ। ততো যথাজ্ঞানং বিবাহকর্ম্ম করবাণীতি তদুত্তরং বরো ব্রূয়াৎ ॥ ২৪৫ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাং কন্যাং বস্ত্রান্তরেণ সংচ্ছাদ্য গৃহাৎ সমানীয় বরসম্মুখং স্থাপয়েৎ ॥ ২৪৬ ॥

পুনরিত্যাদি। ততো দাতা বাসোঽলঙ্করণাদিভির্ব্বরং পুনঃ সমভ্যর্চ্চ্য বরস্য দক্ষিণে পাণৌ কন্যাপাণিং কন্যায়া দক্ষিণং হস্তং নিযোজয়েৎ স্থাপয়েৎ ॥ ২৪৭ ॥

তন্মধ্যে ইত্যাদি। ততস্তন্মধ্যে পাণিমধ্যে পঞ্চরত্নানি ফলতাম্বূলমেব বা দত্ত্বা তনয়াং পুত্রীমর্চ্চয়িত্বা বিদুষে ধীমতে বরায়ার্পয়েৎ দদ্যাৎ ॥ ২৪৮ ॥

বরকে বলিবেন যে যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু অর্থাৎ, যথাবিধানে বিবাহ কার্য্য কর। বর উত্তর দিবে যে, যথাজ্ঞানং করবাণি অর্থাৎ, আমার যেরূপ জ্ঞান আছে, তদনুরূপ করিতেছি।[২৪৫]

অনন্তর বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিতা কন্যাকে আনয়ন করিয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক বরের সম্মুখে সংস্থাপন করিবে।[২৪৬] পরে কন্যাদাতা পুনর্ব্বার বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বরের অর্চ্চনা করিয়া বরের দক্ষিণ হস্তে কন্যার (দক্ষিণ) হস্ত সংস্থাপন করিবে।[২৪৭] এবং সেই হস্তমধ্যে ফল তাম্বূল ও পঞ্চরত্ন প্রদান করিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক, সেই বিদ্বান্ বরের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিবে।[২৪৮] ঐ কন্যা সমর্পণ করিবার সময় প্রথমতঃ আপনার কামনা উল্লেখ করিয়া তিন পুরুষের নাম উল্লেখপূর্ব্বক নিমিত্ত কীর্ত্তন করিয়া চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত বরের নাম উল্লেখ করিতে হইবে।[২৪৯] পরে (ঐরূপ তিন পুরুষের নাম উল্লেখ-

প্রাগুক্তিপুরুষাখ্যানং* নিমিত্তাখ্যানমেব চ।
আত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য চতুর্থ্যন্তং বরং বদেৎ ॥ ২৪৯ ॥
কন্যাভিধাং দ্বিতীয়ান্তামর্চ্চিতাং সমলঙ্কৃতাম্‌।
সাচ্ছাদনাং প্রজাপতিদেবতাকামুদীরয়ন্‌ ॥ ২৫০ ॥

নম্ন কেন বাক্যেন বরায় কন্যা সমর্পয়িতব্যেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, প্রাগিত্যাদি। প্রাগ্বং পূর্ব্ববৎ ত্রিপুরুষাখ্যানং নিমিত্তাখ্যানঞ্চ কৃত্বাত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য তত-শ্চতুর্থ্যন্তং বরং বদেৎ। ততো দ্বিতীয়ান্তামর্চ্চিতাং সমলঙ্কৃতাং সাচ্ছাদনাং প্রজাপতিদেবতাকাং কন্যাভিধামুদীরয়ংস্তুভ্যমহংমিতি প্রোচ্য ততঃ সম্প্রদদে ইতি বদংস্তনয়াং দদ্যাৎ। যোজনয়া বিষ্ণুরোং তৎসৎ ওঁ অদ্যামুকমাসামুকপক্ষে-

পূর্ব্বক) কন্যার দ্বিতীয়ান্ত নাম উচ্চারণ সময়ে, অর্চ্চিতা অলঙ্কৃতা সাচ্ছাদনা প্রজাপতিদেবতাকা এই কয়েকটি বিশেষণ পদও (দ্বিতীয়ান্ত) উচ্চারণ করিতে হইবে।[২৫০] পরে তুভ্যমহং সম্প্রদদে অর্থাৎ তোমাকে আমি সম্প্রদান করিতেছি, এই বাক্য পাঠ করিয়া কন্যা দান করিবে (২৬২)। বর স্বস্তি

* প্রাগুক্তপুরুষাখ্যানম্‌ ইতি বা পাঠঃ।

(২৬২)—প্রথমতঃ কন্যাদাতা বাম হস্ত দ্বারা কন্যাকে স্পর্শ করিয়া এবং দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র গ্রহণ পূর্ব্বক জল স্পর্শ করিয়া সেই ত্রিপত্র দ্বারা জলসিঞ্চন সহকারে অর্চ্চনা করিবেন যথা—'এতস্যৈ সাচ্ছাদনালঙ্কৃতায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ, এইরূপ তিনবার অর্চ্চনা করিয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে প্রজাপতয়ে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় বরায় নমঃ; এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উদকপাত্রে তিল তুলসী ফল পুষ্পাদি সহিত কুশ গ্রহণ পূর্ব্বক সম্প্রদান বাক্য বলিবে, যথা শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকায় বরায় অর্চ্চিতায়, অমুকগোত্রস্য অমুকস্য প্রপৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকস্য পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকীং অর্চ্চিতাং সাচ্ছাদনালঙ্কৃতাং প্রজাপতিদেবতাকাং এনাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। এই বলিয়া জলপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক সম্প্রদান করিতে হইবে। প্রথম অমুকগোত্রস্য হইতে আরম্ভ করিয়া অমুকীং পর্য্যন্ত তিনবার পাঠের প্রচলন আছে।

তুভ্যমহমিতি প্রোচ্য দদ্যাৎ সম্প্রদদে বদন্।
বরং স্বস্তীতি স্বীকুর্য্যাৎ সম্প্রদাতা বরং বদেৎ ॥ ২৫১ ॥
ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ভবতা ভার্য্যয়া সহ।
বর্ত্তিতব্যং বরো বাঢ়মুক্ত্বা কামস্তুতিং পঠেৎ ॥ ২৫২ ॥
দাতা কামো গৃহীতাপি কামায়াদাচ্চ কামিনীম্।
কামেন ত্বাং প্রগৃহ্ণামি কামঃ পূর্ণোঽস্তু চাবয়োঃ ॥ ২৫৩ ॥

২মুকাতিথাবমুকরাশিস্থিতে ভাস্করেঽমুকাভীষ্টার্থসিদ্ধিকামোঽমুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মামুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়ামুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়ামুকগোত্রায়ামুকপ্রবরায় শ্রীমতেঽমুকদেবশর্ম্মণে বরায়ামুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীমমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীমমুকগোত্রস্যামুকপ্রবরস্য শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীমমুকগোত্রামমুকপ্রবরামর্চ্চিতাং সমলঙ্কৃতাং সাচ্ছাদনাং প্রজাপতিদেবতাকামমুকীং দেবীমেনাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইতি বাক্যেন বিষ্ণুবে বরায় তনয়াং সমর্পয়েদিত্যর্থঃ। বরঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা ভার্য্যাং স্বীকুর্য্যাৎ। ততঃ সম্প্রদাতা বরং বদেৎ ॥ ২৪৯ ॥ ২৫০ ॥ ২৫১ ॥

সম্প্রদাতা বরং প্রতি কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, ধর্ম্মে চেত্যাদি। হে জামাতর্ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ভার্য্যয়া সহ ভবতা বর্ত্তিতব্যম্। ততো বরো বাঢ়মুক্ত্বা কামস্তুতিং পঠেৎ। বাঢ়মঙ্গীকরণম্। ভূশপ্রতিজ্ঞয়োর্বাঢ়মিত্যমরঃ ॥ ২৫২ ॥

কামস্তুতিমেবাহ, দাতা কাম ইত্যাদি। কামো দাতা ভবতি কাম এব

এই কথা বলিয়া (কন্যাকে ভার্য্যা ভাবে গ্রহণ করিতে) স্বীকার করিবে। সম্প্রদাতা বরকে বলিবেন যে,[২৫২] 'ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ভবতা ভার্য্যয়া সহ বর্ত্তিতব্যম্' অর্থাৎ, তুমি ধর্ম্ম বিষয়ে, অর্থ বিষয়ে, ও কাম বিষয়ে ভার্য্যার সহিত একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে। বর 'বাঢ়ং' (২৬৩) অর্থাৎ তাহাই করিব, এই কথা বলিয়া দাতা কামো ইত্যাদি কাম স্তুতি পাঠ করিবে।[২৫২] (মন্ত্রার্থ যথা—) কাম সম্প্রদান করিতেছেন, কামই প্রতিগ্রহ করি-

(২৬৩)—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক যাহা স্বীকার করা হয় সেই স্থলেই 'বাঢ়ং' এই শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ততো বদেৎ সম্প্রদাতা কন্যাং জামাতরং প্রতি।
প্রজাপতিপ্রসাদেন যুবয়োরভিবাঞ্ছিতম্।
পূর্ণমস্তু শিবঞ্চাস্তু ধর্ম্মং পালয়তং যুবাম্ ॥ ২৫৪ ॥
তত আচ্ছাদ্য বস্ত্রেণ সম্প্রদাতা সুমঙ্গলৈঃ।
পরস্পরশুভালোকং কারয়েদ্বরকন্যয়োঃ ॥ ২৫৫ ॥
ততো হিরণ্যরত্নানি যথাশক্ত্যনুসারতঃ।
জামাত্রে দক্ষিণাং দদ্যাদচ্ছিদ্রমবধারয়েৎ ॥ ২৫৬ ॥

গ্রহীতা ভবতি কামঃ কামায় কামিনীমদাৎ। হে ভার্য্যে কামেন ত্বামহং প্রগৃহ্ণামি আবয়োঃ কামঃ পূর্ণোঽস্তু ॥ ২৫৩ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ কামস্তুতিপাঠাদনন্তরং সম্প্রদাতা কন্যাং জামাতরং বরঞ্চ প্রতি বদেৎ। কিং বদেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, প্রজাপতিপ্রসাদেনেত্যাদি ॥ ২৫৪ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ সম্প্রদাতা বস্ত্রেণ বরকন্যে আচ্ছাদ্য সুমঙ্গলৈর্গীত-বাদ্যাদিভির্বরকন্যয়োঃ পরস্পরশুভালোকং কারয়েৎ ॥ ২৫৫ ॥

তত ইত্যাদি। ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতস্যাস্য শুভবিবাহকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং হিরণ্যাদিদক্ষিণামমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে বরায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইতি

তেছেন, কামই কামকে কামিনী প্রদান করিলেন। ভার্য্যে!, আমি কামহেতু তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, আমাদের উভয়ের কাম পূর্ণ হউক। ২৫৩

অনন্তর কন্যাসম্প্রদাতা জামাতাকে এবং কন্যাকে বলিবেন যে, প্রজাপতির প্রসাদে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।২৫৪ অনন্তর সম্প্রদাতা মঙ্গল গীত, বাদ্য শঙ্খ প্রভৃতি মাঙ্গল্যধ্বনি সহকারে কন্যা ও বরকে একখানি বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া পরস্পরের শুভ দৃষ্টি করাইবেন।২৫৫ পরে যথা-শক্তি জামাতাকে সুবর্ণ ও রত্ন দক্ষিণা প্রদান করিয়া (২৬১) (কৃতমিদং

---

(২০৪)—দক্ষিণা বাক্য যথা—শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ সালঙ্কারকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং অগ্নিদৈবতং অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকায় বরায় তুভ্যং সম্প্রদদে।

বরস্তু ভার্য্যয়া সার্দ্ধং তদ্রাত্রৌ দিবসেঽপি বা।
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা বহ্নিস্থাপনমাচরেৎ ॥ ২৫৭ ॥
যোজকাখ্যঃ পাবকোঽত্র প্রাজাপত্যশ্চরুঃ স্মৃতঃ।
ধারান্তং কর্ম্ম সম্পাদ্য দদ্যাৎ পঞ্চাহুতীর্ব্বরঃ ॥ ২৫৮ ॥
শিবং দুর্গাং তথা বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং বজ্রধারিণম্।
ধ্যাত্বৈকৈকং সমুদ্দিশ্য জুহুয়াৎ সংস্কৃতেঽনলে ॥ ২৫৯ ॥

বাক্যেন সম্প্রদাতা জামাত্রে যথাশক্ত্যনুসারতো হিরণ্যরত্নানি দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ততঃ কৃতমিদং শুভবিবাহকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু ইত্যবধারয়েৎ ॥ ২৫৬ ॥

বরস্থিত্যাদি। তদনন্তরমিতি শেষঃ। দিবসেঽপি বা তস্যাম্ এব রাত্রৌ পরস্মিন্ দিনে বা ॥ ২৫৭ ॥

যোজকাখ্য ইত্যাদি। অত্র বিবাহকর্ম্মণি ॥ ২৫৮ ॥

নমু কান্ দেবানুদ্দিশ্য সভার্য্যো বরঃ পঞ্চাহুতীর্দ্দদ্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শিবমিত্যাদি ॥ ২৫৯ ॥

শুভ কন্যাসম্প্রদান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু, এই কথা বলিয়া) অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।[২৫৬]

অনন্তর সেই রাত্রিতে বা তৎপর দিবস বর ভার্য্যার সহিত একত্র হইয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানানুসারে বহ্নি স্থাপন করিবে।[২৫৭] এই কুশণ্ডিকা স্থলে যোজক নামক বহ্নি এবং প্রাজাপত্য নামক চরু নির্দ্দিষ্ট আছে। বর ধারা-হোম পর্য্যন্ত সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে।[২৫৮] এই পঞ্চ আহুতি প্রদানের সময় শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র, এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান করিয়া প্রত্যেকের উদ্দেশে এক এক আহুতি সংস্কৃত হুতাশনে প্রদান করিবে (২৬৫)।[২৫৯]

অনন্তর বর 'পাণিং গৃহ্ণামি সুভগে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভার্য্যার পাণিযুগল গ্রহণ করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) সুভগে! আমি তোমার পাণি-

---

(২৬৫)—আহুতি মন্ত্র যথা—হ্রীঁ শিবায় স্বাহা। হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা। হ্রীঁ বিষ্ণবে স্বাহা। হ্রীঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। হ্রীঁ ইন্দ্রায় স্বাহা।

ভার্য্যায়াঃ পাণিযুগলং গৃহ্নীয়াদিত্যুদীরয়ন্।
পাণিং গৃহ্নামি সুভগে গুরুদেবরতা ভব।
গার্হস্থ্যং কর্ম্ম ধর্ম্মেণ যথাবদনুশীলয় ॥ ২৬০ ॥
ঘৃতেন স্বামিদত্তেন লাজৈর্ভ্রাত্রাহৃতৈঃ শিবে।
প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য দদ্যাৎ বেদাহুতীর্ব্বধূঃ* ॥ ২৬১ ॥
প্রদক্ষিণীকৃত্য বহ্নিমুত্থায় ভার্য্যয়া সহ।
দুর্গাং শিবং রমাং বিষ্ণুং ব্রাহ্মীং ব্রহ্মাণমেব চ।
যুগ্মং যুগ্মং সমুদ্দিশ্য ত্রিস্ত্রিধা হবনং চরেৎ ॥ ২৬২ ॥
অশ্মমণ্ডলিকানগুারোহৌ কুর্য্যাদমন্ত্রকম্।
নিশায়াং চেৎ তদা স্ত্রীভিঃ পশ্যেদ্ ধ্রুবমরুন্ধতীম্ ॥ ২৬৩ ॥

ভার্য্যায়া ইত্যাদি। ততো বর ইতি বক্ষ্যমাণং মন্ত্রমুদীরয়ন্ কীর্ত্তয়ন্ ভার্য্যায়াঃ পাণিযুগলং গৃহ্নীয়াৎ। তমেব মন্ত্রমাহ, পাণিং গৃহ্নামি সুভগে ইতি। ২৬০ ॥

ঘৃতেনেত্যাদি। হে শিবে ততো বধূর্ভার্য্যা স্বামিদত্তেন ঘৃতেন ভ্রাত্রাহৃতৈর্দত্তৈর্লাজৈশ্চ প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য বেদাহুতীশ্চতস্র আহুতীর্দদ্যাৎ। ২৬১ ॥

প্রদক্ষিণীকৃত্যেত্যাদি। ততো বরো ভার্য্যয়া সহোত্থায় বহ্নিং প্রদক্ষিণীকৃত্য দুর্গাং শিবঞ্চ রমাং বিষ্ণুঞ্চ ব্রাহ্মীং ব্রহ্মাণমেব চ যুগ্মং যুগ্মং সমুদ্দিশ্য ত্রিস্ত্রিধা ত্রিবারং ত্রিবারং হবনং চরেৎ কুর্য্যাৎ। ২৬২ ॥

অশ্মমণ্ডলিকেত্যাদি। ততঃ সভার্য্যো বরোঽমন্ত্রকং মন্ত্রবর্জিতমেবাশ্মমণ্ড

গ্রহণ করিতেছি, তুমি গুরু ও দেবতাতে ভক্তিপরায়ণা হইয়া ধর্ম্মানুসারে যথাবিধানে গৃহস্থকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।[২৬০] শিবে! অনন্তর বধূ, স্বামিদত্ত ঘৃত দ্বারা এবং ভ্রাতৃদত্ত লাজ দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশে চারিবার আহুতি প্রদান করিবে।[২৬১]

পরে বর ভার্য্যার সহিত উত্থানপূর্ব্বক অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া, দুর্গা ও শিব, রমা ও বিষ্ণু, ব্রাহ্মী ও ব্রহ্মা, ইঁহাদের যুগ্ম যুগ্ম উদ্দেশ করিয়া অর্থাৎ প্রত্যেক দম্পতীর উদ্দেশে তিনবার করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। [২৬২]

---

* দদ্যাদ্বেদাহুতীর্বধূঃ ইতি পাঠান্তরম্।

প্রত্যাবৃত্যাসনে সম্যগুপবিশ্য বরস্তদা।
স্বিষ্টিকৃদ্ধোমতঃ পূর্ণাহুত্যন্তেন সমাপয়েৎ ॥ ২৬৪ ॥
ব্রাহ্মো বিবাহো বিহিতো দোষহীনঃ সবর্ণয়া।
কুলধর্ম্মানুসারেণ গোত্রভিন্নাসপিণ্ডয়া ॥ ২৬৫ ॥

শিলাসপ্তারোহৌ পাষাণারোহণং সপ্তমণ্ডলিকারোহণঞ্চ কুর্য্যাৎ। চেৎ যদি নিশায়াং তদারোহৌ কুর্য্যাত্তদা স্ত্রীভিঃ পরিবৃতঃ সভার্য্যো বরো ধ্রুবমরুন্ধতীঞ্চ পশ্যেৎ ॥ ২৬৩ ॥

প্রত্যাবৃত্যেত্যাদি। সমাপয়েৎ বিবাহকর্ম্মেতি শেষঃ ॥ ২৬৩ ॥ ২৬৫ ॥ ২৬৬ ॥

অনন্তর মন্ত্র পাঠ না করিয়া শিলারোহণ ও সপ্তপদী গমন করিবে (২৬৮)। যদি বিবাহ রাত্রিতেই কুশণ্ডিকা হয়, তাহা হইলে বর ও বধূ পুরন্ধ্রীগণের সহিত একত্র হইয়া অরুন্ধতী দর্শন করিবে। ২৬৩ পরে বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসনে যথারীতি উপবেশন পূর্ব্বক স্বিষ্টিকৃৎ হোম অবধি পূর্ণাহুতি পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সমাপন করিবে। ২৬৪

এই ব্রাহ্ম বিবাহে কুলধর্ম্মানুসারে (পিতা মাতার) অসপিণ্ডা ও (পিতা-মাতার) অসগোত্রা সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিধেয় ও দোষস্পর্শ-পরিশূন্য। ২৬৫ যে ভার্য্যা ব্রাহ্মবিবাহ (২৬৭) দ্বারা পরিগৃহীতা হয়, সেই ভার্য্যাই পত্নী ও গৃহেশ্বরী হইয়া থাকে। এই পত্নীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন

(২৬৬)—অশ্মারোহণ ও সপ্তমণ্ডলিকারোহণের বিধি এই যে, বধূর আসনের সম্মুখে একটি শীলা (সপুত্রক শীল অর্থাৎ নোড়া সমেত শীল) তাহার পর ক্রমশঃ সম্মুখভাগে জলসিক্ত তণ্ডুল-চূর্ণ (পিটুলিগোলা) দ্বারা সাতটি গোলাকার মণ্ডল পরে পরে অঙ্কিত করিতে হইবে। বর বধূর সাঙ্গুষ্ঠ হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাকে শীলাতে আরোহণ করাইবেন। অনন্তর বধূকে দক্ষিণ পাদদ্বারা শীলারোহণ করাইবেন। সপ্তপদীগমনের সময়, মণ্ডলে দক্ষিণ পাদদ্বারা অগ্রসর করাইয়া ঐ মণ্ডলে উভয়পদে দণ্ডায়মানা করিয়া, পরবর্ত্তী মণ্ডলেও ঐরূপ প্রথমতঃ দক্ষিণপদে পরে বামপদে স্থাপন করিবে। ঐরূপ ক্রমে সাতটি মণ্ডলেই গমন করিতে হইবে। বরও বিপরীত পাদদ্বারা বধূপদ আক্রমণ করিবে। বৈদিকমতে অশ্মারোহণ পূর্ব্বক লাজহোম, তদন্তে সপ্তপদী গমনে কয়েকটি মন্ত্র উল্লিখিত আছে। তন্ত্রোক্ত কার্য্যে তৎসমুদয় নিষ্প্রয়োজন।

(২৬৭)—গুণবান্ পাত্রকে আহ্বান করিয়া যদি অলঙ্কৃতা কন্যা সম্প্রদান করা যায়, তাহা হইলে তাহার নাম ব্রাহ্মবিবাহ।

ব্রাহ্মোদ্বাহেন যা গ্রাহ্যা সৈব পত্নী গৃহেশ্বরী ।
তদনুজ্ঞাং বিনা ব্রাহ্মবিবাহং নাচরেৎ পুনঃ ॥ ২৬৬ ॥
তস্যা অপত্যে তদ্বংশে বিদ্যমানে কুলেশ্বরি ।
শৈবোদ্ভবান্যপত্যানি দায়ার্হাণি ভবন্তি ন ॥ ২৬৭ ॥
শৈবা তদন্বয়াশ্চৈব লভেরন্ ধনভাজিনঃ ।
যথাবিভবমাচ্ছাদং গ্রাসঞ্চ পরমেশ্বরি ॥ ২৬৮ ॥
শৈবো বিবাহো দ্বিবিধঃ কুলচক্রে বিধীয়তে ।
চক্রস্থ নিয়মেনৈকো দ্বিতীয়ো জীবনাবধি ॥ ২৬৯ ॥
চক্রানুষ্ঠানসময়ে স্বগণৈঃ শক্তিসাধকৈঃ ।
পরস্পরেচ্ছয়োদ্বাহং কুর্য্যাদ্বীরঃ সমাহিতঃ ॥ ২৭০ ॥

তস্যা ইত্যাদি । তস্যা ব্রাহ্মোদ্বাহেন গৃহীতায়াঃ পত্ন্যাঃ অপত্যে আত্মজে আত্মজায়াং বা ॥ ২৬৭ ॥

শৈবেত্যাদি । ধনভাজিনো জনস্য ॥ ২৬৮ ॥ ২৬৯ ॥

অথ শাম্ভবোদ্বাহবিধিমাহ, চক্রানুষ্ঠানেত্যাদিভিঃ । স্বগণৈঃ শক্তিসাধকৈঃ সহ চক্রানুষ্ঠানসময়ে পরস্পরেচ্ছয়া পরস্পরস্য ভৈরব্যা বীরস্য চাকাঙ্ক্ষয়া সমাহিতঃ সাবধানঃ সন্ বীর উদ্বাহং কুর্য্যাৎ ॥ ২৭০ ॥ ২৭১ ॥

ব্যক্তি পুনর্ব্বার ব্রাহ্মবিবাহ করিতে পারিবে না । [২৬৬] কুলেশ্বরি ! ব্রাহ্মবিবাহ দ্বারা বিবাহিত সন্তান বা তদ্বংশীয় কেহ বিদ্যমান থাকিতে শৈববিবাহ দ্বারা বিবাহিত ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান ধনাধিকারী হইতে পারে না। [২৬৭] পরমেশ্বরি ! শৈববিবাহ দ্বারা বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বা তদ্বংশীয় সন্তানগণ, ধনাধিকারী ব্যক্তির নিকট বিভবানুসারে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকে । [২৬৮]

শৈববিবাহ দুই প্রকার। কুলচক্রেতেই এরূপ বিবাহ সম্পাদিত হইয়া থাকে । এক প্রকার বিবাহ, চক্রের নিয়মানুসারে (চক্রনিবৃত্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী), দ্বিতীয় প্রকার বিবাহবন্ধন যাবজ্জীবন স্থায়ী হয় । [২৬৯]

চক্রানুষ্ঠান সময়ে বীর, সমাহিতচিত্তে আত্মীয় শক্তিসাধকবর্গে পরিবৃত হইয়া শক্তি ও নিজের ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিবেন। [২৭০] প্রথমতঃ তিনি ভৈরবী, ও

ভৈরবীবীরবৃন্দেষু স্বাভিপ্রায়ং নিবেদয়েৎ।
আবয়োঃ শাম্ভবোদ্বাহে ভবদ্ভিরনুমন্যতাম্ ॥ ২৭১ ॥
তেষামনুজ্ঞামাদায় জপ্ত্বা সপ্তাক্ষরং মনুম্।
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা প্রণমেৎ কালিকাং পরাম্ ॥ ২৭২ ॥
ততো বদেৎ তাং রমণীং কৌলানাং সন্নিধৌ শিবে।
অকৈতবেন চিত্তেন পতিভাবেন মাং বৃণু ॥ ২৭৩ ॥
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্বৃত্বা সা কৌলা দয়িতং ততঃ *।
সুশ্রদ্দধানা দেবেশি করৌ দদ্যাৎ করোপরি ॥ ২৭৪ ॥

তেষামিত্যাদি। তেষাং ভৈরবীবীরবৃন্দানামনুজ্ঞামনুমতিমাদায় গৃহীত্বা সপ্তাক্ষরং পরমেশ্বরি স্বাহেতি মন্ত্রমষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা জপ্ত্বা বীরঃ পরামুত্তমাং কালিকাং প্রণমেৎ ॥ ২৭২ ॥

তত ইত্যাদি। হে শিবে পার্ব্বতি ততো বীরঃ কৌলানাং সন্নিধৌ সমীপে, হে রমণি ত্বমকৈতবেন ব্যাজশূন্যেন চিত্তেন পতিভাবেন মাং বৃণ্বিতি তাং রমণীং বদেৎ ॥ ২৭৩ ॥

গন্ধেত্যাদি। হে দেবেশি ততঃ সা কৌলা সুশ্রদ্দধানা সতী গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্দয়িতং প্রিয়ং বৃত্বা তস্য করোপরি স্বকীয়ৌ করৌ দদ্যাৎ ॥ ২৭৪ ॥

বীরগণের নিকট নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিবেন এবং বলিবেন যে, আমাদের উভয়ের শৈববিবাহ বিষয়ে আপনারা অনুমতি করুন।[২৭১]

অনন্তর বীর, বীরগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, পরমেশ্বরি স্বাহা, এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র একশত আট বার জপ করিয়া পরমদেবী কালিকাকে প্রণাম করিবেন।[২৭২] শিবে! অনন্তর বীর, কৌলবর্গের সমক্ষে সেই রমণীকে বলিবেন যে, আমাকে অকপট হৃদয়ে পতিভাবে বরণ কর।[২৭৩]

দেবেশি! পরে সেই কৌলা কামিনী, গন্ধপুষ্প ও অক্ষত দ্বারা শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে প্রিয়তম পতিকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক বরণ করিয়া তাঁহার হস্তের উপর হস্তদ্বয় প্রদান করিবে।[২৭৪] তখন চক্রেশ্বর, 'রাজরাজেশ্বরী কালী' ইত্যাদি

---

* কৌলাদপি তং ততঃ ইতি পাঠান্তরং।

তেতোঽভিষিঞ্চেৎ চক্রেশো মন্ত্রেণানেন দম্পতী।
তদা চক্রস্থিতাঃ কৌলা ব্রূয়ুঃ স্বস্তীতি সাদরম্‌ ॥ ২৭৫ ॥
রাজরাজেশ্বরী কালী তারিণী ভুবনেশ্বরী।
বগলা কমলা নিত্যা যুবাং রক্ষন্তু ভৈরবী ॥ ২৭৬ ॥
অভিষিঞ্চেৎ দ্বাদশধা মধুনা বার্য্যপাথসা।
ততস্তৌ প্রণতৌ বিদ্বান্‌ শ্রাবয়েদ্বাগ্‌ভবং রমাম্‌ ॥ ৭৭ ॥
যদ্‌যদঙ্গীকৃতং তত্র তাভ্যাং পাল্যং প্রযত্নতঃ।
শাম্ভবোক্তবিধানেন কুলীনাভ্যাং কুলেশ্বরি ॥ ২৭৮ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃপরং চক্রেশোঽনেন বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ তৌ দম্পতী জায়াপতী অভিষিঞ্চেৎ। তদা অস্মিন্‌ কালে চক্রস্থিতাঃ কৌলাঃ সাদরং যথা স্যাত্তথা স্বস্তীতি ব্রূয়ুর্ব্বদেযুঃ ॥ ২৭৫ ॥

ননু কেন মন্ত্রেণ চক্রেশো দম্পতী অভিষিঞ্চেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, রাজরাজেশ্বরীত্যাদি ॥ ২৭৬ ॥

অভিষিঞ্চেদিত্যাদি। চক্রেশোঽনেনৈব মন্ত্রেণ মধুনা মদ্যেন বার্য্যপাথসার্য্যজলেন বা দ্বাদশধা দ্বাদশবারং দম্পতী অভিষিঞ্চেৎ। ততঃ প্রণতৌ দম্পতী প্রতি বিদ্বাংশ্চক্রেশো বাগ্‌ভবং ঐমিতি রমাং শ্রীমিতি চ বীজং শ্রাবয়েৎ ॥ ২৭৭ ॥

মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সেই দম্পতিকে অভিষিক্ত করিবেন, এবং চক্রস্থিত সমুদায় বীরগণ সমাদর পূর্ব্বক 'স্বস্তি স্বস্তি' এই মাঙ্গল্য বাক্য বলিবেন।[২৭৫] (মন্ত্রার্থ যথা—) রাজরাজেশ্বরী, কালী, তারিণী, ভুবনেশ্বরী, বগলা, কমলা, নিত্যা ও ভৈরবী, ইহাঁরা তোমাদের উভয়কে রক্ষা করুন।[২৭৬] চক্রেশ্বর উক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সুরা দ্বারা অথবা অর্ঘ্যোদক দ্বারা দ্বাদশবার উভয়ের অভিষেক করিবেন। পরে সেই দম্পতি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে, চক্রেশ্বর তাঁহাদিগকে 'ঐঁ শ্রীঁ' এই বীজ শ্রবণ করাইবেন।[২৭৭]

কুলেশ্বরি! সেই কুলীন-দম্পতি, সেই শৈববিবাহ স্থলে যাহা যাহা অঙ্গীকার করিবেন, তৎসমুদায় শিবোক্ত বিধানানুসারে অবশ্যই তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইবে।[২৭৮] এই শৈববিবাহ স্থলে, কত বয়স, কোন্‌ বর্ণ বা কোন্‌ জাতি, তাহার

বয়োবর্ণবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে।
অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনাম্ উদ্বহেচ্ছম্ভুশাসনাৎ ॥ ২৭৯ ॥
পরিণীতা শৈবধর্ম্মে চক্রনির্দ্ধারণেন যা।
অপত্যার্থী ঋতুং দৃষ্ট্বা চক্রাতীতে তু তাং ত্যজেৎ ॥২৮০॥
শৈবভার্য্যোদ্ভবাপত্যম্ অনুলোমেন মাতৃবৎ।
সমাচরেদ্বিলোমেন তত্তু সামান্যজাতিবৎ ॥ ২৮১ ॥

যদ্যদিত্যাদি। তত্র শাস্তবোদ্বাহকর্ম্মণি তাভ্যাং জায়াপতিভ্যাম্ ॥২৭৮॥২৭৯॥
পরিণীতেত্যাদি। চক্রনির্দ্ধারণেন চক্রনিয়মেন শৈবধর্ম্মে যা স্ত্রী পরিণীতা উঢ়া আসীৎ তাং স্ত্রিয়ং চক্রাতীতে সত্যপত্যার্থী বীরঃ স্ত্রিয়ঋতুং দৃষ্ট্বা ত্যজেৎ। ২৮০ ॥
শৈবভার্য্যেত্যাদি। অনুলোমেন বর্ণেন শৈবভার্য্যোদ্ভবাপত্যং মাতৃবৎ কর্ম্ম

বিচারের আবশ্যকতা নাই। শম্ভুর এরূপ আজ্ঞা আছে যে, ভর্ত্তৃহীনা ও অসপিণ্ডা হইলেই বিবাহ করিতে পারিবে (২৬৮)।[২৭৯] সন্তান কামনায় ঋতুকাল দেখিয়া চক্রনিবৃত্তি পর্য্যন্ত সময় নির্দ্ধারণ করিয়া যে রমণীকে বিবাহ করা হইবে, চক্রশেষ হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, অর্থাৎ চক্রনিবৃত্তির পর তাহাতে আর ভার্য্যাভাব থাকিবে না।[২৮০]

---

(২৬৮)—বিষ্ণুক্রান্তাতে (অস্মদ্দেশে) অনুলোম-বিবাহই শিবের অনুমত; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, সকল জাতীয় কন্যাকে, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল জাতীয় কন্যাকে, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকল জাতীয় কন্যাকে, শূদ্র স্বজাতীয় ও সামান্যজাতীয় কন্যাকে এবং সামান্যজাতীয় ব্যক্তি কেবল সামান্যজাতীয় কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারে। এরূপ বিবাহের নাম অনুলোম-বিবাহ। নীচ জাতীয় পুরুষ উচ্চ জাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিলে বিলোম-বিবাহ হয়। উহা অস্মদ্দেশে নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি ভিন্ন অপর কেহই অস্মদ্দেশে চক্রে শক্তি গ্রহণ অর্থাৎ শৈববিবাহ করিতে পারেন না। অস্মদ্দেশে বয়োজ্যেষ্ঠা শক্তি গ্রহণেরও বিধি নাই। মনু প্রভৃতিতে কথিত হইয়াছে যে,—বিলোম-বিবাহে উৎপন্ন-সন্তান অতীব নীচ জাতিতে পরিণত হইবে। ইহাই বিলোম বিবাহ নিষেধের কারণ। এই তন্ত্রেও ইহার পর উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিলোম বিবাহ-জাত সন্তান সামান্য জাতিতে পরিণত হইবে। ফলতঃ উভয় শাস্ত্রেরই এ বিষয়ে একমত; এবং প্রকারান্তরে বিলোম বিবাহের দোষ দেখান হইল।

এষাং সঙ্করজাতীনাং সর্ব্বত্র পিতৃকর্ম্মসু।
ভোজ্যপ্রদানং কৌলানাং ভোজনং বিহিতং ভবেৎ ॥২৮২॥
নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজনমৈথুনম্‌।
সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্মে নিরূপিতম্‌ ॥ ২৮৩ ॥
অতএব মহেশানি শৈবধর্ম্মনিষেবণাৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রভুর্ভবতি নান্যথা ॥ ২৮৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে কুশণ্ডিকাদশবিধসংস্কার-
বিধির্নাম নবমোল্লাসঃ।

সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। যথা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াযাং শৈব্যাং ভার্য্যায়াং জাতমপত্যং ক্ষত্রিয়াবৎ কর্ম্ম সমাচরেদিত্যেবম্‌ বিলোমেন বর্ণেন যৎ শৈবভার্য্যোদ্ভবাপত্যং তত্তু সামান্যজাতিবৎ পঞ্চমবর্ণবৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ২৮১ ॥ ২৮২ ॥ ২৮৩ ॥ ২৮৪ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং নবমোল্লাসঃ।

অনুলোম-বিবাহে বিবাহিত শৈবভার্য্যার গর্ভোৎপন্ন সন্তান মাতৃতুল্য আচার ব্যবহার করিবে, অর্থাৎ মাতার যে জাতি সন্তানও সেই জাতি প্রাপ্ত হইয়া তদনুরূপ কর্ম্ম করিবে। পরন্তু যদি বিলোমবিবাহ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি কন্যা উচ্চজাতীয়া এবং পাত্র নীচজাতীয় হয়, তাহা হইলে তদ্গর্ভসমুৎপন্ন সন্তান সামান্যজাতির ন্যায় অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণ হইয়া তদনুরূপ আচার ব্যবহার করিবে।[২৮১] এই সমুদায় সঙ্করজাতির পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে কেবল কৌল ব্যক্তিদিগকেই ভোজ্য প্রদান ও ভোজন করান বিহিত।[২৮২]

দেবী! ভোজন ও মৈথুন, এই দুইটি মানবগণের স্বভাবতই প্রিয়। এই জন্য তদুভয়ের সংক্ষেপের (পরিমিত ব্যবহারের) নিমিত্ত এবং তদ্দ্বারা হিতসাধনের নিমিত্ত শৈবধর্ম্মে তাহার সীমা নিরূপিত করা হইয়াছে।[২৮৩] অতএব মহেশ্বরি! শিবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানব, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের সম্পূর্ণ অধিকারী হয়, সন্দেহ নাই।[২৮৪]

দশবিধসংস্কার কথন নামক নবম উল্লাস
সমাপ্ত।

দশমোল্লাসঃ।

——:০:——

শ্রীদেব্যুবাচ।

কুশণ্ডিকাবিধির্নাথ সংস্কারাশ্চ দশ শ্রুতাঃ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধিং দেব কৃপয়া মে প্রকাশয় ॥ ১ ॥
কস্মিন্ কস্মিংশ্চ সংস্কারে প্রতিষ্ঠাসু চ কাস্বপি।
কুশণ্ডিকাবিধানঞ্চ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধঞ্চ শঙ্কর ॥ ২ ॥
কর্ত্তব্যং বা ন কর্ত্তব্যং তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ।
মৎপ্রীতয়ে মহেশান জীবানাং মঙ্গলায় চ ॥ ৩ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

জীবসেকাদ্বিবাহান্তদশসংস্কারকর্ম্মসু।
যত্র যদ্বিহিতং ভদ্রে সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪ ॥

কুশণ্ডিকায়া জীবসেকাদিবিবাহান্তানাং দশবিধসংস্কারাণাঞ্চ বিধিং শ্রুত্বেদানীং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধিং কুশণ্ডিকায়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধস্য চ কস্মিন্ কস্মিন্ কর্ম্মণি কার্য্যত্বমকার্য্যত্বং বা বর্ত্ততে তদপি শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ. কুশণ্ডিকাবিধিরিত্যাদি ॥ ১ ॥ ২ ॥

কর্ত্তব্যমিত্যাদি। আচক্ষ ব্রূহি ॥ ৩ ॥

শ্রীদেবী কহিলেন। নাথ! আপনকার নিকট কুশণ্ডিকাবিধি ও দশবিধ সংস্কার শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের বিধান কীর্ত্তন করুন।[১] শঙ্কর! (মঙ্গলবিধাত!) কোন্ কোন্ সংস্কার সময়ে অথবা কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠা সময়ে কুশণ্ডিকা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ[২] কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, তাহা আমার প্রীতির নিমিত্ত ও জীবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রকৃত প্রস্তাবে আমার নিকট বলুন।[৩]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। ভদ্রে! গর্ভাধান অবধি বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ

তদেব কার্য্যং মনুজৈস্তত্ত্বজ্ঞৈর্হিতমিচ্ছুভিঃ ।
অন্যত্র যদ্বিধাতব্যং তৎ শৃণুষ্ব বরাননে ॥ ৫ ॥
বাপীকূপতড়াগানাং দেবপ্রতিকৃতেস্তথা ॥ ৬ ॥
গৃহারামব্রতাদীনাং প্রতিষ্ঠাকর্ম্মসু প্রিয়ে ।
সর্ব্বত্র পঞ্চদেবানাং মাতৃণামপি পূজনম্ ।
বসোর্ধারা চ কর্ত্তব্যা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকুশণ্ডিকে ॥ ৭ ॥
স্ত্রীণাং বিধেয়কৃত্যেষু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে ॥
দেবতাপিতৃতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যমেকং সমুৎস্যজেৎ ॥ ৮ ॥
দেবমাত্রার্চ্চনং তত্র বসুধারা কুশণ্ডিকা ।
ভক্ত্যা স্ত্রিয়া বিধাতব্যা ঋত্বিজা কমলাননে ॥ ৯ ॥

শ্রীদেব্যৈবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, জীবসেকাদিত্যাদি। জীব-সেকাজ্জীবসেকমারভ্য ॥ ৪ ॥ ৫ ॥
বাপীত্যাদি। দেবপ্রতিকৃতেঃ দেবতাপ্রতিমায়াঃ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বত্রেত্যাদি। পঞ্চদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং। মাতৃণাং গৌর্য্যাদীনাম্ ॥ ৭ ॥
স্ত্রীণামিত্যাদি। স্ত্রীণামিতি কৃত্যানাং কর্ত্তরি ষষ্ঠী। সমুৎস্যজেৎ স্ত্রীতি শেষঃ ॥ ৮ ॥
দেবেত্যাদি। তত্র স্ত্রীভির্বিধেয়েষু কর্ম্মসু ঋত্বিজা আত্মপ্রতিনিধিনা পুরোহিতেন ॥ ৯ ॥

সংস্কারের মধ্যে যে স্থলে যে কার্য্য বিধিবিহিত হইতেছে, তাহা আমি সবিশেষ বলিয়াছি।[৪] বরাননে! আমি উক্ত প্রকারে যে স্থলে যাদৃশ বিধান করিয়াছি, হিতাকাঙ্ক্ষী তত্ত্বজ্ঞ মানবগণ, সেইরূপই অনুষ্ঠান করিবেন। তদ্ভিন্ন অন্য স্থলে যেরূপ বিধান হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৫]

প্রিয়ে! বাপী কূপ তড়াগ দেবপ্রতিমা গৃহ উদ্যান ব্রত প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা সময়ে[৬] পঞ্চদেবতার পূজা, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকার পূজা, বসুধারা, বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকা করিতে হইবে।[৭] স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্যকর্ম্মে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের বিধান নাই; পরন্তু দেবগণের ও পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত একটি ভোজ্য উৎসর্গ করিতে হইবে।[৮] কমলাননে! তাদৃশ স্থলে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য এই যে,

পুত্রশ্চ পৌত্রো দৌহিত্রো জ্ঞাতয়ো ভগিনীসুতঃ।
জামাতর্ত্বিগ্দৈবপিত্রে শস্তাঃ প্রতিনিধৌ শিবে ॥১০॥
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ শৃণু কালিকে ॥ ১১ ॥
কৃত্বা নিত্যোদিতং কর্ম্ম মানবঃ সুসমাহিতঃ।
গঙ্গাং যজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুং বাস্ত্বীশং ভূপতিং যজেৎ ॥ ১২ ॥
ততো দর্ভময়ান্ বিপ্রান্ কল্পয়েৎ প্রণবং স্মরন্।
পঞ্চভির্নবভির্ব্বাপি সপ্তভিস্ত্রিভিরেব বা ॥ ১৩ ॥
নির্গর্ভৈশ্চ কুশৈঃ সাগ্রৈর্দ্দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ।
সার্দ্ধদ্বয়াবর্ত্তনেন ঊর্দ্ধাগ্রৈরচয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ১৪ ॥

নহু পুরোহিত এব প্রতিনিধিঃ প্রশস্তো ভবতি তদন্যোঽপি বা কশ্চিৎ তত্রাহ, পুত্র ইত্যাদি ॥ ১০॥ ১১॥

অথ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিধিমাহ, কৃত্বেত্যাদিভিঃ। নিত্যোদিতং কর্ম্ম কৃত্বা পূর্ব্বাভিমুখো মানবঃ সুসমাহিতোঽতিসাবধানঃ সন্ প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্গঙ্গাং যজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুং বাস্ত্বীশং ভূপতিং ভূমিস্বামিনং পুরুষক ক্রমতো যজেৎ পূজয়েৎ ॥ ১২ ॥

ততইত্যাদি। ততঃ পরং প্রণবমোঙ্কারং স্মরন্ সন্ মানবো দর্ভময়ান্ বিপ্রান্ কল্পয়েৎ রচয়েৎ। দর্ভময়ব্রাহ্মণনির্ম্মাহমাহ, পঞ্চভিরিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। নির্গর্ভৈর্গর্ভশূন্যৈঃ সাগ্রৈরগ্রভাগসহিতৈরূর্দ্ধাগ্রৈর্নবভিঃ সপ্তভিঃ পঞ্চভিস্ত্রিভিরেব বা কুশৈর্দ্দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ সার্দ্ধদ্বয়াবর্ত্তনেন দ্বিজান্ বিপ্রান্ রচয়েৎ ॥১৩॥১৪॥

পুরোহিত (বা অন্যান্য যথোক্ত প্রতিনিধি) দ্বারা ভক্তিসহকারে দেবতার অর্চ্চনা করিবে, বসুধারা দিবে এবং কুশণ্ডিকা করিবে।[৯] শিবে! স্ত্রীলোকের প্রতিনিধি স্থলে পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, জ্ঞাতি, ভাগিনেয়, জামাতা ও পুরোহিত, ইহারাই দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে প্রশস্ত।[১০] কালিকে! অতঃপর যথাযথরূপে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ প্রয়োগ বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১১]

মানব, সুসমাহিত হৃদয়ে নিত্যকর্ম্ম সমাধান করিয়া গঙ্গা, যজ্ঞেশ্বর, বিষ্ণু, বাস্তুদেব ও ভূস্বামীর অর্চ্চনা করিবে।[১২] অনন্তর প্রণব স্মরণ করিতে করিতে দর্ভময় ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিবে। নবসন্ধ্যা সপ্তসন্ধ্যা পঞ্চসন্ধ্যা অথবা ত্রিসন্ধ্যা[১৩]

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে পার্ব্বণাদৌ ষড্‌বিপ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
একোদ্দিষ্টে তু কথিত এক এব দ্বিজঃ শিবে ॥ ১৫ ॥
ততো বিপ্রান্ কুশময়ান্ একস্মিন্নেব ভাজনে।
কৌবেরাভিমুখান্ কৃত্বা স্নাপয়েদমুনা সুধীঃ ॥ ১৬ ॥
-হ্রীঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে।
শংযোরভিস্রবন্তু নঃ ॥ ১৭ ॥
ততস্তু গন্ধপুষ্পাভ্যাং পূজয়েৎ কুশভূসুরান্ ॥ ১৮ ॥

নমু কতি দর্ভময়া ব্রাহ্মণাঃ কল্পয়িতব্যা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং সুধীর্বৃদ্ধিশ্রাদ্ধকর্ত্তা একস্মিন্নেব ভাজনে কুশময়ান্ বিপ্রান্ কৌবেরমুখানুত্তরমুখান্ কৃত্বামুনা বক্ষ্যমানেন মন্ত্রেণ স্নাপয়েৎ ॥ ১৬ ॥

কুশময়ব্রাহ্মণস্নাপনার্থং মন্ত্রমেবাহ, হ্রীঁ শন্ন ইত্যাদ্যম্ ॥ ১৭ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততস্তু প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং কুশভূসুরান্ কুশময়ব্রাহ্মণান্ পূজয়েৎ ॥ ১৮ ॥

গর্ত্তশূন্য অগ্রভাগ সহিত ঊর্দ্ধাগ্র কুশ দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্ত যোগে সার্দ্ধদ্বয় বেষ্টন করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইবে।[১৪] শিবে! বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে এবং পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধে ছয়টি ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হইবে পরন্তু একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে একটি মাত্র ব্রাহ্মণ কল্পনা বিধেয়।[১৫]

অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি, কুশময় ব্রাহ্মণগণকে এক পাত্রে উত্তরাস্য করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক 'হ্রীঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে।[১৬] (মন্ত্রার্থ যথা—) জলদেবতা আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত মঙ্গলবিধান করুন। জলদেবতা আমাদের পানের নিমিত্ত মঙ্গলবিধান করুন। জলদেবতা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ বর্ষণে অভিমুখী হউন[১৭] অনন্তর ঐ কুশময় ব্রাহ্মণগণকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।[১৮] পরে জ্ঞানী ব্যক্তি পশ্চিমদিকে ও দক্ষিণদিকে তিল, তুলসীপত্র ও দর্ভের সহিত দুইটি দুইটি একত্র করিয়া ছয়টি

পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব যুগ্মযুগ্মক্রমাৎ সুধীঃ।
ষট্ পাত্রাণি সদর্ভাণি স্থাপয়েত্তুলসীতিলৈঃ ॥ ১৯ ॥
পাত্রদ্বয়ে পশ্চিমায়াং যাম্যে পাত্রচতুষ্টয়ে।*
পূর্ব্বাস্যাবুত্তরমুখান্ ষড়্ বিপ্রানুপবেশয়েৎ ॥ ২০ ॥
দৈবপক্ষং পশ্চিমায়াং দক্ষিণে বামযাম্যয়োঃ।
পিতুর্ম্মাতামহস্যাপি পক্ষৌ দ্বৌ বিদ্ধি পার্ব্বতি ॥২১॥
নান্দীমুখাশ্চ পিতরো নান্দীমুখ্যশ্চ মাতরঃ।
মাতামহাদয়োঽপ্যেবং মাতামহ্যাদয়োঽপি চ।
শ্রাদ্ধে নাম্নাভ্যুদয়িকে † সমুল্লেখ্যা বরাননে ॥২২ ॥

পশ্চিমে ইত্যাদি। ততঃ সুধীঃ কর্ম্মসাধকঃ পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব যুগ্মযুগ্মক্রমাৎ সদর্ভাণি কুশসহিতানি তুলসীতিলৈশ্চ যুক্তানি ষট্ পাত্রাণি স্থাপযেৎ ॥১৯॥

পাত্রদ্বয়ে ইত্যাদি। ততঃ পশ্চিমায়াং দিশি স্থাপিতে পাত্রদ্বয়ে যাম্যে দক্ষিণে স্থাপিতে পাত্রচতুষ্টয়ে চ ক্রমতঃ পূর্ব্বাস্যৌ পূর্ব্বমুখৌ উত্তরমুখাংশ্চ কুশময়ান্ ষড়্ বিপ্রানুপবেশযেৎ। ২০।

দৈবপক্ষমিত্যাদি। হে পার্ব্বতি পশ্চিমায়াং দিশি দৈবং পক্ষং ত্বং বিদ্ধি জানীহি। দক্ষিণে তু বামযাম্যয়োর্বামভাগে দক্ষিণভাগে চ ক্রমতঃ পিতুর্ম্মাতামহস্যাপি দ্বৌ পক্ষৌ বিদ্ধি। ২১।

নান্দীমুখাশ্চেত্যাদি। হে বরাননে দেবি আভ্যুদয়িকে নান্দীশ্রাদ্ধে পিতরঃ পিত্রাদয়ো নান্দীমুখা মাতরো মাত্রাদয়শ্চ নান্দীমুখ্যঃ সমুল্লেখ্যাঃ সমুচ্চার্য্যাঃ।

পাত্র স্থাপন করিবেন।[১৯] পূর্ব্বোক্ত ছয়টি দর্ভময় ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে পশ্চিমদিকে স্থাপিত পাত্রদ্বয়ে দুইটি ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখ করিয়া এবং দক্ষিণদিকে স্থাপিত পাত্র চতুষ্টয়ে অবশিষ্ট চারিটি ব্রাহ্মণকে উত্তরমুখ করিয়া উপবেশন করাইবেন।[২০] পার্ব্বতি! পশ্চিমদিকে দেবপক্ষ, দক্ষিণদিকের বামভাগে পিতৃপক্ষ এবং দক্ষিণদিকের দক্ষিণভাগে মাতামহপক্ষ কল্পনা করিবে।[২১]

* পাত্রচতুষ্টয়ম্ ইতি পাঠান্তরম্।

† নাম্নাভ্যুদয়িকে ইতি চ পাঠঃ।

দক্ষাবর্ত্তেনোত্তরাস্যো দৈবং কর্ম্ম সমাচরেৎ।*
বামাবর্ত্তেন দক্ষাস্যঃ পিতৃকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥২৩॥
সর্ব্বং কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত দৈবাদিক্রমতঃ শিবে।
লঙ্ঘনাৎ মাতৃমাতৄণাং শ্রাদ্ধং তদ্বিফলং ভবেৎ ॥২৪॥

এবং মাতামহাদয়োঽপি নান্দীমুখাঃ মাতামহ্যাদয়োঽপি নান্দীমুখ্যঃ সমুল্লেখ্যাঃ ॥ ২২ ॥

দক্ষাবর্ত্তেনেত্যাদি। দক্ষিণাবর্ত্তেনোত্তরাস্য উত্তরমুখঃ সন্ দৈবং কর্ম্ম সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। বামাবর্ত্তেন দক্ষাস্যো দক্ষিণমুখঃ সন্ পিতৃকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥২৩॥

সর্ব্বমিত্যাদি। হে শিবে দৈবাদিক্রমত এব সর্ব্বং কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত। নচ পিতৃকর্ম্মসাধনায় দক্ষিণাবর্ত্তেনৈব দক্ষিণামুখভবনে কো দোষস্তত্রাহ, লঙ্ঘনাদিত্যাদি। মাতৃমাতৄণাং মাতৃমাতামহ্যাদীনাং লঙ্ঘনাৎ তচ্ছ্রাদ্ধং বিফলং ভবেৎ। মাতৃমাতৄণামিতি মাতুঃ পিত্রাদীনামপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ২৪ ॥

বরাননে! আভ্যুদয়িক নামক শ্রাদ্ধে নান্দীমুখ পিতৃগণ এবং নান্দীমুখী মাতৃগণ এইরূপ বিশেষণযুক্ত করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। এইরূপ নান্দীমুখ মাতামহ প্রভৃতি ও নান্দীমুখী মাতামহী প্রভৃতিরও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য (২৬৯)।[২২] দক্ষিণাবর্ত্ত দ্বারা উত্তরমুখ হইয়া দৈবকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে এবং বামাবর্ত্ত দ্বারা ফিরিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া পিতৃকর্ম্ম সাধন করিবে।[২৩]

শিবে! এই আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে সমুদায় কর্ম্মই দৈবাদিক্রমে সম্পাদন করিতে হইবে, অর্থাৎ অগ্রে দেবপক্ষের কর্ম্ম করিয়া পশ্চাৎ পিতৃপক্ষ ও মাতামহ পক্ষের ক্রিয়া করিতে হইবে। পরন্তু (বামাবর্ত্তে পিতৃপক্ষে না যাইয়া দক্ষিণাবর্ত্তেই গমনপূর্ব্বক) মাতামহপক্ষ ও পিতৃপক্ষ লঙ্ঘন করিলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল

---

* দৈবকর্ম্ম সমাপয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৬৯)—যথা। অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুঃ ইত্যাদি ক্রমে নান্দীমুখ শব্দটি পিতৃপিতামহাদির এবং মাতামহাদির বিশেষণ স্বরূপে প্রত্যেকের অগ্রে ব্যবহৃত হইবে। আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধভোজী পিতৃপিতামহ প্রভৃতিকে নান্দীমুখ (মাঙ্গলিক কার্য্যের মুখস্বরূপ) বলা যায়, এই নিমিত্ত এই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, নান্দীমুখশ্রাদ্ধ শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে।

কৌবেরাভিমুখোঽনুজ্ঞা-বাক্যং দৈবে প্রকল্পয়েৎ।
যাম্যাস্যঃ কল্পয়েদ্‌বাক্যং পিত্রে মাতামহেঽপি চ।
তত্রাদৌ দৈবপক্ষে তু বাক্যং শৃণু শুচিস্মিতে ॥২৫॥
কালাদীনি নিমিত্তানি সমুল্লিখ্য ততঃ পরম্।
তত্তৎকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থম্ উক্ত্বা সাধকসত্তমঃ ॥২৬॥
পিত্রাদীনাং ত্রয়াণাং তু মাত্রাদীনাং তথৈব চ।
মাতামহানাং চ মাতা-মহ্যাদীনামপি প্রিয়ে ॥২৭॥

কৌবেরেত্যাদি। কৌবেরাভিমুখ উত্তরাভিমুখো ভূত্বা দৈবে পক্ষেঽনুজ্ঞা-বাক্যং কল্পয়েৎ। ২৫ ॥

দৈবপক্ষে প্রকল্পনীয়ং যদনুজ্ঞাবাক্যং তদেবাহ, কালাদীনীত্যাদিভিঃ। প্রথমতঃ কালাদীনি নিমিত্তানি সমুল্লিখ্য ততঃ পরং তত্তৎকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমুক্ত্বা সাধকসত্তমো গোত্রোচ্চারণপূর্ব্বকং পিত্রাদীনাং ত্রয়াণাং মাত্রাদীনামপি তিসৃণাং তথৈব মাতামহাদীনাং ত্রয়াণাং মাতামহ্যাদীনামপি তিসৃণাং ষষ্ঠ্যন্তং নাম কীর্ত্তয়েৎ। ততো বিশ্বেষাং দেবানাং চেতি পদমুদীরয়েদুচ্চারয়েৎ। ততঃ শ্রাদ্ধ-পদমুদীরয়েৎ। পশ্চাৎ কুশনির্ম্মিতযোর্বিপ্রয়োরহমিত্যপ্যুদীরয়েৎ। ততঃ করিষ্যে ইত্যুদীরয়েৎ। সকলপদযোজনয়া বিষ্ণুরোন্তৎসৎ অদ্যামুকমাস্যমুক-পক্ষেঽমুকতিথাবমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমমুকগোত্রাণাং নান্দীমুখানাং পিতৃপিতামহ-প্রপিতামহানামমুকামুকামুকদেবশর্ম্মণামমুকগোত্রাণাং নান্দীমুখীনাং মাতৃপিতা-

---

হইবে (এইরূপ মাতামহ পক্ষের কার্য্য করিয়া পিতৃপক্ষ লঙ্ঘন না করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে দৈবপক্ষে আসিতে হইবে)।[২৪] দেবপক্ষের কর্ম্ম সময়ে উত্তরাভিমুখ হইয়া অনুজ্ঞাবাক্য পাঠ করিবে এবং পিতা প্রভৃতির ও মাতামহাদির কর্ম্মকালে দক্ষিণাস্য হইয়া অনুজ্ঞাবাক্য বলিবে। শুচিস্মিতে! প্রথমতঃ দৈবপক্ষের বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২৫]

সাধকশ্রেষ্ঠ, প্রথমতঃ মাস, পক্ষ, তিথি প্রভৃতি কালের ও নিমিত্তের অর্থাৎ বিশেষ সংস্কারের নাম উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ 'কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং' এই কথা বলিয়া[২৬] পিতা প্রভৃতি পুরুষত্রয়ের, মাতা প্রভৃতি মাতৃত্রয়ের, মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষের এবং মাতামহী প্রভৃতি তিনজন স্ত্রীলোকের গোত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত

ষষ্ঠ্যন্তং কীর্ত্তয়েন্নাম গোত্রোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
বিশ্বেষাঞ্চৈব দেবানাং শ্রাদ্ধং পদমুদীরয়েৎ ॥২৮॥
কুশনির্ম্মিতয়োঃ পশ্চাৎ বিপ্রয়োরহমিত্যপি।
করিষ্যে পরমেশানী-ত্যনুজ্ঞাবাক্যমীরিতম্ ॥২৯॥

মহীপ্রপিতামহীনামমুক্যমুক্যমুকীনাং দেবীনাং চামুকগোত্রাণাং নান্দীমুখানাং মাতামহপ্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহানামমুকামুকামুকদেবশর্ম্মনাং চামুকগোত্রাণাং নান্দীমুখীনাং মাতামহীপ্রমাতামহীবৃদ্ধপ্রমাতামহীনামমুক্যমুক্যমুকীনাং দেবীনাং চ বিশ্বেষাং দেবানামাভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধং কুশনির্ম্মিতয়োর্বিপ্রয়োরহং করিষ্যে ইতি বাক্যং জাতম্। হে পরমেশানি দৈবপক্ষে ইত্যেতদেবানুজ্ঞাবাক্যমীরিতং কথিতম্ ॥২৬॥ ২৭॥ ২৮॥ ২৯॥

পিতৃপক্ষে মাতামহপক্ষে চ যদনুজ্ঞাবাক্যং প্রকল্পনীয়ং তদাহ, বিশ্বানিত্যাদিনা। হে পার্ব্বতি পিতৃপক্ষে তথা মাতামহস্যাপি পক্ষে বিশ্বান্ দেবান্ পরিত্যজ্যানুজ্ঞা প্রকীর্ত্তিতানুজ্ঞাবাক্যং কথিতম্। পিতৃপক্ষেঽনুজ্ঞাবাক্যং যথা। ওঁ অদ্যামুকমাস্যমুকপক্ষেঽমুকতিথাবমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমমুকগোত্রাণাং নান্দীমুখানাং পিতৃপিতামহপ্রপিতামহানামমুকামুকামুকদেবশর্ম্মণাম্ অমুকগোত্রাণাং নান্দী-

---

নাম কীর্ত্তন করিবে।[২৭] ইহার পর 'বিশ্বেষাং দেবানাং শ্রাদ্ধং' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে।[২৮] পরমেশ্বরি। পরে, 'কুশনির্ম্মিতয়োর্ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে,' এই বাক্য পাঠ করিবে। ইহার নাম অনুজ্ঞাবাক্য (২৭০)।[২৯]

---

(২৭০)—অনুজ্ঞাবাক্য যথা। বিষ্ণুরোং তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রমাতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যা অমুকীদেব্যা বিশ্বেষাং দেবানাম্ আভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধং কুশনির্ম্মিতয়োর্ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।

বিশ্বান্ দেবান্ পরিত্যজ্য পিতৃপক্ষে তু পার্ব্বতি।
তথা মাতামহস্যাপি পক্ষেঽনুজ্ঞা প্রকীর্ত্তিতা ॥৩০॥
ততো জপেদ্‌ব্রহ্মবিদ্যাং গায়ত্রীং দশধা শিবে* ॥৩১॥
দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তিতি ॥৩২॥

মুখীনাং মাতৃপিতামহীপ্রপিতামহীনামমুক্যমুক্যমুকীনাং দেবীনাং চাপ্যাভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধং কুশনির্ম্মিতয়োর্বিপ্রয়োরহং করিষ্যে ইতি। মাতামহপক্ষেঽপ্যেবমেবানুজ্ঞাবাক্যং প্রকল্পনীয়ম্ ॥ ৩০ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ অনুজ্ঞাবাক্যকল্পনাদনন্তরম্ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

পার্ব্বতি! পিতৃপক্ষের এবং মাতামহপক্ষের অনুজ্ঞাবাক্য, 'বিশ্বেষাং দেবানাং' এই পদ মাত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যৎ সমুদায় অবিকল দেবপক্ষেরই অনুরূপ হইবে (২৭১)।৩০

শিবে! অনন্তর দশবার ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রী জপ করিবে।৩১ পরে 'দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) দেবতাগণকে পিতৃগণকে মহাযোগিগণকে পুষ্টিকে এবং স্বাহাকে নমস্কার। 'আমাদের এইরূপ আভ্যুদয়িক কার্য্য নিত্য নিত্যই হউক। অনন্তর সাধু ব্যক্তি এই

* গায়ত্রীং দশধা জপেৎ ইতি বা পাঠঃ।

(২৭১)—যথা। ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক অমুকগোত্রস্য অমুকস্য শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থমমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যা আভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধং কুশনির্ম্মিতয়োর্ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে।

মাতামহপক্ষেঽপি এবম্ ওঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকস্য এবং প্রমাতামহস্য এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য, এবং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ মাতামহ্যাঃ অমুক্যাঃ এবং প্রমাতামহ্যাঃ এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যাঃ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে। সর্ব্বত্রৈব কুরুষ ইতি প্রতিবচনং। যদি

নিধায় সলিলং দেবি দেবাদিক্রমতঃ সুধীঃ।
বিপ্রেভ্যো জলগণ্ডূষং দত্ত্বা দদ্যাৎ কুশাসনম্ ॥৩৫॥

হমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি ইদমাসনং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাত্রাদিভ্যোঽমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহামুকদেবশর্ম্মন্নমুক-গোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহামুকদেবশর্ম্মন্নমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহামুক-দেবশর্ম্মন্নিদমাসনং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাতামহাদিভ্যোঽমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহ্যমুকি দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহ্যমুকি দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যমুকি দেবি ইদমাসনং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাতামহ্যাদি-
তত ২ ... ॥৩৪॥৩৫॥

পার্ব্বতি! পিতৃপক্ষের ...র্ শ্রাদ্ধকর্ত্তা বিশ্বে দেবা ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠতেহ দেবানাং' এই পদ মাত্র পরিত্যাগ...ক্যেন বিশ্বান্ দেবান্ অমুকগোত্রা নান্দীমুখাঃ অনুরূপ হইবে (২১১)।৩০ ...মুকামুকদেবশর্ম্মাণঃ ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠতেহ শিবে! অনন্তর দশবার ব্র...ক্যেন পিতৄন্ পিত্রাদীন্ তথা অমুকগোত্রা নান্দী-

পিতৃভ্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র তি...বে। পরে সেই জ্ঞানবান্ শ্রাদ্ধকর্ত্তা, দেবপক্ষ হইতে গণকে পিতৃগণকে মহা... ব্রাহ্মণদিগকে জলগণ্ডূষ দিয়া তৎপরে ঐরূপ দেবাদি এইরূপ আভ্যুদয়িক...ন করিবেন (২১২)।৩৫

(২১২)—ব্রাহ্মণগণকে অমন্ত্রক জলগণ্ডূষ দিতে হইবে। কুশাসন দানের মন্ত্র যথা। হ্রীঁ বিশ্বে দেবা এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবব্রাহ্মণ দক্ষিণপার্শ্বে কুশাসন দিবে। পরে, পিতৃপক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ, এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক পিতৃব্রাহ্মণবামপার্শ্বে আসন প্রদান করিবে। পরে, মাতামহপক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহি অমুকীদেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহি অমুকীদেবি এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মাতামহব্রাহ্মণ-বামপার্শ্বে আসন প্রদান করিবে।

ততঃ আবাহয়েদ্বিদ্বান্ বিশ্বান্ দেবান্ পিতৄংস্তথা।
মাতৄর্ম্মাতামহাংশ্চাপি তথা মাতামহীঃ শিবে ॥৩৬॥
আবাহ্য পূজয়েদাদৌ বিশ্বান্ দেবাংস্ততো যজেৎ।
পিতৃত্রয়ং তথা মাতৃত্রয়ং মাতামহত্রয়ম্ ॥৩৭॥

মুখ্যো মাতৃপিতামহীপ্রপিতামহ্যোঽমুক্যামুক্যামুক্যো দেব্য ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠতেহ সন্নিধত্ত মম পূজাং গৃহ্নীতেতি বাক্যেন মাতৃর্ম্মাত্রাদীরপি অমুকগোত্রা নান্দীমুখা মাতামহপ্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহা অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মাণ ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠতেহ সন্নিধত্ত মম পূজাং গৃহ্নীতেতি বাক্যেন মাতামহান্ মাতামহাদীনপি অমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতামহীপ্রমাতামহীবৃদ্ধপ্রমাতামহ্যোঽমুক্যামুক্যামুক্যো দেব্য ইহাগচ্ছতেহ তিষ্ঠতেহ সন্নিধত্ত মম পূজাং গৃহ্নীতেতি বাক্যেন মাতামহীর্ম্মাতামহ্যাদীশ্চাপি কুশাসনে আবাহয়েৎ ॥৩৬॥

আবাহ্যেত্যাদি। এবং বিশ্বদেবাদীনাবাহ্য বিশ্বে দেবা এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদীনি বো নম ইতি বাক্যেন পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভির্দৈবদৈপৈর্ব্বাসোভিশ্চাপ্যাদৌ বিশ্বান্ দেবান্ পূজয়েৎ। ততঃ ওঁ অদ্যামুকগোত্রা নান্দীমুখাঃ পিতৃ-

---

শিবে! অনন্তর বিদ্বান্ ব্যক্তি, বিশ্বদেবগণকে পিতৃগণকে মাতৃগণকে মাতামহগণকে এবং মাতামহীগণকে আবাহন করিবেন (২৭৩)।৩৬

এইরূপে বিশ্বদেবগণ, পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষের আবাহন পূর্ব্বক প্রথমতঃ (পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা) বিশ্বদেবগণের পূজা করিয়া পরে পিতা পিতামহ প্রপিতামহ,

---

(২৭৩)—প্রত্যেক পক্ষেই আবাহনের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে প্রশ্নপূর্ব্বক উত্তর গ্রহণের বিধি আছে। যথা দৈবে প্রশ্ন—ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে? উত্তর—ওঁ আবাহয়। আবাহনের মন্ত্র যথা। বিশ্বে দেবা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত ইহ তিষ্ঠত ইহ তিষ্ঠত ইহ সন্নিহিতা ভবত ইহ সন্নিহিতা ভবত ইহ সন্নিরুদ্ধা ভবত ইহ সন্নিরুদ্ধা ভবত ইহ সম্মুখী ভবত ইহ সম্মুখী ভবত মম পূজাং গৃহ্নীত, এই বাক্য দ্বারা বিশ্বদেবগণকে কুশাসনে আবাহন করিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুক-দেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব মম পূজাং গৃহাণ, এই বাক্য দ্বারা পিতাকে কুশাসনে আবাহন করিবে। পরে এইরূপ 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক-দেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া পিতামহকে, পরে 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্যে প্রপিতামহকে পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি

মাতামহীত্রয়ং চাপি পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃশ্চ।
ধূপৈর্দীপৈশ্চ বাসোভিঃ পূজয়িত্বা বরাননে।
পাত্রাণাং পাতনপ্রশ্নং * কুর্য্যাদ্দৈবক্রমাৎ শিবে ॥৩৮॥

পিতামহপ্রপিতামহা অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মাণ এতানি পাদ্যাদীনি বঃ স্বধেতি বাক্যেন পিতৃত্রয়ং তথৈবামুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতৃপিতামহীপ্রপিতামহ্যো-হমুকামুকামুক্যো দেব্য এতানি পাদ্যাদীনি বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাতৃত্রয়ং তথৈব প্রকল্পিতেন বাক্যেন মাতামহত্রয়ং তথৈব কল্পিতবাক্যেন মাতামহীত্রয়ং চাপি ক্রমতঃ পাদ্যাদিভির্বিধেয়ৈঃ পূজয়েৎ। হে বরাননে শিবে এবং বিশ্ব-দেবাদীন্ পূজয়িত্বা ততো দৈবক্রমাৎ,দেবপক্ষাদিক্রমতঃ পাত্রাণি পাতয়িষ্যে ইতি পাত্রাণাং পাতনপ্রশ্নং ব্রহ্মাণং প্রতি কুর্য্যাৎ ॥৩৭॥৩৮॥

এই পিতৃত্রয়'ক, মাতা পিতামহী প্রপিতামহী, এই মাতৃত্রয়কে, মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ, এই মাতামহত্রয়কে** এবং মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, এই মাতামহীত্রয়কে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় ধূপ দীপ বস্ত্র

* পাত্রানাং পাতনং প্রশ্নম্ ইতি পাঠান্তরম্।

অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি পাঠ করিয়া মাতাকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পিতামহীকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া প্রপিতামহীকে, পরে 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহকে, পরে 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া প্রমাতামহকে, পরে 'অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া বৃদ্ধপ্রমাতামহকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মাতামহীকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহি অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া প্রমাতামহীকে, পরে 'অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহী অমুকীদেবি ইহাগচ্ছ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে কুশাসনে আবাহন করিবে। স্ত্রীলোকদিগের আবাহনে সন্নিহিতো ও সন্নিরুদ্ধো এই দুইস্থানে ক্রমশঃ সন্নিহিতা ও সন্নিরুদ্ধা হইবে।

মণ্ডলং রচয়েদেকং মায়য়া চতুরস্রকম্‌ ।
দ্বে দ্বে চ মণ্ডলে কুর্য্যাৎ তদ্বৎ পক্ষদ্বয়োরপি * ॥৩৯॥

মণ্ডলমিত্যাদি । ততঃ ওঁ পাতয়েতি ব্রাহ্মণাত্তদুত্তরং প্রাপ্য দৈবপক্ষে মায়য়া হ্রীঁবীজেন চতুরস্রকং চতুষ্কোণমেকং মণ্ডলং রচয়েৎ। পক্ষদ্বয়োরপি তদ্বৎ হ্রীঁবীজেন চতুষ্কোণে দ্বে দ্বে মণ্ডলে কুর্য্যাৎ ॥৩৯॥

প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে (২৭৪)। বরাননে! অনন্তর দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পাত্রপাতন প্রশ্ন করিবে (২৭৫)। শিবে!৩৮ অনন্তর

---

* তত্তৎ পক্ষদ্বয়োরপি ইতি বা পাঠঃ ।

(২৭৪)—পূজার্থে কল্পিত বাক্য যথা। (দৈবক্রমে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও বস্ত্র সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক এইরূপ বাক্যে পূজা করিবে।) যথা দৈবে—হ্রীঁ বিশ্বেদেবাঃ এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বো নমঃ, এই বাক্য দ্বারা প্রথমতঃ বিশ্বদেবগণের পূজা করিবে। পরন্তু পূজাদ্রব্যসমুদায় একত্র নিবেদন পূর্ব্বক পশ্চাৎ পৃথক্‌ পৃথক্‌ অর্পণ করিতে হইবে। তাহার মন্ত্র যথা। এতদ্বঃ পাদ্যম্‌। এষ বোঽর্ঘ্যঃ। এতদ্ব আচমনীয়ম্‌। এষ বো গন্ধঃ। এতদ্বঃ পুষ্পম্‌। এষ বো ধূপঃ। এষ বো দীপঃ। এতদ্ব আচ্ছাদনম্‌। অনন্তর পিতৃপক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুক, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুক, এবং প্রপিতামহ, এবং অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি এবং পিতামহি এবং প্রপিতামহি অমুকি এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বো নমঃ এই বাক্য দ্বারা পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ সমর্পণ করিবে। পরে মাতামহপক্ষে অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুক, এবং প্রমাতামহ, এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহ, এবং অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকি এবং প্রমাতামহি এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহি, এতানি পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি বো নমঃ এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া সমর্পণ করিবে। যথা। এতদ্বঃ পাদ্যম্‌। এষ বোঽর্ঘ্যঃ। ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। অথবা অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্‌ এতানি তে পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বধা (নমঃ)। এতৎ তে পাদ্যম্‌। এষ তে অর্ঘ্যঃ। এতৎ তে আচমনীয়ম্‌। এষ তে গন্ধঃ। এতৎ তে পুষ্পম্‌। এষ তে ধূপঃ। এষ তে দীপঃ। এতৎ তে আচ্ছাদনম্‌। এই মন্ত্রে পিতার পূজা করিয়া ঐরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী প্রভৃতি প্রত্যেকেরও পৃথক্‌ পৃথক্‌ পূজা করিতে পারা যায়।

(২৭৫)—ব্রাহ্মণের প্রতি প্রশ্ন করিবে যে, পাত্রপাতনমহং করিষ্যে। ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন যে, কুরুষ্ব। পাত্রপাতন শব্দের অর্থ পাত-পাতানি করা বা পাত-পাতা ।

বারুণপ্রোক্ষিতেষেষু পাত্রাণ্যাদায় সাধকঃ।
তেন ক্ষালিতপাত্রেষু সর্ব্বোপকরণৈঃ সহ।
পানার্থপাথসান্নানি ক্রমেণ পরিবেশয়েৎ ॥ ৪০ ॥
ততো মধুযবান্ দত্বা হ্রাঁ হুঁ ফডিতি মন্ত্রকৈঃ *।
সংপ্রোক্ষ্যান্নানি সর্ব্বাণি বিশ্বান্ দেবাংস্তথা পিতৄন্ ॥৪১॥

বারুণেত্যাদি। ততঃ সাধকো জনো বারুণপ্রোক্ষিতেষু বমিতি বীজেনাভিষিক্তেষেষু মণ্ডলেষু ক্রমতঃ পাত্রাণ্যাসাদ্য সংস্থাপ্য তেন বমিতি বীজেন ক্ষালিতেষু পাত্রেষু সর্ব্বোপকরণৈঃ পানার্থপাথসা পানার্থেন জলেন চ সহান্নানি ক্রমেণ দৈবাদিক্রমতঃ পরিবেশয়েৎ ॥ ৪০ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরমন্নেষু মধুযবান্ দত্বা হ্রাঁ হুঁ ফড়িতি মন্ত্রকৈঃ সর্ব্বাণ্যন্নানি সংপ্রোক্ষ্যাভিষিচ্য তত্ত্ববিৎ জনো বিশ্বান্ দেবান্ তথা পিতৄন্ পিত্রাদীন্ তথা মাতৄর্মাত্রাদীংস্তথা মাতামহান্মাতামহাদীন্ তথা মাতামহীর্মাতামহ্যাদিবপুাল্লিখ্যোচ্চার্য্য বিশ্বদেবাদিভ্যঃ সর্ব্বাণ্যন্নানি নিবেদ্য বিশ্বে দেবাঃ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকবণসহিতমেতদন্নং বো নম ইতি বাক্যেন বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যোঽমুকগোত্রা নান্দীমুখাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহা অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মাণঃ

মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া দেবপক্ষে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল রচনা করিবে। পরে মাতামহপক্ষে ও পিতৃপক্ষেও ঐরূপ হ্রীঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক দুই দুইটি করিয়া মণ্ডল রচনা করিতে হইবে।[৩৯]

অনন্তর সাধক বঁ এই বরুণবীজ দ্বারা ঐ মণ্ডল সমুদায় প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে ক্রমশঃ পাত্রসমুদায় সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐরূপ বঁ এই বীজদ্বারা প্রক্ষালিত সেই সমুদায় পাত্রে দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ উপকরণ ও পানার্থ জলের সহিত ক্রমশঃ অন্ন পরিবেশন করিবে।[৪০]

পরে অন্ন সমুদায়ে মধু এবং যব প্রদান করিয়া 'হ্রাঁ হুঁ ফট্' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সমুদায় অন্ন প্রোক্ষিত অর্থাৎ জলবিন্দু দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিবে। অনন্তর বিশ্বদেবগণকে পিতৃগণকে[৪১] মাতৃগণকে মাতামহগণকে ও মাতামহীগণকে

* হ্রীঁ হুঁ ফড়িতি মন্ত্রকৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

মাতৃর্ম্মাতামহান্‌ মাতা-মহীরুল্লিখ্য তত্ত্ববিৎ।
নিবেদ্য দেবীং গায়ত্রীং দেবতাভ্যস্ত্রিধা পঠেৎ ॥ ৪২ ॥

পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধেতি বাক্যেন পিত্রাদিভ্যো-ঽমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতৃপিতামহীপ্রপিতামহ্যোঽমুক্যামুক্যামুক্যো দেব্যঃ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাত্রাদিভ্যো-ঽমুকগোত্রা নান্দীমুখা মাতামহপ্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহা অমুকামুকামুকদেব-শর্ম্মাণ এতৎ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাতা-মহাদিভ্যোঽমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতামহীপ্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যোঽমু-

উল্লেখ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, সমুদায় অন্ন ক্রমশঃ নিবেদন করিবেন (২৭৬)। পরে

(২৭৬)—নিবেদন মন্ত্র যথা। বিশ্বে দেবাঃ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণসহিতমেতদন্নং বো নমঃ, এই মন্ত্র দ্বারা বিশ্বদেবগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। পরে, অমুকগোত্রা নান্দীমুখাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মাণঃ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া পিতৃগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। পরে, অমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যঃ মাতৃপিতামহীপ্রপিতামহ্যোঽমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্যঃ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধা, এই বাক্য দ্বারা মাতৃগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। পরে, অমুকগোত্রা নান্দীমুখা মাতামহপ্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহাঃ অমুকামুকামুকদেবশর্ম্মাণঃ এতৎ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বো-পকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধা, এই মন্ত্র দ্বারা মাতামহগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। পরে, অমুকগোত্রা নান্দীমুখ্যো মাতামহীপ্রমাতামহীবৃদ্ধপ্রমাতামহ্যঃ অমুক্যমুক্যমুক্যো দেব্যঃ এতৎ পানার্থোদকমধু-যবসর্ব্বোপকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহীগণকে অন্ন নিবেদন করিবে। অথবা, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্‌ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্‌ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্‌ এতৎ পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমন্নং বঃ স্বধা, এই মন্ত্রে পিতৃগণের প্রত্যেককে সম্বোধন করিয়া অন্ন নিবেদন করিবে। এইরূপে মাতা পিতামহী ও প্রপিতামহীকে অন্ন নিবেদন করিবার সময় প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্বোধন করিতে হইবে। মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের অন্ন নিবেদনের সময় এবং মাতামহী প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীর একত্র অন্ন নিবেদনের সময়ও উক্ত রীতি ক্রমে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্বোধন করিতে হইবে। অথবা, পিতা প্রভৃতি দ্বাদশ ব্যক্তিকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অন্ন নিবেদন করিবে। ঈদৃশস্থলে এরূপ বাক্য হইবে যে, অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্‌ এতত্তে পানার্থোদকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমন্নং স্বধা। পিতামহ প্রভৃতির অন্ন নিবেদনের সময়ও এইরূপ বাক্য হইবে।

শেষান্নপিণ্ডয়োঃ প্রশ্নৌ কুর্য্যাদাদ্যে ততঃ পরম্ ॥ ৪৩ ॥
দত্তশেষৈরক্ষতাদ্যৈঃ মালূরফলসন্নিভান্।
দ্বিজাৎ প্রাপ্তোত্তরঃ পিণ্ডান্ রচয়েদ্দ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥
অন্যং তু কল্পয়েদেকং পিণ্ডং তৎসমমম্বিকে।
আস্তরেন্নৈঋর্তে দর্ভান্ মণ্ডলে যবসংযুতান্ ॥ ৪৫ ॥

ক্যমুক্যমুক্যো দেব্যঃ গন্ধাদ্যৈঃপকমধুযবসর্ব্বোপকরণান্বিতমেতদন্নং বঃ স্বধেতি বাক্যেন মাতামহাদিভ্যোঽপি সোপকরণান্যন্নানি ক্রমেণ দত্ত্বা গায়ত্রীং দেবীং দশধা পঠেৎ। ততো দেবতাভ্য ইত্যাদ্যং ভবন্ত্বিতীত্যন্তং মন্ত্রং ত্রিধা পঠেৎ। হে আদ্যে ততঃ পরং শেষান্নমত্রি ক দেয়মিতি পিণ্ডদানং করিষ্যে ইতি চ শেষান্ন-পিণ্ডয়োঃ প্রশ্নৌ বিপ্রং প্রতি কুর্য্যাৎ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

দত্তশেষৈরিত্যাদি। ততঃ পরং দ্বিজাৎ ইষ্টেভ্যো দীয়তামিতি ওঁ কুরুষ্বেতি প্রাপ্তোত্তরঃ সন্ দত্তশেষৈর্দত্তেভ্যোঽবশিষ্টৈরক্ষতাদৈর্য্যৈর্মালূরফলসন্নিভান্ বিল্বফল-তুল্যান্ দ্বাদশ পিণ্ডান্ রচয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

অন্যদিত্যাদি। ততস্তেভ্যোঽন্যমপি তৎসমং বিল্বফলতুল্যমেকং পিণ্ডং

দশবার গায়ত্রী পাঠ করিয়া তিনবার দেবতাভ্য ইত্যাদি মন্ত্র (২৭৭) পাঠ করিবে।[৪২] আদ্যে। তৎপরে শেষান্নপ্রশ্ন ও পিণ্ডপ্রশ্ন (২৭৮) করিবে।[৪৩]

প্রিয়ে! অনন্তর ব্রাহ্মণের নিকট প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হইয়া দত্তাবশিষ্ট অক্ষতাদি দ্বারা বিল্বফল সদৃশ দ্বাদশটি পিণ্ড প্রস্তুত করিবে।[৪৪] অম্বিকে! পরে ঐরূপ বিল্বফল সদৃশ অপর একটি পিণ্ড রচনা করিতে হইবে। তৎপরে নৈঋর্ত কোণে মণ্ডলোপরি যবসংযুক্ত দর্ভ বিস্তারিত করিবে[৪৫] এবং 'যে মে কুলে লুপ্ত-

---

(২৭৭)—মন্ত্র যথা—

দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত্বিতি ॥

(২৭৮)—ব্রাহ্মণের নিকট এইরূপে শেষান্নপ্রশ্ন করিতে হইবে যে, 'ওঁ শেষান্নমপ্যত্রি ক দেয়ম্।' ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন যে, 'ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাম্।' পরে ঐরূপ পিণ্ডপ্রশ্ন করিবে যে, 'ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে।' ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন যে, 'ওঁ কুরুষ্ব ॥'

আমন্ত্রণেন প্রত্যেকং নামোচ্চার্য্য মহেশ্বরি।
স্বধয়া বিতরেৎ পিণ্ডং যবমাধ্বীকসংযুতম্ ॥ ৫১ ॥

নম্ন কেন কেন বাক্যেন পিত্রাদিভ্যঃ পিণ্ডা নিবেদযিতব্যা ইত্যপেক্ষাযামাহ, আমন্ত্রণেনেত্যাদি। হে মহেশ্বরি আমন্ত্রণেন সম্বোধনবিভক্ত্যা বিশিষ্টং পিত্রাদীনাং প্রত্যেকং নামোচ্চার্য্য স্বধযা যবমাধ্বীকসংযুতং মধুযবাভ্যাং সংযুক্তং পিণ্ডং বিতরেৎ। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেষ মধুযবযুতঃ পিণ্ডস্তে স্বধেতি বাক্যেন দর্ভমূলে পিত্রেঽমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহামুকদেবশর্ম্মন্নেষ মধুযবযুতঃ পিণ্ডস্তে স্বধেতি বাক্যেন দর্ভমধ্যে পিতামহাযামুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহামুকদেবশর্ম্মন্নেষ মধুযবযুতঃ পিণ্ডস্তে স্বধেতি বাক্যেন দর্ভোর্দ্ধে ভাগে প্রপিতামহায়ামুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি মধুযবযুত এষ পিণ্ডস্তে স্বধেতি দর্ভমূলে মাত্রে অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহ্যমুকি দেবি মধুযবযুত এষ পিণ্ডস্তে স্বধেতি দর্ভমধ্যে পিতামহ্যৈ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহ্যমুকি দেবি মধুযবযুত এষ পিণ্ডস্তে স্বধেত্যনেন দর্ভাগ্রে প্রপিতামহ্যৈ অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহামুকদেবশর্ম্মন্নেষ মধুযবযুতঃ পিণ্ডস্তে স্বধেত্যনেন দর্ভমূলে মাতামহায়ামুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহামুকদেবশর্ম্মন্নেষ মধুযবযুতঃ পিণ্ডস্তে স্বধেত্যনেন দর্ভমধ্যে প্রমাতামহাযামুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহামুকদেবশর্ম্মন্নেষ মধুযবযুতঃ পিণ্ডস্তে স্বধেত্যনেন দর্ভাগ্রে বৃদ্ধপ্রমাতামহাযামুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহ্যমুকি দেবি মধুযবযুত এষ পিণ্ডস্তে স্বধেত্যনেন দর্ভমূলে মাতামহ্যৈ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহ্যমুকি দেবি মধুযবযুত এষ পিণ্ডস্তে

প্রপিতামহীকে, মাতামহ প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে এবং মাতামহী প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে ক্রমশঃ এক একটি করিয়া এক এক মণ্ডলে তিন তিনটি পিণ্ড প্রদান করিবে, (এইরূপে মণ্ডলচতুষ্টয়ে সমুদায়ে দ্বাদশটি পিণ্ড প্রদান করা হইবে)।৫০ পরন্তু মহেশ্বরি! আমন্ত্রণযুক্ত প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করিয়া স্বধা পাঠ পূর্ব্বক ঐ প্রত্যেককে যব মধু সংযুক্ত পিণ্ড প্রদান করিতে হইবে (৩১৫)।৫১

(২৮০)—পিণ্ডদানের বাক্য যথা। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক পিতৃমণ্ডলের দর্ভমূলে পিতার উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক পিতৃমণ্ডলের দর্ভমধ্যে পিতামহের পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্র নান্দী-

পিণ্ডান্তে পিণ্ডশেষঞ্চ বিকীর্য্য লেপভাজিনঃ।
প্রীণয়েৎ করলেপেন নৈকোদ্দিষ্টেষ্বয়ং বিধিঃ ॥ ৫২ ॥

স্বধেত্যনেন দর্ভমধ্যে প্রমাতামহৈ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহমুকি দেবি মধুযবযুত এব পিণ্ডস্তে স্বধেতি বাক্যেন দর্ভাগ্রে বৃদ্ধপ্রমাতামহৈ চ পিণ্ডং দদ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

পিণ্ডান্তে ইত্যাদি। পিণ্ডান্তে পিণ্ডপ্রদানান্তে পিণ্ডানভিতঃ পিণ্ডশেষ; বিকীর্য্য বিক্ষিপ্য ওঁ লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তামিতি বাক্যেন করলেপেন হস্তলগ্নেনান্নেন লেপভাজিনশ্চতুর্থাদ্যান্ পিতৃন্ প্রীণয়েৎ। একোদ্দিষ্টেষ্বয়ং বিধির্লেপভাজিপিতৃপ্রীণনবিধির্নাস্তি ॥ ৫২ ॥

এইরূপে পিণ্ড প্রদান করিয়া পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে পিণ্ডশেষ ছড়াইয়া দিবে; এবং ('লেপভুজঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্ এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক কুশ সংযোগে অপনীত) করলেপ অর্থাৎ হস্তসংলগ্ন অন্ন দ্বারা লেপভোজী চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি

মুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া পিতৃমণ্ডলীয় দর্ভের ঊর্দ্ধভাগে প্রপিতামহের পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতৃমণ্ডলের দর্ভমূলে মাতার উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠপূর্ব্বক মাতৃমণ্ডলের দর্ভমধ্যে পিতামহীর পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতৃমণ্ডলীয় দর্ভের অগ্রভাগে প্রপিতামহীর উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে, অমুকগোত্র নান্দীমুখ মাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহমণ্ডলের দর্ভমূলে মাতামহের পিণ্ডপ্রদান করিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক মাতামহমণ্ডলের দর্ভের মধ্যভাগে প্রমাতামহের পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্র নান্দীমুখ বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহমণ্ডলীয় দর্ভের অগ্রভাগে বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহীমণ্ডলের দর্ভমূলে মাতামহীর পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রমাতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুযবসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া

দেবতাপিতৃতৃপ্ত্যর্থং সাবিত্রীং দশধা জপেৎ।
দেবতাভ্যস্ত্রিধা জপ্ত্বা পিণ্ডান্ সংপূজয়েত্ততঃ ॥ ৫৩ ॥
প্রজ্বাল্য ধূপং দীপং চ নিমীল্য নয়নদ্বয়ম্।
দিব্যদেহধরান্ পিতৄন্ অগ্রতঃ কব্যমধ্বরে।
বিভাব্য প্রণমেদ্ধীমান্ ইমং মন্ত্রমুদীরয়ন্ * ॥ ৫৪ ॥

দেবতেত্যাদি। ততো দেবতাপিতৃতৃপ্ত্যর্থং সাবিত্রীং গায়ত্রীং দশধা জপেৎ। ততো দেবতাভ্য ইতি মন্ত্রং ত্রিধা জপ্ত্বা ততো গন্ধপুষ্পাভ্যাং পিণ্ডান্ সম্পূজয়েৎ ॥৫৩॥

প্রজ্বাল্যেত্যাদি। ততো ধূপং দীপং চ প্রজ্বাল্য নয়নদ্বয়ং নিমীল্য দিব্যদেহধরানধ্বরে যজ্ঞে কব্যং পিত্র্যান্নম্ অগ্রতঃ খাদতঃ পিতৄন্ বিভাব্য বিচিন্ত্যেমং বক্ষ্যমাণং মন্ত্রমুদীরয়ন্ কীর্ত্তয়ন্ ধীমান্ জনস্তান্ প্রণমেৎ ॥ ৫৪ ॥

পুরুষগণকে প্রীত করিবে (২৮১)। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে এই বিধি অর্থাৎ লেপভোজি-পিতৃগণ-প্রীণন-বিধি নাই।৫২

অনন্তর দেবতাদিগের ও পিতৃগণের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া তিনবার 'দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে (গন্ধপুষ্পদ্বারা) পিণ্ডের পূজা করিতে হইবে। ৫৩ তৎপরে ধূপ দীপ প্রজ্বালন পূর্ব্বক

---

* ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ইতি চ পাঠঃ।

মাতামহীমণ্ডলের দর্ভমধ্যদেশে প্রমাতামহীর উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে। অমুকগোত্রে নান্দীমুখি বৃদ্ধপ্রমাতামহি অমুকীদেবি এষ তে মধুরসমন্বিতঃ পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া মাতামহীমণ্ডলীয় দর্ভের অগ্রভাগে বৃদ্ধপ্রমাতামহীর উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে।

এস্থলে বক্তব্য যে, যাঁহারা সামবেদী, তাঁহাদের শ্রাদ্ধের সময় পিণ্ড শব্দ পুংলিঙ্গে এবং পূজার সময় অর্ঘ্য শব্দ ক্লীবলিঙ্গে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যজুর্ব্বেদীয়দিগের পক্ষে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ পিণ্ড শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ও অর্ঘ্য শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।—প্রমাণ, শ্রাদ্ধতত্ত্বে দেখুন।

(২৮১)—পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষ পিণ্ডভোজী। তাহার ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ অর্থাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ, ইঁহারা লেপভোজী অর্থাৎ ইঁহারা করসংলগ্ন পিণ্ডলেপ ভোগ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত ইঁহারাও

পিতা মে পরমো ধর্ম্মঃ পিতা মে পরমং তপঃ।
স্বর্গঃ পিতা মে তত্তৃপ্তৌ তৃপ্তমস্ত্যখিলং জগৎ ॥ ৫৫ ॥
ততো নির্ম্মাল্যমাদায় প্রার্থয়েদাশিষঃ পিতৃন্ ॥ ৫৬ ॥
আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং পিতরঃ করুণাময়াঃ।
বেদাঃ সন্ততয়ো নিত্যং বর্দ্ধন্তাং বান্ধবা মম ॥ ৫৭ ॥
দাতারো মে বিবর্দ্ধন্তাং বহূন্যন্নানি সন্তু মে।
যাচিতারঃ সদা সন্তু মা চ যাচামি কঞ্চন ॥ ৫৮ ॥

তমেব মন্ত্রমাহ, পিতা মে ইত্যাদ্যম্ ॥ ৫৫ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং নির্ম্মাল্যঃ পুষ্পাদ্যাদায় গৃহীত্বা আশিষো মে প্রদীয়ন্তামিত্যাদ্যং মা চ যাচামি কঞ্চনেত্যন্তং মন্ত্রদ্বয়মুদীরয়ন্ কর্ম্মসাধকঃ পিতৃনাশিষঃ কামান্ প্রার্থয়েৎ যাচেৎ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥

নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া ভাবনা করিবে যে,পিতৃগণ দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞস্থলে কব্য অর্থাৎ স্ব স্ব অন্নভোজন করিতেছেন। এই প্রকার ধ্যান করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি 'পিতা মে পরমো ধর্ম্মঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পিতৃগণকে প্রণাম করিবেন।[৫৪] (মন্ত্রার্থ যথা—) পিতাই আমার পরমধর্ম্ম, পিতাই আমার পরম তপস্যা, পিতাই আমার স্বর্গ, পিতৃগণ তৃপ্ত হইলেই নিখিল জগৎ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে।[৫৫] পরে নির্ম্মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক 'আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ সহকারে পিতৃগণের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে।[৫৬] (মন্ত্রার্থ যথা—)

করুণাময় পিতৃগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন, আমার বেদ (জ্ঞান), সন্তানগণ ও বান্ধবগণ নিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক,[৫৭] যাঁহারা আমাকে দান করেন, তাঁহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন, আমার ভূরিপরিমাণে অন্নসংস্থান হউক; আমার নিকট সর্ব্বদা অনেকে যাচ্ঞা করুক; কিন্তু আমি যেন কাহারো নিকট যাচ্ঞা না করি।[৫৮]

সপিণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়। মাতৃপক্ষে মাতামহপক্ষে এবং মাতামহীপক্ষেও এইরূপ।

দৈবাদিতো দ্বিজান্ পিণ্ডান্ বিসৃজেত্তদনন্তরম্ ।
তথৈব দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ পক্ষেষু ত্রিষু তত্ত্ববিৎ ॥ ৫৯ ॥
গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা দেবতাভ্যোঽপি পঞ্চধা ।
দৃষ্ট্বা বহ্নিং রবিং বিপ্রম্ ইদং পৃচ্ছেৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬০ ॥

দৈবাদিত ইত্যাদি। তদনন্তরং দৈবাদিতো দেবপক্ষাদিক্রমতো ব্রহ্মন্ ক্ষমস্বেতি পিণ্ড গয়াং গচ্ছেতি চ বাক্যমুচ্চরন্ তত্ত্ববিৎ সাধকো দর্ভময়ান্ দ্বিজান্ পিণ্ডাংশ্চ বিসৃজেৎ। তথৈব দৈবাদিক্রমেণৈব ত্রিষপি পক্ষেষু ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধপ্রতিষ্ঠার্থং হিরণ্যাদিকমমুকগোত্র স্রামুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দাতুমহমুৎসৃজে ইতি বাক্যেন যথাশক্তি হিরণ্যাদিকং দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ ॥ ৫৯ ॥

গায়ত্রীমিত্যাদি। ততো গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা দেবতাভ্য ইতি মন্ত্রমপি পঞ্চধা জপ্ত্বা বহ্নিং রবিং চ দৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিঃ সন্ বিপ্রমিদং পৃচ্ছেৎ ॥ ৬০ ॥

অনন্তর দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ কুশময় ব্রাহ্মণগণকে এবং পিণ্ড সমুদয় বিসর্জ্জন করিবে (২৮২)। তৎপরে জ্ঞানী ব্যক্তি দেবপক্ষ পিতৃপক্ষ ও মাতামহপক্ষ যথাক্রমে এই তিনপক্ষেরই দক্ষিণা প্রদান করিবেন (২৮৩)। ৫৯ পরে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পাঁচবার 'দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর অগ্নি ও সূর্য্য দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিবে যে, ৬০ 'ইদং শ্রাদ্ধং সাঙ্গং জাতম্', অর্থাৎ

---

(২৮২)—'ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব' এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে। পরে 'পিণ্ড গয়াং গচ্ছ,' এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক ঐরূপ পিত্রাদি ক্রমে পিণ্ড বিসর্জ্জন করিবে।

(২৮৩)—ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ (অমুক বারে অমুকনক্ষত্রে জম্বুদ্বীপান্তর্গতভারতবর্ষৈকদেশে অমুকগ্রামে) অমুকগোত্রঃ (অমুকপ্রবরঃ অমুক শাখাধ্যায়ী) শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং কৃতৈতদ্দেবপক্ষ-পিতৃপক্ষ মাতামহপক্ষ পরিতৃপ্ত্যাদ্যেতৎকাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং কাঞ্চনমূল্যং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে (অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকবেদীয়ামুকশাখাধ্যায়িনে জম্বুদ্বীপান্তর্গত ভারতবর্ষৈকদেশামুকগ্রামবাসিনে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে) ব্রাহ্মণায় দাতুমহমুৎসৃজে। এই

ইদং শ্রাদ্ধং সমুচ্চার্য্য সাঙ্গং জাতমুদীরয়েৎ।
দ্বিজো বদেৎ সম্যগেব সাঙ্গং জাতং বিধানতঃ॥ ৬১॥
অঙ্গবৈগুণ্যশান্ত্যর্থং * প্রণবং দশধা জপন্।
অচ্ছিদ্রাভিবিধানেন কুর্য্যাৎ কর্ম্মসমাপনম্ †।
পাত্রীয়ান্নানি পিণ্ডাংশ্চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ॥ ৬২॥

বিপ্রং প্রতি কিং পৃচ্ছেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, ইদমিত্যাদি। ইদং শ্রাদ্ধং সমুচ্চার্য্য সাঙ্গং জাতমিত্যুদীরয়েৎ। যোজনয়া ইদং শ্রাদ্ধং সাঙ্গং জাতমিত্যেব বিপ্রং পৃচ্ছেৎ। ততো বিধানতঃ সম্যগেব সাঙ্গং জাতমিতি দ্বিজো বদেৎ॥ ৬১॥

এই শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে ? ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন যে, 'বিধানতঃ সম্যগেব সাঙ্গং জাতম্' অর্থাৎ যথাবিধানে সমীচীনরূপে সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ৬১

পরে অঙ্গবৈগুণ্য শান্তির নিমিত্ত দশবার প্রণব জপ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ

---

* অঙ্গবৈগুণ্যসিদ্ধার্থং ইতি পাঠান্তরং।

† কুর্য্যাৎ সর্ব্বসমাপনং ইতি চ পাঠান্তরং।

বাক্য পাঠ করিয়া যথাশক্তি কাঞ্চনাদি দক্ষিণা প্রদান করিবে। তিন পক্ষের পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণান্ত করিতে হইলে, (দেবপক্ষে) ওঁ তৎসৎ অদ্যেত্যাদি—অমুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকস্য এবং পিতামহস্য অমুকস্য, এবং প্রপিতামহস্য অমুকস্য, অমুকগোত্রায়া ন্যান্দীমুখ্যা মাতুরমুকী দেব্যা এবং পিতামহ্যা অমুকীদেব্যা এবং প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যা, এবং মাতামহাদি বৃদ্ধপ্রমাতামহীপর্য্যন্তানাং যথাক্রমং ষষ্ঠ্যন্তং নাম উল্লিখ্য আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে কৃতে বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (কাঞ্চনং বা) যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে।

(পিতৃপক্ষে যথা) ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যাঃ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ হইবে।

(মাতামহপক্ষে যথা) ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকস্য এইরূপ বৃদ্ধপ্রমাতামহী পর্য্যন্ত যথাক্রমে ষষ্ঠ্যন্ত নাম উল্লেখ করিয়া কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ ইত্যাদি অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ হইবে।

এই বাক্য মধ্যে বেষ্টনীর ( ) অন্তর্গত পদগুলি বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হয় না; পশ্চিমাঞ্চলে উহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বিপ্রাভাবে গবাজেভ্যঃ সলিলে বা বিনিঃক্ষিপেৎ ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধমিদং প্রোক্তং নিত্যসংস্কারকর্ম্মণি ॥ ৬৩ ॥
শ্রাদ্ধে পর্ব্বণি কর্ত্তব্যে পার্ব্বণত্বেন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৬৪ ॥
দেবতাদিপ্রতিষ্ঠাসু তীর্থযাত্রাপ্রবেশয়োঃ ।
পার্ব্বণেন বিধানেন শ্রাদ্ধমেতদুদীরয়েৎ ॥ ৬৫ ॥
নৈতেষু শ্রাদ্ধকৃত্যেষু পিতৄন্ নান্দীমুখান্ বদেৎ ।
নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈয়িত্যত্র স্বধায়ৈ পদমুচ্চরেৎ ॥ ৬৬ ॥

অঙ্গেত্যাদি । অচ্ছিদ্রাভিবিধানেন কৃতমেতচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত্বিতি কথনেন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

এবমাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধবিধিমুক্ত্বেদানীং সবিশেষেণ তেনৈব বিধিনা পার্ব্বণাদিকমপি শ্রাদ্ধং বিধাতব্যমিত্যাহ, শ্রাদ্ধে ইত্যাদিভিঃ · পর্ব্বণ্যমাবাস্যাদৌ কর্ত্তব্যে শ্রাদ্ধে কল্পনীয়েষ্বনুজ্ঞাবাক্যেষু পার্ব্বণত্বেন শ্রাদ্ধং কীর্ত্তয়েদুচ্চারয়েৎ ॥ ৬৪ ॥

দেবতাদীত্যাদি । দেবতাদিপ্রতিষ্ঠাসু তীর্থযাত্রাপ্রবেশয়োশ্চ কর্ত্তব্যে শ্রাদ্ধে কল্পনীয়েষ্বনুজ্ঞাবাক্যেষু পার্ব্বণেন বিধানেনৈতচ্ছ্রাদ্ধমিত্যুদীরয়েৎ ॥ ৬৫ ॥

নৈতেষিত্যাদি । এতেষু শ্রাদ্ধকৃত্যেষু পিতৄন্ নান্দীমুখান্ ন বদেৎ কিং চ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চেতি মন্ত্রে নমোঽস্তে অস্তু পুষ্ট্যৈ ইত্যত্র স্বধায়ৈ ইতি পদমুচ্চরেৎ । অন্যৎ সর্ব্বং পূর্ব্ববদেব বিধেয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

দ্বারা (১৮৪) কর্ম্ম সমাপন করিবে, এবং পাত্রীয় অন্ন ও পিণ্ড ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবে। ৬২ শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণের অভাবে ঐ সমুদায় দ্রব্য গাভী কিম্বা ছাগলকে প্রদান করিবে, অথবা উহা জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। নিত্য অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য দশবিধ সংস্কারের সময় যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহা তোমার নিকট কহিলাম। ৬৩ যদি অমাবস্যা প্রভৃতি কোন পর্ব্ব উপলক্ষে উক্ত বিধানে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার নাম পার্ব্বণশ্রাদ্ধ। ৬৪ দেবতাদি প্রতিষ্ঠার সময়, তীর্থযাত্রার সময় ও তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহ প্রবেশের সময় পার্ব্বণশ্রাদ্ধের বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। ৬৫ এই সমুদায় শ্রাদ্ধের সময়,

---

(১৮৪)—কৃতৈতদাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু : কৃতাঞ্জলিপুটে এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে 'দেবগুরুপ্রসাদাৎ অচ্ছিদ্রমস্তু' ব্রাহ্মণগণ এই উত্তর দিবেন।

পিত্রাদিত্রয়মধ্যে তু যো জীবতি বরাননে।
তস্যোর্দ্ধতনমুল্লিখ্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥ ৬৭॥
জনকাদিষু জীবৎসু ত্রিষু শ্রাদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ।
তেষু প্রীতেষু দেবেশি শ্রাদ্ধযজ্ঞফলং লভেৎ॥ ৬৮॥
জীবৎপিতরি কল্যাণি নান্যশ্রাদ্ধাধিকারিতা।
মাতুঃ শ্রাদ্ধং বিনা পত্ন্যাঃ তথা নান্দীমুখং বিনা॥ ৬৯॥
একোদ্দিষ্টে তু কৌলেশি বিশ্বদেবান্ন পূজয়েৎ।
একমেব সমুদ্দিশ্য-যুক্তাবাক্যং প্রকল্পয়েৎ॥ ৭০॥
দক্ষিণাভিমুখো দদ্যাৎ অন্নং পিণ্ডং চ মানবঃ।
স্বস্থানে তিলা দেয়াঃ সর্ব্বমন্যচ্চ পূর্ব্ববৎ॥ ৭১॥

পিত্রাদীত্যাদি। উর্দ্ধতনম্ উর্দ্ধভবম্॥ ৬৭॥ ৬৮॥

জীবদিত্যাদি। হে কল্যাণি পিতরি জীবতি সতি পুত্রস্য মাতুঃ পত্ন্যাশ্চ শ্রাদ্ধং বিনা তথা নান্দীমুখমাভ্যুদয়িকমপি শ্রাদ্ধং বিনা অন্যশ্রাদ্ধাধিকারিতা নাস্তীত্যন্বয়ঃ॥ ৬৯॥

একোদ্দিষ্ট ইত্যাদি। একোদ্দিষ্টে শ্রাদ্ধে॥ ৭০॥ ৭১॥

'নান্দীমুখান্ পিতৄন্' এই পদ বলিবে না এবং 'নমোঽস্তু পুষ্ট্যৈ', এই পদের পরিবর্ত্তে 'নমঃ স্বধায়ৈ,' এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে। ৬৬ (আর আর সমুদয় অবিকল আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের ন্যায় হইবে।)

বরাননে! পিতা প্রভৃতি পুরুষত্রয়ের মধ্যে যিনি জীবিত থাকিবেন, বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার উর্দ্ধতন আর এক পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন। ৬৭ পরন্তু যদি পিতা পিতামহ প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষই জীবিত থাকেন, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। দেবেশি! এই তিন পুরুষ প্রীত হইলেই শ্রাদ্ধের ও যজ্ঞের সমুদয় ফল লাভ হইবে। ৬৮

কল্যাণি পিতা জীবিত থাকিতে মাতার শ্রাদ্ধ, পত্নীর শ্রাদ্ধ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন শ্রাদ্ধ করিবার কাহারো অধিকার নাই। ৬৯

প্রেতশ্রাদ্ধে বিশেষোঽয়ং গঙ্গাদ্যর্চ্চাং বিবর্জ্জয়েৎ।
মৃতং সমুল্লিখেৎ প্রেতং বাক্যে দানেঽন্নপিণ্ডয়োঃ ॥ ৭২ ॥
একমুদ্দিশ্য যৎ শ্রাদ্ধম্ একোদ্দিষ্টং তদুচ্যতে।
প্রেতস্যান্নে চ পিণ্ডে চ মৎস্যং মাংসং নিযোজয়েৎ ॥ ৭৩ ॥
অশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নি শ্রাদ্ধং যৎ কুরুতে নরঃ।
প্রেতশ্রাদ্ধং বিজানীহি তদেব কুলনায়িকে ॥ ৭৪ ॥

প্রেতশ্রাদ্ধে ইত্যাদি। প্রেতশ্রাদ্ধে গঙ্গাদ্যর্চ্চাং বিবর্জ্জয়েৎ ন কুর্য্যাৎ। অনুজ্ঞাবাক্যেঽন্নপিণ্ডয়োর্দানে চ মৃতং জনং প্রেতং সমুল্লিখেদুচ্চারয়েৎ। প্রেতশ্রাদ্ধে অয়ং বিশেষো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৭২ ॥

নন্বু কিন্নাম একোদ্দিষ্টং শ্রাদ্ধং তত্রাহ, একমুদ্দিশ্যেত্যাদি। নিযোজয়েৎ সমর্পয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

নন্বু প্রেতশ্রাদ্ধং কিং নাম তত্রাহ, অশৌচান্তাদিত্যাদি। অশৌচান্তাৎ অশৌচস্যান্তো যত্রাস্তি তদশৌচান্তং তস্মাৎ ॥ ৭৪ ॥

কুলেশ্বরি! একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবার সময় বিশ্বদেবগণের পূজা করিতে হইবে না। সে স্থলে কেবল একব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই অনুজ্ঞা বাক্য কল্পনা করিতে হইবে। ৭১ এই একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া অন্ন ও পিণ্ড দান করিবে। ইহাতে সমুদায়ই পূর্ব্বের ন্যায়, পরন্ত কেবল যব স্থানে তিল প্রদান করিতে হইবে।৭১ প্রেতশ্রাদ্ধ স্থলে বিশেষ এই যে, ইহাতে গঙ্গাদির পূজা করিবে না; এবং বাক্য রচনার সময়, অন্নদানের সময় ও পিণ্ডপ্রদানের সময় মৃত ব্যক্তিক প্রেত বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।৭২ এক ব্যক্তির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ নামে কথিত হইয়া থাকে। প্রেতশ্রাদ্ধে প্রেতের অন্নে ও পিণ্ডে মৎস্য ও মাংস প্রদান করিবে।৭৩ কুলনায়িকে! মানবগণ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবসে যে শ্রাদ্ধ করে, তাহাই প্রেতশ্রাদ্ধ বলিয়া জানিবে।৭৪

দেবি! (এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে অশৌচবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর।) যে স্থলে গর্ভস্রাব হয়, অথবা বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াই কালগ্রাসে পতিত হয়, তদতিরিক্ত স্থলে সন্তান জন্মিলে বা মরিলে মানবগণ কুলাচারানুসারে সম্পূর্ণ অশৌচ গ্রহণ

গর্ভস্রাবাজ্জাতমৃতাৎ অন্যত্র মৃতজাতয়োঃ।
কুলাচারানুসারেণ মানবোঽশৌচমাচরেৎ ॥ ৭৫ ॥
দ্বিজাতীনাং দশাহেন দ্বাদশাহেন পক্ষতঃ।
শূদ্রসামান্যয়োর্দ্দেবি মাসেনাশৌচকল্পনা ॥ ৭৬ ॥
অসপিণ্ডমৃতজ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রাশৌচমিষ্যতে।
শ্রুত্বাঽপি গতাশৌচে সপিণ্ডস্য মৃতিং শিবে ॥ ৭৭ ॥
অশুচির্নাধিকারী স্যাৎ দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি।
ঋতে কুলার্চ্চনাদাদ্যে তথা প্রারব্ধকর্ম্মণঃ ॥ ৭৮ ॥

অথ প্রসঙ্গাদশৌচাদিব্যবস্থামাহ, গর্ভস্রাবাদিত্যাদিভিঃ। গর্ভস্রাবাদ্গর্ভপাতাৎ জাতমৃতাৎ জাতঃ সন্নেব মৃতো জাতমৃতস্তস্মাচ্চান্যত্রান্যয়োর্মৃতজাতয়োঃ সতো-র্মানবঃ স্বস্বকুলাচারানুসারেণাশৌচমশুচিক্রিয়ামাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ৭৫ ॥

দ্বিজাতীনামিত্যাদি। উপনীতসপিণ্ডমরণে শিশুজননে চ দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং ক্রমতো দশাহেন দ্বাদশাহেন পক্ষতঃ পক্ষেণাশৌচকল্পনা বিজ্ঞেয়া। শূদ্রসামান্যয়োস্তু মাসেনাশৌচকল্পনা জ্ঞেয়া। শূদ্রসামান্যবর্ণয়োরুপনয়নস্থানে বিবাহো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৭৬ ॥

অসপিণ্ডেত্যাদি। অসপিণ্ডমৃতজ্ঞাতৌ সপিণ্ডভিন্নে গোত্রজে মৃতে সতি ত্রিরাত্রমশৌচমিষ্যতে। গতাশৌচেঽশৌচে গতে সপিণ্ডস্য মৃতিং মরণং শ্রুত্বা-ঽপি জনস্য ত্রিরাত্রাশৌচমিষ্যতে ॥ ৭৭ ॥

অশুচিরিত্যাদি। হে আদ্যে কুলার্চ্চনাত্তথা প্রারব্ধকর্ম্মণশ্চ ঋতে কুলার্চ্চন-প্রারব্ধকর্ম্মভ্যামন্যস্মিন্ দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি অশুচির্জ্জনোঽধিকারী ন স্যাৎ ॥ ৭৮ ॥

করিবে (২৮৫);[৭৫] অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়গণের দ্বাদশ দিন, বৈশ্য-দিগের পঞ্চদশ দিন, এবং শূদ্র ও সামান্য জাতির এক মাস অশৌচ হইয়া থাকে।[৭৬] শিবে! অসপিণ্ড জ্ঞাতির মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়। কোন সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে যদি অশৌচ কালের পর তাহা শ্রবণ করে, তাহা হইলেও ঐরূপ তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে।[৭৭] আদ্যে! যাহার অশৌচ হইয়াছে,

(২৮৫)—ফলতঃ, নবম মাসে বা দশম মাসে মৃতসন্তান জন্মিলে সপিণ্ডদিগের সম্পূর্ণ জননা-শৌচ হইবে। গর্ভস্রাব হইলে অথবা বালক জন্মিয়া সেই দিনেই মরিলে সপিণ্ডদিগের সদ্যঃ-শৌচ এবং জননীর সম্পূর্ণাশৌচ হইবে।

পঞ্চবর্ষাধিকান্ মর্ত্ত্যান্ দাহয়েৎ পিতৃকাননে ।
ভর্ত্রা সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্ ॥ ৭৯ ॥
তব স্বরূপা রমণী জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহা ।
মোহাদ্ভর্ত্তুশ্চিতারোহাৎ ভবেন্নরকগামিনী ॥ ৮০ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকাংস্তু তেষামাজ্ঞানুসারতঃ ।
প্রবাহয়েদ্বা নিখনেৎ দাহয়েদ্বাপি কালিকে ॥ ৮১ ॥
পুণ্যক্ষেত্রে চ তীর্থে বা দেব্যাঃ পার্শ্বে বিশেষতঃ ।
কুলীনানাং সমীপে বা মরণং শস্তমম্বিকে ॥ ৮২ ॥

পঞ্চেত্যাদি । পিতৃকাননে শ্মশানে ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥

সে ব্যক্তি কুলপূজা ও প্রারব্ধ বা সঙ্কল্পিত কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন দৈব বা পৈত্র্য কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারিবে না।[৭৮]

কুলেশ্বরি ! পঞ্চবর্ষাধিকবয়স্ক বালকের মৃত্যু হইলে তাহাকে শ্মশানে দগ্ধ করিবে (২৮৬)। কুলকামিনীকে ভর্ত্তার সহিত কদাপি দগ্ধ করিবে না।[৭৯] রমণী-মাত্রেই তোমার স্বরূপ, তুমি এই জগতীতলে রমণীরূপে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমানা রহিয়াছ ; সুতরাং যে নারী মোহাভিভূতা হইয়া ভর্ত্তার চিতারোহণ করে, সে নিরয়গামিনী হইয়া থাকে (২৮৭)।[৮০]

কালিকে ! যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে তাঁহাদের মৃত শরীর জলে ভাসাইয়া দিবে, বা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে, অথবা দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।[৮১] অম্বিকে ! পুণ্যক্ষেত্রে, তীর্থে, বিশেষতঃ ভগবতীর সমীপে, অথবা কৌলিকদিগের সমীপে মরণই প্রশস্ত।[৮২]

(২৮৬)—এতদ্দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইল যে, যে বালকের পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হয় নাই, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহাকে ভূগর্ভে নিখাত করিতে হইবে। পরন্ত স্মৃতিতে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, দুইবৎসর বয়সের ন্যূন হইলে তাহাকে দাহ করিবে না। দুইবৎসর বা দুইবৎসরের অধিক হইলে তাহাকে দাহ করিবে।

(২৮৭)—পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সহমরণ অক্ষয়-স্বর্গ-জনক হইলেও কলিযুগে তাহা প্রত্যবায়-জনক,

বিভা বয়ন্ সত্যমেকং বিস্মরন্ জগতাং ত্রয়ম্।
পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্ স স্বরূপে প্রতিষ্ঠতি ॥ ৮৩ ॥
প্রেতভূমৌ শবং নীত্বা স্নাপয়িত্বা ঘৃতোক্ষিতম্।
উত্তরাভিমুখং কৃত্বা শায়য়েৎ তং চিতোপরি ॥ ৮৪ ॥
সম্বোধনান্তং তদ্‌গোত্রং প্রেতাখ্যানং সমুচ্চরন্।
দত্ত্বা পিণ্ডং প্রেতমুখে দহেদ্বহ্নিমনুং স্মরন্ ॥ ৮৫ ॥
পিণ্ডন্তু রচয়েত্তত্র সিদ্ধান্নৈস্তণ্ডুলৈশ্চ বা।
যবগোধূমচূর্ণৈর্ব্বা ধাত্রীফলসমং প্রিয়ে ॥ ৮৬ ॥

বিভাবয়ন্নিত্যাদি। বিভাবয়ন্ বিচিন্তয়ন্। স্বরূপে পরমাত্মনি ॥ ৮৩ ॥

প্রেতভূমাবিত্যাদি। প্রেতভূমৌ শবং নীত্বা ঘৃতোক্ষিতং ঘৃতাভ্যক্তং তং স্নাপয়িত্বোত্তরাভিমুখং কৃত্বা চিতোপরি তং শায়য়েৎ ॥ ৮৪ ॥

সম্বোধনান্তমিত্যাদি। সম্বোধনান্তং সম্বোধনবিভক্ত্যন্তং প্রেতাখ্যানং প্রেতনাম তদ্গোত্রঞ্চ সমুচ্চরন্ ওঁ অদ্যামুকগোত্র প্রেত পিতরমুকদেবশর্ম্মন্নেষ পিণ্ডস্তে স্বধেতি বাক্যমুদীরয়ন্ প্রেতমুখে পিণ্ডং দত্ত্বা বহ্নিমনুং রমিতি মন্ত্রং স্মরন্ সন্ শবং দহেৎ ॥ ৮৫ ॥ ৮৬ ॥

যে ব্যক্তি মরণকালে জগত্রয় বিস্মৃত হইয়া একমাত্র সত্যস্বরূপ ভাবনা করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।৮৩

(দেবি! এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারও বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর।) প্রথমতঃ শব বহন পূর্ব্বক প্রেতভূমিতে লইয়া যাইবে। পরে ঐ মৃত দেহে ঘৃত মাখাইয়া স্নান করাইয়া উহা চিতার উপরি উত্তরাভিমুখে শয়ন করাইবে।৮৪

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ইহাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ব্যবস্থার সমীচীনতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই তন্ত্রের প্রতি নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতেই অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপন করেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে গৃহস্থধর্ম্মের যে বিধিব্যবস্থা আছে, উক্ত মহাত্মা ব্রাহ্মধর্ম্ম-পুস্তকে প্রায় তাহাই অবিকল সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং এই স্থান পাঠ করিয়াই তিনি সহমরণ-প্রথা উঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। বলা বাহুল্য যে, তিনি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

স্থিতেষু প্রেতপুত্রেষু জ্যেষ্ঠে শ্রাদ্ধাধিকারিতা।
তদভাবেঽন্যপুত্রাদৌ জ্যেষ্ঠানুক্রমতো ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥
অশৌচান্তান্তদিবসে কৃতস্নানো নরঃ শুচিঃ।
মৃতপ্রেতত্বমুক্ত্যর্থম্ উৎসৃজেত্তিলকাঞ্চনম্ ॥ ৮৮ ॥
গাং ভূমিং বসনং যানং পাত্রং ধাতুবিনির্ম্মিতম্।
ভোজ্যং বহুবিধং দদ্যাৎ প্রেতস্বর্গায় তৎসুতঃ * ॥ ৮৯ ॥

স্থিতেষিত্যাদি। জ্যেষ্ঠে পুত্রে ॥ ৮৭ ॥

অশৌচান্তেত্যাদি। অশৌচান্তান্তদিবসে অশৌচান্তাদ্বাসরাৎ পরস্মিন্ বাসরে কৃতস্নানঃ শুচিশ্চ সন্নবঃ ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতত্ববিমুক্ত্যর্থমমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতাংস্তিলানহমুৎসৃজে ইতি বাক্যেন মৃতপ্রেতত্বমুক্ত্যর্থং তিলকাঞ্চনমুৎসৃজেৎ ॥ ৮৮ ॥

গামিত্যাদি। ওঁ অদ্যামুকগোত্রস্য প্রেতস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গার্থমমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গামিমামহং সম্প্রদদে ইতি বাক্যেন সৎসুতঃ

পরে সম্বোধনান্ত গোত্র সহিত প্রেত নাম উল্লেখ করিয়া (২৮৮) প্রেতমুখে পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক বঁ এই বহ্নিবীজ স্মরণ করিতে করিতে তাহাকে দাহ করিবে।[৮৫] প্রিয়ে! ঐ স্থলে সিদ্ধান্ন দ্বারা, তণ্ডুল দ্বারা, যবচূর্ণ দ্বারা অথবা গোধূমচূর্ণ দ্বারা ধাত্রীফল সদৃশ পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে।[৮৬]

প্রেত ব্যক্তির অন্যান্য পুত্র থাকিলেও জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রাদ্ধে অধিকারী। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভাবে (বা দূরদেশস্থিতি প্রভৃতি কারণে) জ্যেষ্ঠানুক্রমে অন্যান্য পুত্রাদিও শ্রাদ্ধাধিকারী হইতে পারিবে।[৮৭] মানব অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবসে কৃতস্নান ও শুচি হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব বিমুক্তির উদ্দেশে তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে (২৮৯)।[৮৮] পরে মৃত ব্যক্তির স্বর্গলাভের নিমিত্ত তদীয় পুত্র, গাভী ভূমি

---

* প্রেতস্বর্গায় সৎসুতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৮৮)—ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এষ তে পিণ্ডঃ স্বধা, এই বাক্য পাঠ করিয়া প্রেতমুখে পিণ্ড প্রদান করিবে।

(২৮৯)—ওঁ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক

গন্ধং মাল্যং ফলং তোয়ং * শয্যাং প্রিয়করীং তথা।
যদ্যৎ প্রেতপ্রিয়ং দ্রব্যং তৎ স্বর্গায় সমুৎসৃজেৎ ॥৯০॥
ততস্তু বৃষভঞ্চৈকং ত্রিশূলাঙ্কেন লাঞ্ছিতম্।
স্বর্ণেনালঙ্কৃতং কৃত্বা ত্যজেৎ তৎস্বরবাপ্তয়ে ॥ ৯১ ॥
প্রেতশ্রাদ্ধোক্তবিধিনা শ্রাদ্ধং কৃত্বাতিভক্তিতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞান্ ব্রাহ্মণান্ কৌলান্ ক্ষুধিতানপি ভোজয়েৎ ॥৯২॥

প্রেতস্বর্গায় গাং দদ্যাৎ। ইত্থমেব কল্পিতেন তত্তদ্বাক্যেন ভূম্যাদিকমপি প্রেত-স্বর্গায় দদ্যাৎ ॥ ৮৯ ॥ ৯০ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। তৎস্বববাপ্তয়ে প্রেতস্বর্গাবাপ্তয়ে ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥

বসন যান ধাতুপাত্র ও বহুবিধ ভোজ্য উৎসর্গ করিবে (২৯০)।[৮৯] এইরূপে গন্ধ মাল্য ফল সলিল মনঃপ্রীতিকর শয্যা এবং অপর যে যে বস্তু প্রেত ব্যক্তির প্রিয়কর, তৎসমুদায়ও সেই প্রেতের স্বর্গের নিমিত্ত উৎসর্গ করিবে।[৯০] অনন্তর প্রেতের স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত একটি বৃষভ ত্রিশূলচিহ্নে চিহ্নিত ও স্বর্ণ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া (উৎসর্গ পূর্ব্বক) ছাড়িয়া দিবে।[৯১]

(শ্রাদ্ধকর্ত্তা এইরূপে গো ভূমি বস্ত্র ভোজ্য প্রভৃতি দানের পর বৃষোৎসর্গ করিয়া পশ্চাৎ) সাতিশয় ভক্তিসহকারে প্রেতশ্রাদ্ধোক্ত বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ সম্পাদন

---

* গন্ধমাল্যং তথা তোয়ম্ ইতি চ পাঠঃ।

দেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রেতত্ববিমুক্তিপূর্ব্বক অক্ষয়স্বর্গকামঃ কাঞ্চনসহিতানেতান্ তিলান্ অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। এই সঙ্কল্পবাক্য পাঠ পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ববিমুক্তির নিমিত্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিতে হইবে।

(২৯০)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ অক্ষয়স্বর্গকামঃ অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গামহং সম্প্রদদানি। এই বাক্য পাঠ করিয়া প্রেত ব্যক্তির স্বর্গলাভের উদ্দেশে গোদান করিবে। ভূমি বসন যান প্রভৃতি উৎসর্গের সময়েও এইরূপ বাক্য রচনা করিতে হইবে।

দানেষশক্তো মনুজঃ কুর্ব্বন্ শ্রাদ্ধং স্বশক্তিতঃ ।
বুভুক্ষিতান্ ভোজয়িত্বা প্রেতত্বং মোচয়েৎ পিতুঃ ॥৯৩॥
আদ্যেকোদ্দিষ্টমেতত্ত্ব প্রেতত্বান্মুক্তিকারণম্ ।
বর্ষে বর্ষে মৃততিথৌ দদ্যাদন্নং গতাসবে ॥ ৯৪ ॥
বহুভির্ব্বিধিভিঃ কিং বা কর্ম্মভির্ব্বহুভিশ্চ কিম্ ।
সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি মানবঃ কৌলিকার্চ্চনাৎ ॥ ৯৫ ॥
বিনা হোমাজ্জপাৎ শ্রাদ্ধাৎ সংস্কারেষু চ কর্ম্মসু ।
সম্পূর্ণকার্য্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ একয়া কৌলিকার্চ্চয়া ॥ ৯৬ ॥

দানেষিত্যাদি । বুভুক্ষিতান্ ক্ষুধিতান্ ॥ ৯৩ ॥

আদ্যেত্যাদি । এতদাদ্যমেকোদ্দিষ্টং তু মৃতস্য প্রেতত্বান্মুক্তেঃ কারণং ভবতি । অতঃপরং বর্ষে বর্ষে মরণতিথৌ ক্রিয়মাণে একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে মৃতং প্রেতং নোচ্চারয়েদিত্যবগন্তব্যম্ । গতাসবে বিগতপ্রাণায় ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কৌল ও অন্যান্য ক্ষুধিত জনগণকে ভোজন করাইবেন ।[৯২] যে ব্যক্তি ভূমি শয্যা প্রভৃতি দানে অসমর্থ, সে ব্যক্তি স্বশক্তি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিয়া বুভুক্ষিত জনগণকে ভোজন করাইলেই তাহার পিতার প্রেতত্ব মোচন হইবে ।[৯৩] এই প্রেতশ্রাদ্ধই আদ্য একোদ্দিষ্ট শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা প্রেতত্ব হইতে মুক্তি লাভ হয় । অতঃপর প্রতি বৎসর মৃত তিথিতে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অন্ন প্রদান করিতে হইবে ।[৯৪]

অথবা প্রিয়ে ! বহুবিধানের আবশ্যক নাই, বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানেরও আবশ্যক নাই ; মানবগণ যথাবিধানে একমাত্র কৌলের অর্চ্চনা দ্বারাই সমুদায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে ।[৯৫] পূর্ব্বোক্ত দশবিধ সংস্কারে অথবা কোন পৌষ্টিক কর্ম্মে কিংবা পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মে যদ্যপি হোম জপ (ও যথাবিহিত পূজা প্রভৃতির) অনুষ্ঠান না করা যায়, এবং (যদ্যপি শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে) শ্রাদ্ধাদিও না করা হয়, তথাপি তত্তৎকালে একমাত্র কৌলের অর্চ্চনা করিলেই তত্তৎ-কার্য্য সমুদায়ের সম্পূর্ণ ফল ও সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে ।[৯৬]

শুক্লাং চতুর্থীমারভ্য শুভকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
অসিতাং পঞ্চমীং যাবৎ বিধিরেষ শিবোদিতঃ॥ ৯৭॥
অন্যত্রাপি বিরুদ্ধেঽহ্নি গুর্ব্বর্ত্বিক্‌কৌলিকাজ্ঞয়া।
কর্ম্মাণ্যপরিহার্য্যাণি কর্ম্মার্থী কর্ত্তুমর্হতি॥ ৯৮॥
গৃহারম্ভঃ প্রবেশশ্চ যাত্রারত্নাদিধারণম্।
সংপূজ্যাদ্যাং পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুর্য্যাদেতানি কৌলিকঃ॥৯৯॥
সংক্ষেপযাত্রামথবা কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ।
ধ্যায়ন্ দেবীং জপন্মন্ত্রং নত্বা গচ্ছেদ্‌যথামতি॥ ১০০॥
সর্ব্বাসু দেবতার্চ্চাসু শারদীয়োৎসবাদিষু।
তত্তৎকল্পোক্তবিধিনা ধ্যানপূজাং সমাচরেৎ॥ ১০১॥

শুক্লামিত্যাদি। অসিতাং কৃষ্ণাম্। যাবদিত্যবধৌ॥ ৯৭॥
অন্যত্রাপীত্যাদি॥ ৯৮॥ ৯৯॥ ১০০॥ ১০১॥ ১০২॥

শিবোক্ত বিধান আছে যে, শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত এই কয়েক দিবসের মধ্যে শুভকর্ম্ম সমুদায় সম্পাদন করিবে।[৯৭] পরন্তু কর্ম্মার্থী ব্যক্তি, গুরু ঋত্বিক্ ও কৌলিক ব্যক্তির আজ্ঞানুসারে অন্য অবৈধ দিবসেও অপরিহার্য্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে।[৯৮]

কৌলিক ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ যাত্রা শঙ্খবস্ত্র প্রভৃতি ধারণ, এই সমুদায় কর্ম্ম করিবার সময় অগ্রে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা আদ্যাদেবীর পূজা করিবেন।[৯৯] অথবা সাধক সংক্ষেপ-যাত্রা করিতে পারেন। (সংক্ষেপ-যাত্রার প্রকরণ এই যে,) সাধক দেবী ভগবতীর ধ্যান ও মন্ত্র জপ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিবেন।[১০০]

শারদীয় মহোৎসব প্রভৃতি সমুদায় দেবতাপূজা স্থলে, তত্তৎকল্পোক্ত বিধানানুসারে ধ্যান ও পূজা করিবে;[১০১] পরন্তু আদ্যাকালিকার পূজাপ্রকরণে যেরূপ বিধান আছে, তদনুসারে বলিদান ও হোম করিতে হইবে, এবং পরিশেষে

আদ্যাপূজোক্তবিধিনা বলিহোমং প্রযোজয়েৎ।
কৌলার্চ্চনং দক্ষিণাঞ্চ কৃত্বা কর্ম্ম সমাপয়েৎ॥ ১০২॥
গঙ্গাং বিষ্ণুং শিবং সূর্য্যং ব্রহ্মাণং পরিপূজ্য চ।
উদ্দেশ্যমর্চ্চয়েদ্দেবং সামান্যো বিধিরীরিতঃ॥ ১০৩॥
কৌলিকঃ পরমো ধর্ম্মঃ কৌলিকঃ পরদেবতা।
কৌলিকঃ পরমং তীর্থং তস্মাৎ কৌলং সদার্চ্চয়েৎ॥১০৪॥
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানি ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
বসন্তি কৌলিকে দেহে কিন্ন স্যাৎ কৌলিকার্চ্চনাৎ॥১০৫॥
পূর্ণাভিষিক্তঃ সৎকৌলো যস্মিন্ দেশে বিরাজতে।
ধন্যো মান্যঃ পুণ্যতমঃ স দেশঃ প্রার্থ্যতে সুরৈঃ॥১০৬॥
কৃতপূর্ণাভিষেকস্য সাধকস্য শিবাত্মনঃ।
পুণ্যপাপবিহীনস্য প্রভাবং বেত্তি কো ভুবি॥ ১০৭॥

গঙ্গামিত্যাদি॥ ১০৩॥ ১০৪॥ ১০৫॥ ১০৬॥ ১০৭॥ ১০৮॥

কৌলিক ব্যক্তির অর্চনা পূর্ব্বক দক্ষিণান্ত করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবে।[১০২] অধিকন্তু সামান্য বিধি এই আছে যে, সর্ব্ববিধ পূজাস্থলেই গঙ্গা বিষ্ণু শিব সূর্য্য ও ব্রহ্মা, এই পঞ্চ দেবের অর্চ্চনা করিয়া পশ্চাৎ উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা করিতে হইবে।[১০৩]

কৌলিক ব্যক্তিই পরম ধর্ম্ম, কৌলিক ব্যক্তিই পরম দেবতা, কৌলিক ব্যক্তিই পরম তীর্থ; অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে কৌলিক ব্যক্তির অর্চ্চনা করিবে।[১০৪] সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদায় দেবতা, কৌলিক-শরীরে অধিষ্ঠান করেন; অতএব সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্বদেবময় কৌলের পূজা করিলে কোন্ কার্য্য করা না হয়, কোন্ ফলই বা লাভ করিতে না পারা যায়।[১০৫] পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত সৎকৌল যে দেশে বাস করেন, সেই দেশই ধন্য, সেই দেশই মান্য, সেই দেশই পুণ্যতম। এমন কি দেবগণও তাদৃশ দেশে অধিষ্ঠান প্রার্থনা করিয়া থাকেন।[১০৬] যে সাধক পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনি

কেবলং নররূপেণ তারয়ন্নখিলং জগৎ।
শিক্ষয়ন্ লোকযাত্রাঞ্চ কৌলো বিহরতি ক্ষিতৌ ॥১০৮॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

পূর্ণাভিষিক্তকৌলস্য মাহাত্ম্যং কথিতং প্রভো।
বিধানমভিষেকস্য কৃপয়া শ্রাবয়স্ব মাম্ ॥ ১০৯ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্যুগত্রয়ে।
গুপ্তভাবেন কুর্ব্বন্তো নরা মোক্ষং যযুঃ পুরা ॥ ১১০ ॥
প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্তিনঃ।
নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ সপ্রকাশাভিষেচনম্ ॥ ১১১ ॥

পূর্ণাভিষেকবিধিং শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, পূর্ণাভিষিক্তকৌলস্যেত্যাদি ॥ ১০৯ ॥
এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, বিধানমিত্যাদি। ১১০ ॥
প্রবলে ইত্যাদি। নক্তং রাত্রৌ ॥ ১১১ ॥ ১১২।

পাপপুণ্য-রহিত ও সাক্ষাৎ-শিবস্বরূপ। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ মহাত্মার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ হয়েন ?[১০৭] কৌল ব্যক্তি, কেবল নিখিল জগৎ উদ্ধারের নিমিত্ত এবং লোকযাত্রা বিষয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মানবরূপে ভূতলে বিচরণ করেন।[১০৮]

শ্রীভগবতী কহিলেন। প্রভো! আপনি পূর্ণাভিষিক্ত কৌল ব্যক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে উক্ত অভিষেকের বিধান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কৃপাপূর্ণ হৃদয়ে কীর্ত্তন করুন।[১০৯]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই পূর্ণাভিষেকের বিধান সাতিশয় গুপ্ত ছিল। তৎকালে গুপ্তভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন।[১১০] অতঃপর যখন কলির প্রভাব বৃদ্ধি হইবে, তখন কুলাচারী মহাত্মগণ আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক রাত্রিকালে অথবা দিবসে প্রকাশ্যভাবে অভিষেক করিবেন।[১১১] অভিষেক ব্যতিরেকে কেবল মদ্য সেবন করিলেই

নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্যসেবনাৎ।
পূর্ণাভিষেকাৎ * কৌলঃ স্যাৎ চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ ॥ ১১২ ॥
তত্রাভিষেকপূর্ব্বেঽহ্নি সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।
যথাশক্ত্যুপচারেণ বিঘ্নেশং পূজয়েদ্‌গুরুঃ ॥ ১১৩ ॥
গুরুশ্চেন্নাধিকারী স্যাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
তদাভিষিক্ত কৌলেন সংস্কারং সাধয়েৎ প্রিয়ে ॥ ১১৪ ॥

অথ পূর্ণাভিষেকস্য বিধানমাহ, তত্রেত্যাদিভিঃ। বিঘ্নেশং গণপতিম্ ॥ ১১৩ ॥ গুরুরিত্যাদি। চেৎ যদ্যনভিষিক্তত্বাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে গুরুরনধিকারী ন স্যাত্তদাভিষিক্তকৌলেন পূর্ণাভিষেচনং সংস্কারং নবঃ সাধয়েৎ ॥ ১১৪ ॥

কৌল হয় না; যাঁহার পূর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনি কৌল, কুলার্চ্চক ও চক্রাধীশ্বর হইতে পারেন।[১১২] (অভিষেক-বিধি যথা—)

অভিষেকের পূর্ব্বদিন গুরু, সর্ব্ববিঘ্ন শান্তির উদ্দেশে যথাশক্তি উপচার দ্বারা বিঘ্নরাজের পূজা করিবেন।[১১৩] প্রিয়ে! যদি গুরু, শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হন, তাহা হইলে কোন পূর্ণাভিষিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে (২৯১)।[১১৪]

---

* পূর্ণাভিষিক্ত ইতি পাঠান্তরম্।

(২৯১)—মন্ত্রগ্রহণ কালে মন্ত্রদাতার শরীরে গুরুত্ব-ভাব জন্মে। পরে অভিষেক কালে ঐ গুরুত্ব মন্ত্রদাতার শরীর হইতে অভিষেক্তার শরীরে সংক্রান্ত হইয়া থাকে। তন্ত্রসারে আছে, "গুরুত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যুঃ মন্ত্রত্যাগাদ্দরিদ্রতা। গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।" গুরু ত্যাগ করিলে মৃত্যু ও মন্ত্র ত্যাগ করিলে দারিদ্র্য হয়। গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগ করিলে রৌরব নামক নরকে বাস হইয়া থাকে। এই বচনের তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। যিনি শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষা, সাম্রাজ্যদীক্ষা, যোগদীক্ষা, মহাসাম্রাজ্যদীক্ষা, পূর্ণদীক্ষা, প্রভৃতি যে কোন সংস্কারে অভিলাষী হয়েন, এবং তাঁহার গুরু যদি স্বয়ং সেই সংস্কারে সংস্কৃত না হইয়া থাকেন; তাহা হইলে শিষ্য সেই সংস্কারে সংস্কৃত অন্য ব্যক্তিকে গুরুত্বে বরণ করিতে পারিবেন। তাহাতে গুরুত্যাগ জন্য দোষ হইবে না। তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি জ্ঞানং হি পরমো মতঃ। অতো যো জ্ঞানদানে হি নক্ষমস্তং ত্যজেদ্ গুরুং।...ইহার তাৎপর্য্য এই যে উক্ত সংস্কারাদি বিষয়ে যিনি শিষ্যের অভিলাষ পূরণ করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া

থান্তার্ণং বিন্দুসংযুক্তং বীজমস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১১৫ ॥
গণকোঽস্য ঋষিশ্ছন্দো নীবৃৎ বিঘ্নস্তু দেবতা।
কর্ত্তব্যকর্ম্মণো বিঘ্ন-শান্ত্যর্থে বিনিয়োগিতা ॥ ১১৬ ॥

অথ গণপতিপূজায়া বিধানমেবাহ, থান্তার্ণমিত্যাদিভিঃ। বিন্দুসংযুক্তমনুস্বারসহিতং থান্তার্ণং থস্যান্তিমং গকারৰূপমক্ষরমস্য বিঘ্নেশস্য বীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১১৫॥
অথ ঋষিন্যাসং বিধাতুং গণপতিবীজমন্ত্রস্য ঋষ্যাদিকমাহ, গণক ইত্যাদিনা। অস্য গণপতিবীজমন্ত্রস্য গণক ঋষির্নীবৃচ্ছন্দো বিঘ্নো দেবতা কর্ত্তব্যস্য শুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বিঘ্নায় দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যৃষিন্যাসং বিদধ্যাৎ ॥ ১১৬ ॥

থ এই বর্ণের অন্তিমবর্ণ অর্থাৎ গকারে, চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে (গঁ) গণপতির বীজ হইবে।[১১৫] এই গণপতিমন্ত্রের গণক ঋষি, নীবৃৎ ছন্দঃ, বিঘ্নরাজ দেবতা, কর্ত্তব্য (পূর্ণাভিষেক) কর্ম্মের বিঘ্ন শান্তির নিমিত্ত ইহার বিনিযোগ

অন্যগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। পরে ঐরূপ অনধিকারী গুরুর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,—পূর্ব্বোক্ত দোষযুক্তশ্চেৎ দিব্যো বা বীর এব বা। তথোবাপি ন কর্ত্তব্যা শিষ্যেণ গুরুভাবনা ॥ অর্থাৎ বীরভাবাবলম্বী হউন্ বা দিব্যভাবাপন্নই হউন্ শিষ্য যদি জ্ঞান বা উচ্চ সংস্কারের নিমিত্ত যদি গুর্ব্বন্তর আশ্রয় করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বগুরুতে আর গুরুকল্পনা করিবেন না। শেষোক্ত গুরুতে গুরুত্ব সঞ্চারিত হওয়ায় কেবল তিনিই গুরুপদবাচ্য হইবেন। পরন্তু যদি গুরু, শিষ্যের প্রার্থিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শিষ্য নিজ গুরু ত্যাগ করিয়া অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না। এ অবস্থায় নিজ গুরু ত্যাগে গুরুত্যাগজনিত দোষ হইবে। এইরূপ সংস্কার, প্রার্থনা ব্যতিরেকে অন্য কারণে কেহ অন্য গুরু করিতে পারিবে না। তদনুসারে আছে,—"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ। জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ। অতএব মহেশানি লক্ষমেকং গুরুং ত্যজেৎ ॥" মধুলুব্ধ ভৃঙ্গ যেরূপ এক পুষ্পে মধু পান করিয়া মধু ফুরাইলে সমধিক মধুপানের প্রত্যাশায় পুষ্পান্তরে গমন করে, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যও সেইরূপ জ্ঞান পিপাসু হইয়া নিজ গুরুর নিকট না পাইলে অন্য গুরুর শরণাপন্ন হইতে পারিবে। মহেশ্বরি! ঈদৃশ অবস্থায় এক লক্ষ গুরুও পরিত্যাগ করা যাইতে পারিবে। ইহাতে গুরুত্যাগ জন্য কোন দোষই হয় না। এস্থলে শিবের অভিপ্রায় এই যে, শাক্তাভিষেকাভিলাষী শিষ্য মন্ত্রদাতা গুরুকে, পূর্ণাভিষেকাভিলাষী শিষ্য শাক্তাভিষিক্ত গুরুকে, ক্রমদীক্ষাভিলাষী শিষ্য পূর্ণাভিষিক্ত গুরুকে, সাম্রাজ্যদীক্ষাভিলাষী শিষ্য ক্রমদীক্ষিত গুরুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিলাষ পূরণে সমর্থ অন্য গুরুকে আশ্রয় করিতে পারিবে।

ষড়্‌দীর্ঘযুক্তমূলেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েদ্‌গণপতিং শিবে ॥ ১১৭ ॥
সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং।
শঙ্খং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভম্‌।
বালেন্দুদ্দীপ্তমৌলিং করিপতিবদনং বীজপূরার্দ্রগণ্ডং।
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্‌ ॥ ১১৮ ॥

ষড়িত্যাদি। ততঃ ষড়্‌দীর্ঘযুক্তেন মূলেন গণপতিবীজেনাঙ্গুষ্ঠাদীনি হৃদযাদীনি চ ষডঙ্গানি প্রতি ন্যাসং সমাচরেৎ। গামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। গৈমনামিকাভ্যাং হুঁ। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌। গঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌। ইত্যঙ্গুষ্ঠাদিষড়ঙ্গন্যাসম্‌। গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গূং শিখায়ৈ বষট্‌। গৈং কবচায় হুঁ। গৌং নেত্রত্রযায় বৌষট্‌। গঃ অস্ত্রায় ফট্‌। ইতি হৃদয়াদিষডঙ্গন্যাসং চ বিদধ্যাদিত্যর্থঃ। ততো গমিতি মন্ত্রেণ প্রাণায়ামং কৃত্বা গণপতিং ধ্যায়েৎ ॥ ১১৭ ॥

গণপতিধ্যানমেব হৈহকেন, সিন্দূরাভমিত্যাদি। হে ভক্তা গণপতিং গণেশানং যূয়ং ভজতেত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতং গণপতিম্‌। সিন্দূরাভং সিন্দূরেণ [সিন্দূবস্তেব]

হইয়া থাকে (২৯২)।[১১৭] মূলমন্ত্রে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগপূর্ব্বক তাহা দ্বারা (করন্যাস ও) ষড়ঙ্গন্যাস করিবে (২৯৩)। শিবে! অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া (২৯৪) গণপতির ধ্যান করিতে হইবে।[১১৭] (ধ্যানমূর্ত্তি যথা—)

যিনি সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি নয়নত্রয়বিশিষ্ট, যাঁহার জঠর স্থূলতর, যিনি করকমলচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ, পাশ, অঙ্কুশ ও বরমুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন,

---

(২৯২)—ঋষ্যাদিন্যাস যথা। অস্য গণপতিমন্ত্রস্য গণক ঋষিঃ নীবৃচ্ছন্দো বিঘ্নরাজো দেবতা সংকর্ত্তব্যাশুভপূর্ণাভিবেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বিঘ্নরাজায় দেবতায়ৈ নমঃ।

(২৯৩)—করন্যাস যথা। গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌। গৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌। গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌। হৃদয়াদি ষড়ঙ্গন্যাস যথা। গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গূং শিখায়ৈ বষট্‌। গৈং কবচায় হুঁ। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌।

(২৯৪)—গঁ এই বীজমন্ত্র জপ সহকারে প্রাণায়াম করিতে হইবে।

ধ্যাত্বৈবং মানসৈরিষ্ট্বা পীঠশক্তীঃ প্রপূজয়েৎ।
তীব্রা চ জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী ॥ ১১৯ ॥

আভা দীপ্তির্যস্য যস্মিন্ বা তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং ত্রিনেত্রং ত্রিলোচনম্। পুনঃ কীদৃশং পৃথুতরজঠরম্ অতিবিশালকুক্ষিম্। পুনঃ কীদৃশং হস্তপদ্মৈঃ পাণিকমলৈঃ শঙ্খং পাশাঙ্কুশেষ্টানি পাশমঙ্কুশং বরং চ দধানং দধতম্। পুনঃ কীদৃশম্ উরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভম্ উরৌ বিশালে করে শুণ্ডায়াং বিলসন্ ভাসমানো বারুণ্যা মদিরয়া পূর্ণঃ কুম্ভো যস্য তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং বালেন্দুদীপ্তমৌলিং বালেন্দুনোদ্দীপ্তো মৌলিঃ কিরীটং যস্য তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং করিপতিবদনং করিপতের্গজরাজস্যেব বদনং মুখং যস্য তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং বীজপূরার্দ্রগণ্ডং বীজপূরেণ মদপ্রবাহেণার্দ্রৌ গণ্ডৌ কপোলৌ যস্য তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভোগীন্দ্রেণ সর্পরাজেন বদ্ধা ভূষা যস্য যেন বা তথাভূতম্। পুনঃ কীদৃশং রক্তং স্বাঙ্গরাগং রক্তেবস্ত্রেণাঙ্গে রাগো রক্তত্বং যস্য তথাভূতম্। [রক্তৌ বস্ত্রাঙ্গরাগৌ যস্য তম্। অঙ্গরাগঃ রক্তচন্দনকুঙ্কুমসিন্দূরাদিঃ] ॥ ১১৮ ॥

ধ্যাত্বৈবমিত্যাদি। এবং গণপতিং ধ্যাত্বা মানসৈরুপচারৈরিষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পীঠশক্তীঃ প্রপূজয়েৎ। যাঃ

যাঁহার বিশাল শুণ্ডে বারুণীপূর্ণ কুম্ভ শোভা পাইতেছে, তরুণ শশিকলা দ্বারা যাঁহার মৌলি শোভমান রহিয়াছে, যিনি গজরাজ-বদনে বিরাজিত, যাঁহার গণ্ডদ্বয় সর্ব্বদা মদস্রাবে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে যাঁহার শরীর সর্পরাজ দ্বারা বিভূষিত, যিনি রক্তবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগ ধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ দেব গণপতিকে ভজনা কর।১১৮

এইরূপ ধ্যান পূর্ব্বক মানস উপচার দ্বারা পূজা করিয়া [১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রণালীক্রমে অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে আধারশক্তি প্রভৃতি (১০৮ পৃষ্ঠা ১০৩

(১ম) বাম নাসিকায় ১৬ বার জপে পূরক, ৬৪ বার জপে কুম্ভক, দক্ষিণ নাসিকায় ৩২ বার জপে রেচক।

(২য়) দক্ষিণ নাসিকায় ১৬ বার জপে পূরক, ৬৪ বার জপে কুম্ভক, বাম নাসিকায় ৩২ বার জপে রেচক।

(৩য়) পুনর্ব্বার বাম নাসিকায় ১৬ বার জপে পূরক, ৬৪ বার জপে কুম্ভক, দক্ষিণ নাসিকায় ৩২ বার জপে রেচক।

অবিরাম এই তিনটিতে একটি প্রাণায়াম। যিনি ইহাতে অসমর্থ হইবেন, তিনি ৪।১৬।৮ বার জপে অথবা ১।৪।২ বার জপে উক্তরূপে প্রাণায়াম করিবেন।

উগ্রা তেজস্বতী সত্যা মধ্যে বিঘ্নবিনাশিনী ।
পূর্ব্বাদিতোঽর্চ্চযিত্বৈতাঃ পূজয়েৎ কমলাসনম্ ॥ ১২০ ॥
পুনর্ধ্যাত্বা গণেশানং পঞ্চতত্ত্বোপচারকৈঃ ।
অভ্যর্চ্চ্য তচ্চতুর্দিক্ষু গণেশং গণনায়কম্ ॥ ১২১ ॥

পীঠশক্তীঃ প্রপূজয়েত্তা আহ. তীব্রা চেত্যাদিনৈকেন। পূর্ব্বাদিতঃ ক্রমেণৈতাস্তীব্রাদ্যা অর্চ্চয়িত্বা প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ কমলাসনং পূজয়েৎ ॥ ১১৯ ॥ ১২০ ॥

পুনরিত্যাদি। কৌলিকসত্তমঃ পুনর্গণেশানং ধ্যাত্বা পঞ্চতত্ত্বোপচারকৈঃ পূর্ব্বোক্তমন্ত্রশোধিতৈর্ম্মদ্যাদিভিঃ পঞ্চতত্ত্বৈরন্যৈশ্চ পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদিভিরুপ-

---

টিপ্পনী) পীঠদেবতার পূজার পর প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া 'নমঃ' এই পদ অন্তে দিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা] পীঠশক্তিদিগের পূজা করিবে। তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী,[১১৯] উগ্রা, তেজস্বতী ও সত্যা, এই অষ্ট পীঠশক্তির পূর্ব্বাদিক্রমে পূজা করিয়া মধ্যদেশে বিঘ্নবিনাশিনীর পূজা করিবে (২৯৫)। পরে (প্রণব পাঠ পূর্ব্বক নমঃপদান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া) কমলাসনের পূজা করিতে হইবে (২৯৬)।[১২০]

কৌলিকশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া শোধিত পঞ্চতত্ত্বাদি উপচার দ্বারা গণপতির পূজা করিবেন (২৯৭)। পরে কৌল, গণপতির চতুর্দ্দিকে, গণেশ,

---

(২৯৫)—পূর্ব্বদিকে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ। অগ্নিকোণে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ। দক্ষিণদিকে, ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ। নৈঋ‍র্তকোণে, ওঁ ভোগদায়ৈ নমঃ। পশ্চিমদিকে, ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ। বায়ুকোণে, ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ। উত্তরদিকে, ওঁ তেজস্বত্যৈ নমঃ। ঈশানকোণে, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ। মধ্যে, ওঁ বিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ।

(২৯৬)—মন্ত্র যথা। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কমলাসনায় নমঃ।

(২৯৭)—সাধকসম্প্রদায় প্রচলিত ব্যবহার এই যে তাঁহারা প্রথমে ষোড়শোপচারে গণেশের পূজা করিয়া পঞ্চোপচারে সূর্য্য বিষ্ণু শিব ও ভগবতীর পূজা করেন। পরে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পুনর্ব্বার গণেশের পূজা করিয়া থাকেন। প্রমাণ যথা। গণেশং পূজয়িত্বাথ সূর্য্যং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্। পুনর্ধ্যাত্বোপচারৈঃ পঞ্চভির্দর্শয়েত্ততঃ। দর্পনং ব্যজনং ছত্রং চামরং মুখবাসনম্। দ্বিজশ্রেষ্ঠানাং ব্রাহ্মণানামাশীর্ব্বাদং প্রগৃহ্য চ। অধিবাসং প্রকুর্ব্বীত, ইত্যাদি।

গণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিকসত্তমঃ।
একদন্তং রক্ততুণ্ডং লম্বোদরগজাননৌ ॥ ১২২ ॥
মহোদরঞ্চ বিকটং ধূম্রাভং বিঘ্ননাশনম্ ॥ ১২৩ ॥
ততো ব্রাহ্মীমুখাঃ শক্তী-র্দিক্‌পালাংশ্চ প্রপূজয়ন্ *।
তেষামস্ত্রাণি সংপূজ্য বিঘ্নরাজং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১২৪ ॥

চাবৈবরভ্যর্চ্চ্য চ তচ্চতুর্দ্দিক্ষু নমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্গণেশাদীন্ ক্রমতো যজেৎ। ১২১। ১২২। ১২৩।

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং প্রণবাদিনমোঽন্তনামমন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাদিভির্ব্রাহ্মীমুখা ব্রাহ্মীপ্রভৃতীরষ্টশক্তীরিন্দ্রাদীন্ দিক্‌পালাংশ্চ প্রপূজয়ন্ তেষাং দিক্‌পালানামস্ত্রাণি চ সংপূজ্য বিঘ্নরাজ ক্ষমস্বেতি বাক্যেন বিঘ্নরাজং বিসর্জ্জয়েৎ। ১২৪।

গণনায়ক,[১২১] গণনাথ, গণক্রীড়, একদন্ত, রক্ততুণ্ড (২৯৮), লম্বোদর, গজানন,[১২২] মহোদর, বিকট, ধূম্রাভ ও বিঘ্ননাশন, এই সমুদায় আবরণ দেবতার পূজা করিবেন (২৯৯)।[১২৩]

অনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের পূজা করিয়া দিক্‌পালদিগের অস্ত্রসমুদায়ের পূজা পূর্ব্বক (৩০০) (বিঘ্নরাজ ক্ষমস্ব, এই বাক্য দ্বারা) বিঘ্নরাজের বিসর্জ্জন করিবে (৩০১)।[১২৪]

---

* প্রপূজয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।

(২৯৮)—অন্যান্য মন্ত্রে, সাধক-সম্প্রদায়ের পদ্ধতিতে এবং একপঞ্চাশৎ গণেশের নাম মধ্যে রক্ততুণ্ড শব্দের পরিবর্ত্তে বক্রতুণ্ড শব্দ আছে। এস্থলে আমাদের বোধ হয়, লেখকপ্রমাদে বক্রতুণ্ড শব্দ এস্থলে রক্ততুণ্ড হইয়া পড়িয়াছে।

(২৯৯)—মন্ত্র যথা। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে গণেশায় নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে গণনায়কায় নমঃ। ইত্যাদি

(৩০০)—ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তির পূজা ২৮০ পৃষ্ঠা ১৫০ সংখ্যা টিপ্পনীতে এবং অস্ত্রাদিসমেত দশদিক্‌পালের পূজা ২৮২ পৃষ্ঠা ১৫২ সংখ্যা টিপ্পনীতে আছে।

(৩০১)—সাধকসম্প্রদায়ের রীতি এই যে, তাঁহারা গণেশের পূজার পর ঐ ঘটেই ক্রমশঃ সূর্য্য, বিষ্ণু শিব ও ভগবতীর পূজা করিয়া থাকেন। ইহার বিধানও আছে। যথা,—গণেশং

এবং সংপূজ্য বিঘ্নেশম্ অধিবাসনমাচরেৎ।
ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্ত্বৈঃ ব্রহ্মজ্ঞান্ কুলসাধকান্ ॥ ১২৫ ॥
ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ।
আজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্।
উৎসৃজেৎ কৌলতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যমেকমপি প্রিয়ে ॥ ১২৬ ॥

এবমিত্যাদি। এবং বিঘ্নেশং সংপূজ্য বক্ষ্যমাণেন বিধিনা অধিবাসনমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১২৫ ॥

তত ইত্যাদি। ততো দিনাৎ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়শ্চ সন্ ওঁ অদ্যামুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মা আজন্মকৃতাশেষদুষ্কৃতক্ষয়কামোঽমুকগোত্রায়ামুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতাংস্তিলানহমুৎসৃজে ইতি বাক্যে-

এইরূপে বিঘ্নরাজের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে এবং পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাধকদিগকে ভোজন করাইবে।[১২৫]

প্রিয়ে! অনন্তর পরদিনে (সর্ব্বৌষধি জলে বা আমলক জলে, 'ওঁ প্রলেহত্যোঽখিলসিদ্ধিদায়িন্যৈ' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে) স্নান পূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া আজন্মকৃত সমুদায় পাপপুঞ্জের ক্ষয়ের নিমিত্ত (সঙ্কল্প পূর্ব্বক যথাসাধ্য গায়ত্রী জপ ও) তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে (৩০২); এবং কৌলদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত একটি ভোজ্যও উৎসর্গ করিতে হইবে (৩০৩)।[১২৬] তদনন্তর সূর্য্যকে

পূজয়িত্বা তু অর্কং বিষ্ণুং শিবং শিবাং (পুজয়েদিতি), এবং অভিষেকের পূর্ব্বদিন গণেশাদি পূজা করিয়া পরদিন অভিষেকের পর বিসর্জ্জন করেন।

(৩০২)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আজন্মকৃতজ্ঞাতাজ্ঞাতাশেষদুষ্কৃতপুঞ্জক্ষয়কামঃ যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতান্ তিলানহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে। তৎপরে ঐরূপ বাক্য রচনা করিয়া তিলকাঞ্চনের দক্ষিণান্ত করিতে হইবে। গায়ত্রীজপের সঙ্কল্পও ঐরূপ। যথা। ওঁ অদ্যেত্যাদি আজন্মকৃতজ্ঞাতাজ্ঞাতাশেষদুরিতক্ষয়কামঃ ইয়ৎসংখ্যকগায়ত্রীজপমহং করিষ্যে।

(৩০৩)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা, কৌলপরিতৃপ্তিকামঃ পরমব্রহ্মগোত্রায় শ্রীঅমুকানন্দনাথায়

অর্ঘ্যং দত্বা দিনেশায় ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবগ্রহান্।
অর্চ্চয়িত্বা মাতৃগণান্ বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১২৭ ॥
কর্ম্মণোঽভ্যুদয়ার্থায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
ততো গত্বা গুরোঃ পার্শ্বং প্রণম্য প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ১২৮ ॥
ত্রাহি নাথ কুলাচার-নলিনীকুলবল্লভ।
ত্বৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি কৃপানিধে ॥ ১২৯ ॥
আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
নির্ব্বিঘ্নং কর্ম্মণঃ সিদ্ধিম্ উপৈমি ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ১৩০ ॥
শিবশক্ত্যাজ্ঞয়া বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্।
মনোরথময়ী সিদ্ধি র্জায়তাং শিবশাসনাৎ ॥ ১৩১ ॥

নাজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনমুৎসৃজেৎ। তথৈব কল্পিতেন বাক্যেন কৌলতৃপ্ত্যর্থমেকং ভোজ্যমপ্যুৎসৃজেৎ ॥ ১২৬ ॥ ১২৭ ॥ ১২৮ ॥
যৎ প্রার্থয়েত্তদাহ, ত্রাহি নাথেত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্ ॥ ১২৯ ॥ ১৩০ ॥ ১৩১ ॥

অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মা. বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ ও গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া বসুধারা দিবে।[১২৭] পরে কর্ম্মের অভ্যুদয় নিমিত্ত বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ করিবে।

অনন্তর শিষ্য (সায়ংকালে) গুরুর নিকট গমন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে যে,[১২৮] নাথ! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। আপনি কৌলিকরূপ পদ্মবনের প্রভাকর স্বরূপ। কৃপানিধে! এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার মস্তকে ভবদীয় চরণকমলের ছায়া প্রদান করুন।[১২৯] মহাভাগ! আমার শুভ পূর্ণাভি-ষেক বিষয়ে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি যেন আপনকার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধি লাভ করিতে পারি।[১৩০]

বৎস! তুমি শিবশক্তির (মায়োপহিত চৈতন্যের) আজ্ঞানুসারে পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত হও। মহেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক।[১৩১]

কৌলায় দাতুং ভোজ্যমহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া ভোজ্য উৎসর্গ করিবে; পরন্তু ইহাতেও যথারীতি দক্ষিণান্ত করিতে হইবে।

ইত্থমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে ।
আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্য-বাপ্ত্যৈ সংকল্পমাচরেৎ ॥ ১৩২ ॥

ইত্থমিত্যাদি । ইত্থং গুরোরাজ্ঞাং প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যপ্রাপ্ত্যৈ ওঁ অদ্যামুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকদেবশর্ম্মা নিঃশেষোপদ্রবধ্বংসকাম আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যকামশ্চ শুভপূর্ণাভিষেকমহং করিষ্যে ইতি সংকল্পমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৩২ ॥

শিষ্য গুরুর নিকট এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব শান্তির নিমিত্ত এবং আয়ু লক্ষ্মী বল ও আরোগ্য লাভের নিমিত্ত সংকল্প করিবে (৩০৪) ।১৩২

---

(৩০৪)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা নিঃশেষোপদ্রবশান্তিকামঃ আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যকামশ্চ শুভপূর্ণাভিষেকমহং করিষ্যে। এই বাক্য পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

সাধকসম্প্রদায়-প্রচলিত সঙ্কল্পবাক্য যথা। ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (সপত্নীসহিতঃ। অমুকী-দেবী সপতিসহিতা) সর্ব্বোপদ্রবশান্তি-সর্ব্বরোগনিবারণ-ধনকীর্ত্ত্যায়ুর্বৃদ্ধি সর্ব্বসৌভাগ্যপ্রাপ্তি-অসৌভাগ্যপ্রশমন-সর্ব্বপাতকাপনয়ন-সর্ব্বাশাপূরণ-মহদোষনিবারণ-সর্ব্বার্থসাধন-সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তি-শত্রুকৃতাভিচারপ্রশমন-সর্ব্বগ্রহদোষনিবারণ-ভূতরোগাদিশমন ডাকিন্যাদিভয়বিধ্বংসন-বিষাদিকৃতদোষ-খণ্ডন-স্ত্রীকৃতাদিদোষশান্তি-নিদান-(তুলসীকাষ্ঠধারণ)-পাদুকামন্ত্রগ্রহণ-দশার্ণমন্ত্রশ্রবণ-গুরুকমণ্ডলুধারণ-ব্রহ্মমন্ত্রগ্রহণদ্বারা সর্ব্বমন্ত্রোপদেশকত্বরূপসদ্গুরুত্ব সর্ব্বমন্ত্রজপাধিকারিত্ব-সর্ব্বাপচ্ছান্তি সর্ব্ববিভব-পরৈশ্বর্য্য-পরদৈবতমন্ত্রসিদ্ধ্যাদি-ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-শিবত্ব-সিদ্ধ্যৈ গুপ্তাবধূতভাবেন কৌলধর্ম্মাশ্রয়ার্থং গুরুদ্বারা (কৌলদ্বারা) সংকর্ত্তব্য-শুভপূর্ণাভিষেকাঙ্গীভূত অমুকদেবতামূলমন্ত্রদ্বারা অমুকদেবতায়া যথাসম্ভবোপচারার্চ্চনানন্তরমষ্টোত্তরশতসাজ্য-তুলদ্রব্যান্বিত-বিল্বপত্রকারক-হোমপূর্ব্বকং 'গুরবস্ত্বাভি-ষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ' ইত্যাদি মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্তমন্ত্রদ্বারা (ওঁ রাজরাজেশ্বরী শক্তিঃ ইত্যাদ্যুক্ত-রহস্যাদ্যুক্তমন্ত্রদ্বারা অথবা 'ওঁ তারিণী কালিকা চণ্ডা মহাচণ্ডা মহোৎকটা' ইত্যাদি নিগমকল্পা-দ্যুক্তমন্ত্রদ্বারা) অমুকদেবতার্চ্চিত-ঘটস্থমন্ত্রতোয়েন শুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মাহং করিষ্যে।

এরূপ বাক্য রচনার কারণ নিম্নস্থ তন্ত্রে লক্ষিত হইবে। যথা। অভিষেকন্তু দ্বিবিধং রাজ্ঞো বা জ্ঞানিনামপি। রাজ্যাভিষেকে দেবেশি বৈদিকীং ক্রিয়াং চরেৎ। জ্ঞানিনামভিষেকন্তু সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্। সর্ব্বশান্তিকরং পুণ্যং সর্ব্বরোগনিবারণম্। ধনদং কীর্ত্তিদঞ্চৈব আয়ুর্বৃদ্ধিকরং নৃণাং। সর্ব্বসৌভাগ্যজননং মহাপাতকনাশনম্। সর্ব্বাশাপূরকং সর্ব্বমহাদোষনিবারণম্। সর্ব্বার্থ-

তততস্ত কৃতসংকল্পো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।
কারণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈঃ অভ্যর্চ্চ্য বৃণুয়াদ্‌গুরুম্ ॥ ১৩৩ ॥

ততস্ত্বিত্যাদি। ততস্ত কৃতসঙ্কল্পঃ শিষ্যো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈ-র্মাংসাদিসহিতৈঃ কারণৈর্ম্মদ্যৈশ্চ গুরুমভ্যর্চ্চ্য ওঁ অদ্যামুকগোত্রঃ শ্রীমদমুকদেব-শর্ম্মামুকগোত্রং শ্রীমদমুকানন্দনাথং গুরুত্বেন ভবন্তং বস্ত্রাদিভিরহং বৃণে ইতি বাক্যেন গুরুং বস্ত্রাদিভির্বৃণুয়াৎ ॥ ১৩৩ ॥

গুরুরিত্যাদি। ততো গুরুর্গেহে গৃহে সার্দ্ধহস্তমিতামুচ্চৈকহস্তাং চতু-রস্রুলাং চতুরঙ্গুলিপরিমিতাং মৃণ্ময়ীং বেদীং রচয়েৎ কল্পয়েৎ ইতি চতুর্থশ্লোক-

অনন্তর সেই কৃতসংকল্প সাধক বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ, ও শুদ্ধি সহিত কারণ দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা করিয়া বরণ করিবে (৩০৫)।[১৩৩]

তদনন্তর গুরু, গৈরিকাদি দ্বারা চিত্রিত মনোহর গৃহে (পূজার নিমিত্ত বেদী

সাধকঃ দেবি সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্। অভিচারহরং সর্ব্বগ্রহদোষবিনাশকম্। ভূতাবেশাদি-শমনং ডাকিনীনাং ভয়াপহম্। তেজোবৃদ্ধিকরং দেবি বলবৃদ্ধিকরং পরম্। তক্ষকেনাপি দষ্টস্য বিষপীড়াবিনাশকম্। তেজোহ্রাসে বলহ্রাসে বুদ্ধিহ্রাসে ধনক্ষয়ে। স্ত্রীকৃতেষপি রোগেষু শরীরে মানসে তথা। বিকারে দৈশিকঃ কুর্য্যাদভিষেকং বিচক্ষণঃ। অসৌভাগ্যে চ নারীণাম্ অভিষেকঃ প্রবর্ত্ততে। শুদ্ধস্য লভেদ্দেবি কর্ম্মাভিষেকবর্ত্মনা। বৈষ্ণবো জ্ঞানসম্পন্নঃ শৈবশ্চৈব কুলেশ্বরি। অভিষেকং প্রকুর্ব্বীত শাক্তশ্চ কুলভূষণঃ। মন্ত্রতন্ত্রস্য সর্ব্বেষাং অভিষেকেণ সিদ্ধ্যতি। অভিষেকেণ সর্ব্বেষাম্ অধিকারো ভবেদ্ধ্রুবম্। ব্রাহ্মণস্য সুরাপানে ব্রাহ্মণ্যং জায়তে যতঃ। অভিষেককৃতে বিপ্রে সুরাপানং বিধীয়তে। স্ববর্ণং পরিত্যজ্য শিবস্য প্রজায়তে। কুলাচারং বিনা দেবি মন্ত্রতন্ত্রং ন সিদ্ধ্যতি। অভিষেকং বিনা দেবি সিদ্ধিবিদ্যাং দদাতি যঃ। তাবৎকালং বসেদ্‌ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। ব্রহ্মত্বস্য হরিত্বস্য শিবত্বস্য কুলেশ্বরি। সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরত্বস্য অভিষেকেণ জায়তে॥ ইত্যাদি।

নিরুত্তর তন্ত্রের এই শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বতন সাধকগণ ইহা হইতে পদগুলি লইয়া কিরূপ সঙ্কল্প করিতেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে তাহার স্পষ্টরূপ বিধান নাই।

(৩০৫)—ওঁ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিতার্থসিদ্ধয়ে অমুকতন্ত্রোক্ত অমুকমন্ত্র দ্বারা অমুকদেবতা-র্চ্চিত ঘটস্থ কুলদ্রব্যেণ শুভপূর্ণাভিষেকার্থং পরমব্রহ্মগোত্রং সশক্তিকং শ্রীঅমুকানন্দনাথং ভবন্তং গুরুত্বেন অহং বৃণে। এইরূপ সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিয়া গুরুকে বরণ করিবে।

গুরুর্মনোহরে গেহে গৈরিকাদিবিচিত্রিতে।
চিত্রধ্বজপতাকাভিঃ ফলপল্লবশোভিতে ॥ ১৩৪ ॥
কিঙ্কিণীজালমালাভিঃ চন্দ্রাতপবিভূষিতে।
ঘৃতপ্রদীপাবলিভিঃ তমোলেশবিবর্জ্জিতে ॥ ১৩৫ ॥
কর্পূরসহিতৈর্ধূপৈঃ যক্ষধূপৈঃ সুবাসিতে।
ব্যজনৈশ্চামরৈর্বর্হৈঃ দর্পণাদ্যৈরলঙ্কৃতে ॥ ১৩৬ ॥
সার্দ্ধহস্তমিতাং বেদীম্ উচ্চকৈশ্চতুরঙ্গুলাম্।
রচয়েন্মৃন্ময়ীং তত্র চূর্ণৈরক্ষতসম্ভবৈঃ ॥ ১৩৭ ॥

গতৈঃ পদৈরন্বয়ঃ। মনোহরে ইত্যাদীনি সপ্তম্যন্তানি পদানি গেহস্য বিশেষণানি ভবন্তীতি জ্ঞেয়ম্। চিত্রধ্বজপতাকাভিশ্চ শোভিতে ॥ ১৩৪ ॥

কিঙ্কিণীত্যাদি। কিঙ্কিণীজালমালাভিঃ ক্ষুদ্রঘণ্টিকাসমূহমালাভিশ্চ ভূষিতে ॥ ১৩৫ ॥

কর্পূরেত্যাদি। যক্ষধূপৈঃ শালবৃক্ষরসৈঃ। বর্হৈঃ ময়ূরপক্ষৈঃ ॥ ১৩৬ ॥

সার্দ্ধহস্তমিত্যাদি। ততঃ পরং শ্রীগুরুস্তত্র রচিতায়াং বেদ্যাং পীতরক্তাসিতশ্বেতশ্যামলৈরক্ষতসম্ভবৈশ্চূর্ণৈঃ সুমনোহরং সর্ব্বতোভদ্রং মণ্ডলং বিদধ্যাৎ কুর্য্যাৎ। অসিতৈর্নীলবর্ণৈঃ। শ্যামলৈর্হরিদ্বর্ণৈঃ ॥ ১৩৭ ॥ ১৩৮ ॥

নির্ম্মাণ করিবেন)। ঐ গৃহ মনোরম ধ্বজপতাকা দ্বারা ও ফলপল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত থাকিবে।১৩৪ কিঙ্কিণী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহের মালায় বিভূষিত বিচিত্র চন্দ্রাতপ দ্বারা ঐ গৃহ অলঙ্কৃত হইবে। সে স্থলে এরূপ ঘৃতপ্রদীপশ্রেণী জ্বালিয়া দিতে হইবে যে, সেখানে যেন অন্ধকারের লেশমাত্রও না থাকে।১৩৫ কর্পূর সহিত ধূপ দ্বারা ও যক্ষধূপ অর্থাৎ ধুনা দ্বারা সেই স্থান সুবাসিত হইবে। চামর, ব্যজন (পাখা), ময়ূরপুচ্ছ ও দর্পণাদি দ্বারা সেই গৃহ সুসজ্জিত থাকিবে।১৩৬

গুরু এই গৃহের অভ্যন্তরে চারি অঙ্গুলি উচ্চ এবং দীর্ঘে ও প্রস্থে সার্দ্ধহস্ত পরিমিত একটি মৃণ্ময়ী বেদী রচনা করিবেন। অনন্তর পীত রক্ত কৃষ্ণ শ্বেত ও শ্যামল, এই পঞ্চবর্ণে রঞ্জিত অক্ষত চূর্ণ দ্বারা সুমনোহর সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা

পীতরক্তাসিতশ্বেত-শ্যামলৈঃ সুমনোহরম্।
মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রং বিদধ্যাৎ শ্রীগুরুস্ততঃ ॥ ১৩৮ ॥
স্বস্বকল্পোক্তবিধিনা মানসার্চ্চাবধিক্রিয়াম্ *।
কৃত্বা পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ ॥ ১৩৯ ॥
সংশোধ্য পঞ্চতত্ত্বানি পুরঃকল্পিতমণ্ডলে।
স্বার্ণং বা রাজতং তাম্রং মৃন্ময়ং ঘটমেব বা ॥ ১৪০ ॥
ক্ষালিতশ্চাস্ত্রবীজেন দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতম্।
স্থাপয়েদ্‌ব্রহ্মবীজেন সিন্দূরেণাঙ্কয়েৎ শ্রিয়া ॥ ১৪১ ॥

স্বস্বেত্যাদি। ততঃ স্বস্বকল্পোক্তবিধিনা মানসার্চ্চাবধিক্রিয়াং মানসপূজা-পর্য্যন্তাং ক্রিয়াং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ মদ্যাদীনি পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ ॥ ১৩৯ ॥

সংশোধ্যেত্যাদি। মন্ত্রেণ পঞ্চতত্ত্বানি সংশোধ্য পুরঃকল্পিতে সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডলে অস্ত্রবীজেন ফট্ মন্ত্রেণ ক্ষালিতং ধৌতং দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতং দধ্যক্ষতৈ-র্বিলিপ্তং স্বার্ণং সুবর্ণভবং রাজতং রজতোদ্ভবং তাম্রোদ্ভবং মৃন্ময়মেব বা ঘটং ব্রহ্মবীজেন প্রণবেন স্থাপয়েৎ। শ্রিয়া শ্রীঁ বীজেন সিন্দূরেণাঙ্কয়েচ্চ ॥ ১৪০ ॥ ১৪১ ॥

অকারাদ্যৈরিত্যাদি। ততো বিন্দুবিভূষিতৈরনুস্বারালঙ্কৃতৈঃ ক্ষকারাদ্যৈ-

---

করিবেন।১৩৭ ১৩৮ পরে স্ব স্ব কল্পোক্ত-বিধানানুসারে মানস পূজা পর্য্যন্ত সমু-দায় কার্য্য সমাধান করিয়া পূর্ব্বকথিত মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবেন।১৩৯

পঞ্চতত্ত্ব শোধনের পর, সুবর্ণনির্ম্মিত রজতনির্ম্মিত তাম্রনির্ম্মিত অথবা মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট, ফট্ এই মন্ত্রে প্রক্ষালিত করিয়া, তাহাতে দধি ও অক্ষত বিলেপন পূর্ব্বক, প্রণব উচ্চারণ সহকারে তাহা পূর্ব্বরচিত ঐ সর্ব্বতো-ভদ্র মণ্ডলের মধ্যস্থলে স্থাপন করিবে। পরে শ্রীঁ বীজ পাঠ পূর্ব্বক সিন্দূর দ্বারা উহা অঙ্কিত করিতে হইবে।১৪০।১৪১ অনন্তর চন্দ্রবিন্দু-বিভূষিত ক্ষ অবধি অ পর্য্যন্ত একপঞ্চাশৎ বিলোম-মাতৃকা পাঠ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণ দ্বারা তীর্থজল দ্বারা অথবা বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা ঐ ঘট পূর্ণ করিবে।

---

* মানসার্চ্চাবিধিক্রিয়াম্ ইত্যপি পাঠঃ।

ক্ষকারাদ্যৈরকারান্তৈঃ বর্ণৈর্বিন্দুবিভূষিতৈঃ ।
মূলমন্ত্রত্রিজাপেন পূরয়েৎ কারণেন তম্ ॥ ১৪২ ॥
অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাথসাপি বা ।
নবরত্নং সুবর্ণং বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৪৩ ॥
পনসোড়ুম্বরাশ্বথ-বকুলাম্রসমুদ্ভবম্ * ।
পল্লবং তন্মুখে দদ্যাৎ বাগ্‌ভবেন কৃপানিধিঃ ॥ ১৪৪ ॥
শরাবং মার্ত্তিকং বাপি ফলাক্ষতসমন্বিতম্ ।
রমাং মায়াং সমুচ্চার্য্য স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি ॥ ১৪৫ ॥

বকারান্তৈর্বর্ণৈঃ সহ মূলমন্ত্রস্থ ত্রিজাপেন কারণেন মদ্যেনাথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পবিত্রেণান্যেন পাথসা জলেনাপি বা তং ঘটং পূরয়েৎ। ততো ঘটমধ্যে নবরত্নং সুবর্ণং বা বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৪২ ॥ ১৪৩ ॥

পনসেত্যাদি। তন্মুখে ঘটমুখে। বাগ্‌ভবেন ঐমিতি মন্ত্রেণ ॥ ১৪৪ ॥

শরাবমিত্যাদি। ততঃ ফলাক্ষতসমন্বিতং সুবর্ণাদিভবং মার্ত্তিকং মৃত্তিকোদ্ভবং বাপি শরাবং রমাং শ্রীমিতি মায়াং হ্রীমিতি চ বীজং সমুচ্চার্য্য পল্লবোপরি স্থাপয়েৎ ॥ ১৪৫ ॥

পরে নবরত্ন বা সুবর্ণ (৩০৬) ঐ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে।[১৪২।১৪৩] অনন্তর কৃপানিধি গুরু ঐঁ এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক কলস-মুখে কাঁঠাল উড়ুম্বর (৩০৭) অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র, এই পঞ্চপল্লব স্থাপন করিবেন।[১৪৪] পরে 'শ্রীঁ হ্রীঁ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আতপতণ্ডুল ও ফল সমন্বিত সুবর্ণময় রজতময় তাম্রময় বা মৃণ্ময়

---

* পালাশোড়ুম্বরাশ্বত্থবকুলাম্রসমুদ্ভবম্ ইতি চ পাঠঃ।

(৩০৬)—এখানে সুবর্ণ শব্দের অর্থ একটি মোহর বা একভরি সোণা। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে কথিত হইয়াছে, 'কর্ষঃ সুবর্ণস্য সুবর্ণসংজ্ঞম্।' একতোলা সুবর্ণই সুবর্ণ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ঘটে একভরি সুবর্ণ দেওয়াই সাধকসম্প্রদায়ের ব্যবহার।

(৩০৭)—এতদ্দেশে সচরাচর বট, অশ্বত্থ, আম্র, উড়ুম্বর বা যজ্ঞডুমুর, ও পাকুড়, পঞ্চপল্লবরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্ত্রে এরূপ বিধিও আছে। উত্তরতন্ত্র কৌলিকার্চ্চনদীপিকা প্রভৃতিতে পনস, বট, অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র, এই পঞ্চপল্লব দিবার বিধি আছে।

বধ্নীয়াদ্বস্ত্রযুগ্মেন গ্রীবাং তস্য বরাননে।
শক্তৌ রক্তং শিবে বিষ্ণৌ শ্বেতবাসঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪৬ ॥
স্থাং স্থীং মায়াং রমাং স্মৃত্বা স্থিরীকৃত্য ঘটান্তরে।
নিঃক্ষিপ্য পঞ্চতত্ত্বানি নবপাত্রাণি বিন্যসেৎ ॥ ১৪৭ ॥
রাজতং শক্তিপাত্রং স্যাৎ গুরুপাত্রং হিরণ্ময়ম্।
শ্রীপাত্রন্তু মহাশঙ্খং তাম্রাণ্যন্যানি কল্পয়েৎ ॥ ১৪৮ ॥
পাষাণদারুলৌহানাং পাত্রাণি পরিবর্জ্জয়েৎ।
শক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ পাত্রং মহাদেব্যাঃ প্রপূজনে ॥ ১৪৯ ॥

বধ্নীয়াদিত্যাদি। নন্বু কিংবর্ণেন বস্ত্রযুগ্মেন ঘটস্য গ্রীবাং বধ্নীয়াদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শক্তৌ রক্তমিত্যাদি ॥ ১৪৬ ॥

স্থাং স্থীমিত্যাদি। ততঃ স্থাং স্থীং মায়াং রমাং স্মৃত্বা স্থাং স্থীং হ্রীঁ শ্রীঁ স্থিরীভবেতি মন্ত্রং পঠিত্বা স্থিরীকৃতঘটান্তরে পঞ্চতত্ত্বানি নিঃক্ষিপ্য পূর্ব্বোক্তবিধিনা নবপাত্রাণি বিন্যসেৎ স্থাপয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥

নন্বু কিং দ্রব্যোদ্ভবানি নবপাত্রাণি বিন্যসেত্তত্রাহ, রাজতমিত্যাদি। মহাশঙ্খং নরকপালম্ ॥ ১৪৮ ॥ ১৪৯ ॥

শরাব পল্লবোপরি স্থাপন করিবেন।[১৪৫] বরাননে! পরে বস্ত্রযুগল দ্বারা ঐ ঘটের গ্রীবা বন্ধন করিতে হইবে। শক্তিপূজা বিষয়ে রক্তবস্ত্র এবং বিষ্ণুপূজা বিষয়ে ও শবপূজা বিষয়ে শ্বেত বস্ত্রই প্রশস্ত।[১৪৬] অনন্তর 'স্থাং স্থীং হ্রীঁ শ্রীঁ স্থিরীভব, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সেই ঘট স্থিরীকৃত করিয়া তন্মধ্যে (অন্য ঘটে) পঞ্চতত্ত্ব প্রদানানন্তর সম্মুখে নবপাত্র স্থাপন করিবেন।[১৪৭]

শক্তিপাত্র রজত-নির্ম্মিত, গুরুপাত্র সুবর্ণ-নির্ম্মিত, শ্রীপাত্র মহাশঙ্খ-নির্ম্মিত এবং যোগিনীপাত্র, বীরপাত্র, পাদ্যপাত্র প্রভৃতি অন্য ছয় পাত্র তাম্র নির্ম্মিত করিতে হইবে।[১৪৮] পাষাণনির্ম্মিত পাত্র কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র ও লৌহনির্ম্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া শক্ত্যনুসারে অন্য পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত পাত্রেও মহাদেবীর অর্চ্চনা হইতে পারে।[১৪৯]

এইরূপ পাত্র সংস্থাপন করিয়া গুরুগণের ভগবতীর (ও আনন্দ-

পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুরূন্ দেবীং প্রতর্পয়েৎ।
ততস্ত্বমৃতসংপূর্ণ-ঘটমভ্যর্চ্চয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৫০ ॥
দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ।
পীঠদেবান্ পূজয়িত্বা ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ১৫১ ॥

পাত্রাণামিত্যাদি। গুরূন্ দেবীমিতি আনন্দভৈরবাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। প্রতর্পয়েৎ পূর্ব্বোক্তেন তত্তন্মন্ত্রেণ ॥ ১৫০ ॥

দর্শয়িত্বেত্যাদি। ততো ঘটং প্রতি ধূপদীপৌ দর্শয়িত্বা পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ দদ্যাৎ ॥ ১৫১ ॥ ১৫২ ॥

ভৈরবাদির) তর্পণ করিবে (৩০৮)। পরে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অমৃতপূর্ণ ঘটের অর্চ্চনা করিবেন।[১৫০] পরে ধূপ দীপ প্রদর্শন পূর্ব্বক সর্ব্বভূত বলি প্রদান করিতে

---

(৩০৮)—অন্যান্য তন্ত্রেও বিহিত হইয়াছে যে,—উক্ত পূজাঘট বা দেবতার পূজার যন্ত্র স্থাপন করিয়া বিশেষ পূজাকালে বামে সুধাঘট স্থাপন, পরে সম্মুখে অর্থাৎ দেবতা ও পূজকের মধ্যস্থলে শ্রীপাত্র স্থাপন করিয়া, পুনরায় সুধাঘটের নিকট হইতে শ্রীপাত্রের নিকট পর্য্যন্ত সুধাঘট ও শ্রীপাত্রের মধ্যে, গুরুপাত্রাদিক্রমে অবশিষ্ট অষ্টপাত্র স্থাপন করিবে। অস্মদ্দেশে অর্থাৎ বিষ্ণুক্রান্তায় সাধকসম্প্রদায়ে এইরূপই প্রচলিত। পরন্তু এই তন্ত্রে এস্থলে দেখিতেছি যে, টীকাকার স্বতন্ত্র সুধাঘট স্থাপন না করিয়া দেবতার ঘটই সুধাঘটরূপে ব্যবহৃত করিতেছেন। এক্ষেত্রে অন্যান্য পাত্র স্থাপনে সুধা কোথা হইতে ব্যবহৃত হইবে বুঝিতে পারিলাম না। ঘটের মুখে ফল পল্লবাদি রহিয়াছে, তাহা হইতে সুধা গ্রহণ করিতে হইলে, ঐ সকল অপসারিত করিতে হয়। স্থিরীকরণের পর বারম্বার ঐ সকল অপসারণ করা বিহিতও নয় এবং যুক্তিযুক্তও নয়। আমাদের বোধ হয় উক্ত শ্লোকের অন্তর্গত "ঘটান্তরে" শব্দের অর্থ অন্য ঘটে। পূর্ব্বে পূজা প্রকরণে সুধাঘট স্থাপনের বিধি দেওয়া হইয়াছে। এইস্থলে অন্য ঘটে পঞ্চতত্ত্ব নিক্ষেপের উল্লেখ করিয়া সেই সুধাঘট স্থাপনেরই বিধি দিলেন।

গুরুচতুষ্টয়ের তর্পণমন্ত্র ২৬০ পৃষ্ঠা ১৩১ সংখ্যা টিপ্পনীতে, দেবীর তর্পণমন্ত্র ২৬১ পৃষ্ঠা ১৩৪ সংখ্যা টিপ্পনীতে আছে। এতদ্ব্যতীত আবরণতর্পণ, পঞ্চদশ যোগিনীতর্পণ, অষ্টশক্তি-তর্পণ, সাবরণ দশদিক্পাল-তর্পণ, দিব্যৌঘ-সিদ্ধৌঘ-মানবৌঘ-গুরুপংক্তি-তর্পণ, ষড়ঙ্গতর্পণ, অস্ত্রাদিতর্পণ ও ভৈরবতর্পণ ২৮০ পৃষ্ঠা হইতে ২৮৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মূলে ও টিপ্পনীতে বিবৃত আছে। এ সমুদায় তর্পণ অবশ্যকর্ত্তব্য।

প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যাত্বাবাহ্য মহেশ্বরীম্।
স্বশক্ত্যা পূজয়েদিষ্টাং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৫২॥
হোমান্তকৃত্যং নিষ্পাদ্য কুমারীশক্তিসাধকান্।
পুষ্পচন্দনবাসোভিঃ অর্চ্চয়েৎ সদ্‌গুরুঃ শিবে॥ ১৫৩॥
অনুগৃহ্নন্তু কৌলা মে শিষ্যং প্রতি কুলব্রতাঃ।
পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবন্তিরনুমন্যতাম্॥ ১৫৪॥

হোমান্তেত্যাদি। হোমান্তকৃত্যং হোমপর্য্যন্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্ম, নিষ্পাদ্য সাধয়িত্বা॥ ১৫৩॥ ১৫৪॥

হইবে (৩০৯)। অনন্তর পীঠদেবতাদিগের পূজা করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে (৩১০)।[১৫১] পরে প্রাণায়ামের পর (৩১১) মহেশ্বরীর ধ্যান পূর্ব্বক আবাহন করিয়া (৩১২) স্বশক্তি অনুসারে সেই অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে (৩১৩); পরন্তু কোন মতে বিত্তশাঠ্য করিবে না।[১৫২] শিবে! অনন্তর সদ্‌গুরু, হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া (৩১৪) পুষ্প চন্দন ও বস্ত্র দ্বারা কুমারীদিগের ও শক্তিসাধকদিগের অর্চ্চনা করিবেন।[১৫৩] (পরে গুরু 'অনুগৃহ্নন্তু কৌলা মে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে, কৌলদিগের অনুমতি লইবেন। মন্ত্রার্থ যথা—) কুলব্রত কৌলগণ! আপনারা আমার শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আমার শিষ্যের এই পূর্ণাভিষেক সংস্কার বিষয়ে আপনারা অনুমতি প্রদান করুন।[১৫৪]

---

(৩০৯)—সাধকগণ তন্ত্রান্তরের বিধানানুসারে ক্রমশঃ বটুক, যোগিনী, ক্ষেত্রপাল ও গণেশের বলি প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের বলি প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি ইহাতে অসমর্থ হয়েন, তিনি কেবল সর্ব্বভূতবলি প্রদান করেন। এই সমুদায় বলিমন্ত্র ২৬৫ পৃষ্ঠা ১৩৭ সংখ্যা টিপ্পনীতে দেখিবেন।

(৩১০)—পীঠদেবতা ২০৯ পৃষ্ঠা ৯৮ সংখ্যা টিপ্পনীতে এবং ষড়ঙ্গন্যাস ২০৫ পৃষ্ঠা ৯৬ সংখ্যা টিপ্পনীতে দেখুন।

(৩১১)—প্রাণায়াম করিবার প্রণালী ৮১ পৃষ্ঠা ২৯ সংখ্যা টিপ্পনীতে আছে।

(৩১২)—ধ্যান ২১১ পৃষ্ঠায় এবং আবাহন ২৬৯ পৃষ্ঠা ১৩৯ সংখ্যা টিপ্পনীতে দেখিবেন

(৩১৩)—পূজার নিয়ম ২৭৪ পৃষ্ঠা ১৪৫ সংখ্যা টিপ্পনীতে আছে।

(৩১৪)—হোমবিধান ২৮৮ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখুন।

এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তং ব্রূয়ুর্গুরুমাদরাৎ।
মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ।
শিষ্যো ভবতু পূর্ণস্তে পরতত্ত্বপরায়ণঃ ॥ ১৫৫ ॥
শিষ্যেণ চ গুরুর্দেবীম্ অর্চ্চয়িত্বার্চ্চিতে ঘটে।
কামং মায়াং রমাং জপ্ত্বা চালয়েদ্বিমলং ঘটম্ ॥ ১৫৬ ॥
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলশ দেবতাত্মক সিদ্ধিদ।
ত্বত্তোয়পল্লবৈঃ সিক্তঃ শিষ্যো ব্রহ্মরতোঽস্তু মে ॥ ১৫৭ ॥

এবমিত্যাদি। পরতত্ত্বপরায়ণঃ পরংব্রহ্মতৎপরঃ ॥ ১৫৫ ॥

শিষ্যেণেত্যাদি। ততো গুরুঃ শিষ্যেণ দেবীমর্চ্চয়িত্বার্চ্চিতে পূজিতে ঘটে কামং মায়াং রমাং ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি মন্ত্রং জপ্ত্বা বক্ষ্যমাণমন্ত্রেণ বিমলং ঘটং চালয়েৎ ॥ ১৫৬ ॥

ঘটচালনমন্ত্রমেবাহ, উত্তিষ্ঠেত্যাদ্যম্ ॥ ১৫৭ ॥

চক্রেশ্বর এইরূপ প্রশ্ন করিলে কৌলগণ সমাদর পূর্ব্বক 'মহামায়াপ্রসাদেন' ইত্যাদি অনুমতিসূচক মন্ত্র বলিবেন। (মন্ত্রার্থ যথা—) মহামায়ার প্রসাদে এবং পরমাত্মার প্রভাবে আপনকার শিষ্য পূর্ণাভিষেক দ্বারা পরতত্ত্ব-পরায়ণ ও পূর্ণ হউন।[১৫৫]

অনন্তর গুরু, সেই অর্চ্চিত ঘটে শিষ্য দ্বারা দেবী ভগবতীর পূজা পূর্ব্বক সেই ঘটের উপরি 'ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' এই মন্ত্র জপ করিয়া 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলশ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে সেই নির্ম্মল ঘট চালিত করিবেন।[১৫৬] (মন্ত্রার্থ যথা—) ব্রহ্ম-কলস! তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতাস্বরূপ। তুমি উত্থান কর। আমার শিষ্য তোমার জল ও পল্লব দ্বারা সিক্ত হইয়া ব্রহ্মপরায়ণ হউক (৩১৫)।[১৫৭]

গুরু এই মন্ত্রে কলস সঞ্চালিত করিয়া কৃপাযুক্ত হৃদয়ে উত্তরাভিমুখ

---

(৩১৫)—ঘট পরিচালিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সাধকগণ দেবতা বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। অন্যান্য তন্ত্রেও এই স্থলেই বিসর্জ্জনের বিধি আছে।

ইথং সঞ্চাল্য কলশম্ উত্তরাভিমুখং গুরুঃ।
মন্ত্রেরেতৈর্বক্ষ্যমাণৈঃ অভিষিঞ্চেৎ কৃপান্বিতঃ॥ ১৫৮॥
শুভপূর্ণাভিষেকস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুব্ দেবতাদ্যা প্রণবং বীজমীরিতম্।
শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৫৯॥
গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
দুর্গালক্ষ্মীভবান্যস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ॥ ১৬০॥
ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ ১৬১॥

ইত্থমিত্যাদি। ইত্থং কলশজ্যটং সঞ্চাল্য কৃপান্বিতো গুরুরুত্তরাভিমুখং শিষ্যং বক্ষ্যমাণৈরেতৈর্মন্ত্রৈরভিষিঞ্চেৎ॥ ১৫৮।

অথ পূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণামৃষ্যাদিকমাহ, শুভপূর্ণাভিষেকস্যেত্যাদিনা সার্দ্ধেন। এষাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আদ্যাকালী দেবতা প্রণবো বীজং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখেঽনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে প্রণবায় বীজায় নমঃ। শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগ ইত্যৃষিন্যাসো বিধাতব্যঃ॥ ১৫৯॥

শিষ্যকে পশ্চাদুক্ত মন্ত্র পাঠ সহকারে অভিষিক্ত করিবেন।[১৫৮] এই শুভ পূর্ণাভিষেক মন্ত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা আদ্যাকালী, বীজ প্রণব, এবং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে ইহার বিনিয়োগ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে (৩১৬)।[১৫৯]

(পূর্ণাভিষেক-মন্ত্রের অর্থ যথা—) গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করুন। দুর্গা লক্ষ্মী ভবানী প্রভৃতি মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৬০] ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা ও মহিষমর্দ্দিনী, ইঁহারা সকলে মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৬১]

---

(৩১৬)—শুভ পূর্ণাভিষেক মন্ত্রের ঋষ্যাদিকীর্ত্তন যথা। এষাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আদ্যাকালী দেবতা প্রণবো বীজং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। অন্যান্য ঋষ্যাদির ন্যায় এস্থলে 'শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ' ইত্যাদিরূপ ন্যাস করিতে হইবে না।

জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা ॥ ১৬২ ॥
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ ॥ ১৬৩ ॥
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা।
শ্রদ্ধা কান্তির্দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু তে সদা ॥ ১৬৪ ॥
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহানীলসরস্বতী।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥ ১৬৫ ॥
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো ভার্গবরামস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥ ১৬৬ ॥
অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তো ভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চ ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা ॥ ১৬৭ ॥

অথ গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্ত্বিত্যাদীনভিষেকমন্ত্রানেবাহ, গুরব ইত্যাদি। ত্বা ত্বাম্ ॥ ১৬০ ॥ ১৬১ ॥ ১৬২ ॥

নারসিংহীত্যাদি। ত্বা ত্বাম্ ॥ ১৬৩ ॥

ভৈরবীত্যাদি। তে ইতি কর্ম্মণঃ শেষত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ ষষ্ঠী ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥ ১৬৬ ॥ ১৬৭ ॥ ১৬৮ ॥ ১৬৯ ॥

জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী সরস্বতী বগলা বরদা ও শিবা, ইঁহারা সকলে তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৬২] নারসিংহী বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী ইন্দ্রাণী বারুণী ও রৌদ্রী, এই সমুদায় শক্তি তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৬৩] ভৈরবী ভদ্রকালী তুষ্টি পুষ্টি উমা ক্ষমা শ্রদ্ধা কান্তি দয়া ও শান্তি, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৬৪] মহাকালী মহালক্ষ্মী মহানীলসরস্বতী উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডা, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৬৫] মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন রাম ও পরশুরাম, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন।[১৬৬] অসিতাঙ্গ রুরু চণ্ড ক্রোধোন্মত্ত ভয়ঙ্কর কপালী ও ভীষণ, ইঁহারা সলিল

কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তা মহোগ্রা ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥ ১৬৮ ॥
ইন্দ্রোঽগ্নিঃ শমনো রক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা।
ধনদশ্চ মহেশানঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরাঃ ॥ ১৬৯ ॥
রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ শনিঃ।
রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহাঃ ॥ ১৭০ ॥
নক্ষত্রং করণং যোগো বারাঃ পক্ষৌ দিনানি চ।
ঋতুর্মাসো হায়নস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা ॥ ১৭১ ॥

রবিরিত্যাদি। জীবো বৃহস্পতিঃ। সিতঃ শুক্রঃ ॥ ১৭০ ॥ ১৭১ ॥ ১৭২ ॥

দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন (৩১৭)।[১৬৭] কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী বিপ্রচিত্তা ও মহোগ্রা, ইহাঁরা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৬৮] ইন্দ্র বহ্নি পিতৃপতি নৈঋত বরুণ মরুৎ কুবের ও ঈশান, এই অষ্ট দিক্‌পাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৬৯] রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু, এই গ্রহগণ ও সমুদায় নক্ষত্রগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৭০] অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ, বব প্রভৃতি করণগণ, বিষ্কুম্ভ প্রভৃতি যোগগণ, রবি প্রভৃতি বারগণ, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, দিনগণ, বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু বৈশাখ প্রভৃতি দ্বাদশ মাস ও (উত্তরায়ণও দক্ষিণায়নে মিলিত) বৎসর, ইহাঁরা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৭১] লবণসমুদ্র ইক্ষুসমুদ্র সুরাসমুদ্র ঘৃতসমুদ্র

---

(৩১৭)—উত্তরতন্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য তন্ত্রে মূল এইরূপ আছে যে, "অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধ উন্মত্তসংজ্ঞকঃ। কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারোঽষ্টৌ চ ভৈরবাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥ অসিতাঙ্গ ভৈরব, রুরু ভৈরব, চণ্ড ভৈরব, ক্রোধ ভৈরব, উন্মত্ত ভৈরব, কপালী ভৈরব, ভীষণ ভৈরব ও সংহার ভৈরব, এই অষ্ট ভৈরব মন্ত্রপূত বারি দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। সুতরাং এস্থলে মূলের এরূপ ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করিলে তন্ত্রান্তরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, যথা; অসিতাঙ্গ ভৈরব, রুরু ভৈরব, চণ্ড ভৈরব, ক্রোধ ভৈরব, উন্মত্ত ভৈরব, কপালী ভৈরব, ভীষণ ভৈরব, ভয়ঙ্কর অর্থাৎ সংহার ভৈরব, ইহাঁরা সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে অষ্ট ভৈরবের সংখ্যাও পূর্ণ হয় না।

লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলাত্তকাঃ।
সমুদ্রাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১৭২ ॥
গঙ্গা সূর্য্যসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১৭৩ ॥
অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যাঃ পতত্রিণঃ।
তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং মহীধরাঃ ॥ ১৭৪ ॥
পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমকারিণঃ।
পূর্ণাভিষেকসন্তুষ্টাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু পাথসা ॥ ১৭৫ ॥
দৌর্ভাগ্যং দুর্যশো রোগা দৌর্মনস্যং তথা শুচঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ পরমব্রহ্মতেজসা ॥ ১৭৬ ॥

গঙ্গেত্যাদি। সূর্য্যসুতা সূর্য্যপুত্রী যমুনা ॥ ১৭৩ ॥

অনন্তাদ্যা ইত্যাদি। অনন্তাদ্যাঃ শেষপ্রভৃতয়ঃ। সুপর্ণাদ্যাঃ গরুড়াদয়ঃ। পতত্রিণঃ পক্ষিণঃ ॥ ১৭৪ ॥ ১৭৫ ॥

দৌর্ভাগ্যমিত্যাদি। শুচঃ শোকাঃ ॥ ১৭৬ ॥ ১৭৭ ॥

দধিসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র ও স্বাদূদকসমুদ্র, এই সমুদায় সমুদ্রগণ মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৭২] গঙ্গা যমুনা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী সরযূ গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা ও কৌশিকী, এই সমুদায় নদী মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৭৩] অনন্ত প্রভৃতি মহানাগগণ, গরুড় প্রভৃতি পক্ষিগণ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষগণ ও মহীধরগণ, তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৭৪] পাতালচারী ভূতলচারী ও ব্যোমচারী মঙ্গলকারী জীবগণ, এই পূর্ণাভিষেককালে পরিতুষ্ট হইয়া সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন।[১৭৫] পূর্ণাভিষেক নিবন্ধন পরমব্রহ্মের তেজোদ্বারা তোমার দুর্ভাগ্য অযশ রোগ ও দৌর্মনস্য এবং শোক সমুদায় বিধ্বস্ত হউক।[১৭৬]

অলক্ষ্মী, বালকর্ণী, ডাকিনীগণ ও যোগিনীগণ, ইহারা অভিষেক দ্বারা ও

অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ ডাকিন্যো যোগিনীগণাঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ১৭৭ ॥
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যেঽরিষ্টকারকাঃ।
বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ১৭৮ ॥
অভিচারকৃতা দোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে।
মনোবাক্‌কায়জা দোষাঃ বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ ॥ ১৭৯ ॥
নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেণ পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ ॥ ১৮০ ॥
ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্।
পশোর্মুখালব্ধমন্ত্রং পুনঃ সংশ্রাবয়েদ্‌গুরুঃ ॥ ১৮১ ॥

ভূতা ইত্যাদি। অরিষ্টকারকাঃ অশুভোৎপাদকাঃ ॥১৭৮।১৭৯।১৮০।১৮১॥
পূর্ব্বোক্তেত্যাদি। ততঃ কৌলিকো গুরুঃ শক্তিসাধকান্ জ্ঞাপয়ন্ সন্

কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউক।[১৭৭] ভূতগণ প্রেতগণ পিশাচগণ গ্রহগণ এবং আর আর সমুদায় অনিষ্টকারীগণ ইহারা সকলে রমাবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন-করুক, এবং বিনষ্ট হউক।[১৭৮] অভিচারজনিত দোষ, বৈরমন্ত্রসমুৎপন্ন দোষ, মানসিক দোষ, বাচনিক দোষ ও কায়িক দোষ, এতৎসমুদায় অভিষেক দ্বারা বিধ্বস্ত হউক।[১৭৯] এই পূর্ণ অভিষেক দ্বারা তোমার সমুদায় বিপদ দূর হউক, তোমার সমুদায় সম্পদ স্থিরতর হউক এবং তোমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হউক।[১৮০]

এই একবিংশতি মন্ত্র দ্বারা সাধককে অভিষিক্ত করিতে হইবে (৩১৮)। যদি শিষ্য পশুর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরু পুনর্ব্বার তাহাকে সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন।[১৮১]

---

(৩১৮)—অস্মদ্দেশীয় তন্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ সাধকগণ, শ্রীকুলে (গোপাল ও কৃষ্ণ মন্ত্রোপাসক প্রভৃতিকে) 'গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু' ইত্যাদি কুলার্ণবোক্ত মন্ত্রে এবং কালীকুলে (দুর্গা প্রভৃতি মন্ত্রোপাসকদিগকে) 'রাজরাজেশ্বরী শক্তিরীশ্বরী' ইত্যাদি উত্তরতন্ত্রোক্ত মন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত করেন।

পূর্ব্বোক্তনাম্না সম্বোধ্য জ্ঞাপয়ন্‌ শক্তিসাধকান্‌।
দদ্যাদানন্দনাথান্তম্‌ আখ্যানং কৌলিকো গুরুঃ ॥ ১৮২ ॥
শ্রুতমন্ত্রো গুরোর্যন্ত্রে সম্পূজ্য নিজদেবতাম্‌।
পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ গুরুমভ্যর্চ্চয়েত্ততঃ ॥ ১৮৩ ॥
গোভূহিরণ্যবাসাংসি পানালঙ্করণানি চ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা যজেৎ কৌলান্‌ শিবাত্মকান্‌ ॥১৮৪॥

পূর্ব্বোক্তনাম্না শিষ্যং সম্বোধ্য তস্যানন্দনাথান্তমাখ্যানং নাম দদ্যাৎ। যথা অমুক-দেবশর্ম্মন্‌ ত্বমেতদ্দিনমারভ্যামুকানন্দনাথাখ্যোঽসীতি ॥ ১৮২ ॥ ১৮৩ ॥

গোভূহিরণ্যেত্যাদি। ওঁ অদ্যেত্যাদি কৃতৈতচ্ছুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং গোভূহিরণ্যাদিদক্ষিণামমুকগোত্রায়ামুকানন্দনাথায় গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে ইতি বাক্যেন যথাশক্তি গোভূহিরণ্যাদীনি দক্ষিণাং গুরবে দত্ত্বা শিবাত্মকান্‌ শিবস্বরূপান্‌ কৌলান্‌ যজেৎ ॥ ১৮৪ ॥

এই সময় কৌলিক গুরু, শক্তিসাধকদিগকে জানাইয়া পূর্ব্ব নামে শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া পশ্চাৎ আনন্দনাথান্ত নাম প্রদান করিবেন (৩১৯)।[১৮২]

এইরূপে শিষ্য গুরুর মুখে মন্ত্র শ্রবণ পূর্ব্বক পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা যন্ত্রমধ্যে নিজ অভীষ্ট দেবতার পূজা করিয়া পশ্চাৎ গুরুর পূজা করিবে।[১৮৩]

অনন্তর শিষ্য গুরুকে গাভী ভূমি সুবর্ণ বস্ত্র পেয়দ্রব্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি (সামর্থ্যানুরূপ) দক্ষিণা প্রদান করিয়া সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ কৌলদিগকে পূজা করিবে।[১৮৪] এইরূপে জ্ঞানী ব্যক্তি কৌলদিগের অর্চ্চনা পূর্ব্বক শান্ত ও অতি-

---

আর যাঁহারা কালী বা তারার উপাসক, তাঁহাদিগকে 'ওঁ তারিণী কালিকা চণ্ডা' ইত্যাদি নিগমলতাদিতন্ত্র-প্রোক্ত মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। পরন্তু নিগমলতাদির মন্ত্র শাক্তাভিষেকে ব্যবহৃত হয় না। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের সমুদয় ব্যাপারই শ্রীকুলের ন্যায়; কারণ এই আদ্যাকালী শ্রীকুলের অন্তর্গত। দক্ষিণাকালী প্রভৃতি কালীকুলের অন্তর্গত।

(৩১৯)—নামকরণের সময় গুরু কহিবেন যে, "বৎস অমুক! অদ্যপ্রভৃতি ত্বম্‌ (অমুক-গোত্রঃ) শ্রীঅমুকানন্দনাথ নামাসি।" অগ্রে স্ব স্ব ইষ্টদেবতার কোন আবরণের নাম, তদন্তে 'আনন্দনাথ' শব্দ যোগ করিয়া নাম দেওয়াই শ্রেয়ঃকল্প।

কৃতকৌলার্চ্চনো ধীরঃ শান্তোঽতিবিনয়ান্বিতঃ।
শ্রীগুরোশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বেদমর্থয়েৎ॥ ১৮৫॥
শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধে।
পরামৃতপ্রদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথম্॥ ১৮৬॥
আজ্ঞাং মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ।
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতম্॥ ১৮৭॥
চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর।
কৃতার্থং কুরু সংশিষ্যং দেহ্যস্মৈ কুলামৃতম্॥ ১৮৮॥
আজ্ঞামাদায় কৌলানাং পরমামৃতপূরিতম্।
সশুদ্ধিকং পানপাত্রং শিষ্যহস্তে সমর্পয়েৎ॥ ১৮৯॥
হৃদ্যাকৃষ্য গুরুর্দেবীং ব্রহ্মরন্ধ্রসংলগ্নভস্মনা।
স্বস্য শিষ্যস্য কৌলানাং কূর্চ্চে চ তিলকং ন্যসেৎ॥ ১৯০॥

কৃতেত্যাদি। অর্থয়েৎ যাচেৎ। ১৮৫।
যৎ প্রার্থয়েত্তদাহ, শ্রীনাথেত্যাদ্যেকেন॥ ১৮৬। ১৮৭। ১৮৮।১৮৯।১৯০।

বিনীত হইয়া ভক্তিসহকারে শ্রীগুরুর চরণদ্বয় স্পর্শ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে যে, [১৮৫] শ্রীনাথ! আপনি জগতের নাথ, আপনি আমারও নাথ। করুণানিধে! এক্ষণে পরমামৃত প্রদান পূর্ব্বক আমার মনোরথ পূর্ণ করুন।[১৮৬] *(এই সময় গুরু কৌলদিগকে বলিবেন যে,) কৌলগণ! আপনারা* আমার প্রতি আজ্ঞা প্রদান করুন, আমি এই বিনয়সম্পন্ন সৎশিষ্যকে পরমামৃত *প্রদান করি।[১৮৭] (কৌলগণ কহিবেন,) চক্রেশ্বর! আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর!* আপনি কৌলরূপ পদ্মবনের ভাস্কর স্বরূপ। আপনি এই সৎশিষ্যকে চরিতার্থ করুন। ইহাকে কুলামৃত দিউন।[১৮৮]

গুরু উক্ত বিধানে কৌলদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি সহিত পরমামৃত-পূরিত পানপাত্র শিষ্যহস্তে সমর্পণ করিবেন।[১৮৯] ইহার পর গুরু, দেবী

ততঃ প্রসাদতত্ত্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন্‌।
চক্রানুষ্ঠানবিধিনা বিদধ্যাৎ পানভোজনম্‌ ॥ ১৯১ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভিষেচনম্‌।
ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবত্বফলসাধনম্‌ ॥ ১৯২ ॥
নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্‌।
অথবাপ্যেকরাত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনম্‌ ॥ ১৯৩ ॥
সংস্কারেঽস্মিন্‌ কুলেশানি পঞ্চ কল্পাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নবরাত্রে বিধাতব্যং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্‌ ॥ ১৯৪ ॥
নবনাভং সপ্তরাত্রে পঞ্চাব্জং পঞ্চরাত্রকে।
ত্রিরাত্রে বৈকরাত্রে চ পদ্মমষ্টদলং প্রিয়ে ॥ ১৯৫ ॥
মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে নবনাভেঽপি সাধকৈঃ।
স্থাপনীয়া নব ঘটাঃ পঞ্চাব্জে পঞ্চসংখ্যকাঃ ॥ ১৯৬ ॥

তত ইত্যাদি। বিদধ্যাৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৯১ ॥ ১৯২ ॥ ১৯৩ ॥১৯৪॥১৯৫॥১৯৬॥

ভগবতীকে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া স্রুবসংলগ্ন ভস্ম দ্বারা আপনার, শিষ্যের ও কৌলদিগের ললাটে তিলক দিবেন।[১৯০]

অনন্তর গুরু প্রসাদীয় তত্ত্ব সমুদায় কৌলদিগকে পরিবেশন করিয়া চক্রানুষ্ঠানের বিধানানুসারে পান ও ভোজন করিবেন (৩২০)।[১৯১] দেবি! এই আমি তোমার নিকট শুভ পূর্ণাভিষেকবিধি কহিলাম। ইহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে ও শিবত্ব লাভ হইয়া থাকে।[১৯২]

নবরাত্রি, সপ্তরাত্রি, পঞ্চরাত্রি, ত্রিরাত্রি অথবা এক রাত্রিতে পূর্ণাভিষেক করিবে।[১৯৩] কুলেশ্বরি! এই পূর্ণাভিষেক-সংস্কারে উক্ত পাঁচটি কল্প আছে। যদি নবরাত্রি অভিষেক হয়, তাহা হইলে সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিতে হইবে।[১৯৪] পরন্তু, প্রিয়ে! সপ্তরাত্রি অভিষেকস্থলে নবনাভ মণ্ডল, পঞ্চরাত্রি অভিষেক স্থলে পঞ্চাব্জ মণ্ডল এবং ত্রিরাত্রি ও একরাত্রি অভিষেকস্থলে অষ্টদল

(৩২০)—চক্রানুষ্ঠান বিধি ২৭৩ পৃষ্ঠা হইতে ২৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখুন।

নলিনেঽষ্টদলে দেবি ঘটস্ত্বেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ কেশরাদিষু পূজয়েৎ ॥ ১৯৭ ॥
পূর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কৌলানাং নির্ম্মলাত্মনাম্।
দর্শনাৎ স্পর্শনাদ্ঘ্রাণাৎ দ্রব্যশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ১৯৮ ॥
শাক্তৈর্ব্বা বৈষ্ণবৈঃ শৈবৈঃ সৌরৈর্গাণপতৈরপি।
কৌলধর্ম্মাশ্রিতঃ সাধুঃ পূজনীয়োঽতিযত্নতঃ ॥ ১৯৯ ॥
শাক্তে শাক্তো গুরুঃ শস্তঃ শৈবে শৈবো গুরুর্মতঃ।
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো গুরুরুদাহৃতঃ ॥ ২০০ ॥

নলিনে ইত্যাদি। নলিনে পদ্মে ॥ ১৯৭ ॥ ১৯৮ ॥ ১৯৯ ॥ ২০০ ॥

পদ্ম রচনা করিতে হইবে (৩২১)।[১৯৬] সাধকগণ সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলে ও নবনাভ মণ্ডলে নয়টি ঘট এবং পঞ্চাব্জ মণ্ডলে পাঁচটি ঘট স্থাপন করিবে।[১৯৬] পরন্তু দেবি! অষ্টদল পদ্ম স্থলে একটি মাত্র ঘট স্থাপন করিতে হইবে। এই পদ্মের কেশরাদিতে অঙ্গদেবতা ও আবরণদেবতাদিগের পূজা করিবে।[১৯৭]

যাঁহারা পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত নির্ম্মলহৃদয় কৌল, তাঁহাদের দর্শন স্পর্শন বা ঘ্রাণ মাত্রেই দ্রব্যশুদ্ধি হইয়া থাকে।[১৯৮] মানব শাক্ত হউন, বৈষ্ণব হউন, শৈব হউন, সৌর হউন, বা গাণপত হউন, যে কোন উপাসকই হউন, তাঁহার অবশ্যই অতিযত্ন পূর্ব্বক কুলধর্ম্মাশ্রিত সাধুর পূজা করা কর্ত্তব্য।[১৯৯]

শাক্তদিগের পক্ষে শাক্ত গুরু, শৈবদিগের পক্ষে শৈব গুরু, বৈষ্ণবদিগের পক্ষে বৈষ্ণব গুরু, সৌরদিগের পক্ষে সৌর গুরু,[২০০] এবং গাণপতদিগের পক্ষে গাণপত গুরুই প্রশস্ত। পরন্তু কৌল ব্যক্তি সকলের পক্ষেই সদ্গুরু। অতএব

---

(৩২১)—নবনাভমণ্ডল-প্রস্তুত-প্রণালী ও তাহার প্রতিকৃতি মুদ্রিত তন্ত্রসারের ১২৮ পৃষ্ঠায় সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল ১২৪ এবং ১২৭ পৃষ্ঠায়, পঞ্চাব্জমণ্ডল ১২৯ পৃষ্ঠায় ও অষ্টদলপদ্ম ১৬৮ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। এই অষ্টদলপদ্ম তন্ত্রসারে সামান্য পূজাযন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।

গাণপে গাণপশ্চৈব কৌলঃ সর্ব্বত্র সদ্গুরুঃ।
অতঃ সর্ব্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদ্দীক্ষাং সমাচরেৎ ॥ ২০১ ॥
পঞ্চতত্ত্বেন যত্নেন ভক্ত্যা কৌলান্ যজন্তি যে।
উদ্ধৃত্য পুরুষান্ সর্ব্বান্ তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২০২ ॥
পশোর্ব্বক্ত্রাল্লব্ধমন্ত্রঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ।
বীরাল্লব্ধমনুর্বীরঃ কৌলাদ্ভবতি ব্রহ্মবিৎ ॥ ২০৩ ॥
শাক্তাভিষেকী বীরঃ স্যাৎ পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ।
স্বেষ্টপূজাবিধাবেব ন তু চক্রেশ্বরো ভবেৎ ॥ ২০৪ ॥

গাণপে ইত্যাদি। সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বপ্রযত্নেন ॥ ২০১ ॥ ২০২ ॥ ২০৩ ॥ ২০৪ ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তি (শৈব শাক্ত প্রভৃতি যে কোন সম্প্রদায়-ভুক্ত হউন,) সর্ব্বতো-ভাবে কৌলের নিকটই দীক্ষিত হইবেন।[২০১]

যাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক যত্ন সহকারে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা কৌলদিগের অর্চনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধার পূর্ব্বক আপনারাও পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন।[২০২]

যিনি পশুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যে পশুই, তদ্বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। আর যিনি বীরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বীর, এবং যিনি কৌলের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ হয়েন, সন্দেহ নাই।[২০৩]

যাঁহার শাক্তাভিষেক হইয়াছে, তিনি বীরের মধ্যে পরিগণিত। তিনি কেবল নিজ ইষ্টদেবতার পূজাকালেই পঞ্চতত্ত্ব শোধন (ও নিবেদন) করিতে পারিবেন (৩২২), পরন্তু কোনক্রমেই চক্রেশ্বর হইতে পারিবেন না; (সুতরাং সুধাঘট হইতে স্বহস্তে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পান করিতেও সমর্থ হইবেন না)।[২০৪]

---

(৩২২)—এই প্রমাণ অনুসারে অনেক সাধক শাক্তাভিষিক্ত হইয়া সুরা গ্রহণ করেন। আমাদের বিবেচনায় শাক্তাভিষেকে পঞ্চতত্ত্বের অনুকল্প গ্রহণেরই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

বীরঘাতী বৃথাপায়ী বীরাণাং স্ত্রীগমস্তথা।
স্তেয়ী মহাপাতকিনঃ তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ২০৫ ॥
কুলবর্ত্ম কুলদ্রব্যং কুলসাধকমেব চ।
যে নিন্দন্তি দুরাত্মানঃ তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০৬ ॥
নৃত্যন্তি রুদ্রডাকিন্যো নৃত্যন্তি রুদ্রভৈরবাঃ।
মাংসাস্থিচর্ব্বণানন্দাঃ সুরাকৌলদ্বিষাং নৃণাম্ ॥ ২০৭ ॥
দয়ালবঃ সত্যশীলাঃ সদা পরহিতৈষিণঃ।
তান্ গর্হয়ন্তো নরকাৎ নিষ্কৃতিং যান্তি ন ক্বচিৎ ॥ ২০৮ ॥

অথ পঞ্চ মহাপাতকিন আহ, বীরঘাতীত্যাদ্যেকেন। ২০৫ ॥২০৬॥২০৭॥ দয়ালব ইত্যাদি। গর্হয়ন্তঃ নিন্দয়ন্তঃ ॥ ২০৮ ॥ ২০৯ ॥

যিনি বীরহত্যা করেন, যিনি বৃথা পান করেন, যিনি বীরের পত্নীতে উপগত হয়েন, যিনি চৌর্য্যবৃত্তি করেন বা বীরদ্রব্য অপহরণ করেন, এবং যিনি এই চতুর্বিধ মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ করেন, তাঁহারা সকলেই মহাপাতকী।[২০৫] যে দুরাত্মা, কুলমার্গ, কুলদ্রব্য ও কুলসাধকের নিন্দা করে, তাহার অধোগতি হয়।[২০৬] রুদ্রডাকিনীগণ ও রুদ্রভৈরবগণ, সেই সুরাদ্বেষী ও কৌলবিদ্বেষী মনুষ্যগণের মাংস ও অস্থি চর্ব্বণ করিবার নিমিত্ত আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন।[২০৭] যাঁহারা দয়ালু, সত্যনিষ্ঠ ও সর্ব্বদা পরহিতৈষী, তাঁহারাও যদি কৌলদিগের নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও কোন প্রকারে নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না।[২০৮]

নানাতন্ত্রে আমি বহুবিধ প্রয়োগ বলিয়াছি, বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানেরও বিধান

যদিও ইষ্টপূজার সময় পঞ্চতত্ত্ব শোধন পূর্ব্বক ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিবার বিধি আছে, তথাপি, 'ন তু চক্রেশ্বরো ভবেৎ' এই বাক্য দ্বারা স্বয়ং পরিবেশন করিয়া (স্বয়ং ঢালিয়া) পানাদি করা নিষিদ্ধ হইতেছে। কারণ যিনি পরিবেশন করেন, তিনিই চক্রেশ্বর। আর পরিবেশন ব্যতিরেকে পানাদি করা অসম্ভব। পরন্তু যদি কোন কৌল কৃপা করিয়া শাক্তাভিষিক্ত ব্যক্তিকে প্রসাদ দেন, তৎকালে যদি সেই ব্যক্তি সেই প্রসাদ পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করে, সে বিষয়ে কাহারো আপত্তি নাই।

উক্তা প্রয়োগা বহবঃ কর্ম্মাণি বিবিধানি চ।
ব্রহ্মৈকনিষ্ঠকৌলস্য ত্যাগানুষ্ঠানয়োঃ সমম্ ॥ ২০৯ ॥
একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্বার্চ্চয়া তদর্চ্চা স্যাৎ যতঃ সর্ব্বং তদন্বিতম্ ॥ ২১০ ॥
ফলাসক্তাঃ কামপরাঃ কর্ম্মজালরতাঃ প্রিয়ে।
পৃথক্ত্বেন যজন্তোঽপি তৎ প্রয়ান্তি বিশন্তি চ ॥ ২১১ ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি।
জ্ঞেয়ঃ স এক সৎকৌলো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি মৃতক্রিয়া
পূর্ণাভিষেককথনং নাম দশমোল্লাসঃ
সমাপ্ত।

একমেবেত্যাদি। তদর্চ্চা পরব্রহ্মার্চ্চনম্। তদন্বিতং পরব্রহ্মান্বিতম্ ॥ ২১০ ॥
ফলাসক্তা ইত্যাদি। অত ইতি শেষঃ। কর্ম্মজালরতাঃ কর্ম্মসমূহানুরক্তাঃ। তৎ পরংব্রহ্ম ॥ ২১১ ॥
সর্ব্বমিত্যাদি ॥ ২১২ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং দশমোল্লাসঃ।

করিয়াছি; পরন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ কৌলের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়ই সমান, (কারণ তাঁহারা সকল বিষয়েই রাগ-দ্বেষাদি-পরিশূন্য)।[২০৯]

একমাত্র পরমব্রহ্ম জগন্মণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন; অতএব জগন্মণ্ডলের অন্তর্গত যে কোন বস্তুর পূজা করিলে সেই ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়; কারণ জগতের কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।[২১০] প্রিয়ে! যাহারা কর্ম্মকাণ্ডে নিরত, কামপরায়ণ ও কর্ম্মফলে আসক্ত, তাহারা পৃথগ্‌ভাবে দেবতার পূজা করিয়াও যথাসময়ে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ও ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে।[২১১]

যিনি সমুদয় বস্তুতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান এবং ব্রহ্মই সমুদয় বস্তুর আধার, এরূপ অবলোকন করেন, তিনিই সৎকৌল ও জীবন্মুক্ত, সন্দেহ নাই।[১১২]

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি কথন নামক দশম উল্লাস সমাপ্ত।

একাদশোল্লাসঃ।

—:o:—

শ্রুত্বা শাম্ভবধর্ম্মাণি বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ।
অপর্ণা পরয়া প্রীত্যা পপ্রচ্ছ শঙ্করং প্রতি ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাঃ সংস্কারা লোকসিদ্ধয়ে।
কথিতাঃ কৃপয়া মহ্যং সর্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া প্রভো ॥ ২ ॥

কলৌ লোকানাং প্রায়শো নাস্তিকত্বাৎ সংশয়াপন্নমানসত্বাৎ কামক্রোধাদ্যভিভূতত্বাৎ সর্ব্বদেন্দ্রিয়সুখাকাঙ্ক্ষিত্বাচ্চ সদাশিবপ্রোক্তসন্মার্গানমুষ্ঠানাত্বন্নিষিদ্ধদুর্বর্ত্মনঃ সেবনাচ্চানেকবিধং পাপমুৎপদ্যেত। ততশ্চ তেষাং কথং বিমুক্তিরিত্যাশয়বতী পার্ব্বতী শঙ্করং পৃচ্ছতি স্মেত্যাহ, শ্রুত্বেত্যাদিনা। বর্ণা ব্রাহ্মণাদয়শ্চাশ্রমৌ গার্হস্থ্যভৈক্ষুকৌ চ তেষাং বিভেদতঃ শাম্ভবধর্ম্মাণি শম্ভুপ্রোক্তধর্ম্মাণি শ্রুত্বা অপর্ণা ব্রতত্যক্তপত্রা পার্ব্বতী পরযোত্তময়া প্রীত্যা শঙ্করং কল্যাণকর্ত্তারং মহাদেবং প্রতি পপ্রচ্ছ ॥ ১ ॥

কিং পপ্রচ্ছেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং প্রষ্টব্যমেবাভিধাতুমুপক্রমতে, বর্ণাশ্রমেত্যাদি বক্ষ্যমহ সীত্যন্তং শ্লোকত্রয়ম্। প্রভো হে স্বামিন্! যদ্যপি লোকসিদ্ধয়ে লোকনির্ব্বাহনিষ্পত্তয়ে বর্ণানামাশ্রমাণাং চাচারা ধর্ম্মাঃ সংস্কারাশ্চ সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বং জানতা ত্বয়া কৃপয়া মহ্যং মামুদ্দিশ্য কথিতা উক্তাঃ ॥ ২ ॥

ভগবতী অপর্ণা (৩২৩), ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ ও গার্হস্থ্য ভৈক্ষুক প্রভৃতি আশ্রম বিভেদে শম্ভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতা হইয়া শঙ্করকে (পুনর্ব্বার) জিজ্ঞাসা করিলেন।[১]

শ্রীভগবতী কহিলেন। প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট লোকযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী বর্ণ ও আশ্রমের আচার, ধর্ম্ম ও সংস্কার সমুদায় কহিলেন।[২] পরন্তু কলিকালের মনুষ্যগণ, কামক্রোধাদি দ্বারা

---

(৩২৩) তপোনুষ্ঠান সময়ে ভগবতি, পর্ণ অর্থাৎ পত্র পর্য্যন্ত আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি 'অপর্ণা' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

কলৌ দুর্ব্বৃত্তয়ো লোকাঃ কামক্রোধান্ধচেতসঃ।
নাস্তিকাঃ সংশয়াত্মানঃ সদেন্দ্রিয়সুখৈষিণঃ ॥ ৩ ॥
ভবন্নিগদিতং বর্ত্ম * নানুষ্ঠাস্যন্তি দুর্ধিয়ঃ।
তেষাং কা গতিরীশান বিশেষাদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি লোকানাং হিতকারিণি।
ত্বং জগজ্জননী দুর্গা জন্মসংসারমোচনী ॥ ৫ ॥

তথাপি কলৌ লোকা জনা ভবন্নিগদিতং ভবতা কথিতং বর্ত্ম মার্গং নানুষ্ঠাস্যন্তীতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। শিবোক্তবর্ত্মানুষ্ঠানে হেতুং দর্শয়ন্ লোকান্ বিশিনষ্টি, কলৌ দুর্ব্বৃত্তয় ইত্যাদিনা। কথম্ভূতাঃ লোকাঃ দুর্ব্বৃত্তয়ঃ দুষ্টে কর্ম্মণি বৃত্তির্দুষ্টা বা বৃত্তির্যেষাং তে। দুষ্টে কর্ম্মণি বর্ত্তমানা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কামক্রোধান্ধচেতসঃ কামক্রোধাভ্যামন্ধঞ্চেতো যেষাং তথাভূতাঃ। নাস্তিকাঃ পরলোকাদিকং নাস্তীতি বুদ্ধিশালিনঃ। সংশয়াত্মানঃ পরলোকাদিকমস্তি নাস্তি বেতি সন্দেহাপন্নমানসাঃ। সদেন্দ্রিয়সুখৈষিণঃ সর্ব্বদা রসনাদীন্দ্রিয়সুখাকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৩ ॥

ভবদিত্যাদি। দুর্ধিয়ঃ দুর্ব্বুদ্ধয়ঃ। ঈশান হে ঐশ্বর্য্যশালিন্! তেষাং লোকানাং কা গতিঃ কো বিমুক্ত্যুপায়ঃ স্যাদিতি বিশেষাদ্বক্তুং কথয়িতুমর্হসি যোগ্যং ভবসি। গতির্জ্ঞানে দশায়াং চ মার্গে যাত্রাভ্যুপায়য়োরিতি কোষঃ ॥ ৪ ॥

শম্ভুরিদানীমপর্ণাপ্রশ্নং স্তৌতি, সাধুপৃষ্টমিত্যাদিনা। দেবি হে দ্যুতিমতি! ত্বয়া সাধু মনোরমং পৃষ্টম্। সাধুপ্রশ্নে হেতুং বদন্নাহ, লোকানামিতি। কীদৃশি দেবি লোকানাং হিতকারিণি জনানামভীষ্টোৎপাদয়িত্রি। লোকানাং হিতকারিণীত্বে বীজং দর্শয়ন্নাহ, ত্বমিত্যাদি। ত্বং জগজ্জননী জগতাং জনয়িত্রী জগজ্জননীত্বাল্লোকানাং হিতকারিণী লোকানাং হিতকারিণীত্বাচ্চ সাধু পৃষ্টমিতি

অন্ধ, দুর্ব্বৃত্ত, নাস্তিক, সংশয়াপন্ন ও সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী হইবে।[৩] ঈশান! এই সকল দুর্বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি আপনকার নিগদিত পথের অনুসরণ করিবে না। অতএব তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি হইবে, বিশেষ রূপে বলুন।[৪]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। তুমি লোকের হিতকারিণী, জগতের জননী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা ও সংসারবন্ধন-মোচনী।[৫]

---

* ভবন্নিগদিতং ধর্ম্মম্ ইতি বা পাঠঃ।

ত্বমাদ্যা জগতাং ধাত্রী পালয়িত্রী পরাৎপরা।
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে দেবি বিশ্বমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৬ ॥
ত্বমেব পৃথ্বী ত্বং বারি ত্বং বায়ুস্ত্বং হুতাশনঃ।
ত্বং বিয়ত্ত্বমহঙ্কারঃ ত্বং মহত্তত্ত্বরূপিণী ॥ ৭ ॥
ত্বমেব জীবো লোকেঽস্মিন্ ত্বং বিদ্যা পরদেবতা।
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ বিশ্বেষাং ত্বং গতিঃ স্থিতিঃ ॥ ৮ ॥
ত্বমেব বেদাঃ প্রণবঃ স্মৃতয়স্ত্বং হি সংহিতাঃ।
নিগমাগমতন্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রময়ী শিবা ॥ ৯ ॥

যোজ্যম্। জন্মসংসারমোচনী জন্মনঃ উৎপত্তেঃ সংসারাৎ পুনঃপুনর্যাতায়াত-কর্ত্তঃ কলত্রপুত্রাদেশ্চ মুক্তিকর্ত্রী। অতএব দুঃখেন গম্যতে জ্ঞায়তে যা সা দুর্গা দুর্জ্ঞেয়া চ ত্বম্ ॥ ৫ ॥

ত্বমিত্যাদি। ত্বং জগতামাদ্যা আদিভূতাসি। জগতাং ধাত্রী পোষ্ট্রী চ ত্বম্। পালয়িত্রী জগতাং রক্ষিকা চ ত্বমেব। পরাৎ শ্রেষ্ঠাদপি পরা শ্রেষ্ঠা চ ত্বম্। হে দেবি কান্তিমতি! চরাচরং জঙ্গমস্থাবরমেতদ্বিশ্বং ত্বয়ৈব ধার্য্যতে ॥ ৬ ॥

ত্বমেবেত্যাদি। ত্বং চাহঙ্কারঃ। মহত্তত্ত্বরূপিণী চ ত্বমেব ॥ ৭ ॥

ত্বমেবেত্যাদি। অস্মিন্ লোকে যো জীবস্তদ্রূপা চ ত্বমেব। বিদ্যা আত্মজ্ঞান-রূপা চ ত্বম্। পরদেবতা শ্রেষ্ঠদেবতা চ ত্বমেবাসি। ইন্দ্রিয়াণি নেত্রাদীনি মনো হৃদয়ং বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং তত্তদ্রূপা চ ত্বং ভাসি। বিশ্বেষাং যা গতিঃ স্থিতিশ্চ তদ্রূপা চ ত্বমেব ॥ ৮ ॥

ত্বমেবেত্যাদি। বেদা যজুরাদয়ঃ তদ্রূপা চ ত্বমেবাসি। প্রণব ওঙ্কাররূপা চ ত্বম্। স্মৃতয়ো মন্বাদিকথিতধর্ম্মশাস্ত্রাণি তদ্রূপা চ ত্বম্। সংহিতা মহাভার-

---

দেবি! তুমি জগতের আদিভূতা, তুমি জগতের ধাত্রী ও পালয়িত্রী, এবং তুমি পরাৎপরা। এই চরাচর বিশ্ব তুমিই ধারণ করিতেছ।[৬]

দেবি! তুমি পৃথিবী, তুমিই সলিল, তুমি বায়ু, তুমিই হুতাশন, তুমি আকাশ, তুমি অহঙ্কারতত্ত্ব, তুমি মহত্তত্ত্ব,[৭] এবং তুমিই ইহলোকস্থিত সমুদায় জীব। তুমিই বিদ্যা, তুমি পরমদেবতা, তুমি ইন্দ্রিয়সমুদায়, তুমি মনঃ, তুমি বুদ্ধি, এবং তুমিই জগতের গতি ও স্থিতি।[৮] তুমিই বেদ, তুমিই প্রণব, স্মৃতি-

মহাকালী মহালক্ষ্মীঃ মহানীলসরস্বতী।
মহোদরী মহামায়া মহারৌদ্রী মহেশ্বরী ॥ ১০ ॥

ত্যাদয়স্তদ্রূপা চ ত্বমেবাসি। নিগমঃ শম্ভুপ্রশ্নঃ পার্ব্বতীমুখজাতঃ পদ্যরূপো গ্রন্থবিশেষঃ। আগমশ্চ শিবমুখাগতগিরিজাননযাতবাসুদেবমতঃ পদ্যরূপগ্রন্থবিশেষ এব। তন্ত্রং চাম্বিকামুদ্দিশ্য শিবোক্তো গণেশলিখিত গ্রন্থবিশেষ এব। তত্তদ্রূপা চ ত্বমেব। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী বেদান্তাদিসকলশাস্ত্ররূপা চ ত্বম্। শিবা কল্যাণৈকনিলয়ভূতা চ ত্বমসি॥ ৯ ॥

মহেত্যাদি। জগৎসংহর্ত্রীত্বান্মহাকালী ত্বম্। সম্পত্তিবৃদ্ধিহেতুত্বান্মহালক্ষ্মীশ্চ ত্বমেব। বিদ্যাপ্রদাত্রীত্বান্মহানীলসরস্বতী চ ত্বমেবাসি। অশেষজগৎকুক্ষিত্বান্মহোদরী ত্বম্। জগন্মোহয়িত্রীত্বান্মহামায়া চ ত্বম্। মহারৌদ্রী অত্যুগ্রা চ ত্বম্। মহেশ্বরী মহৈশ্বর্য্যবিশিষ্টা চ ত্বম্॥ ১০ ॥

সমুদায়ও তুমি, তুমিই সংহিতাসমুদায়. তুমিই নিগম, তুমিই আগম, তুমিই তন্ত্র (৩২৪) এবং তুমিই সর্ব্বশাস্ত্রময়ী ও কল্যাণময়ী শিবা।[৯] তুমি মহাকালী, তুমি মহানীলসরস্বতী, তুমি মহোদরী, তুমি মহামায়া, তুমি মহারৌদ্রী, এবং তুমি মহেশ্বরী।[১০] তুমি সর্ব্বজ্ঞা, তুমি জ্ঞানময়ী; সুতরাং তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই

---

(৩২৪)—তন্ত্র শব্দ তন ধাতুর উত্তর ত্র প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। তন ধাতুর অর্থ বিস্তার করা। কোন্ উপায়ে মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাহাই যাহাতে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে, তাহার নাম তন্ত্র।

তন্ত্রলক্ষণ যথা বারাহীতন্ত্রে ;—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ। দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্॥
তথৈবাশ্রমধর্ম্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ। সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ॥
উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্। সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ॥
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্। শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্॥
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্। রাজধর্ম্মো দানধর্ম্মো যুগধর্ম্মস্তথৈব চ॥
ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্। ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

এই তন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত, আগম ও নিগম। শিবপ্রোক্ত তন্ত্রের নাম আগম, এবং ভগবতীপ্রোক্ত তন্ত্রের নাম নিগম। তন্ত্রেই কথিত আছে ;—

আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে। মতঞ্চ বাসুদেবস্য আগমঃ পরিচক্ষ্যতে॥

সত্যমুক্তং ত্বয়া দেবি মনুজানাং বিচেষ্টিতম্।
জানন্তোঽপি হিতং * মত্তাঃ পাপৈরাশুসুখপ্রদৈঃ ॥১২॥
নাচরিষ্যন্তি সদ্বর্ত্ম হিতাহিতবহিষ্কৃতাঃ।
তেষাং নিঃশ্রেয়সার্থায় কর্ত্তব্যং যত্তদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥
অনুষ্ঠানং নিষিদ্ধস্য ত্যাগো বিহিতকর্ম্মণঃ।
নৃণাং জনয়তঃ পাপং ক্লেশশোকাময়প্রদম্ ॥ ১৪ ॥
স্বানিষ্টমাত্রজননাৎ পরানিষ্টোপপাদনাৎ।
তদেব পাপং দ্বিবিধং জানীহি কুলনায়িকে ॥ ১৫ ॥

সাধুমার্গং নাচরিষ্যন্তি নানুষ্ঠাস্যন্তি। সদ্বর্ত্মানাচরণে হেতুং বদন্মনুজান্ বিশিনষ্টি। কথংভূতা মনুজাঃ আশুসুখপ্রদৈঝটিতি সুখপ্রাপকৈরবৈধস্ত্রীগমনসুরাপানাদিভিঃ পাপৈঃ কর্ম্মভির্মত্তাঃ অতএব হিতাহিতাভ্যাং বহিষ্কৃতাঃ অতো নাচরিষ্যন্তীতি ভাবঃ। তেষাং মনুজানাং নিঃশ্রেয়সার্থায় মুক্তয়ে যৎ কর্ত্তব্যং বিধেয়ং তদুচ্যতে ॥ ১২ ॥ ১৩॥

প্রথমতো নিষিদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানাভ্যাং পাপোৎপত্তিবিতি ব্রূতে, অনুষ্ঠানমিত্যাদিনা। নিষিদ্ধস্য কর্ম্মণোঽনুষ্ঠানমাচরণং বিহিতকর্ম্মণস্ত্যাগোঽনাচরণং নৃণাং ক্লেশশোকাময়প্রদং দুঃখশোকব্যাধিপ্রদায়কং পাপং জনয়তঃ উৎপাদয়তঃ ॥ ১৪ ॥

অথ পূর্ব্বোক্তপাপস্য সহেতুকং দ্বৈবিধ্যং সম্পাদয়তি, স্বানিষ্টেত্যাদিনা। কুলনায়িকে হে কুলেশ্বরি! স্বানিষ্টমাত্রজননাদাত্মন এবানীপ্সিতস্যোৎপাদনাৎ তথা পরানিষ্টোপপাদনাদন্যানাকাঙ্ক্ষিতস্যাপি জননাত্তদেব পূর্ব্বোক্তং পাপং দ্বিবিধং দ্বিপ্রকারকং জানীহি প্রতীহি ॥ ১৫ ॥

দেবি! কলিযুগে মানবগণের যেরূপ আচার ব্যবহার হইবে তাহা তুমি যথার্থরূপই বলিলে। তাহারা যাহাতে হিত হইবে, তাহা পরিজ্ঞাত থাকিয়াও আশুসুখপ্রদ অবৈধ-স্ত্রী-গমন সুরাপান প্রভৃতি পাপে মত্ত ও[১২] হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া সৎপথের অনুসরণ করিবে না। অতএব ইহাদের মুক্তির নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি।[১৩]

নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বৈধ কর্ম্মের অননুষ্ঠান, এতদুভয় দ্বারা মনুষ্যের

* হিতান্ ইতি পাঠান্তরম্।

পরানিষ্টকরাৎ পাপাৎ মুচ্যতে রাজশাসনাৎ।
অন্যস্মান্মুচ্যতে মর্ত্ত্যঃ প্রায়শ্চিত্তাৎ সমাধিনা ॥ ১৬॥
প্রায়শ্চিত্তাথবা দণ্ডৈঃ ন পূতা যে কৃতাংহসঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে ইহামুত্র বিগর্হিতাঃ ॥ ১৭ ॥
তত্রাদৌ কথয়াম্যাদ্যে নৃপশাসননির্ণয়ম্।
যল্লঙ্ঘনান্মহেশানি রাজা যাত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৮॥

এবং দ্বিবিধপাপোৎপত্তিং প্রদর্শ্যেদানীং তস্মাদ্বিমুক্তেরুপায়ং বদতি, পরানিষ্টেত্যাদিনা। পরানিষ্টকরাদন্যস্যাপ্যনাকাঙ্ক্ষিতোৎপাদকাৎ পাপাৎ রাজশাসনাৎ রাজদণ্ডাৎ মর্ত্ত্যো জনো মুচ্যতে মুক্তো ভবতি। কর্ম্মকর্ত্তরি লট্। অন্যস্মাৎ স্বানিষ্টমাত্রজনকাৎ পাপাত্তু প্রায়শ্চিত্তাৎ প্রায়শ্চিত্তেন সমাধিনা চিত্তবৃত্তিনিরোধেন চ মুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

জাতদ্বিবিধপাপানাং প্রায়শ্চিত্তদণ্ডাভ্যাং পূতত্বাভাবে সর্ব্বদা নরকস্থায়িত্বং দর্শয়িতুমাহ, প্রায়শ্চিত্ত্যেত্যাদি। যে কৃতাংহসঃ কৃতপাপা জনাঃ প্রায়শ্চিত্তাৎ দণ্ডৈর্বা পূতাঃ পবিত্রা ন বভূবুঃ ইহলোকে পরলোকে চ বিগর্হিতা বিনিন্দিতাঃ সন্তস্তে নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে তত্রৈব তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অথ রাজশাসননির্ণয়ং বদংস্তদুল্লঙ্ঘয়তো ভূপতের্নরকগামিত্বমাহ, তত্রাদৌ-

---

পাপ হয়; ঐ নিজকৃত পাপ হইতে ক্লেশ শোক ও পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।[১৫] কুলনায়িকে! এই পাপ দ্বিবিধ, একপ্রকার পাপ দ্বারা কেবল আপনারই অনিষ্ট হয়, এবং অন্য প্রকার পাপ দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হয়।[১৫] যে পাপ হইতে পরের অনিষ্ট হয়, রাজদণ্ড দ্বারা সেই পাপ মোচন হইয়া থাকে। আর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ (পূর্ব্বক সাধনার উৎকর্ষতায়) মনুষ্য অন্যবিধ পাপ অর্থাৎ নিজানিষ্টকর পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে।[১৬]

যে সকল পাপাত্মা রাজদণ্ড দ্বারা বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্র না হয় তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে বিগর্হিত হইয়া থাকে এবং কোন ক্রমেই তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে না।

অতএব আদ্যে! প্রথমতঃ এক্ষণে রাজশাসন-বিধি বলিতেছি। মহেশ্বরি! রাজা যদি ইহা লঙ্ঘন করেন অর্থাৎ দণ্ডযোগ্য প্রজার দণ্ড প্রভৃতি না করেন,

পরানিষ্টকরাৎ পাপাৎ মুচ্যতে রাজশাসনাৎ।
অন্যস্মান্মুচ্যতে মর্ত্ত্যঃ প্রায়শ্চিত্তাৎ সমাধিনা ॥ ১৬॥
প্রায়শ্চিত্তাথবা দণ্ডৈঃ ন পূতা যে কৃতাংহসঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে ইহামুত্র বিগর্হিতাঃ ॥ ১৭॥
তত্রাদৌ কথয়াম্যাদ্যে নৃপশাসননির্ণয়ম্।
যল্লঙ্ঘনান্মহেশানি রাজা যাত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৮॥

এবং দ্বিবিধপাপোৎপত্তিং প্রদর্শ্যেদানীং তস্মাদ্বিমুক্তেরুপায়ং বদতি, পরানিষ্টেত্যাদিনা। পরানিষ্টকরাদন্যস্যাপ্যনাকাঙ্ক্ষিতোৎপাদকাৎ পাপাৎ রাজশাসনাৎ রাজদণ্ডাৎ মর্ত্ত্যো জনো মুচ্যতে মুক্তো ভবতি। কর্ম্মকর্ত্তরি লট্। অন্যস্মাৎ স্বানিষ্টমাত্রজনকাৎ পাপাত্তু প্রায়শ্চিত্তাৎ প্রায়শ্চিত্তেন সমাধিনা চিত্তবৃত্তিনিরোধেন চ মুচ্যতে॥ ১৬॥

জাতদ্বিবিধপাপানাং প্রায়শ্চিত্তদণ্ডাভ্যাং পূতত্বাভাবে সর্ব্বদা নরকস্থায়িত্বং দর্শয়িতুমাহ, প্রায়শ্চিত্তেত্যাদি। যে কৃতাংহসঃ কৃতপাপা জনাঃ প্রায়শ্চিত্তৈঃ দণ্ডৈর্বা পূতাঃ পবিত্রা ন বভূবুঃ ইহলোকে পরলোকে চ বিগর্হিতা বিনিন্দিতাঃ সন্তস্তে নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে তত্রৈব তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

অথ রাজশাসননির্ণয়ং বদংস্তদনুল্লঙ্ঘয়তো ভূপতের্নরকগামিত্বমাহ, তত্রাদা-

---

পাপ হয়; ঐ নিজকৃত পাপ হইতে ক্লেশ শোক ও পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে।[১৫] কুলনায়িকে! এই পাপ দ্বিবিধ, একপ্রকার পাপ দ্বারা কেবল আপনারই অনিষ্ট হয়, এবং অন্য প্রকার পাপ দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হয়।[১৫] যে পাপ হইতে পরের অনিষ্ট হয়, রাজদণ্ড দ্বারা সেই পাপ মোচন হইয়া থাকে। আর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ (পূর্ব্বক সাধনার উৎকর্ষতায়) মনুষ্য অন্যবিধ পাপ অর্থাৎ নিজানিষ্টকর পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে।[১৬]

যে সকল পাপাত্মা রাজদণ্ড দ্বারা বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্র না হয় তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে বিগর্হিত হইয়া থাকে এবং কোন ক্রমেই তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে না।

অতএব আদ্যে! প্রথমতঃ এক্ষণে রাজশাসন-বিধি বলিতেছি। মহেশ্বরি! রাজা যদি ইহা লঙ্ঘন করেন অর্থাৎ দণ্ডযোগ্য প্রজার দণ্ড প্রভৃতি না করেন,

ভৃত্যান্ পুত্রানুদাসীনান্ প্রিয়ানপি তথাপ্রিয়ান্ ।
শাসনে চ তথা ন্যায়ে সমদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৯ ॥
স্বয়ং চেৎ কৃতপাপঃ স্যাৎ পীড়য়েদকৃতাংহসঃ ।
উপবাসৈশ্চ দানৈস্তান্ পরিতোষ্য বিশুধ্যতি ॥ ২০ ॥
বধার্হং মন্যমানঃ স্বং কৃতপাপো নরাধিপঃ ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ২১ ॥

বিত্যাদিনা। হে আদ্যে হে মহেশানি! তত্র প্রায়শ্চিত্তনৃপশাসনয়োর্মধ্যে আদৌ প্রথমতো নৃপশাসননির্ণয়ং কথয়ামি। যস্য ত্যজনাৎ রাজাধমাঙ্গতিং যাতি ॥১৮॥

নৃপশাসননির্ণয়মেবাহ, ভৃত্যানিত্যাদিনা। ভৃত্যান্ ভর্ত্তব্যানমাত্যাদীন্ পুত্রানাত্মজান্ উদাসীনান্ শত্রুমিত্রভিন্নান্ প্রিয়ান্ হিতান্ তথা অপ্রিয়ান্ অহিতাংশ্চ শাসনে তথা ন্যায়ে চ রাজা সমদৃষ্ট্যা তুল্যদৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ পশ্যেৎ। ১৯ ॥

নন্বকৃতকিল্বিষান্ পুরুষান্ দণ্ডয়তঃ স্বয়ং কৃতকল্মষস্য কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, স্বয়ং চেদিত্যাদিনা। চেদ্যদি রাজা স্বয়ং কৃতপাপঃ স্যাৎ তদা উপবাসৈর্দানৈশ্চ বিশুধ্যতি। চেদ্যদি অকৃতাংহসোঽকৃতপাপান্ অন্যান্ পীড়য়েদ্দণ্ডয়েৎ তদা দানৈস্তানকৃতাংহসঃ পরিতোষ্য উপবাসৈর্দানৈশ্চ বিশুধ্যতি। অত্র পাপতারতম্যাদুপবাসদানয়োস্তারতম্যং বোদ্ধব্যম্ ॥ ২০ ॥

অথাত্মানং বধার্হং মন্যমানস্য কৃতদুষ্কৃতস্য ভূপতেঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, বধার্হমিত্যাদিনা। স্বমাত্মানং বধার্হং বধযোগ্যং মন্যমানঃ কৃতপাপো নরাধিপো রাজা রাজ্যং ত্যক্ত্বা বনং প্রাপ্য তপসাত্মানমুদ্ধরেৎ শোধয়েৎ ॥ ২১ ॥

তাহা হইলে তিনি নিরয়গামী হয়েন।[১৮] রাজা বিচারকালে ও দণ্ড করিবার সময়, ভৃত্যদিগকে, পুত্রদিগকে, উদাসীন অর্থাৎ আত্মসংস্রব পরিশূন্য জনগণকে, প্রিয় ব্যক্তিদিগকে, অপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে, সকলকেই সমান দৃষ্টিতে অবলোকন করিবেন; কাহারো প্রতি পক্ষপাত করিবেন না।[১৯]

রাজা যদি স্বয়ং পাপানুষ্ঠান করেন, অথবা নিরপরাধ ব্যক্তিকে কষ্ট দেন, তাহা হইলে নিজকৃত পাপ অনুসারে উপবাস ও দান দ্বারা এবং সেই প্রপীড়িত ব্যক্তিকে অর্থদানে পরিতুষ্ট করিয়া সেই অনুষ্ঠিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন।[২০] পরন্তু রাজা যদি গুরুতর পাপকর্ম্ম করিয়া

গুরুদণ্ডং নৈব রাজা বিদধ্যাল্লঘুপাপিষু।
ন লঘুং গুরুপাপেষু বিনা হেতুবিপর্য্যয়ে ॥ ২২ ॥
তস্মিন্ যৎশাসনে শাস্তা অনেকোন্মার্গবর্ত্তিনঃ।
পাপেভ্যো নির্ভয়ে শস্তো লঘুপাপে গুরুর্দমঃ ॥ ২৩ ॥
সকৃৎকৃতাপরাধেন সত্রপে বহুমানিনি।
পাপাদ্ভীরৌ প্রশস্তঃ স্যাৎ গুরুপাপে লঘুর্দমঃ ॥ ২৪ ॥

অথ দণ্ডবৈপরীত্যে হেত্বাবসতি লঘুপাপে গুরুদণ্ডং গুরুপাপে চ লঘুদণ্ডং নিষেধতি গুর্ব্বিত্যাদিনা। বিপর্য্যয়ে দণ্ডবৈপরীত্যে হেতুং বিনা লঘুপাপিষু জনেষু গুরুদণ্ডং রাজা নৈব বিদধ্যান্ন কুর্য্যাৎ। গুরুপাপেষু জনেষু লঘুদণ্ডং ন বিদধ্যাৎ ॥ ২২ ॥

বিনা হেতুবিপর্য্যযে ইত্যনেন বৈপরীত্যে কারণসত্ত্বে বিপরীতদণ্ডং বিদধ্যাদেবেতি ধ্বনিতমতো হেতুদর্শনপূর্ব্বকং বিপরীতদণ্ডং বিদধাতি, তস্মিন্নিত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। যৎশাসনে যচ্ছোন্মার্গবর্ত্তিনো জন্তু শাসনেঽনেকোন্মার্গবর্ত্তিনো বহবোঽসদ্বর্ত্মসু বর্ত্তমানা জনাঃ শাস্তা ভবন্তি তস্মিন্ পাপেভ্যো বহুভ্যোঽপি দুরিতেভ্যো নির্ভযে ভয়হীনেঽপি জনে লঘুপাপেঽপি গুরুর্দমঃ শস্তঃ ॥ ২৩ ॥

সকৃদিত্যাদি। সকৃৎকৃতাপরাধেন সত্রপে সলজ্জে বহুমানিনি সবহুমানে পাপাদেকস্মাদপি ভীরৌ ভয়শীলে জনে গুরুপাপেঽপি লঘুর্দমঃ প্রশস্তঃ ॥ ২৪ ॥

এরূপ বিবেচনা করেন যে, তিনি স্বয়ং বধদণ্ডের যোগ্য, তাহা হইলে তিনি সমুদায় রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া তপস্যাচরণ দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিবেন।[২১] রাজা কোন বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে গুরুপাপে লঘুদণ্ড অথবা লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিবেন না। ফলতঃ যদি বিশেষ কারণ থাকে, তাহা হইলে এই নিয়মের বিপর্য্যয় করিতেও পারিবেন।[২২] যে ব্যক্তি পাপকর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে নির্ভয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এবং সেই ব্যক্তিকে শাসন করিলে যদি বহুসংখ্য কুপথগামী ব্যক্তি তদ্দর্শনে ভীত ও কুপথ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সৎপথে আসিতে পারে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলে তাদৃশ স্থলে লঘু অপরাধেও গুরুদণ্ড করা প্রশস্ত।[২৩] পরন্তু যদি

মাতরং ভগিনীং কন্যাং গচ্ছতো নিধনং দমঃ।
তাসামপি সকামানাং তদেব বিহিতং শিবে ॥ ৩১ ॥
মাতাপিতৃস্বসৃস্তল্পং স্নুষাং শ্বশ্রূং গুরুস্ত্রিয়ম্।
পিতামহস্য বনিতাং তথা মাতামহস্য চ ॥ ৩২ ॥
পিত্রোর্ভ্রাতুঃ সুতাং জায়াং ভ্রাতুঃ পত্নীং সুতামপি।
ভাগিনেয়ীং প্রভোঃ পত্নীং তনয়াঞ্চ কুমারিকাম্ ॥ ৩৩ ॥
গচ্ছতাং পাপিনাং লিঙ্গ-চ্ছেদো দণ্ডো বিধীয়তে।
আসামপি সকামানাং দমো নাসানিকৃন্তনম্।
গৃহান্নির্য্যাপণং চৈব পাপাদস্মাদ্বিমুক্তয়ে ॥ ৩৪ ॥

স্বসৃতল্পং শয্যাং মৈথুনেচ্ছয়া গচ্ছতাং তথা স্নুষাং পুত্রবধূং তথা শ্বশ্রূং শ্বশুর-পত্নীং তথা গুরুস্ত্রিয়ং তথা পিতামহস্য মাতামহস্য চ বনিতাং স্ত্রিয়ং তথা পিত্রোর্ভ্রাতুঃ সুতাং মাতুলপিতৃব্যয়োঃ পুত্রীম্ তয়োরেব জায়াং ভার্য্যাং চ তথা ভ্রাতুঃ পত্নীং তস্যৈব সুতামপি তথা ভাগিনেয়ীং স্বসৃতনয়াম্ তথা প্রভোঃ পত্নীং তস্যৈব তনয়াং পুত্রীং চ তথা কুমারিকামবিবাহিতাং স্ত্রিয়ং গচ্ছতাং পাপিনাং লিঙ্গচ্ছেদঃ শিশ্নকর্ত্তনং দণ্ডো বিধীয়তে। সকামানামাসামপ্যস্মাৎ পাপাৎ বিমুক্তয়ে নাসানিকৃন্তনং নাসিকাচ্ছেদনং গৃহান্নির্য্যাপণং চ দমো দণ্ডো বিধীয়তে ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

অথ সপিণ্ডপত্নীতনয়াগামিনো বিশ্বসিতস্ত্রীগামিনশ্চ দণ্ডমাহ, সপিণ্ডে-

রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করিবেন, অধিকন্তু ঐ মাতা ভগিনী বা কন্যা যদি সকামা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগেরও ঐ প্রকার বধদণ্ড করিতে হইবে।[৩১]

যে ব্যক্তি মাতৃষ্বসা গমন, পিতৃষ্বসা গমন, পুত্রবধূ গমন, শাশুড়ী গমন, গুরু-পত্নী গমন, পিতামহী গমন, মাতামহী গমন,[৩২] পিতৃব্যকন্যা গমন, মাতুলকন্যা গমন, পিতৃব্যপত্নী গমন, মাতুলপত্নী গমন, ভ্রাতৃপত্নী গমন, ভ্রাতৃকন্যা গমন, ভাগিনেয়ী গমন, প্রভুপত্নী গমন, প্রভুকন্যা গমন অথবা কুমারী গমন করে,[৩৩] তাদৃশ পাপীর লিঙ্গচ্ছেদই বিধিবিহিত দণ্ড হইতেছে। ঐ সকল কামিনী যদি সকামা হয়, তাহা হইলে এই গুরুতর পাপমোচনের নিমিত্ত তাহাদিগের নাসিকাচ্ছেদন পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে।[৩৪]

সপিণ্ডদারতনয়াঃ স্ত্রিয়ং বিশ্বাসিনামপি।
সর্ব্বস্বহরণং কেশ-বপনং গচ্ছতো দমঃ॥ ৩৫॥
স্ত্রীভিরেতাভিরজ্ঞানাদ্ ভবেৎ পরিণয়ো যদি।
ব্রাহ্মেণ বাপি শৈবেন জ্ঞাত্বা তাস্তৎক্ষণং ত্যজেৎ॥ ৩৬॥
সবর্ণদারান্ যো গচ্ছেৎ অনুলোমপরস্ত্রিয়ম্।
দমস্তস্য ধনাদানং মাসৈকং কণভোজনম্॥ ৩৭॥

ত্যাদিনা। সপিণ্ডানাং দারাংস্তনয়াশ্চ বিশ্বাসিনামপি স্ত্রিয়ং গচ্ছতো জনস্য সর্ব্বস্বহরণং সর্ব্বধনাদানং কেশবপনং কেশমুণ্ডনং চ দমো ভবেৎ॥ ৩৫॥

অথাজ্ঞানতো বেদোক্তশিবোক্তবিধিভ্যাং সপিণ্ডাদিভির্জাতবিবাহস্য যদ্বিধেয়ং তদাহ, স্ত্রীভিরিত্যাদিনা। এতাভিঃ সপিণ্ডাদিতনয়াদিভিঃ স্ত্রীভির্ব্রাহ্মেণ বেদোক্তবিধিনা শৈবেন শিবোক্তবিধিনা বা যদ্যজ্ঞানাৎ পরিণয়ো বিবাহো ভবেৎ তদা জ্ঞাত্বা তাঃ স্ত্রীস্তৎক্ষণমেব ত্যজেৎ॥ ৩৬॥

নমু সবর্ণদারান্ সবর্ণানন্যবর্ণদারাংশ্চ গচ্ছতঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, সবর্ণেত্যাদিনা। যঃ পুমান্ সবর্ণদারান্ গচ্ছেৎ তথানুলোমপরস্ত্রিয়ং চ যো গচ্ছেৎ যথা ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াং ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যামেবম্। তস্য ধনাদানং মাসৈকং কণভোজনং চ দমো জ্ঞেয়ঃ॥ ৩৭॥

অথ জ্ঞানপূর্ব্বকব্রাহ্মণীগমনে ক্ষত্রিয়াদীনাং সকামায়াস্তস্যাশ্চ দণ্ডমাহ,

---

যে ব্যক্তি কোন সপিণ্ডের পত্নীতে বা কন্যাতে অথবা কোন বিশ্বস্ত লোকের পত্নীতে উপগত হইবে, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিবেন।[৩৫]

যদি অজ্ঞান বশতঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকার সম্পর্কবিশিষ্ট বা সপিণ্ড কোন নারীর সহিত কাহারো ব্রাহ্ম বা শৈব বিবাহ হয়; তাহা হইলে যখনই তাহা জানিতে পারিবে, তৎক্ষণাৎ সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে।[৩৬]

যে ব্যক্তি সজাতীয় পরপত্নীতে গমন করিবে, অথবা যে ব্যক্তি আপন অপেক্ষা হীন জাতীয় পরপত্নীতে গমন করিবে, রাজা তাহার যথাসম্ভব অর্থ দণ্ড করিয়া একমাস তাহাকে কণ-ভোজন করাইয়া রাখিবেন।[৩৭] বরাননে!

রাজন্যবৈশ্যশূদ্রাণাং সামান্যানাং বরাননে।
ব্রাহ্মণীং গচ্ছতাং জ্ঞানাৎ লিঙ্গচ্ছেদো দমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥
ব্রাহ্মণীং বিকৃতাং কৃত্বা দেশান্নির্য্যাপয়েন্নৃপঃ।
বীরস্ত্রীগামিনাং তাসাম্ এবমেব দমো বিধিঃ ॥ ৩৯ ॥
দুরাত্মা যস্তু রমতে প্রতিলোমপরস্ত্রিয়া।
দণ্ডস্তস্য ধনাদানং ত্রিমাসং কণভোজনম্ ॥ ৪০ ॥

রাজন্যেত্যাদনা। বরাননে শ্রেষ্ঠবদনে জ্ঞানাদ্ব্রাহ্মণীং গচ্ছতাং রাজন্যবৈশ্যশূদ্রাণাং সামান্যানামন্ত্যজানাং চ লিঙ্গচ্ছেদো দমো দণ্ডঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রাহ্মণীমিত্যাদি। সকামাং ব্রাহ্মণীমপি বিকৃতাম্ অথবাঙ্গহীনাং কৃত্বা নৃপো দেশান্নির্য্যাপয়েন্নিঃসারয়েৎ। অথ বীরস্ত্রিয়ো গচ্ছতাং তাসাং চ দণ্ডমাহ, বীরেতি। বীরস্ত্রীগামিনাং সকামানাং তাসাং চৈবমেব পূর্ব্ববদেব দমো বিধির্বিধাতব্য ইত্যর্থঃ বিধির্বিতি বি পূর্ব্বকাদ্ধাঞঃ উপসর্গে ঘোঃ কিরিতি কর্ম্মণি কিঃ। ৯।

অথ সবর্ণোত্তমবর্ণস্ত্রীগামিনাং পুংসাং তস্যাশ্চ সকামায়া দণ্ডমাহ, দুরাত্মেত্যাদিনা। যো দুরাত্মা দুষ্টচিত্তো দুর্বুদ্ধির্দুঃস্বভাবো বা প্রতিলোমপরস্ত্রিয়া সহ রমতে যথা শূদ্রো বৈশ্যয়েত্যেবম্। তস্য পুংসো ধনাদানং ত্রিমাসং কণভোজনং

যদি কোন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা সামান্য জাতি জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে তাহার লিঙ্গচ্ছেদরূপ দণ্ড করিতে হইবে।৩৮ আর রাজা, নাসিকা কর্ণ প্রভৃতি কোন অঙ্গচ্ছেদন বা মস্তকমুণ্ডনাদি দ্বারা ঐ নীচগামিনী ব্রাহ্মণীকে বিকৃতা করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরা বীরপত্নী গমন করে, তাহা হইলে তাহাদিগেরও ঐরূপ লিঙ্গচ্ছেদ এবং সকামা হইলে ঐ বীরস্ত্রীদিগেরও ঐরূপ কর্ণ-নাসিকাদিচ্ছেদন পূর্ব্বক বিকৃতাকার করিয়া নির্ব্বাসন রূপ দণ্ড হইবে।৩৯

যে দুরাত্মা প্রতিলোম-পরস্ত্রীতে উপগত হয়, অর্থাৎ অধম জাতীয় পুরুষ হইয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীতে রত হয়, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক তাহাকে তিন মাস কণভোজন করাইয়া রাখিবেন।৪০ আর, যদি ঐ সকল রমণী

সকামায়াঃ স্ত্রিয়াশ্চাপি দণ্ডস্তদ্বদ্বিধীয়তে।
বলাৎকারগতা ভার্য্যা ত্যাজ্যা পাল্যা ভবেৎ শিবে ॥৪১॥
ব্রাহ্মী ভার্য্যাথবা শৈবী কামতো বাপ্যকামতঃ।
সর্ব্বথা হি পরিত্যাজ্যা স্যাচ্চেৎ পরগতা সকৃৎ ॥ ৪২ ॥
গচ্ছতাং বারনারীষু * গবাদিপশুযোনিষু।
শুদ্ধির্ভবতি দেবেশি ত্রিরাত্রং কণভোজনাৎ ॥ ৪৩ ॥

চ দণ্ডো ভবতি। সকামায়াঃ স্ত্রিয়াশ্চ তদ্বৎ পূর্ব্বোক্তদণ্ডো বিধীয়তে। আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতবুদ্ধিস্থিতি কোষঃ। অথ বলাৎকারেণ পরপুরুষবশিতায়া অবলায়াস্ত্যাগঃ পালনং চ পুংসা বিধেয়মিত্যাহ বলাদিত্যাদিনা। হে শিবে বলাৎকারেণ পরপুংসা গতা যা ভার্য্যা সা ত্যাজ্যা গ্রাসাদিভিঃ পালনীয়া ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

অথ কামাকামাভ্যাং পরগতয়োর্ব্রাহ্মীশৈব্যোর্ভার্য্যয়োস্ত্যাগ এবোচিত ইত্যাহ, ব্রাহ্মীত্যাদিনা। ব্রাহ্মী বেদোক্তবিধিনা পরিণীতা অথবা শৈবী শিবোক্ত বিধানেন পরিণীতা ভার্য্যা সকৃদেকবারমপি পরগতা চেত্তদা সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ পরিত্যাজ্যা স্যাৎ ॥ ৪২ ॥

অথ বেশ্যাগামিনাং পশুযোনিগামিনাং চ প্রায়শ্চিত্তমাহ, গচ্ছতামিত্যাদিনা। হে দেবেশি বারনারীষু বেশ্যাসু তথা গবাদিপশুযোনিষু গচ্ছতাং জনানাং ত্রিরাত্রং কণভোজনাচ্ছুদ্ধির্ভবতি ॥ ৪৩ ॥

সকামা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগেরও পূর্ব্বোক্ত রূপ দণ্ড অর্থাৎ বিকৃতাকার সম্পাদন পূর্ব্বক নির্ব্বাসন দণ্ড হইবে। পরন্তু, শিবে! যদি কাহারো ভার্য্যাকে অন্যে বলাৎকার করে, তাহা হইলে সে ঐ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিবে বটে, কিন্তু যাবজ্জীবন তাহার ভরণপোষণ করিতে হইবে।[৪১] ব্রাহ্মী ভার্য্যাই হউক বা শৈবী ভার্য্যাই হউক, ইচ্ছা পূর্ব্বকই হউক বা অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, যদি একবার মাত্রও পরপুরুষ সংসর্গে দূষিতা হয়, তাহা হইলেও তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।[৪২]

দেবেশি! যে ব্যক্তি বেশ্যা গমন করিবে, বা যে ব্যক্তি গো ছাগী প্রভৃতি

---

* বীরনারীষু ইতি পাঠস্তু প্রামাদিকঃ।

গচ্ছতাং কামতঃ পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ পায়ুং দুরাত্মনাম্।
বধ এব বিধাতব্যো ভূভৃতা শম্ভুশাসনাৎ ॥ ৪৪ ॥
বলাৎকারেণ যো গচ্ছেদ্ অপি চাণ্ডালযোষিতম্ ॥
বধস্তস্য বিধাতব্যো ন ক্ষন্তব্যঃ কদাপি সঃ ॥ ৪৫ ॥
পরিণীতাস্তু যা নার্য্যো ব্রাহ্মৈর্বা শৈববর্ত্মভিঃ।
তা এব দারা বিজ্ঞেয়া অন্যাঃ সর্ব্বাঃ পরস্ত্রিয়ঃ * ॥ ৪৬॥

অথ স্ত্রীপুংসয়োঃ পায়ুং গচ্ছতাং দণ্ডমাহ, গচ্ছতামিত্যাদিনা। পুংসঃ পুরুষস্য স্ত্রিয়াশ্চ পায়ুং গুদং কামতো গচ্ছতাং দুরাত্মনাং ভূভৃতা রাজ্ঞা শম্ভুশাসনাদ্বধ এব বিধাতব্যঃ ॥ ৪৪ ॥

বলাৎকারেণ পরস্ত্রীগামিনামপি বধ এব দণ্ড ইত্যাহ, বলাদিত্যাদিনা। বলাৎকারেণ চাণ্ডালযোষিতমপি যো গচ্ছেত্তস্যাপি বধো বিধাতব্যঃ। কদাপি স ন ক্ষন্তব্যঃ। অপি শব্দেন ব্রাহ্মণ্যাদিগামিনাং তু সুতরামেব বধো বিধাতব্য ইতি ধ্বনিতম্ ॥ ৪৫ ॥

অথোক্তবক্ষ্যমাণেষু তত্তৎশ্লোকেষ্বাকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ স্বস্ত্রীঃ পরস্ত্রীশ্চ নিরূপয়তি, পরিণীতা ইত্যাদিনা। ব্রাহ্মৈর্বেদোক্তবর্ত্মভিঃ শিবোক্তবর্ত্মভির্ব্বা যাস্তু নার্য্যাঃ পরিণীতা উদ্বাহিতাস্তা এব দারাঃ স্বস্ত্রিয়ো বিজ্ঞেয়াঃ। অন্যাস্তদ্ভিন্নাঃ সর্ব্বাঃ পরস্ত্রিয়ো বিজ্ঞেয়াঃ ॥ ৪৬ ॥

পশুযোনি গমন করিবে, সে ত্রিরাত্র কণভোজন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।[৪৩] যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক পুরুষের কিম্বা স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশে (পায়ুদেশে) রমণ করে, তাহা হইলে শম্ভুর শাসন অনুসারে রাজা তাহার বধ দণ্ড করিবেন।[৪৪] আর যদি কোন ব্যক্তি বলাৎকার দ্বারা চাণ্ডালকন্যাও গমন করে, তাহা হইলেও তাহার বধ দণ্ড করা কর্ত্তব্য। বলাৎকার স্থলে কোন-ক্রমেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য নহে।[৪৫] যে সকল নারী ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা বা শৈব বিবাহ দ্বারা পরিণীতা হইয়াছে, তাহারাই ভার্য্যা, তদ্ভিন্ন সমুদায় স্ত্রীই পরস্ত্রী।[৪৬]
যে ব্যক্তি সকাম হইয়া পরস্ত্রী দর্শন করিবে, সে ব্যক্তি একদিন উপবাস

---

* জ্ঞেয়া অন্যাঃ পরস্ত্রিয় ইতি বা পাঠঃ।

কামাৎ পরস্ত্রিয়ং পশ্যন্ রহঃ সম্ভাষয়ন্ স্পৃশন্।
পরিধজ্যোপবাসেন বিশুধ্যেদ্দ্বিগুণক্রমাৎ ॥ ৪৭ ॥
কুর্ব্বন্ত্যেবং সকামা যা পরপুংসা কুলাঙ্গনা।
উক্তোপবাসবিধিনা স্বাত্মানং পরিশোধয়েৎ ॥ ৪৮ ॥
ব্রুবন্নিন্দ্যং বচঃ স্ত্রীষু পশ্যন্ গুহ্যং পরস্ত্রিয়াঃ।
হসন্ গুরুতরং মর্ত্ত্যঃ শুধ্যেদ্দ্বিরুপবাসতঃ ॥ ৪৯ ॥

অথ কামতঃ পরস্ত্রিদর্শনাদিকং কুর্ব্বতঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, কামাদিত্যাদিনা। কামাৎ পরস্ত্রিয়ং পশ্যন্ তথা রহঃ একান্তে সম্ভাষয়ন্ তয়া সহালাপং কুর্ব্বন্ তথা স্পৃশংশ্চ পরিষজ্য তামালিঙ্গ্য চ দ্বিগুণক্রমাত্তপবাসেন জনো বিশুধ্যেৎ। যথা কামতঃ পরস্ত্রীদর্শনে একোপবাসেন সম্ভাষণে উপবাসদ্বয়েন স্পর্শনে উপবাসচতুষ্টয়েন আলিঙ্গনে অষ্টভিস্তৈঃ শুদ্ধিঃ ॥ ৪৭ ॥

অথ সহ পরপুংসা সম্ভাষণাদিকং কুর্ব্বত্যাঃ সকামায়াঃ স্ত্রিয়া অপি তদেব প্রায়শ্চিত্তমিত্যাহ, কুর্ব্বন্তীত্যাদিনা। যা কুলাঙ্গনা কুলপালিকা স্ত্রী সকামা সতী পরপুংসা সহ এবং সম্ভাষণাদিকং কুর্ব্বন্তী বভূব সা পূর্ব্বোক্তোপবাসবিধিনা আত্মানং পরিশোধয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

নন্থ স্ত্রীষু দুর্ব্বচো বদতঃ পরস্ত্রীগুহ্যং পশ্যতো গুরুতরং হসতশ্চ কথং শুদ্ধি-

---

করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি সকাম হইয়া পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিবে, সে ব্যক্তি দুই দিন উপবাস করিয়া, যে ব্যক্তি ঐরূপ সকাম হইয়া পরস্ত্রী স্পর্শ করিবে, সে ব্যক্তি চারি দিন উপবাস করিয়া এবং যে ব্যক্তি ঐরূপভাবে পরস্ত্রীকে আলিঙ্গন করিবে, সেই ব্যক্তি আট দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[৪৭]

যে কুলাঙ্গনা সকামা হইয়া পরপুরুষকে দর্শন করিবে, পরপুরুষের সহিত কথোপকথন করিবে, পরপুরুষ স্পর্শ করিবে, অথবা পরপুরুষ আলিঙ্গন করিবে, সেই রমণীও যথাক্রমে উক্ত প্রকার এক দিন, দুই দিন, চারিদিন, ও আট দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[৪৮] যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের প্রতি কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিবে, যে ব্যক্তি পরস্ত্রীর গুহ্যদেশ অবলোকন করিবে,

দর্শয়ন্নগ্নমাত্মানং কুর্ব্বন্নগ্নং তথাপরম্ ।
ত্রিরাত্রমশনং ত্যক্ত্বা শুদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥ ৫০ ॥
পত্ন্যাঃ পরাভিগমনং প্রমাণয়তি চেৎ পতিঃ ।
নৃপস্তদা তাং তজ্জারং শাস্যাৎ শাস্ত্রানুসারতঃ ॥ ৫১ ॥
প্রমাণে যদ্যশক্তঃ স্যাৎ দয়িতোপপতেঃ পতিঃ ।
ত্যক্ত্বা তাং পোষয়েদ্গ্রাসৈঃ তিষ্ঠেচ্চেৎ পতিশাসনে ॥৫২॥

শুদ্ধিমাহ, ব্রুবন্নিত্যাদিনা। স্ত্রীষু নিন্দ্যময়ুক্তং বচো ব্রুবন্ তথা পরস্ত্রিয়া গুহ্যং গোপ্যং প্রদেশং পশ্যন্ তথা গুরুতরং হসন্মর্ত্ত্যো দ্বিরুপবাসতঃ শুধ্যেৎ ॥ ৪৯ ॥

নগ্নমাত্মানং নগ্নং দর্শয়তঃ পরঞ্চ তাদৃশং কুর্ব্বতঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, দর্শয়ন্নিত্যাদিনা। আত্মানং নগ্নং দর্শয়ন্ তথাপরং নগ্নং কুর্ব্বন্মানবো ত্রিরাত্রমশনং ভোজনং ত্যক্ত্বা শুদ্ধো ভবতি ॥ ৫০ ॥

অথ স্বপতিপ্রমাণিতান্যপুরুষগমনায়াঃ স্ত্রিয়াঃ তজ্জারস্য চ দণ্ডমাহ, পত্ন্যা ইত্যাদিনা। পতিশ্চেদ্যদি পত্ন্যাঃ পরাভিগমনং প্রমাণয়তি তদা নৃপস্তাং তজ্জারং চ শাস্ত্রানুসারিতঃ পূর্ব্বোক্তবিধানাৎ শাস্যাৎ ॥ ৫১ ॥

অথোপপতিপ্রমাণাশক্তপতিকায়াঃ শঙ্কিতব্যভিচারায়াঃ স্ত্রিয়াস্ত্যাগপোষণে বিধাতব্যে ইত্যাহ, প্রমাণে ইত্যাদিনা। দয়িতোপপতেঃ পত্ন্যা জারস্য প্রমাণে যদি পতিরশক্তঃ স্যাত্তর্হি তাং দয়িতাং ত্যক্ত্বা চেদ্যদি পতিশাসনে তিষ্ঠেৎ ভর্ত্রাজ্ঞাং ন লঙ্ঘেত তদা গ্রাসৈঃ কবলৈঃ পোষয়েৎ ॥ ৫২ ॥

যে ব্যক্তি স্ত্রীলোক দেখিয়া গুরুতর অর্থাৎ গর্হিত হাস্য করিবে, সেই ব্যক্তি দুই দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[৪৯]

যে ব্যক্তি (ইচ্ছাপূর্ব্বক) আপনার উলঙ্গ অবস্থা প্রদর্শন করিবে অথবা যে ব্যক্তি অন্য কাহাকেও উলঙ্গ করিবে, সেই ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[৫০] যদি কোন ব্যক্তি এরূপ প্রমাণ করিতে পারে যে, তাহার পত্নী অন্য পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়াছে, তাহা হইলে রাজা সেই ব্যভিচারিণী রমণীকে এবং তাহার উপপতিকে শাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বোক্তরূপ দণ্ড প্রদান করিবেন।[৫১] পরন্তু, যদি স্বামী পত্নীর উপপতি-সংসর্গ প্রমাণ করিয়া দিতে না পারে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে; অথচ যদি ঐ স্ত্রী পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতে হইবে।[৫২]

রমমাণামুপপতৌ পশ্যন্ পত্নীং পতিস্তদা।
নিঘ্নন্ বনিতয়া জারং বধার্হো নৈব ভূভৃতঃ ॥ ৫৩ ॥
ভর্ত্তুর্নিবারণং যত্র গমনে যেন ভাষণে।
প্রয়াণাদ্ভাষণাত্তত্র ত্যাগার্হা স্যাৎ কুলাঙ্গনা ॥ ৫৪ ॥
মৃতে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতিবন্ধুবশে স্থিতা।
অভাবে পিতৃবন্ধূনাং তিষ্ঠন্তী দায়মর্হতি ॥ ৫৫ ॥

নন্বু সহোপপতিনা রমমাণাং পত্নীমবলোক্য সজারাং তাং ঘ্নতস্তদ্ভর্ত্ত-র্বধার্হত্বং স্যান্ন বেতি সন্দিহানাং গিরিজাং প্রতি ক্রূতে, রমমাণামিত্যাদিনা। পতির্ভর্ত্তা যদোপপতৌ রমমাণাং পত্নীং পশ্যন্নাসীত্তদা বনিতয়া সহ জারং নিঘ্নন্ পতির্ভূভৃতো রাজ্ঞো বধার্হো নৈব ভবেৎ। তদা নিঘ্নন্নিত্যনেনান্যকালে নিঘ্নতো বধার্হত্বং স্যাদেবেতি ধ্বনিতম্ ॥ ৫৩ ॥

অথ ভর্ত্তৃনিষিদ্ধস্থানে গচ্ছন্ত্যাস্তন্নিষিদ্ধমনুষ্যকেণ সহ ভাষণং চ কুর্ব্বন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াস্ত্যাগার্হত্বং বিদধাতি, ভর্ত্তুরিত্যাদিনা। যত্র স্থানে গমনে যেন পুংসা সহ ভাষণে চ ভর্ত্তুর্নিবারণং জাতং তত্র প্রয়াণাদ্ভাষণাচ্চ কুলাঙ্গনাপি ত্যাগার্হা স্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

অথ প্রসঙ্গাৎ পতিবান্ধবাদিবশে স্বধর্ম্মেণ তিষ্ঠন্ত্যাঃ মৃতপতিকায়া দায়-ভাক্ত্বমাহ, মৃত ইত্যাদিনা। পত্যৌ মৃতে সতি পতিবন্ধুবশে স্বধর্ম্মেণ স্থিতা পতিবন্ধূনামভাবে পিতৃবন্ধূনাং বশে তিষ্ঠন্তী সতী স্ত্রী দায়মর্হতি ॥ ৫৫ ॥

যদি স্বামী দেখিতে পায় যে, তাহার পত্নী উপপতির সহিত রতিক্রিয়া করি-তেছে, এবং যদি সেই সময়ে সে সেই ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে ও তাহার উপপতিকে বিনাশ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার বধ দণ্ড (বা অন্য কোন দণ্ড) করি-বেন না।[৫৩] ভর্ত্তা যেখানে গমন করিতে বা যাহার সহিত কথা কহিতে নিষেধ করেন, যদি কুলকামিনী, ভর্ত্তার অসম্মতিতে সেই স্থানে গমন করে বা তাহার সহিত কথা কহে, তাহা হইলে ভর্ত্তা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে।[৫৪]

স্বামীর মৃত্যু হইলে যদি বিধবা পত্নী পতিবন্ধুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থান করে, অথবা পতিবন্ধুর অভাবে পিতৃবন্ধুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া নিজ ধর্ম্ম পালন করে, তাহা হইলে সে স্বামীর স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি

দ্বির্ভোজনং পরান্নং চ মৈথুনামিষভূষণম্।
পর্য্যঙ্কং রক্তবাসশ্চ বিধবা পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৫৬॥
নাঙ্গমুদ্বর্ত্তয়েদ্বাসৈঃ গ্রাম্যালাপমপি ত্যজেৎ।
দেবব্রতা নয়েৎ কালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাশ্রিতা॥ ৫৭॥
ন বিদ্যতে পিতা যস্য শিশোর্মাতা পিতামহঃ।
নিয়তং পালনে তস্য মাতৃবন্ধুঃ প্রশস্যতে॥ ৫৮॥

অনন্তরোক্তশ্লোকে বিধবাধর্ম্মাণমাকাঙ্ক্ষিতত্বাত্তান্নিরূপয়তি, দ্বির্ভোজনমিত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। বিধবা স্ত্রী দ্বির্ভোজনং পরস্যান্নং মৈথুনং রতিম্ আমিষং মাংসাদিকং ভূষণমলঙ্কারং পর্য্যঙ্কং খট্টাং রক্তবাসো রক্তং বস্ত্রং চ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৫৬॥

নাঙ্গমিত্যাদি। বৈধব্যং ধর্ম্মমাশ্রিতা বিধবা বাসৈঃ পিষ্টৈর্ঘৃষ্টৈর্বা সুগন্ধিদ্রব্যৈঃ অঙ্গং নোদ্বর্ত্তয়েৎ নোৎসাদয়েৎ। বাস্যতে যৈস্তে বাসাঃ কষণেহচ্ গ্রাম্যমালাপমপি ত্যজেৎ। ননু গ্রাম্যালাপাভাবে কথং কালং ক্ষিপেত্তত্রাহ, দেবেত্যাদিনা। দেবব্রতা সতী কালং নয়েৎ ইষ্টনামাদিকীর্ত্তনাদিনা কালং ক্ষিপেদিত্যর্থঃ। ৫৭।

ননু মৃতমাতাপিতৃপিতামহস্য শিশোঃ পালনে পিতৃবন্ধুমাতৃবন্ধ্বোর্মধ্যে কতরস্য প্রাশস্ত্যমিতি পৃচ্ছন্তীং দেবীং প্রত্যাহ, ন বিদ্যত ইত্যাদিনা। যস্য শিশোঃ পিতা মাতা পিতামহশ্চ ন বিদ্যতে তস্য পালনে নিয়তং নিশ্চিতং মাতৃবন্ধুঃ প্রশস্যতে। ৫৮।

প্রাপ্ত হইবে।৫৫ দুই বার ভোজন, পরান্ন ভোজন, মৈথুন, আমিষ ভোজন, ভূষণ পরিধান, পর্য্যঙ্কে শয়ন, রক্তবস্ত্র (রঞ্জিত বসন) পরিধান, বিধবা এই সমুদায় পরিত্যাগ করিবে।৫৬ বিধবা নারী সুগন্ধি তৈল মাখিবে না, অথবা সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করিবে না; সে গ্রাম্য আলাপ (বৃথা গাল-গল্প) পরিত্যাগ করিবে। পরন্তু তাহার কর্ত্তব্য এই যে, সে নিজ বৈধব্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্বদা দেবপূজা-নিরতা ও ব্রতপরায়ণা হইয়া কালক্ষেপ করিবে।৫৭

যে বালকের পিতা, মাতা, পিতামহ, প্রভৃতি (পিতৃকুলে নিকট আত্মীয় অভিভাবক) নাই, মাতৃকুলে মাতৃবন্ধু দ্বারা তাহার পালনই প্রশস্ত।৫৮

মাতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা মাতুর্ভ্রাতুঃ সুতাস্তথা।
মাতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥ ৫৯ ॥
পিতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা পিতুর্ভ্রাতুঃ স্বসুঃ সুতাঃ।
পিতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ ॥ ৬০ ॥
পত্যুর্মাতা পিতা ভ্রাতা পত্যুর্ভ্রাতুঃস্বসুঃ সুতাঃ।
পত্যুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পতিবান্ধবাঃ ॥ ৬১ ॥
পিত্রে মাত্রে পিতুঃ পিত্রে পিতামহ্যৈ তথা স্ত্রিয়ৈ।
অযোগ্যসূনবে পুত্র হীনমাতামহায় চ ॥ ৬২ ॥

ননু কে তে মাতৃবন্ধাদয় ইত্যাহ, মাতুরিত্যাদিনা। মাতুর্মাতা মাতামহী মাতুঃ পিতা মাতামহঃ মাতুর্ভ্রাতা মাতুলঃ তথা মাতুর্ভ্রাতুঃ সুতাঃ মাতুলপুত্রাঃ মাতুঃ পিতুর্মাতামহস্য সোদরাশ্চ মাতৃবান্ধবা বিজ্ঞেয়াঃ ॥ ৫৯ ॥

অথ পিতৃবান্ধবানাহ, পিতুরিত্যাদিনা পিতুর্মাতা পিতামহী পিতুঃ পিতা পিতামহঃ পিতুর্ভ্রাতা পিতৃব্যঃ পিতুর্ভ্রাতুঃ সোদরস্য সুতাঃ পিতুঃ স্বসুর্ভগিন্যাশ্চ সুতাঃ পিতুঃ পিতুঃ পিতামহস্য সোদরাশ্চ পিতৃবান্ধবা বিজ্ঞেয়াঃ ॥ ৬০ ॥

অথ পতিবান্ধবানাহ, পত্যুরিত্যাদিনা। পত্যুর্মাতা শ্বশ্রূঃ পত্যুঃ পিতা শ্বশুরঃ পত্যুর্ভ্রাতা সোদরঃ পত্যুর্ভ্রাতুঃ সুতাঃ পুত্রাঃ পত্যুঃ স্বসুর্ভগিন্যাশ্চ সুতাঃ পত্যুঃ পিতুঃ শ্বশুরস্য সোদরাশ্চ পতিবান্ধবা বিজ্ঞেয়াঃ ॥ ৬১ ॥

অথ দরিদ্রেভ্যঃ পিত্রাদিভ্যো ভোজনাদিকং পূর্বমেব নরপতির্দাপয়েদিত্যাহ, পিত্রে ইত্যাদিনা দ্বয়েন হি। অম্বিকে জগজ্জননি পিত্রে তথা মাত্রে তথা পিতুঃ পিত্রে পিতামহায় পিতামহ্যৈ চ তথা অযোগ্যসূনবে অযোগ্যপুত্রায়ৈ

মাতামহী, মাতামহ, মাতুল, মাতুলপুত্র এবং মাতামহ-সহোদর প্রভৃতি, ইহাঁরা মাতৃবন্ধু।[৫৯] পিতামহী পিতামহ পিতৃব্য পিতৃব্যপুত্র পিতৃস্বস্রেয় পিতামহ-সহোদর প্রভৃতিকে পিতৃবন্ধু বলা যায়।[৬০] আর শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর, ভ্রাতৃশ্বশুর (ভাশুর), ভ্রাতৃশ্বশুরপুত্র, দেবরপুত্র, ভর্তৃভগিনীপুত্র, শ্বশুরসোদর প্রভৃতি পতিবান্ধব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।[৬১] অম্বিকে! পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, পত্নী, অযোগ্য পুত্র, এবং পুত্রহীন মাতামহ,[৬২] ও পুত্রহীন মাতামহী, ইহারা

মাতামহ্যৈ দরিদ্রেভ্য * এভ্যো বাসস্তথাশনম্ ।
দাপয়েন্নৃপতিঃ পুংসা যথাবিভবমম্বিকে ॥ ৬৩ ॥
দুর্ব্বাচ্যং কথয়ন্ পত্নীম্ একাহমশনং ত্যজেৎ ।
ত্র্যহং সন্তাড়য়ন্ রক্তং পাতয়ন্ সপ্ত বাসরান্ ॥ ৬৪ ॥
ক্রোধাদ্বা মোহতো ভার্য্যাং মাতরং ভগিনীং সুতাম্ ।
বদন্নুপোষ্য সপ্তাহং বিশুধ্যেচ্ছিবশাসনাৎ ॥ ৬৫ ॥

স্ত্রিয়ৈ পুত্রহীনমাতামহায় চ। তাদৃশ্যৈ মাতামহ্যৈ চ দরিদ্রেভ্য এভ্যঃ পিত্রাদিভ্যো যথাবিভবং বিভবমনতিক্রম্য বাসো বস্ত্রং তথাশনং ভোজ্যং নৃপতিঃ পুংসা দাপয়েৎ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

অথ পত্ন্যৈ দুর্ব্বাচ্যং কথয়তস্তাং তাড়য়তস্তস্যা রক্তং চ পাতয়তঃ ক্রমত প্রায়শ্চিত্তমাহ, দুর্ব্বাচ্যমিত্যাদিনা। পত্নীং প্রতি দুর্ব্বাচ্যমবক্তব্যং বচঃ কথয়ন্ জন একাহমশনং ভোজনং ত্যজেৎ। তাং সন্তাড়য়ংস্ত্র্যহমশনং ত্যজেৎ; তস্যা রক্তং পাতয়ন্ সপ্ত বাসরানশনং ত্যজেৎ ॥ ৬৪ ॥

অথ ক্রোধাদিতঃ স্বভার্য্যায়াং মাতৃত্বাদি বদতঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, ক্রোধাদিত্যাদিনা। ক্রোধাদমর্ষান্মোহতোঽবিবেকাদ্বা ভার্য্যাং মাতরং ভগিনীং সুতাং পুত্রীং বা বদন্ পুমান্ শিবশাসনাৎ সপ্তাহমুপোষ্য বিশুধ্যেৎ ॥ ৬৫ ॥

যদি দরিদ্র হয়, তাহা হইলে রাজা বিষয় অনুসারে ইহাদিগকে অন্ন বস্ত্র দেওয়াইবেন।[৬৩]

যদি কেহ পত্নীকে দুর্ব্বাক্য বলে, তাহা হইলে সে এক দিন উপবাস করিবে। যদি কেহ পত্নীকে প্রহার করে, তাহা হইলে সে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। যদি কেহ প্রহার করিয়া পত্নীর রক্তপাত করে, তাহা হইলে সে সপ্তরাত্র উপবাস করিবে।[৬৪]

যদি কেহ ক্রোধ নিবন্ধন বা মোহ বশতঃ ভার্য্যাকে মাতা বলে, ভগিনী বলে, বা কন্যা বলে, তাহা হইলে শিবের আজ্ঞা আছে যে, সে সপ্তরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে।[৬৫]

---

* দরিদ্রায় ইতি পাঠান্তরম্ ।

ষণ্ঢেনোদ্বাহিতাং কন্যাং কালাতীতেঽপি পার্থিবঃ।
জানন্নুদ্বাহয়েদ্ভূয়ো বিধিরেষ শিবোদিতঃ॥ ৬৬॥
পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ।
সাপ্যুদ্বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈবধর্ম্মেষ্বয়ং বিধিঃ॥ ৬৭॥
উদ্বাহাদ্দ্বাদশে পক্ষে পত্যন্তাৎ গতহায়নে।
প্রসূতে তনয়ং যোগ্যং ন সা পত্নী ন বা সুতঃ॥ ৬৮॥

নপুংসকপরিণীতায়া নার্য্যাঃ পুনরুদ্বাহো রাজ্ঞা বিধাপয়িতব্য ইত্যাহ, ষণ্ঢেনেত্যাদিনা। কালেঽতীতেঽপি জানন্ পার্থিবঃ ষণ্ঢেন নপুংসকেনোদ্বাহিতাং কন্যাং ভূয়ঃ পুনরুদ্বাহয়েৎ। নন্ব বেদাগমসম্মতত্বাভাবেনেদং মান্যং তত্র আহ বিধিরিতি। এষ শিবোদিতঃ শিবভাষিতো বিধিঃ। শরাচ ইতি শমেচ ইতি চঃ॥ ৬৬॥

অথ পরিণীতায়া মৃতভর্ত্তৃকায়াঃ কন্যায়াঃ পুনরুদ্বাহঃ পিত্রা কার্য্য ইত্যাহ, পরিণীতেত্যাদিনা। যা পরিণীতা বিবাহিতা কন্যা ভর্ত্রা ন রমিতা সতী বিধবা ভবেৎ সা পরিণীতাপি কন্যা পিত্রা পুনরুদ্বাহ্যা ভবেৎ। অত্র প্রমাণং দর্শয়তি শৈবেতি। বিধিরয়ং শৈবধর্ম্মেষু নিরূপিতঃ॥ ৬৭॥

অথোদ্বাহাৎ ষষ্ঠে মাসি প্রসূতপুষ্টতনয়া ভর্ত্তৃমরণাৎ পরবর্ষে প্রসূততনয়ায়াশ্চ স্ত্রিয়াস্তৎপত্নীত্বং বালস্য তৎসুতত্বঞ্চ ব্যাবর্ত্তয়তি, উদ্বাহাদিত্যাদিনা। উদ্বাহাদ্দ্বাদশে পক্ষে ষষ্ঠে মাসি যোগ্যং পুষ্টং যং তনয়ং যা প্রসূতে উৎপাদয়তি পত্যন্তাৎ গতহায়নে পতিমরণাৎ পরবর্ষে যং তনয়ং প্রসূতে সা পত্নী ন স্যাৎ স চ সুতো ন স্যাৎ। তাং পুংশ্চলীত্বং চ জারজাতং বিদিত্বা তয়োস্ত্যাগং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ॥ ৬৮॥

শিবোদিত বিধান আছে যে, যদি কোন কন্যা নপুংসক কর্ত্তৃক পরিণীতা হয়, এবং বহুকাল অতীত হইলেও যদি তাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলেও রাজা পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে সেই কন্যার বিবাহ দেওয়াইবেন।৬৬

যদি কন্যা পরিণীতা হইয়া পতিসহবাসের পূর্ব্বে বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ দিবে; শৈবধর্ম্মে এইরূপই বিধান আছে।৬৭ বিবাহের পর দ্বাদশ পক্ষে অর্থাৎ ছয় মাসে যে নারী পরিপুষ্ট সন্তান প্রসব করে, অথবা পতিবিয়োগের পর এক বৎসর অন্তে যে নারী সন্তান প্রসব

আগর্ব্তাৎ পঞ্চমাসান্তঃ গর্ব্তং যা স্রাবয়েৎক্রিয়া।
তদুপায়কৃতং তাঞ্চ * ঘাতয়েত্তীব্রতাড়নৈঃ ॥ ৬৯ ॥
পঞ্চমাৎ পরতো মাসাৎ যা স্ত্রী ভ্রূণং প্রপাতয়েৎ।
তৎপ্রয়োক্তশ্চ তস্যাশ্চ পাতকং স্যাদ্বধোদ্ভবম্ ॥ ৭০ ॥
যো হন্তি জ্ঞানতো মর্ত্ত্যং মানবঃ ক্রূরচেষ্টিতঃ।
বধস্তস্য বিধাতব্যঃ সর্ব্বথা ধরণীভৃতা ॥ ৭১ ॥

অথ গর্ব্তাধানমারভ্য পঞ্চমাসাভ্যন্তর এব গর্ব্তং স্রাবয়ন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াস্তদুপায়-কর্ত্তুশ্চ দণ্ডমাহ, আগর্ব্তাদিত্যাদিনা। আগর্ব্ত ধার্ব্তমারভ্য পঞ্চমাসান্তঃ পঞ্চমাসা-ভ্যন্তরে গর্ব্তং ধিয়া বুদ্ধ্যা যা স্রাবয়েত্তাম্ তদুপায়কৃতং গর্ব্তস্রাবোপায়কর্ত্তারং চ তীব্রতাড়নৈর্ভূয়ো ঘাতয়েৎ পীড়য়েৎ ॥ ৬৯ ॥

অথ পঞ্চমমাসাদূর্দ্ধং গর্ব্তং স্রাবয়ন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াস্তৎ প্রযোক্তুশ্চ নৃবধজন্যং পাতক-মাহ, পঞ্চমাদিত্যাদিনা। পঞ্চমান্মাসাৎ পরতো যা স্ত্রী ভ্রূণং গর্ব্তং প্রপাতয়েৎ তস্যাস্তৎপ্রয়োক্তর্জনস্য চ বধোদ্ভবং মনুষ্যবধজন্যং পাতকং স্যাৎ ॥ ৭০ ॥

ততশ্চ কথং বিমুক্তিঃ স্যাদিতি পৃচ্ছন্তীং পার্ব্বতীং প্রত্যাহ, য ইত্যাদিনা। যঃ ক্রূরচেষ্টিতো মানবো জ্ঞানতো মর্ত্ত্যং মনুষ্যং হন্তি তস্য সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ ধরণীভৃতা রাজ্ঞা বধো বিধাতব্যঃ। তৎ এব তস্য শুদ্ধির্নান্যথেতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

করে, সে সেই কথিত স্বামীর প্রকৃত পত্নীও নহে, এবং তদ্গর্ব্তজাত সন্তান তৎপতির ঔরসপুত্রও নহে।[৬৮]

গর্ব্তাধান অবধি পঞ্চম মাসের মধ্যে যে নারী জ্ঞান পূর্ব্বক গর্ব্তস্রাব করিবে, সেই নারীকে এবং যে ব্যক্তি সেই গর্ব্তপাতের উপায় করিয়া দেয় তাহাকে, রাজা কঠিন তাড়ন দ্বারা দণ্ড করিবেন।[৬৯] পঞ্চম মাসের পর যে নারী গর্ব্ত পাতন করিবে, এবং যে ব্যক্তি তাহার উপায় করিয়া দিবে, তাহারা উভয়ে মনুষ্যবধ-জনিত পাতকে পাতকী হইবে।[৭০]

যদি কোন নিষ্ঠুর দুরাত্মা জ্ঞানপূর্ব্বক নরহত্যা করে, তাহা হইলে রাজা সর্ব্বতোভাবে তাহার বধদণ্ড করিবেন।[৭১] যদি কোন ব্যক্তি প্রমাদ বা ভ্রম

---

* তদুপায়কৃতং ভূয়ঃ ইতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ।

প্রমাদাদ্‌ভ্রমতোঽজ্ঞানাদ্‌-ঘ্নন্তং নরমরিন্দমঃ।
দ্রবিণাদানতস্তীব্র- তাড়নৈস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭২ ॥
স্বতো বা পরতো বাপি বধোপায়ং প্রকুর্ব্বতঃ।
অজ্ঞানবধিনাং দণ্ডো বিহিতস্তস্য পাপিনঃ ॥ ৭৩ ॥
মিথঃ সংগ্রামযোদ্ধারম্ আততায়িনমাগতম্।
নিহত্য পরমেশানি ন পাপার্হো ভবেন্নরঃ ॥ ৭৪ ॥
অঙ্গচ্ছেদে বিধাতব্যং ভূভৃতাঙ্গনিকৃন্তনম্।
প্রহারে চ প্রহরণং নৃষু পাপং চিকীর্ষুষু ॥ ৭৫ ॥

অথ প্রমাদাদিভির্নরং মারয়তো বিশুদ্ধিং দর্শয়তি, প্রমাদাদিত্যাদিনা। প্রমাদাদনবধানতো বা ভ্রমতোঽজ্ঞানাদ্বা যো নরং হন্তি তং ঘ্নন্তং জনমরিন্দমো বিপক্ষদমনকর্ত্তা রাজা দ্রবিণাদানতো দ্রব্যহরণতস্তীব্রতাড়নৈশ্চ বিশোধয়েৎ ॥৭২॥
অথ স্বতঃ পরতো বা নরবধোপায়ং কুর্ব্বতো দণ্ডমাহ স্বত ইত্যাদিনা। স্বতঃ পরতো বা যো বধোপায়ং করোতি তস্য বধোপায়ং প্রকুর্ব্বতঃ পাপিনঃ অজ্ঞানবধিনামজ্ঞানতো নরহন্তৄণাং যো দণ্ডঃ স বিহিতঃ ॥ ৭৩ ॥
নম্ভ সংগ্রামহতযোধকস্য নিহতাগতাততায়িনশ্চ বধার্হত্বং স্যান্ন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, মিথ ইত্যাদিনা। হে পরমেশানি মিথঃ পরস্পরং সংগ্রামে যোদ্ধারং নিহত্য তথাগতমাততায়িনং চ নিহত্য নরঃ পাপার্হঃ পাপভাক্‌ ন ভবেৎ। আততায়িনো যথা। অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িন ইতি ॥ ৭৪ ॥
অথাঙ্গচ্ছেদাদিকং কুর্ব্বতো দণ্ডমাহ, অঙ্গেত্যাদিনা। পাপং চিকীর্ষুষু কর্ত্তু-

---

বশতঃ মনুষ্যহত্যা করে, তাহা হইলে রাজা তাহার অর্থ দণ্ড করিয়া তাহাকে তীব্র তাড়ন দ্বারা শাসিত করিবেন।[৭২] যদি কোন ব্যক্তি স্বয়ং বা অন্য দ্বারা নিজের বা অন্যের বধোপায় করে, তাহা হইলে, যাহারা অজ্ঞান পূর্ব্বক নরহত্যা করে, তাহাদিগের যে দণ্ড বিহিত আছে, ঐ পাপাত্মারও সেই দণ্ড হইবে।[৭৩]

পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি আততায়ী (বধোদ্যত) হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে বধ করিলে মনুষ্য পাপী হইবে না।[৭৪]

বিপ্রান্ গুরূনবগুরেৎ প্রহরেদ্‌যো দুরাসদঃ *।
ধনাদানাদ্ধস্তদাহাৎ ক্রমতস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥
শস্ত্রাদিক্ষতকায়স্য ষণ্মাসাৎ পরতো মৃতৌ।
প্রহর্ত্তা দণ্ডনীয়ঃ স্যাদ্ বধার্হো ন হি ভূভৃতঃ ॥ ৭৭ ॥

মিচ্ছুম্ নৃযু ভূভৃতা ভূপেনাঙ্গচ্ছেদে সতঙ্গনিকৃন্তনমঙ্গাচ্ছেদনং প্রহারে চ প্রহরণং বিধাতব্যম্ ॥ ৭৫ ॥

অথ ব্রাহ্মণগুরুহননার্থং দণ্ডাদিকমুদ্যচ্ছতস্তান্ প্রহরতশ্চ ক্রমতঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, বিপ্রানিত্যাদিনা। যো দুরাসদো দুষ্টো জনো বিপ্রান্ গুরূংশ্চ হন্তুমিতি শেষঃ। অবগুরেৎ দণ্ডাদিকমুৎক্ষিপেৎ তান্ প্রহরেদ্বা তং ক্রমতো ধনাদানাৎ হস্তদাহদ্বারা বিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥

অথ শস্ত্রাদিক্ষতশরীরস্য ষণ্মাসাৎ পরতো মরণে সতি প্রহর্ত্তুর্দণ্ডনীয়ত্বং বধার্হত্বং চাহ, শস্ত্রাদীত্যাদিনা। শস্ত্রাদিনা ক্ষতঃ কায়ো যস্য তস্য পুংসঃ ষণ্মাসাৎ পরতো মৃতৌ সত্যাং প্রহর্ত্তা ভূভৃতো রাজ্ঞো দণ্ডনীয়ঃ স্যাৎ বধার্হো নৈব স্যাৎ ॥ ৭৭ ॥

অথ দেশোপদ্রবিণঃ রাজ্যহরেচ্ছুন্ নৃপতিবিপক্ষাণাং রহো হিতাকাঙ্ক্ষিণো

পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদি অন্যের অঙ্গচ্ছেদ করে, তাহা হইলে রাজা তাহারও সেইরূপ অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন। যদি কোন পাপাত্মা অন্যকে প্রহার করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকেও সেইরূপ প্রহার করিবেন।[৭৫]

যদি কোন পাপাত্মা, ব্রাহ্মণের প্রতি বা গুরুজনকে প্রহার করিবে বলিয়া যষ্টি প্রভৃতি উদ্যত করে, অথবা যদি কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও প্রহার করে, তাহা হইলে রাজা পূর্ব্বোক্ত অপরাধে তাহার ধনসম্পত্তি হরণ করিবেন এবং শেষোক্ত অপরাধে তাহার হস্ত পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া দিবেন।[৭৬]

যদি কাহারো শরীর অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত হয়, এবং ঐ ব্যক্তি যদি ছয় মাসের পর মরে, তাহা হইলে প্রহারকর্ত্তা দণ্ডনীয় হইবে বটে, পরন্তু প্রাণদণ্ড হইবে না।[৭৭]

---

* প্রহরেদ্বা দুরাসদঃ ইতি পাঠান্তরম্।

রাষ্ট্রবিপ্লাবিনো রাজ্যং জিহীর্ষূন্ পরবৈরিণাম্।
রহো হিতৈষিণো ভৃত্যান্ ভেদকান্ পরসৈন্যয়োঃ ॥ ৭৮ ॥
যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজা রাজ্ঞা শস্ত্রিণঃ পান্থপীড়কান্।
হত্বা নরপতিস্ত্বেতান্ নৈব কিল্বিষভাগ্ভবেৎ ॥ ৭৯ ॥
যো হন্যান্মানবং ভর্ত্তুঃ আজ্ঞয়াপরিহার্য্যয়া।
ভর্ত্তুরেব বধস্তত্র প্রহর্ত্তুর্ন শিবাজ্ঞয়া ॥ ৮০ ॥

নৃপসৈন্যভেদকভৃত্যান্ রাজ্ঞা সহ যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজাঃ পান্থপীড়কশস্ত্রিণশ্চ ঘ্নতো মহীপতেঃ পাতকভাগিত্বং নেত্যাহ, রাষ্ট্রেত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। রাষ্ট্রবিপ্লাবিনো দেশোপদ্রাবকান্ রাজ্যং জিহীর্ষূন্ রাজ্যহরণেচ্ছূন্ পরবৈরিণাং রাজ্ঞঃ শত্রূণাং রহো হিতৈষিণো রহসি হিতাকাঙ্ক্ষিণো নৃপসৈন্যয়োর্ভেদকান নৃপস্য সৈন্যস্য চ ভেদং কুর্ব্বতো ভৃত্যান্ অমাত্যাদীন্ তথা রাজ্ঞা সহ যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজাঃ তথা পান্থপীড়কান্ শস্ত্রিণশ্চৈতান্ হত্বা নরপতিঃ কিল্বিষভাক্ নৈব ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥ ৭৯ ॥

অথাপরিহার্য্যপ্রভ্বাজ্ঞালঙ্ঘনাশক্তেন শক্তেন ভৃত্যেন মানবং ঘাতযতো ভর্ত্তুরেব বধো বিধাতব্যো ন ভৃত্যস্যেত্যাহ, য ইত্যাদিনা। ভর্ত্তুরপরিহার্য্যয়া অনুল্লঙ্ঘনীয়য়াজ্ঞয়া যো মানবং হন্যাৎ তস্য প্রহর্ত্তুস্তত্র হননে ন বধঃ কিন্তু শিবাজ্ঞয়া ভর্ত্তুরেব বধো বিহিতঃ। অপরিহার্য্যয়েত্যনেন ভর্ত্রাজ্ঞালঙ্ঘনশক্তো ভৃত্যো যদি মানবং হন্যাৎ তদা তস্যৈব বধ ইতি সূচিতম্ ॥ ৮০ ॥

নরনবধানস্য যস্য পুংসঃ শস্ত্রাদিভির্মুহ্যো ম্রিয়তে তস্য বিশুদ্ধিঃ কথং

যাহারা রাজবিদ্রোহী, যাহারা রাজ্যহরণে অভিলাষী, যাহারা ভৃত্য হইয়াও গোপনে বিপক্ষ ভূপালদিগের হিতচেষ্টা করে এবং রাজার সহিত সৈন্যগণের ভেদ করিয়া দেয়,[৭৮] যে সকল প্রজা রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী, যাহারা শস্ত্রধারী হইয়া পথিকদিগের প্রতি অত্যাচার করে, সেই সকল ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে রাজা পাপভাগী হইবেন না।[৭৯] শিবের আজ্ঞা আছে যে, যে ব্যক্তি প্রভুর অপরিহার্য্য আজ্ঞানুসারে কোন মনুষ্য হত্যা করিবে, সে ব্যক্তি সেই নরহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইবে না; যে ব্যক্তি সেই নরহত্যা করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছে, সেই আজ্ঞাকর্ত্তাই ঐ নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইবে।[৮০]

বিপ্রান্‌ গুরূনবগুরেৎ প্রহরেদ্‌যো দুরাসদঃ * ।
ধনাদানাদ্ধস্তদাহাৎ ক্রমতস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥
শস্ত্রাদিক্ষতকায়স্য ষণ্মাসাৎ পরতো মৃতৌ ।
প্রহর্ত্তা দণ্ডনীয়ঃ স্যাদ্‌ বধার্হো ন হি ভূভৃতঃ ॥ ৭৭ ॥

মিচ্ছুষু নৃষু ভূভৃতা ভূপেনাঙ্গচ্ছেদে সত্যঙ্গনিকৃন্তনমঙ্গচ্ছেদনং প্রহারে চ প্রহরণং বিধাতব্যম্‌ ॥ ৭৫ ॥

অথ ব্রাহ্মণগুরুহননার্থং দণ্ডাদিকমুদ্‌যচ্ছতস্তান্‌ প্রহরতশ্চ ক্রমতঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, বিপ্রানিত্যাদিনা। যো দুরাসদো দুষ্টো জনো বিপ্রান্‌ গুরূংশ্চ হন্তুমিতি শেষঃ। অবগুরেৎ দণ্ডাদিকমুৎক্ষিপেৎ তান্‌ প্রহরেদ্বা তং ক্রমতো ধনাদানাৎ হস্তদাহদ্বারা বিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥

অথ শস্ত্রাদিক্ষতশরীরস্য ষণ্মাসাৎ পরতো মরণে সতি প্রহর্ত্তুর্দণ্ডনীয়ত্বং বধার্হত্বং চাহ, শস্ত্রাদীত্যাদিনা। শস্ত্রাদিনা ক্ষতঃ কায়ো যস্য তস্য পুংসঃ ষণ্মাসাৎ পরতো মৃতৌ সত্যাং প্রহর্ত্তা ভূভৃতো রাজ্ঞা দণ্ডনীয়ঃ স্যাৎ বধার্হো নৈব স্যাৎ ॥ ৭৭ ॥

অথ দেশোপদ্রবিণঃ রাজ্যহরেচ্ছূন্‌ নৃপতিবিপক্ষাণাং রহো হিতাকাঙ্ক্ষিণো

পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদি অন্যের অঙ্গচ্ছেদ করে, তাহা হইলে রাজা তাহারও সেইরূপ অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন। যদি কোন পাপাত্মা অন্যকে প্রহার করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকেও সেইরূপ প্রহার করিবেন।[৭৫]

যদি কোন পাপাত্মা, ব্রাহ্মণের প্রতি বা গুরুজনকে প্রহার করিবে বলিয়া যষ্টি প্রভৃতি উদ্যত করে, অথবা যদি কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও প্রহার করে, তাহা হইলে রাজা পূর্ব্বোক্ত অপরাধে তাহার ধনসম্পত্তি হরণ করিবেন এবং শেষোক্ত অপরাধে তাহার হস্ত পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া দিবেন।[৭৬]

যদি কাহারো শরীর অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত হয়, এবং ঐ ব্যক্তি যদি ছয় মাসের পর মরে, তাহা হইলে প্রহারকর্ত্তা দণ্ডনীয় হইবে বটে, পরন্তু প্রাণদণ্ড হইবে না।[৭৭]

---

* প্রহরেদ্বা দুরাসদঃ ইতি পাঠান্তরম্‌।

রাষ্ট্রবিপ্লাবিনো রাজ্যং জিহীর্ষূন্ পরবৈরিণাম্।
রহো হিতৈষিণো * ভৃত্যান্ ভেদকান্ পরসৈন্যয়োঃ ॥ ৭৮ ॥
যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজা রাজ্ঞা শস্ত্রিণঃ পান্থপীড়কান্।
হত্বা নরপতিস্ত্বেতান্ নৈব কিল্বিষভাগ্‌ভবেৎ ॥ ৭৯ ॥
যো হন্যান্মানবং ভর্ত্তুঃ আজ্ঞয়াপরিহার্য্যয়া।
ভর্ত্তুরেব বধস্তত্র প্রহর্ত্তুর্ন শিবাজ্ঞয়া ॥ ৮০ ॥

নৃপসৈন্যভেদকভৃত্যান্ রাজ্ঞা সহ যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজাঃ পান্থপীড়কশস্ত্রিণশ্চ ঘ্নতো মহীপতেঃ পাতকভাগিত্বং নেত্যাহ, রাষ্ট্রেত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। রাষ্ট্রবিপ্লাবিনো দেশোপদ্রাবকান্ রাজ্যং জিহীর্ষূন্ রাজ্যহরণেচ্ছূন্ পরবৈরিণাং রাজ্ঞঃ শত্রূণাং রহো হিতৈষিণো রহসি হিতাকাঙ্ক্ষিণো নৃপসৈন্যয়োর্ভেদকান নৃপস্য সৈন্যস্য চ ভেদং কুর্ব্বতো ভৃত্যান্ অমাত্যাদীন্ তথা রাজ্ঞা সহ যোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রজাঃ তথা পান্থপীড়কান্ শস্ত্রিণশ্চৈতান্ হত্বা নরপতিঃ কিল্বিষভাক্ নৈব ভবেৎ॥ ৭৮। ৭৯॥

অথাপরিহার্য্যপ্রভ্বাজ্ঞাপালনশক্তেন শক্তেন ভৃত্যেন মানবং ঘাতয়তো ভর্ত্তুরেব বধো বিধাতব্যো ন ভৃত্যস্যেত্যাহ, য ইত্যাদিনা। ভর্ত্তুরপরিহার্য্যয়া অনুল্লঙ্ঘনীয়য়াজ্ঞয়া যো মানবং হন্যাৎ তস্য প্রহর্ত্তুস্তত্র হননে ন বধঃ কিন্তু শিবাজ্ঞয়া ভর্ত্তুরেব বধো বিহিতঃ। অপরিহার্য্যয়েত্যনেন ভর্ত্রাজ্ঞাপালনশক্তো ভৃত্যো যদি মানবং হন্যাৎ তদা তস্যৈব বধ ইতি সূচিতম্ ॥ ৮০ ॥

নরহননবধানস্য যস্য পুংসঃ শস্ত্রাদিভির্মনুষ্যো ম্রিয়তে তস্য বিশুদ্ধিঃ কথং

যাহারা রাজবিদ্রোহী, যাহারা রাজ্যহরণে অভিলাষী, যাহারা ভৃত্য হইয়াও গোপনে বিপক্ষ ভূপালদিগের হিতচেষ্টা করে এবং রাজার সহিত সৈন্যগণের ভেদ করিয়া দেয়,[৭৮] যে সকল প্রজা রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী, যাহারা শস্ত্রধারী হইয়া পথিকদিগের প্রতি অত্যাচার করে, সেই সকল ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে রাজা পাপভাগী হইবেন না।[৭৯] শিবের আজ্ঞা আছে যে, যে ব্যক্তি প্রভুর অপরিহার্য্য আজ্ঞানুসারে কোন মনুষ্য হত্যা করিবে, সে ব্যক্তি সেই নরহত্যা-জনিত পাপে লিপ্ত হইবে না ; যে ব্যক্তি সেই নরহত্যা করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছে, সেই আজ্ঞাকর্ত্তাই ঐ নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইবে।[৮০]

অযত্নপুংসঃ পশুনা শস্ত্রৈর্ব্বা ম্রিয়তে নরঃ।
ধনদণ্ডেন বা কায়-দমেনাস্য বিশোধনম্‌ ॥ ৮১ ॥
বহির্ম্মুখান্‌ নৃপাজ্ঞাসু নৃপাগ্রে প্রৌঢ়বাদিনঃ।
দূষকান্‌ কুলধর্ম্মাণাং শাস্ত্যাদ্রাজা বিগর্হিতান্‌ ॥ ৮২ ॥
স্থাপ্যাপহারিণং ক্রূরং বঞ্চকং ভেদকারিণম্‌।
বিবাদয়ন্তং লোকাংশ্চ দেশান্নির্য্যাপয়েন্নৃপঃ ॥ ৮৩ ॥

স্যাদত্রাহ, অযত্নেত্যাদিনা। অযত্নপুংসো যত্নহীনস্য যস্য পুরুষস্য পশুনা গবাশ্বাদিনা শস্ত্রৈঃ খড়্গাদিভির্ব্বা নরো ম্রিয়তে অস্য পুংসো ধনদণ্ডেন কায়দণ্ডেন বা বিশোধনং ভবেৎ ॥ ৮১ ॥

অথ রাজাজ্ঞালঙ্ঘিনস্তদগ্রে প্রৌঢ়বাদিনঃ কুলধর্ম্মদূষকাংশ্চ রাজা দণ্ডয়েদিত্যাহ, বহিরিত্যাদিনা। নৃপাজ্ঞাসু বহির্ম্মুখান্‌ রাজাজ্ঞালঙ্ঘিনো নৃপাগ্রে প্রৌঢ়বাদিনঃ প্রৌঢ়ং বদতঃ তথা কুলধর্ম্মাণাং দূষকাংশ্চ বিগর্হিতান্নিন্দিতানেতান্‌ রাজা শাস্যাৎ ॥ ৮২ ॥

অথ ন্যাসাপহারকাদিকান্নিজদেশতো নৃপো নিষ্কাশয়েদিত্যাহ, স্থাপ্যেত্যাদিনা। স্থাপ্যাপহারিণং ন্যাসস্যাপহর্ত্তারং ক্রূরং কঠিনং নির্দ্দয়ং বা তথা বঞ্চকং তথা ভেদকারিণং তথা লোকান্‌ বিবাদয়ন্তঞ্চ জনং নৃপো দেশান্নির্য্যাপয়েন্নিষ্কাশয়েৎ ॥ ৮৩ ॥

অথ শুল্কগ্রহণপূর্ব্বকং বন্যাং পুত্রং চ দদতো জনান্‌ ভূপো দেশান্নিঃসারয়ে-

যদি কোন ব্যক্তির অনবধানতা বশতঃ অস্ত্র দ্বারা বা তদীয় পশু দ্বারা অপরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অর্থ দণ্ড বা কায়িক দণ্ড দ্বারা তাহার পাপমোচন হইবে।৮১

যাহারা রাজার আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ, যাহারা রাজার সম্মুখে প্রগল্‌ভ বাক্য প্রয়োগ করে, যাহারা কুলধর্ম্ম-দূষক, রাজা সেই সমস্ত নিন্দিত ব্যক্তিরে শাসন করিবেন।৮২ যে ব্যক্তি ন্যস্ত ধন অপহরণ করে, যে ব্যক্তি ক্রূর ও বঞ্চক, যে ব্যক্তি লোকদিগের পরস্পর মনোভঙ্গ ও বিবাদ জন্মাইয়া দেয়, রাজা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন।৮৩

শুল্কেন কন্যাং দাতৃংশ্চ পুত্রং ষণ্ডে প্রযচ্ছতঃ।
দেশান্নির্য্যাপয়েদ্রাজা পতিতান্ দুষ্কৃতাত্মনঃ ॥ ৮৪ ॥
মিথ্যাপবাদব্যাজেন পরানিষ্টং চিকীর্ষবঃ।
যথাপরাধং * তে শাস্যা ধর্ম্মজ্ঞেন মহীভৃতা ॥ ৮৫ ॥
যো যৎপরিমিতানিষ্টং কুর্য্যাত্তৎসম্মিতং ধনম্।
নৃপতির্দাপয়েত্তেন জনায়ানিষ্টভাগিনে ॥ ৮৬ ॥

দিত্যাজ্ঞাপয়তি, শুল্কেনেত্যাদিনা। শুল্কেন দাননিমিত্তকধনেন হেতুনা কস্মৈচিজ্জনায় বিশেষতঃ ষণ্ডে ক্লীবে কন্যাং দাতৄন্ তথা শুল্কেনৈব কস্মিন্ বিশেষতঃ ষণ্ডে পুত্রং চ প্রযচ্ছতো দদতো দুষ্কৃতাত্মনঃ পাপহৃদয়ান্ পাপবুদ্ধীন্ বা পতিতান্ জনান্ রাজা দেশান্নির্য্যাপয়েৎ। ষণ্ডে ইতি সম্প্রদানস্যাধিকরণত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ সপ্তম্যধিকরণে চেতি সপ্তমী ॥ ৮৪ ॥

অথ মিথ্যাপবাদচ্ছলেন পরানিষ্টজননাকাঙ্ক্ষিণাং দণ্ডমাহ, মিথ্যেত্যাদিনা। মিথ্যাপবাদব্যাজেন অসত্যাপবাদচ্ছলেন পরানিষ্টমন্যানাকাঙ্ক্ষিতং চিকীর্ষবো যে মানবাস্তে ধর্ম্মজ্ঞেন ধর্ম্মং জানতা মহীভৃতা রাজ্ঞা যথাপবাদং শাস্যাঃ গুরুপবাদে গুরুশাসনং লঘূপবাদে চ লঘুশাসনং বিধেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ।

নন্থ বিনৈবাপবাধং পরানিষ্টং কুর্ব্বতঃ পুংসঃ কো দণ্ডো বিধাতব্যস্তত্রাহ, য ইত্যাদিনা। যো নরো যস্য যৎপরিমিতমনিষ্টং কুর্য্যাত্তেন তস্মৈ অনিষ্টভাগিনে জনায় তৎসম্মিতং ধনং নৃপতির্দাপয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

যে সকল ব্যক্তি শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা বা পুত্র দান করে, অথবা যে সকল ব্যক্তি যে কোন কারণে নপুংসককে পুত্র বা কন্যা দান করে, রাজা সেই সকল পতিত পাপাত্মাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন।[৮৪] যাহারা মিথ্যাপবাদ প্রচার দ্বারা পরের অনিষ্টাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, ধর্ম্মজ্ঞ রাজা অপরাধ অনুসারে তাহাদের যথাযোগ্য দণ্ড প্রদান করিবেন।[৮৫] যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অন্যের অনিষ্ট করিবে, রাজা সেই পরিমাণে তাহার অর্থ দণ্ড করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাহা প্রদান করিবেন।[৮৬]

---

* যথাপবাদম্ ইতি বা পাঠঃ।

মণিমুক্তাহিরণ্যাদি-ধাতূনাং স্তেয়কারিণঃ।
করস্য বাহ্বোশ্ছেদং বা কুর্য্যাৎ মূল্যং বিচারয়ন্ * ॥ ৮৭ ॥
মহিষাশ্বগবাদীনাং রত্নাদীনাং তথা শিশোঃ।
বলেনাপহৃতাং † নৃণাং স্তেয়িবদ্বিহিতো দমঃ ॥ ৮৮ ॥
অন্নানামল্পমূল্যস্য বস্তুনঃ স্তেয়িনং নৃপঃ।
বিশোধয়েত্তং পক্ষৈকং সপ্তাহং বাশয়ন্ কণন্ ॥ ৮৯ ॥

অথ মণিমুক্তাদিধাতুস্তেয়িনাং দণ্ডমাহ, মণীত্যাদিনা। মণিমুক্তাহিরণ্যাদীনাং ধাতূনাং স্তেয়কারিণো নরস্য করস্য বাহ্বোর্ব্বা ছেদং মণ্যাদীনাং মূল্যং বিচারয়ন্ নৃপঃ কুর্য্যাৎ। অল্পমূল্যকমণ্যাদিস্তেয়ে করচ্ছেদো বহুমূল্যকমণ্যাদিস্তেয়ে বাহ্বোশ্ছেদঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

অথ বলাৎকারেণ মহিষাশ্বাদীনামপহারকদণ্ডমাহ, মহিষেত্যাদিনা। মহিষাশ্ব গবাদীনাং পশূনাং তথা রত্নাদীনাং তথা শিশোশ্চ বলেনাপহৃতামপহর্ত্তাং নৃণাং স্তেয়িবদ্দমো বিহিতঃ ॥ ৮৮ ॥

অথান্নস্য মণ্যাদিভিন্নাল্পমূল্যবস্তুনশ্চ স্তেয়িনো বিশুদ্ধিমাহ, অন্নানামিত্যাদিনা। অন্নানাং তথাল্পমূল্যস্য বস্তুনশ্চ স্তেয়ী যো নরস্তং পক্ষৈকং সপ্তাহং বা কণমাশয়ন্ ভোজয়ন্ নৃপো বিশোধয়েৎ ॥ ৮৯ ॥

যাহারা মণি মুক্তা বা সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু অপহরণ করিবে, রাজা অপহৃত বস্তুর মূল্যের তারতম্য বিচার করিয়া তদনুসারে ঐ অপহারীদিগের হস্তের কিয়দংশ, সম্পূর্ণ হস্ত বা বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া দিবেন।[৮৭]

যাহারা বলপূর্ব্বক মহিষ অশ্ব ধেনু প্রভৃতি পশু, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য, বা শিশুসন্তান অপহরণ করিবে, রাজা তাহাদিগকে চোরের ন্যায় দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।[৮৮] যে ব্যক্তি অন্ন বা অন্য কোন অল্পমূল্য দ্রব্য অপহরণ করিবে, রাজা তাহাকে এক পক্ষ বা সপ্তাহ কাল কণভোজন করাইয়া শোধন করিবেন।[৮৯]

---

* করস্য বাহ্বোশ্ছেদো বা কার্য্যো মূল্যং বিচারয়ন্ ইতি পাঠান্তরম্।

† বলে বাপহৃতাম্ ইতি চ পাঠঃ।

বিশ্বাসঘাতকে পুংসি কৃতঘ্নে সুরবন্দিতে।
যজ্ঞৈর্ব্রতৈস্তপোদানৈঃ প্রায়শ্চিত্তৈর্ন নিষ্কৃতিঃ ॥ ৯০ ॥
যে কূটসাক্ষিণো মর্ত্ত্যা মধ্যস্থাঃ পক্ষপাতিনঃ।
শাস্যাস্তাংস্তীব্রদণ্ডেন দেশান্নির্য্যাপয়েন্নৃপঃ ॥ ৯১ ॥
ষট্ সাক্ষিণঃ প্রমাণং স্যুঃ চত্বারস্ত্রয় এব বা।
অভাবে দ্বাবপি শিবে প্রসিদ্ধৌ যদি ধার্ম্মিকৌ ॥ ৯২ ॥
দেশতঃ কালতো বাপি তথা বিষয়তঃ প্রিয়ে।
পরস্পরমযুক্তঞ্চেৎ অগ্রাহ্যং সাক্ষিণাং বচঃ ॥ ৯৩ ॥

অথানেকযজ্ঞব্রতাদিকং কুর্ব্বতোহপি বিশ্বাসঘাতককৃতঘ্নয়োরনিষ্কৃতিমাহ, বিশ্বাসেত্যাদিনা। হে সুরবন্দিতে বিশ্বাসঘাতকে তথা কৃতঘ্নে উপকৃতবিনাশকে চ পুংসি যজ্ঞৈরশ্বমেধাদিভির্ব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিস্তপোভির্দানৈশ্চ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পাপবিনাশনৈরেতৈর্নিষ্কৃতির্দুষ্কৃতাৎ মুক্তির্ন স্যাৎ ॥ ৯০ ॥

অথ সাক্ষিত্বে মিথ্যাভিধায়িনাং পক্ষপাতিমধ্যস্থানাং চ দণ্ডমাহ, যে ইত্যাদিনা। কূটসাক্ষিণঃ সাক্ষ্যে মৃষাভিধায়িনো যে মর্ত্ত্যাস্তথা পক্ষপাতিনো মধ্যস্থাশ্চ যে তান্ নৃপস্তীব্রদণ্ডেন শাস্যাস্তথা দেশান্নির্যাপয়েৎ ॥ ৯১ ॥

নন্থ কতি সাক্ষিণঃ প্রমাণং ভবেয়ুরিত্যপেক্ষায়ামাহ, ষডিত্যাদিনা। ষট্ চত্বারস্ত্রয়ো বা সাক্ষিণঃ প্রমাণং স্যুঃ। হে শিবে অভাবে ত্রিচতুরাদিসাক্ষ্যসত্ত্বে যদি প্রসিদ্ধৌ ধার্ম্মিকৌ ভবেতাং তদা দ্বাবপি সাক্ষিণৌ প্রমাণং স্যাতাম্ ॥ ৯২ ॥

সুরপূজিতে! যাহারা বিশ্বাসঘাতক বা কৃতঘ্ন, তাহারা যজ্ঞই করুক, ব্রতই করুক, তপস্যাই করুক, দানই করুক, বা যে কোন প্রায়শ্চিত্তই করুক, কিছুতেই তাহাদের নিষ্কৃতি নাই।[৯০] যে সকল মনুষ্য কূটসাক্ষী, অর্থাৎ যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, অথবা যাহারা মধ্যস্থ হইয়া পক্ষপাত করে, রাজা তীব্র দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবেন এবং দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন।[৯১]

ছয় জন, বা চারি জন, অথবা তিন জন সাক্ষী প্রমাণস্থলে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। পরন্তু শিবে! তাহার অভাব হইলে দুই জন প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক সাক্ষীর বাক্যও প্রমাণ হইতে পারে।[৯২] প্রিয়ে! সাক্ষীরা জিজ্ঞাসিত হইয়া দেশ কাল

অন্ধানাং বাক্‌ প্রমাণং স্যাৎ বধিরাণাং তথা প্রিয়ে ।
মূকানামেড়মূকানাং শিরসাঙ্গীকৃতির্লিপিঃ ॥ ৯৪ ॥
লিপিঃ প্রমাণং সর্ব্বেষাং সর্ব্বত্রৈব প্রশস্যতে ।
বিশেষাদ্ব্যবহারেষু ন বিনশ্যেচ্চিরং যতঃ ॥ ৯৫ ॥
স্বীয়ার্থমপরার্থঞ্চেৎ কুর্ব্বতঃ কল্পিতাং লিপিম্‌ ।
দণ্ডস্তস্য বিধাতব্যো দ্বিপাদ্যং কূটসাক্ষিণঃ ॥ ৯৬ ॥

স্থানাদিভেদতঃ পরস্পরসঙ্গতং সাক্ষিণাং বচো ন প্রমাণমিত্যাহ, দেশত ইত্যাদিনা। হে প্রিয়ে দেশতঃ স্থানতঃ কালতো দিনপ্রহরভেদতস্তথা বিষয়তো বস্তুতো বা চেদ্‌যদি পরস্পরমযুক্তম্‌ অসম্বদ্ধং সাক্ষিণাং বচস্তথা অগ্রাহ্যং স্যাৎ। ৯৩।

নন্বু দর্শনাদ্যশক্তা অন্ধাদয়ঃ সাক্ষিণো ভবিতুমর্হন্তি ন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, অন্ধানামিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে অন্ধানামচক্ষুষাং তথা বধিরাণাং শ্রোত্রহীনানাং শিরসাঙ্গীকৃতিঃ স্বীকারো লিপিরক্ষরং চ প্রমাণং স্যাৎ ॥ ৯৪ ॥

অথান্যপ্রমাণাল্লিপিপ্রমাণস্য বহুকালস্থায়িত্বাৎ প্রাশস্ত্যমাহ লিপিরিত্যাদিনা। সর্ব্বত্রৈব কর্ম্মণি বিশেষাৎ ক্রয়বিক্রয়াদিরূপব্যবহারেষু সর্ব্বেষাং লিপিঃ প্রমাণং প্রশস্যতে। প্রাশস্ত্যে হেতুং দর্শয়ন্নাহ ন বিনশ্যেদিত্যাদিনা। যতশ্চিরং বহুকালং লিপির্ন বিনশ্যেচ্চিরং তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

অথাক্ষরং কল্পয়তো দণ্ডমাহ, স্বীয়ার্থমিত্যাদিনা। স্বীয়ার্থমপরার্থং বা কল্পিতাং

বা বিষয় বিশেষে যদি পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য বলে, তাহা হইলে সেই সাক্ষীদিগের বাক্য অগ্রাহ্য হইবে।[৯৩]

প্রিয়ে! যাহারা অন্ধ ও বধির, সাক্ষ্যদানে তাহাদের বাক্যও প্রমাণস্থলে গণ্য হইবে। যাহারা মূক (বোবা) বা এড়মূক (কালাবোবা) তাহাদিগের মস্তক সঞ্চালন দ্বারা স্বীকার ও লিপি প্রমাণস্থলে গৃহীত হইবে।[৯৪]

সকল স্থানে সকলের পক্ষেই লিপিপ্রমাণ প্রশস্ত ; বিশেষতঃ ব্যবহারস্থলে ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত ; কারণ ইহা বহুকালেও নষ্ট হয় না।[৯৫]

যে ব্যক্তি আপনার নিমিত্ত বা পরের নিমিত্ত কল্পিত লিপি প্রস্তুত (জাল) করিবে, তাহার দণ্ড কূটসাক্ষীর (মিথ্যাসাক্ষীর) দ্বিগুণ হইবে ; অর্থাৎ ঈদৃশ

অভ্রমস্যাপ্রমত্তস্য যদঙ্গীকরণং সকৃৎ।
স্বীয়ার্থে তৎ প্রমাণং স্যাৎ বচসো বহুসাক্ষিণাম্ ॥ ৯৭ ॥
যথা তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সত্যমাশ্রিত্য পার্ব্বতি।
তথানৃতং সমাশ্রিত্য পাতকান্যখিলান্যপি ॥ ৯৮ ॥
অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্ব্বপাপাশ্রয়স্য চ।
তাড়নাদ্দমনাদ্রাজ্ঞা ন পাপার্হঃ শিবাজ্ঞয়া ॥ ৯৯ ॥

লিপিং যঃ করোতি তস্য তাদৃশীং লিপিং কুর্ব্বতো জনস্য কূটসাক্ষিণঃ সাক্ষ্যেঽনৃতং বদতো দ্বিপায়ং দ্বিগুণং দণ্ডো রাজ্ঞা বিধাতব্যঃ ॥ ৯৬ ॥

বহুসাক্ষিবচোভ্যোঽপ্রমত্তাভ্রান্তজনস্য স্বয়ং কৃতৈকবারস্বীকাররূপপ্রমাণস্যাতিপ্রাশস্ত্যং দর্শয়িতুমাহ, অভ্রমস্যেত্যাদিনা। অভ্রমস্য ভ্রান্তিরহিতস্যাপ্রমত্তস্য সাবধানস্য যৎ সকৃদেকবারমপি অঙ্গীকরণং স্বীকারস্তৎ স্বীয়ার্থে বহুসাক্ষিণামপি বচসো ভাষণাদধিকং প্রমাণং স্যাৎ ॥ ৯৭ ॥

অথাসত্যস্যাখিলপাতকাশ্রয়ত্বং ব্যাখ্যায়ং তদাশ্রয়ান্মানবান্ দণ্ডয়তো রাজ্ঞঃ পাপানর্হত্বমাহ, যথেত্যাদিনা শিবাজ্ঞয়েত্যন্তেন শ্লোকদ্বয়েন। হে পার্ব্বতি যথা সত্যমাশ্রিত্য পুণ্যানি তিষ্ঠন্তি তথা অনৃতমসত্যং সমাশ্রিত্যাখিলান্যপি পাতকানি তিষ্ঠন্তি ॥ ৯৮ ॥

অত ইত্যাদি। অতঃ সত্যবিহীনস্য সর্ব্বপাপাশ্রয়স্য চ জনস্য তাড়নাদ্দমনাদ্দ্বনদণ্ডাচ্চ রাজা শিবাজ্ঞয়া পাপার্হঃ পাপভাক্ ন স্যাৎ ॥ ৯৯ ॥

ব্যক্তিদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া কঠিন দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে হইবে।[৯৬]

যে ব্যক্তি বিভ্রান্তচিত্ত ও প্রমত্ত নহে সে ব্যক্তি যদি নিজ বিষয় একবার মাত্র স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহা বহুসাক্ষীর বাক্য হইতেও প্রবল প্রমাণ হইবে।[৯৭]

পার্ব্বতী! যেমন একমাত্র সত্য আশ্রয় করিয়াই সমুদায় পুণ্য অবস্থান করে; তদ্রূপ একমাত্র অনৃত আশ্রয় করিয়াই সমুদায় পাতক অবস্থান করিতেছে।[৯৮] অতএব যে ব্যক্তি সত্যহীন, সেই ব্যক্তি সমুদায় পাপেরই আশ্রয়।

সত্যং ব্রবীমি সঙ্কল্প্য স্পৃষ্ট্বা কৌলং গুরুং দ্বিজম্ ।
গঙ্গাতোয়ং দেবমূর্ত্তিং কুলশাস্ত্রং কুলামৃতম্ ॥ ১০০ ।
দেবি নির্ম্মাল্যমথবা*কথনং শপথো ভবেৎ ।
তত্রানৃতং বদন্ মর্ত্ত্যঃ কল্পান্তং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০১ ॥
অপাপজনিকার্য্যাণাং ত্যাগে বা গ্রহণেঽপি বা ।
তৎ কার্য্যং সর্ব্বথা মর্ত্ত্যৈঃ স্বীকৃতং শপথেন যৎ ॥ ১০২ ॥

অথ শপথস্বরূপং নিরূপয়ংস্তত্রানৃতং ব্রুবতো মর্ত্ত্যস্য নরকগামিত্বং বিদধাতি, সত্যমিত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন । সত্যমহং ব্রবীমীতি সংকল্প্য কৌলং কুলীনং গুরুং নিবেকাদিকরং দ্বিজং ব্রাহ্মণং গঙ্গাতোয়ং গঙ্গাজলং দেবমূর্ত্তিং দেবতাপ্রতিমাং কুলশাস্ত্রং তন্ত্রাদিকং কুলামৃতমাসবং দেবীনির্ম্মাল্যং বা স্পৃষ্ট্বা কথনং শপথো ভবেৎ। তত্র শপথেঽনৃতং মিথ্যা বদন্ মর্ত্ত্যঃ কল্পান্তং কল্পপর্য্যন্তং নরকং ব্রজেৎ নরকান্নরকান্তরং গচ্ছেৎ ॥ ১০০ ॥ ১০১ ॥

অথ শপথপূর্ব্বকস্বীকৃতাপাপজনককার্য্যাণামবশ্যকৃত্যত্বমাহ, অপাপেত্যাদিনা। ন পাপস্য জনিরুৎপত্তির্যেভ্যস্তেষাং কার্য্যাণাং ত্যাগে বা গ্রহণে অপি বা শপথেন মর্ত্ত্যৈর্যৎ স্বীকৃতং তৎ সর্ব্বথা কার্য্যং ন লঙ্ঘনীয়মিত্যর্থঃ। গ্রহণেঽপি বেত্যনেন পাপজনককর্ম্মণাং ত্যাগে এব যৎ স্বীকৃতং তন্নৈবাবশ্যকৃত্যত্বমিতি ধ্বনিতম্। ১০২ ॥

শিবের আজ্ঞা আছে যে, তাদৃশ অসত্যপরায়ণ পাপাত্মার তাড়ন ও দমন করিলে রাজা পাপভাগী হয়েন না।৯৯

দেবি ! 'আমি যাহা বলিব, তাহা সত্য,' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৌল, গুরু, ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল, দেবমূর্ত্তি, কুলশাস্ত্র, কুলামৃত,১০০ ও দেবনির্ম্মাল্য, এই সমুদায়ের মধ্যে অন্যতম স্পর্শ করিয়া যাহা কথিত হইবে, তাহার নাম শপথ। যে ব্যক্তি এইরূপে শপথ করিয়া মিথ্যাবাক্য কহিবে, এককল্প পর্য্যন্ত তাহাকে নরকে বাস করিতে হইবে।১০১ যে কার্য্য পাপজনক নহে, তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়েই হউক অথবা তাহা হইতে নিবৃত্তি বিষয়েই হউক, শপথ করিয়া যেরূপ

---

* দেবীনির্ম্মাল্যমথবা ইতি পাঠান্তরম্।

স্বীকারোল্লঙ্ঘনাচ্ছুধ্যেৎ পক্ষমেকমভোজনৈঃ।
ভ্রমেণাপি তমুল্লঙ্ঘ্য দ্বাদশাহঃ কণাশনৈঃ ॥ ১০৩ ॥
কুলধর্ম্মোঽপি সত্যেন বিধিনা চেন্ন সেবিতঃ।
মোক্ষায় শ্রেয়সে ন স্যাৎ কৌলে পাপায় কেবলম্ ॥১০৪॥
সুরা দ্রবময়ী তারা জীবনিস্তারকারিণী।
জননী ভোগমোক্ষাণাং নাশিনী বিপদাং রুজাম্ ॥১০৫॥

স্বীকারেত্যাদি। ননুল্লঙ্ঘনাদেকং পক্ষমভোজনৈর্জ্জনঃ শুধ্যেৎ। ভ্রমেণাপি তং স্বীকারমুল্লঙ্ঘ্য দ্বাদশাহং কণাশনৈঃ শুধ্যেৎ॥ ১০৩॥

অথাবিধিসেবিতস্য কুলধর্ম্মস্যাপি পাপজনকত্বমাহ, কুলেত্যাদিনা। সত্যেন বিধিনা চেদ্যদি সেবিতো ন স্যাৎ তদা কুলধর্ম্মোঽপি কৌলে কুলীনে মোক্ষায় অপবর্গায় তথা শ্রেয়সে ভদ্রায় চ ন স্যাৎ কেবলং পাপায়ৈব ভবতি। অতো বিধিনৈব সেব্যঃ কুলধর্ম্ম ইতি ভাবঃ॥ ১০৪॥

অথ সুরেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ প্রথমেন্তৎ স্তৌতি। সুরা দ্রবময়ী দ্রবরূপা তারা ভবতি যা জীবনিস্তারকারিণী জীবানাং নিস্তারকর্ত্রী যা ভোগমোক্ষাণাং জননী উৎপাদয়িত্রী যা বিপদাং বিপত্তীনাং রুজাং রোগাণাং চ নাশিনী॥ ১০৫॥

অঙ্গীকার করা হইবে, সর্ব্বতোভাবে তদনুরূপ কার্য্যই করিতে হইবে। (পরন্তু যে কার্য্য পাপজনক, তাহা হইতে নিবৃত্তি বিষয়ে যদি শপথ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে তাহাও ঐরূপ পালন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়ে অর্থাৎ আমি প্রতিদিন নরহত্যা করিয়া বা দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, ইত্যাদি কার্য্যে যদি শপথ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই অঙ্গীকার-ভঙ্গ করা যাইতে পারে)।[১০২]

যে ব্যক্তি পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ তাহা লঙ্ঘন করিবে, সে ব্যক্তি এক পক্ষ অনাহারে থাকিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। পরন্তু যে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ উক্ত অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিবে, সে ব্যক্তি দ্বাদশ দিবস কণভক্ষণ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[১০৩] অধিক কি, কৌল ব্যক্তিও যদি সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক যথাবিধানে কুলধর্ম্ম সেবা না করে, তাহার সেই কুলধর্ম্ম মোক্ষদায়ক ও শ্রেয়স্কর হয় না, কেবল পাপজনক হয়।[১০৪]

দাহিনী পাপসঙ্ঘানাং পাবিনী জগতাং প্রিয়ে।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা জ্ঞান-বুদ্ধি-বিদ্যাবিবর্দ্ধিনী ॥ ১০৬ ॥
মুক্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্ষিতিপালকৈঃ।
সেব্যতে সর্ব্বদা দেবৈঃ আদ্যে স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ১০৭ ॥
সম্যগ্বিধিবিধানেন সুসমাহিতচেতসা।
পিবন্তি মদিরাং মর্ত্ত্যা অমর্ত্ত্যা এব তে ক্ষিতৌ ॥ ১০৮ ॥

দাহিনীত্যাদি। যা পাপসঙ্ঘানাং পাপসমূহানাং দাহিনী দগ্ধ্রী। হে প্রিয়ে যা জগতাং পাবিনী শুদ্ধিকর্ত্রী। যা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা সর্ব্বাসাং সিদ্ধীনাং প্রদাত্রী। যা জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যাবিবর্দ্ধিনী মোক্ষে ধীর্জ্ঞানং শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং বুদ্ধিঃ আত্মজ্ঞানং বিদ্যা তেষাং বিবর্দ্ধয়িত্রী ॥ ১০৬ ॥

মুক্তৈরিত্যাদি। হে আদ্যে মুক্তৈর্মুক্তিশালিভিঃ মুমুক্ষুভির্মোক্ষেপ্সুভিঃ সিদ্ধৈঃ সাধকৈঃ ক্ষিতিপালকৈঃ রাজভির্দেবৈশ্চ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে সর্ব্বদা যা সেব্যতে সা সুরা দ্রবময়ী তারা বোদ্ধব্যেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। যা সেত্যধ্যাহারবলভ্যম্ ॥ ১০৭ ॥

সুরেত্যাদিশ্লোকত্রয়েণ মদিরাং স্তুত্বেদানীং বিধিপূর্ব্বকং তৎপানকর্ত্তুঃ সাক্ষাদ্দেবত্বং প্রতিপাদয়তি, সম্যগিত্যাদিনা। যে মর্ত্ত্যাঃ সম্যগ্বিধিবিধানেন সুসমাহিতচেতসা অতিসাবধানমনসা মদিরাং পিবন্তি তে ক্ষিতৌ পৃথিব্যামমর্ত্ত্যা দেবা এব ভবন্তি ॥ ১০৮ ॥

অথ বিধিসেবিতমদ্যাদিপঞ্চতত্ত্বানামনির্ব্বচনীয়ফলত্বং দর্শয়তি, প্রত্যেকেত্যা-

---

দ্রবময়ী সুরা সাক্ষাৎ ভগবতী দ্রবময়ী তারা। সুতরাং সুরাদেবীই জীবগণের নিস্তারকারিণী এবং ভোগ ও মোক্ষের কারণ। সুরাদেবীই রোগনাশিনী ও বিপদ হইতে উদ্ধারকারিণী।[১০৫] প্রিয়ে! সুরা দ্বারা পাপসমূহ দগ্ধ হয়। সুরা জগৎকে পবিত্র করে। সুরা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় এবং সুরা হইতেই জ্ঞান বুদ্ধি ও বিদ্যা, এতৎসমুদায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[১০৬] আদ্যে! মুক্ত মুমুক্ষু ও সিদ্ধ যোগিগণ, সাধকগণ, ভূপালগণ ও দেবগণ স্ব স্ব অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা এই সুরা সেবন করিয়া থাকেন।[১০৭] যাঁহারা সুসমাহিত হৃদয়ে সম্যক্ বিধানানুষ্ঠান সহকারে সুরা পান করেন, তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্য নহেন, তাঁহারা ক্ষিতিতলে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ।[১০৮] কেহ যদি পঞ্চতত্ত্বের

প্রত্যেকতত্ত্বস্বীকারাৎ বিধিনা ন্যাচ্ছিবো নরঃ।
ন জানে পঞ্চতত্ত্বানাং সেবনাৎ কিং ফলং ভবেৎ ॥ ১০৯ ॥
ইয়ঞ্চেদ্বারুণী দেবী নিপীতা বিধিবর্জ্জিতা।
নৃণাং বিনাশয়েৎ সর্ব্বং বুদ্ধিমায়ুর্যশো ধনম্ ॥ ১১০ ॥
অত্যন্তপানান্মত্তস্য চতুর্ব্বর্গপ্রসাধনী।
বুদ্ধির্বিনশ্যতি প্রায়ো লোকানাং মত্তচেতসাম্ ॥ ১১১ ॥
বিভ্রান্তবুদ্ধের্মনুজাৎ কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
স্বানিষ্টং চ পরানিষ্টং জায়তেঽস্মাৎ পদে পদে ॥ ১১২ ॥

দিনা। বিধিনা প্রত্যেকতত্ত্বস্বীকারাৎ মদ্যাদ্যেকৈকতত্ত্বাঙ্গীকারান্নরঃ শিবঃ স্যাৎ পঞ্চানামপি তত্ত্বানাং মদ্যাদীনাং সেবনাৎ কিং ফলং ভবেদিতি তু ন জানে ॥ ১০৯ ॥

অথ বিধিবর্জ্জিতসুরাপানস্য বুদ্ধ্যায়ুরাদিসকলপদার্থবিনাশকত্বমাহ, ইয়মিত্যাদিনা। চেদ্যদি বিধিবর্জ্জিতেয়ং বারুণী মদিরা দেবী নিপীতা স্যাত্তদা নৃণাং বুদ্ধিমায়ুর্যশোধনমিত্যাদি সর্ব্বং বিনাশয়েৎ। ১১০ ॥

সুরাত্যন্তপানস্য বুদ্ধিবিনাশকত্বেঽতিপীতমদ্যানাং স্বপরানিষ্টোৎপাদকত্বস্য হেতুস্তাত্তদত্যাসক্তচেতসঃ পুমাংসো নরেশচক্রেশাভ্যাং দণ্ড্যা ইত্যাহ, অত্যন্তেত্যাদিনা শোধয়েদিত্যন্তেন শ্লোকত্রয়েণ। মত্তস্যাত্যন্তপানান্মত্তচেতসাং লোকানাং চতুর্ব্বর্গপ্রসাধনী ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধয়িত্রী বুদ্ধিঃ প্রায়ো বিনশ্যতি ॥ ১১১ ॥

বিভ্রান্তেত্যাদি। কার্য্যাকার্য্যমজানতোঽস্মাদ্বিভ্রান্তবুদ্ধের্মনুজাৎ স্বানিষ্টং পরানিষ্টং চ পদে পদে জায়তে ॥ ১১২ ॥

মধ্যে একতত্ত্বও যথাবিধানে সেবন করেন, তাহা হইলে তিনি সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হয়েন সন্দেহ নাই, সুতরাং এককালে পঞ্চতত্ত্ব সেবন করিলে যে কি ফল হইবে, তাহা বলিতে পারি না।[১০৯]

পরন্তু যদি বিধিবিধান ব্যতিরেকে এই বারুণীদেবীর সেবা করা হয়, তাহা হইলে ইনি মনুষ্যের বুদ্ধি আয়ু যশ ও ধন, এতৎ-সমুদায়ই বিনষ্ট করেন।[১১০] যাহারা অত্যন্ত সুরাপান করে, সেই সকল লোক মত্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয় হয়; এবং তাহাদের ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ-সাধনোপায় স্বরূপ বুদ্ধি বিকৃত ও কলুষিত হইয়া প্রায়ই তাহারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।[১১১] এই প্রকার অবৈধরূপে

অতো নৃপো বা চক্রেশো মদ্যে মাদকবস্তুষু।
অত্যাসক্তজনান্ কায়-ধনদণ্ডেন শোধয়েৎ ॥ ১১৩ ॥
সুরাভেদাৎ ব্যক্তিভেদাৎ ন্যূনেনাপ্যধিকেন বা।
দেশকালবিভেদেন বুদ্ধিভ্রংশো ভবেন্নৃণাম্ ॥ ১১৪ ॥
অতএব সুরামানাদ্ অতিপানং ন লক্ষ্যতে।
স্খলদ্বাক্‌পাণিপাদদৃগ্‌ভিঃ অতিপানং বিচারয়েৎ ॥ ১১৫ ॥

অত ইত্যাদি। অতো মদ্যে মাদকবস্তুষু চাত্যাসক্তান্ জনান্ নৃপশ্চক্রেশো বা কায়ধনদণ্ডেন শোধয়েৎ ॥ ১১৩ ॥

মদ্যাদিবিভেদতো ন্যূনস্যাধিকস্য চ তস্য বুদ্ধিভ্রংশজনকত্বাত্তন্মানাদত্যন্তপানস্য জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ স্খলদ্বাগাদিভিস্তল্লক্ষণীয়মিত্যাহ, সুরেত্যাদিনা বিচারয়েদিত্যন্তেন শ্লোকদ্বয়েন। সুরাভেদাৎ ব্যক্তিভেদাজ্জনবিশেষাদ্দেশকালয়োর্বিভেদেন চ ন্যূনেনাপি অধিকেন বা মদ্যেন নৃণাং বুদ্ধিভ্রংশো ভবেৎ ॥ ১১৪ ॥

অতএবেত্যাদি। অতএব সুরামানাদতিপানং ন লক্ষ্যতে কিন্তু স্খলদ্বাক্‌পাণিপাদদৃগ্‌ভিরিতস্ততো বিচলদ্ভির্বচোহস্তপাদনেত্রৈঃ অতিপানং বিচারয়েৎ লক্ষয়েৎ ॥ ১১৫ ॥

অথোল্লঙ্ঘিতদেবতাগুরুমর্য্যাদাবশেন্দ্রিয়মদিরামত্তস্য দণ্ডমাহ, নেন্দ্রিয়াণীত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। যস্যেন্দ্রিয়াণি বশে ন সন্তি তস্য মদবিহ্বলচেতসো মদিরা-

অতিপান বশতঃ যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, তাহা হইতে পদে পদে তাহার নিজের এবং অপরেরও অনিষ্টাপাত হইয়া থাকে।[১১২] অতএব যাহারা মদ্যে বা অন্য কোন মাদক দ্রব্যে অত্যন্ত আসক্ত, তাহাদিগকে রাজা বা চক্রেশ্বর শারীরিক দণ্ড দ্বারা বা অর্থদণ্ড দ্বারা শোধন করিবেন।[১১৩]

সুরা অধিক পরিমাণে পীত হউক বা অল্প পরিমাণেই পীত হউক, সুরা-ভেদে, ব্যক্তি-ভেদে এবং দেশ ও কাল-ভেদে তদ্দ্বারা মনুষ্যের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকে, কেবল সুরার পরিমাণ অনুসারে অতিপান লক্ষিত হয় না।[১১৪] অতএব স্খলিত বাক্য, স্খলিত পাণি, স্খলিত পদ ও স্খলিত দৃষ্টি দ্বারা অতিরিক্ত পান বিচার করিবে।[১১৫]

ইন্দ্রিয় সমুদায় যাহার বশতাপন্ন নহে, যাহার চিত্ত মদ দ্বারা বিহ্বল,

নেন্দ্রিয়াণি বশে যস্য মদবিহ্বলচেতসঃ।
দেবতাগুরুমর্য্যাদোল্লঙ্ঘিনো ভয়রূপিণঃ ॥ ১১৬ ॥
নিখিলানর্থযোগ্যস্য পাপিনঃ শিবঘাতিনঃ।
দহেজ্জিহ্বাং হরেদর্থান্ তাড়য়েত্তং চ পার্থিবঃ* ॥ ১১৭ ॥
বিচলৎপাদবাক্পাণিং ভ্রান্তমুন্মত্তমুদ্ধতম্।
তমুগ্রং ঘাতয়েদ্রাজা দ্রবিণং চাহরেত্ততঃ† ॥ ১১৮ ॥
অপবাগ্বাদিনং মত্তং লজ্জাভয়বিবর্জ্জিতম্।
ধনাদানেন তং শাস্যাৎ প্রজাপ্রীতিকরো নৃপঃ ॥ ১১৯ ॥

বিক্লবচিত্তস্য দেবতাগুরুমর্য্যাদোল্লঙ্ঘিনো লঙ্ঘিতদেবনিষেকাদিকরমর্য্যাদস্য ভয়-রূপিণো ভীতিস্বরূপস্য নিখিলানর্থযোগ্যস্যাশেষানর্থার্হস্য পাপিনঃ পাতকাশ্রয়স্য শিবঘাতিনঃ শিবাজ্ঞালঙ্ঘনাত্তদন্তর্নিজভদ্রহন্তুর্ব্বা নরস্য জিহ্বাং পার্থিবো দহেৎ অর্থান্ হরেৎ তং চ তাড়য়েৎ ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

অথ বিচলৎপাদাদিকস্য মগ্নমত্তস্য দণ্ডমাহ, বিচলদিত্যাদিনা। বিচলৎ-পাদবাক্পাণিং স্খলচ্চরণবচোহস্তং ভ্রান্তং ভ্রমযুতমুন্মত্তমুন্মাদবন্তমুদ্ধতমবিনীতং তমুগ্রং রৌদ্রং রাজা ঘাতয়েৎ ততো দ্রবিণং চ আহরেৎ ॥ ১১৮ ॥

যে ব্যক্তি মত্ততাপ্রযুক্ত দেবতা ও গুরুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, যে ব্যক্তিকে মত্ততাবস্থায় দর্শন করিলে ভয় হয়,[১১৬] যে ব্যক্তি নিখিল অনর্থের আকর, সেই ব্যক্তি পাপাত্মা ও শিবঘাতী। রাজা ঈদৃশ পাপীর সমুদায় অর্থ হরণ পূর্ব্বক জিহ্বা দগ্ধ করিয়া দিবেন, এবং তাহাকে তাড়নাও করিবেন।[১১৭] অতিপান দ্বারা যাহার চরণ বাক্য ও হস্ত বিচলিত ও স্খলিত হয়, যে ব্যক্তি উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত উদ্ধত ও অবিনীত, সেই রূপ উগ্র ব্যক্তিকে রাজা কঠিন দণ্ড দিবেন, এবং তাহার সমুদায় সম্পত্তি হরণ করিয়া লইবেন।[১১৮] যে ব্যক্তি মত্ত হইয়া অশ্লীল বা অযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করিবে, অথবা লজ্জাভয়-শূন্য হইবে প্রজারঞ্জক রাজা তাহার ধন গ্রহণ দ্বারা তাহাকে শাসিত করিবেন।[১১৯]

---

* তাড়য়েত্তঞ্চ পার্থিবঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

† দ্রবিণঞ্চ হরেত্ততঃ ইতি পাঠান্তরম্।

শতাভিষিক্তঃ কৌলশ্চেৎ অতিপানাৎ কুলেশ্বরি।
পশুরেব স মন্তব্যঃ কুলধর্ম্মবহিস্কৃতঃ ॥ ১২০ ॥
পিবন্নতিশয়ং মদ্যং শোধিতং বাপ্যশোধিতম্।
ত্যাজ্যো ভবতি কৌলানাং দণ্ডনীয়োঽপি ভূভৃতঃ ॥ ১২১ ॥
ব্রাহ্মীং ভার্য্যাং সুরাং মত্তাঃ পায়য়ন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
শুধ্যেয়ুর্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পঞ্চাহং কণভোজনাৎ ॥ ১২২ ॥

অথাবাচ্যবাদিনো মত্তস্য দণ্ডমাহ, অপবাগিত্যাদিনা। অপবাগ্বাদিনম্ অবক্তব্যং বচো বদন্তং লজ্জাভয়বিবর্জ্জিতং তং মত্তং প্রজাপ্রীতিকরো নৃপো ধনাদানেন শাস্তাৎ ॥ ১১৯ ।

শতাভিষিক্তকৌলস্যাপ্যত্যন্তমদ্যপানেন কুলধর্ম্মবহিস্কৃতত্বাৎ পশুত্বশালিত্বমাহ, শতেত্যাদিনা। চেচ্ছব্দোঽপ্যর্থে। হে কুলেশ্বরি শতাভিষিক্তঃ কৌলোঽপ্যতিপানাৎ পশুরেব মন্তব্যঃ যতঃ স কুলধর্ম্মাদ্বহিস্কৃতঃ ॥ ১২০ ॥

অথ সংস্কৃতাসংস্কৃতাতিশয়িতমদ্যপায়িনো নবস্য রাজ্ঞা দণ্ডনীয়ত্বং কৌলত্যেয়ত্বং চাহ, পিবন্নিত্যাদিনা। শোধিতমশোধিতং বাতিশয়ং বহুলং মদ্যং পিবন্ মর্ত্ত্যঃ কৌলানাং ত্যাজ্যো ভূভৃতো দণ্ডনীয়োঽপি ভবতি ॥ ১২১ ॥

নন্থ ব্রাহ্মীং ভার্য্যাং মদ্যং পায়য়ন্তো দ্বিজাঃ কথং শুধ্যেয়ুস্তত্রাহ, ব্রাহ্মীমিত্যাদিনা। ব্রাহ্মীং বেদোক্তবিধিনা পরিণীতাং ভার্য্যাং সুরাং পায়য়ন্তো মত্তাঃ দ্বিজাতয়ো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পঞ্চাহং কণভোজনাচ্ছুধ্যেয়ুঃ ॥ ১২২ ॥

কুলেশ্বরি! শতাভিষিক্ত কৌল ব্যক্তিও যদি অতিপান-দোষে দুষিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি কুলধর্ম্মচ্যুত হইবেন, এবং তাঁহাকে পশুমধ্যে গণনা করিতে হইবে।[১২০]

যে ব্যক্তি শোধিতই হউক বা অশোধিতই হউক, মদ্য অপরিমিত পান করিবে, কৌলগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন এবং সে রাজার নিকট দণ্ডনীয় হইবে।[১২১] যদি কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, মত্ত হইয়া ব্রাহ্মী ভার্য্যা অর্থাৎ বেদবিধানানুসারে পরিণীতা পত্নীকে মদ্য পান করায়, তাহা হইলে সে ঐ ভার্য্যার সহিত পঞ্চ দিন কণভোজন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (৩২৫)।[১২২]

---

(৩২৫) ইহাদ্বারা অবৈধভাবে অতিপানে মত্ত ব্যক্তির অনভিষিক্তা স্ত্রীকে অবৈধভাবে মদ্যপান করান দোষাবহ বলিয়া কীর্ত্তিত হইল। বস্তুতঃ পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকে লইয়া যথাবিধানে সাধনা বা অর্চ্চনা কোনরূপ দোষাবহ নহে।

অসংস্কৃতসুরাপানাৎ শুধ্যেদুপবসংস্ত্র্যহম্ ।
ভুক্ত্বাপ্যশোধিতং মাংসম্ উপবাসদ্বয়ং চরেৎ ॥ ১২৩ ॥
অসংস্কৃতে মীনমুদ্রে খাদন্নুপবসেদহঃ ।
অবৈধং পঞ্চমং কুর্ব্বন্ রাজ্ঞো দণ্ডেন শুধ্যতি ॥ ১২৪ ॥
ভুঞ্জানো মানবং মাংসং গোমাংসং জ্ঞানতঃ শিবে ।
উপোষ্য পক্ষং শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্ ॥ ১২৫ ॥

নম্বশোধিতমদ্যপানাৎ তাদৃঙ্মাংসভক্ষণাচ্চ কথং শুধ্যেত্তত্রাহ, অসংস্কৃতে-ত্যাদিনা। অসংস্কৃতসুরাপানাৎ ত্র্যহং ত্রিদিনমুপবসন্ শুধ্যেৎ। অশোধিতং মাংসমপি ভুক্ত্বা উপবাসদ্বয়ং চরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১২৩ ॥

তথাশোধিতমৎস্যমুদ্রয়োর্ভোক্তুরবৈধমুরতকর্ত্তুশ্চ প্রায়শ্চিত্তমাহ, অসংস্কৃত ইত্যাদিনা। অসংস্কৃতে অশোধিতে মীনমুদ্রে খাদন্নরোঽহর্দ্দিনমেকমুপবসেৎ। অবৈধং বিধিবর্জ্জিতং পঞ্চমং সুরতং কুর্ব্বন্নরো রাজ্ঞো দণ্ডেন শুধ্যতি ॥ ১২৪ ॥

নন্থ জ্ঞানতো নরমাংসং গোমাংসঞ্চ খাদতঃ পুংসঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, ভুঞ্জান ইত্যাদিনা। হে শিবে জ্ঞানতো মানবং মানবসম্বন্ধিমাংসং গোমাংসঞ্চ ভুঞ্জানো নরঃ পক্ষমেকমুপোষ্য শুদ্ধঃ স্যাৎ। ইদং তয়োর্ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্তং স্মৃতম্ ॥ ১২৫ ॥

নন্থ ভুক্তমনুষ্যাকৃতিপশুমাংসো মাংসাদকমাংসভক্ষকশ্চ পুমান্ কথং শুধ্যে-

---

যদি কোন ব্যক্তি অসংস্কৃত সুরা পান করে, তাহা হইলে সে তিন দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে যদি কোন ব্যক্তি অপরিশোধিত মাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সেই পাপ মোচনের নিমিত্ত তাহাকে দুই দিন উপবাস করিতে হইবে।[১২৩] যদি কোন ব্যক্তি অসংস্কৃত মৎস্য বা মুদ্রা ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সে এক দিবস উপবাস করিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক অবৈধ পঞ্চম অর্থাৎ স্ত্রীসেবা করে, তাহা হইলে সেই পাপমোচন জন্য তাহার রাজদণ্ড হইবে।[১২৪]

শিবে! যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক মনুষ্য-মাংস বা গোমাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই যে, সে এক পক্ষ উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।[১২৫] প্রিয়ে! যে ব্যক্তি মনুষ্যাকৃতি পশুর মাংস বা মাংসাশী

নরাকৃতিপশোর্মাংসং মাংসং মাংসাদনস্য চ।
অত্বা শুধ্যেন্নরঃ পাপাদ্ উপবাসৈস্ত্রিভিঃ প্রিয়ে ॥ ১২৬ ॥
ম্লেচ্ছানাং শ্বপচানাং চ পশূনাং কুলবৈরিণাম্।
খাদন্নন্নং বিশুদ্ধঃ স্যাৎ পক্ষমেকমুপোষিতঃ ॥ ১২৭ ॥
উচ্ছিষ্টং যদি ভুঞ্জীত জ্ঞানাদেষাং কুলেশ্বরি।
শুধ্যেন্মাসোপবাসেনা-জ্ঞানাৎ পক্ষোপবাসতঃ ॥ ১২৮ ॥

তত্রাহ, নবেত্যাদিনা। হে প্রিয়ে নরাকৃতিপশোর্নরাদের্মাংসাদনস্য মাংস-ভক্ষকস্য ব্যাঘ্রাদেশ্চ মাংসমত্ত্বা ভুক্ত্বা নরস্ত্রিভিরুপবাসৈঃ পাপাৎ শুধ্যেৎ।১২৬।

অথ ভুক্তম্লেচ্ছাদ্যন্নস্য পুংসঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, ম্লেচ্ছানামিত্যাদিনা। ম্লেচ্ছানাং যবনানাং শ্বপচানাং চাণ্ডালানাং কুলবৈরিণাং পশূনাং চান্নং খাদন্ জনঃ পক্ষ-মেকমুপোষিতঃ সন্ বিশুদ্ধঃ স্যাৎ॥ ১২৭ ॥

নহ্ন জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং ম্লেচ্ছাদ্যুচ্ছিষ্টমন্নাদিকং ভুঞ্জানঃ কথং শুধ্যেত্তত্রাহ, উচ্ছিষ্টমিত্যাদিনা। হে কুলেশ্বরি জ্ঞানাদেষাং ম্লেচ্ছাদীনামুচ্ছিষ্টমন্নাদিকং যদি ভুঞ্জীত তদা মাসোপবাসেন নরঃ শুধ্যেৎ। অজ্ঞানাদ্যদি ভুঞ্জীত তদা পক্ষোপ-বাসতঃ শুধ্যেৎ ॥ ১২৮ ॥

অথ ক্রমতঃ ক্ষত্রিয়াদ্যন্নমশ্নতাং ব্রাহ্মণাদীনাং প্রায়শ্চিত্তমাহ, অনুলোমে-

---

জীবের মাংস ভক্ষণ করিবে, তিন দিন উপবাস করিয়া সে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।[১২৬]

যে ব্যক্তি ম্লেচ্ছ ও যবনের অন্ন, চাণ্ডালের অন্ন, অথবা কুলধর্ম্মবিদ্বেষী পশুর অন্ন ভোজন করিবে, সে এক পক্ষ উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[১২৭] কুলেশ্বরি! যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞান পূর্ব্বক ঐ সকল ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহা হইলে সেই পাপ মোচনের নিমিত্ত তাহাকে এক পক্ষ উপবাস করিতে হইবে। পরন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক যদি কেহ ঐ সকল লোকের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহা হইলে সে এক মাস উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।[১২৮]

প্রিয়ে! আমার আজ্ঞা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি একবার মাত্রও অনুলোম

অনুলোমেন বর্ণানাম্ অন্নং ভুক্ত্বা সকৃৎ প্রিয়ে।
দিনত্রয়োপবাসেন বিশুদ্ধঃ স্যান্মমাজ্ঞয়া ॥ ১২৯ ॥

পশুশ্বপচম্লেচ্ছানাম্ অন্নং চক্রার্পিতং যদি।
বীরহস্তার্পিতং বাপি তদশ্নন্নৈব পাপভাক্ ॥ ১৩০ ॥

অন্নাভাবে চ দৌর্ভিক্ষ্যে বিপদি প্রাণসঙ্কটে।
নিষিদ্ধেনাদনেনাপি রক্ষন্ প্রাণান্ন পাতকী ॥ ১৩১ ॥

করিপৃষ্ঠে তথানেকো-দ্বাহ্যপাষাণদারুষু।
অলক্ষিতেঽপি দূষ্যাণাং ভক্ষ্যদোষো ন বিদ্যতে ॥ ১৩২ ॥

নেত্যাদিনা। হে প্রিয়ে অনুলোমেন ক্রমেণ বর্ণানাং সকৃদন্নং ভুক্ত্বা ব্রাহ্মণাদি-র্দিনত্রয়োপবাসেন মমাজ্ঞয়া বিশুদ্ধঃ স্যাৎ। যথা ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ান্নমেবম্ ॥ ১২৯ ॥

অথচক্রার্পিতস্য বীরহস্তার্পিতস্য চ পশুশ্বপচম্লেচ্ছান্নস্য ভোক্তুরপাতকিত্ব-মাহ, পশ্বিত্যাদিনা। পশুশ্বপচম্লেচ্ছানামন্নং যদি চক্রার্পিতং চক্রদত্তং বীরহস্তার্পিতং বা স্যাত্তদা তদশ্নন্ খাদন্ নরঃ পাপভাক্ নৈব ভবেৎ ॥ ১৩০ ॥

নন্বু দুর্ভিক্ষাদৌ নিষিদ্ধান্নভোজনেন প্রাণান্ রক্ষতো জনস্য পাতকং ভবেন্ন বেত্যাশঙ্কমানং প্রত্যাহ, অন্নেত্যাদিনা। দুর্লভা ভিক্ষা যত্র তত্র দুর্ভিক্ষে সময়ে বিপদি চ দেশোপদ্রবপলায়নাদৌ অন্নাভাবে প্রাণসঙ্কটে সতি নিষিদ্ধেনা-দনেনাভোজ্যস্যাপি ভোজনেন প্রাণান্ রক্ষন্ পাতকী ন ভবেৎ ॥ ১৩১ ॥

নৌকাদিবন্নাদিকমশ্নতাং ন দোষ ইত্যাহ, করীত্যাদিনা করিপৃষ্ঠে হস্তিনঃ

অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতির অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সে তিন দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[১২৯]

চক্রে অর্পিত অথবা বীরহস্তেও অর্পিত যদি পশুর অন্ন, শ্বপচের অন্ন অথবা ম্লেচ্ছের অন্নও হয়, তাহা হইলে তাহা ভোজন করিলে কেহ পাপভাগী হইবে না।[১৩০]

যখন অন্নাভাব হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে, বিপৎকাল উপস্থিত হইবে, অথবা প্রাণসঙ্কটের সময় উপস্থিত হইবে, তখন যদি কেহ নিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া প্রাণরক্ষা করে, তাহা হইলে সে পাপভাগী হইবে না।[১৩১]

যে পাষাণ বা কাষ্ঠাদি এক জন বহন করিতে না পারে, তাদৃশ কাষ্ঠ ও

পশূনভক্ষ্যমাংসাংশ্চ ব্যাধিযুক্তানপি প্রিয়ে।
ন হন্যাদ্দেবতার্থেঽপি হত্বা চ পাতকী ভবেৎ ॥ ১৩৩ ॥
কৃচ্ছ্রং ব্রতং নরঃ কুর্য্যাদ্‌গোবধে বুদ্ধিপূর্ব্বকে।
অজ্ঞানাদাচরেদর্দ্ধং ব্রতং শঙ্করশাসনাৎ ॥ ১৩৪ ॥
ন কেশবপনং কুর্য্যাৎ ন নখচ্ছেদনং তথা।
ন ক্ষারযোগং বসনে যাবন্ন ব্রতমাচরেৎ ॥ ১৩৫ ॥

পৃষ্ঠে তথানেকৈর্ক্কন্ধাহেষু পাবণেষু দাপযু চ তথা দুষ্টাণাং যবনাদীনামনঙ্কিতেঽপি যবনাদীনামিদং ভবতি যবনাদয়োঽত্র বর্ত্তন্তে এবমবিজ্ঞানেঽপি স্থানে যত্র দুষ্টাণাং মলমূত্রাদীনামলক্ষিতেঽপি সত্ত্বপি তেষু তেষামবিজ্ঞানেঽপি ভক্ষ্যদোষো ন বিদ্যতে। ১৩২ ॥

অথ দেবতার্থমভক্ষ্যমাংসান্ ব্যাধিযুতাংশ্চ পশূন্নিঘ্নতঃ পাতকিত্বমাহ, পশূনিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে অভক্ষ্যমাংসান্ ব্যাধিযুতাংশ্চ পশূন্ দেবতার্থে ন হন্যাৎ অপীতি নিশ্চিতৰ্থ। নচ হননে কো দোষস্তত্রাহ হত্বেতি। হত্বা চ জনঃ পাতকী ভবেৎ ॥ ১৩৩ ॥

অথ জ্ঞানাজ্ঞানকৃতগোবধপ্রায়শ্চিত্তমাহ, কৃচ্ছ্রেত্যাদিনা। প্রিয়ে ইত্যন্তেন। জ্ঞানপূর্ব্বকে গোবধে সতি নরঃ কৃচ্ছ্রব্রতং কুর্য্যাৎ। অজ্ঞানাদ্গোবধে সতি শঙ্করশাসনাদর্দ্ধং ব্রতমাচরেৎ কুর্য্যাৎ ॥ ১৩৪ ॥

ন কেশেত্যাদি। যাবদ্ব্রতং নাচরেৎ তাবৎ কেশবপনং কেশানাং মুণ্ডনং ন কুর্য্যাৎ তথা নখচ্ছেদনং ন কুর্য্যাৎ বসনে বস্ত্রে ক্ষারযোগং চ ন কুর্য্যাৎ ॥ ১৩৫ ॥

পাষাণাদির উপর, হস্তিপৃষ্ঠের উপর এবং যে স্থানে দুষ্ট সংসর্গ নয়নগোচর বা জ্ঞানগোচর না হয়, সেই স্থানে বা সেই দ্রব্য ভোজনাদি করিলে স্পর্শদোষ হয় না।[১৩২]

প্রিয়ে! যে সকল পশুর মাংস অভক্ষ্য, এবং যে সকল পশু রোগযুক্ত, দেবোদ্দেশেও সে সকল পশু বধ করিবে না; যদি কেহ বধ করে, তাহা হইলে তাহাকে পাতকী হইতে হইবে।[১৩৩]

শঙ্করের শাসন আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞান-পূর্ব্বক গোহত্যা করে, তাহা হইলে সে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে; এবং যদি সে অজ্ঞান বশতঃ গোহত্যা করে, তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্রব্রত পালন করিতে হইবে।[১৩৪] যে পর্য্যন্ত ঐ

উপবাসৈর্নয়েৎ মাসং মাসমেকং কণাশনৈঃ।
মাসং ভৈক্ষান্নমশ্নীয়াৎ কৃচ্ছ্রব্রতমিদং শিবে ॥ ১৩৬ ॥
ব্রতান্তে বাপিতাশিরাঃ কৌলান্ জ্ঞাতীংশ্চ বান্ধবান্।
ভোজয়িত্বা বিমুক্তঃ স্যাৎ জ্ঞানগোবধপাতকাৎ ॥ ১৩৭ ॥
অপালনবধাদ্দোষশ্চ শুধ্যোদষ্টোপবাসতঃ।
বাহুজাদ্যা বিশুধ্যেয়ুঃ পাদন্যূনক্রমাৎ শিবে * ॥ ১৩৮ ॥

নন্বু কিং নাম কৃচ্ছ্রব্রতমতস্তদ্বির্ণয়তি, উপবাসৈরিত্যাদিনা। হে শিবে উপবাসৈর্মাসমেকং নয়েৎ যাপয়েৎ। মাসমেকং কণাশনৈর্নয়েৎ। মাসমেকঞ্চ ভৈক্ষান্নং ভিক্ষাসম্পন্নমন্নমশ্নীয়াৎ। ইদং কৃচ্ছ্রব্রতং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩৬ ॥

ব্রতান্তে ইত্যাদি। ব্রতান্তে ব্রতসমাপ্তৌ বাপিতশিরাঃ মুণ্ডিতমস্তকঃ সন্ কৌলান্ জ্ঞাতীন্ সগোত্রাংশ্চ ভোজয়িত্বা জ্ঞানগোবধপাতকাজ্জনো বিমুক্তঃ স্যাৎ ॥ ১৩৭ ॥

অপালনেত্যাদি। গোরপালনবধাদরক্ষণতো বধাদষ্টোপবাসতঃ শুধ্যেৎ। হে প্রিয়ে বাহুজাদ্যাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ পাদন্যূনক্রমাদ্বিশুধ্যেয়ুঃ। ক্ষত্রিয়াদিভিঃ ক্রমতঃ পাদপাদন্যূনং ব্রতং করণীয়মিতি ভাবঃ ॥ ১৩৮ ॥

ব্রত অনুষ্ঠিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ক্ষৌরকর্ম্ম বা নখচ্ছেদ অথবা ক্ষার-সংযোগে বস্ত্র ধৌত করিবে না।[১৩৫]

শিবে! কৃচ্ছ্রব্রতের নিয়ম এই যে, এক মাস উপবাস করিয়া যাপন করিবে; পরে এক মাস কণভক্ষণ করিয়া থাকিবে; এবং তৎপরে এক মাস ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া কাটাইবে, ইহারই নাম কৃচ্ছ্রব্রত।[১৩৬] এইরূপে যখন ব্রত শেষ হইবে তখন মস্তকমুণ্ডন করিয়া কৌলদিগকে জ্ঞাতিদিগকে এবং বন্ধুবর্গকে ভোজন করাইয়া জ্ঞানকৃত গোবধ জনিত পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।[১৩৭]

শিবে! অপালনকৃত গোবধ জনিত পাতকে লিপ্ত হইলে (ব্রাহ্মণ) আট দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। পরন্তু ক্ষত্রিয়গণ ছয় দিন, বৈশ্যগণ চারি দিন,

---

* প্রিয়ে ইতি পাঠান্তরম্।

গজোষ্ট্রমহিষাশ্বাংশ্চ হত্বা কৌলিনি কামতঃ ।
উপবাসৈস্ত্রিভিঃ শুধ্যেৎ মানবঃ কৃতকিল্বিষঃ ॥ ১৩৯ ॥
মৃগমেষাজমার্জ্জারান্ নিঘ্নন্নুপবসেদহঃ ।
ময়ূরশুকহংসাংশ্চ সজ্যোতিরশনং ত্যজেৎ ॥ ১৪০ ॥
নিহত্য সাস্থিজন্তূংশ্চ নক্তমদ্যাৎ নিরামিষম্ ।
নিরস্থিজীবিনো হত্বা মনস্তাপেন শুধ্যতি ॥ ১৪১ ॥

অথ গজোষ্ট্রাদিবধপ্রায়শ্চিত্তমাহ, গজোষ্ট্রেত্যাদিনা । হে কৌলিনি গজোষ্ট্রমহিষাশ্বান্ হত্বা কামতোঽশ্বাৎ কৃতকিল্বিষো মানবস্ত্রিভিরুপবাসৈঃ শুধ্যেৎ ॥ ৩৯ ॥

অথ মৃগমেষাদিবধপ্রায়শ্চিত্তমাহ, মৃগেত্যাদিনা । মৃগমেষাজমার্জ্জারান্ হরিণান্ ছাগাবড়ালান্ নিঘ্নন্ রাহঃহরেকদিনমুপবসেৎ । ময়ূরশুকহংসাংশ্চ নিঘ্নন্ জ্যোতিষা সূর্য্যেণ সহ বর্ত্তমানং সজ্যোতির্দ্দিনমশনং ত্যজেৎ, দিবসেঽশনং ত্যজন্নস্তং যাতে সূর্য্যে ভুঞ্জীতেত্যর্থঃ । জ্যোতিৰ্ণা ভাস্করেঽগ্নৌ চ ক্লীবং খদ্যোত-দৃষ্টিষ্বপি রুদ্রঃ ॥ ১৪০ ॥

অথ কৃকলাসাদ্যস্থিমতঃ ক্ষুদ্রজন্তূন্নিরস্থিজন্তূংশ্চ নিঘ্নতো নরস্য প্রায়শ্চিত্তমাহ, নিহত্যেত্যাদিনা । নিরস্থিসাহচর্য্যাৎ সাস্থিজন্তূনস্থিমতঃ কৃকলাসাদীন্ ক্ষুদ্রান্ শরীরিণো নিহত্য নক্তং রাত্রৌ নিরামিষমামিষবর্জ্জিতমদ্যাৎ ভুঞ্জীত । মশুবাদি-

---

এবং শূদ্রগণ দুই দিন উপবাস করিয়া উক্ত অপালনকৃত গোবধ জনিত পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ।[১৩৮]

কুলনায়িকে ! ইচ্ছা পূর্ব্বক হস্তী ও উষ্ট্র, মহিষ ও অশ্ব, এই সমুদায়ের মধ্যে কোন জীব হত্যা করিয়া মানব তজ্জনিত যে পাপে পাপী হইবে তিন দিন উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে ।[১৩৯]

যদি কেহ মৃগ, মেষ ছাগ বা মার্জ্জার বধ করে, তাহা হইলে সে এক অহোরাত্র উপবাস করিবে । যদি ময়ূর শুক বা হংস বধ করে, তাহা হইলে সূর্য্যের উদয়াবধি অস্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দিন উপবাস করিবে ।[১৪০] আর, যদি কেহ অস্থিযুক্ত অন্য কোন নিকৃষ্ট জীব হত্যা করে, তাহা হইলে সে একরাত্র নিরামিষ ভোজন করিবে । পরন্ত যদি অস্থিহীন জীব হত্যা করে, তাহা হইলে কেবল অনুতাপ দ্বারাই শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে ।[১৪১]

পশুমীনাণ্ডজান্ নিঘ্নন্ মৃগয়ায়াং মহীপতিঃ।
ন পাপার্হো ভবেদ্দেবি রাজ্ঞো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১৪২ ॥
দেবোদ্দেশং বিনা ভদ্রে হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ।
কৃতায়াং বৈধহিংসায়াং নরঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৪৩ ॥
সংকল্পিতব্রতাপূর্ত্তৌ * দেবনির্ম্মাল্যলঙ্ঘনে।
অশুচৌ দেবতাস্পর্শে গায়ত্রীজপমাচরেৎ ॥ ১৪৪ ॥

হননাপেক্ষয়া কুকলাসাদিহননে প্রবৃত্তেরাধিক্যাত্তদ্ধননিমিত্তকদণ্ডতঃ কুকলাসাদিহনননিমিত্তকদণ্ডস্য গুরুত্বমবগন্তব্যম্ [?]। নিরাস্থজ্ঞানেনাহ হ্রস্বাহত-জন্তূন্ হত্বা মনস্তাপেন শুধ্যতি ॥ ১৪১ ॥

নন্বু মৃগয়ায়াং মৃগমীনাদীন্নিঘ্নতো মহীপালস্য মৃগাদিবধহেতুকং পাপং ভবেন্ন বেতি পৃচ্ছন্ত্যাং ত্বামাহ, পশ্বিত্যাদিনা। হে দেবি পশুমীনাণ্ডজান্ মৃগব্যাঘ্রাদি-মৎস্যপক্ষিণো মৃগয়ায়াং নিঘ্নন্ মহীপতিঃ পাপার্হো ন ভবেৎ, যতোঽয়ং রাজ্ঞঃ সনাতনো নিত্যো ধর্ম্মো ভবতি ॥ ১৪২ ॥

অথ বৈধহিংসায়াঃ পাপজনকত্বাদকর্ত্তব্যত্বমাহ, দেবেত্যাদ্যর্দ্ধেন। হে ভদ্রে ভদ্ররূপিণি দেবোদ্দেশ্যং কর্ম্ম বিনা সর্ব্বত্র হিংসাং বর্জ্জয়েৎ। বৈধহিংসায়াঃ পাপাজনকত্বং কণ্ঠতয়াহ, কৃতায়ামিত্যর্দ্ধেন। বৈধহিংসায়াং কৃতায়াং সত্যাং নরঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৪৩ ॥

নন্বু সংকল্পিতং ব্রতমসমাপয়তো দেবনির্ম্মাল্যং লঙ্ঘয়তোঽশৌচানপগমে

দেবি! যদি রাজা মৃগয়াকালে পশু মীন বা অণ্ডজ জীব হত্যা করেন, তাহা হইলে তিনি পাপী হইবেন না, কারণ মৃগয়া রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।[১৪২] ভদ্রে! দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থলেই হিংসা করিবে না। ফলতঃ এইরূপ দেবোদ্দেশ বা শ্রাদ্ধকাল প্রভৃতিতে বৈধ হিংসা করিলে সে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হইবে না।[১৪৩]

যদি কেহ সঙ্কল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ করিতে না পারে, যদি কেহ দেবনির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করে, যদি কেহ অশৌচকালের মধ্যে দেবতা স্পর্শ করে, তাহা হইলে গায়ত্রী জপ করিবে।[১৪৪]

---

* সঙ্কল্পিতব্রতাপূর্ণে ইত্যপি পাঠঃ।

মাতা পিতা ব্রহ্মদাতা মহান্তো গুরবঃ স্মৃতাঃ ।
নিন্দন্নেতান্ বদন্ ক্রূরং শুধ্যেৎ পক্ষোপবাসতঃ ॥ ১৪৫ ॥
এবমন্যান্ গুরূন্ কৌলান্ বিপ্রান্ গর্হন্নপি প্রিয়ে ।
সার্দ্ধত্রয়োপবাসেন মুক্তো ভবতি পাতকাৎ ॥ ১৪৬ ॥
বিত্তার্থী মানবো দেশান্ অখিলান্ গন্তুমর্হতি ।
নিষিদ্ধকৌলিকাচারং দেশং শাস্ত্রমপি ত্যজেৎ ॥ ১৪৭ ॥

দেবতাঃ স্পৃশতশ্চ পুংসঃ কথং শুদ্ধিরিত্যাহ, সংকল্পিতেত্যাদিনা। সংকল্পিত-ব্রতাপূর্ত্তৌ সংকল্পিতস্য ব্রতস্যাসমাপ্তৌ দেবনির্ম্মাল্যলঙ্ঘনে সতি অশুচাবশৌচে দেবতাস্পর্শে চ গায়ত্রীজপমাচরেৎ ॥ ১৪৪ ॥

অথ মহতো গুরূন্নিন্দয়তস্তান্নিন্দতঃ ক্রূরং ব্রুবতশ্চ পুংসঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, মাতেত্যাদিনা। মাতা জননী পিতা জনকো ব্রহ্মদাতা বেদাধ্যাপকশ্চৈতে মহান্তো গুরবঃ স্মৃতাঃ। এতান্ মহাগুরূন্নিন্দন্ ক্রূরং বদংশ্চ নরঃ পক্ষোপবাসতঃ শুধ্যেৎ ॥ ১৪৫ ॥

অথ মাত্রাদ্যন্যগুরুকৌলব্রাহ্মণনিন্দকানাং প্রায়শ্চিত্তমাহ, এবমিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে এবমন্যান্ মাত্রাদিভিন্নান্ গুরূন্ কৌলান্ বিপ্রাংশ্চ গর্হন্নিন্দন্ অপি বা ক্রূরং বদংশ্চ জনঃ সার্দ্ধত্রয়োপবাসেন পাতকাৎ মুক্তো ভবতি ॥ ১৪৬ ॥

অথ বিত্তোদ্দেশ্যকসর্ব্বদেশগমনার্হস্যাপি মানবস্য কৌলাচাররহিতদেশাটনা-

---

মাতা পিতা ও ব্রহ্মদাতা, ইঁহারা মহাগুরু। যে ব্যক্তি মহাগুরুর নিন্দা করিবে, বা মহাগুরুকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে, সে পক্ষ দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[১৪৫] প্রিয়ে! যে ব্যক্তি এইরূপ অন্য কোন গুরুজনকে, কৌল ব্যক্তিকে বা ব্রাহ্মণকে ঘৃণা বা নিন্দা করে, সে ব্যক্তি সার্দ্ধত্রয় দিবস উপবাস করিয়া সেই পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।[১৪৬]

মানবগণ ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত যে কোন দেশে গমন করিতে পারিবে। পরন্তু যে দেশে বা যে শাস্ত্রে কৌলাচার নিষিদ্ধ হইয়াছে, (পূর্ব্বে অবগত হইলে), সেই দেশে গমন ও সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে।[১৪৭] যে দেশে কুলধর্ম্ম ও কৌলিকাচার নিষিদ্ধ, সেই দেশে যদি কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গমন

গচ্ছংস্তু স্বেচ্ছয়া দেশে নিষিদ্ধকুলবর্ত্মনি।
কুলধর্ম্মাৎ পতেদ্ভূয়ঃ শুধ্যেৎ পূর্ণাভিষেকতঃ॥ ১৪৮॥
তপনোদয়মারভ্য যামাষ্টকমভোজনম্।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তে বিধীয়তে॥ ১৪৯॥
পিবংস্তোয়াঞ্জলিমেকং ভক্ষন্নপি সমীরণম্ *।
মানবঃ প্রাণরক্ষার্থং ন ভ্রশ্যেদুপবাসতঃ॥ ১৫০॥

নর্হত্যাহ, বিত্তার্থীত্যাদিনা। বিত্তার্থী মানবোঽখিলান্ সর্ব্বান দেশান্ গন্তুমর্হতি। নিষিদ্ধঃ কৌলিকানামাচারো যত্র তং দেশং তাদৃশং শাস্ত্রমপি মানবস্ত্যজেৎ॥ ১৪৭॥

অথ ধনলোভেন নিষিদ্ধকৌলিকাচারং দেশং গচ্ছতো নরস্য কুলধর্ম্মাৎ পতিতস্য পুনঃ পূর্ণাভিষেকতঃ পূতত্বমাহ, গচ্ছন্নিত্যাদিনা। নিষিদ্ধকুলবর্ত্মনি দেশে স্বেচ্ছয়া গচ্ছংস্তু নরঃ কুলধর্ম্মাৎ পতেৎ ভূয়ঃ পুনঃ পূর্ণাভিষেকতঃ শুধ্যেৎ॥ ১৪৮॥

অথোক্তস্তচ্ছ্রোকস্থাকাঙ্ক্ষিতত্বাদুপবাসং নিরূপয়তি, তপনোদয়মিত্যাদিনা। তপনোদয়ং সূর্য্যোদয়মারভ্য যামাষ্টকং প্রহরাষ্টকং যদভোজনং স উপবাসো বিজ্ঞেয়ঃ। প্রায়শ্চিত্তে স বিধীয়তে ক্রিয়তে॥ ১৪৯॥

অথ একাঞ্জলিতোয়পানেনোপবাসস্যাবিনাশিত্বং কথয়ন্নাহ পিবন্নিত্যাদি। প্রাণরক্ষণার্থমেকং তোয়াঞ্জলিং পিবন্ সমীরণং বায়ুং চাপি ভক্ষন্মানবঃ উপবাসতো ন ভ্রশ্যেৎ একাঞ্জলিতোয়পানাৎ উপবাসো ন বিনশ্যেৎ ইতি তত্ত্বম্॥ ১৫০॥

করে, তাহা হইলে সে কুলধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে, পরন্তু পুনর্ব্বার পূর্ণাভিষেক দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[১৪৮]

প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত উপবাস করিতে হইলে সূর্য্যোদয় অবধি অষ্টপ্রহর অনাহারে থাকিতে হইবে।[১৪৯] যদি কোন ব্যক্তি প্রাণধারণের নিমিত্ত এক অঞ্জলি জল পান করে, অথবা বায়ু ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সে উপবাস হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।[১৫০] যদি কোন ব্যক্তি বার্দ্ধক্য বা শারীরিক পীড়া নিবন্ধন

---

* সমীরিতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

উপবাসাসমর্থশ্চেৎ রুজা বা জরসাপি বা।
তদা প্রত্যুপবাসঞ্চ ভোজয়েদ্দ্বাদশ দ্বিজান্‌ ॥ ১৫১ ॥
পরনিন্দাং নিজোৎকর্ষং ব্যসনাযুক্তভাষণম্‌।
অযুক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মনস্তাপৈর্বিশুধ্যতি ॥ ১৫২ ॥

অথ রোগাদিনোপবাসং কর্ত্তুমশক্তবতা অনেন প্রত্যুপবাসং দ্বাদশ ব্রাহ্মণা ভোজয়িতব্যা ইত্যাহ, উপবাসেত্যাদিনা। রুজা রোগেণ বা জরসা জীর্ণত্বেন বা চেদ্‌যদি উপবাসাসমর্থো নরঃ স্যাৎ তদা প্রত্যুপবাসম্‌ উপবাসং প্রতি দ্বাদশ দ্বিজান্‌ ব্রাহ্মণান্‌ ভোজয়েৎ ॥ ১৫১ ॥

পরনিন্দামিত্যাদি। অথ পরনিন্দাং নিজোৎকর্ষমাত্মোৎকৃষ্টতাং ব্যসনাযুক্ত-ভাষণং পরীবাদ নিন্দকং কথনম্‌ অযুক্তমনুচিতং কর্ম্ম চ কুর্ব্বাণো নরো মনস্তাপৈ-র্বিশুধ্যতি ॥ ১৫২ ॥

অথ জ্ঞানাজ্ঞানকৃতাবশিষ্টপাপানাং গায়ত্রীজপাৎ কৌশানামশনাচ্চ বিনাশ ইত্যাহ, জ্ঞানাজ্ঞানেত্যাদিনা। জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং কৃতান্যন্যান্যপি যানি পাপানি

উপবাস করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক উপবাসের অনুকল্পস্বরূপ দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।[১৫১]

যদি কোন ব্যক্তি পরের নিন্দা ও নিজের প্রশংসা করে, অথবা যদি কেহ দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি ভ্রষ্ট হইবার বা পতনের পথ অবলম্বন করে, কিংবা যদি কেহ অন্যের প্রতি অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করে, অথবা যদি কেহ অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে কেবল অনুতাপ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে (৩২৬)।[১৫২]

---

(৩২৬)—এই অনুতাপ কিরূপে করিতে হইবে, তাহা মনু স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যথা ;—
কৃত্বা পাপন্তু সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ ॥

যদি কেহ পাপ করে, তাহা হইলে সে কেবল অনুতাপ দ্বারাই সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে ; পরন্তু 'আমি একপ কার্য্যে আর কদাপি প্রবৃত্ত হইব না,' একপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে সেই পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হইলে সেই অনুতাপরূপ প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইবে না। ফলতঃ, যদি কেহ প্রতিদিন রাত্রে সুরা পান প্রভৃতি পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রাতে অনুতাপ করে, তদ্দ্বারা তাহার পাপক্ষয় হইতে পারিবে না।

অন্যানি যানি পাপানি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতান্যপি।
নশ্যন্তি জপনাদ্দেব্যাঃ সাবিত্র্যাঃ কৌলভোজনাৎ ॥ ১৫৩ ॥
সামান্যনিয়মান্ পুংসাং স্ত্রীষু ষণ্ঢেষু যোজয়েৎ।
যোষিতান্তু বিশেষোঽয়ং পতিরেকো মহাগুরুঃ ॥ ১৫৪ ॥
মহারোগান্বিতা যে চ যে নরাশ্চিররোগিণঃ।
স্বর্ণদানেন পূতাঃ স্যুঃ দৈবে পৈত্র্যেঽধিকারিণঃ ॥ ১৫৫ ॥

তানি সাবিত্র্যাঃ স্বিষ্টদেবতাকায়া গায়ত্র্যা দেব্যা জপনাৎ কৌলানাং ভোজনাচ্চ নশ্যন্তি ॥ ১৫৩ ॥

অথ পুরুষাণাং সাধারণনিয়মাঃ স্ত্রীষু নপুংসকেম্বপি যোজয়িতব্যা ইত্যাহ, সামান্যেত্যাদিনা। পুংসাং পুরুষাণাং সামান্যনিয়মান্ স্ত্রীষু ষণ্ঢেষু নপুংসকেষু চ যোজয়েৎ। যোষিতাং স্ত্রীণান্তু পতিরেকো মহাগুরুঃ স্মৃতোঽয়ং বিশেষঃ ॥ ১৫৪ ॥

অথ কুষ্ঠাদিমহারোগান্বিতচিররোগিণোরপি স্বর্ণদানেন পূতত্বসত্ত্বাদ্দেবপিতৃকর্ম্মাধিকারিত্বমাহ, মহারোগেত্যাদিনা। যে নরা মহারোগান্বিতা যে চ চিররোগিণস্তে স্বর্ণদানেন পূতাঃ সন্তো দৈবে পৈত্র্যে চ কর্ম্মণি অধিকারিণঃ স্যুঃ ॥ ১৫৫ ॥

আর আর যে সমুদায় পাপ আছে, তাহা জ্ঞান পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হউক, বা অজ্ঞানতা বশতই আচরিত হউক, সাবিত্রী বা বৈদিক গায়ত্রী (শূদ্র, দীক্ষিত হইলে নিজ দেবতার গায়ত্রী) জপ করিয়া কৌলভোজন করাইলেই তৎসমুদায় ধ্বস্ত হইবে।[১৫৩]

পুরুষের প্রতি যে সমুদায় সাধারণ নিয়ম প্রকাশ করা হইল, তাহা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এবং নপুংসকদিগের প্রতিও খাটিবে। স্ত্রীজাতির মধ্যে বিশেষ এই যে, তাহাদের পক্ষে একমাত্র ভর্ত্তাই মহাগুরু।[১৫৪]

যে সকল লোক মহাব্যাধিগ্রস্ত, বা যে সকল লোক চিররোগী, তাহারা স্বর্ণ দান পূর্ব্বক পবিত্র হইলে দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারিবে।[১৫৫] যদি কোন গৃহে সর্পাঘাত বা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা কাহারও

অপঘাতমৃতেনাপি দূষিতং বিদ্যুদগ্নিনা।
গৃহং বিশোধয়েদ্ধোমৈঃ ব্যাহৃত্যা শতসংখ্যকৈঃ ॥ ১৫৬ ॥
বাপীকূপতড়াগেষু নাস্থ্যং শবনিরীক্ষণাৎ।
উদ্ধৃত্য কুণপং তেভ্যঃ ততস্তান্ পরিশোধয়েৎ ॥ ১৫৭ ॥
পূর্ণাভিষেকমনুভিঃ মন্ত্রিতৈঃ শুদ্ধবারিভিঃ।
পূর্ণৈস্ত্রিসপ্তকুম্ভৈস্তান্ প্লাবয়েদিতি শোধনম্ ॥ ১৫৮ ॥

নম্বপঘাতমৃতেন বিদ্যুদগ্নিনা চ দূষিতবেশ্মনঃ কথং শুদ্ধিস্তত্রাহ, অপঘাতেত্যাদিনা। অপঘাতমৃতেনাপঘাতপ্রাপ্তমৃত্যুনা সর্পব্যাঘ্রোদ্বন্ধনাদিজাতমরণেনেতি যাবৎ। বিদ্যুদগ্নিনা চাপি দূষিতং গৃহং ব্যাহৃত্যা ভূবাদ্যৈঃ শতসংখ্যকৈর্হোমৈর্বিশোধয়েৎ ॥ ১৫৬ ॥

অথাস্থিমজ্জন্তুশবদূষিতবাপীকূপাদীনাং সামান্যতঃ শোধনমাহ, বাপীত্যাদিনা। বাপীকূপতড়াগেষু নাস্থ্যাদিমতাং শবনিরীক্ষণাৎ কুণপদর্শনাত্তেভ্যো বাপ্যাদিভ্যঃ কুণপং শবমুদ্ধৃত্য ততস্তান্ বাপ্যাদীন্ পরিশোধয়েৎ ॥ ১৫৭ ॥

কথং শোধয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং শোধনপ্রকারমাহ, পূর্ণেত্যাদিনা। পূর্ণাভিষেকমনুভিঃ পূর্ণাভিষেকস্য মন্ত্রৈর্মন্ত্রিতৈঃ শুদ্ধবারিভিঃ পবিত্রজলৈঃ পূর্ণৈস্ত্রিসপ্তকুম্ভৈরেকবিংশতিঘটৈস্তান্ বাপ্যাদীন্ প্লাবয়েৎ ইতি শোধনম্ অযং শোধনপ্রকারঃ ॥ ১৫৮ ॥

অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে, অথবা যদি কোন গৃহ বিদ্যুদগ্নি দ্বারা দূষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই গৃহে (ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা) এই মন্ত্র দ্বারা শতসংখ্যা ব্যাহৃতিহোম করিয়া সেই গৃহ শোধন করিয়া লইবে।১৫৬

যদি বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতিতে অস্থিযুক্ত জীবের মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই শব উদ্ধৃত করিয়া সেই বাপী কূপ প্রভৃতি শোধন করিবে।১৫৭ উহা শোধন করিবার বিধান এই যে, একবিংশতি কুম্ভ-পূর্ণ বিশুদ্ধ জল পূর্ণাভিষেকমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া, তাহা ঐ জলাশয়ে ঢালিয়া দিবে, ইহা দ্বারাই কূপ বাপী ও তড়াগের শোধন হইবে।১৫৮ পরন্তু যদি ঐ বাপী কূপ প্রভৃতি অল্প-জলবিশিষ্ট হয়, এবং শবের দুর্গন্ধে ঐ জল দূষিত হইয়া থাকে, তাহা

যদি স্বল্পজলাস্তে স্যুঃ শবদুর্গন্ধিদূষিতাঃ।
সপঙ্কং সলিলং সর্ব্বমুদ্ধৃত্যাপ্লাবয়েত্তান্ ॥ ১৫৯ ॥
সন্তি ভূরীণি তোয়ানি গজদঘ্নানি তেষু চেৎ *।
শতকুম্ভজলোদ্ধারৈঃ অভিষেকেণ শোধয়েৎ ॥ ১৬০ ॥
যত্নেবং শোধিতা ন স্যুঃ মৃতস্পৃষ্টজলাশয়াঃ।
অপেয়সলিলাস্তেষাং প্রতিষ্ঠামপি নাচরেৎ ॥ ১৬১ ॥

অথাল্পজলত্বগজমিতবহুজলত্বাভ্যাং বাপ্যাদীনাং ভেদবত্বাচ্ছোধনবিশেষ-
াহ, যদীত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। শবদুর্গন্ধিদূষিতাস্তে বাপ্যাদয়ো যদি স্বল্পজলাঃ
স্যুস্তদা তেভ্যঃ সপঙ্কং সর্ব্বং জলমুদ্ধৃত্যোক্তপ্রকারেণ তানাপ্লাবয়েৎ ॥ ১৫৯ ॥

সন্তীত্যাদি। তেষু বাপ্যাদিষু চেদ্যদি গজদঘ্নানি হস্তিপরিমাণানি ভূরীণি
বহূনি তোযানি জলানি সন্তি তদা শতকুম্ভজলোদ্ধারৈরেকবিংশতিকুম্ভজলৈরভি-
ষেকেণ চ তান্ শোধয়েৎ ॥ ১৬০ ॥

অথাশোধিতবাপ্যাদীনামপেয়জলত্বং প্রতিষ্ঠানর্হত্বঞ্চাহ, যদীত্যাদিনা। মৃত-
স্পৃষ্টজলাশয়াঃ শবস্পৃষ্টবাপ্যাদয়ো যত্নেবং শোধিতা ন স্যুস্তদা তেঽপেয়সলিলা
ভবন্তি। তেষামশোধিতবাপ্যাদীনাং প্রতিষ্ঠামপি নাচরেন্ন কুর্য্যাৎ ॥ ১৬১ ॥

হইলে তাহার সমুদায় জল ও পঙ্ক উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ণাভিষেকমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত একবিংশতি কুম্ভ বিশুদ্ধ সলিল তাহাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে।[১৫৯] আর উক্ত জলাশয়ে যদি গজপরিমাণ বহু জল থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে এক শত কুম্ভ জল উদ্ধার করিয়া উক্ত অভিষেক মন্ত্রে পূত একবিংশতি কুম্ভ বিশুদ্ধ সলিল তাহাতে নিক্ষেপ করিলে তাহার শোধন হইবে।[১৬০] শবস্পৃষ্ট জলাশয় যদি এরূপে শোধন করা না হয়, তাহা হইলে তাহার জল পান করা কর্ত্তব্য নহে এবং সেই জলাশয়ের প্রতিষ্ঠাও করিবে না।[১৬১] এইরূপ জলে স্নান করিলে বা ঈদৃশ জল দ্বারা কোন কর্ম্ম করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে। যদি কেহ এই অশোধিত জলে স্নান করে বা এই জল দ্বারা কোন কর্ম্ম করে, সে

---

* তেষু চ ইতি পাঠান্তরম্।

স্নানমেষু জলৈরেষাং কুর্ব্বন্ কর্ম্ম বৃথা ভবেৎ।
দিনমেকং নিরাহারঃ * শুধ্যেৎ পঞ্চামৃতাশনাৎ ॥ ১৬২ ॥
যাচকং ধনিনং দৃষ্ট্বা বীরং যুদ্ধপরাঙ্মুখম্।
দূষকং কুলধর্ম্মাণাং মদ্যপাঞ্চ কুলস্ত্রিয়ম্ ॥ ১৬৩ ॥
মিত্রদ্রোহকরং মর্ত্ত্যং স্বয়ং পাপরতং বুধম্।
পশ্যন্ সূর্য্যং স্মরন্ বিষ্ণুং সচেলঃ স্নানমাচরেৎ ॥১৬৪।
খরকুক্কুটকোলাংশ্চ বিক্রীণন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
নীচবৃত্তিং চরন্তোঽপি শুধ্যেয়ুস্ত্রিদিনব্রতাৎ ॥ ১৬৫ ॥

অথাশোধিতবাপ্যাদিজলৈঃ স্নানাদিকং কুর্ব্বতো নরস্য প্রায়শ্চিত্তং ক্রিয়-মাণস্য কর্ম্মণো নিষ্ফলত্বঞ্চাহ, স্নানমিত্যাদিনা। এষশোধিতবাপ্যাদিষু স্নানং কুর্ব্বন্ তথৈষাং জলৈর্বনাচ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নরো দিনমেকং নিরাহারঃ সন্ পঞ্চামৃতা-শনাৎ শুধ্যেৎ ক্রিয়মাণং কর্ম্ম চ বৃথা ভবেৎ ॥ ১৬২ ॥

অথ দৃষ্টধনিকযাচকযুদ্ধপরাঙ্মুখবীরাদিকস্য পুংসঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, যাচক-মিত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। যাচকং ভিক্ষুকং ধনিনং দৃষ্ট্বা তথা যুদ্ধপরাঙ্মুখং রণানভি-মুখং বীরং শূরং কুলধর্ম্মাণাং দূষকং জনং কুলস্ত্রিয়ঞ্চ মদ্যপাং মিত্রদ্রোহকরং মর্ত্ত্যং স্বয়ং পাপরতং বুধং পণ্ডিতং চ দৃষ্ট্বা সূর্য্যং পশ্যন্ বিষ্ণুং স্মরন্নবঃ সচেলঃ সবস্ত্রঃ স্নানমাচরেৎ ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥

নমু গর্দ্দভাদীন্ বিক্রীণতাং নীচবৃত্তিং চ কুর্ব্বতাং দ্বিজাতীনাং কথং শুদ্ধি-

একদিন অনাহারে থাকিয়া পঞ্চামৃত পান করিলে সেই পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[১৬২]

যদি কেহ ধন থাকিতে অন্যের নিকট যাচ্ঞা করে, যদি কেহ বীর হইয়াও সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয়, যদি কেহ কুলধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করে, যদি কোন কুলকামিনী সুরাপান করে,[১৬৩] যদি কেহ মিত্রদ্রোহী হয়, যদি কেহ পণ্ডিত হইয়াও স্বয়ং পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহাদিগকে দর্শন করিবে, সেই ব্যক্তি সূর্য্য দর্শন পূর্ব্বক বিষ্ণু স্মরণ করিয়া সেই বস্ত্রেই স্নান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।[১৬৪]

যে সকল দ্বিজাতি, গর্দ্দভ কুক্কুট অথবা শূকর বিক্রয় করিবে, কিম্বা অন্য

* দিনমেকং বিনাহারঃ ইতি পাঠান্তরম্।

দিনমেকং নিরাহারো দ্বিতীয়ং কণভোজনঃ।
অপরস্তু নয়েদদ্ভিঃ ত্রিদিনব্রতমম্বিকে ॥ ১৬৬ ॥
গৃহেঽনুদ্ঘাটিতদ্বারেঽনাহূতঃ প্রবিশন্নরঃ।
বারিতার্থপ্রবক্তাপি পঞ্চাহমশনং ত্যজেৎ ॥ ১৬৭ ॥
আগচ্ছতো গুরূন্ দৃষ্ট্বা নোত্তিষ্ঠেদ্‌যো মদান্বিতঃ।
তথৈব কুলশাস্ত্রাণি শুধ্যেদেকোপবাসতঃ ॥ ১৬৮ ॥

ত্তমাহ, খরেত্যাদিনা। খরকুক্কুটকোলান্ সর্ব্বভচরনাম্নুধশূকরান বিক্রীণন্তো নীচবৃত্তিঞ্চাপি চরন্তঃ কুর্ব্বন্তো দ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণাস্ত্রিদিনব্রতাৎ শুধ্যেযুঃ ॥ ১৬৫ ॥

নন্থু কিং ত্রিদিনব্রতমত আহ, দিনমিত্যাদিনা। নিরাহারঃ সন্ দিনমেকং নয়েৎ যাপয়েৎ। কণভোজনঃ সন্ দ্বিতীয়ং দিনং নয়েৎ। অপরন্তু তৃতীয়ং দিনন্তু অদ্ভির্জলৈর্নয়েৎ। হে অম্বিকে ত্রিদিনব্রতমিদং স্মৃতম্ ॥ ১৬৬ ॥

অথ পিহিতদ্বারাগারেঽনাহূতস্য প্রবিশতো বারিতার্থং কথয়তশ্চ প্রায়শ্চিত্তমাহ, গৃহ ইত্যাদিনা। অনুদ্ঘাটিতদ্বারে রুদ্ধদ্বারে গৃহে অনাহূত এব প্রবিশন্নরো বারিতার্থপ্রবক্তাপি বারিতস্যার্থস্য প্রকথয়িতাপি নরঃ পঞ্চাহমশনং ত্যজেৎ ॥ ১৬৭ ॥

আগচ্ছতঃ পিত্রাদীন্ কুলশাস্ত্রাণি চ সমীক্ষ্যানুত্তিষ্ঠতঃ পুংসঃ প্রায়শ্চিত্তমাহ, আগচ্ছত ইত্যাদিনা। আগচ্ছতো গুরূন্ পিত্রাদীন্ তথৈবাগচ্ছন্তি কুলশাস্ত্রাণি চ দৃষ্ট্বা যো মদান্বিতো নোত্তিষ্ঠেৎ স একোপবাসতঃ শুধ্যেৎ। মদান্বিত ইত্যনেন যোগ্যদন্নিমিত্তকয়াশক্ত্যানুত্তিষ্ঠতস্তু ন দোষস্তৎপ্রিয়মিতি ধ্বনিতম্ ॥ ১৬৮ ॥

কোন নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, তাহারা ত্রিদিনব্রতের অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।[১৬৫] অম্বিকে! ত্রিদিনব্রত অনুষ্ঠানের রীতি এই যে, প্রথম দিন অনাহারে থাকিবে, তৎপরে দ্বিতীয় দিন কণভোজন করিবে, এবং তৃতীয় দিনে কেবল সলিল পান করিয়া থাকিবে; ইহাই ত্রিদিনব্রত বলিয়া বিখ্যাত।[১৬৬]

যে গৃহের দ্বার রুদ্ধ আছে, যদি কেহ আহূত না হইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করে, অথবা যে কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে, যদি কেহ সেই কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তাহাকে পাঁচদিবস উপবাস করিতে হইবে।[১৬৭]

এতস্মিন্‌ শাম্ভবে শাস্ত্রে ব্যক্তার্থপদবৃংহিতে।
কূটেনার্থং কল্পয়ন্তঃ পতিতা যান্ত্যধোগতিম্‌ ॥ ১৬৯ ॥
ইদং তে কথিতং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরম্‌।
ইহামুত্রার্থদং ধর্ম্ম্যং পাবনং হিতকারকম্‌ ॥ ১৭০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে শ্রীমদাদ্যাসদা-
শিবসংবাদে স্বপরানিষ্টজনকপাপপ্রায়শ্চিত্তকথনং নাম
একাদশোল্লাসঃ।

অধুনা শম্ভুপ্রোক্তেঽস্মিন্‌ শাস্ত্রে শব্দব্যাজেনার্থান্তরং কল্পয়তাং পতিতত্ব-মধোগামিত্বঞ্চাহ, এতস্মিন্নিত্যাদিনা। ব্যক্তার্থপদবৃংহিতে বিস্পষ্টার্থপদবর্দ্ধিতে শাম্ভবে শম্ভুপ্রোক্তে এতস্মিন্‌ শাস্ত্রে কূটেন শব্দব্যাজেনার্থং কল্পয়ন্তো নরাঃ পতিতাঃ সন্তোঽধোগতিং যান্তি। মায়ানিশ্চলযন্ত্রেষু কৈতবানৃতরাশিষু। অয়ো-ঘনে শৈলশৃঙ্গে সীরাঙ্গে কূটমস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ ॥ ১৬৯ ॥

প্রকরণার্থমুপসংহরন্নাহ, ইদমিত্যাদিনা। হে দেবি সারাৎসারং ন্যায্যাদপি ন্যায্যং পরাৎপরমুৎকৃষ্টাদপ্যুত্তমং ইহামুত্রার্থদমিহলোকে পরলোকে চ ফলদং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং পাবনং পাবিত্র্যকারকং হিতকারণমিদং তে তুভ্যং কথিতম্‌। সারো বলে স্থিরাংশে চ ন্যায্যে ক্লীবং বরে ত্রিষিত্যমরঃ। অর্থোঽভিধেয়রৈবস্তু-প্রয়োজননিবৃত্তিস্বিত্যমরঃ ॥ ১৭০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়ামেকাদশোল্লাসঃ।

যে ব্যক্তি মদভরে গুরুজনকে আগমন করিতে দেখিয়া অথবা কাহাকেও কুলশাস্ত্র আনয়ন করিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান না করিবে, তাহাকে সেই পাপমোচনের জন্য এক দিন উপবাস করিতে হইবে।১৬৮

শিবপ্রণীত এই তন্ত্র শাস্ত্রে সমুদায় পদ ও সমুদায় বাক্যের সমুদায় অর্থই সুব্যক্ত রহিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ইহার সহজ অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কূটার্থ কল্পনা করিবে, তাহারা পতিত হইবে এবং অধোগতি লাভ করিবে।১৬৯

দেবি! এই আমি তোমার নিকট যাহা কহিলাম, ইহা সারাৎসার, পরাৎপর ধর্ম্মানুগত, পবিত্রকারক ও হিতকারক এবং ইহলোকে ও পরলোকে শুভফলদায়ক।১৭০

প্রায়শ্চিত্ত কথন নামক একাদশ উল্লাস সমাপ্ত।

দ্বাদশোল্লাসঃ।

—:০:—

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ভূয়স্তে কথয়ামাদ্যে ব্যবহারান্ সনাতনান্।
যান্ রক্ষন্ প্রবিদন্ রাজা স্বচ্ছন্দং পালয়েৎ প্রজাঃ ॥ ১ ॥
নিয়মেন বিনা রাজ্ঞো মানবা ধনলোলুপাঃ।
মিথস্তে বিবদিষ্যন্তি গুরুস্বজনবন্ধুভিঃ ॥ ২ ॥

ইদানীং লোকশুভাকাঙ্ক্ষয়া পরমকারুণিকো মহাদেবঃ সনাতনব্যবহারান্ পার্ব্বতীং প্রতি পুনঃ কথয়িতুমারভতে, ভূয় ইত্যাদিনা। হে আদ্যে তে তুভ্যং তবাগ্রে বা তান্ সনাতনান্ শাশ্বতান্ ব্যবহারান্ ভূয়ঃ পুনরহং কথয়ামি যান্ ব্যবহারান্ রক্ষন্ পালয়ন্ প্রবিদন্ প্রজানন্ রাজা স্বচ্ছন্দং দৈবং প্রজাঃ পালয়েদ্রক্ষেৎ ॥ ১ ॥

মহীপতের্নিয়মস্থাভাবাদ্দ্রব্যাভিলাষিণো মনুজাঃ পিত্রাদিভিঃ সার্দ্ধং মিথো বিবাদাদিকং করিষ্যন্তি তন্নিবারকরণায় লোকহিতাকাঙ্ক্ষঃ সদাশিবো নিয়মং বিদধাতীত্যেবাহ, নিয়মেনেত্যাদিনা শুভান্বয়াঃ ইত্যন্তেন শ্লোকত্রয়েণ। হে দেবি যতো রাজ্ঞো নৃপস্থ নিয়মেন বিনা ধনলোলুপাঃ বিত্তবিষয়কলালসাবন্তস্তে মানবা মনুষ্যা গুরুস্বজনবন্ধুভিঃ সাকং মিথো বিবদিষ্যন্তি তথা তদা নিয়মাভাবে স্বার্থিনো ধনার্থিনস্তে বিত্তহেতবে ধনার্থং ব্যতিষ্ক্তি পরস্পরং হনিষ্যন্তি জিহীর্ষয়া বিত্তহরণেচ্ছয়া হিংসয়া চ পাপাশ্রয়া ভবিষ্যন্তি। অতস্তেষাং মানবানাং হিতার্থায়

শ্রীসদাশিব কহিলেন। আদ্যে! আমি পুনর্ব্বার তোমার নিকট সনাতন ব্যবহার বলিতেছি। জ্ঞানবান্ রাজা এই ব্যবহারের অনুসরণ করিলে স্বচ্ছন্দে প্রজাপালন করিতে পারেন।[১]

যদি রাজা নিয়ম স্থাপন না করেন, তাহা হইলে মানবগণ ধনলোলুপ হইয়া গুরুজনের সহিত, আত্মীয় স্বজনের সহিত ও বন্ধুবান্ধবের সহিত পরস্পর বিবাদ করিবে।[২] দেবি! রাজনিয়ম না থাকিলে মানবগণ ধনলালসায় স্বার্থান্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার ও বিনাশ করিবে এবং তাহারা পরস্পর হিংসাপূর্ব্বক ধনাপহরণার্থে নানা পাপে লিপ্ত হইবে।[৩] অতএব আমি মনুষ্যদিগের হিত-

ব্যতিষ্যন্তি তদা দেবি স্বার্থিনো বিত্তহেতবে ।
পাপাশ্রয়া ভবিষ্যন্তি হিংসয়া চ জিহীর্ষয়া ॥ ৩ ॥
অতস্তেষাং হিতার্থায় নিয়মো ধর্ম্মসম্মতঃ ।
নিয়োজ্যতে যমাশ্রিত্য ন ভ্রশ্যেয়ুঃ শুভান্নরাঃ ॥ ৪ ॥
দণ্ডয়েৎ পাপিনো রাজা যথা পাপাপনুত্তয়ে ।
তথৈব বিভজেদ্দায়ান্ নৃণাং সম্বন্ধভেদতঃ ॥ ৫ ॥
সম্বন্ধো দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো বিবাহাজ্জন্মনস্তথা ।
তত্রৌদ্বাহিকসম্বন্ধাৎ অপরো বলবত্তরঃ ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মসম্মতঃ স নিয়মো ময়া নিযোজ্যতে প্রবর্ত্ত্যতে যং নিয়মমাশ্রিত্য নরাঃ শুভাৎ ভদ্রান্ন ভ্রশ্যেয়ুর্ন পতেয়ুঃ। ব্যতিষ্যন্তীত্যত্র বর্ত্তমানসামীপ্যে বর্ত্তমানবদ্বেতি ভবিষ্যতি লট্ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ননু যন্নিয়মাশ্রয়ণান্মনুষ্যা ভদ্রান্ন ভ্রশ্যেয়ুঃ কোঽসৌ নিয়মস্তত্রাহ, দণ্ডয়েদিত্যাদিনা। যথা রাজা নরাধিপঃ পাপাপনুত্তয়ে কিল্বিষনাশায় পাপিনো জনান্ দণ্ডয়েত্তথৈব নৃণাং মনুষ্যাণাং সম্বন্ধভেদতো দায়ান্ বিভবান্ বিভজেৎ বিভক্তান্ কুর্য্যাৎ। দায়ো দানে ধনে পুংসি বাচ্যলিঙ্গস্তু দাতরীতি ॥ ৫ ॥

অথোদ্বাহজননাভ্যাং দায়বিভাগোপযোগিনঃ সম্বন্ধস্য দ্বৈবিধ্যং ভাবয়ন্ মহাদেবস্তত্র বৈবাহিকসম্বন্ধতো জননসম্বন্ধস্য প্রাবল্যং প্রতিপাদয়তি, সম্বন্ধ ইত্যাদিনা। বিবাহাত্তথা জন্মনঃ উৎপত্তেঃ সম্বন্ধো দ্বিবিধো দ্বিপ্রকারকো জ্ঞেয়ো বোদ্ধব্যঃ। তত্র তয়োঃ সম্বন্ধয়োরৌদ্বাহিকসম্বন্ধাদপরো জননসম্বন্ধো বলবত্তরো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬ ॥

সাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মানুগত রাজনিয়ম নিবদ্ধ করিতেছি। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে মানব কদাপি শান্তি ও শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হইতে বিচ্যুত হইবে না।[৪] রাজা পাপাপনোদনের নিমিত্ত যেমন পাপীদিগের দণ্ড করিবেন, সেইরূপ মনুষ্যদিগের সম্বন্ধভেদে দায় (৩২৭) বিভাগ করিয়াও দিবেন।[৫]

বিবাহ-বন্ধন ও জন্মসূত্রভেদে সম্বন্ধ দুই প্রকার। ইহার মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ অপেক্ষা জন্মাধীন সম্বন্ধই সমধিক বলবান্।[৬] শিবে ধনাধিকার বিষয়ে উর্দ্ধতন

---

(৩২৭)—উত্তরাধিকারিত্ব-রূপে প্রাপ্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিই 'দায়' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

দায়ে তূর্দ্ধতনাজ্জ্যায়ান্ সম্বন্ধোঽধস্তনঃ শিবে।
অধ-উৰ্দ্ধক্রমাৎ স্ত্রীতঃ * পুমান্ মুখ্যতরঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥
তত্রাপি সন্নিকর্ষেণ সম্বন্ধী দায়মর্হতি।
অনেন বিধিনা ধীরা বিভজেয়ুঃ ক্রমাদ্ধনম্ ॥ ৮ ॥
মৃতস্য পুত্রে পৌত্রে চ কন্যাসু পিতরি স্থিতে।
ভার্য্যায়ামপি দায়ার্হঃ পুত্র এব ন চাপরঃ ॥ ৯ ॥

দায়হরণে উৰ্দ্ধতনসম্বন্ধতোঽধোভবস্যৈব সম্বন্ধস্য জ্যেষ্ঠত্বমধ-উৰ্দ্ধক্রমতো যোষিদ্ভ্যঃ পুরুষস্যৈব প্রধানতরত্বং চাহ, দায়ে ত্বিত্যাদিনা। হে শিবে দায়ে তু ধনে তূৰ্দ্ধতনাদূৰ্দ্ধভবাৎ সম্বন্ধাদধস্তনোঽধোভবঃ সম্বন্ধো জ্যায়ান্ শ্রেষ্ঠঃ স্মৃতঃ। তুশব্দেনাভিবাদনাদাবধস্তনাৎ সম্বন্ধাদূৰ্দ্ধতনস্যৈব সম্বন্ধস্য জ্যায়স্ত্বমিতি ধ্বনিতম্। অত্র দায়হরণেঽধ-উৰ্দ্ধক্রমাৎ স্ত্রীতঃ পুমান্ পুরুষো মুখ্যতরঃ প্রধানতরঃ স্মৃতঃ ॥৭॥

নন্বাসন্নানাসন্নয়োর্মধ্যে কতরস্য দায়ার্হত্বং স্যাৎ তত্রাহ, তত্রাপীত্যাদিনা। তত্রাপি মুখ্যতরেষু পুংস্বপি সন্নিকর্ষেণ সান্নিধ্যেন সম্বন্ধী দায়মর্হতি ধনার্হো ভবতি। অনেন পূর্ব্বোক্তেন বিধিনা ধীরা মনীষিণো ধনং ক্রমাদ্বিভজেয়ুর্বণ্টয়েয়ুঃ ॥ ৮ ॥

ননু প্রাপ্তপঞ্চত্বস্য পুংসো বিদ্যমানানাং পত্নীকন্যানাং তাততনয়পৌত্রাণাঞ্চ মধ্যে কতমস্য তদ্ধনগ্রাহকত্বমত আহ, মৃতস্যেত্যাদিনা। মৃতস্য মানবস্য পুত্রে

পুরুষ অপেক্ষা অধস্তন পুরুষই প্রবল, অর্থাৎ পিতা পিতামহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিতে পুত্র পৌত্র প্রভৃতিই ধনাধিকারী হইবে। এইরূপ অধ-উৰ্দ্ধ-ক্রমে স্ত্রী-জাতি অপেক্ষা পুরুষজাতিই মুখ্য, অর্থাৎ অধস্তন স্ত্রীজাতি অপেক্ষা অধস্তন পুরুষজাতি এবং উৰ্দ্ধতন স্ত্রীজাতি অপেক্ষা উৰ্দ্ধতন পুরুষজাতিই শ্রেষ্ঠ; (পরন্তু অধস্তন স্ত্রীজাতি (কন্যাদি) অপেক্ষা উৰ্দ্ধতন পুরুষজাতি (পিতা প্রভৃতি) শ্রেষ্ঠ হইবে না।)[৭] তথাপি ইহার মধ্যে আবার যে ব্যক্তির অধিকতর নিকট-সম্বন্ধ, সেই ব্যক্তিই মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত ধনে অধিকারী হইতে পারিবে। পণ্ডিতগণ এই ক্রম ও বিধান অনুসারেই মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবেন।[৮]

মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র পৌত্র কন্যা পিতা ও ভার্য্যা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে,

---

* অধ-উৰ্দ্ধক্রমাদত্র ইতি বা পাঠঃ।

বহবস্তনয়া যত্র সর্ব্বে তত্র সমাংশিনঃ।
জ্যেষ্ঠে রাজ্যাধিকারিত্বং তত্তু বংশানুসারতঃ ॥ ১০ ॥
ঋণং যৎ পৈতৃকং তচ্চ শোধয়েৎ পৈতৃকৈর্ধনৈঃ।
তস্মিন্ স্থিতে বিভাগার্হং ন ভবেৎ পৈতৃকং বসু ॥ ১১ ॥

পৌত্রে পিতরি চ স্থিতে কন্যাবাত্মজাসু চ স্থিতাসু ভার্য্যায়াং পত্ন্যামপি স্থিতায়াং সন্নিকৃষ্টত্বাৎ পুংস্থেন মুখ্যতরত্বাদদোভবত্বেন জ্যায়স্ত্বাচ্চ পুত্র এব দায়ার্হঃ স্যান্ন চাপরস্তত্রিনঃ পৌত্রাদির্দায়ার্হঃ। পৌত্রস্য পুত্রতো বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ ভার্য্যায়াঃ কন্যানাং চ স্ত্রীত্বেনাপ্রধানত্বাৎ পিতুশ্চোর্দ্ধভবত্বেনাজ্যায়স্ত্বাদ্দায়ার্হত্বং নেত্যর্থঃ। ৯॥

নন্থ বহুপুত্রস্য প্রমীতস্য পৃথ্বীপতেঃ স্থাবরস্থাবরেতরদ্রব্যেষু সর্ব্বেষামাত্মজানাং সমাংশহারিত্বং ন্যূনাধিকাংশহারিত্বং বেত্যত আহ, বহব ইত্যাদিনা। বাজ্ঞো যত্র স্থাবরে জঙ্গমে বাপি দ্রব্যে বহবঃ তনয়াঃ পুত্রা ভাগার্হাস্তত্র সর্ব্বে সমাংশিনস্তুল্যভাগিনঃ স্যুর্ন তু ন্যূনাধিকাংশিন ইত্যর্থঃ। নন্থ মহীপতের্জ্যেষ্ঠ এবাত্মজে প্রায়শো রাজ্যাধিকারিত্বং শ্রূয়তে দৃশ্যতে চ তৎ কথমুচ্যতে সর্ব্বে তত্র সমাংশিন ইত্যত আহ, জ্যেষ্ঠ রাজ্ঞঃ পুত্রে যদ্রাজ্যাধিকারিত্বং তত্তু বংশানুসারতো জ্ঞেয়ম্। বংশে যদি জ্যেষ্ঠ এব রাজপুত্রো রাজ্যং লভমানো ভবেত্তদা তস্মিন্নেব রাজ্যাধিকারিত্বম্ অন্যেষাং গ্রাসাচ্ছাদনভাজনত্বম্। অন্যথা তু পৃথ্ব্যাদিকং সকলং দ্রবিণং বিভজ্য সর্ব্বে গৃহ্নীয়ুরিতি ভাবঃ ॥ ১০॥

পৈতৃকমৃণং দত্ত্বা অবশিষ্টং পিতৃদ্রব্যং ভ্রাতৃভির্ব্বিভক্তব্যমিত্যাহ,ঋণমিত্যাদিনা। পৈতৃকং পিতৃসম্বন্ধি যদৃণং তৎ পৈতৃকৈঃ পিতৃসম্বন্ধিভির্ধনৈঃ শোধয়েৎ। তস্মিন্নৃণে স্থিতে সতি পৈতৃকং বসু ধনং বিভাগার্হং বণ্টনযোগ্যং ন ভবেৎ ॥ ১১ ॥

তাহা হইলে কেবল পুত্রই তাহার সমুদায় সম্পত্তিতে অধিকারী হইবে; অন্য কেহ অধিকারী হইতে পারিবে না।[৯]

বহু সন্তান হইলে মৃত ব্যক্তির ধন সকল পুত্রই সমান অংশে প্রাপ্ত হইবে। পরন্তু রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে বংশানুক্রমে একমাত্র জেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইবে; (অন্যান্য পুত্রেরা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইবে)।[১০]

যদি পৈতৃক ঋণ থাকে, তাহা হইলে তাহা পৈতৃক ধন হইতেই পরিশোধ হইবে। পৈতৃক ঋণ থাকিতে পৈতৃক ধন বিভাগ হইবে না।[১১] যদি পৈতৃক ঋণ থাকিতে পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে রাজা

বিভজ্য যদি গৃহ্নীয়ুঃ বিভবং পৈতৃকং নরাঃ।
তেভ্যস্তদ্ধনমাহৃত্য পিতৃণং দাপয়েন্নৃপঃ ॥ ১২ ॥
যথা স্বকৃতপাপেন নিরয়ং যান্তি মানবাঃ।
ঋণেনাপি তথা বদ্ধঃ স্বয়মেব ন চাপরঃ ॥ ১৩ ॥
সাধারণং ধনং যচ্চ স্থাবরং স্থাবরেতরম্।
অংশিনঃ প্রাপ্তুমর্হন্তি স্বং স্বমংশং বিভাগতঃ ॥ ১৪ ॥

পৈতৃকমৃণমশোধয়িত্বৈব বিভজ্য গৃহীততাতদ্রব্যৈর্ম্ম নৈর্নরাদিপিতৃণং দাপয়েদিত্যাহ, বিভজ্যেত্যাদিনা। পৈতৃকং বিভবং ধনং বিভজ্য নরা যদি গৃহ্নীয়ুস্তদা তেভ্যো নরেভ্যস্তৎ পৈতৃকং ধনমাহৃত্য গৃহীত্বা নৃপো রাজা পিতৃণং তাতসম্বন্ধ্যৃণং তৈর্দাপয়েৎ ॥ ১২।

ঋণাপনয়নে ঋণগ্রহীতুরেব সদৃষ্টান্তং তদ্দোষভাগিত্বমাহ, যথেত্যাদিনা। যথা স্বকৃতপাপেন মানবা নরা নিরয়ং নরকং যান্তি তথা ঋণেনাপি স্বয়মেব বদ্ধো ভবতি ন চাপরস্তদন্যঃ কশ্চন বদ্ধো ভবেৎ ॥ ১২ ॥

সামান্যে স্থাবরে জঙ্গমে চ দ্রব্যে সর্ব্বেষামেব দায়াদানাং তুল্যাংশগ্রাহকত্বমিত্যাহ, সাধারণমিত্যাদিনা। স্থাবরং স্থাবরেতরং জঙ্গমং চ যৎ সাধারণং সামান্যং ধনং তত্র বিভাগতঃ সর্ব্বেঽংশিনঃ স্বং স্বমংশং প্রাপ্তুং লব্ধুমর্হন্তি যোগ্যা ভবন্তি ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বেষামংশিকানাং মিথঃ সম্মতৌ সত্যামেব বিভাগস্য সংসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ,

---

তাহাদের নিকট ঋণশোধের উপযুক্ত ধন গ্রহণ করিয়া তাহাদের পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবেন।[১২] (ঋণ পরিশোধ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা পুত্রেরা গ্রহণ করিবে। পরন্তু যদি পৈতৃক ধনে পৈতৃক ঋণ সমুদায় পরিশোধ না হয় অথবা পুত্রেরা পৈতৃক ধন গ্রহণ না করে, তাহা হইলে সেই ঋণের জন্য পুত্রেরা দায়ী নহে)। কারণ, মানবগণ আত্মকৃত পাপদ্বারা যেমন আপনারাই নিরয়গামী হয়, সেইরূপ সকলেই ঋণে আপনারাই বদ্ধ, তাহাতে অন্য কেহ বদ্ধ নহে।[১৩]

স্থাবর বা অস্থাবর যাহা কিছু সাধারণ ধন থাকিবে, অংশীরা বিভাগানুসারে তাহা হইতে নিজ নিজ অংশমত প্রাপ্ত হইবে।[১৪] যে স্থলে সকল অংশীর সম্মতি থাকিবে, সেই স্থলে সম বা বিষম যেরূপ বিভাগ করা হউক, তাহাই সিদ্ধ

অংশিনাং সম্মতাবেব * বিভাগঃ পরিসিদ্ধ্যতি।
তেষামসম্মতৌ রাজা সমদৃষ্ট্যাংশমাচরেৎ † ॥ ১৫ ॥
স্থাবরস্য চরস্যাপি বিভাগানর্হবস্তুনঃ।
মূল্যং বা তদুপস্বত্বম্ অংশিনাং বিভজেন্নৃপঃ ॥ ১৬ ॥

অংশিনামিত্যাদ্যর্দ্ধেন। অংশিনাং ভাগগ্রাহকাণাং সম্মতাবেব সত্যাং বিভাগঃ পরিসিদ্ধ্যতি নিষ্পদ্যতে ন ত্বন্যথা। নন্বু পৈতৃকদ্রব্যবিভাগে সর্ব্বেষাং দায়াদানাং সম্মতেরভাবে কথং বিভাগো ভবেত্তত্রাহ, তেষামিত্যাদিনা। তেষামংশিনামসম্মতৌ সত্যাং রাজা সমদৃষ্ট্যা তুল্যদৃষ্ট্যা অংশং ভাগমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। ১৫।

নন্বু বিভাগাযোগ্যস্য স্থাবরাদের্বস্তুনঃ কথং বিভাগঃ স্যাদত আহ, স্থাবরস্যেত্যাদিনা। স্থাবরস্য চরস্য জঙ্গমস্যাপি বিভাগানর্হবস্তুনো বিভাজনাযোগ্যস্য পদার্থস্য মূল্যমথবা তদুপস্বত্বং তদতিরিক্তং তত এবোপজাতং দ্রব্যং নৃপো রাজা অংশিনাং দায়াদানাং বিভজেৎ তেভ্যো দাপয়িতুং বিভক্তং কুর্য্যাৎ। অংশিনামিতি সম্প্রদানস্য শেষত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ ষষ্ঠী শেষে ইতি ষষ্ঠী। ১৬॥

অথাংশিভির্বিভজ্য গৃহীতেষ্বপি দ্রব্যেষু স্বকীয়ং ভাগং সাক্ষিভির্নৃপস্যাগ্রে জ্ঞাপয়তে মানবায় রাজা পুনস্তানি দ্রব্যাণি বিভজ্য তৈর্দাপয়েদিত্যাহ, বিভক্তেঽপীত্যাদিনা। বিভক্তেঽপি বণ্টিতেঽপি ধনে যস্তু মনুষ্যঃ স্বীয়াংশমাত্মীয়ং ভাগং

হইবে। পরন্তু যে স্থলে অংশীদিগের সম্মতি না থাকিবে, সে স্থলে রাজা অপক্ষপাত হৃদয়ে সাধারণ নিয়ম অনুসারে সকলকেই যথাযোগ্য অংশে বিভাগ করিয়া দিবেন।১৫

যদি স্থাবর বা অস্থাবর কোন বস্তু খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভাগ করিতে পারা না যায়, অথবা খণ্ড খণ্ড করিলে যদি সেই বস্তু নষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজা সুবিধা বুঝিয়া তাহার মূল্য বা উপস্বত্ব অংশীদিগকে বিভাগ করিয়া দিবেন। (অথবা সেই সাধারণ দ্রব্য এক এক দিন, এক এক মাস বা এক এক বৎসর, যেরূপ সুবিধা হয়, এক এক জনের অধিকারে থাকিবে।) (৩২৮)।১৬

---

* অংশিনঃ সমভাগেন ইতি পাঠান্তরম্।

† সমদৃষ্টিং সমাচরেৎ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(৩২৮)—কিরীটেশ্বরীর ও বক্রেশ্বরের পাণ্ডাগণ এবং কালীঘাটের হালদার মহাশয়গণ প্রভৃতি অধিকাংশ দেবালয়ের উপস্বত্বভোগিগণই এই নিয়মে পালামত দেবালয়ের উপস্বত্ব

বিভক্তেঽপি ধনে যস্তু স্বীয়াংশং প্রতিপাদয়েৎ।
পুনর্বিভজ্য তদ্‌দ্রব্যম্ অপ্রাপ্তাংশায় দাপয়েৎ ॥ ১৭ ॥
কৃতে বিভাগে দ্রব্যাণাম্ অংশিনাং সম্মতৌ শিবে।
পুনর্বিবাদয়ংস্তত্র শাস্যো ভবতি ভূভৃতঃ ॥ ১৮ ॥
স্থিতে প্রেতস্য পৌত্রে চ ভার্য্যায়াঞ্চ পিতর্য্যপি।
পৌত্র এব ধনার্হঃ স্যাৎ অধস্তাজ্জন্মগৌরবাৎ ॥ ১৯ ॥

প্রতিপাদয়েৎ সম্যগ্ সাক্ষিভির্বোধয়েৎ তস্মৈ অপ্রাপ্তাংশায় মনুষ্যায় পুনস্তৎ দ্রব্যং বিভজ্য নৃপো দায়াদৈর্দাপয়েৎ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বেষাং দায়াদানাং সম্মতৌ সত্যাং দ্রব্যবিভাগে জাতে পুনস্তত্র বিবাদং কুর্ব্বন্নবো মহীপালেন শাসনীয়ো ভবেদিত্যাহ, কৃত ইত্যাদিনা। হে শিবে অংশিনাং সম্মতৌ সত্যাং দ্রব্যাণাং বিভাগে কৃতে সতি পুনস্তত্র দ্রব্যবিভাগে বিবাদয়ন্ বিবাদং কুর্ব্বন্নরো ভূভৃতো রাজ্ঞঃ শাস্যঃ শাসনীয়ো ভবতি ॥ ১৮ ॥

ননু প্রমীতস্য মানবস্য বিদ্যমানানাং তাতভার্য্যাপৌত্রাণাং মধ্যে কস্য তদ্ধনভাগিত্বমত আহ, স্থিতে ইত্যাদিনা। প্রেতস্য মৃতস্য মনুষ্যস্য পৌত্রে পিতরি চাপি স্থিতে ভার্য্যায়াং চ স্থিতায়ামধস্তাজ্জন্ম যেষাং তেষাং গৌরবাদ্‌-গুরুত্বাদ্ধেতোঃ পৌত্র এব ধনার্হো ধনযোগ্যঃ স্যাৎ ॥ ১৯ ॥

যদি ধন বিভাগ করিবার পরেও অপর কোন ব্যক্তি সপ্রমাণ করে যে, বিভক্ত ধনে তাহার অংশ আছে; তাহা হইলে রাজা সেই ধন পুনর্ব্বার বিভাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি অংশ পায় নাই, বা যে যে ব্যক্তি অংশ পাইয়াছিল তাহাদের সকলকেই পুনরায় শেষোক্ত অংশমত দিবেন।[১৭] শিবে! যে স্থলে সকল অংশীর সম্মতি ক্রমে বিভাগ হইয়া গিয়াছে, সেই স্থলে যদি কোন অংশী পূর্ব্বকৃত বিভাগ অস্বীকার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিবাদ করে; তাহা হইলে রাজা তাহার শাসন করিবেন।[১৮]

যদি মৃত ব্যক্তির (পুত্র অবিদ্যমানে) পৌত্র ভার্য্যা ও পিতা বিদ্যমান থাকে,

---

বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। কলিকাতার মল্লিক বংশীয় উত্তরাধিকারীগণ কোনরূপ উপস্বত্ব না পাইলেও এবং তদ্বিপরীতে ব্যয় করিতে হইলেও বৎসরে বৎসরে এইরূপ পালামত পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত সিংহবাহিনী দেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

অপুত্রস্থ স্থিতে তাতে সোদরে চ পিতামহে।
জন্মতঃ সন্নিকর্ষেণ পিতৈবাস্থ ধনং হরেৎ ॥ ২০ ॥
বিদ্যমানাস্থ কন্যাসু সন্নিকৃষ্টাস্বপি প্রিয়ে।
মৃতস্থ পৌত্রো ধনভাক্ যতো মুখ্যতরঃ পুমান্ ॥ ২১ ॥
ধনং মৃতেন পুত্রেণ পৌত্রং যাতি পিতামহাৎ।
অতোহত্র গীয়তে লোকৈঃ পুত্ররূপঃ স্বয়ং পিতা ॥ ২২ ॥

নষ্টপুত্রস্য মৃতস্থ পুংসো বর্ত্তমানানাং জনকপিতামহসমানোদর্য্যাণাং মধ্যে কতমস্থ তদ্বিত্তহারিত্বমিত আহ. অপুত্রস্থেত্যাদিনা। অপুত্রস্থ মৃতস্থ জনস্থ তাতে পিতরি সোদরে ভ্রাতরি পিতামহে চ স্থিতে সতি জন্মনঃ সন্নিকর্ষেণ সান্নিধ্যেন হেতুনাস্থাপুত্রস্থ ধনং পিতৈব হরেৎ গৃহ্নীয়াৎ ॥ ২০ ॥

স্বর্যাতুরপুত্রস্যাসন্নতরাস্বপি কন্যাসু স্থিতাসু পুংসঃ প্রধানতরত্বাৎ পৌত্রস্যৈব ধনভাগিত্বমিত্যাহ, বিদ্যমানাস্বিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে মৃতস্য পুরুষস্য সন্নিকৃষ্টাস্বাসন্নাস্বপি কন্যাসু বিদ্যমানাশ্চ যতঃ পুমান্ পুরুষো মুখ্যতরঃ প্রধানতরো ভবেদতঃ পৌত্র এব ধনভাগ্ ভবেৎ ॥ ২১ ॥

অধুনা পিতুরেব সহেতুকং পুত্ররূপত্বং ব্যাহরন্ পুত্রহীনস্য মৃতস্য পুংসঃ পৌত্রস্যৈব ধনাধিকারিত্বমনুবদতি, ধনমিত্যাদিনা। যতো ধনং পিতামহাৎ সকাশান্মৃতেন পুত্রেণ পৌত্রং যাতি গচ্ছতি অতোহত্র সংসারে লোকৈর্জনৈঃ পিতা স্বয়ং পুত্ররূপ ইতি গীয়তে শব্দ্যতে ॥ ২২ ॥

তাহা হইলে ঐ পৌত্রই ধনাধিকারী হইবে; কারণ অধস্তন জন্মহেতু পৌত্রেরই গৌরব অধিক।[১৯] যদি অপুত্র ব্যক্তির মৃত্যুকালে পিতা পিতামহ ও সহোদর জীবিত থাকে, তাহা হইলে জন্ম অনুসারে সন্নিকর্ষ হেতু পিতাই সেই মৃত পুত্রের ধনে অধিকারী হইবে।[২০]

প্রিয়ে! জন্মসম্বন্ধ অনুসারে অধিকতর সন্নিকৃষ্টা কন্যা বিদ্যমান থাকিলেও মৃত ব্যক্তির ধনে পৌত্রই অধিকারী হইবে; কারণ স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতিই মুখ্যতর অধিকারী।[২১]

যদি ধনীর কোন পুত্র অগ্রে মৃত হইয়া থাকে এবং তাহার পুত্র অর্থাৎ ধনীর পৌত্র বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই পৌত্র (পৈতামহ ধন হেতু পিতা বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহার যাহা প্রাপ্য হইত) সেই - প্র-

ঔদ্বাহিকেঽপি সম্বন্ধে ব্রাহ্মী ভার্য্যা বরীয়সী।
অপুত্রস্য হরেদৃক্‌থং * পত্যুর্দেহার্দ্ধহারিণী ॥ ২৩॥
পতিপুত্রবিহীনা তু সংপ্রাপ্য স্বামিনো ধনম্।
নৈব দাতুং ন বিক্রেতুং সমর্থা স্বধনং বিনা ॥ ২৪ ॥

ইদানীং ব্রাহ্মীশৈব্যোর্ভার্য্যয়োর্মধ্যে ব্রাহ্ম্যেবাতিশ্রেষ্ঠা পুত্ররহিতস্য মৃতস্য পত্যুর্বিত্তস্য গ্রাহিকা চেত্যাহ, ঔদ্বাহিকেঽপীত্যাদিনা। ঔদ্বাহিকেঽপি বিবাহ নিমিত্তকেঽপি সম্বন্ধে ব্রাহ্মী বেদোক্তবিধিনা পরিণীতা ভার্য্যা শৈবীভার্য্যায়া বরীয়স্যতিবরা ভবেৎ। পত্যুঃ স্বামিনো যতো দেহার্দ্ধহারিণী স্যাদতো ব্রাহ্ম্যেব ভার্য্যা অপুত্রস্য পুত্রহীনস্য মৃতস্য পত্যুরৃক্‌থং হরেৎ। ঋক্‌থং ধনং রিক্থমস্ত্রঃ ॥ ২৩ ॥

অথ স্বামিপুত্রাভ্যাং রহিতা স্ত্রী লব্ধভর্তৃবিভবা সতী তদ্দানবিক্রয়ৌ কর্তুং ন শক্নোতীত্যাহ, পতিপুত্রেত্যাদিনা। পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রী স্বামিনো ধনং সংপ্রাপ্য লব্ধ্বা নৈব তদ্দাতুং ন চ বিক্রেতুং সমর্থা শক্তা ভবেৎ পরন্তু স্বধনং বিনা। স্বকীয়ং তু ধনং দাতুং বিক্রেতুং শক্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

নন্থ কিং নাম স্ত্রীধনমত আহ, পিতৃভিরিত্যাদিনা। বহুবচনস্য বহুপরলক্ষক-

এই জন্য লোকে বলিয়া থাকে যে, পিতা স্বয়ংই পুত্রস্বরূপ। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মৃত ব্যক্তির ধনে পুত্র ও মৃতপিতৃক পৌত্রের সমান অধিকার)।[২২]

বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থলে বিধানানুসারে বিবাহিতা ব্রাহ্মী ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং অপুত্র ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, ভর্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা সেই ব্রাহ্মী ভার্য্যাই ধনাধিকারিণী হইবে।[২৩]

পতিপুত্রবিহীনা নারী স্বামিধন প্রাপ্ত হইয়া, তাহা দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। পরন্তু যদি তাহা সংক্রান্ত ধন অর্থাৎ উত্তরাধিকারিত্ব রূপে প্রাপ্ত-ধন না হইয়া স্ত্রীধন হয়, অর্থাৎ যৌতুকপ্রাপ্ত পতিদত্ত পিতৃদত্ত ভ্রাতৃপ্রভৃতি-দত্ত অথবা অন্যরূপে শিল্পাদি দ্বারা উপার্জ্জিত ধন হয়, তাহা হইলে অনায়াসে স্বেচ্ছাক্রমে তাহা দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবে (৩২৯)।[২৪]

* অপুত্রস্য হরেযুঃ স্বমিতি চ পাঠঃ।

(৩২৯)—দায়ভাগ অনুসারে এবং প্রচলিত আইন অনুসারে আপনার ভরণপোষণের অভাব হইলে বা তীর্থধর্ম্মাদি উপলক্ষে ঋণ হইলে অথবা পতির ঋণ থাকিলে স্বামীর বিষয় বিক্রয় করিতে পারে।

পিতৃভিঃ শ্বশুরৈর্বাপি দত্তং যদ্ধর্ম্মসম্মতম্।
স্বকৃত্যোপার্জ্জিতং যচ্চ স্ত্রীধনং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৫ ॥
তস্যাং মৃতায়াম্নকৃথং তৎ পুনঃ স্বামিপদং ব্রজেৎ।
তদ্দানম্নতরো ঋকৃথম্ অধ-উর্দ্ধক্রমাদ্ধরেৎ ॥ ২৬ ॥
মৃতে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতিবন্ধুবশে স্থিতা।
তদভাবে পিতৃবন্ধোঃ তিষ্ঠন্তী দায়মর্হতি ॥ ২৭ ॥

স্বাৎ পিতৃভির্জনকাদিভিঃ শ্বশুরৈঃ পতিপিত্রাদিভির্বা ধর্ম্মসম্মতং যদ্ধনং দত্তং যচ্চ স্বকৃত্যা স্বীয়য়া শিল্পাদিক্রিয়য়া উপার্জ্জিতং তৎ স্ত্রীধনং প্রকীর্ত্তিতং কথিতম্॥ ২৫ ॥

নম্ন সংপ্রাপ্তস্বামিবিত্তায়া যোষিতো মৃতৌ সত্যাং কস্ত তদ্বিত্তহারিতেত্যত আহ, তস্যামিত্যাদিনা। তস্যাং সংপ্রাপ্তস্বামিধনায়াং স্ত্রিয়াং মৃতায়াং সত্যাং তদ্‌কৃথং ধনং পুনঃ স্বামিপদং ব্রজেদ্গচ্ছেৎ। স্বামিপদগতং চ তদ্‌কৃথমধ-উর্দ্ধক্রমাৎ তদাসন্নতরঃ স্বামিনোঽতিসন্নিকৃষ্টো জনো হরেৎ। এতত্তু সামান্যত উক্তং বিশেষতস্ত্বগ্রে বক্ষ্যতে ॥ ২৬ ॥

ভর্ত্তুর্ম্মরণে সতি ভর্ত্রাদিবান্ধববশে স্বধর্ম্মেণ তিষ্ঠন্ত্যেব স্ত্রী স্বামিনো দায়মর্হতীত্যাহ, মৃতে ইত্যাদিনা। পত্যৌ স্বামিনি মৃতে সতি পতিবন্ধুবশে স্বধর্ম্মেণ স্থিতা তদভাবে পতিবন্ধভাবে পিতৃবন্ধোর্বশে তিষ্ঠন্তী স্ত্রী দায়ং পত্যুর্দ্ধনমর্হতি ॥ ২৭ ॥

ধর্ম্মানুসারে পিতা মাতা প্রভৃতি কর্ত্তৃক দত্ত ধন, শ্বশুর শাশুড়ী পতি পুত্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক দত্ত ধন, মাতামহ মাতামহী প্রভৃতি কর্ত্তৃক দত্ত ধন, কিম্বা যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃকই হউক নিঃস্বত্ব ভাবে দত্ত ধন, অথবা নিজ পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত ধন, স্ত্রীধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।[২৫]

যে নারী মৃতস্বামিধনে উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে তাহার মৃত্যু হইলে সেই ধন পুনর্ব্বার তদীয় স্বামিধন স্বরূপে গণ্য হইবে, এবং তাহার স্বামীর অধস্তন বা ঊর্দ্ধতন আসন্নতর উত্তরাধিকারীই তাহা প্রাপ্ত হইবে।[২৬]

স্বামীর মৃত্যুর পর নারী স্বধর্ম্মনিরতা থাকিয়া পতিবন্ধুদিগের, তদভাবে পিতৃবন্ধুদিগের (এবং তদভাবে মাতৃবন্ধুদিগের) বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিলে স্বামিসংক্রান্ত ধনে অধিকারিণী হইবে, নতুবা ধনাধিকারিণী হইবে না।[২৭]

শঙ্কিতব্যভিচারাপি ন পত্যুর্দ্দায়ভাগিনী।
লভতে জীবনং মাত্রং ভর্ত্তৃর্বিভবহারিণঃ ॥ ২৮ ॥
বহ্ব্যশ্চেদ্বনিতাস্তস্য স্বর্যাতুর্ধর্ম্মতৎপরাঃ।
ভজেরন্ স্বামিনো বিত্তং সমাংশেন শুচিস্মিতে ॥ ২৯ ॥
পত্যুর্ধনহরায়াশ্চ মৃতৌ ভর্ত্তৃসুতাস্থিতৌ।
পুনঃ স্বামিপদং গত্বা ধনং দুহিতরং ব্রজেৎ ॥ ৩০ ॥

শঙ্কিতব্যভিচারা নারী তু গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রভাগিনী ন তু স্বামিধনভাগিনী-ত্যাহ, শঙ্কিতেত্যাদিনা। শঙ্কিতব্যভিচারাপি স্ত্রী পত্যুর্দায়ভাগিনী ন ভবতি কিন্তু ভর্ত্তুর্বিভবহারিণঃ পুরুষাজ্জীবনং মাত্রং জীবনমেব লভতে প্রাপ্নোতি। অপীতি বদতা সদাশিবেন প্রকটিতব্যভিচারায়া নার্য্যা নিতরামেব ভর্ত্তৃদায়ভাজনত্বং নেতি সূচিতম্। জীব্যতে যেনান্নাদিনা তজ্জীবনং করণাধিকরণয়োশ্চেতি করণে ল্যুট্। মাত্রং কার্ৎস্ন্যেঽবধারণে ইত্যমরঃ। ২৮।

প্রেতস্য ধর্ম্মপরায়ণা বহ্ব্যো ভার্য্যাশ্চেৎ সর্ব্বাঃ স্বামিনো দ্রব্যং বিভজ্য গৃহ্নীয়ুরিত্যাহ, বহ্ব্য ইত্যাদিনা। হে শুচিস্মিতে শুভ্রমন্দহাসে পবিত্রমন্দহাসে বা তস্য স্বর্যাতুঃ স্বর্গগামিনঃ পুংসো ধর্ম্মতৎপরাঃ পুণ্যপরায়ণাশ্চেদ্যদি বহ্ব্যো বনিতাঃ স্ত্রিয়ঃ স্যুস্তদা সর্ব্বাস্তাঃ স্বামিনো বিত্তং সমাংশেন তুল্যভাগেন ভজেরন্ সেবেরন্ ॥ ২৯ ॥

লব্ধভর্ত্তৃবিত্তায়া বনিতায়া মরণে সতি তদ্বিত্তং পুনস্তৎস্বামিনং প্রাপ্য ততশ্চ তত্তনয়াং গচ্ছেদিত্যাহ, পত্যুরিত্যাদিনা। পত্যুর্দ্ধনহরায়াঃ স্বামিনো বিত্তহারিণ্যাঃ স্ত্রিয়া মৃতৌ ভর্ত্তুঃ সুতায়াঃ স্থিতৌ চ সত্যাং ধনং পুনস্তৎস্বামিপদং

(ব্যভিচারের কথা দূরে থাকুক), যে রমণীর প্রতি ব্যভিচারের আশঙ্কাও হইবে, সে ভর্ত্তৃধন প্রাপ্ত হইবে না, পরন্ত যে ব্যক্তি তাহার স্বামিধনে উত্তরাধিকারী হইবে, তাহার নিকট বিভব অনুসারে কেবল যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী জীবিকা মাত্র প্রাপ্ত হইবে।[২৮] শুচিস্মিতে! যদি স্বর্গপ্রাপ্ত ব্যক্তির বহু পত্নী থাকে এবং তাহারা সকলেই স্বধর্ম্মপরায়ণা হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই সমান অংশ করিয়া সেই ভর্ত্তৃধন বিভাগ করিয়া লইবে।[২৯] যদি স্বামিধনভোগিনী পত্নীর বা পত্নীগণের পরলোক হয়, ও যদি ভর্ত্তার কন্যা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই ধন পুনর্ব্বার ভর্ত্তৃধনস্থানীয়

এবং স্থিতায়াং কন্যায়াম্ ঋক্থং পুত্রবধূগতম্।
তন্মৃতৌ * স্বামিনং প্রাপ্য শ্বশুরাত্তৎসুতামিয়াৎ ॥ ৩১ ॥
তথা পিতামহে সত্ত্বে বিত্তং মাতৃগতং শিবে।
তস্যাং মৃতায়াং পুত্রেণ ভর্ত্রাং শ্বশুরগং ভবেৎ ॥ ৩২ ॥

গত্বা দুহিতরং তৎসুতাং ব্রজেদাচ্ছেৎ। ভর্ত্তৃহন্তেতি ব্যাহরন্মহাদেবঃ ক্রীতাদি-সুতাং তদ্ধনং ন গচ্ছেদিতি সূচয়াঞ্চক্রে ॥ ৩০ ॥

গৃহীতপতিদ্রব্যায়া নার্য্যা মৃতৌ সত্যাং তৎ দ্রব্যং ভর্ত্তৃগতং ততঃ শ্বশুরগতং চ সৎ শ্বশুরকন্যাং যায়াদিত্যাহ, এবমিত্যাদিনা। এবমনেন প্রকারেণ কন্যায়াং স্থিতায়াং সত্যাং পুত্রবধূগতমৃক্থং ধনং তন্মৃতে পুত্রবধূমরণে সতি স্বামিনং তদ্ভর্ত্তারং প্রাপ্য ততশ্চ শ্বশুরং প্রাপ্য শ্বশুরাচ্চ তৎসুতাং শ্বশুরতনয়ামিয়াৎ গচ্ছেৎ। তন্মৃতে ইত্যত্র নপুংসকে ভাবে ক্ত ইতি সূত্রেণ ভাবে ক্তপ্রত্যয়ঃ। এতচ্চ ভর্ত্তৃদুহিত্রাদিভ্রাত্রীয়পর্য্যন্তাভাবে বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩১ ॥

নন্থ প্রাপ্তপুত্রবিত্তায়া মাতুর্মরণে সতি কস্তদ্বিত্তভাগিতেত্যত আহ, তথেত্যাদিনা। হে শিবে তথা তেনৈব প্রকারেণ পিতামহে সত্ত্বে বর্ত্তমানে মাতৃগতং জননীপ্রাপ্তং বিত্তং ধনং তস্যাং মাতরি মৃতায়াং সত্যাং পুত্রেণাত্মজেন ভর্ত্রা পত্যা চ শ্বশুরগং ভবেৎ শ্বশুরং গচ্ছেদিত্যর্থঃ। সত্ত্বেব সত্ত্বমিতি স্বার্থিকস্তুঃ। ইদং পুত্রস্য সোদরাণাং তৎপুত্রাণাঞ্চাসত্ত্বে বোধ্যম্ ॥ ৩২ ॥

পুত্রাদিপিতৃপর্য্যন্তরহিতস্য প্রাপ্তপঞ্চত্বস্য পুংসো ধনকস্য জনন্যা অপি

হইয়া কেবল ঔরসকন্যাগামী হইবে।[৩০] এইরূপ, যদি কন্যা থাকিতে পুত্রবধূ ধন প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ধনীর মৃত্যুর পর পুত্র ধনাধিকারী হইয়া পরলোক গমন করিলে তৎপত্নী ধনাধিকারিণী হয়, তাহা হইলে ঐ ধন, ঐ পুত্রবধূর মৃত্যুর পর তদীয় ভর্ত্তৃস্থানীয় হইয়া তাহার পিতৃদুহিতা অর্থাৎ মৃত পুত্রবধূর ভর্ত্তার ভগিনী প্রাপ্ত হইবে।[৩১]

শিবে। এইরূপ, পিতামহ বিদ্যমান থাকিতে যদি ধন মাতৃগামী হয়, তাহা হইলে মাতার মৃত্যুর পর সেই ধন পুত্রস্থানীয় হইয়া তৎপিতৃসম্বন্ধে তৎপিতামহগামী হইবে।[৩২]

---

* তন্মৃতে ইতি পাঠান্তরম্।

মৃতেস্তোর্দ্ধগতং বিত্তং যথা প্রাপ্নোতি তৎপিতা।
জনন্যপি তথাপ্নোতি পতিহীনা ভবেদ্‌যদি ॥ ৩৩ ॥
অতঃ সত্যাং জনন্যাং তু বিমাতা ন ধনং হরেৎ।
মৃতে জনন্যাস্তং প্রাপ্য পিত্রা গচ্ছেদ্বিমাতরম্‌ ॥ ৩৪ ॥
অধস্তনানাং বিরহাৎ যথা রিকৃথং ন যাত্যধঃ *।
যেনৈবাধস্তনং প্রাপ্তং তেনৈবোর্দ্ধং তদা ব্রজেৎ ॥ ৩৫ ॥

তদ্বিত্তংভর্ত্রীর্বং তন্মৃতৌ চ তস্য বিমাতুরপীত্যাহ, মৃতস্যেত্যাদিবয়েন। মৃতস্য জনস্যোর্দ্ধগতমূর্দ্ধং প্রাপ্তং বিত্তং তৎপিতা মৃতস্য জনকো যথাপ্নোতি লভতে তথৈব যদি পতিহীনা স্বামিরহিতা ভবেৎ তদা তজ্জনন্যপ্যাপ্নোতি ॥ ৩৩ ॥

অত ইত্যাদি। অতো জনন্যান্তু সত্যাং বিমাতা তস্য ধনং ন হরেৎ কিন্তু মাতৈব হরেৎ। জনন্যা মৃতে মরণে তু তদ্ধনং পুত্রঃ প্রাপ্য পিত্রা বিমাতরং গচ্ছেৎ ॥ ৩৪ ॥

অধোভবানামৃকৃথগ্রাহকাণামভাবাদধস্তাদ্‌গচ্ছতো বিত্তস্যোর্দ্ধগামিত্বেনাপত্যহীনায়া লব্ধভ্রাতৃবিত্তায়াঃ পতিবত্যাঃ স্বহৃমৃতৌ সত্যাং তদ্দাতস্য বিত্তস্য পিতৃব্যাশ্রয়ত্বং স্যাদিত্যাহ, অধস্তনানামিত্যাদিদ্বয়েন। অধস্তনানামধোভবানাং বিরহাদভাবাৎ যথা যদা বিকৃথং ধনম্‌ অধঃ অধোভবং জনং ন যাতি ন ভজতে তদা যেনৈব মৃতমূলধনিনা পুরুষেণ অধস্তনমধোভবং জনং ধনং প্রাপ্তং তেনৈব জনেনোর্দ্ধং ব্রজেদ্‌গচ্ছেৎ ॥ ৩৫ ॥

মৃত ব্যক্তির উর্দ্ধগত ধন যেমন পিতা প্রাপ্ত হয, সেইরূপ, পিতাব অভাবে বিধবা মাতাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[৩৩] পরন্তু গর্ভধারিণী জননী বিদ্যমান থাকিতে বিমাতা ধন প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যদি ঐ গর্ভধারিণী জননী না থাকে তাহা হইলে সেই ধনে বিমাতার অধিকার হইবে।[৩৪]

যদি অধস্তন অধিকারী না থাকে এবং ধন যখন অধোগামী হয় না, তখন সেই ধন যে পুরুষ দ্বারা যে নিয়মে অধোগামী হইযাছিল, পুনর্ব্বার তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সেই পুরুষের উত্তরাধিকারীত্ব সূত্রে সেই নিয়মেই উর্দ্ধগামী হইবে, অর্থাৎ উর্দ্ধতনদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি জন্মসম্বন্ধে সন্নিহিত পুরুষ বা তদভাবে তাদৃশী স্ত্রী, সেই ব্যক্তিই অগ্রে ধনাধিকারী হইবে।[৩৫] এতদনুসারে

* নয়ত্যধঃ ইতি পাঠান্তরম্‌।

অতঃ স্থিতৌ পিতৃনাম্ন্য ধনং স্বস্থগতঞ্চ সৎ।
পত্যৌ স্থিতেঽনপত্যায়া মৃতৌ পিতৃব্যমাশ্রয়েৎ ॥ ৩৬ ॥
ঊর্দ্ধাদ্বিত্তমধঃ প্রাপ্য পুমাংসমবলম্বতে।
অতঃ সত্যাং সোদরায়াং বৈমাত্রেয়ো ধনং হরেৎ ॥ ৩৭ ॥
স্থিতায়াং সোদরায়াঞ্চ বিমাতুঃ পুত্রসন্ততৌ।
বৈমাত্রেয়গতং বিত্তং বৈমাত্রেয়ান্বয়ো ভজেৎ ॥ ৩৮ ॥

অত ইত্যাদি। অতোঽধস্তনানাং বিরহাদূর্দ্ধ্বগামিত্বাদেব পিতৃব্য-স্থিতাবনপত্যায়াঃ পুত্রেণ পুত্র্যা চ রহিতায়াঃ স্বস্থর্ম্মৃতৌ চ সত্যাং পত্যৌ ভগিনী-ভর্ত্তরি স্থিতেঽপি স্বস্থগতং চ সৎ ধনং পিতৃব্যমাশ্রয়েত্তস্যা ভ্রাত্রা পিত্রাদিনা চ পিতৃভ্রাতরং ভজেৎ। অনপত্যায়া ইতি বিশেষণেনাপত্যবত্যাস্তু মৃতৌ তদ্গতস্য ধনস্য তদপত্যগামিত্বমেবেত্যসূচৎ। ৩৬ ॥

ঊর্দ্ধাদধঃপ্রাপ্তস্য ধনস্য পুরুষাবলম্বিত্বাৎ সোদরায়াং বিদ্যমানায়ামপি বৈ-মাত্রেয়গামিত্বমেব স্যাদিত্যাহ, ঊর্দ্ধাদিত্যাদিনা। যতো বিত্তং ধনমূর্দ্ধাদধঃ প্রাপ্য পুমাংসং পুরুষমবলম্বতে আশ্রয়ত্যতঃ সোদরায়াং ভগিন্যাং সত্যামপি বৈ-মাত্রেয়ো বিমাতৃজো ধনং হরেৎ ॥ ৩৭ ॥

নম্বু সোদরায়াং বৈমাত্রেয়পুত্রসন্ততৌ চ বিদ্যমানায়াং বৈমাত্রেয়মরণে সতি তদ্গতং বিত্তং কা প্রাপ্নুয়াত্তত্রাহ, স্থিতায়ামিত্যাদিনা। সোদরায়াং ভগিন্যাং বিমাতুঃ পুত্র[স্য]সন্ততৌ চ স্থিতায়াং সত্যাং বৈমাত্রেয়গতং বিত্তং তন্মরণে সতি বৈমাত্রেয়ান্বয়ো বিমাতৃজসন্ততির্ভজেৎ সেবেৎ ॥ ৩৮ ॥

ধনীর পিতৃব্য থাকিতে ধনীর ভগিনীই ধন প্রাপ্ত হয়, পরন্তু পতি বিদ্যমান থাকিতেই হউক বা নাই হউক, যদি সে সন্তান প্রসব না করিয়া পরলোক গমন করে, তাহা হইলে সেই ধন পুনর্ব্বার তাহার ভ্রাতৃধনস্থানীয় এবং ঊর্দ্ধগামী হইয়া পিতামহ হইতে জন্মনিবন্ধন পিতৃব্যই প্রাপ্ত হইবে। ৩৬

ধন ঊর্দ্ধগামী হইয়া অধোগামী হইলে প্রথমতঃ পিতৃসম্বন্ধে তাহা পুরুষকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। এই কারণে পিতৃসম্বন্ধে ঊর্দ্ধগামী হইয়া সহোদরা ভগিনীকে প্রাপ্ত না হইয়া সেই ধন বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকেই আশ্রয় করিবে। ৩৭ আর সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সন্তান বিদ্যমান থাকিলে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগত ধনে ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সন্ততিরাই যথাক্রমে অধিকারী

মৃতস্য সোদরো ভ্রাতা বৈমাত্রেয়স্তথা শিবে।
ধনং পিতৃগতত্বেন বিভজেতাং সমাংশিনৌ ॥ ৩৯ ॥
কন্যায়াং জীবিতায়াঞ্চ তদপত্যং ন দায়ভাক্‌।
যত্র যদ্বাধিতং বিত্তং তন্মৃতাবপরং ব্রজেৎ ॥ ৪০ ॥

পুত্রাদিমাতৃপর্য্যন্তরহিতস্য প্রমীতস্য পুংসঃ সোদরবৈমাত্রেয়যোরুভয়োরপি তদ্ধনে সমভাগিত্বমিত্যাহ, মৃতস্যেত্যাদিনা। হে শিবে মৃতস্য জনস্য সোদরো ভ্রাতা তথা বৈমাত্রেয়শ্চোভৌ তদ্ধনস্য পিতৃগতত্বেন হেতুনা তত্র সমাংশিনৌ সন্তৌ তদ্ধনং বিভজেতাং বিভজ্য গৃহ্ণীযাতামিত্যর্থঃ। ৩৯॥

জীবন্ত্যাং কন্যায়াং তদপত্যস্য দায়ভাগিত্বং নেত্যাহ, কন্যাযামিত্যাদিনা। কন্যায়াং জীবিতায়াং সত্যাং তদপত্যং দায়ভাক্‌ ন ভবেৎ কিন্তু কন্যৈব দায়ভাগিনী স্যাদিত্যর্থঃ। যত্র জনে যদ্বিত্তং ধনং যদ্বাধিতং ভবেৎ তন্মৃতৌ তস্য বাধকজনস্য মরণে সতি তদ্বিত্তং তমপরং জনং ব্রজেৎ। ৪০॥

হইবে (৩৩০)।[৩৮] পরন্তু শিবে! যদি মৃত ধনীর সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই ধন পিতৃগত হইয়া পিতৃসম্বন্ধে তুল্যসম্বন্ধী সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উভয়েই সমান বিভাগ করিয়া লইবে।[৩৯]

কন্যা জীবিত থাকিতে তদ্‌গর্ভজাত সন্তান ধনাধিকারী হইবে না। (কারণ এস্থলে কন্যাই তাহার বাধক। এই বাধকস্বরূপা কন্যার মৃত্যু হইলে ঐ ধন তদ্‌গর্ভসম্ভূত সন্তানই প্রাপ্ত হইবে।) ফলতঃ যে স্থলে উত্তরাধিকার ক্রমে প্রাপ্য ধন অপর কর্ত্তৃক (স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক) বাধিত হয়, সে স্থলে সেই বাধকীভূত স্ত্রীলোকের অভাব হইলে সেই ধন সেই উত্তরাধিকারী পুরুষই প্রাপ্ত হইয়া থাকে (৩৩১)।[৪০]

(৩৩০)—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেখানে সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে ধনীর মৃত্যু হয়, সে স্থলে ধনীর পিতা হইতে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও সোদরা ভগিনী উভয়েরই জন্ম বলিয়া উভয়েরই সমান সন্নিকর্ষতা, কিন্তু পুরুষের শ্রেষ্ঠতা হেতু বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই ধনাধিকারী হইবে।

(৩৩১)—দায়ভাগে আছে, "পিণ্ডং দদ্যাদ্ধরেদ্ধনং" অর্থাৎ যে পিণ্ডাধিকারী সেই ধনাধিকারী। এইরূপ পিণ্ডাধিকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই থাকিলে যদি স্ত্রীলোকের সন্নিকর্ষতা অধিক হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক পিণ্ডাধিকারী পুরুষের ধনাধিকারে বাধক-স্বরূপা হয়। পরন্তু সেই

বিভজেয়ুর্দুহিতরঃ পুত্রাভাবে পিতুর্বসু।
উদ্বাহয়ন্ত্যোঽনূঢ়াস্ত * পিতুঃ সাধারণৈর্ধনৈঃ ॥ ৪১ ॥
অনপত্যা মৃতায়াশ্চ স্ত্রীধনং স্বামিনং ব্রজেৎ † ।
অন্যত্তু দ্রবিণং যস্মাদ্ আপ্তং তৎ পদমাশ্রয়েৎ ॥ ৪২ ॥

অপরিণীতাং ভগিনীং সাধারণৈস্তাতদ্রব্যৈরুদ্বাহয়ন্ত্যো দুহিতরো মৃতস্যাপুত্রস্য পিতুর্দ্রবিণং সর্ব্বা বিভজ্য গৃহ্ণীয়ুরিত্যাহ, বিভজেয়ুরিত্যাদিনা। পিতুঃ পুত্রাভাবে সতি পিতুঃ সাধারণৈঃ সাধারণৈর্ধনৈরনূঢ়ামপরিণীতাং পিতুঃ পুত্রীমুদ্বাহয়ন্ত্যো দুহিতরঃ পুত্র্যঃ পিতুর্বসু দ্রব্যং বিভজেয়ুঃ। তুশব্দেন বিবাহ্যমানাপি পিতৃদ্রব্যং বিভজেৎ ॥ ৪১ ॥

অনপত্যায়াঃ প্রমীতায়া নার্য্যাঃ স্ত্রীধনস্য তৎস্বামিগামিত্বমপরস্য তু তল্লব্ধস্য দ্রব্যস্য যতঃ প্রাপ্তিরাসীত্তৎপদাশ্রয়িত্বমিত্যাহ, অনপত্যা ইত্যাদি। অনপত্যায়াঃ সন্ততিরহিতায়া নার্য্যাঃ স্ত্রীধনং স্বামিনং তদ্ভর্ত্তারং ভজেৎ সেবেত। অন্যত্তু তদ্ভিন্নন্তু দ্রবিণং দ্রব্যং যস্মাজ্জনাদাপ্তং লব্ধং তৎপদমাশ্রয়েত্তজেৎ ॥ ৪২ ॥

যদি পুত্র সন্তান না থাকে, তাহা হইলে কন্যারা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে। পরন্তু ঐ পৈতৃক সাধারণ ধন দ্বারা অগ্রে অনূঢ়া কন্যার বিবাহ দিতে হইবে (৩৩২)।[৪১]

অপত্য-বহিতা নারীর মৃত্যু হইলে তাহার স্বামী স্ত্রীধন সমুদায় প্রাপ্ত হইবে। স্ত্রীধন ভিন্ন উত্তরাধিকারিণী স্বরূপে প্রাপ্ত ধন তদ্গত হইয়া তাহার উত্তরাধিকারীই প্রাপ্ত হইবে।[৪২]

---

* উদ্বাহয়ন্ত্যোঽনূঢ়াস্ত ইতি পাঠান্তরম্।

† ভজেৎ ইতি পাঠান্তরম্।

স্ত্রীলোকের উক্ত সম্পত্তি স্বাধা কারণ ব্যতীত দান-বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে না। যথা দোহিত্রের বাধক দৌহিত্রের মাতা, ভ্রাতার বাধক ভ্রাতৃজায়া ইত্যাদি।

(৩৩২)—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অনূঢ়া কন্যার বিবাহোপযুক্ত ধন রাখিয়া অথবা অগ্রে বিবাহ দিয়া অবশিষ্ট ধন উঢ়া অনূঢ়া সকল ভগিনীই সমান অংশ করিয়া লইবে। অস্মদ্দেশে প্রচলিত দায়ভাগের মতে অগ্রে অবিবাহিতা কন্যার অধিকার। তদভাবে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার যুগপৎ সমান অধিকার। বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা বিধবা কন্যা ধনাধিকারিণী

প্রেতলব্ধধনৈর্নারী বিদধ্যাদাত্মপোষণম্।
পুণ্যন্তু তদুপস্বত্বৈঃ ন শক্তা দানবিক্রয়ে ॥ ৪৩ ॥
পিতামহস্নুষায়াঞ্চ সত্যাং তাতবিমাতরি।
পিতামহগতং রিকৃথং তৎপুত্রেণ স্নুষাং ব্রজেৎ ॥ ৪৪ ॥

প্রেতপ্রাপ্তানি বিত্তানি দাতুং বিক্রেতুং চাশক্নুবতী নারী মরণপর্য্যন্তং ভুঞ্জীত তদুপস্বত্বৈস্তু ধর্ম্মমপি কুর্বীতেত্যাহ,প্রেতেত্যাদিনা। প্রেতলব্ধধনৈর্মৃতাপ্তৈ-র্বিত্তৈর্নারী যোষিদাত্মপোষণমাত্মনো ভরণং বিদধ্যাৎ কুর্য্যাৎ। পুণ্যং ধর্ম্মং তু তদুপস্বত্বৈস্তদাতবিক্রেস্তত এবোপজাতৈর্ধনৈর্বিদধ্যাৎ, তেষাং দানে বিক্রয়ে চ শক্তা সমর্থা ন ভবেৎ। ৪৩।

নন্থ পুত্রাদিপিতৃব্যপর্য্যন্তরহিতস্য মৃতস্য পুংসো দ্রবিণস্য তৎপিতৃব্যপত্নী-গামিত্বং তাতবিমাতৃগামিত্বং বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, পিতামহেত্যাদিনা। পিতা-মহস্নুষায়াং পিতামহপুত্রভার্য্যায়াং তাতবিমাতরি চ সত্যাং বিদ্যমানায়াং পিতামহগতং রিকৃথং ধনং তৎপুত্রেণ পিতামহস্যাত্মজেন স্নুষাং পুত্রপত্নীং ব্রজেৎ ॥ ৪৪ ॥

নারী উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে যে ধন প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইতে কেবল আপনার ভরণপোষণই করিবে, এবং তাহারই উপস্বত্ব দ্বারা পুণ্য কর্ম্ম করিতে পারিবে; পরন্তু ঐ সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না (৩৩৩)।[৪৩]

যেখানে পিতৃব্যপত্নী ও পিতৃবিমাতা বিদ্যমান আছে, (মৃতের সন্তানাদি, পিতা

হইবে না। এমতে পুত্রেরা যদি পৈতৃকধন বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলেও অগ্রে ঐ পিতৃধন হইতে অবিবাহিতা ভগিনীর বিবাহ দিতে হইবে।

(৩৩৩)—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্ত্রীজাতি, সংক্রান্ত স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, এবং যদি উপস্বত্ব ভরণপোষণের পরও উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলেই তদ্বারা পুণ্য কর্ম্ম করিতে পারিবে; নচেৎ পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য স্থাবর সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। পরন্তু উপস্বত্ব দ্বারা ভরণপোষণ না হইলে স্থাবর সম্পত্তিও বিক্রয়াদি করিতে পারিবে। স্থানান্তরে বিধি আছে, স্বামীর স্বর্গার্থে স্ত্রী স্থাবর সম্পত্তির কিয়দংশ (দশমাংশ পর্য্যন্ত) দান বা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। ফলতঃ স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্বের এবং অস্থাবর সম্পত্তির দান বিক্রয়াদি বিষয়ে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

পিতামহে পিতৃব্যে চ তথা ভ্রাতরি জীবতি ।
অধোভবানাং মুখ্যত্বাৎ ভ্রাতৈব ধনভাগ্‌ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
পিতৃব্যাৎ সন্নিকর্ষেঽত্র তুল্যৌ ভ্রাতৃপিতামহৌ ।
ধনং পিতৃপদং গত্বা প্রয়াতুর্ভ্রাতরং ব্রজেৎ ॥ ৪৬ ॥
স্থিতেঽপ্যপত্যে দুহিতুঃ প্রেতস্য পিতরি স্থিতে ।
দুহিত্রপত্যং ধনভাক্‌ ধনং যস্মাদধোমুখম্‌ ॥ ৪৭ ॥

নম্ন পুত্রাদিমাতৃপর্য্যন্তরহিতস্য প্রেতস্য পুংসো বিদ্যমানানাং পিতামহ-পিতৃব্যভ্রাতৄণাং মধ্যে কতমস্য তদ্ধনভাগিত্বং তত্রাহ,পিতামহ ইত্যাদিনা শ্লোক-দ্বয়েন । পিতামহে পিতৃব্যে তথা ভ্রাতরি চ জীবতি সতি অধোভবানাং জনানাং মুখ্যত্বাৎ প্রধানত্বাদ্ধেতোর্ভ্রাতৈব ধনভাগ্‌ভবেৎ । মৃতাৎ পুত্রাৎ পিতৃগতং ধনং মৃতস্য ভ্রাতৈব ভজেদিত্যর্থঃ । ৪৫ ॥

পিতৃব্যাদিত্যাদি । অত্র শ্লোকে পিতৃব্যাৎ সন্নিকর্ষে সামীপ্যে যদ্যপি ভ্রাতৃপিতামহৌ তুল্যৌ সমানৌ ভবতস্তথাপ্যধোভবানাং মুখ্যত্বাৎ স্বঃপ্রযাতু-র্জনস্য ধনং পিতৃপদং গত্বা ভ্রাতরং ভজেৎ ॥ ৪৬ ॥

নম্ন পুত্রাদিপুত্রীপর্য্যন্তহীনস্য মৃতস্য পুংসো বিদ্যমানয়োস্তাতদুহিত্রপত্যয়ো-র্মধ্যে কতরস্য তদ্ধনগ্রাহকত্বমত আহ, স্থিত ইত্যাদিনা । প্রেতস্য মৃতস্য জনস্য পিতরি স্থিতে দুহিতুরপত্যেঽপি স্থিতে সতি যস্মাদ্ধনমধোমুখং স্যাদতো দুহি-ত্রপত্যমেব ধনভাগ্‌ভবেৎ । ৪৭ ।

বা পিতামহ বিদ্যমান নাই) সেখানে মৃত ব্যক্তির ধন পিতামহগামী হইয়া তাসম্বন্ধে তৎপুত্র (পিতৃব্য) দ্বারা পিতৃব্যপত্নীই প্রাপ্ত হইবে (৩৩১)।[৪৪]

যদি পিতামহ, পিতৃব্য ও ভ্রাতা জীবিত থাকে, তাহা হইলে অধস্তন পুরুষের প্রাধান্য হেতু ভ্রাতাই ধনভাগী হইবে।[৪৫] এস্থলে পিতৃব্য হইতে নৈকট্য সম্বন্ধ হেতু ভ্রাতা ও পিতামহ উভয়েই সমান সন্নিকৃষ্ট হইলেও, মৃত ব্যক্তির ধন পিতৃস্থান প্রাপ্ত হইয়া অধস্তন পুরুষের প্রাধান্য নিবন্ধন পিতামহগামী না হইয়া ভ্রাতৃগামী হইবে।[৪৬]

মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র ও পিতা যদি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে দৌহিত্র ধনাধিকারী হইবে, ধন স্বভাবতই অধোগামী।[৪৭] কালিকে! যদি

---

(৩৩৪)—দায়ভাগমতে পুত্রবধূ ধনাধিকারিণী হয় না। তন্ত্রের মতে, পুত্রবধূ পুত্রের অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপিণী, সুতরাং অপুত্র মৃতব্যক্তির ধন কন্যা থাকিতেও পুত্রবধূই পাইবে।

স্বঃপ্রয়াতুঃ স্থিতে তাতে তথা মাতরি কালিকে।
পুংসো মুখ্যতরত্বেন ধনহারী ভবেৎ পিতা ॥ ৪৮ ॥
স্থিতঃ স্বপিতৃসাপিণ্ডো বর্ত্তমানেঽপি মাতুলে।
প্রেতস্য ধনহারী স্যাৎ পিতুঃ সম্বন্ধগৌরবাৎ ॥ ৪৯ ॥
অধস্তাদ্গমনাভাবে ধনমূর্দ্ধ্বভবং গতম্।
তত্রাপি পুংসাং মুখ্যত্বাদ্ ইতং পিতৃকুলং শিবে।
অতোঽত্র সন্নিকৃষ্টোঽপি মাতুলো নাপ্নুয়াদ্ধনম্ ॥ ৫০ ॥

প্রেতস্য পুংসো জীবতোর্মাতাপিত্রোর্মধ্যে পুরুষস্য প্রধানত্বাৎ পিতুরেব তদ্বিত্তহারিত্বমিত্যাহ, স্বঃপ্রয়াতুরিত্যাদিনা। হে কালিকে স্বঃপ্রয়াতুর্মৃতস্য জনস্য তাতে পিতরি স্থিতে সতি তথা মাতরি স্থিতায়াং সত্যাং পুংসো মুখ্যতরত্বেন হেতুনা পিতা ধনহারী ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

নমু মৃতস্য পুংসো বিদ্যমানয়োর্মাতুলপিতৃসপিণ্ডয়োর্মধ্যে কতরস্য তদ্বিত্ত-ভাগিত্বমত আহ, স্থিত ইত্যাদিনা। মাতুলে বর্ত্তমানেঽপি পিতুঃ সম্বন্ধ গৌরবাদ্ধেতোঃ স্থিতঃ স্বপিতৃসাপিণ্ডঃ প্রেতস্য ধনহারী স্যাৎ। সপিণ্ড এব সাপিণ্ডঃ প্রজ্ঞাদিভ্যশ্চেতি স্বার্থেঽণ্ ॥ ৪৯ ॥

নমু পিতুঃ সপিণ্ডাৎ সন্নিকৃষ্টস্য মাতুলস্যৈব প্রেতধনহর্ত্তৃত্বং সম্ভবতি ন তু বিপ্রকৃষ্টস্য পিতুঃ সপিণ্ডস্যেতীমামাশঙ্কাং পরিহরন্নাহ, অধস্তাদিত্যাদি ধনমিত্যন্তং সার্দ্ধম্। হে শিবে অধস্তাদ্গমনাভাবে সতি প্রেতস্য ধনমূর্দ্ধভবং জনং গতঃ প্রাপ্তঃ ভবেৎ। তত্রাপূর্দ্ধভবেষপি পুংসাং মুখ্যত্বাদ্ধনং পিতৃকুলমিতং প্রাপ্তং স্যাৎ। অতো হেতোরত্র লোকে সন্নিকৃষ্টোঽপ্যাসন্নোঽপি মাতুলঃ প্রেতস্য ধনং নাপ্নুয়ান্ন লভেৎ ॥ ৫০ ॥

মৃত ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে পুরুষের প্রাধান্য হেতু পিতাই ধনাধিকারী হইবে।[৪৮]

যদি মৃত ব্যক্তির পিতৃসপিণ্ড ও মাতুল জীবিত থাকে, তাহা হইলে পিতৃ-সম্বন্ধের গৌরব হেতু পিতৃসপিণ্ড ব্যক্তিই ধন প্রাপ্ত হইবে।[৪৯] শিবে! যে স্থলে ধন অধোগামী হইতে না পারে, সে স্থলে তাহা ঊর্দ্ধগামী হয়; তন্মধ্যে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা হেতু মাতৃকুলে না যাইয়া অগ্রে ঐ ধন পিতৃকুলেই গমন করে। এই কারণে এস্থলে মাতুল সন্নিকৃষ্ট হইয়াও ধনভাগী হইতেছে না।[৫০]

অজীবৎপিতৃকঃ পৌত্রঃ পিতৃব্যৈঃ সহ পার্ব্বতি।
পিতামহস্য দ্রবিণাৎ স্বপিতুর্দ্দায়মর্হতি ॥ ৫১ ॥
ভ্রাতৃহীনা তথা পৌত্রী পিতৃব্যৈঃ সমভাগিনী।
পিতামহধনং সৌম্যা হরেচ্চেন্ম তমাতৃকা ॥ ৫২ ॥
সত্যাং পৌত্র্যাঃ পিতামহ্যাং পৌত্র্যাঃ পিতৃস্বসর্য্যপি।
বিত্তে পিতৃগতে দেবি পৌত্রী তত্রাধিকারিণী ॥ ৫৩ ॥

ভ্রাতৃভ্যোঽবিভক্তস্য পুরুষস্য মৃতৌ সত্যাং তৎপুত্রঃ পিতৃব্যৈঃ সার্দ্ধং পৈতামহকদ্রব্যাৎ পৈতৃকমংশং প্রাপ্নুয়াদিত্যাহ, অজীবদিত্যাদিনা। হে পার্ব্বতি অজীবৎপিতৃকো মৃতজনকঃ পৌত্রঃ পিতৃব্যৈঃ পিতুর্ভ্রাতৃভিঃ সহ পিতামহস্য দ্রবিণাৎ দ্রব্যাৎ স্বপিতুর্দায়ং প্রাপ্তুমর্হতি ॥ ৫১ ॥

অজীবন্মাতৃকা ভ্রাতৃরহিতা পৌত্র্যপি পিতামহাৎ দ্রব্যাৎ প্রমীতস্য পিতুরংশং প্রাপ্তুমর্হতীত্যাহ, ভ্রাতৃহীনেত্যাদিনা। চেদ্‌যদি মৃতমাতৃকা ভ্রাতৃহীনা সোদরবৈমাত্রেয়রহিতা সৌম্যা ব্যভিচারাখ্যদোষহীনা চ ভবেৎ তদা তথা তেন প্রকারেণ পৌত্রী পুত্ররহিতা পিতৃব্যৈঃ সমভাগিনী সতী পিতামহধনং হরেৎ গৃহ্নীয়াৎ ॥ ৫২ ॥

নহ প্রাপ্তপঞ্চত্বস্য পুংসো বিদ্যমানানাং জননীভগিনীপুত্রীণাং মধ্যে তদ্বিত্তে কাধিকারিণী স্যাৎ তত্রাহ, সত্যামিত্যাদিনা। হে দেবি পৌত্র্যাঃ পিতামহ্যাং তথা পৌত্র্যাঃ পিতৃস্বসর্য্যপি সত্যাং বিদ্যমানায়ামধস্তাজ্জন্মগৌরবাৎ পৌত্রী তত্র পিতৃগতে বিত্তেঽধিকারিণী স্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

পার্ব্বতি! যে স্থলে ধনীর মৃতপিতৃক পৌত্র ও পুত্র উভয়ে বিদ্যমান আছে, সে স্থলে মৃতপিতৃক পৌত্র পিতামহ-সম্পত্তি হইতে তাহার পিতার নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হইবে।৫১ এইরূপ ভ্রাতৃহীনা ও পিতৃমাতৃবিহীনা পৌত্রী যদি স্বধর্ম্মবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে সেই পিতামহধনে ঐ পৌত্রী পিতৃব্যের সহিত সমান অংশ প্রাপ্ত হইবে (৩৩৫)।৫২ দেবি! যদি পিতামহী ও পিতৃস্বসা জীবিত থাকে, তাহা হইলেও পিতৃগত পৈতামহ ধনে পৌত্রীই অধিকারিণী হইবে।৫৩

---

(৩৩৫)—এস্থলে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মৃত পিতৃ-পিতামহক প্রপৌত্রও মৃত ধনীর পুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে। ঐরূপ প্রপৌত্রীও পিতামহী-হীনা ও মাতৃ-হীনা হইলে ধনীর পুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে।

অধোগামিষু বিত্তেষু পুমান্ জ্যায়ানধস্তনঃ * ।
ঊর্দ্ধগামিধনে শ্রেষ্ঠঃ পুমানূর্দ্ধোদ্ভবো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥
অতঃ স্নুষায়াং পৌত্র্যাঞ্চ সত্যাং দুহিতরি প্রিয়ে ।
প্রেতস্য বিভবং হর্ত্তুং নৈব শক্নোতি তৎপিতা ॥ ৫৫ ॥
যদা পিতৃকুলে ন স্যাৎ মৃতস্য ধনভাজনম্ ।
পূর্ব্বোক্তবিধিনা রিক্থং মাতামহকুলং ভজেৎ ॥ ৫৬ ॥

নন্নু প্রেতস্য স্নুষায়া দুহিতুঃ পৌত্র্যাশ্চ তজ্জনকস্য পুংস্ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাদ্বিদ্যমানস্য তস্যৈব তদ্ধনহারিত্বং সংঘটতে ন তু তৎস্নুষাদীনামিতীমং সন্দেহং দূরীকুর্ব্বন্নাহ, অধোগামিষ্বিত্যাদি তৎপিতেত্যন্তং শ্লোকদ্বয়ম্। অধোগামিষু বিত্তেষু ধনেষধস্তনোঽধোভবঃ পুমান্ জ্যায়ান্ শ্রেষ্ঠো ভবেন্ন তূর্দ্ধোদ্ভবঃ। ঊর্দ্ধগামিধনে তূর্দ্ধোদ্ভবঃ পুমান্ শ্রেষ্ঠো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥

অত ইত্যাদি। হে প্রিয়ে অতোঽধোগামিধনে ঊর্দ্ধোদ্ভবস্যাশ্রেষ্ঠত্বাদ্ধেতোঃ প্রেতস্য স্নুষায়াং পুত্রভার্য্যায়াং পৌত্র্যাং দুহিতরি চ সত্যাং বর্ত্তমানায়াং প্রেতস্য বিভবং ধনং হর্ত্তুং গ্রহীতুং তৎপিতা নৈব শক্নোতি কিন্তু যথাক্রমং তা এব প্রেতধনং হর্ত্তুং শক্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

নন্নু প্রেতপুরুষস্য পিতুর্বংশে ধনগ্রাহকাসত্ত্বে তদ্ধনস্য কিংকুলগামিত্বং স্যাদত আহ, যদেত্যাদিনা। যদা মৃতস্য জনস্য পিতৃকুলে ধনভাজনং ধনস্য পাত্রং ন স্যাত্তদা পূর্ব্বোক্তবিধিনা পূর্ব্বকথিতবিধানেন রিক্থং প্রেতস্য ধনং মাতামহকুলং ভজেৎ সেবেত ॥ ৫৬ ॥

ধন অধোগামী হইলে তাহাতে অধস্তন যে পুরুষ তাঁহারই প্রাধান্য, এবং ধন ঊর্দ্ধগামী হইলে তাহাতে সেইরূপ ঊর্দ্ধতন পুরুষেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। (নচেৎ অধস্তন স্ত্রীজাতি অপেক্ষা ঊর্দ্ধতন পুরুষ জাতির প্রাধান্য হইবে না)।৫৪

প্রিয়ে! এই কারণে পুত্রবধূ পৌত্রী ও কন্যা জীবিত থাকিতে মৃত ব্যক্তির ধন মৃত ব্যক্তির পিতা গ্রহণ করিতে পারিবে না।৫৫

যদি মৃত ব্যক্তির পিতৃকুলে কেহ উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও বিধান অনুসারে সেই ধন মাতামহকুলে গমন করিবে।৫৬ যে

---

* জ্যায়ানধস্ততঃ ইতি পাঠান্তরম্।

মাতামহগতং * বিত্তং মাতুলৈস্তৎসুতাদিভিঃ।
অধ-ঊর্দ্ধক্রমেণৈবং পুমাংসং স্ত্রিয়মাশ্রয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
ব্রাহ্ম্যন্বয়ে বিদ্যমানে পিত্রোঃ সাপিণ্ডনে স্থিতে।
মৃতস্য শৈবীতনয়ো ন পিতুর্দায়ভাগ্ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥
শৈবীপত্নী চ তৎপুত্রা লভেরন্ ধনভাগিনঃ।
গ্রাসমাচ্ছাদনং ভদ্রে স্বঃপ্রয়াতুর্যথাধনম্ ॥ ৫৯ ॥

মাতামহকুলধাতস্য দ্রব্যস্যাধ-ঊর্দ্ধক্রমেণৈব পুরুষাশ্রয়ত্বং তদসত্ত্বে নার্য্যাশ্রয়ত্বং চ স্যাদিত্যাহ, মাতামহেত্যাদিনা। মাতামহগতং মাতামহং প্রাপ্তং বিত্তং ধনং মাতুলৈস্তৎসুতাদিভির্মাতুলপুত্রাদিভিশ্চাধ-ঊর্দ্ধক্রমেণ এবং পিতৃকুলে ইব পুমাংসং পুরুষং তদভাবে স্ত্রিয়মাশ্রয়েৎ সেবেত ॥ ৫৭ ॥

অথ প্রেতপুরুষস্য ব্রাহ্মীভার্য্যায়া অন্বয়ে মাতাপিত্রোঃ সপিণ্ডে বা স্থিতে শৈবীপুত্রস্য তদ্বিত্তভাগিত্বং নেত্যাহ, ব্রাহ্ম্যন্বয়ে ইত্যাদিনা। ব্রাহ্ম্যন্বয়ে ব্রাহ্ম্যা ভার্য্যায়া বংশে বিদ্যমানে পিত্রোর্মাতুঃ পিতুশ্চ সাপিণ্ডনে সপিণ্ডে বা স্থিতে সতি শৈবীতনয়ঃ শৈব্যা ভার্য্যায়াঃ পুত্রো মৃতস্য পিতুর্দায়ভাক্ ন ভবেৎ কিন্তু বিদ্যমানয়োস্তয়োরেব ক্রমতঃ তদ্দায়ভাগিত্বমিত্যর্থঃ। এতেন ব্রাহ্ম্যন্বয়স্য মাতাপিত্রোঃ সপিণ্ডস্য চাভাবে শৈবীতনয়স্যৈব মৃতজনকদায়ভাগিত্বমিতি ধ্বনিতম্। ৫৮।

নম্ন ব্রাহ্ম্যন্বয়স্য পিত্রোঃ সপিণ্ডস্য বা বর্ত্তমানত্বে শৈবীপুত্রাণাং মৃতপিতৃদায়ভাগিত্বাভাবে কথমুবরভরণাদিনির্ব্বাহস্তত্রাহ, শৈবীত্যাদিনা। হে ভদ্রে স্বঃ-

---

ধন মাতামহকুলে যাইবে. মাতামহ হইতে মাতুলপুত্র প্রভৃতি ক্রমশঃ তাহা প্রাপ্ত হইবে। এস্থলেও প্রথমতঃ অধস্তন ব্যক্তি, তদভাবে ঊর্দ্ধতন ব্যক্তি এবং তন্মধ্যেও প্রাধান্য হেতু প্রথমতঃ পুরুষজাতি ও নিকৃষ্টতা হেতু তৎপরে নারীজাতি ধনাধিকার প্রাপ্ত হইবে।৫৭

ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা বিবাহিতা পত্নীর সন্তান বিদ্যমান থাকিতে এবং পিতৃসপিণ্ড বা মাতৃসপিণ্ড পুরুষ বা স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, শৈব বিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান ধনভাগী হইবে না।৫৮ ভদ্রে যাহারা উক্ত ধনে অধিকারী হইবে, তাহাদের নিকট শৈববিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যা ও তদ্গর্ভজাত

---

* মাতামহকুলমিতি পাঠান্তরম্।

শৈবোদ্বাহং প্রকুর্ব্বন্তীং শৈবভর্ত্তৈব পালয়েৎ।
সৌম্যাশ্চেন্নাধিকারোঽস্যাঃ পিত্রাদীনাং ধনে প্রিয়ে ॥৬০॥
অতঃ সৎকুলজাং কন্যাং শৈবৈরুদ্বাহয়ন্ পিতা।
ক্রোধাদ্বা লোভতো বাপি স ভবেল্লোকগর্হিতঃ ॥ ৬১ ॥

প্রয়াতুঃ স্বর্গতস্য পুংসঃ শৈবীপত্নী তৎপুত্রাঃ শৈব্যাস্তনয়াশ্চ তস্য ধনভাগিনঃ পুরুষাদ্বথাধনং যথাবিভবং গ্রাসমাচ্ছাদনং চ লভেরন্ প্রাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫৯ ॥

নন্থ শৈবমুদ্বাহং কুর্ব্বতী নারী পিত্রাদিভিঃ পালনীয়া ভবেচ্ছেবেন ভর্ত্রা বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, শৈবোদ্বাহমিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে যতোঽস্যাঃ শৈব্যাঃ স্ত্রিয়াঃ পিত্রাদীনাং ধনেঽধিকারো নাস্ত্যতঃ শৈবোদ্বাহং প্রকুর্ব্বন্তীং তাং চেদ্যদি সৌম্যামব্যভিচারিণীং জানীয়াত্তদা শৈবভর্ত্তৈব পালয়েৎ রক্ষেৎ। জানীয়াদিতি স্বধ্যাহারলভ্যম্। প্রকুর্ব্বন্তীমিত্যত্র নুমাগমস্ত্বার্ষঃ ॥ ৬০ ॥

অথ শৈবেন বিধিনা সৎকুলজাং কন্যামুদ্বাহয়তো জনকস্য লোকনিন্দ্যত্বং দর্শয়িতুমাহ, অত ইত্যাদিনা। অতো ব্রাহ্ম্যন্বয়ে মাতাপিত্রোঃ স্বপিণ্ডে বা স্থিতে ভর্ত্তৃদ্রব্যে স্বপিত্রাদিদ্রব্যে চাধিকারস্যাভাবাদ্ধেতোঃ ক্রোধাদ্বা লোভতো বাপি শৈবৈর্বিধিভিঃ সৎকুলজাং সদ্বংশজাতাং কন্যামুদ্বাহয়ন্ যঃ স পিতা লোকগর্হিতো লোকনিন্দিতো ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

সন্তান মৃত ব্যক্তির বিভবানুসারে গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র প্রাপ্ত হইবে।[৫৯] (পরন্তু যদি ব্রাহ্মী ভার্য্যা বা তাহার পুত্রাদি না থাকে এবং পিতৃমাতৃসপিণ্ড পর্য্যন্তও না থাকে, তাহা হইলেই শৈবী ভার্য্যা ও তৎসন্তানেরা ধনাধিকারী হইতে পারিবে)।

প্রিয়ে। শৈববিবাহে বিবাহিতা ভার্য্যা যদি ব্যভিচারিণী না হয় তাহা হইলে শৈবভর্ত্তাই তাহাকে পালন করিবে, নচেৎ গ্রাসাচ্ছাদনও প্রাপ্ত হইবে না। অন্যদিকে এই শৈবী ভার্য্যা নিজ পিতামাতা প্রভৃতি কাহারো ধনে অধিকারিণী হয় না।[৬০]

এই কারণে, যদি ক্রোধ নিবন্ধন বা লোভ নিবন্ধন সৎকুলসম্ভূতা কন্যার শৈববিবাহ দেন, তাহা হইলে তিনি লোকসমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইয়া থাকেন।[৬১] শিবের আজ্ঞা আছে যে, (ব্রাহ্মী ভার্য্যার সন্তান ও পিতৃ-মাতৃসপিণ্ডের অবিদ্যমানে) যদি শৈবী ভার্য্যা ও তদ্গর্ভজাত সন্তান না থাকে,

শৈবীতদন্বয়াভাবে সোদকো ব্রহ্মদো নৃপঃ।
হরেয়ুঃ ক্রমতো বিত্তং মৃতস্য শিবশাসনাৎ ॥ ৬২ ॥
পিণ্ডদাৎ সপ্ত পুরুষাঃ সপিণ্ডাঃ কথিতাঃ প্রিয়ে।
সোদকা দশমান্তাঃ স্যুঃ ততঃ কেবলগোত্রজাঃ ॥ ৬৩ ॥
বিভক্তং দ্রবিণং যচ্চ সংসৃষ্টং স্বেচ্ছয়া তু চেৎ।
অবিভক্তবিধানেন ভজেরংস্তদ্ধনং পুনঃ ॥ ৬৪ ॥

পুত্রাদিশৈবীসন্ততিপর্য্যন্তবহিতস্য প্রাপ্তপঞ্চত্বস্য পুরুষস্য স্থাবরাদিসকল-দ্রব্যেষু সোদকস্য বেদাধ্যাপকগুরোর্নৃপতেশ্চ ক্রমতোঽধিকারিত্বমন্তীত্যাহ, শৈবীত্যাদিনা। শৈবীতদন্বয়াভাবে সতি সোদকো ব্রহ্মদো বেদাধ্যাপকঃ গুরুঃ নৃপো রাজা চ মৃতস্য বিত্তং ধনং শিবশাসনাৎ শিবাজ্ঞাতঃ ক্রমতো হরেয়ুঃ। যথা শৈবীতদন্বয়াসত্ত্বে প্রথমতঃ সোদকো মৃতস্য বিত্তং হরেৎ, তদভাবে বেদাধ্যাপকঃ তদসত্ত্বে তু রাজা চেতি ॥ ৬২ ॥

নন্থ কেষাং সপিণ্ডত্বং কেষাং সোদকত্বং কেবলগোত্রজত্বং চ কেষামত আহ, পিণ্ডদাদিত্যাদিনা। হে প্রিয়ে পিণ্ডদাৎ পিণ্ডদাতারং পুরুষমারভ্য সপ্ত পুরুষাঃ সপিণ্ডাঃ কথিতাঃ। তত উর্দ্ধং দশমান্তা দশমপুরুষান্তাঃ সোদকাঃ স্যুঃ। ততঃ পরং কেবল গোত্রজা ভবেয়ুঃ। পিণ্ডদাদিতি ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণীতি কর্ম্মণি পঞ্চমী ॥৬৩॥

বিভক্তস্য পশ্চাৎ স্বেচ্ছয়া সংসৃষ্টস্য দ্রব্যস্যাবিভক্তবিধানেনৈব পুনর্বিভাগমাহ, বিভক্তমিত্যাদিনা। চেদ্‌যদি বিভক্তং যৎ দ্রবিণং দ্রব্যং স্বেচ্ছয়া সংসৃষ্টং মিশ্রীকৃতং স্যাত্তদা তদ্ধনং পুনরবিভক্তবিধানেন দায়াদা ভজেরন্ ॥ ৬৪ ॥

তাহা হইলে যথাক্রমে সমানোদক, ব্রহ্মদাতা ও রাজা মৃত ব্যক্তির ধন গ্রহণ করিবেন; অর্থাৎ প্রথমে সমানোদক, তদভাবে গুরু এবং তদভাবে রাজা ধনাধিকারী হইবেন।৬২

প্রিয়ে! পিণ্ডদাতা হইতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডশব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে। অষ্টম পুরুষ হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক; এবং যাহারা দশম পুরুষের অন্তর্গত নহে, তাহাদিগকে কেবল সগোত্র বলা যাইতে পারে।৬৩

যে ধন একবার বিভাগ করিয়া পুনর্ব্বার স্বেচ্ছানুসারে মিশ্রিত করা হইয়াছে, তাহা অবিভক্ত-ধন-বিভাগের বিধানানুসারেই পুনর্ব্বার বিভাগ করিতে হইবে।৬৪
ধন অবিভক্তই হউক বা বিভক্তই হউক, তাহাতে যাহার যেরূপ অংশ নির্দ্দিষ্ট

অবিভক্তে বিভক্তে বা যস্য যাদৃগ্বিভাগিতা।
মৃতেঽপি তস্য দায়াদাঃ তাদৃগ্বিভবভাগিনঃ ॥ ৬৫ ॥

জীবতো যস্য পুরুষস্য বিভক্তাবিভক্তাখিলদ্রব্যেষু যেষাং যাদৃগ্বিভাগিত্বং তস্য মরণেঽপি তত্র তেষাং তাদৃগ্বিভাগিত্বং স্যাদেবেত্যাহ, অবিভক্তে ইত্যাদিনা। যস্য পুরুষস্যাবিভক্তে বিভক্তে বা দ্রব্যে যেষাং দায়াদানাং যাদৃগ্বিভাগিতা স্যাত্তস্য পুংসো মৃতেঽপি মরণেঽপি তে দায়াদাস্তাদৃগ্বিভবভাগিনো ভবেয়ুঃ ॥ ৬৫ ॥

আছে, সেই ব্যক্তি যদি পরলোক গমন করে, তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারিগণও সেইরূপ অংশ প্রাপ্ত হইবে (৩৩৬)।৬৫

---

(৩৩৬)—সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে অস্মদ্দেশ-প্রচলিত দায়ভাগ এবং দায়ভাগের টীকাকার শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের মতানুসারে পৈতৃধন বিষয়ে দায়াধিকার-ক্রম সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। যথা—

প্রথমতঃ মৃতপুরুষধনে ঔরস পুত্র অধিকারী। তদভাবে পৌত্র। তদভাবে প্রপৌত্র। মৃতপিতৃক পৌত্র এবং মৃতপিতৃপিতামহক প্রপৌত্রও পুত্রের সহিত সমান অংশ পাইবে।

প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে পত্নী ধনাধিকারিণী হইবে। পরন্তু স্ত্রীজাতির ধনাধিকার বিষয়ে বিশেষ এই যে, তাহারা সম্পত্তি কেবল ভোগ করিবে মাত্র, কিন্তু দান বা বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে সমর্থ হইবে না। কেবল ধনস্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার নিমিত্ত কিয়দংশ দান বা বিক্রয় করিতে পারে; এবং উপস্বত্ব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে স্থাবর সম্পত্তিও বন্ধক দিতে, অথবা তাহাতে অসুবিধা হইলে, বিক্রয় করিতে পারিবে। পরন্তু যদি ধনস্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ দান করিতে হয়, তাহা হইলে ধনস্বামীর সপিণ্ড, গুরু, দৌহিত্র, ভাগিনেয় বা মাতুল প্রভৃতিকে দান করিবে। ইহাদিগের অভাবে আপনার পিতৃকুলেও দান করিতে পারিবে।

পত্নীর অভাবে দুহিতা ধনাধিকারিণী হইবে। দুহিতাদিগের মধ্যে প্রথমে অবিবাহিতা কন্যার অধিকার। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, অবিবাহিতা কন্যা ধনাধিকারিণী হইয়া বিবাহের পর পুত্র প্রসব না করিয়া যদি পরলোক গমন করে, তাহা হইলে তাহার সেই পিতৃধনে সপুত্রা ও সম্ভাবিতপুত্রা ভগিনীর সমান অধিকার।

অবিবাহিতা কন্যার অভাবে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার সমান অধিকার। বন্ধ্যা ও পুত্রহীনা বিধবা কন্যার পিতৃধনে অধিকার নাই। সমুদায় কন্যার অভাবে দৌহিত্রের

অধিকার। আপনার দৌহিত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে মৃতধন উর্দ্ধগামী হইয়া তাহাতে পিতার অধিকার হইবে। পিতার অভাবে মাতার অধিকার। তদভাবে সহোদরের অধিকার। তদভাবে সজাতীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী হইবে। তদভাবে সহোদর-ভ্রাতৃপুত্রগণ। সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট সহোদর ভ্রাতৃপুত্রের মধ্যে সংসৃষ্ট সহোদর-ভ্রাতৃপুত্রেরই অধিকার। ঐরূপ সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রের মধ্যে সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রেরই অধিকার। যে স্থলে বৈমাত্রেয়ভ্রাতৃপুত্র সংসৃষ্ট এবং সহোদরভ্রাতৃপুত্র অসংসৃষ্ট, সে স্থলে উভয়েরই সমান অধিকার। যাহারা একবার পৃথক্ হইয়া পুনর্ব্বার এই নিয়মে একত্র হইয়াছে যে, যাহা আমার ধন, তাহা তোমারই ধন এবং যাহা তোমার ধন, তাহা আমারই ধন, তাহাদিগকে সংসৃষ্ট বলে।

ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে ভ্রাতৃপৌত্র অধিকারী। এস্থলেও সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপুত্রের ন্যায় ক্রম অনুসরণ করিতে হইবে। ভ্রাতৃপৌত্র পর্য্যন্তের অভাবে পিতৃদৌহিত্র। এ স্থলে সহোদরা ভগিনীপুত্র ও বৈমাত্রেয় ভগিনীপুত্রের সমান অধিকার।

পিতৃদৌহিত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে তাহাতে পিতামহের অধিকার হইবে। পিতামহাভাবে পিতামহী, তদভাবে পিতৃব্য, তদভাবে পিতৃব্যপুত্র, তদভাবে পিতৃব্যপৌত্র, তদভাবে পিতামহ-দৌহিত্র অধিকারী হইবে। তদভাবে পিতৃব্যদৌহিত্রও অধিকারী হইতে পারে।

এইরূপ পিতামহ-সন্তান না থাকিলে সেই উর্দ্ধগামী ধন প্রপিতামহ প্রাপ্ত হইবে।—প্রপিতামহের অভাবে প্রপিতামহী। তদভাবে পিতামহভ্রাতা। তদভাবে পিতামহভ্রাতৃপুত্র। তদভাবে পিতামহভ্রাতৃপৌত্র। তদভাবে প্রপিতামহ-দৌহিত্র। তদভাবে পিতামহভ্রাতৃদৌহিত্র।

এইরূপে পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং তৎসন্তানের অভাব হইলে ধন মাতামহকুলে গমন করিবে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ মাতামহ, তদভাবে মাতুল, তদভাবে মাতৃস্বস্রীয়, তদভাবে মাতুলপুত্র, তদভাবে মাতুলপৌত্র ধনাধিকারী হইবে।

মাতামহকুলে এই সমস্ত লোক না থাকিলে সকুল্য ব্যক্তি ধনাধিকারী হইবে। সকুল্যও দুইপ্রকার, অধস্তন ও উর্দ্ধতন। অধস্তন ও উর্দ্ধতন সপিণ্ড তিন পুরুষের পর, অধস্তন ও উর্দ্ধতন তিন পুরুষকে সকুল্য বলা যায়। সকুল্যের অধিকারক্রম যথা। ১ বৃদ্ধপ্রপৌত্র। ২ অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র। ৩ অত্যতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র। ৪ বৃদ্ধপ্রপৌত্রী। ৫ অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্রী। ৬ অত্যতিবৃদ্ধপ্রপৌত্রী। ৭ বৃদ্ধপ্রপিতামহ। ৮ বৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র। ৯ বৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র। ১০ বৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র। ১১ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ। ১২ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পুত্র। ১৩ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের পৌত্র। ১৪ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের প্রপৌত্র। ১৫ অত্যতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ। ১৬ তৎপুত্র। ১৭ তৎপৌত্র। ১৮ তৎপ্রপৌত্র।

এইরূপ সকুল্যের অভাবে সমানোদক ব্যক্তি ধনাধিকারী হইবে। তন্মধ্যে বিবেচনা করিতে হইবে, যিনি মৃতধনের সন্নিহিত, তিনিই অগ্রে ধনাধিকারী। এবং উর্দ্ধগামী ধনে অধস্তন পুরুষের বংশীয় কোন সমানোদক থাকিতে উর্দ্ধতন পুরুষের বংশীয় কোন ব্যক্তি ধনাধিকার প্রাপ্ত হইবে না।

সমানোদকের অভাবে আচার্য্য, তদভাবে শিষ্য তদভাবে সহাধ্যায়ী, তদভাবে গ্রামস্থ সগোত্র, তদভাবে গ্রামস্থ সমানপ্রবর, তদভাবে গ্রামস্থ সদ্‌গুণ কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ ধনাধিকারী হইবে। এস্থলেও যে ব্যক্তি সন্নিহিত, তাহারই অগ্রে অধিকার। এতৎপর্য্যন্তাভাবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের ধনে রাজা অধিকারী হইবেন। ব্রাহ্মণধনবিষয়ে যদি গ্রামে উক্ত প্রকার ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত না থাকে, তাহা হইলে গ্রামান্তরবাসী ঐরূপ ব্রাহ্মণই তাহাতে অধিকারী হইবে।

বানপ্রস্থের ধনে ধর্ম্মভ্রাতার, যতির ধনে সৎশিষ্যের এবং ব্রহ্মচারীর ধনে আচার্য্য বা পিতা প্রভৃতির অধিকার। এতদভাবে একত্রবাসী বা একাশ্রমী গ্রহণ করিবে। ব্রহ্মচারী দুই প্রকার; নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ব্বাণ; যিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া, যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে থাকিয়া স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান আছেন, তাঁহাকে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী বলা যায়। আর যিনি ব্রহ্মচর্য্যের পর সংসার আশ্রমে প্রবেশ করেন, তাঁহার নাম উপকুর্ব্বাণ-ব্রহ্মচারী। নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারীর ধনে আচার্য্যের এবং উপকুর্ব্বাণ-ব্রহ্মচারীর ধনে তৎপিতামাতা প্রভৃতির অধিকার।

এস্থলে উক্ত দায়ভাগাদিমতে স্ত্রীধনাধিকার-ক্রমও লিখিত হইতেছে।—

কুমারীর ধনে প্রথমতঃ সহোদর ভ্রাতা, তদভাবে মাতা, তদভাবে পিতা অধিকারী হইবে। বরদত্ত ধনে বরেরই অধিকার।

বিবাহিতা-স্ত্রী-ধনাধিকার নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত অগ্রে স্ত্রীধন কাহাকে বলা যায়, তাহা নিরূপিত হইতেছে। স্ত্রীধন ত্রয়োদশ প্রকার; ১ বিবাহকালে যৌতুক দ্বারা লব্ধ ধন, ২ শ্বশুরালয় যাইবার সময় পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে প্রাপ্ত ধন, ৩ ভর্ত্তৃদত্ত ধন, ৪ ভ্রাতৃদত্ত ধন, ৫ পিতৃদত্ত ধন, ৬ মাতৃদত্ত ধন, ৭ পতি আর একটি বিবাহ করিবার মানসে পূর্ব্ব স্ত্রীকে পরিতোষ করিবার জন্য যে ধন দেন তাহা, ৮ গ্রাসাচ্ছাদন, ৯ অলঙ্কার, ১০ তৎস্বামীকে কর্ম্ম করাইবার নিমিত্ত অন্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত উৎকোচ। ১১ পুত্রদত্ত ধন, ১২ মাতুলাদিদত্ত ধন। ১৩ বিবাহের পর ভর্ত্তা বা পিতা মাতা প্রভৃতির নিকট অন্য সময়ে লব্ধ ধন। ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর ব্যতিরেকে অন্য সমুদায় স্ত্রীধন (স্থাবর হউক বা অস্থাবর হউক) স্ত্রীলোকে দানবিক্রয়াদি করিতে পারে।

এক্ষণে স্ত্রীধনাধিকারক্রম কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে যৌতুকধনে প্রথমতঃ অবিবাহিতা কন্যা, তদভাবে বাগ্‌দত্তা কন্যা, তদভাবে বিবাহিতা সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা যুগপৎ অধিকারিণী। ঈদৃশ কন্যার অভাবে বন্ধ্যা ও অপুত্রা বিধবা কন্যার তুল্য অধিকার। ইহার মধ্যে কুমারী ও বাগ্‌দত্তা কন্যা মাতৃধনে অধিকারিণী হইয়া যদি পুত্র প্রসব না করিয়াই বিধবা হইয়া দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তৎসংক্রান্ত মাতৃধনে তাহার সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী ভগিনীর সমান অধিকার। তদভাবে বন্ধ্যা এবং বিধবাও সমান অধিকারিণী হইবে। সমুদায় দুহিতার অভাবে ঐ যৌতুকধনে পুত্রের অধিকার। তদভাবে দৌহিত্র, তদভাবে পৌত্র, তদভাবে প্রপৌত্র, তদভাবে সপত্নীপুত্র, তদভাবে সপত্নীপৌত্র, তদভাবে সপত্নীপ্রপৌত্র।

যে যস্য ধনহর্ত্তারো ভবেয়ুর্জ্জীবনাবধি।
দদ্যুঃ পিণ্ডং ত এবাস্য শৈবভার্য্যাসুতং বিনা ॥ ৬৬ ॥

প্রমীতস্য যস্য পুংসো দ্রবিণং যে লভেরংস্তস্মৈ যাবজ্জীবনং ত এব পিণ্ডং দদেয়ুরিত্যাহ, যে ইত্যাদিনা। যে পুমাংসো যস্য পুংসো ধনহর্ত্তারো ভবেয়ুস্ত এব জীবনাবধি জীবনপর্য্যন্তমস্য পুরুষস্য পিণ্ডং দদ্যুঃ। পরন্তু শৈবভার্য্যাসুতং বিনা। তস্য তৎপিণ্ডদানেঽধিকারো নাস্তীত্যর্থঃ। শৈবভার্য্যাসুতমিতি শৈব্যাস্তদ্‌-দুহিত্রাদীনাং চোপলক্ষণম্ ॥ ৬৬ ॥

মৃত ব্যক্তির ধনে যে ব্যক্তি অধিকারী হইবে, সেই ব্যক্তি যত কাল জীবিত থাকিবে, ততকাল তাহার পিণ্ডদান করিবে; পরন্তু শৈবভার্য্যার পুত্র পিণ্ডদান করিতে পারিবে না। ৬৬

এতৎপর্য্যন্তাভাবে ব্রাহ্মবিবাহ-লব্ধ যৌতুকধনে ভর্ত্তা অধিকারী হইবে। ভর্ত্তার অভাবে ভ্রাতা, তদভাবে মাতা, তদভাবে পিতা অধিকারী হইবে।

বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে পিতৃদত্ত বা যৌতুকলব্ধ ধন ভিন্ন অনাবিধ স্ত্রীধনে অবিবাহিতা কন্যা ও পুত্রের সমান অধিকার। অবিবাহিতা কন্যা ও পুত্রের অভাবে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যার সমান অধিকার। এতদভাবে পৌত্র, তদভাবে দৌহিত্র, তদভাবে প্রপৌত্র, তদভাবে সপত্নীপুত্র, তদভাবে সপত্নীপৌত্র, তদভাবে সপত্নীর প্রপৌত্র অধিকারী হইবে। এতৎপর্য্যন্তাভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যার সমান অধিকার। এতৎপর্য্যন্তাভাবে যৌতুক ধনের ন্যায় ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিত ভর্ত্তা, ভ্রাতা, মাতা, পিতা ক্রমশঃ অধিকারী হইবে।

বিবাহের সময় অথবা বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে, পিতা কন্যাকে যে ধন দিয়াছে, সেই পিতৃ-লব্ধ স্ত্রীধনে প্রথমতঃ কুমারী, তৎপরে সম্ভাবিতপুত্রা ও পুত্রবতী কন্যা সমান অধিকারিণী হইবে। এতদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যার সমান অধিকার। সমুদায় দুহিতার অভাবে অন্য প্রকার যৌতুকধনের ন্যায় পুত্র প্রভৃতির ক্রমশঃ অধিকার হইবে।

পিতা পর্য্যন্তের অভাব হইলে, দেবর ও ভ্রাতৃশ্বশুরের (ভাশুরের) তুল্য অধিকার হইবে। তদভাবে দেবরপুত্র ও ভ্রাতৃশ্বশুরপুত্রের সমান অধিকার। এই সমুদায়ের অভাবে অসপিণ্ড হইলেও ভগিনীপুত্র, তদভাবে ভর্ত্তৃভাগিনেয়, তদভাবে ভ্রাতৃসুত, তদভাবে জামাতা অধিকারী।

জামাতৃপর্য্যন্তের অভাব হইলে সপিণ্ডানুপূর্ব্বক্রমে শ্বশুর ভ্রাতৃশ্বশুর প্রভৃতি সপিণ্ডগণের অধিকার হইবে। সপিণ্ডাভাবে পুংধনবৎ সকুল্য, সমানোদক, সগোত্র, সমানপ্রবর প্রভৃতির ক্রমে অধিকার হইবে। এই সমুদায়ের অভাবে ব্রাহ্মণীর ধনে স্বগ্রামবাসী শ্রোত্রিয়াদির অধিকার; এবং ক্ষত্রিয়াদির ধনে রাজার অধিকার হইবে।

দায়বিভাগপ্রকরণে পিতৃব্য শব্দে পিতার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ, উভয় ভ্রাতাকেই বুঝিতে হইবে।

লোকেঽস্মিন্ জন্মসম্বন্ধাৎ যথাশৌচং বিধীয়তে।
ধনভাগিত্বসম্বন্ধাৎ ত্রিরাত্রং বিহিতং তথা ॥ ৬৭ ॥
পূর্ণেঽশৌচেঽথবাপূর্ণে তৎকালাভ্যন্তরে শ্রুতে।
শ্রবণাচ্ছেষদিবসৈঃ বিশুধ্যেয়ুর্দ্বিজাদয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
কালাতীতে তু বিজ্ঞাতে খণ্ডাশৌচং ন বিদ্যতে *।
পূর্ণে ত্রিরাত্রং বিহিতং ন চেৎ সংবৎসরাৎ পরম্ ॥ ৬৯ ॥

যথা জন্মসম্বন্ধাৎ সর্ব্বেষাং বান্ধবানাং মরণজননিমিত্তকমশৌচং জায়তে এবং ধনভাগিত্বসম্বন্ধাদ্ধনহারিণামপি ত্রিরাত্রমশৌচং স্যাদিত্যাহ, 'লোকে ইত্যাদিনা। জন্মসম্বন্ধাদ্যথাস্মিন্ লোকে জনে মরণজননিমিত্তকমশৌচং বিধীয়তে তথা ধনভাগিত্বসম্বন্ধাদ্ধনহর্ত্তর্য্যপি ত্রিরাত্রমশৌচং বিহিতম্। লোকঃ স্যাদ্ভুবনে জনে ইত্যমরঃ ॥ ৬৭ ॥

নম্বশৌচকালাভ্যন্তর এব পূর্ণং খণ্ডং বা অশৌচং শৃণ্বতামপরদেশস্থানাং ব্রাহ্মণাদীনামশৌচশ্রবণবাসরাদবশিষ্টৈরশৌচবাসরৈর্বিশুদ্ধিঃ স্যাত্তদ্বাসরমারভ্যাপরৈর্ব্বা দশাহাদিভিরিত্যাশঙ্কায়ামাহ, পূর্ণে ইত্যাদিনা। পূর্ণেঽশৌচেঽথবা অপূর্ণে খণ্ডেঽশৌচে তৎকালাভ্যন্তরেঽশৌচকালমধ্যে শ্রুতে সতি শ্রবণাদশৌচশ্রবণদিবসাচ্ছেষদিবসৈরবশিষ্টৈরহোরাত্রৈর্দ্বিজাদয়ো ব্রাহ্মণাদয়ো বিশুধ্যেয়ুঃ। শ্রূয়তেঽস্মিন্নিতি শ্রবণং তস্মাৎ। করণাধিকরণয়োশ্চেত্যধিকরণেঽনট্ ॥ ৬৮ ॥

নম্বশৌচকালব্যপগমে সতি সংবৎসরাভ্যন্তর এব জ্ঞাতিমরণং শৃণ্বন্তো ব্রাহ্মণাদয়ঃ কিয়দ্ভিরহোরাত্রৈর্বিশুধ্যেয়ুরত আহ, কালাতীতে ইত্যাদিনা। কালাতীতে অশৌচকালাতিক্রমণে তু খণ্ডেঽশৌচে বিজ্ঞাতে সত্যশৌচং ন বিদ্যতে। চেৎ-যদি সংবৎসরাদর্ব্বাক্ পরমূর্দ্ধদিনাদিকমতীতং ন ভবেত্তদা অতীতেঽপ্যশৌচকালে

লোকের জন্মসম্বন্ধে যেমন অশৌচ হইয়া থাকে, সেইরূপ উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধেও ত্রিরাত্র অশৌচ বিহিত আছে।৬৭ পূর্ণাশৌচই হউক অথবা খণ্ডাশৌচই হউক, যদি নির্দ্দিষ্ট অশৌচকালের মধ্যে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অশৌচকালের যে কয়েক দিন অবশিষ্ট থাকিবে, ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই সেই কয়েক দিনেই শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।৬৮ আর যদি অশৌচকাল অতীত হইলে খণ্ডাশৌচ-কারণ শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে অশৌচ হয় না;

---

* খণ্ডেঽশৌচং ন বিদ্যতে ইতি পাঠান্তরম্।

বর্ষাতীতেঽপি চেন্মাতুঃ পিতুর্বা মরণশ্রুতৌ।
ত্রিরাত্রমশুচিঃ পুত্রঃ তথা ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা ॥ ৭০ ॥
অশৌচাভ্যন্তরে যস্মিন্ অশৌচান্তরমাপতেৎ।
গুর্ব্বশৌচেন মর্ত্ত্যানাং শুদ্ধিস্তত্র বিধীয়তে ॥ ৭১ ॥
অশৌচানাং গুরুত্বঞ্চ কালব্যাপিত্বগৌরবাৎ।
ব্যাপ্যব্যাপকয়োর্মধ্যে গরীয়ো ব্যাপকং স্মৃতম্ ॥ ৭২ ॥

পূর্ণেঽশৌচে বিজ্ঞাতে সতি ত্রিরাত্রমশৌচং বিহিতম্। কালস্যাতীতং কালাতীতমিতি ষষ্ঠীতি সূত্রেণ ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। অতীতমিত্যতিপূর্ব্বাদিণো ভাবে ক্তঃ। নাশৌচং প্রসবস্যাস্তি ব্যতীতেষু দিনেষ্বপীতি দেবলবচনাৎ মরণবিষয়কমিদং বচনম্ ॥ ৬৯ ॥

সংবৎসরে ব্যতীতেঽপি মাতাপিত্রোর্মরণং শৃণ্বতঃ পুত্রস্য স্বামিনো মরণং শৃণ্বত্যাঃ পতিব্রতায়াশ্চ ত্রিরাত্রমশৌচং স্যাদিত্যাহ, বর্ষাতীতেঽপীত্যাদিনা। বর্ষাতীতেঽপি সংবৎসরাতিক্রমণেঽপি চেদ্যদি মাতুঃ পিতুর্বা মরণশ্রুতিঃ স্যাত্তদা তয়োর্মরণশ্রুতৌ সত্যাং পুত্রঃ ত্রিরাত্রমশুচিঃ স্যাৎ তথা ভর্ত্তুঃ স্বামিনো মরণশ্রুতৌ পতিব্রতা স্ত্রী ত্রিরাত্রমশুচিঃ স্যাৎ ॥ ৭০ ॥

একস্মিন্নশৌচে সতি তচ্ছেষরাত্রমধ্যাদেব বিষমকালব্যাপকাশৌচান্তরনিপাতে সত্যধিকদিনব্যাপকেনাশৌচেন মর্ত্ত্যানাং শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ, অশৌচাভ্যন্তর ইত্যাদিনা। যস্মিন্নশৌচে সত্যশৌচাভ্যন্তরেঽশৌচমধ্যেঽশৌচান্তরং বিষমকালব্যাপকমপরমশৌচমাপতেদাগচ্ছেত্তস্মিন্নশৌচে যাতে সতি গুর্ব্বশৌচেনাধিকদিনব্যাপকেনাশৌচেনাপগতেন মর্ত্ত্যানাং শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥ ৭১ ॥

অথাশৌচানাং গুরুত্বং নিরূপয়তি, অশৌচানামিত্যাদিনা। কালব্যাপিত্বগৌরবাৎ কালব্যাপকত্বে গুরুত্বাদ্ধেতোরশৌচানাং গুরুত্বং ভবেৎ। অধিককাল-

---

পরন্তু যদি অশৌচকাল অতীত হইলে সংবৎসরের মধ্যে পূর্ণামৃতাশৌচ-কারণ শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। সংবৎসরের পর শ্রবণ করিলে আর অশৌচ হয় না।[৬৯] কিন্তু যদি এক বৎসর অতীত হইলে পুত্র, পিতার বা মাতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে, অথবা পতিব্রতা পত্নী, ভর্ত্তার মরণ-সংবাদ শুনে, তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।[৭০]

যদি এক অশৌচের মধ্যে অন্য একটি অশৌচ হয়, তাহা হইলে গুরু অশৌচ দ্বারা মানবগণ শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।[৭১] যে অশৌচ দীর্ঘকাল-

যদ্যশৌচান্তদিবসে পতেদপরসূতকম্।
পূর্ব্বাশৌচেন শুদ্ধিঃ স্যাদ্ অদ্যন্বৃদ্ধ্যা দিনদ্বয়ম্ ॥ ৭৩ ॥

ব্যাপকত্বাদশৌচানাং গুরুত্বমল্পকালব্যাপকত্বাচ্চ লঘুত্বমিত্যর্থঃ। ব্যাপ্যব্যাপকয়োরশৌচয়োর্মধ্যে ব্যাপকমশৌচং গরীয়ো গুরুতরং স্মৃতম্ ॥ ৭২ ॥

নন্বশৌচান্তদিনেঽপরস্মিন্নশৌচে সতি পূর্ব্বাশৌচেনৈব শুদ্ধিঃ স্যাৎ পরাশৌচেন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, যদীত্যাদিনা। অশৌচান্তদিবসে জননাশৌচস্যান্তিমেঽহোরাত্রে যদ্যপরসূতকং তদন্যজননিমিত্তকখণ্ডাশৌচং পতেত্তদা পূর্ব্বাশৌচেনৈব ব্যতীতেন শুদ্ধিঃ স্যাৎ। যদি ত্বশৌচান্তদিবসে পূর্ণাশৌচান্তরোপনিপাতে সত্যদ্যন্বৃদ্ধির্ভবেৎ তদাদ্যন্বৃদ্ধ্যা পূর্ব্বাশৌচান্তদিবসাবধিকং দিনদ্বয়মশৌচং স্যাৎ। সূতকমিতি তু মৃতকস্যাপ্যুপলক্ষণম্। তত্রাপ্যেবমেবাবগন্তব্যম্ ॥ ৭৩ ॥

ব্যাপী, তাহাকেই গুরু বলা যায়, সুতরাং অল্পকালস্থায়ী অশৌচকে লঘু বলা যাইতে পারে। ব্যাপ্য ও ব্যাপক এই উভয়বিধ অশৌচের মধ্যে ব্যাপক অশৌচেরই গুরুত্ব স্বীকার করা যায়।[৭২] যদি মরণাশৌচের বা জননাশৌচের শেষ দিবসে অহোরাত্রমধ্যে অপর কোন মরণজনিত বা জন্মজনিত খণ্ডাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচ দ্বারাই সেই অশৌচ যাইবে অর্থাৎ খণ্ডাশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ঐ দিবস আর, একটি পূর্ণাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচের পর দুই দিন অশৌচ বৃদ্ধি হইবে (৩৩১)।[৭৩]

---

(৩৩১)—এস্থলে স্মৃতিসম্মত ব্যবস্থা এই যে, একটি জননাশৌচের মধ্যে অপর একটি জননাশৌচ, অথবা একটি মরণাশৌচের মধ্যে অপর একটি মরণাশৌচ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বাশৌচ দ্বারাই সকলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। পরন্তু পূর্ণ জননাশৌচের অন্তিম দিনে অপর পূর্ণ জননাশৌচ উপস্থিত হইলে, অথবা পূর্ণ মরণাশৌচের অন্তিম দিনে অপর পূর্ণ মরণাশৌচ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বাশৌচের অন্তিম দিনের পর আর দুই দিন অশৌচ বৃদ্ধি হইবে। আর যে দিবস অশৌচ শেষ হইবে, তৎপর দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উক্ত প্রকার পূর্ণাশৌচ শ্রবণ করিলে সূর্য্যোদয় হইতে তিন দিন অশৌচ বৃদ্ধি হইবে। পরন্ত এই বর্দ্ধিত অশৌচের দুই বা তিন দিনের মধ্যে যদি অপর কোন অশৌচ শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে আর অশৌচ বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু ঐ সময় যদি পুত্রের জন্ম হয়, অথবা পিতামাতার বা কোন স্ত্রীলোকের ভর্ত্তার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ ব্যবস্থা হইবে না; তখন তদ্দিন হইতে পূর্ণাশৌচ হইবে।

তাবৎ পিতৃকুলাশৌচং যাবন্নোদ্বহনং স্ত্রিয়াঃ।
জাতে পরিণয়ে পিত্রোঃ মৃতৌ ত্র্যহমুদাহৃতম্ ॥ ৭৪ ॥
বিবাহানন্তরং নারী পতিগোত্রেণ গোত্রিণী ।
তথা গ্রহীতৃগোত্রেণ * দত্তপুত্রস্য গোত্রিতা ॥ ৭৫ ॥
সুতমাদায় সম্মত্যা জনন্যা জনকস্য চ ।
স্বগোত্রনামান্যুল্লিখ্য সংস্কুর্য্যাৎ স্বজনৈঃ সহ ॥ ৭৬ ॥

নন্থ স্ত্রীণাং তাতকুল এবাশৌচে সত্যাশৌচং ভবেদ্ভর্ত্তৃকুল এব বা কিমুভয়ত্রা পীত্যাশঙ্কায়ামাহ, তাবদিত্যাদিনা। যাবদুদ্বাহনমুদ্বাহো ন ভবেত্তাবৎকালপর্য্যন্তং স্ত্রিয়াঃ পিতৃকুলাশৌচং পিতৃকুলসম্বন্ধ্যশৌচং স্যাৎ। এতেন বিবাহাৎ পরতো ভর্ত্তৃকুলসম্বন্ধেন স্ত্রিয়া অশৌচং ভবেদিতি সূচিতম্। নন্বুদ্বাহাদূর্দ্ধমুৎপাদকয়ো-র্মাতাপিত্রোরপি মৃতৌ নার্য্যা অশৌচং ন স্যাদত আহ, জাতে ইত্যাদিনা। পরিণয়ে বিবাহে জাতে সত্যপি পিত্রোর্মৃতৌ মাতুঃ পিতুশ্চ মরণে সতি স্ত্রিয়াঃ ত্র্যহং ত্রিদিনমশৌচমুদাহৃতম্ ॥ ৭৪ ॥

নন্থ বৈবাহিকসম্বন্ধাজ্জননসম্বন্ধস্য বলবত্তরত্বস্যোক্তত্বান্নার্য্যাঃ পিতৃকুল এবা-শৌচে সত্যশৌচং যুক্তং ন তু পতিকুলাশৌচে সতীত্যত আহ, বিবাহানন্তর-মিত্যাদিনা। বিবাহানন্তরমুদ্বাহাৎ পরতো নারী স্ত্রী পতিগোত্রেণ গোত্রিণী স্যাৎ। বিবাহাদূর্দ্ধং পিতৃগোত্রাদ্বহির্ভূতত্বাত্তত্রাশৌচে সতি স্ত্রিয়া অশৌচং ন স্যাদিতি ভাবঃ। নন্থ দত্তকপুত্রস্য জনকগোত্রেণ গোত্রবত্ত্বমাদাতুর্গোত্রেণ বেতি সন্দেহং নিরাকুর্ব্বন্নাহ, তথেত্যাদিনা। তথা তেন প্রকারেণ দত্তপুত্রস্য গ্রহীতৃগোত্রেণ গোত্রিতা গোত্রবত্তা স্যাৎ ॥ ৭৫ ॥

ইদানীং মাতাপিত্রোঃ সম্মত্যা পুত্রমাদায় গৃহীত্বা স্বগোত্রনামান্যুচ্চার্য্য তৎ-সংস্কারো বিধেয় ইত্যাহ, সুতমিত্যাদিনা। জনন্যা জনয়িত্র্যা জনকস্যোৎপাদকস্য

নারীদিগের যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত পিতৃকুলে অশৌচ হইয়া থাকে। যে নারীর পরিণয় হইয়াছে, তাহার কেবল পিতা মাতার মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।[৭৪] বিবাহের পর নারী পতিগোত্র প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ দত্তকপুত্র, দত্তকগ্রহীতার গোত্র প্রাপ্ত হয়।[৭৫]

শিশুর জননী ও জনক উভয়ের সম্মতিক্রমে দত্তক পুত্র গৃহীত হইলে দত্তক-গ্রহীতা আপনার গোত্র ও নাম উল্লেখ পূর্ব্বক স্বজনবর্গের সমভিব্যাহারে ঐ

* গৃহীতৃগোত্রেণ ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে।

ঔরসেঽপি যথা পিত্রোঃ ধনে পিণ্ডেঽধিকারিতা।
আদাত্রোর্দত্তকে তদ্বৎ যতোঽস্য পিতরৌ হি তৌ ॥ ৭৭ ॥

চ সম্মত্যা স্বতং তৎপুত্রমাদায় গৃহীত্বা স্বগোত্রনামাদ্যুল্লিখ্যাত্মগোত্রনামধেয়ানুচ্চার্য্য গ্রহীতা স্বজনৈর্বান্ধবৈঃ সহ সংস্কুর্য্যাৎ। ৭৬ ॥

আদাত্রোর্মাতাপিত্রোর্ধনে পিণ্ডে চ দত্তকপুত্রস্য সদৃষ্টান্তমধিকারিত্বমাহ, ঔরসেঽপীত্যাদিনা। অপিশব্দঃ পিণ্ডেন যোজনীয়ঃ। পিত্রোর্ধনে পিণ্ডেঽপি যথৌরসে পুত্রেঽধিকারিতা বর্ত্ততে তদ্বদাদাত্রোরপি ধনে পিণ্ডে চ দত্তকেঽধিকারিতা স্যাৎ। দত্তকস্যাদাত্রোঃ পিণ্ডাদাবধিকারে হেতুং দর্শয়ন্নাহ যত ইত্যাদিনা। যতোঽস্য দত্তকস্য তাবাদাতারৌ হীতি নিশ্চিতৌ পিতরৌ স্যাতামতস্তদ্ধনপিণ্ডযোস্তস্যাধিকারিতেত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

দত্তক পুত্রের সমুদায় সংস্কার করিবে।৭৬ ঔরস পুত্র যেমন পিতামাতার ধনাধিকারী এবং পিণ্ডাধিকারী হয়, দত্তক পুত্রও সেইরূপ দত্তকগ্রহীতার ধনাধিকারী ও পিণ্ডাধিকারী হইবে, কারণ দত্তকগ্রহীতারাই ঐ দত্তকের পিতা মাতা (৩৩৮)।৭৭

(৩৩৮)—এস্থলে দত্তকচন্দ্রিকামতে ব্যবস্থা এই যে, যদি দত্তকপুত্র গ্রহণের পর ঔরসপুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সমুদায় সম্পত্তি চারি ভাগ করিয়া তিন ভাগ ঔরসপুত্র ও এক ভাগ দত্তকপুত্র প্রাপ্ত হইবে। পরন্তু যদি ঐ দত্তকপুত্র উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সমুদায় ধন তিন ভাগ করিয়া দুই ভাগ ঔরসপুত্র ও এক ভাগ দত্তকপুত্র পাইবে। কিন্তু শূদ্রজাতি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলে যদি ঔরসপুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সমুদায় সম্পত্তি দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ ঔরস পুত্র ও এক ভাগ দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবে।

যদি অসমানজাতীয় ব্যক্তির পুত্র দত্তকরূপে পরিগৃহীত হয়, অথবা যদি যথাবিধানে দত্তক গৃহীত না হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র দত্তকগ্রহীতার বিষয় প্রাপ্ত হইবে না।

দত্তকদাতার গোত্রে দত্তকের অশৌচ ও পিণ্ডদান রহিত হইবে। দত্তকগ্রহীতার গোত্রে দত্তকের অশৌচাদি হইবে।

যদি পাঁচ বৎসর অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালক দত্তকরূপে পরিগৃহীত হয় এবং দত্তকগ্রহীতা উপনয়নাদি দেন, তাহা হইলেও দত্তক সিদ্ধ হইবে।

ঔরসপুত্র থাকিতে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলে দত্তকপুত্র ধনভাগী হইবে না।

এইস্থলে প্রসঙ্গক্রমে শাস্ত্রানুসারে দত্তকপুত্র গ্রহণের ব্যবস্থাও লিখিত হইতেছে। এ বিষয়ে মনু বলিয়াছেন যে,—

অপুত্রেণ স্বতঃ কার্য্যো যাদৃক্ তাদৃক্ প্রযত্নতঃ। পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্নামসংকীর্ত্তনায় চ।

অত্রিও বলিয়াছেন যে,—

অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা। পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্যস্মাৎ তস্মাৎ প্রযত্নতঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির পুত্র নাই, সেই ব্যক্তিই পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ড ও তর্পণের নিমিত্ত এবং নাম রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবে।

যাহার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি জীবিত আছে, সে ব্যক্তি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না।

স্বামীর নিষেধ না থাকিলে, স্ত্রীলোকেও স্বামীর অনুমতি আছে অনুমান করিয়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারে।

সর্ব্বাগ্রে ভ্রাতৃপুত্রকেই দত্তকপুত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভ্রাতৃপুত্রের অভাবে সপিণ্ড, তদভাবে সকুল্য, তদভাবে সগোত্র, তদভাবে ভিন্নগোত্র সজাতীয় ব্যক্তিও দত্তকপুত্র হইতে পারে। এস্থলে শাকল বলিয়াছেন যে,—

সপিণ্ডাপত্যকঞ্চৈব সগোত্রজমথাপি বা। অপুত্রকো দ্বিজো যস্মাৎ পুত্রত্বে পরিকল্পয়েৎ॥

সমানগোত্রজাভাবে পালয়েদন্যগোত্রজম্। দৌহিত্রং ভাগিনেয়ঞ্চ মাতৃস্বসৃসুতং বিনা॥

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, দ্বিজগণ দৌহিত্র ভাগিনেয় ও মাতৃষস্রীয়কে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে না। পরন্তু শূদ্রজাতি দৌহিত্র ও ভাগিনেয়কেও দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারে।

বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে,—

সজাতীয়ঃ সুতো গ্রাহ্যঃ পিণ্ডদাতা স রিক্থভাক্। তদভাবে বিজাতীয়ো বংশমাত্রকরঃ স্মৃতঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সজাতীয় ব্যক্তিকেই দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে। তাদৃশ দত্তকপুত্রই পিণ্ডদাতা ও ধনভাগী হইবে। যদি সজাতীয় দত্তকপুত্র প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে বিজাতীয় ব্যক্তিকেও দত্তকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই বিজাতীয় দত্তকপুত্র বংশকর মাত্র হইবে, পিণ্ডদাতা বা ধনাধিকারী হইতে পারিবে না।

যিনি দত্তকপুত্র দিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে শৌনক বলিয়াছেন যে,—

"নৈকপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং কদাচন। বহুপুত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রদানং প্রযত্নতঃ॥"

যাহার এক পুত্র আছে, সে ব্যক্তি কোন ক্রমেই পুত্র দান করিতে পারিবে না। যাহার বহুপুত্র আছে, সেই ব্যক্তিই পুত্র দান করিতে পারে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যাহার দুইটি পুত্র আছে, সে ব্যক্তিও এক পুত্র দান করিতে পারে না। কারণ অবশিষ্ট এক পুত্রনাশে বংশলোপের সম্ভাবনা।

অর্থ লইয়া পুত্র দান করিলে তাহাকে দত্তকপুত্র বলা যায় না, তাহাকে ক্রীতপুত্র বলা যায়।

"দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কলিতে ঔরসপুত্র ও দত্তকপুত্র ভিন্ন ক্রীতপুত্র বা অন্যবিধ পুত্র সিদ্ধ হইবে না।—

আপঞ্চাব্দং শিশুং গৃহ্নন্ সবর্ণাৎ পরিপালয়েৎ।
পঞ্চবর্ষাধিকো বালো দত্তকো ন প্রশস্যতে ॥ ৭৮ ॥
ভ্রাতৃপুত্রোঽপি দত্তশ্চেৎ গ্রহীতৈব ভবেৎ পিতা।
উৎপাদকঃ পিতৃব্যঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু কালিকে ॥ ৭৯ ॥

নন্বু কিয়দ্বায়নো বালো দত্তকঃ প্রশস্তোঽত আহ, আপঞ্চাব্দমিত্যাদিনা। সবর্ণাৎ সমানবর্ণাদাপঞ্চাব্দং পঞ্চাব্দপর্য্যন্তং শিশুং বালং গৃহ্নন্ ব্রাহ্মণাদিঃ পরিপালয়েদ্রক্ষেৎ। পঞ্চ অব্দা বর্ষাণি যস্য স পঞ্চাব্দস্তস্মাদা ইত্যাপঞ্চাব্দম্। আঙ্মর্য্যাদাভিবিধ্যোরিত্যব্যয়ীভাবঃ। পঞ্চবর্ষাধিকো যো বালঃ অসৌ দত্তকো ন প্রশস্যতে ॥ ৭৮ ॥

দত্তস্য ভ্রাতৃষ্পুত্রস্যাপ্যাদাতা তৎপিতৃব্য এব পিতা স্যাত্তজ্জনকস্তু তৎপিতৃব্যঃ স্যাদিত্যাহ, ভ্রাতৃপুত্রোঽপীত্যাদিনা। হে কালিকে চেদ্যদি ভ্রাতৃপুত্রোঽপি

সবর্ণ হইতে পঞ্চমবর্ষবয়স্ক অথবা তাহা হইতেও অল্পবয়স্ক বালককে দত্তক গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিবে। দত্তকগ্রহণবিষয়ে পঞ্চম বৎসর অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালক প্রশস্ত নহে।৭৮ কালিকে। যদি ভ্রাতৃপুত্রও দত্তক হয়, তাহা হইলেও দত্তকগ্রহীতাই ঐ দত্তক পুত্রের পিতা হইবে এবং তাহার জনক, সমুদায় কার্য্যেই পিতৃব্য স্বরূপ হইবে।৭৯

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যথাবিধানে পরিগৃহীত না হইলে দত্তকপুত্র সিদ্ধ হয় না। অতএব, দত্তকপুত্র গ্রহণের বিধান কি, তদ্বিষয়ে বৃদ্ধ গোতম ও বশিষ্ঠ যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, এস্থলে তন্মর্ম্ম লিখিত হইতেছে। যথা—

দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার সময় বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া রাজাকে জানাইয়া গৃহমধ্যে ব্যাহৃতিহোম করিবে। পরে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক ধার্ম্মিক আচার্য্যকে বরণ করিবে। এইরূপে অগ্ন্যাধান প্রভৃতি সমুদায় হোমকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক পুত্রদাতার সমীপবর্ত্তী হইয়া গ্রহীতা প্রার্থনা করিবে যে, আমাকে একটি পুত্র দাও। পরে বহুপুত্রক দাতা 'যজ্ঞেন' ইত্যাদি পঞ্চ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পুত্র প্রদান করিবে। পুত্রগ্রহীতাও 'দেবস্য ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, দত্তকপুত্রকে হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিবে। পরে 'অঙ্গাদঙ্গ' ইত্যাদি ঋক্ বালকের মস্তকে জপ করিয়া তাহাকে বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত করিবে। অনন্তর নৃত্য গীত ও বাদ্যসহকারে বালককে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া চরুপাক ও চরুহোম করিতে হইবে। পরে দক্ষিণা দান পূর্ব্বক ক্রিয়াশেষ করিবে।

যো যস্য ধনহর্ত্তা স্যাৎ স তদ্ধর্ম্মাণি পালয়েৎ ।
সংরক্ষেন্নিয়মাংস্তস্য তদ্বন্ধূন্ পরিতোষয়েৎ ॥ ৮০ ॥
কানীনা গোলকাঃ কুণ্ডাঃ অতিপাতকিনশ্চ যে ।
নাশৌচং মরণে তেষাং নৈব দায়াধিকারিতা ॥ ৮১ ॥
লিঙ্গচ্ছেদো দমো যেষাং যাসাং নানানিকৃন্তনম্ ।
মহাপাতকিনাঞ্চাপি মৃতৌ নাশৌচমাচরেৎ ॥ ৮২ ॥

দত্তো ভবেত্তদা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু গ্রহীতৈব তস্য পিতা ভবেৎ উৎপাদকো জনকস্তু তস্য পিতৃব্যঃ স্যাৎ ॥ ৭৯ ।

ধনহারিণা পুরুষেণ ধনস্বামিনো ধর্ম্মা নিয়মাশ্চ সংরক্ষণীয়াস্তদ্বান্ধবাশ্চ সন্তোষণীয়া ইত্যাহ, য ইত্যাদিনা । যঃ পুমান্ যস্য পুংসো ধনহর্ত্তা স তস্য ধর্ম্মাণি পালয়েৎ তস্য নিয়মাংশ্চ সংরক্ষেৎ তস্য বন্ধূনপি পরিতোষয়েৎ ॥ ৮০ ॥

কানীনগোলকাদীনাং দায়াধিকারিত্বং তেষাং মরণেঽশৌচং চ নেত্যাহ, কানীনা ইত্যাদিনা । যে কানীনাঃ পিতুর্বেশ্মপ্রকাশং কন্যয়োৎপাদিতাঃ যে, চ গোলকা মৃতে ভর্ত্তরি জারাজ্জাতাঃ যে চ কুণ্ডা জীবত্যেব পত্যৌ জারজাঃ যে চোক্তলক্ষণা অতিপাতকিনস্তেষাং মরণেঽশৌচং ন স্যাৎ তেষাং দায়াধিকারিতা চ নৈব স্যাৎ । অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ ইত্যমরঃ ॥ ৮১ ॥

নাসাকর্ত্তনদণ্ডকাপরাধকর্ত্রীণাং স্ত্রীণাং লিঙ্গচ্ছেদনদণ্ডকাপরাধকারিণাং মহাপাতকিনাঞ্চ পুংসামপি মৃতাবশৌচং নাচরণীয়মিত্যাহ, লিঙ্গচ্ছেদ ইত্যাদিনা ।

যে ব্যক্তি যাহার ধনাধিকারী হইবে, সেই ব্যক্তিই ধনস্বামীর ধর্ম্ম পরিপালন ও নিয়ম রক্ষা করিবে এবং সর্ব্বতোভাবে ধনস্বামীর বন্ধুদিগকে পরিতুষ্ট করিবে ।৮০ যে সকল পুত্র কানীন গোলক কুণ্ড (৩১৯) ও অতিপাতকী, তাহাদের মরণে অশৌচ হইবে না, এবং তাহারা ধনাধিকারীও হইতে পারিবে না ।৮১

যে সকল পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদরূপ দণ্ড হইয়াছে, অথবা যে সকল নারীর রাজদণ্ড দ্বারা নাসিকাচ্ছেদন হইয়াছে, অথবা যাহারা ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি দ্বারা মহাপাতকী, তাহাদের মৃত্যু হইলে অশৌচ গ্রহণ করিবে না ।৮২

নৃণামুদ্দেশহীনানাং পরিবারান্ ধনান্যপি ।
পালয়েদ্রক্ষয়েদ্রাজা যাবদ্দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ৮৩ ॥
দ্বাদশাব্দে গতে তেষাং দর্ভদেহান্ বিদাহয়েৎ ।
ত্রিরাত্রান্তে তৎসুতাদ্যৈঃ প্রেতত্বং পরিমোচয়েৎ ॥ ৮৪
ততস্তৎপরিবারেভ্যঃ পুত্রাদিক্রমতো ধনম্ ।
বিভজ্য নৃপতির্দদ্যাদ্ অন্যথা পাতকী ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥

যেষাং পুরুষাণাং লিঙ্গচ্ছেদঃ শিশ্নকর্ত্তনং দমো দণ্ডো বিহিতস্তেষাং যাসাং নাসানিকৃন্তনং নাসিকাকর্ত্তনং দণ্ডস্তাসাং স্ত্রীণাং মহাপাতকিনাং ব্রহ্মঘাতকাদীনাঞ্চাপি মৃতৌ মরণেঽশৌচং নাচরেন্ন কুর্য্যাৎ ॥ ৮২ ॥

অনুদ্দিষ্টানাং মনুষ্যাণাং পরিবারা ধনানি চ দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং রাজ্ঞা রক্ষিতব্যানিত্যাহ, নৃণামিত্যাদিনা। উদ্দেশহীনানামনুদ্দিষ্টানাং নৃণাং মনুষ্যাণাং পরিবারান্ যাবদ্দ্বাদশবৎসরং দ্বাদশবর্ষপর্য্যন্তং রাজা পালয়েৎ তেষাং ধনান্যপি স এব রক্ষয়েৎ ॥ ৮৩ ॥

দ্বাদশবর্ষাদূর্দ্ধমনুদ্দিষ্টানাং পুংসাং কুশময়ানি শরীরাণি রাজ্ঞা তৎপুত্রাদিভির্দাহয়িতব্যানি ত্রিরাত্রান্তে তেষাং প্রেতত্বঞ্চ মোচয়িতব্যমিত্যাহ, দ্বাদশাব্দ ইত্যাদিনা। দ্বাদশাব্দে দ্বাদশবর্ষে গতে যাতে সতি তেষামুদ্দেশহীনানাং নৃণাং দর্ভদেহান্ কুশময়শরীরাণি রাজা তৎসুতাদ্যৈরনুদ্দিষ্টানাং পুত্রাদিভির্বিদাহয়েৎ ত্রিরাত্রান্তে তেষাং প্রেতত্বঞ্চ তৈরেব পরিমোচয়েৎ ॥ ৮৪ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরমুদ্দেশরহিতজনস্বামিকং দ্রব্যং বিভজ্য পুত্রাদিক্রমতস্তৎপরিবারেভ্যো নৃপতির্দদ্যাৎ। নন্বেবমকুর্ব্বতো নরপতেঃ কো দোষোঽস্ত আহ অন্যথেতি। অন্যথা এতদকুর্ব্বন্ নৃপতিঃ পাতকী ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥

যে সকল ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইয়াছে, রাজা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের পরিবার প্রতিপালন ও ধন রক্ষা করিবেন।[৮৩] এবং দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে ঐ অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির পুত্র প্রভৃতি দ্বারা তাহার কুশনির্ম্মিত দেহের দাহ করাইবেন। পরে তৎপুত্র প্রভৃতি দ্বারা ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধাদি দ্বারা তাহার প্রেতত্ব মোচন করাইবেন।[৮৪] অনন্তর রাজা সেই অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ধন পুত্রাদিক্রমে যথাবৎ বিভাগ করিয়া তাহার পরিবারবর্গকে প্রদান করিবেন। রাজা এরূপ না করিলে তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিবে।[৮৫]

ন কোঽপি রক্ষিতা যস্য দীনস্যাপদ্গতস্য চ ।
তস্যৈব নৃপতিঃ পাতা যতো ভূপঃ প্রজাপ্রভুঃ ॥ ৮৬ ॥
যদ্যাগচ্ছেদনুদ্দিষ্টো বিভাগান্তেঽপি কালিকে ।
তস্যৈব দারাঃ পুত্রাশ্চ ধনং তস্যৈব নান্যথা ॥ ৮৭ ॥
ন সমর্থঃ পুমান্ দাতুং পৈতৃকং স্থাবরঞ্চ যৎ ।
স্বজনায়াথবান্যস্মৈ দায়াদানুমতিং বিনা ॥ ৮৮ ॥

বিপত্তিং প্রাপ্তোঽনন্যরক্ষকো মর্ত্ত্যো রাজ্ঞৈব পালনীয় ইত্যাহ, ন কোঽপীত্যাদিনা। আপদ্গতস্য বিপত্তিং প্রাপ্তস্য দীনস্য দরিদ্রস্য যস্য পুংসঃ কোঽপি রক্ষিতা ন বিদ্যতে তস্য নৃপতিরেব পাতা রক্ষকঃ স্যাৎ। যতো ভূপ এব প্রজানাং প্রভুঃ স্বামী ভবেৎ। নিস্বস্তু দুর্ব্বিধো দীনো দরিদ্রো দুর্গতোঽপি স ইত্যমরঃ ॥ ৮৬ ॥

দ্রব্যবিভাগান্তেঽপ্যাগতস্যানুদ্দিষ্টস্যৈব পত্ন্যাদয়ো ভবেয়ুরিত্যাহ, যদীত্যাদিনা। হে কালিকে বিভাগান্তেঽপ্যনুদ্দিষ্টো জনো যদ্যাগচ্ছেৎ তদা তস্যৈব দারা ভার্য্যা পুত্রাশ্চ তস্যৈব ধনমপি তস্যৈব এতৎ সর্ব্বমন্যথা ন ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥

অংশিকানামননুমতৌ পিতৃস্বামিকস্থাবরদ্রব্যং কস্মৈচিদপি দাতুং ন কোঽপি শক্তঃ স্যাদিত্যাহ, ন সমর্থ ইত্যাদিনা। স্থাবরঞ্চেত্যত্রাবধারণার্থকশ্চশব্দঃ পৈতৃকস্থাবরাভ্যাং স্বাভ্যামপি সম্বধ্যতে। তদায়মর্থঃ। দায়াদানুমতিং বিনা অংশিকানামনুমতেরভাবে পৈতৃকমেব স্থাবরমেব যৎ দ্রব্যং তৎ স্বজনায়ান্যস্মৈ বা দাতুং পুমান্ সমর্থঃ শক্তো ন ভবেৎ। অন্বাচয়সমাহারেতরেতরসমুচ্চয়ে বিনিয়োগে তুল্যযোগিতাবধারণহেতুষু পাদস্য পূরণেঽপ্যুক্তং নবস্বর্থেষু চাব্যয়ম্ ॥ ৮৮ ॥

যে ব্যক্তির রক্ষক নাই, অথবা যে ব্যক্তি দীন ও বিপদ্গ্রস্ত, তাহাকে রাজাই রক্ষা করিবেন; কারণ রাজাই প্রজাগণের স্বামী।৮৬

কালিকে! যদি অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তি দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে ধন-বিভাগের পরেও আগমন করে, তাহা হইলেও সে তাহার স্ত্রী পুত্র ও ধন, সমুদায়ই প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না।৮৭

উত্তরাধিকারিগণের সম্মতি ব্যতিরেকে পুরুষজাতিও পৈতৃক স্থাবর ধন স্বজনকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে দান করিতে পারিবে না।৮৮ পরন্তু স্বোপার্জ্জিত

যত্তু স্বোপার্জ্জিতং রিকৃথং স্থাবরং স্থাবরেতরম্।
অস্থাবরং পৈতৃকংচ স্বেচ্ছয়া দাতুমর্হতি ॥ ৮৯ ॥
স্থিতে পুত্রেঽথবা পত্ন্যাং কন্যায়াং তৎসুতেঽপি বা।
জনকে চ জনন্যাং বা ভ্রাতর্য্যেবং স্বসর্য্যপি ॥ ৯০ ॥
স্বার্জ্জিতং স্থাবরধনম্ অস্থাবরধনঞ্চ যৎ।
অস্থাবরং পৈতৃকঞ্চ দাতুং সর্ব্বং ক্ষমো ভবেৎ ॥ ৯১ ॥

পৈতৃকং স্থাবরঞ্চ যদিত্যনেন স্বোপার্জ্জিতস্থাবরাত্তখিলদ্রব্যস্য লব্ধস্য পৈতৃকস্য চ জঙ্গমদ্রব্যস্য স্বচ্ছন্দং দানং কুর্য্যাদিতি সূচিতঃ। তদেব পুনর্বিস্পষ্টয়িতুমাহ, যত্ত্বিত্যাদিনা। যত্তু স্বোপার্জ্জিতং স্থাবরং স্থাবরেতরং জঙ্গমং চ বিকৃথং ধনং যচ্চ লব্ধং পৈতৃকং পিতৃসম্বন্ধ্যস্থাবরং জঙ্গমং ধনং তত্তু স্বেচ্ছয়া দাতুমর্হতি ॥ ৮৯ ॥

অতিসন্নিকৃষ্টতরপুত্রাদ্যনসুমতাবপ্যাত্মোপার্জ্জিতস্থাবরাদিসকলদ্রব্যং পৈতৃকঞ্চাস্থাবরধনং দাতুং পুমান্ সমর্থো ভবেদিত্যাহ, স্থিত ইত্যাদিনা ক্ষমো ভবেদিত্যন্তেন শ্লোকদ্বয়েন। পুত্রে আত্মজেঽপি স্থিতে সতি পত্ন্যাং ভার্য্যায়ামথবা কন্যায়াং দুহিতরি স্থিতায়াং তৎসুতে কন্যাপুত্রে বা জনকে পিতরি বা স্থিতে জনন্যাং মাতরি স্থিতায়ামেব ভ্রাতরি সোদরে স্থিতে স্বসর্য্যপি ভগিন্যামপি স্থিতায়াং স্বার্জ্জিতমাত্মোপার্জ্জিতং যৎ স্থাবরং ধনং যচ্চাস্থাবরধনং জঙ্গমদ্রব্যং যচ্চ পৈতৃকমপ্যস্থাবরং ধনং তৎ সর্ব্বং দাতুং পুমান্ ক্ষমঃ সমর্থো ভবেৎ ॥ ৯০ ॥ ৯১ ॥

স্থাবর বা অস্থাবর ধন এবং পৈতৃক অস্থাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছাক্রমে দানাদি করিতে পারিবে।[৮৯] যদি পুত্র অথবা পত্নী বিদ্যমান থাকে, কিংবা কন্যা, দৌহিত্র, জনক, জননী, ভ্রাতা বা ভগিনী জীবিত থাকে,[৯০] তাহা হইলেও স্বোপার্জ্জিত স্থাবর ও অস্থাবর ধন এবং পৈতৃক অস্থাবর ধন সমুদায় স্বেচ্ছানুসারে দান করিতে পারিবে (৩৪০)।[৯১]

---

(৩৪০)—ফল কথা, পৈতৃক বা মাতামহ প্রভৃতি হইতে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে প্রাপ্ত স্থাবর ব্যতীত অন্য যে কোন সম্পত্তির উপর এবং স্বোপার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তির উপর পুরুষের দানবিক্রয়াদি করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। তাহাতে পুত্র প্রভৃতি উত্তরাধিকারিগণের কোনরূপ সম্মতির আবশ্যক নাই।

ধনমেবং বিধানেন দত্তং বা ধর্ম্মসাৎকৃতম্।
পুংসা তদন্যথা কর্ত্তুং পুত্রাদ্যৈর্নৈব শক্যতে ॥ ৯২ ॥
ধর্ম্মার্থং স্থাপিতং রিকৃথং দাতা রক্ষিতুমর্হতি।
ন প্রভুঃ পুনরাদাতুং ধর্ম্মো হ্যস্য যতঃ প্রভুঃ ॥ ৯৩ ॥
মূলং বা তদুপস্বত্বং যথাসঙ্কল্পমম্বিকে।
স্বয়ং বা তৎপ্রতিনিধিঃ ধর্ম্মার্থং বিনিযোজয়েৎ ॥ ৯৪ ॥

শঙ্করোক্তেন বিধানেন পুরুষেণ দত্তং ধর্ম্মার্থং স্থাপিতং চ দ্রব্যং তৎপুত্রাদিভির্নৈবান্যথা কর্ত্তুং শক্যমিত্যাহ, ধনমিত্যাদিনা। পুংসা পুরুষেণৈবংবিধানেন শিবোক্তেনৈতাদৃশেন বিধিনা যৎ ধনং দত্তং যদ্বা ধর্ম্মসাৎকৃতং ধর্ম্মাধীনং কৃতং ধর্ম্মার্থং স্থাপিতমিতি যাবৎ। তৎ ধনং পুত্রাদ্যৈরন্যথা কর্ত্তুং নৈব শক্যতে ॥ ৯২ ॥

ধর্ম্মার্থস্থাপিতদ্রব্যস্য ধর্ম্মস্বামিকত্বাদ্দাতুঃ পুনরগ্রাহ্যত্বং তদ্রক্ষ্যত্বঞ্চাহ, ধর্ম্মার্থমিত্যাদিনা। ধর্ম্মার্থং স্থাপিতং যদ্রিকৃথং ধনং তদ্রক্ষিতুং দাতার্হতি। তৎ ধনং পুনরাদাতুং গ্রহীতুং দাতা ন প্রভুরধিপঃ। যতোঽস্য ধনস্য হীতি নিশ্চিতো ধর্ম্মঃ প্রভুঃ স্বামী ॥ ৯৩ ॥

মূলধনং তদুপস্বত্বং বা আত্মনাত্মপ্রতিনিধিনা বা যথাসঙ্কল্পং ধর্ম্মার্থং বিনিযোজয়িতব্যমিত্যাহ, মূলমিত্যাদিনা। হে অম্বিকে যথাসঙ্কল্পং সঙ্কল্পমনতিক্রম্য মূলং বা ধনং তদুপস্বত্বং বা স্বয়মাত্মৈব বা তৎপ্রতিনিধিবাত্মনঃ প্রতিনিধির্বা ধর্ম্মার্থং বিনিযোজয়েৎ। মুখ্যস্যাভাবে তৎসদৃশো য উপাদীয়তে স প্রতিনিধিঃ ॥ ৯৪ ॥

এবংবিধ ধন যদি পুরুষ কর্ত্তৃক এই প্রকারে অর্থাৎ উত্তরাধিকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে দত্ত বা ধর্ম্মকর্ম্মে বিনিযোজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তদীয় পুত্র পৌত্র প্রভৃতি কেহই আর তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না।[৯২] আর যে ধন ধর্ম্মার্থে বিনিযোজিত হইয়াছে, ধনদাতাই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; পরন্তু সে তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারিবে না; কারণ তৎকালে ধর্ম্মই সেই ধনের অধিকারী।[৯৩]

অম্বিকে! ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত মূলধন বা মূলধনের উপস্বত্ব যাহা যেরূপ ব্যয় করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে সঙ্কল্প করা হইয়াছে, ধনস্বামী স্বয়ং বা তৎপ্রতিনিধি সেই ধন সেইরূপেই ব্যয় করিবে; কোনরূপে তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিবে না।[৯৪]

স্বোপার্জ্জিতধনস্যার্দ্ধং দায়াদায়াপি চেদ্ধনী।
দদ্যাৎ স্নেহেন তচ্চান্যো নান্যথা কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৯৫ ॥
যদি স্বোপার্জ্জিতস্যার্দ্ধম্ একস্মৈ ধনহারিণাম্।
দদাত্যন্যৈশ্চ দায়াদৈঃ প্রতিরোদ্ধুং ন শক্যতে ॥ ৯৬ ॥
একেন পিতৃবিত্তেন যত্র বিত্তমুপার্জ্জিতম্।
পিত্র্যে সমাংশা দায়াদা ন লাভার্হা বিনার্জ্জকম্ ॥ ৯৭ ॥

ননূপার্জ্জকজনেন প্রেমতো দায়হারিণেঽপি দত্তং স্বোপার্জ্জিতদ্রব্যস্যার্দ্ধমন্যঃ পুমানন্যথা কর্ত্তুমর্হতি ন বেত্যত আহ, স্বোপার্জ্জিতধনস্যেত্যাদিনা। ধনী পুমান্ চেদ্যদি স্নেহেন প্রেম্না স্বোপার্জ্জিতধনস্যার্দ্ধং দায়াদায়াপি ধনহারিণেঽপি দদ্যাৎ তদান্যো জনস্তং স্নেহদত্তং স্বোপার্জ্জিতধনার্দ্ধমন্যথা কর্ত্তুং নার্হতি ন যোগ্যো ভবতি। ইতোঽনন্তরং বক্ষ্যমাণস্য বচনস্য বহ্বংশিবিষয়ত্বাৎ দ্ব্যংশিবিষয়কমিদং বচনম্ ॥ ৯৫ ॥

নন্থ বহূনাং দায়াদানামেকস্মৈ দীয়মানং স্বোপার্জ্জিতধনস্যার্দ্ধমন্যে দায়াদা প্রতিরোদ্ধুং শক্নুবন্তি ন বেত্যত আহ, যদীত্যাদিনা। যদ্যর্জ্জকো ধনহারিণাং দায়াদানাং মধ্যে একস্মৈ ধনহারিণে স্বোপার্জ্জিতস্য দ্রব্যস্যার্দ্ধং দদাতি তদান্যৈ-র্দায়াদৈঃ প্রতিরোদ্ধুং বারয়িতুং ন শক্যতে ॥ ৯৬ ॥

নন্থ পৈতৃকদ্রবিণেনোপার্জ্জিতে বিত্তে সর্ব্বে দায়াদা ভাগার্হা ভবেয়ুর্ন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, একেনেত্যাদিনা। যত্র যেষু দায়াদেষু মধ্যে যেনৈকেন দায়াদেন যেন পিতৃবিত্তেন পৈতৃকেন ধনেন বিত্তং ধনমুপার্জ্জিতং তে সর্ব্বে দায়াদাস্তস্মিন্ পিত্র্যে পৈতৃকে বিত্তে সমাংশাঃ সমভাগিনঃ স্যুঃ তমর্জ্জকং বিনা লাভার্হাস্তু ন স্যুঃ কিন্ত্বর্জ্জক এবৈকো লাভার্হ ইত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

ধনস্বামী পুরুষ যদি স্নেহ বশতঃ কোন উত্তরাধিকারীকে স্বোপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধাংশও প্রদান করে, তাহা হইলে অপর কেহ তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না।[৯৫] আর যদি কেহ উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকেই স্বোপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ প্রদান করে, তাহা হইলেও অন্য উত্তরাধিকারীরা তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারিবে না।[৯৬]

যদি বহু ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা পৈতৃক ধন দ্বারা ধন উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে ঐ পৈতৃক ধনেই সকল ভ্রাতার যথাযোগ্য অংশ থাকিবে; উপার্জ্জিত ধন উপার্জ্জক ব্যতীত অপর কেহ প্রাপ্ত হইবে না।[৯৭]

পিতৃকাণি চ বিত্তানি নষ্টেঽপ্যুদ্ধারয়েত্তু যঃ ।
দায়াদানাং তদ্ধনেভ্য উদ্ধর্ত্তা দ্ব্যংশমর্হতি ॥ ৯৮ ॥

বিনষ্টানি পৈতৃকাণি দ্রব্যাণ্যুদ্ধরতো জনস্য তত্র ভাগদ্বয়হারিত্বমন্যেষান্তু সমভাগিত্বমিত্যাহ, পৈতৃকাণীত্যাদিনা। দায়াদানাং মধ্যে যস্তু দায়াদো নষ্টেঽপি নাশেঽপি সতি পৈতৃকাণি বিত্তান্যুদ্ধারয়েৎ স উদ্ধর্ত্তা তদ্ধনেভ্যো দ্ব্যংশং ভাগদ্বয়মর্হতি অন্যে তু সমমংশং লভন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

যদি পৈতৃক নষ্ট দ্রব্য এক ভ্রাতা উদ্ধার করে, তাহা হইলে সেই ধনে উদ্ধারকর্ত্তা দুই অংশ গ্রহণ করিবে, আর সকল ভ্রাতা এক এক অংশ প্রাপ্ত হইবে (৩৪১)।৯৮

(৩৪১)—অস্মদ্দেশ-প্রচলিত দায়ভাগের মতানুসারে যাহারা ধনাধিকারী হইতে পারে না. সাধারণের অবগতির নিমিত্ত তাহারও স্থূল বিবরণ এস্থলে লিখিত হইতেছে। যথা ;—

পতিত ও পতিতের সন্তানগণ ধনাধিকারী হইতে পারে না। ক্লীব, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়, মূক, পঙ্গু, পিতৃদ্বেষী, নিরিন্দ্রিয় (ধ্বজভঙ্গ), উপপাতকগ্রস্ত এবং অচিকিৎস্য-রোগার্ত্ত, ইহারাও ধনাধিকারী হইতে পারে না। পরন্তু যদি ইহাদের পুত্রেরা নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে তাহারা ধনভাগী হইবে। আর ক্লীব প্রভৃতির নিঃসন্তান ভার্য্যা যদি সচ্চরিত্রা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ করিতে হইবে। ইহাদের কন্যা সন্তানের যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকেও ভরণপোষণ করা বিধেয়।

এক্ষণে কোন্ ধন বিভাজ্য, কোন্ ধন অবিভাজ্য, দায়ভাগাদিমতে তাহাও নিরূপিত হইতেছে। যথা ;—

পৈতামহ ধন, পিতা কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত ধন, এবং সাধারণ ধনের উপঘাত দ্বারা উপার্জ্জিত ধন, এই ত্রিবিধ ধনই বিভাজ্য ; পরন্ত উক্ত উপার্জ্জিত ধনে উপার্জ্জকের দুই অংশ এবং অন্যের এক এক অংশ।

সাধারণ ধনের অনুপঘাতে মৌর্য্যপ্রাপ্ত ধন, সাধারণ ধনের অনুপঘাতে বিদ্যা দ্বারা উপার্জ্জিত ধন, পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি প্রসন্ন হইয়া যাহা দান করিয়াছেন তাদৃশ ধন, ভার্য্যা-প্রাপ্তিকালে অর্থাৎ বিবাহের সময় লব্ধ ধন, মিত্রতা-লব্ধ ধন, পৌরোহিত্য কার্য্য দ্বারা লব্ধ ধন, এতৎসমুদায় অবিভাজ্য ; অর্থাৎ কাহাকেও ঈদৃশ ধনের অংশ দিতে হইবে না। ইহার মধ্যে বিদ্যালব্ধ ধন বিষয়ে বিশেষ এই যে, সমবিদ্য ও অধিকবিদ্যকে তাহার বিভাগ দিতে হইবে। আর যদি এক ভ্রাতা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, সেই সময় যদি অপর ভ্রাতা যখন দ্বার ও

শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা তাহার পরিবার প্রতিপালন করে, তাহা হইলে সে মূর্খ হইলেও তাহাকে বিদ্যালব্ধ ধনের ভাগ দিতে হইবে। এবং আপনার স্বকুল অর্থাৎ পিতা মাতা পিতৃব্য প্রভৃতি হইতে লব্ধ বিদ্যাবিশেষ দ্বারা অর্জ্জিত ধনের অংশ সকল ভ্রাতাকেই দিতে হইবে।

বিদ্যাধন কি তাহা সম্প্রতি নিরূপিত হইতেছে। যথা ;—

'যদি আপনি উত্তম বক্তৃতা করিতে পারেন বা উত্তম প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে এত ধন দিব ;' এইরূপ পণে উত্তম বক্তৃতাদি দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তাহা বিদ্যাধন। এবং অধ্যাপিত শিষ্য দ্বারা লব্ধ ধন ; ঋত্বিক্-কর্ম্ম করণ দ্বারা যজমানাদি হইতে লব্ধ ধন ; কোন ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করিলে তাহার সমীচীন উত্তর দিয়া যে পারিতোষিক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ ধন ; কোন শাস্ত্রে কাহারো সংশয় অপনয়ন করিয়া অঙ্গীকৃত পারিতোষিক দ্বারা প্রাপ্ত ধন ; মধ্যস্থতা-লব্ধ ধন ; শাস্ত্রে বৈচক্ষণ্য দেখাইয়া প্রতিগ্রহাদি দ্বারা লব্ধ ধন ; বিচারে বাদিপরাজয় পূর্ব্বক লব্ধ ধন ; 'যে ব্যক্তি উত্তম বেদপাঠাদি করিতে পারিবে, সে ব্যক্তি এই পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে,' এই পণে উপার্জ্জিত ধন ; চিত্রকর স্বর্ণকার প্রভৃতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত ধন ; দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা অন্যকে পরাজয় করিয়া লব্ধ ধন ; এই সমুদায় ধনও বিদ্যাধন-পদবাচ্য। এই সমুদায় বিদ্যাধনের অংশ অন্য কেহ পাইতে পারে না।

যদি একজন অংশী অন্যান্য অংশীর অনুমতি লইয়া তাহাদের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া সাধারণ ধনের উপঘাত ব্যতিরেকে অন্য কর্ত্তৃক হৃত পৈতৃক কোনও সম্পত্তি (ভূসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি) উদ্ধার করে, তাহা হইলে সেই ধন উদ্ধারকর্ত্তারই হইবে, অন্য কেহ তাহার অংশ পাইবে না। পরন্তু যদি কেহ এইরূপ পৈতৃক ভূসম্পত্তি উদ্ধার করে, তাহা হইলে উদ্ধারকর্ত্তা তাহার চতুর্থাংশ অগ্রে লইয়া অবশিষ্ট ভূমি সকলের সহিত যথাযথ বিভাগ করিবে। ফলতঃ, ভ্রাতৃগণ বিভক্তই হউক বা অবিভক্তই হউক, সাধারণ ধনের উপঘাত ব্যতিরেকে এবং অন্যের শারীরিক পরিশ্রম ব্যতিরেকে যে যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা তাহারই হইবে, অন্যে তাহার অংশ পাইবে না। বিদ্যাধন বিষয়ে যাহা বিশেষ আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অঙ্গে ধৃত বা ব্যবহার্য্য বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি ; মাতঙ্গ-তুরঙ্গ প্রভৃতি বাহন ; কূপ বাপী প্রভৃতি জলাশয়স্থিত জল ; দাসী ব্যতিরিক্ত স্ত্রী ; সাধারণ পথ ও গোপ্রচার ; এতৎ সমুদায় অন্য ধনের ন্যায় বিভাগ হইতে পারে না ; পরন্তু যে যাহা ব্যবহার করিতেছে, সে তাহাই ব্যবহার করিবে ; এবং পথ জল প্রভৃতি সকলেরই ব্যবহারে আসিবে।

এইরূপ স্ব স্ব ব্যবহারোপযোগী শয্যা ভোজনপাত্র জলপাত্র প্রভৃতিরও অংশ দিতে হয় না ; যে যাহা ব্যবহার করিতেছে, তাহা তাহারই থাকিবে। মূর্খ অংশী পুস্তকের অংশ পাইবে না, পরন্তু পণ্ডিতের নিকট সেই মূল্যের অন্য বস্তু বা তাহার মূল্য অংশমত পাইবে। যাহারা শিল্পোপজীবী তাহাদের শিল্পোপকরণ বিষয়েও এইরূপ পুস্তকের ন্যায় ব্যবস্থা।

পিতা জীবিত থাকিতে যে ভ্রাতা যে ভূমিতে গৃহ বা উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছে, উদ্যানাদি সমেত সেই ভূমি তাহারই হইবে, বিভাগ হইবে না। পিতার মৃত্যুর পর একান্নে থাকিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাহা উপার্জ্জন করিবে, যদি অন্য ভ্রাতারা বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার অংশ পাইবে; নতুবা পাইবে না।

এক্ষণে সংসৃষ্ট ধন বিভাগাদি কথিত হইতেছে। যে স্থলে পিতা পুত্রগণকে সমুদায় ধন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং যথাশাস্ত্র ভাগ লইয়া পৃথক্ অবস্থান করিতেছেন; সে স্থলে যদি তিনি আর একটি পুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক কালগ্রাসে পতিত হয়েন, তাহা হইলে সেই বিভাগানন্তর-জাত পুত্রই তাঁহার সমুদায় ধনে অধিকারী হইবে। এই ধনে পূর্ব্বপুত্রেরা এবং পূর্ব্ববিভক্ত ভ্রাতৃধনে এই বিভাগানন্তর-জাত পুত্র অধিকারী হইবে না।

যদি পিতা পুত্রগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং এক অংশ লইয়া অন্যতম পুত্রের সহিত সংসৃষ্ট থাকিয়া আর একটি পুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করেন; তাহা হইলে সেই সংসৃষ্ট সমুদায় ধনে সংসৃষ্ট ভ্রাতা ও বিভাগানন্তর-জাত ভ্রাতার সমান অধিকার; সুতরাং এই উভয়ে তাহা সমান ভাগ করিয়া লইবে। ঋণ বিষয়েও এইরূপ ব্যবস্থা।

যখন পুত্রেরা ধন বিভাগ করিয়া লয়, তখন যদি মাতা অবিজ্ঞাতগর্ভা থাকে, তাহা হইলে গর্ভস্থ সন্তানের জন্মের পর ঐ সমুদায় ধনের পুনর্বিভাগ হইবে এবং ঐ প্রসূত পুত্রও একটি অংশ পাইবে। পরন্ত এই পুত্র পূর্ব্বোক্ত বিভাগানন্তর-জাত পুত্রের অংশী হইবে না।

এক্ষণে পিতৃকৃত বিভাগকাল নিরূপিত হইতেছে। পিতা যখন ইচ্ছা করেন, তখনই স্বোপার্জ্জিত ধন বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। এই স্বোপার্জ্জিত ধন হইতে পিতা যদি কাহাকেও অধিক দেন বা কাহাকেও অল্প দেন অথবা স্বয়ং যত ইচ্ছা গ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে কেহ কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিবে না।

পিতার ইচ্ছা ও মাতার রজোনিবৃত্তি, এতদুভয় না হইলে পৈতামহ ধন বিভাগ হইতে পারে না। পিতা পৈতামহ ধন বিভাগকালে স্বয়ং দুই অংশ লইয়া পুত্রগণকে এক এক অংশ দিবেন। পৈতামহ মণিমুক্তা প্রবাল প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে পিতা যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। পরন্তু ভূমি প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে পিতা যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না। যদি পিতৃকৃত বিভাগের সময় পিতার অপুত্রা পত্নী থাকে, এবং যদি তাহাকে কিছু স্ত্রীধন না দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ অপুত্রা পত্নী, সপত্নীপুত্রের সমান একটি অংশ পাইবে। কিন্তু যদি স্ত্রীধন দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক পুত্র যাহা পাইবে ঐ পত্নী তাহার অর্দ্ধাংশ মাত্র প্রাপ্ত হইবে। পরন্ত পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা যদি ধন বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে বিমাতার অংশ নাই, সে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র পাইবে।

পিতার মৃত্যুর পর জননী জীবিত থাকিতে পৈতৃক ধন বিভাগ করা ধর্ম্মানুগত নহে; পরন্ত যদি এরূপ স্থলে পুত্রেরা ধন বিভাগ করে, তাহা হইলে আপনাদের ন্যায় জননীকেও এক

পুণ্যং বিত্তং চ বিদ্যা চ নাশ্রয়েদশরীরিণম্।
শরীরন্তু পিতুর্যস্মাৎ কিন্ন স্যাৎ পৈতৃকং বসু ॥ ৯৯ ॥
পৃথগন্নৈঃ পৃথগ্বিত্তৈঃ মনুজৈর্যদুপার্জ্জিতম্।
সর্ব্বং তৎ পিতৃসংক্রান্তং তদা স্বোপার্জ্জিতং কুতঃ ॥ ১০০ ॥
অতো মহেশি স্বায়াসৈঃ যেন যৎ ধনমর্জ্জিতম্।
স্বোপার্জ্জিতঃ তদেব স্যাৎ স তৎস্বামী ন চাপরঃ ॥ ১০১ ॥

বপুষঃ পৈতৃকত্বেন বপুষ্মদাশ্রিতানাং বিদ্যাবিত্তাদীনামপি পৈতৃকত্বসত্ত্বাৎ পৃথগন্নদ্রব্যৈরপি মনুষ্যৈস্তৈরেবোপার্জ্জিতানাং সর্ব্বেষাং ধনানাং পিতৃসম্বন্ধিতা ন যায়াৎ স্বোপার্জ্জিতত্বং ন সিদ্ধ্যেদতো নিজায়াসৈরর্জ্জিতানাং সকলদ্রব্যাণাং স্বোপার্জ্জিতত্বমর্জকমাত্রস্বামিকত্বঞ্চ জ্ঞাতব্যমিত্যেতদেবাহ, পুণ্যমিত্যাদিনা ন চাপরঃ ইত্যন্তেন শ্লোকত্রয়েণ। যস্মাদ্ধেতোঃ পুণ্যং ধর্ম্মঃ বিত্তং ধনং চ বিদ্যা শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং চাশরীরিণমদেহিনং নাশ্রয়েন্নাবলম্বেত কিন্তু শরীরিণমেবাশ্রয়েৎ। শরীরন্তু পিতুঃ পিতৃসম্বন্ধি ভবতি। ততঃ কিং বসু ধনং পৈতৃকং পিতৃসম্বন্ধি ন স্যাৎ ন ভবেদপি তু সর্ব্বং বসু পৈতৃকমেব স্যাৎ ॥ ৯৯॥
পৃথগন্নৈরিত্যাদি। অতঃ পৃথগন্নৈর্বিভিন্নভক্তৈঃ পৃথগ্বিত্তৈর্বিভক্তধনৈরপি মনুজৈর্মনুষ্যৈর্যদুপার্জ্জিতং তৎ সর্ব্বং পিতৃসংক্রান্তং পিতৃসম্বদ্ধং জাতং। তদা স্বোপার্জ্জিতং ধনং কুতো ভবেৎ ধনস্য স্বোপার্জ্জিতত্বং ন সিদ্ধ্যেদিত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥
অত ইত্যাদি। হে মহেশি অতো হেতোঃ স্বায়াসৈরাত্মপরিশ্রমৈর্যেন পৃথগন্নাদিনা অপৃথগন্নাদিনা বা পুংসা যৎ ধনমর্জ্জিতং তদেব ধনং স্বোপার্জ্জিতং স্যাৎ। সোঽর্জ্জক এব তৎস্বামী স্বোপার্জ্জিতস্য ধনস্য প্রভুর্ন চাপরোঽর্জ্জকভিন্নঃ স্বামী ॥ ১০১॥

শরীর না থাকিলে পুণ্য ধন ও বিদ্যা এতৎসমুদয় কিছুই অশরীরিকে আশ্রয় করিতে পারে না; পরন্তু এই শরীর যখন পিতৃসম্বন্ধী হইতেছে তখন কোন্ ধন না পৈতৃক ধন হইবে।[৯৯] মানবগণ পৃথগন্ন ও পৃথগ্ধন হইয়াও যাহা উপার্জ্জন করিবে, তৎসমুদায় ধনই পিতৃসংক্রান্ত; অতএব স্বোপার্জ্জিত ধনের স্থল কোথায়।[১০০] মহেশ্বরি। এই নিমিত্ত যে ব্যক্তি নিজ পরিশ্রম দ্বারা যে ধন

অংশ দিতে হইবে। এইরূপে পৌত্রেরা যদি পৈতামহ ধন বিভাগ করিয়া লয়, তাহা হইলে পিতামহীরাও পৌত্রের সমান অংশভাগিনী হইবে যে স্থলে এক ভ্রাতার বহুপুত্র ও অপর ভ্রাতার অল্প পুত্র, সে স্থলে ধন-বিভাগের সময় এক জনের অধিক ব্যয় হইয়াছে বলিয়া অপর ভ্রাতা আপত্তি করিতে পারিবে না; বিভাগকালে উভয়েই সমান অংশ লইবে।

মাতরং পিতরং দেবি গুরুং চৈব পিতামহান্ ।
মাতামহান্ করেণাপি প্রহরন্নৈব দায়ভাক্ ॥ ১০২ ॥
নিঘ্নন্নন্যানপি প্রাণৈঃ ন তেষাং ধনমাপ্নুয়াৎ ।
হতানামন্যদায়াদা ভবেয়ুর্ধনভাগিনঃ ॥ ১০৩ ॥
নপুংসকাঃ পঙ্গবশ্চ গ্রাসাচ্ছাদনমম্বিকে ।
যাবজ্জীবনমর্হন্তি ন তে স্যুর্দায়ভাগিনঃ ॥ ১০৪ ॥

মাত্রাদীন্ পাণিনাপি প্রহরতো মানবস্য দায়ভাগিত্বং নৈব স্যাদিত্যাহ, মাতরমিত্যাদিনা। হে দেবি মাতরং জননীং পিতরং জনকং গুরুং মন্ত্রোপদেষ্টারং বহুবচনস্য বহ্বর্থলক্ষকত্বাৎ পিতামহান্ পিতামহাদীন্ মাতামহাংশ্চাপি মাতামহাদীনপি করেণ পাণিনাপি প্রহরন্নরো দায়ভাঙ্নৈব ভবেৎ। অপি শব্দেন দণ্ডাদিনা মাত্রাদীন্ প্রহরতস্তু সুতরামেব দায়ভাগিত্বং ন ভবেদিতি সূচিতম্ ॥ ১০২ ॥

ভ্রাত্রাদীনপি ধনার্থং মারয়তঃ পুরুষস্য হতস্বামিকদ্রব্যে নিবংশকর্তৃত্বপরদায়াদানাঞ্চ সমাংশকত্বং স্যাদিত্যাহ, নিঘ্নন্নিত্যাদিনা। অন্যানপি জনান্ প্রাণৈর্নিঘ্নন্মারয়ন্নরস্তেষাং হতানাং ধনং নাপ্নুয়াম্ন লভেত কিন্তু হতানামন্যে হন্তুর্ভিন্না দায়াদা ধনভাগিনো ভবেয়ুঃ ॥ ১০৩ ॥

অথানংশানাং পঙ্গুক্লীবানাং যাবজ্জীবনং গ্রাসাচ্ছাদনভাগিত্বং স্যাদিত্যাহ, নপুংসকা ইত্যাদিনা। হে অম্বিকে জগজ্জননি নপুংসকাঃ পঙ্গবশ্চ যাবজ্জীবনং জীবনপর্য্যন্তং কেবলং গ্রাসাচ্ছাদনমর্হন্তি তে দায়ভাগিনো ন স্যুঃ ॥ ১০৪ ॥

উপার্জ্জন করিবে, তাহাই তাহার স্বোপার্জ্জিত ধনস্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাতে অন্য কাহারো অধিকার থাকিবে না।[১০১]

দেবি! যে ব্যক্তি মাতা পিতা গুরু পিতামহ প্রভৃতি বা মাতামহ প্রভৃতিকে কর দ্বারাও প্রহার করিবে, সে ধনাধিকারী হইবে না।[১০২]

এইরূপ, উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে ধন প্রাপ্ত হইবার লোভে যদি কেহ অন্য কোন ব্যক্তিকেও প্রাণে বিনাশ করে, তাহা হইলে সে বিনষ্ট ব্যক্তির ধন প্রাপ্ত হইবে না, অপর উত্তরাধিকারীরা সেই ঘাতিত ব্যক্তির ধনে অধিকারী হইবে।[১০৩]

অম্বিকে! যাহারা পঙ্গু ও নপুংসক, তাহারা যাবজ্জীবন কেবল গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইবে, ধনভাগী হইতে পারিবে না।[১০৪]

সস্বামিকং প্রাপ্তধনং পথি বা যত্রকুত্রচিৎ।
নৃপস্তৎস্বামিনে প্রাপ্ত্রা দাপয়েৎ সুবিচারয়ন্ ॥ ১০৫ ॥
অস্বামিকানাং জীবানাম্ অস্বামিকধনস্য চ।
প্রাপ্তা তত্র ভবেৎ স্বামী দশমাংশং নৃপেঽর্পয়েৎ ॥ ১০৬ ॥
স্থাবরং ধনমন্যস্মৈ স্থিতে সান্নিধ্যবর্ত্তিনি।
যোগ্যে ক্রেতরি বিক্রেতুং ন শক্তঃ স্থাবরাধিপঃ ॥ ১০৭ ॥

নবদ্ধ্যাদৌ নষ্টস্য সস্বামিকদ্রব্যস্য প্রাপ্তৌ জনগামিত্বং স্বাদ্যাঽস্বামিগামিত্বং বেত্যত আহ, সস্বামিকমিত্যাদিনা। পথি মার্গে যত্রকুত্রচিদ্বা স্থানে সস্বামিকং প্রাপ্তং ধনং সুবিচারয়ন্ নৃপস্তৎস্বামিনে তস্য প্রাপ্তধনস্যাপি পত্যে প্রাপ্ত্রা পুংসা দাপয়েৎ ॥ ১০৫ ॥

নম্বস্বামিকাঃ প্রাপ্তা গবাশ্বাদয়ো জীবাস্তাদৃশানি প্রাপ্তানি ধনানি চ প্রাপ্তারং পুমাংসং গচ্ছেয়ুর্বৃপাধিপং বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, অস্বামিকানামিত্যাদিনা। অস্বামিকানাং স্বামিবিহিতানাং জীবানাং গবাশ্বাদীনামস্বামিকস্য ধনস্য চ প্রাপ্তা জনস্তত্র তেষু প্রাপ্তেষু স্বামী ভবেৎ তত্র চ দশমমংশং প্রাপ্তা নৃপেঽর্পয়েদ্দদ্যাৎ। জীবানামিতি ধনস্যেতি চ কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতীতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥ ১০৬ ॥

ননু স্থাবরদ্রব্যস্বামিনা দূরস্থযোগ্যসমীপস্থয়োঃ ক্রায়কয়োর্ম্মধ্যে কতরস্মৈ স্থাবরং ধনং বিক্রেতুং শক্যতে তত্রাহ, স্থাবরমিত্যাদিনা। সান্নিধ্যবর্ত্তিনি সমীপস্থায়িনি যোগ্যে ক্রয়ার্হে ক্রেতরি ক্রায়কে স্থিতে সত্যন্যস্মৈ দূরবর্ত্তিনে পুংসে স্থাবরং ধনং বিক্রেতুং স্থাবরাধিপো জনঃ শক্তো ন ভবেৎ কিন্তু সান্নিধ্যবর্ত্তিনে এব বিক্রেতুং শক্ত স্যাদিত্যর্থঃ। সন্নিধিরেব সান্নিধ্যম্। চতুর্ব্বর্ণাদীনাং স্বার্থে উপসংখ্যানমিতি স্বার্থে ষ্যঞ্ ॥ ১০৭ ॥

যদি কোন ব্যক্তি পথে বা অন্য কোন স্থানে অন্যের ধন প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রাজা সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক সেই ধন ধনস্বামীকে দেওয়াইবেন।[১০৫] যদি কোন ব্যক্তি অস্বামিক ধন বা জীব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবে, সেই ব্যক্তিই তাহার অধিকারী হইবে; কেবল রাজাকে তাহার দশমাংশ প্রদান করিবে।[১০৬]

জন্মসম্বন্ধে বা বিবাহসম্বন্ধে সন্নিহিত উপযুক্ত ক্রেতা যদি উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে অভিলাষী হয়, তাহা হইলে স্থাবরস্বামী অন্য কোন ব্যক্তির নিকট সেই

সান্নিধ্যবর্ত্তিনাং জ্ঞাতিঃ সবর্ণো বা বিশিষ্যতে ।
তয়োরভাবে সুহৃদো বিক্রেতুরিচ্ছা গরীয়সী ॥ ১০৮ ।
নির্ণীতমূল্যেঽপ্যন্যেন স্থাবরস্য ক্রয়োদ্যমে ।
তন্মূল্যং চেৎ সমীপস্থো দাতি ক্রেতা ন চাপরঃ ॥ ১০৯ ॥

নয়নেকেষাং সন্নিধিবর্ত্তিনাং মধ্যে কতমস্য স্থাবরদ্রব্যক্রয়ণে বৈশিষ্ট্যমত আহ, সান্নিধ্যেত্যাদিনা। সান্নিধ্যবর্ত্তিনাং মধ্যে জ্ঞাতির্গোত্রজো বিশিষ্যতে। সবর্ণঃ সমানবর্ণো বা বিশিষ্যতে। তয়োর্জ্ঞাতিসবর্ণয়োরভাবে সুহৃদো মিত্রাণি বিশিষ্যন্তে। ননু বহূনাং গোত্রজানাং সবর্ণানাং সুহৃদাঞ্চ মধ্যে কতমস্মৈ স্থাবরং দ্রব্যং তৎস্বামী বিক্রীণীতেত্যত আহ বিক্রেতুরিচ্ছেতি। বিক্রেতুর্বিক্রয়কর্ত্তুরিচ্ছা গরীয়সী গুরুতরা ভবেৎ। ক্রমত এব তেষাং মধ্যে যস্মৈ বিক্রেতুমিচ্ছেত্তস্মৈ এব বিক্রীণীতেতি ভাবঃ ॥ ১০৮ ॥

নয়ন্যনির্ণীতমূল্যং স্থাবরং বিত্তং তন্মূল্যং দদতা সমীপস্থায়িনা ক্রীয়েত নির্ণীতমূল্যেনান্যেন বেত্যাশঙ্কায়ামাহ, নির্ণীতেত্যাদিনা। স্থাবরস্য বিত্তস্য ক্রয়োদ্যমে সত্যন্যেন সমীপস্থভিন্নেন পুংসা নির্ণীতমূল্যেঽপি মূল্যে নির্ণীতেঽপি সতি তন্মূল্যমন্যনির্ণীতমূল্যকস্থাবরদ্রব্যমূল্যং চেদ্যদি সমীপস্থো জনো দাতি দদাতি তদাপরঃ সমীপস্থভিন্নো জনঃ ক্রেতা ক্রায়কো ন ভবেৎ কিন্তু সমীপস্থ এব মূল্যং দত্ত্বা ক্রীণীয়াদিত্যর্থঃ। ১০৯ ॥

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে না।[১০৭] ক্রেতাদিগের মধ্যেও ক্রমশঃ সন্নিহিত,সপিণ্ড সমানোদক ও সগোত্র এবং সজাতীয় ব্যক্তিই ক্রয় করিতে পারিবে। যদি এতৎসমুদায় ব্যক্তি না থাকে বা তাহারা ক্রয় করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছু হয়, তাহা হইলে সুহৃদ্গণকে বিক্রয় করিবে। পরন্তু সমান সম্বন্ধাদি দ্বারা সন্নিহিত বহু সপিণ্ড, বহু সমানোদক, বহু সগোত্র, বহু সজাতীয়, অথবা বহু সুহৃদ্, এককালে গ্রহণেচ্ছু হইলে বিক্রেতা তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করিবে, তাহাকেই বিক্রয় করিতে পারিবে।[১০৮]

যদি অন্য ব্যক্তির সহিত কোন স্থাবর সম্পত্তির দর ধার্য্য হইয়া থাকে, এবং ক্রেতা যদি সেই মূল্যে ক্রয় করিতে উদ্যত হয়, সেই সময় কোন নিকটসম্বন্ধে সম্বন্ধী কোন ব্যক্তি যদি সেই মূল্য প্রদান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই তাহা ক্রয় করিবে, যাহার সহিত দর ধার্য্য হইয়াছিল, সে তাহা পাইবে না।[১০৯]

মূল্যং দাতুমশক্তশ্চেৎ সম্মতো বিক্রয়েঽপি বা।
সন্নিধিস্থস্তদান্যস্মৈ গৃহী শক্তোঽতিবিক্রয়ে ॥ ১১০ ॥
ক্রীতং চেৎ স্থাবরং দেবি পরোক্ষে প্রতিবাসিনঃ।
শ্রবণাদেব তন্মূল্যং দত্বাসৌ প্রাপ্তুমর্হতি ॥ ১১১ ॥
ক্রেতা তত্র গৃহারামান্ বিনির্ম্মাতি ভনক্তি বা।
মূল্যং দত্বাপি নাপ্নোতি স্থাবরং সন্নিধিস্থিতঃ ॥ ১১২ ॥

স্থাবরধনস্য মূল্যং দাতুমশক্নুবতি তদ্বিক্রয়ে সম্মতিং বাপি কুর্ব্বতি সমীপস্থায়িনি জনে দূরস্থায় তদ্বিক্রেতুং তৎস্বামী শক্তো ভবতীত্যাহ, মূল্যমিত্যাদিনা। সন্নিধিস্থঃ সমীপস্থায়ী জনশ্চেদ্যদি স্থাবরস্য মূল্যং দাতুমশক্তো ভবেৎ তস্য বিক্রয়েঽপি বা সম্মতঃ সম্মতিমান্ ভবেৎ তদা গৃহী গৃহস্থোঽন্যস্মৈ সন্নিধিস্থভিন্নায় বিক্রয়ে শক্নোতি শক্তো ভবতি ॥ ১১০ ॥

নন্ু সমীপস্থায়িনঃ পরোক্ষ এবান্যেন ক্রীতং স্থাবরং বিত্তং ক্রেতৈব প্রাপ্তুমর্হতি তৎ শ্রুত্বৈব তন্মূল্যং দদৎ সমীপস্থায়ী বেত্যাশঙ্কায়ামাহ ক্রীতঞ্চেদিত্যাদিনা। হে দেবি চেদ্যদি প্রতিবাসিনঃ সন্নিধিস্থায়িনো জনস্য পরোক্ষে স্থাবরং দ্রব্যমন্যেন ক্রীতং ভবেৎ তদা শ্রবণাদেব তন্মূল্যং দত্বা অনাক্রীতস্থাবরদ্রব্যমসৌ সমীপস্থায়ী প্রাপ্তুমর্হতি তদন্যঃ প্রাপ্তুং নার্হতীতি সূচিতম্ ॥ ১১১ ॥

ক্রায়কজনবিনির্ম্মিতমন্দিরারামং তদ্ভগ্নমন্দিরোপবনং বা ক্রীতং স্থাবরধনং মূল্যং দত্বাপি সমীপস্থায়ী নাপ্তুমর্হতীত্যাহ, ক্রেতেত্যাদিনা। ক্রেতা জনস্তত্র ক্রীতে স্থাবরে যদি গৃহারামান্ গৃহাণ্যুপবনানি চ বিনির্ম্মাতি করোতি তত্র

যদি সন্নিহিত ব্যক্তি মূল্য প্রদানে অসমর্থ হয়, অথবা অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে সম্মতি প্রদান করে, তাহা হইলে গৃহস্থ অপর ব্যক্তির নিকটে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে।[১১০] দেবি! যদি বিক্রেতার সন্নিহিত ব্যক্তি ও প্রতিবেশীর অজ্ঞাতসারে অপর কেহ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহা হইলে ঐ সন্নিহিত ব্যক্তি তাহা শ্রবণ করিবামাত্র মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে।[১১১] যদি কোন ব্যক্তি সন্নিহিত ও প্রতিবেশীর অজ্ঞাতসারে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তাহাতে গৃহ উদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুত করে, বা তাহা ভগ্ন করে, তাহা হইলে সন্নিহিত ব্যক্তি মূল্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলেও তাহা আর প্রাপ্তি হইবে না।[১১২]

করহীনাপ্রতিহতা বন্যারণ্যাতিদুর্গমা।
অনাদিষ্টোঽপি তাং ভূমিং সম্পন্নাং কর্ত্তুমর্হতি। ১১৩ ॥
বহুপ্রয়াসসাধ্যায়াঃ তস্যা ভূমের্মহীভৃতে।
দত্ত্বা দশাংশং ভুঞ্জীয়াৎ ভূমিস্বামী যতো নৃপঃ ॥ ১১৪ ॥
বাপীকূপতড়াগানাং খননং বৃক্ষরোপণম্‌।
পরানিষ্টকরে দেশে ন গৃহং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১১৫ ॥

বিনির্ম্মিতানেব তান্‌ তনক্রমার্দ্দয়তি বা তদা সন্নিধিস্থিতো জনো মূল্যং দত্ত্বাপি স্থাবরধনং নাপ্নোতি ন লভতে॥ ১১২ ॥

ভূমিপালেনানাজ্ঞাপিতেনাপি পুংসা জলোদ্ভবা কাননোদ্ভবা চ করহীনা খিলা ভূমিঃ সম্পন্না কর্ত্তব্যেত্যাহ, করহীনেত্যাদিনা। বন্যা জলোদ্ভবারণ্যা কাননোদ্ভবা চাতিদুর্গমাতএবাপ্রতিহতা খিলাতএব করহীনা রাজগ্রাহ্যভাগ-রহিতা যা ভূমিস্তাং ভূমিমনাদিষ্টোঽপি ভূপেনানাজ্ঞপ্তোঽপি পুরুষঃ সম্পন্নাং শস্যাঢ্যাঃ কর্ত্তুমর্হতি। বনে জলে ভবা বন্যা। আদিত্যাদিভ্যো যদিতি যং। পয়ঃ কীলালমমৃতং জীবনং ভুবনং বনমিত্যমরঃ। অরণ্যে ভবা আরণ্যা অরণ্যান্ন ইতি ণঃ॥ ১১৩ ॥

অনেকায়াসসাধ্যবন্যারণ্যক্ষিতিজাতবস্তুনো দশমাংশং ভূমিস্বামিত্বাদ্রাজ্ঞে সমর্প্যাবশিষ্টং সর্ব্বং স্বয়ং ভোক্তব্যমিত্যাহ,বহ্বিত্যাদিনা। যতো নৃপো রাজা ভূমি-স্বাম্যতো বহুপ্রয়াসসাধ্যায়া অনেকপরিশ্রমনিষ্পাদ্যায়াস্তস্যা বন্যায়া আর-ণ্যায়াশ্চ ভূমের্জাতস্য বস্তুনো দশাংশং দশমাংশং মহীভৃতে রাজ্ঞে দত্ত্বাবশিষ্টং স্বয়ং ভুঞ্জীত ॥ ১১৪ ॥

অন্যানাকাঙ্ক্ষিতোৎপাদকে স্থানে বাপ্যাদীনাং খননং বৃক্ষাণামারোপণং গেহস্য নির্ম্মাণং চ ন বিধেয়মিত্যাহ, বাপীত্যাদিনা। বাপ্যাদিখননবৃক্ষরোপণ-

জলগর্ভ-সমুত্থ বা অথবা অরণ্যময় ভূমি, যাহা অতিদুর্গমতা-নিবন্ধন অকৃষ্ট অবস্থায় পতিত বলিয়া রাজকর-রহিত, রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকেও লোকে তাদৃশ ভূমি সম্পন্না অর্থাৎ শস্যশালিনী করিতে পারিবে।[১১৩] পরন্তু সেই ভূমিতে শস্য উৎপাদন বহুপ্রয়াসসাধ্য হইলেও সংস্কারের পর তাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, সংস্কার-কর্ত্তা তাহার দশমাংশ রাজাকে প্রদান পূর্ব্বক অবশিষ্ট সমুদায় ভোগ করিবে, কারণ রাজাই সমুদায় ভূমির স্বামী।[১১৪]

দেবার্থং দত্তকূপাদৌ তথা স্রোতস্বতীজলে।
পানাধিকারিণঃ সর্ব্বে সেচনেঽন্তিকবাসিনঃ ॥ ১১৬ ॥
যত্তোয়সেচনাল্লোকা ভবেয়ুর্জ্জলকাতরাঃ।
ন সিঞ্চেয়ুর্জ্জলং তস্মাদ্ অপি সন্নিধিবর্ত্তিনঃ ॥ ১১৭ ॥
ধনানামবিভক্তানাম্ অংশিনাং সম্মতিং বিনা।
তথানির্ণীতবিত্তানাম্ অসিদ্ধৌ ন্যাসবিক্রয়ৌ ॥ ১১৮ ॥

গৃহকরণসন্ধাং পরানিষ্টকরেঽন্যানীপ্সিতোৎপাদকে দেশে বাপীকূপতড়াগানাং খননং তথা বৃক্ষস্য রোপণং তথা গৃহমপি কর্ত্তুং জনো নার্হতি ॥ ১১৫ ॥

দেবার্থদত্তকূপাদিজলে নদীজলে চ সর্ব্বেষাং পানাধিকারিতা সেকাধিকারিতা তু তন্নিকটস্থায়িনামেবেত্যাহ, দেবার্থমিত্যাদিনা। দেবার্থং দত্তকূপাদৌ তথা স্রোতস্বতীজলে নদীবাবিণি সর্ব্বে পানাধিকারিণঃ সেচনে ত্বন্তিকবাসিনো নিকটস্থায়িন এবাধিকারিণো ভবেয়ুঃ ॥ ১১৬ ॥

নন্থ যৎপানীয়সেচনতস্তৎ সমীপস্থায়িনো লোকা জনা ব্যাকুলা ভবেয়ুস্তজ্জলং সেচনীয়ং ন বেত্যত আহ, যত্তোয়েত্যাদিনা। যত্তোয়সেচনাদ্‌যস্য কূপাদের্বারিণঃ সেকাল্লোকা জনা জলকাতরাঃ পানীয়ব্যাকুলা ভবেয়ুস্তস্মাজ্জলং সন্নিধিবর্ত্তিনোঽপি ন সিঞ্চেয়ুঃ দূরবর্ত্তিনাস্ত কা বার্ত্তা ॥ ১১৭ ॥

দায়াদাসম্মতয়োরবিভক্তদ্রব্যন্যাসবিক্রয়যোনির্ণয়রহিতদ্রব্যন্যাসবিক্রয়য়োশ্চ সিদ্ধত্বং ন ভবেদিত্যাহ, ধনানামিত্যাদিনা। অংশিনাং দায়াদানাং সম্মতিং বিনা

যে স্থানে অপরের অনিষ্ট হইতে পারে, সে স্থানে কোন ব্যক্তি বাপীখনন তড়াগখনন বৃক্ষরোপণ অথবা গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য করিতে পারিবে না।[১১৫]

যে সমুদায় সরোবর কূপ প্রভৃতি দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইয়াছে, তাহার জল ও নদীর জল সকলেই পান করিতে পারিবে, এবং যাহারা তাহার নিকটে বাস করে, তাহারা ক্ষেত্রাদির নিমিত্ত তাহার জল সেচন করিয়াও লইতে পারিবে।[১১৬] পরন্তু যে জলাশয়ের জল সেচন করিয়া লইলে লোকের জলকষ্ট হইতে পারে, নিকটবর্ত্তী লোকেরাও তাহার জল সেচন করিয়া লইতে পারিবে না।[১১৭]

যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর ধন বিভাগ হয় নাই, অংশীদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা কেহ বন্ধক দিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবে না; এবং যে

স্থাপ্যানাং বদ্ধবিত্তানাং জ্ঞানান্নষ্টেঽপ্যযত্নতঃ।
তন্মূল্যং দাপয়েত্তেন স্বামিনে সর্ব্বথা নৃপঃ॥ ১১৯॥
অভিমত্যা স্থাপকস্য পশ্বাদিন্যস্তবস্তুনাম্।
ব্যবহারে কৃতে তত্র ধার্ত্তা সম্পোষয়েৎ পশূন্॥ ১২০॥

অবিভক্তানাং-ধনানাং ন্যাসবিক্রয়াবসিদ্ধৌ সিদ্ধৌ ন ভবেতাম্। তথা অনির্ণীত-বিত্তানাং "বিত্তানীমান্যস্যৈবেতি বিত্তানীমানীয়স্তি বেতি নির্ণয়রহিতদ্রব্যাণাং স্থাপনবিক্রয়ৌ সিদ্ধৌ ন স্যাতাম্॥ ১১৮॥

যস্যালয়ে ন্যস্তদ্রব্যাণাঞ্চ জ্ঞানপূর্ব্বকাদযত্নান্নাশো ভবেৎ তেন পুংসা তন্মূল্যং তৎস্বামিনে নৃপতিনা দাপয়িতব্যমিত্যাহ, স্থাপ্যানামিত্যাদিনা। জ্ঞানাদযত্নতো জ্ঞানপূর্ব্বকাদযত্নাৎ স্থাপ্যানাং ন্যাসবিত্তানাং বদ্ধবিত্তানাঞ্চ নষ্টেঽপি নাশেঽপি সতি যদ্গেহে স্থাপিতানি বদ্ধানি চ বিত্তানি নষ্টানি তেন পুংসা তন্মূল্যং স্থাপিত-বদ্ধবিত্তমূল্যং স্বামিনে তদ্বিত্তাধিপতয়ে নৃপো রাজা সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ দাপয়েৎ। জ্ঞানান্নষ্টেঽপ্যযত্নত ইতি বদতা সদাশিবেন তদ্রক্ষার্থে যত্নসত্ত্বেঽপি কথঞ্চিদ্বিনাশে সতি তন্মূল্যং নৃপেণ ন দাপয়িতব্যমিতি সূচয়ামাস॥ ১১৯॥

স্থাপকসম্মত্যা কৃতন্যস্তপশ্বাদিবস্তুব্যবহারেণৈব পুংসা স্থাপিতাঃ পশবঃ সংপোষয়িতব্যা ইত্যাহ, অভিমত্যেত্যাদিনা। স্থাপকস্য দ্রব্যস্থা সকস্যাভিমত্যা সম্মত্যা পশ্বাদিন্যস্তবস্তুনাং ব্যবহারে কৃতে সতি তত্র তেষু ন্যস্তবস্তুষু মধ্যে পশূন্

সম্পত্তির অধিকারিতা বিষয়ে সন্দেহ আছে, অথবা যে সম্পত্তির মধ্যে কে কত পাইবে, বা কে কোন্ অংশ পাইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহা বিক্রয় করিলে বা বন্ধক দিলে সেই বিক্রয় এবং বন্ধকও অসিদ্ধ হইবে।[১১৮] যে বস্তু বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি উত্তমর্ণ জ্ঞানপূর্ব্বক বা অযত্নবশতঃ নষ্ট করে, তাহা হইলে রাজা উত্তমর্ণের নিকট হইতে তাহার মূল্য গ্রহণ করিয়া অধমর্ণকে দিবেন; অথবা যদি কোন ব্যক্তি কাহারো নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখে, এবং সেই বস্তু যদি জ্ঞাতসারে বা অযত্নে নষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজা তাহার নিকট তাহারও মূল্য গ্রহণ করিয়া ন্যাসকারীকে প্রদান করিবেন।[১১৯]

যদি কেহ কাহারো নিকট পশু প্রভৃতি জীব ন্যস্ত রাখে, এবং ন্যাসকর্ত্তার সম্মতিক্রমে যদি ঐ পশুপ্রভৃতি ব্যবহৃত হয়; তাহা হইলে যাহার নিকট ন্যস্ত

লাভে নিযোজয়েদ্‌যত্র স্থাবরাদীনি মানবঃ।
নিয়মেন বিনা কাল-লাভয়োরন্যথা ভবেৎ ॥ ১২১ ॥
সাধারণানি বস্তূনি লাভার্থং নৈব যোজয়েৎ।
মৃতে পিতরি সর্ব্বেষাম্ অংশিনাং সম্মতিং বিনা ॥ ১২২ ॥

ধার্ত্তা ধারকঃ পুরুষঃ সম্পোষয়েৎ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ পশ্বাদিন্যস্তবস্তুনামিত্যত্র নামীতি ন দীর্ঘত্বম্। আমজস্যাপ্যনিত্যত্বাৎ ধার্ত্তেত্যত্রার্দ্ধধাতুকস্যেড়্‌ব্‌লাদেরিতি নেড়াগমঃ ॥ ১২০ ॥

কাললাভয়োর্নিয়মং ন কৃত্বৈব যস্মিঁল্লাভে স্থাবরাদিদ্রব্যাণি প্রযোজ্যন্তে তস্য অন্যথাত্বং ভবেদিত্যাহ, লাভে ইত্যাদিনা। কাললাভয়োর্নিয়মেন বিনা যত্র লাভে ফলে স্থাবরাদীনি বস্তূনি মানবো নিযোজয়েৎ স লাভোঽন্যথা ভবেৎ। নীবী পরিপণং মূলধনং লাভোঽধিকং ফলমিত্যমরঃ ॥ ১২১ ॥

পিতুর্মরণাদূর্দ্ধং সর্ব্বভ্রাতৄণাং সম্মতেরভাবে সামান্যদ্রব্যাণি লাভার্থং নৈব প্রযোক্তব্যানীত্যাহ, সাধারণানীত্যাদিনা। পিতরি মৃতে সতি সর্ব্বেষামংশিনাং সম্মতিং বিনা সাধারণানি সামান্যানি বস্তূনি লাভার্থং ফলার্থং নৈব যোজয়েৎ ॥ ১২২ ॥

হইয়াছে, তাহাকেই ঐ পশু প্রভৃতির আহারাদি দিতে হইবে।[১২০] যদি কোন মনুষ্য লাভ প্রত্যাশায় স্থাবর বা অস্থাবর কোন সম্পত্তি বিনিযুক্ত করে, কিন্তু যদি সময় ও লাভের কোনরূপ পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে সেই বিনিয়োগ অসিদ্ধ হইবে (৩৪২)।[১২১]

পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে সমুদায় অংশীর সম্মতি ব্যতিরেকে কেহ সাধারণ সম্পত্তি, লাভার্থ বিনিযুক্ত করিতে পারিবে না।[১২২] পার্ব্বতি! যদি বহ-

---

(৩৪২)—যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও বলে যে, আমার এই ভূমি পতিত আছে, তুমি শস্যোৎপাদন কর, লাভ হইলে আমাকে যাহা হয় দিবে; এরূপ বিনিয়োগ অসিদ্ধ হইবে; অর্থাৎ বিনিয়োগকর্ত্তা লাভ পাইবে না, যখন ইচ্ছা তুমি ফিরাইয়া লইতে পারিবে; উৎপাদিত বৃক্ষাদিরও মূল্য দিতে হইবে না। কোন ব্যক্তি যদি কোন কারুকরকে বলে যে, আমার নিকট কারুকরের যন্ত্র সমুদায় আছে, তুমি ইহা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন কর, আমাকে কিছু কিছু লাভ দিবে; তাহা হইলে তাদৃশ বিনিয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

ক্রমব্যত্যয়মূল্যেন দ্রব্যাণাং বিক্রয়ে সতি।
নৃপস্তদন্যথা কর্ত্তুং ক্ষমো ভবতি পার্ব্বতি ॥ ১২৩ ॥
জননঞ্চাপি মরণং শরীরাণাং যথা সকৃৎ।
দানং তথৈব কন্যায়া ব্রাহ্মোদ্বাহঃ সকৃৎ সকৃৎ ॥ ১২৪ ॥
নৈকপুত্রঃ সুতং দদ্যাৎ নৈকস্ত্রীকস্তথা স্ত্রিয়ম্।
নৈককন্যঃ সুতাং শৈবো-দ্বাহে পিতৃহিতঃ পুমান্ ॥ ১২৫ ॥

বিপরীতক্রমকেণ মূল্যেন স্থাববাদিদ্রব্যাণাং জাতং বিক্রয়ণমন্যথা কর্ত্তুং নৃপেণ শক্যত ইত্যাহ, ক্রমেত্যাদিনা। হে পার্ব্বতি ক্রমস্য ব্যত্যয়ো বিপর্য্যয়ো যত্র তথাভূতেন মূল্যেন দ্রব্যানাং বিক্রয়ে সতি স্বল্পমূল্যেন ভূয়িষ্ঠমূল্যানাং ভূয়িষ্ঠমূল্যেন চ স্বল্পমূল্যাণাং দ্রব্যাণাং বিক্রয়ণে সতি তদ্বিক্রয়ণমন্যথা কর্ত্তুং নৃপো নরাধিপঃ ক্ষমো ভবতি ॥ ১২৩ ॥

নম্ন বেদোক্তবিধিভিরেকেনোদ্বাহিতা কন্যা জীবত্যেব তস্মিন্ মৃতে বা পুনস্তৈরেব বিধিভিরন্যেনোদ্বাহ্যা ভবেন্ন বেত্যত আহ, জননমিত্যাদিনা। যথা শরীরাণাং জননমুৎপত্তির্মরণং মৃতিশ্চাপি সকৃদেকবারমেব ভবতি, তথৈব দানং কন্যায়া ব্রাহ্মোদ্বাহশ্চ সকৃৎ সকৃদেব ভবতি, ব্রাহ্মোদ্বাহ ইতি ব্যাহরতা মহাদেবেনৈকেনোদ্বাহিতায়া অপি কন্যায়াঃ শৈববিধিভিস্তু পুনরুদ্বাহো ভবত্যেবেতি সূচয়াম্বভূবে ॥ ১২৪ ॥

একপুত্রেণৈকস্ত্রীকেণৈকপুত্রীকেণ চ পিতৃহিতেন পুংসা পুত্রদানং স্ত্রীদানং শৈবোদ্বাহে কন্যাদানঞ্চ নৈব কার্য্যমিত্যাহ, নৈকপুত্র ইত্যাদিনা। একপুত্রঃ

মূল্য বস্তু অল্প মূল্যে বা অল্পমূল্য বস্তু বহু মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে রাজা তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন।১২৩

যেমন জন্ম ও মৃত্যু একবারের অধিক হইবার হয় না; সেইরূপ দান এবং কন্যার ব্রাহ্ম বিবাহও একবারের অধিক হইতে পারে না।১২৪

যে ব্যক্তি পিতৃলোকের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহার যদি একটিমাত্র পুত্র থাকে, তাহা হইলে সে সেই পুত্র অন্যকে দান করিতে পারিবে না; এইরূপ যাহার একটিমাত্র স্ত্রী আছে, সে সেই স্ত্রী দান করিতে সমর্থ হইবে না, উক্তরূপ পিতৃহিতাকাঙ্ক্ষীর যদি একটি মাত্র কন্যা থাকে, সে সেই কন্যারও শৈব বিবাহ দিতে পারিবে না।১২৫

দৈবে পিত্র্যে চ বাণিজ্যে রাজদ্বারে বিশেষতঃ।
যদ্বিদধ্যাৎ প্রতিনিধিঃ তন্নিয়ন্তুঃ কৃতির্ভবেৎ ॥ ১২৬ ॥
ন দণ্ডার্হঃ প্রতিনিধিঃ তথা দূতোঽপি সুব্রতে।
নিয়োক্তৃকৃতদোষেণ বিধিরেষ সনাতনঃ ॥ ১২৭ ॥
ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মসু।
যদ্‌যদঙ্গীকৃতং লোকৈঃ তৎ কার্য্যং ধর্ম্মসম্মতম্ ॥ ১২৮ ॥

পুমান্ সুতং পুত্রং কস্মৈচিন্ন দদ্যাৎ। তথৈকস্ত্রীকঃ স্ত্রিয়ং ন দদ্যাৎ। এককন্যশ্চ শৈবোদ্বাহে সুতাং কন্যাং ন দদ্যাৎ। পুত্রাদীনামদানে হেতুং দর্শয়ন্ পুমাংসং বিশিনষ্টি কথম্ভূতঃ পুমান্ পিতৃহিতঃ যতঃ পিতৃভ্যো হিতোঽতো ন দদ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥

প্রতিনিধিনা বিহিতং যদ্‌যদ্দৈবাদিকং কর্ম্ম সর্ব্বমাত্মনৈব বিহিতং ভবেদিত্যাহ, দৈব ইত্যাদিনা। দৈবে পিত্র্যে বাণিজ্যে চ কর্ম্মণি বিশেষতো রাজদ্বারে চ প্রতিনিধির্যদ্বিদধ্যাত্তন্নিয়ন্তুঃ প্রবর্ত্তয়িতুঃ কৃতির্ভবেৎ। দৈবে পিত্র্যে বাণিজ্যে ইতি নির্দ্ধারণে সপ্তমী। ক্রিয়তে ইতি কৃতিঃ। স্ত্রিয়াং ক্তিন্নিতি কর্ম্মণি ক্তিন্ ॥১২৬॥

নমু নিরন্ত্রা কৃতেনাপরাধেন প্রতিনিধিদূতৌ দণ্ডনীয়ৌ ভবেতাং ন বেত্যত আহ, নেত্যাদিনা হে সুব্রতে শোভনব্রতশালিনি নিয়োক্তৃকৃতদোষেণ নিয়ন্তৃবিহিতাপরাধেন প্রতিনিধিঃ তথা দূতশ্চাপোঽপি দণ্ডার্হো ন ভবেৎ। এষ সনাতনো নিত্যো বিধির্বিধানম্ ॥ ১২৭ ॥

ঋণকৃষ্যাদাবন্যেষু চ সকলকর্ম্মসু নিখিলস্যাঙ্গীকৃতস্যাবশ্যকরণীয়তামাহ, ঋণ ইত্যাদিনা ঋণে কৃষৌ বাণিজ্যে বণিক্‌কর্ম্মণি চ তথান্যেষু সর্ব্বেষু কর্ম্মসু লোকৈর্জনৈর্ধর্ম্মসম্মতং যদ্‌যদঙ্গীকৃতং তৎ সর্ব্বং কার্য্যং বিধাতব্যম্। ধর্ম্মসম্মতমিত্যনেন পাপসম্মতং স্বীকৃতং সর্ব্বথা লোকানামকরণীয়মিতি ধ্বনিতম্ ॥ ১২৮ ॥

দৈবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে ও বাণিজ্যে, বিশেষতঃ রাজদ্বারে, নিযুক্ত প্রতিনিধি যাহা করিবে, তাহা স্বয়ং সেই নিয়োগকর্ত্তারই কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।[১২৬]

সুব্রতে! চিরন্তন বিধি আছে যে, নিয়োগকর্ত্তা যদি কোন দোষে দোষী হয়েন, তাহা হইলে তদ্দোষে প্রতিনিধি বা দূত দণ্ডার্হ হইতে পারে না।[১২৭]

ঋণবিষয়ে কৃষিবিষয়ে বাণিজ্যবিষয়ে এবং অন্যান্য সমুদায় কার্য্যেই, যেরূপ অঙ্গীকার করিবে, যদি তাহা ধর্ম্মসম্মত হয়, তাহা হইলে সেইরূপই আচরণ করিতে হইবে।[১২৮]

অধীশেনাবিতং বিশ্বং নাশং যান্তি নিনঙ্ক্ষবঃ।
তৎপাতৄন্‌ পাতি বিশ্বেশঃ তস্মাল্লোকহিতো ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে সনাতনব্যবহারকথনং
নাম দ্বাদশোল্লাসঃ।

আত্মনো ভদ্রমভিলষদ্ভির্মানবৈর্লোকহিতৈরেব ভবিতব্যমিত্যাহ, অধীশেনেত্যাদিনা। যতোঽধীশেন জগদীশ্বরেণাবিতং রক্ষিতং বিশ্বং সংসারং নিনঙ্ক্ষবো নাশয়িতুমিচ্ছবো জনাঃ স্বয়ং নাশং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি। তৎপাতৄন্‌ বিশ্বপালকাংস্তু বিশ্বেশঃ পাতি রক্ষতি। তস্মাদ্ধেতোর্লোকহিতো জনো ভবেৎ। নশ্যত্যত্রান্তর্ভাবিতো ণ্যর্থঃ ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং দ্বাদশোল্লাসঃ।

জগদীশ্বর এইজগৎ রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং যাহারা এই জগতের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু যাহারা ঈশ্বর পালিত এই জগৎ রক্ষা করে, জগদীশ্বরও তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বদা জগতের হিতসাধনে রত হইবে।১১৯

সনাতন ব্যবহার কথন নামক দ্বাদশ উল্লাস

সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোল্লাসঃ।

—:*:—

ইতি নিগদিতবস্তুং দেবদেবং মহেশং
নিখিলনিগমসারং স্বর্গমোক্ষৈকবীজম্।
কলিমলকলিতানাং পাবনৈকান্তচিন্তা
ত্রিভুবনজনমাতা পার্ব্বতী প্রাহ ভক্ত্যা ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

মহদ্‌যোনেরাদিশক্তেঃ মহাকাল্যা মহাদ্যুতেঃ।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতায়াঃ কথং রূপনিরূপণম্ ॥ ২ ॥

ইতীত্যাদি। নিগদিতবস্তুং কথিতবস্তুম্। কলিমলকলিতানাং পাবনৈকান্তচিন্তা কলিমলৈঃ সংযুক্তানাং জনানাং পাবনে দৃঢ়মানসা ॥ ১ ॥

পার্ব্বতী মহেশং প্রতি কিমাহেত্যপেক্ষায়ামাহ, মহদ্‌যোনেরিত্যাদিনা। মহদ্‌যোনেঃ মহত্তত্ত্বোৎপত্তিস্থানভূতায়াঃ ॥ ২ ॥

দেবদেব মহাদেব, নিখিল নিগমের সারভূত এবং স্বর্গ ও মোক্ষের একমাত্র বীজস্বরূপ এই সমুদায় উপদেশ-বাক্য কহিলে, কলিদোষ-কলুষিত জীবগণের পবিত্রতার নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষিণী ত্রিভুবন-জন-জননী পার্ব্বতী ভক্তিপূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিলেন।[১]

ভগবতী কহিলেন। যিনি মহদ্‌যোনি অর্থাৎ যাঁহা হইতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহা হইতে মহত্তত্ত্ব অবধি স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় জগৎ প্রকাশমান হইতেছে, যিনি মহাদ্যুতি অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই অবিরল ভাবে প্রকাশমান আছেন, যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অর্থাৎ যিনি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, তাদৃশী আদ্যাশক্তি মহাকালীর রূপ নিরূপণ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে।[২] দেব প্রাকৃতিক

রূপং প্রকৃতিকার্য্যাণাং সা তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা।
এতন্মে সংশয়ং দেব বিশেষাচ্ছেত্তুমর্হসি ॥ ৩ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্ ॥ ৪ ॥
শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে ॥ ৫ ॥
অতস্তস্যাঃ কালশক্তেঃ নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ ॥ ৬ ॥

রূপমিত্যাদি। সা মহাকালী। এতৎ এতম্ ॥ ৩ ॥

অত্রোত্তরং শ্রীসদাশিব উবাচ। উপাসকানামিত্যাদিভির্দ্দশভিঃ। হে প্রিয়ে উপাসকানাং জনানাং কার্য্যায় গুণক্রিয়ানুসারেণ দেব্যা মহাকাল্যা রূপং কল্পিতং ন তু বাস্তবমিতি পুরৈব ময়া কথিতম্ ॥ ৪ ॥

শ্বেতেত্যাদি। হে শৈলজে পার্ব্বতি যথা কৃষ্ণে বর্ণে শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো বিলীয়তে বিশেষেণ লীনো ভবতি তথৈব কাল্যামপি ভূতানি প্রবিশন্তি প্রলীয়ন্তে। অতো হেতোস্তস্যাঃ কাল্যা বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ কথিত ইত্যন্বয়ঃ। প্রাপ্তযোগানাং লব্ধজ্ঞানরূপমোক্ষোপায়ানাম্ ॥ ৬ ॥

কার্য্য অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক ঘট পট প্রভৃতিরই রূপ আছে। মহাকালী সাক্ষাৎ পরাৎপরা, তাঁহার আবার রূপ কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে! এই বিষয়ে আমার বিশেষরূপ সংশয় আছে, আপনি আমার এই সংশয় অপনয়ন করুন।"

শ্রীসদাশিব কহিলেন। প্রিয়ে! আমি পূর্ব্বেই তোমার নিকট বলিয়াছি যে, উপাসকদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্তই গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, বাস্তবিক তাঁহার কোন প্রকার রূপ নাই। শৈলতনয়ে! শ্বেত পীত প্রভৃতি সমুদায় বর্ণই যেমন একমাত্র কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তাঁহার ন্যায় সমুদায় পদার্থই আদ্যাকালীতে বিলীন হইয়া থাকে; এই কারণেই যোগারূঢ় মহাত্মারা সেই নির্গুণা নিরাকারা বিশ্বহিতৈষিণী কাল-

নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্ ॥ ৭ ॥
শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নেত্রৈঃ অখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্ ॥ ৮ ॥
গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং কালদন্তেন চর্ব্বণাৎ।
তদ্রক্তসঙ্ঘো দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাবিতম্ ॥ ৯ ॥
সময়ে সময়ে জীব-রক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্বস্বকার্য্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্ ॥ ১০ ॥

নিত্যায়া ইত্যাদি। নিত্যায়া বৃদ্ধত্বশূন্যায়া অব্যয়ায়া অপক্ষয়রহিতায়াঃ শিবাত্মনঃ কল্যাণস্বরূপায়াঃ কালরূপায়া অস্যাঃ কাল্যা অমৃতত্বাৎ হেতোর্ললাটে শশিচিহ্নং নিরূপিতং কথিতম্ ॥ ৭ ॥

শশীত্যাদি। কালিকং কালসম্ভবম্ ॥ ৮ ॥

গ্রসনাদিত্যাদি। সর্ব্বসত্ত্বানাম্। অশেষজন্তূনাম্। কালদন্তেন কালরূপেণ দন্তেন। তদ্রক্তসঙ্ঘঃ সর্ব্বসত্ত্বরুধিরসমূহঃ ॥ ৯ ॥

সময়ে ইত্যাদি। হে শিবে সময়ে সময়ে কালে কালে বিপদঃ সকাশাৎ জীবানাং রক্ষণং স্বস্বকার্য্যেষু প্রেরণং চ কালিকায়া বরশ্চাভয়মীরিতম্। বিপত্তৌ জীবানাং রক্ষণমভয়ং কথিতং স্বস্বকার্য্যেষু প্রেরণং বরঃ কথিত ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শান্তের (কালীর) বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।৬ তিনি নিত্যা (উৎপত্তিবিনাশ-রহিতা ও চিরাবস্থিতা), অব্যয়া (ক্ষয়াপচয়-রহিতা), কালরূপা, শিবাত্মিকা কল্যাণময়ী, এই নিমিত্ত তিনি অমৃতস্বরূপা বলিয়া তাঁহার ললাটে অমৃতময়ী চন্দ্রকলা কল্পিত হইয়াছে।৭ তিনি চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিরূপ নয়নত্রয় দ্বারা নিরত এই কালসম্ভূত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; এই কারণে মহাত্মারা তাঁহার নয়নত্রয় কল্পনা করিয়াছেন।৮ তিনি প্রলয়কালে সমুদায় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কালদন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করেন; এই কারণে সর্ব্বপ্রাণীর রুধিরসমূহ সেই মহেশ্বরীর রক্তবসন রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে।৯ শিবে! অনাদিকাল হইতে যথাযথ সময়ে তিনি জীবগণকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন এবং সর্ব্বদা বিপদ্ হইতে উদ্ধার ও রক্ষা করিয়া থাকেন; এই কারণে তাঁহার করদ্বয়ে বর ও অভয় ভাব কল্পনা

রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি।
অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা ॥ ১১ ॥
ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সুরাম্।
পশ্যন্তী চিন্ময়ী দেবী সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী ॥ ১২ ॥
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

ধ্যানং যৎ কথিতং কাল্যা জীবনিস্তারহেতবে।
তস্থানুরূপতো মূর্ত্তিং মৃণ্ময়ীং বা শিলাময়ীম্ ॥ ১৪ ॥

রজ ইত্যাদি। বিষ্টভ্য অবলম্ব্য ॥ ১১ ॥

ক্রীড়ন্তমিত্যাদি। কালিকং কালসম্ভবং জগৎ। চিন্ময়ী জ্ঞানস্বরূপা ॥১২॥১৩॥

আছায়াঃ কালিকায়াস্তদ্বিগ্রহানাং চ দেবতানাং প্রতিমায়া গৃহাদীনাঞ্চ প্রতিষ্ঠা-বিধানং ফলং গৃহাদিপ্রদানফলঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, ধ্যানমিত্যাদিনা।

করা হইয়াছে।[১০] ভদ্রে! তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে সর্ব্বতোভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন; এই কারণে কথিত হইয়া থাকে যে, তিনি রক্তকমলাসনে সমাসীনা রহিয়াছেন।[১১] সৃষ্টিসময়সম্ভূত সৃষ্টিকালব্যাপী মহাকাল মোহময়ী সুরা পান করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, অর্থাৎ কালপ্রভাবে কোথাও শূন্যময় স্থান নূতন জগতে পরিপূর্ণ হইতেছে, কোথাও প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ জগৎ শূন্যময় হইতেছে, কোথাও গাঢ় অন্ধকারময় স্থান আলোকময় হইতেছে, কোথাও অপূর্ব্ব আলোকময় স্থান অন্ধকারময় হইয়া যাইতেছে, প্রত্যেক জগৎ—প্রত্যেক নক্ষত্র স্বাপথে ধাবমান হইতেছে, সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপিণী চিন্ময়ী দেবী ইহা দর্শন করিতেছেন।[১২] অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন ভক্তবৃন্দের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত উক্ত প্রকার গুণানুসারেই সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ পরিকল্পিত হইয়াছে।[১৩]

শ্রীদেবী কহিলেন। দেবদেব! জীবগণের নিস্তারের নিমিত্ত আপনি যে মহাকালীর (মূর্ত্তিভেদে নানারূপ) ধ্যান উল্লেখ করিয়াছেন, যদি সেই ধ্যানানুরূপ

দারুধাতুময়ীং বাপি নির্ম্মায় যদি সাধকঃ।
বিচিত্রভবনং কৃত্বা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাম্।
স্থাপয়েত্তত্র দেবেশীং কিং ফলং তস্য জায়তে॥ ১৫॥
প্রতিষ্ঠা কেন বিধিনা তস্যাঃ প্রতিকৃতেঃ প্রভো।
কর্ত্তব্যা তদশেষেণ কৃপয়া মে প্রকাশ্যতাম্॥ ১৬॥
বাপীকূপগৃহারাম-দেবপ্রতিকৃতেস্তথা।
প্রতিষ্ঠা সূচিতা পূর্ব্বং গদিতা ন বিশেষতঃ॥ ১৭॥
তদ্বিধানমপি শ্রোতুম্ ইচ্ছামি ত্বন্মুখাম্বুজাৎ।
কথ্যতাং পরমেশান কৃপয়া যদি রোচতে॥ ১৮

হে প্রভো জীবনিস্তারহেতবে কাল্যা যদ্ধ্যানং কথিতং তস্য ধ্যানস্যানুরূপতো মৃণ্ময়ীং মৃত্তিকাবিকারভূতাং শিলাময়ীং দারুধাতুময়ীং বা মূর্ত্তিং নির্ম্মায় বিচিত্রং ভবনং কৃত্বা তত্র ভবনে বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাং দেবেশীং কালীং সাধকো যদি স্থাপয়েত্তদা তস্য সাধকস্য কিং ফলং জায়তে ইত্যন্বয়ঃ। প্রতিকৃতেঃ প্রতিমায়াঃ॥ ১৪॥ ১৫॥ ১৬। ১৭॥

তদ্বিধানমিত্যাদি। অপিনা ফলম্॥ ১৮॥

মূর্ত্তি কোন সাধক মৃণ্ময়ী শিলাময়ী দারুময়ী অথবা ধাতুময়ী প্রস্তুত করিয়া ঐ মূর্ত্তি বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত করণান্তর নবনির্ম্মিত বিচিত্র ভবনে ঐ দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহা হইলে তাহার কি ফল হইবে?[১৪।১৫] প্রভো। কিরূপ বিধান অনুসারেই বা সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে? তাহা কৃপা করিয়া সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট ব্যক্ত করুন।[১৬]

আপনি পূর্ব্বে বাপী কূপ গৃহ আরাম ও দেবপ্রতিমা, এতৎসমুদায়ের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করিয়াছেন; পরন্তু বিশেষরূপে কিছুই বলেন নাই।[১৭] মহেশ্বর! আমি আপনকার মুখকমল হইতে সেই সমুদায় বিধানও শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। যদি আপনকার অভিরুচি হয়, কৃপা করিয়া বলুন।[১৮]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। পরমেশ্বরি! তুমি যে সমুদায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে

শ্রীসদাশিব উবাচ।

গুহ্যমেতৎ পরং তত্ত্বং যৎ পৃষ্টং পরমেশ্বরি।
কথয়ামি তব স্নেহাৎ সমাহিতমনাঃ শৃণু ॥ ১৯ ॥
সকামাশ্চৈব নিষ্কামা দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ।
অকামানাং পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে ॥ ২০ ॥
যো যদ্দেবপ্রতিকৃতিং প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রিয়ে।
স তল্লোকমবাপ্নোতি ভোগানপি তদুদ্ভবান্‌ ॥ ২১ ॥
মৃণ্ময়ে প্রতিবিম্বে তু বসেৎ কল্পাযুতং দিবি।
দারুপাষাণধাতূনাং ক্রমাদ্দশগুণাধিকম্‌ ॥ ২২ ॥

শ্রীদেব্যৈবং প্রার্থিতঃ সন্‌ শ্রীসদাশিব উবাচ,গুহ্যমেতদিত্যাদিনা ॥ ১৯॥২০॥২১
মৃণ্ময়ে ইত্যাদিনা প্রতিবিম্বে প্রতিমায়াম্‌। অত্র প্রতিষ্ঠাপিতে সতি ইত্যধ্যাহার্য্যম্‌ ॥ ২২ ॥

তাহা অতীব গোপনীয়। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি বলিতেছি; তুমি সমাহিত হৃদয়ে শ্রবণ কর।[১৯]

এই ভূমণ্ডল-মধ্যে মানব দুই প্রকার; সকাম ও নিষ্কাম। যাহারা নিষ্কাম, তাহারা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়; যাহারা কামী তাহারা যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে, একণে তাহা বলিতেছি।[২০]

প্রিয়ে! যে ব্যক্তি যে দেবতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে, সে ব্যক্তি সেই দেবলোকে গমন করিয়া সেই দেবতার প্রসাদে নানাবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকে।[২১] যে ব্যক্তি মৃন্ময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করে, সে ব্যক্তির দশ সহস্র কল্প স্বর্গে বাস হয়। দারুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার দশগুণ কাল অর্থাৎ লক্ষকল্প, পাষাণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার শতগুণ সময় অর্থাৎ দশলক্ষ কল্প, ধাতুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার সহস্রগুণ সময় অর্থাৎ কোটিকল্প, দেবলোকে বাস হইয়া থাকে।[২২]

তৃণকাষ্ঠাদিরচিতং ধ্বজবাহনসংযুতম্।
মন্দিরং দেবমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য বা নরঃ।
সংস্কুর্য্যাদুৎসৃজেদ্বাপি তস্য পুণ্যং নিশাময়॥ ২৩॥
তৃণাদিনির্ম্মিতং গেহং যো দদ্যাৎ পরমেশ্বরি।
বর্ষকোটিসহস্রাণি স বসেদ্দেববেশ্মনি॥ ২৪॥
ইষ্টকাগৃহদানে তু তস্মাচ্ছতগুণং ফলম্।
ততোঽযুতগুণং পুণ্যং শিলাগেহপ্রদানতঃ॥ ২৫॥
সেতুসংক্রমদাতাস্থে যমলোকং ন পশ্যতি।
সুখং সুরালয়ং প্রাপ্য মোদতে স্বর্নিবাসিভিঃ॥ ২৬॥

তৃণেত্যাদি। নিশাময় শৃণু॥ ২৩॥ ২৪॥ ২৫॥ ২৬॥ ২৭॥

যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতির উদ্দেশে অথবা কোন কামনা করিয়া ধ্বজ ও বাহনের সহিত তৃণকাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া উৎসর্গ করিবে, বা ঐরূপ উৎকৃষ্ট গৃহের সংস্কার করিয়া দিবে; তাহার যেরূপ পুণ্য হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২৩] পরমেশ্বরি! যে ব্যক্তি তৃণাদি-নির্ম্মিত গৃহ দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিবে, সে ব্যক্তি সহস্রকোটি বৎসর দেবলোকে বাস করিবে।[২৪] যে ব্যক্তি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ উৎসর্গ করিবে, সে ব্যক্তি ইহার শতগুণ ফল প্রাপ্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ প্রদান করিবে, সে ব্যক্তি উহার দশ সহস্রগুণ ফল ভোগ করিবে।[২৫]

আদ্যে! যে ব্যক্তি সেতু ও সংক্রম (৩৪৩) নির্ম্মাণ করিয়া দেয় তাহাকে আর যমলোক দর্শন করিতে হয় না। সে ব্যক্তি পরমসুখে সুরলোকে

---

(৩৪৩)—জলময় ভূমিতে অথবা অন্যান্য দুর্গম ভূমিতে যে উচ্চ ও অল্পপ্রশস্ত গমনাগমনের পথ প্রস্তুত হয়, তাহার নাম সংক্রম। সেতু ও সংক্রমে ভেদ এই যে, গভীর জলাদির উপরি যে শূন্যগর্ভ পথ, তাহা সেতু; এবং গভীরতা-শূন্য স্থানে তলদেশ হইতে মৃত্তিকাদি নিক্ষেপে ক্রমশঃ উচ্চ করিয়া যে ভূমির উপরি প্রস্তুত অশূন্যগর্ভ পথ, তাহা সংক্রম। আবার সেতু ও সংক্রম অনেক স্থলে একার্থেও ব্যবহৃত হয়।

বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠাতা গত্বা ত্রিদশমন্দিরম্ ।
কল্পপাদপবৃন্দেষু নিবসন্ দিব্যবেশ্মনি ।
ভুঙ্‌ক্তে মনোরমান্ ভোগান্ মনসো যানভীপ্সিতান্ ॥ ২৭ ॥
প্রীতয়ে সর্ব্বসত্ত্বানাং যে প্রদদ্যুর্জলাশয়ম্ ।
বিধূতপাপাস্তে প্রাপ্য ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ।
নিবসেয়ুঃ শতং বর্ষান্ অম্ভসাং প্রতিশীকরম্ ॥ ২৮ ॥
যো দদ্যাদ্বাহনং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম্ ।
স তেন রক্ষিতো নিত্যং তল্লোকে নিবসেচ্চিরম্ ॥ ২৯ ॥
মৃণ্ময়ে বাহনে দত্তে যৎ ফলং জায়তে ভুবি ।
দারুজে তদ্দশগুণং শিলাজে তদ্দশাধিকম্ ॥ ৩০ ॥

প্রীতয়ে ইত্যাদি । জলাশয়ং বাপীকূপাদিকম্ । অনাময়ং নিরুপদ্রবম্ । প্রতিশীকরং প্রত্যম্বুকণম্ ॥ ২৮ ॥
য ইত্যাদি । তল্লোকে তস্য দেবস্য লোকে ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

গমন করিয়া স্বর্গবাসীদিগের সহিত আনন্দসন্দোহ সম্ভোগ করে ।[২৬] যে ব্যক্তি বৃক্ষ ও উদ্যান প্রতিষ্ঠা করে, সে ব্যক্তি দেবলোকে গমন করিয়া কল্পপাদপবৃন্দ-বিরাজিত দিব্য গৃহে বাস করিয়া যথাভিলষিত মনোরম ভোগ্য বস্তু সমুদায় ভোগ করিয়া থাকে ।[২৭]

সর্ব্বপ্রাণীর তৃপ্তির উদ্দেশে যে ব্যক্তি জলাশয় উৎসর্গ করে, সে ব্যক্তি পাপরহিত হইয়া অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক, সেই জলাশয়-মধ্যে যতগুলি জলকণা থাকে, তত শত বৎসর সেই স্থানে বাস করিতে পারে ।[২৮] দেবি ! যে ব্যক্তি দেবতার প্রীতির উদ্দেশে যথাযোগ্য বাহন উৎসর্গ করিবে, সে সেই বাহন কর্ত্তৃক নিয়ত পরিরক্ষিত হইয়া সেই দেবলোকেই বহুকাল বাস করিবে ।[২৯] পরন্তু এই ভূমণ্ডলে মৃন্ময় বাহন উৎসর্গ করিলে যে ফল হয়, কাষ্ঠনির্ম্মিত বাহন দানে তাহার দশগুণ ফল হইয়া থাকে ; এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত বাহন দান করিলে তাহা

রিত্তিকাকাংস্যতাম্রাদি-নির্ম্মিতে দেববাহনে।
দত্তে ফলমবাপ্নোতি ক্রমাৎ শতগুণাধিকম্ ॥ ৩১ ॥
দেব্যাগারে মহাসিংহং বৃষভং শঙ্করালয়ে।
গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৩২ ॥
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ করালাস্যঃ শটাশোভিতকন্ধরঃ।
চতুরজ্ঘ্রি র্বজ্রনখো মহাসিংহঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৩ ॥
শৃঙ্গায়ুধঃ শুভ্রকায়ঃ * চতুষ্পাদসিতক্ষুরঃ।
বৃহৎককুৎ কৃষ্ণপুচ্ছঃ শ্যামস্কন্ধো বৃষঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

রিত্তিকেত্যাদি। রিত্তিকা পিত্তলম্ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

মহাসিংহস্বরূপমাহ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ইত্যাদ্যেকেন। করালাস্যঃ দন্তুরবদনঃ। শটাশোভিতকন্ধরঃ শটয়া পরস্পরশ্লিষ্টলোমবিশেষসমূহেন শোভিতা কন্ধরা যস্য তথাভূতঃ। চতুরজ্ঘ্রিঃ চতুষ্পাৎ ॥ ৩৩ ॥

বৃষভস্বরূপমাহ, শৃঙ্গায়ুধ ইত্যাদ্যেকেন। অসিতক্ষুরঃ নীলখুরঃ ॥ ৩৪ ॥

হইতেও দশগুণ ফল লাভ হয়।[৩০] পিত্তল কাংস্য তাম্র প্রভৃতি ,ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত দেববাহন দান করিলে যথাক্রমে শতগুণ অধিক ফল হয়।[৩১]

উক্ত কারণবশতঃ যাঁহারা পরম সাধক, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা ভগবতীর গৃহে মহাসিংহ, শিবমন্দিরে বৃষভ এবং বিষ্ণুমন্দিরে গরুড় নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান করিবেন।[৩২] যাহার দন্ত সকল তীক্ষ্ণ, যাহার বদনমণ্ডল ভীষণ, যাহার স্কন্ধদেশ (ঘাড়) কেশরসমূহ দ্বারা সুশোভিত, যাহার পদচতুষ্টয়ের নখ বজ্রসদৃশ কঠিন তাদৃশ জন্তুকেই মহাসিংহ বলা যায়।[৩৩] যাহার শরীর শুভ্রবর্ণ, যাহার মস্তক শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা সুশোভিত, যাহার পদচতুষ্টয়ের ক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ, যাহার পৃষ্ঠে বৃহৎ ককুদ্ আছে, যাহার স্কন্ধদেশ শ্যামবর্ণ, যাহার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে বৃষভ বলা যায়। (ফলতঃ উক্তপ্রকার মহাসিংহ দেবীর মন্দিরে এবং উক্তপ্রকার মহাবৃষভ মহাদেবের মন্দিরে স্থাপন করিতে হয়।)[৩৪] গরুড়ের জঙ্ঘা পক্ষীর ন্যায়, বদন-

---

* শুদ্ধকায় ইতি পাঠান্তরম্।

গরুড়ঃ পক্ষিজজ্ঞস্ত নরাস্যো দীর্ঘনাসিকঃ।
পাদসঙ্কোচসংবিষ্টঃ পক্ষযুক্তঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩৫ ॥
পতাকাধ্বজদানেন দেবপ্রীতিঃ শতং সমাঃ।
ধ্বজদণ্ডস্তু কর্ত্তব্যো দ্বাত্রিংশদ্ধস্তসম্মিতঃ ॥ ৩৬ ॥
সুদৃঢ়শ্ছিদ্ররহিতঃ সরলঃ শুভদর্শনঃ।
বেষ্টিতো রক্তবস্ত্রেণ কোটৌ চক্রসমন্বিতঃ ॥ ৩৭ ॥
পতাকা তত্র সংযোজ্যা তত্তদ্বাহনচিহ্নিতা।
প্রশস্তমূলা সূক্ষ্মাগ্রা দিব্যবস্ত্রবিনির্ম্মিতা।
শোভমানা ধ্বজাগ্রে যা পতাকা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৮ ॥

গরুড়স্বরূপমাহ, গরুড় ইত্যাদ্যেকেন। নরাস্যঃ মনুষ্যমুখঃ ॥ ৩৫ ॥

পতাকেত্যাদি। তত্র পতাকাধ্বজদানেন পতাকাসহিতধ্বজসমর্পণেন শতং সমাঃ শতবর্ষাণি দেবপ্রীতির্ভবতি। তয়োর্মধ্যে পুনঃ ধ্বজস্বরূপমাহ, ধ্বজদণ্ড ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। কোটৌ অগ্রভাগে ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

পতাকেত্যাদি। তত্র ধ্বজদণ্ডপতাকামাহ, তত্তদ্বাহনচিহ্নিতেত্যাদিনা সপাদ-শ্লোকেন। ধ্বজাগ্রে ধ্বজদণ্ডাগ্রভাগে ॥ ৩৮ ॥

মণ্ডল মনুষ্যের ন্যায়, কিন্তু নাসিকা সুদীর্ঘ হইবে ; ইহার পক্ষদ্বয় থাকিবে; এই গরুড় পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট থাকিবে। (এইরূপ গরুড়-মূর্ত্তি বাসুদেবের মন্দিরে স্থাপন করিতে হয়।)[৩৫]

দেবালয়ে ধ্বজ-পতাকা দান করিলে দেবতার শতবর্ষব্যাপিনী প্রীতি হয়। পরন্তু ধ্বজদণ্ড নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহা বত্রিশ হস্ত দীর্ঘ করা কর্ত্তব্য।[৩৬] এই ধ্বজদণ্ড সুদৃঢ়, ছিদ্ররহিত, সরল, সুদৃশ্য ও রক্তবস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত হইবে। তাহার অগ্রভাগে বিষ্ণুচক্র থাকিবে।[৩৭]

এই ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগে তত্তদ্বাহনচিহ্নিতা পতাকা সংযুক্ত করিতে হইবে। পতাকা রমণীয় বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার মূলদেশ প্রশস্ত ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইবে। এবং যে যে দেবতার উদ্দেশে

বাসোভূষণপর্য্যঙ্ক-যানসিংহাসনানি চ।
পানপ্রাশনতাম্বূল-ভাজনানি পতদ্গ্রহম্ ॥ ৩৯ ॥
মণিমুক্তাপ্রবালাদি-রত্নান্যাত্মপ্রিয়ঞ্চ যৎ।
যো দদ্যাদ্দেবমুদ্দিশ্য শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
স তল্লোকং সমাসাদ্য তত্তৎকোটিগুণং লভেৎ ॥ ৪০ ॥
কামিনাং ফলমিত্যুক্তং ক্ষয়িষ্ণু স্বপ্নরাজ্যবৎ।
নিষ্কামানান্তু নির্ব্বাণং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪১ ॥
জলাশয়গৃহারাম-সেতুসংক্রমশাখিনাম্।
দেবতানাং প্রতিষ্ঠায়াং বাস্তুদৈত্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪২ ॥
অনর্চ্চয়িত্বা যো বাস্তুং কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি মানবঃ।
বিঘ্নং তস্যাচরেদ্বাস্তুঃ পরিবারগণৈঃ সহ ॥ ৪৩ ॥

বাস ইত্যাদি। পতদ্গ্রহং মুখাৎ পততো জলতাম্বূলাদের্গ্রাহকং পাত্রবিশেষম্ ॥ ৩৯ ॥

মণীত্যাদি। সমাসাদ্য সংপ্রাপ্য ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥

পতাকা প্রদত্ত হইবে, পূর্ব্বোক্তরূপ সেই সেই বাহন চিহ্নিত এবং অগ্রোক্ত লক্ষণাদি সমন্বিত যাহা ধ্বজাগ্রে শোভমান হইয়া থাকে, তাহারই নাম পতাকা।[৩৮]

যে ব্যক্তি বস্ত্র, অলঙ্কার, পর্য্যঙ্ক, যান, সিংহাসন, পানপাত্র, ভোজনপাত্র, তাম্বূলপাত্র, পিকদান,[৩৯] মণিমুক্তা প্রবাল প্রভৃতি রত্ন ও অন্যান্য আত্মপ্রিয় বস্তু দেবতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিত হৃদয়ে দান করে, সে ব্যক্তি সেই সেই দেবলোকে গমন করিয়া সেই সেই দত্ত বস্তুর কোটিগুণ লাভ করিতে পারে।[৪০]

যাহারা কামনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করে, তাহাদের ফল স্বপ্নলব্ধ রাজ্য-সদৃশ ক্ষয়শীল; এবং যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের আর পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না; তাঁহারা নির্ব্বাণ-মুক্তিপদ লাভ করেন।[৪১]

জলাশয়প্রতিষ্ঠা গৃহপ্রতিষ্ঠা আরামপ্রতিষ্ঠা সেতুপ্রতিষ্ঠা সংক্রমপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা ও দেবপ্রতিষ্ঠার সময় বাস্তুপুরুষের পূজা করিবে।[৪২] যে মনুষ্য অগ্রে বাস্তু-

কপিলাস্যঃ পিঙ্গকেশো ভীষণো রক্তলোচনঃ।
কোটরাক্ষো লম্বকর্ণো দীর্ঘজঙ্ঘো মহোদরঃ ॥ ৪৪ ॥
অশ্বতুণ্ডঃ কাককণ্ঠঃ বজ্রবাহুর্ব্রতান্তকঃ।
এতে পরিকরা বাস্তোঃ পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৫ ॥
মণ্ডলং শৃণু বক্ষ্যামি যত্র বাস্তুং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
বেদ্যাং বা সমদেশে বা শস্তাদ্ভিরুপলেপিতে।
বায়ীশকোণয়োর্মধ্যে হস্তমাত্রপ্রমাণতঃ।
সূত্রপাতক্রমেণৈব রেখামেকাং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
ঈশানাদগ্নিপর্য্যন্তম্ অপরাং রচয়েত্তথা।
আগ্নেয়ান্নৈর্ঋতং যাবৎ নৈর্ঋতাদ্বায়বাবধি ॥ ৪৮ ॥

অথ বাস্তুদৈত্যস্য পরিবারানাহ, কপিলাস্য ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। পরিকরাঃ পরিবারাঃ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

বাস্তুপ্রপূজনার্থং মণ্ডলমেবাহ, বেদ্যাং বেত্যাদিভিঃ। বেদ্যাং বা শস্তাদ্ভিঃ প্রশস্তৈর্জ্জলৈরুপলেপিতে সমদেশে বা বায়ীশকোণয়োর্মধ্যে সূত্রপাতক্রমেণৈব হস্তমাত্রপ্রমাণত একাং রেখাং প্রকল্পয়েৎ। তথা তেনৈব প্রকারেণ ঈশানাৎ

পুরুষের পূজা না করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোন কর্ম্ম করে, বাস্তুপুরুষ নিজ পরিকরগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহার তৎকর্ম্মে বিঘ্ন করিয়া দিয়া থাকেন।[৪৩] কপিলাস্য, পিঙ্গকেশ, ভীষণ, রক্তলোচন, কোটরাক্ষ, লম্বকর্ণ, দীর্ঘজঙ্ঘ, মহোদর,[৪৪] অশ্বতুণ্ড, কাককণ্ঠ, বজ্রবাহু, ও ব্রতান্তক, এই দ্বাদশ দানব বাস্তুপুরুষের পরিকর। বাস্তুপুরুষের পূজাকালে যত্নপূর্ব্বক ইহাঁদেরও পূজা করিতে হইবে।[৪৫] যে মণ্ডলে বাস্তুপুরুষের পূজা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৪৬]

বেদীতে বা নির্ম্মল সলিল দ্বারা উত্তমরূপে পরিমার্জ্জিত কোন সমতল ভূমিতে, প্রথমে বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত একহস্ত-পরিমিত একটি সরল রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে।[৪৭] পরে ঐ ঈশানকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ঐরূপ আর একটি একহস্ত-পরিমিত সরল রেখা অঙ্কিত করিবে। অনন্তর অগ্নিকোণ হইতে নৈর্ঋতকোণ পর্য্যন্ত এবং নৈর্ঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত[৪৮] এইরূপ এক একটি সরল রেখা অঙ্কিত করিলে একটি

দত্ত্বা রেখে চতুষ্কোণম্ একং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৪৯ ॥
কোণসূত্রে পাতয়িত্বা চতুর্দ্ধা বিভজেত্তু তৎ।
যথা তত্র ভবেদ্দেবি মৎস্যপুচ্ছচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫০ ॥
ততো ভিত্বা পুচ্ছমূলং বারুণাদ্বাসবাবধি।
কৌবেরাদ্যাম্যপর্য্যন্তং দত্ত্বাদ্রেখাদ্বয়ং সুধীঃ ॥ ৫১ ॥
ততশ্চতুর্ষ্বপি কোণেষু * কোণরেখাস্থিতেষ্বপি।
কর্ণাকর্ণিপ্রয়োগেণ ন্যসেদ্রেখাচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫২ ॥

ঈশানকোণমারভ্যাগ্নিকোণপর্য্যন্তমপরামন্যাং রেখাং রচয়েৎ। তথৈবাগ্নেয়াদগ্নিকোণমারভ্য নৈঋর্তং যাবৎ নৈঋর্তকোণাবধি নৈঋর্তাৎ নৈঋর্তমপি কোণমারভ্য বায়ব্যাবধি বায়ুকোণপর্য্যন্তং ক্রমতো দ্বে রেখে দত্ত্বা এবংবিধানেন একং চতুষ্কোণং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

কোণসূত্রে ইত্যাদি। হে দেবি তত্র চতুষ্কোণে মণ্ডলে যথা মৎস্যপুচ্ছচতুষ্টয়ং ভবেত্তথা তৎ চতুষ্কোণং মণ্ডলং কোণসূত্রে পাতয়িত্বা চতুর্দ্ধা বিভজেৎ বিভক্তং কুর্য্যাৎ ॥ ৫০ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ সুধীর্জ্জনো বারুণাৎ পশ্চিমমারভ্য বাসবাবধি পূর্ব্বপর্য্যন্তং তথা কৌবেরাৎ উত্তরমারভ্য যাম্যপর্য্যন্তং দক্ষিণাবধি চ পুচ্ছমূলং ভিত্বা রেখাদ্বয়ং দদ্যাৎ ॥ ৫১ ॥

তত ইত্যাদি। ততঃ পরং কোণরেখাস্থিতেষু চতুর্ষ্বপি কোষ্ঠেষু কর্ণাকর্ণিপ্রয়োগেণ রেখাচতুষ্টয়ং ন্যসেৎ। অপিনা কোণরেখাস্থিতেষু চতুর্ষু কোষ্ঠেষু পশ্চিমাৎ পূর্ব্বাবধি রেখাদ্বয়মুত্তরস্মাদ্দক্ষিণাবধি চ রেখাদ্বয়ং ন্যসেৎ ॥ ৫২ ॥

চতুষ্কোণ মণ্ডল প্রস্তুত হইবে।[৪৯] দেবি! পরে ঐ মণ্ডলের এক এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত রেখা দুইটি টানিয়া এরূপ করিবে যে, তাহাতে যেন চারিটি মৎস্য-পুচ্ছাকার হইয়া উঠে।[৫০] অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি উক্ত পুচ্ছমূল ভেদ করিয়া পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দিক পর্য্যন্ত একটি এবং উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত আর একটি রেখা অঙ্কিত করিবে।[৫১] অনন্তর ঐ মণ্ডলের অন্তর্গত চতুষ্কোণস্থিত মণ্ডলচতুষ্টয়ে ঐরূপ কর্ণাকর্ণি এক একটি রেখা ও তন্মধ্য-

---

* ততশ্চতুর্ষু কোষ্ঠেষু ইতি পাঠান্তরম্।

এবং সঙ্কেতবিধিনা কোষ্ঠানাং ষোড়শং লিখন্।
পঞ্চবর্ণেন চূর্ণেন রচয়েদ্‌যন্ত্রমুত্তমম্॥ ৫৩॥
চতুর্ষু মধ্যকোষ্ঠেষু পদ্মং কুর্য্যাৎ মনোহরম্।
চতুর্দ্দলং পীতরক্ত কর্ণিকং রক্তকেশরম্॥ ৫৪॥
দলানি শুক্লবর্ণানি যদ্বা পীতানি কল্পয়েৎ।
যথেষ্টং পূরয়েৎ পদ্ম-সন্ধিস্থানানি বর্ণকৈঃ॥ ৫৫॥
শাম্ভবং কোষ্ঠমারভ্য কোষ্ঠানাং দ্বাদশং ক্রমাৎ।
শ্বেতকৃষ্ণপীতরক্তৈঃ চতুর্ব্বর্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ॥ ৫৬॥

এবমিত্যাদি। এবং সঙ্কেতবিধিনা ইত্থং সঙ্কেতবিধানেন কোষ্ঠানাং ষোড়শমালিখেৎ। ননু কেন দ্রব্যেণেদং মণ্ডলমালিখেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, পঞ্চবর্ণেনেত্যাদিনা॥ ৫৩॥

চতুর্ষিত্যাদি। ততশ্চতুর্ষু মধ্যকোষ্ঠেষু মনোহরং চতুর্দ্দলং চতুষ্পত্রকং পীতরক্তকর্ণিকং পীতরক্তবর্ণবীজকোষকং রক্তকেশরং পদ্মং কুর্য্যাৎ॥৫৪,৫৫॥৫৬

স্থলে ঐ রেখা ভেদ করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক একটি এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত এক একটি রেখা অঙ্কিত করিবে।[৫২]

এইরূপ সঙ্কেত অনুসারে ঐ মণ্ডলে ষোলটি কোষ্ঠ লিখিত হইবে, অর্থাৎ মণ্ডলমধ্যে ষোলটি চতুষ্কোণ অথবা বত্রিশটি ত্রিকোণ মণ্ডল হইয়া উঠিবে। পরে যথাবিধি পঞ্চবর্ণের চূর্ণ দ্বারা ঐ যন্ত্র উত্তমরূপে রচনা করিবে।[৫৩] অনন্তর মধ্যস্থিত কোষ্ঠচতুষ্টয়ের উপরি একটি সুমনোহর চতুর্দ্দল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। এই পদ্মের কর্ণিকা পীতবর্ণ ও বীজকোষ মধ্যস্থ বীজ রক্তবর্ণ, এবং তাহার কেশর রক্তবর্ণ করিতে হইবে।[৫৪] পরে পদ্মের দল সমুদায় শুক্লবর্ণ বা পীতবর্ণ করিবে। তৎপরে পদ্মের সন্ধিস্থান সমুদায় যথাভিলষিত বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে।[৫৫]

অনন্তর ঈশানকোণের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট দ্বাদশ কোষ্ঠ ক্রমান্বয়ে শ্বেত কৃষ্ণ পীত ও রক্ত, এই চতুর্ব্বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে।[৫৬] প্রিয়ে!

দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন কোষ্ঠানাং পূরণং প্রিয়ে।
বামাবর্ত্তেন দেবানাং পূজনং তেষু সাধয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
পদ্মে সমর্চ্চয়েদ্বাস্তু-দৈত্যং বিঘ্নোপশান্তয়ে।
ঈশাদিদ্বাদশে কোষ্ঠে কপিলাস্যাদিদানবান্ ॥ ৫৮ ॥
কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা কুর্ব্বন্ননলসংস্কৃতিম্।
যথাশক্ত্যাহুতিং দত্ত্বা বাস্তুযজ্ঞং সমাপয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
ইতি তে কথিতা দেবি বাস্তুপূজা শুভপ্রদা।
যাং সাধয়ন্নরঃ ক্বাপি বাস্তুবিঘ্নৈর্ন বাধ্যতে ॥ ৬০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

মণ্ডলং কথিতং বাস্তোঃ বিধানমপি পূজনে।
ধ্যানং ন গদিতং নাথ তদিদানীং প্রকাশয় ॥ ৬১ ॥

দক্ষিণাবর্ত্তযোগেনেত্যাদি। এবং বাস্তুমণ্ডলং কথয়িত্বেদানীং তত্র সপবিবাবস্ত বাস্তোঃ পূজায়া বিধানমাহ, বামাবর্ত্তেনেত্যাদিনা সার্দ্ধদ্বয়েন। তেষু দ্বাদশ-কোষ্ঠেষু বামাবর্ত্তেন দেবানাং দীপ্যতাং কপিলাস্যাদীনাং দ্বাদশানাং দানবানাং পূজনং সাধয়েৎ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥

এবং বাস্তুমণ্ডলং তত্র সপবিবাবস্ত বাস্তোঃ পূজায়া বিধানঞ্চ শ্রুত্বেদানীং বাস্তোর্ধ্যানং শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, মণ্ডলমিত্যাদিনা। ॥ ৬১ ॥

দক্ষিণাবর্ত্তযোগে এই সমুদায় কোষ্ঠ পূরণ করিতে হইবে। পরে তাহাতে বামাবর্ত্ত যোগে কপিলাস্য প্রভৃতি দীপ্যমান দ্বাদশ দানবের পূজা করিবে।

প্রথমতঃ বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত পদ্মমধ্যে দীপ্যমান বাস্তুপুরুষের পূজা করিবে। পরে ঈশানকোণস্থিত কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া (বামাবর্ত্তে) দ্বাদশ কোষ্ঠে কপিলাস্য প্রভৃতি দানবগণের পূজা করিতে হইবে।[৫৮] অনন্তর কুশণ্ডিকোক্ত বিধানানুসারে অনল সংস্কার করিয়া যথাশক্তি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক বাস্তুযজ্ঞ সমাপন করিবে।[৫৯] দেবি! আমি তোমার নিকট এই কল্যাণদায়ী বাস্তুপূজা-বিধি কহিলাম। যিনি এই বাস্তুপূজার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার কোনরূপ বাস্তুঘটিত বিঘ্ন হয় না।[৬০]

শ্রীসদাশিব উবাচ।

ধ্যানং বচ্মি মহেশানি শৃণুতাং বাস্তুরক্ষসঃ।
যস্যানুশীলনাৎ সদ্যো নশ্যন্তি সকলাপদঃ॥ ৬২॥
চতুর্ভুজং মহাকায়ং জটামণ্ডিতমস্তকম্।
ত্রিলোচনং করালাস্যং হারকুণ্ডলশোভিতম্॥ ৬৩॥
লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং লোমশং পীতবাসসম্।
গদাত্রিশূলপরশু-খট্টাঙ্গং দধতং করৈঃ॥ ৬৪॥
অসিচর্ম্মধরৈর্বীরৈঃ কপিলাস্যাদিভির্ব্বৃতম্।
শত্রূণামন্তকং সাক্ষাৎ উদ্যদাদিত্যসন্নিভম্॥ ৬৫॥

এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, ধ্যানমিত্যাদিনা॥ ৬২॥
বাস্তোর্ধ্যানমেবাহ, চতুর্ভুজমিত্যাদিনা সার্দ্ধত্রয়েণ॥ ৬৩॥
লম্বোদরমিত্যাদি। লোমশং বহুলোমবিশিষ্টম্॥ ৬৪॥
অসীত্যাদি। উদ্যদাদিত্যসন্নিভম্ উদ্যৎসূর্য্যসদৃশম্॥ ৬৫॥

শ্রীদেবী কহিলেন। নাথ! আপনি বাস্তুদেবের মণ্ডল ও বাস্তুপূজার বিধান কহিলেন; পরন্তু বাস্তুপুরুষের ধ্যান কথিত হয় নাই; এক্ষণে তাহা প্রকাশ করুন।৬১

শ্রীসদাশিব কহিলেন। মহেশ্বরি! বাস্তুরাক্ষসের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহার অনুশীলন করিলেও তৎক্ষণাৎ সমুদায় আপদ দূর হয়।৬২

যিনি চতুর্ভুজ ও মহাকায় যাঁহার মস্তক জটামণ্ডল-বিমণ্ডিত; যিনি ত্রিনয়ন ও করালবদন; যিনি হার ও কুণ্ডল দ্বারা সুশোভিত,৬৩ যিনি লম্বোদর ও দীর্ঘকর্ণ, যাঁহার শরীর বহুল দীর্ঘ লোমে আবৃত; যিনি পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন; যিনি ভুজচতুষ্টয়ে গদা ত্রিশূল পরশু ও খট্টাঙ্গ ধারণ করিতেছেন;৬৪ কপিলাস্য প্রভৃতি বীরগণ খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিয়া যাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে; যিনি উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় লোহিত বর্ণ ও দুঃসহ-তেজঃসম্পন্ন, সুতরাং শত্রুগণের পক্ষে সাক্ষাৎ অন্তকস্বরূপ,৬৫ এবং যিনি কূর্ম্মের

ধ্যায়েদ্দেবং বাস্তুপতিং কূর্ম্মপদ্মাসনস্থিতম্ ॥ ৬৬ ॥
মারীভয়ে রোগভয়ে ডাকিন্যাদিভয়ে তথা।
ঔৎপাতিকাপত্যদোষে ব্যালরক্ষোভয়েঽপি চ ॥ ৬৭ ॥
ধ্যাত্বৈবং পূজয়েদ্বাস্তুং পরিবারসমন্বিতম্।
তিলাজ্যপায়সৈর্হুত্বা সর্ব্বশান্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮ ॥
যথা বাস্তুঃ পূজনীয়ঃ প্রোক্তকর্ম্মসু সুব্রতে।
গ্রহাশ্চাপি তথা পূজ্যা দশদিক্পতিভির্যুতাঃ ॥ ৬৯ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাণী লক্ষ্মীশ্চ শঙ্করী।
মাতরঃ সগণেশাশ্চ সংপূজ্যা বসবস্তথা ॥ ৭০ ॥
পিতরো যস্তুতুষ্টা স্যুঃ কর্ম্মস্বেতেষু কালিকে।
সর্ব্বং তস্য ভবেদ্ব্যর্থং বিঘ্নশ্চাপি পদে পদে ॥ ৭১ ॥

১

ধ্যায়েদিত্যাদি ॥ ৬৬ ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥ ৭২ ॥

উপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট আছেন; তাদৃশ আকার প্রকার সম্পন্ন বাস্তুপুরুষকে ধ্যান করিবে।৬৬

মারীভয় উপস্থিত হইলে, রোগভয় উপস্থিত হইলে, ডাকিনী প্রভৃতির ভয় উপস্থিত হইলে, সন্তানের দোষ হইলে, ঔৎপাতিক ভয়, হিংস্রজন্তুর ভয় অথবা রাক্ষস ভয় উপস্থিত হইলে,৬৭ এইরূপ ধ্যান করিয়া পরিবার-সমন্বিত বাস্তুপুরুষের পূজা করিবে। পরে তিল ঘৃত ও পায়স দ্বারা হোম করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিবে ৬৮

সুব্রতে! পূর্ব্ব-কথিত কর্ম্ম সমুদায়ে যেমন বাস্তুপুরুষের পূজা করিতে হয়; সেইরূপ নবগ্রহের এবং দশদিক্পালেরও পূজা করিতে হইবে।৬৯ এইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র বাগ্দেবী লক্ষ্মী শঙ্করী মাতৃগণ গণেশ এবং বসুগণেরও পূজা করা কর্ত্তব্য।৭০

পরন্তু কালিকে! পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কর্ম্মেই যদি পিতৃগণ অতৃপ্ত থাকেন, তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তার সমুদায় কর্ম্মই ব্যর্থ হয়, এবং পদে পদে বিঘ্ন হইয়া

অতো মহেশি যত্নেন প্রোক্তসংস্কারকর্ম্মসু।
পিতৄণাং তৃপ্তয়েঽভ্যুদয়িকং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥ ৭২ ॥
গ্রহযন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বশান্তিবিধায়কম্।
যত্র সংপূজিতাঃ সেন্দ্রা গ্রহা যচ্ছন্তি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৭৩ ॥
ত্রিত্রিকোণৈর্লিখেদ্‌যন্ত্রং তদ্বহির্বৃত্তমালিখেৎ।
বিদধ্যাদ্বৃত্তলগ্নানি দলান্যষ্টৌ চ তদ্বহিঃ ॥ ৭৪ ॥
চতুর্দ্বারান্বিতং কুর্য্যাৎ ভূপুরং সুমনোহরম্।
বাসবেশানয়োর্ম্মধ্যে ভূপুরস্য বহিঃস্থলে ॥ ৭৫ ॥

গ্রহযন্ত্রমিত্যাদি। সেন্দ্রাঃ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পতিসহিতাঃ। যচ্ছন্তি দদতি ॥ ৭৩ ॥

গ্রহযন্ত্রমেবাহ, ত্রিত্রিকোণৈরিত্যাদিভিঃ। প্রথমতস্ত্রিত্রিকোণৈর্ন্নিশিষ্টং যন্ত্রং লিখেৎ। ততস্তদ্বহিস্ত্রিকোণেভ্যো বহির্বৃত্তং বর্ত্তুলমেকং মণ্ডলমালিখেৎ। ততো বৃত্তলগ্নান্যষ্টৌ দলানি পত্রাণি বিদধ্যাৎ কুর্য্যাৎ। তদ্বহিশ্চতুর্দ্বারান্বিতং সুমনোহরং ভূপুরং কুর্য্যাৎ। ততো বাসবেশানয়োর্ম্মধ্যে ভূপুরস্য বহিঃস্থলে প্রাদেশপরিমাণকমেকং বৃত্তং বর্ত্তুলং মণ্ডলং বিরচয়েৎ। ততো রক্ষোবারুণযোর্নৈর্ঋতপশ্চিমযোর্ম্মধ্যে ভূপুরস্য বহিঃস্থলে তথৈব প্রাদেশপরিমাণকমপরং বৃত্তং মণ্ডলং কল্পয়েদ্রচয়েৎ ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

বৃত্তং বিরচয়েদেকং প্রাদেশপরিমাণকম্।
রক্ষোবারুণয়োর্মধ্যে চাপরং কল্পয়েত্তথা ॥ ৭৬ ॥
নবগ্রহাণাং বর্ণেন নব কোণানি পূরয়েৎ।
মধ্যত্রিকোণস্থে পার্শ্বৌ সব্যদক্ষিণভেদতঃ ॥ ৭৭ ॥
শ্বেতপীতৌ বিধাতব্যৌ পৃষ্ঠভাগঃ সিতেতরঃ।
অষ্টদিক্‌পতিবর্ণেন পর্ণান্যষ্টৌ প্রপূরয়েৎ ॥ ৭৮ ॥
সিতরক্তাসিতৈশ্চূর্ণৈঃ পুরঃ প্রাকারমাচরেৎ।
পুরো বহিঃস্থে দ্বে বৃত্তে দেবি প্রাদেশসম্মিতে ॥ ৭৯ ॥

নবগ্রহাণামিত্যাদি। ততঃ সূর্য্যাদীনাং নবগ্রহাণাং বর্ণেন বিশিষ্টৈশ্চূর্ণৈর্নব কোণানি পূরয়েৎ। ততঃ সব্যদক্ষিণভেদতো মধ্যত্রিকোণস্থ দ্বৌ পার্শ্বৌ ক্রমতঃ শ্বেতপীতৌ বিধাতব্যৌ। মধ্যত্রিকোণস্থ পৃষ্ঠভাগঃ সিতেতরঃ কৃষ্ণবর্ণো বিধাতব্যঃ। তত ইদানীমষ্টানাং দিক্‌পতীনাং বর্ণেন বিশিষ্টৈশ্চূর্ণৈরষ্টৌ পত্রাণি প্রপূরয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥

সিতেত্যাদি। ততঃ সিতরক্তাসিতৈঃ শ্বেতলোহিতকৃষ্ণবর্ণৈশ্চূর্ণৈঃ পুরো ভূপুরস্থ প্রাকারমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। হে দেবি পুরো ভূপুরস্থ বহিঃস্থে প্রাদেশসম্মিতে

অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত একটি বৃত্ত রচনা করিবে। পরে পশ্চিমদিক ও নৈঋত-কোণের মধ্যেও ঐরূপ আর একটি মণ্ডল প্রস্তুত করিতে হইবে।[৭৬] অনন্তর নবগ্রহের বর্ণ (৩৪৩) দ্বারা ঐ যন্ত্রের নয়টি ত্রিকোণ প্রপূরিত করিবে; মধ্যস্থিত ত্রিকোণের বাম ও দক্ষিণ দুই পার্শ্ব[৭৭] যথাক্রমে শ্বেত ও পীতবর্ণ করিবে; তাহার পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে; অষ্টদিক্‌পালের বর্ণ (৩৪৪) দ্বারা অষ্টদল পূরণ করিবে;[৭৮] এবং শুক্ল রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণ চূর্ণ দ্বারা ভূপুরের প্রাচীর রঞ্জিত করিবে। দেবি! ভূপুরের বহির্দ্দেশস্থিত অর্দ্ধহস্ত-পরিমিত বৃত্তদ্বয়ের মধ্যে[৭৯] উপরিভাগ-

---

(৩৪৩)—নবগ্রহের বর্ণ ৮৫ শ্লোকে পাইবেন।

(৩৪৪)—অষ্টদিক্‌পালের বর্ণ যথা। ইন্দ্র পীতবর্ণ, বহ্নি রক্তবর্ণ, যম কৃষ্ণবর্ণ, নিঋতি শ্যামলবর্ণ, বরুণ শ্বেতবর্ণ, বায়ু কৃষ্ণবর্ণ, কুবের স্বর্ণবর্ণ, ঈশান পূর্ণচন্দ্রসদৃশ-বর্ণ।

উপর্য্যধঃক্রমেণৈব রক্তশ্বেতে বিধায় চ ।
সন্ধিস্থানানি যন্ত্রস্য স্বেচ্ছয়া রচয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮০ ॥
যৎকোষ্ঠে যো গ্রহঃ পূজ্যো যৎপত্রে যশ্চ দিক্‌পতিঃ ।
যদ্দ্বারেঽবস্থিতা যে চ তৎক্রমং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৮১ ॥
মধ্যকোণে যজেৎ সূর্য্যং পার্শ্বয়োররুণং শিখাম্ ।
পশ্চাৎ প্রচণ্ডয়োর্দণ্ডৌ পূজয়েদংশুমালিনঃ ॥ ৮২ ॥
ভানূর্দ্ধকোণে পূর্ব্বস্যাম্ অর্চ্চয়েদ্রজনীকরম্ ।
আগ্নেয়ে মঙ্গলং যাম্যে বুধং নৈঋর্তকোণকে ॥ ৮৩ ॥
বৃহস্পতিং বারুণে চ দৈত্যাচার্য্যং প্রপূজয়েৎ ।
শনৈশ্চরন্তু বায়ব্যে কৌবেরেশানয়োঃ ক্রমাৎ ।
রাহুং কেতুং যজেৎ চন্দ্রং পরিতস্তারকাগণান্ ॥ ৮৪ ॥

দ্বে বৃত্তে বর্ত্তুলে মণ্ডলে উপর্য্যধঃক্রমেণৈব রক্তশ্বেতে বিধায় সুধীঃ সাধকো যন্ত্রস্য সন্ধিস্থানানি স্বেচ্ছয়া রচয়েৎ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥
বৃহস্পতিমিত্যাদি । পরিতঃ সর্ব্বতঃ ॥ ৮৪ ॥

স্থিত বৃত্ত রক্তবর্ণ এবং অধোভাগস্থিত বৃত্ত শ্বেতবর্ণ করিতে হইবে । (কারণ ব্রহ্মা রক্তবর্ণ ও অনন্ত শ্বেতবর্ণ ।) পরে জ্ঞানী ব্যক্তি সন্ধিস্থান সমুদায় যথাভিলষিত বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে ।[৮০]

যে যে প্রকোষ্ঠে যে যে গ্রহের অর্চনা করিতে হইবে, যে যে পত্রে যে দিক্‌পালের পূজা করিতে হইবে, এবং যে দ্বারে যে দেবতার অবস্থিতি হইবে, তাহার ক্রম এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর ।[৮১] মধ্যত্রিকোণে সূর্য্যের অর্চনা করিবে । তাহার পার্শ্বদ্বয়ে অরুণ ও শিখার পূজা করিবে । পরে সূর্য্যের পশ্চাদ্দেশে প্রচণ্ড অরুণ ও শিখার দণ্ডের অর্চনা করিতে হইবে ।[৮২] তৎপরে সূর্য্যের পূর্ব্বদিকের ঊর্দ্ধকোণ-সংলগ্ন ত্রিকোণে চন্দ্রের পূজা করিবে । অনন্তর এইরূপ অগ্নিকোণের ত্রিকোণে মঙ্গলের, দক্ষিণদিকের ত্রিকোণে বুধের, নৈঋর্তকোণের ত্রিকোণে[৮৩] বৃহস্পতির, পশ্চিমদিকের ত্রিকোণে শুক্রের, বায়ুকোণের ত্রিকোণে

সূরো রক্তঃ শশী শুক্লো মঙ্গলোঽরুণবিগ্রহঃ।
বুধজীবৌ পাণ্ডুপীতৌ শ্বেতঃ শুক্রোঽসিতঃ শনিঃ।
রাহুকেতু বিচিত্রাভৌ গ্রহবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৫ ॥
চতুর্ভুজং রবিং ধ্যায়েৎ পদ্মদ্বয়বরাভয়ৈঃ।
চিন্তয়েচ্ছশিনং দান-মুদ্রামৃতকরাম্বুজম্ ॥ ৮৬ ॥
কুজমীষৎকুব্জতনুং হস্তাভ্যাং দণ্ডধারিণম্।
ধ্যায়েৎ সোমাত্মজং বালং ভাললোলিতকুন্তলম্ ॥ ৮৭ ॥

অথ ক্রমশঃ সূর্য্যাদীনাং নবগ্রহাণাং বর্ণমাহ, সূর ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। সূরঃ সূর্য্যঃ ॥ ৮৫ ॥

অথ সূর্য্যাদীনাং নবগ্রহাণাং ক্রমতো ধ্যানমাহ, চতুর্ভুজমিত্যাদিভিঃ। পদ্মদ্বয়বরাভয়ৈর্বিশিষ্টং চতুর্ভুজং রবিং সূর্য্যং ধ্যায়েৎ। দানমুদ্রামৃতকরাম্বুজং দান-মুদ্রা চামৃতঞ্চ করাম্বুজয়োর্যস্য তথাভূতং শশিনং চন্দ্রং চিন্তয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

কুজমিত্যাদি। সোমাত্মজং বুধম্। ভাললোলিতকুন্তলং ভালে লোলিতাশ্চলিতাঃ কুন্তলাঃ কেশা যস্য তথাভূতম্ ॥ ৮৭ ॥ ৮৮ ॥

শনির, উত্তরদিকের ত্রিকোণে রাহুর এবং ঈশানকোণের ত্রিকোণে কেতুর অর্চনা করিয়া পূর্ব্ব-ত্রিকোণমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রের চতুর্দিকে তারাগণের পূজা করিতে হইবে।[৮৪]

সূর্য্য রক্তবর্ণ, চন্দ্র শুক্লবর্ণ, মঙ্গল অরুণবর্ণ, বুধ পাণ্ডুবর্ণ, বৃহস্পতি পীতবর্ণ, শুক্র শ্বেতবর্ণ, শনি কৃষ্ণবর্ণ, রাহু ও কেতু বিচিত্রবর্ণ। এই তোমার নিকট গ্রহদিগের বর্ণ কহিলাম।[৮৫]

সূর্য্যকে চতুর্ভুজ ধ্যান করিতে হইবে, তাঁহার দুই হস্তে দুইটি পদ্ম আছে; এবং অপর দুই হস্তে ক্রমশঃ বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন। চন্দ্রকে এইরূপে চিন্তা করিতে হইবে যে, তাঁহার এক হস্তে অমৃত ও অপর হস্তে দানমুদ্রা (৩৪৫) রহিয়াছে।[৮৬] মঙ্গলকে এইরূপ ধ্যান করিবে যে, তিনি ঈষৎ কুব্জ ও হস্তদ্বয় দ্বারা দণ্ড ধারণ করিয়া আছেন। বুধের এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে যে,

---

(৩৪৫)—দান করিবার সময় সচরাচর যেরূপ হস্তভঙ্গী হইয়া থাকে, তাহার নাম দানমুদ্রা।

যজ্ঞসূত্রান্বিতং ধ্যায়েৎ পুস্তকাক্ষকরং গুরুম্ ।
এবং দৈত্যগুরুঞ্চাপি কাণং খঞ্জং শনৈশ্চরম্ ।
রাহুকেতূ শিরঃকায়ৌ বিকৃতৌ ক্রূরচেষ্টিতৌ ॥ ৮৮ ॥
স্বৈঃ স্বৈর্ধ্যানৈগ্র্হানিষ্ট্বা যজেদিন্দ্রাদিদিক্পতীন্ ।
দলেষষ্টস্থ পূর্ব্বাদি-ক্রমতঃ সাধকোত্তমঃ ॥ ৮৯ ॥
সহস্রাক্ষং যজেদাদৌ পীতকৌষেয়বাসসম্ ।
বজ্রপাণিং পীতরুচিং স্থিতমৈরাবতোপরি ॥ ৯০ ॥
রক্তাভং ছাগবাহস্থং শক্তিহস্তং হুতাশনম্ ॥ ৯১ ॥

স্বৈঃ স্বৈরিত্যাদি । ইষ্ট্বা পূজয়িত্বা ॥ ৮৯ ॥
অথ ক্রমত ইন্দ্রাদীনামষ্টানাং দিক্পতীনাং ধ্যানং বর্ণয়াহ, সহস্রাক্ষমিত্যাদিভিঃ । পীতকৌষেয়বাসসং পীতং কৌষেয়ং কৃমিকোষোত্থং বাসো বস্ত্রং যস্য তথাভূতম্ ॥ ৯০ ॥ ৯১ ॥

তিনি বালক ও তাঁহার ললাটে চঞ্চলকুন্তল সমুদায় শোভা পাইতেছে।[৮৭] বৃহস্পতির এইরূপ ধ্যান করিবে যে, তাঁহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত, এক হস্তে পুস্তক ও এক হস্তে অক্ষমালা রহিয়াছে। এইরূপ শুক্রকে কাণ অর্থাৎ এক-নেত্র-বিহীন, ও শনৈশ্চরকে খঞ্জ ধ্যান করিবে। আর রাহুকে দেহহীন মস্তক, ও কেতুকে মস্তকহীন দেহ, এবং ইহারা উভয়েই ক্রূরচেষ্টান্বিত ও বিকৃতাকার; এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে।[৮৮] এইরূপে গ্রহগণকে স্ব স্ব ধ্যান দ্বারা পূজা করিয়া সাধক পূর্ব্বাদিক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি দিক্পালগণের পূজা করিবে; অর্থাৎ অষ্টদল পদ্মের পূর্ব্বদিকের দল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক দলে এক এক দিক্পালের পূজা করিতে হইবে।[৮৯]

প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকের পত্রে ইন্দ্রের পূজা করিবে। (ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্পালের যেরূপ ধ্যান করিতে হইবে, তদর্থ যথা—) ইন্দ্রের সহস্র লোচন; তিনি পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছেন;[৯০] তাঁহার হস্তে বজ্র; তাঁহার শরীর পীতবর্ণ; তিনি ঐরাবত নামক হস্তীর উপরি উপবেশন করিয়া আছেন। অগ্নির শরীর রক্তবর্ণ; তিনি ছাগবাহনে উপবিষ্ট আছেন; তাঁহার হস্তে শক্তিনামক

ধ্যায়েৎ কালং লুলাপস্থং দণ্ডিনং কৃষ্ণবিগ্রহম্।
নিঋ্ঋতিং খড়্গহস্তঞ্চ শ্যামলং বাজিবাহনম্ ॥ ৯২ ॥
বরুণং মকরারূঢ়ং পাশহস্তং সিতপ্রভম্।
ধ্যায়েৎ কৃষ্ণত্বিষং বায়ুং মৃগস্থঞ্চাঙ্কুশায়ুধম্ ॥ ৯৩ ॥
কুবেরং কনকাকারং রত্নসিংহাসনস্থিতম্।
স্তুতং যক্ষগণৈঃ সর্ব্বৈঃ পাশাঙ্কুশকরাম্বুজম্ ॥ ৯৪ ॥
ঈশানং বৃষভারূঢ়ং ত্রিশূলবরধারিণম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং পূর্ণেন্দুসদৃশপ্রভম্ ॥ ৯৫ ॥
ধ্যাত্বা চৈতান্ ক্রমাদিষ্ট্বা ব্রহ্মানন্তৌ পুরো বহিঃ।
ঊর্দ্ধাধোবৃত্তয়োরর্চ্চ্যৌ ততোঽর্চ্চ্যা দ্বারদেবতাঃ ॥ ৯৬ ॥

ধ্যায়েদিত্যাদি। কালং যমম্। লুলাপস্থং মহিষস্থম্। নিঋ্ঋতিং রাক্ষসম্॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥ ৯৫ ॥

ধ্যাত্বেত্যাদি। এতানিন্দ্রাদীনষ্টৌ দিক্‌পতীনেবং ধ্যাত্বা ক্রমাদিষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ পুরো ভূপুরাদ্বহিরূর্দ্ধাধঃস্থিতয়োর্বৃত্তয়োর্মণ্ডলয়োর্ব্রহ্মানন্তৌ দিক্‌পতী ক্রমতোঽর্চ্চ্যৌ পূজনীয়ৌ। ততো দ্বারদেবতা অর্চ্চ্যাঃ ॥ ৯৬ ॥

অস্ব।৯১ কালস্বরূপ যমের শরীর কৃষ্ণবর্ণ; তিনি দণ্ডহস্ত হইয়া মহিষবাহনে উপবিষ্ট আছেন। নিঋ্ঋতি শ্যামল বর্ণ; তাঁহার হস্তে খড়্গ; তাঁহার বাহন অশ্ব।৯২ বরুণের এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে যে, তিনি মকরবাহনে আরূঢ় ও শ্বেতবর্ণ; তাঁহার হস্তে পাশ আছে। বায়ুর ধ্যান এইরূপ হইবে যে, তাঁহার হস্তে অঙ্কুশনামক অস্ত্র, তিনি মৃগবাহন; তাঁহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ।৯৩কুবেরের শরীর স্বর্ণবর্ণ; তিনি রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন; তাঁহার করকমলে পাশ ও অঙ্কুশ; চতুর্দ্দিক হইতে যক্ষগণ তাঁহার স্তব করিতেছে।৯৪ ঈশান বৃষভে আরোহণপূর্ব্বক ত্রিশূল ধারণ করিয়া আছেন; তাঁহার কান্তি পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ; তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম।৯৫

ক্রমশঃ এই অষ্ট দিক্‌পালের ধ্যান ও পূজা করিয়া ভূপুরের বহির্দেশে ঊর্দ্ধস্থিত মণ্ডলে ব্রহ্মার ও অধঃস্থিত মণ্ডলে অনন্তের পূজা করিবে। তৎপরে দ্বারদেবতাদিগের পূজা করিতে হইবে।৯৬(দ্বারদেবতাগণ যথা—)

উগ্রো ভীমঃ * প্রচণ্ডেশৌ পূর্ব্বদ্বাঃস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
জয়ন্তঃ ক্ষেত্রপালশ্চ নকুলেশো বৃহৎশিরাঃ।
যাম্যদ্বারে পশ্চিমে চ বৃকাশ্বানন্দদুর্জ্জয়াঃ ॥ ৯৭ ॥
ত্রিশিরাঃ পুরজিচ্চৈব ভীমনাদো মহোদরঃ।
উত্তরদ্বারপার্শ্বেচতে সর্ব্বে শস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৯৮ ॥
শ্রূয়তাং ব্রহ্মণো ধ্যানম্ অনন্তস্যাপি সুব্রতে।
রক্তোৎপলনিভো ব্রহ্মা চতুরাস্যশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৯৯ ॥
হংসারূঢ়ো বরাভীতি-মালাপুস্তকপাণিকঃ ॥ ১০০ ॥
হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রপাণিবদনো ধ্যেয়োঽনন্তঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১০১ ॥

পূজ্যা দ্বারদেবতা এবাহ, উগ্রো ভীম ইত্যাদিনা সার্দ্ধদ্বয়েন ॥ ৯৭ ॥ ৯৮ ॥
শ্রূয়তামিত্যাদি। ব্রহ্মণো ধ্যানমেবাহ, রক্তোৎপলনিভ ইত্যাদিনা ॥৯৯॥১০০॥
অথানন্তস্য ধ্যানমাহ, হিমকুন্দেন্দুধবল ইত্যাদ্যেকেন ॥ ১০১ ॥

উগ্র, ভীম প্রচণ্ড ও ঈশ, ইহাঁরা পূর্ব্বদ্বারে অবস্থান করিতেছেন। জয়ন্ত, ক্ষেত্রপাল, নকুলেশ্বর ও বৃহৎশিরা, ইহাঁরা দক্ষিণ দ্বারের অধীশ্বর। বৃক, অশ্ব, আনন্দ ও দুর্জ্জয়, ইহাঁরা পশ্চিম দ্বারের অধিদেবতা।[৯৭] ত্রিশিরা, পুরজিৎ, ভীমনাদ ও মহোদর, ইহাঁরা উত্তর দ্বারের দ্বারপাল। ইহাঁদের সকলের হস্তেই অস্ত্রশস্ত্র আছে।[৯৮]

সুব্রতে! ব্রহ্মা ও অনন্তের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। (ধ্যানার্থ যথা—) ব্রহ্মা চতুর্ভুজ ও চতুর্মুখ; তাঁহার শরীর রক্তোৎপল সদৃশ রক্তবর্ণ,[৯৯] তিনি হংসে আরূঢ়; তাঁহার এক হস্তে পুস্তক ও এক হস্তে মালা আছে, এবং অপর হস্তদ্বয়ে ক্রমশঃ বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন।[১০০] অনন্ত হিম, কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; তাঁহার সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ, সহস্রপাণি ও সহস্রবদন; এবং তিনি এইরূপে দেবগণ ও দানবগণেরও ধ্যেয়।[১০১]

---

* উগ্রভীমঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ধ্যানং পূজাক্রমশ্চাপি যন্ত্রঞ্চ কথিতং প্রিয়ে।
বাস্বাদিক্রমতো হ্যেষাং মন্ত্রানপি শৃণু প্রিয়ে॥ ১০২॥
ক্ষকারো হব্যবাহস্থঃ ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুতঃ।
ভূষিতো নাদবিন্দুভ্যাং বাস্তুমন্ত্রঃ ষড়ক্ষরঃ॥ ১০৩॥
তারং মায়াং তীগ্মরশ্মে ঙেহস্তমারোগ্যদং বদেৎ।
বহ্নিজায়াং ততো দত্ত্বা সূর্য্যমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ॥ ১০৪॥

ধ্যানমিত্যাদি। এষাং বাস্বাদীনামনন্তান্তানাম্॥ ১০২॥

বাস্বাদীনাং ক্রমতো মন্ত্রানেবাহ, ক্ষকার ইত্যাদিভিঃ। হব্যবাহস্থঃ হব্যবাহো রেফস্তৎস্থঃ ক্ষকারঃ ষড়্দীর্ঘস্বরসংযুতো নাদবিন্দুভ্যাং ভূষিতশ্চ কর্ত্তব্যঃ। এবঞ্চ ক্ষ্রাঁ ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রূঁ ক্ষ্রৈঁ ক্ষ্রৌঁ ক্ষ্রঃ ইতি ষড়ক্ষরো বাস্তুমন্ত্র উদ্ধৃত আসীৎ॥ ১০৩॥

তারমিত্যাদি। পূর্ব্বং তারং প্রণবং বদেৎ। ততো মায়া হ্রীঁবীজং বদেৎ। ততস্তীগ্মরশ্মে ইতি বদেৎ। ততো ঙেহস্তমারোগ্যদং বদেৎ। ততো বহ্নিজায়াং দত্ত্বা সূর্য্যমন্ত্রং সমুদ্ধরেৎ। যোজনয়া ওঁ হ্রীঁ তীগ্মরশ্মে আরোগ্যদায় স্বাহেতি সূর্য্যমন্ত্র উদ্ধৃত আসীৎ॥ ১০৪॥

প্রিয়ে! বাস্তুদেবতা প্রভৃতির যন্ত্র ধ্যান ও পূজাবিধি যথাক্রমে কথিত হইল। এক্ষণে ক্রমশঃ ঐ বাস্তুদেবতা প্রভৃতির মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১০২]

ক্ষকার অগ্নির (রেফের) উপরি থাকিবে; তাহাতে ক্রমশঃ ছয়টি দীর্ঘ স্বর যুক্ত হইবে, এবং উহা নাদ ও বিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইবে। ইহা হইলেই ষড়ক্ষর বাস্তুমন্ত্র হইবে (৩৪৬)।[১০৩]

প্রণব ও মায়া বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক 'তীগ্মরশ্মে' এই পদ উচ্চারণ করিবে; পরে 'আরোগ্যদায়' এই পদের পর 'স্বাহা' উচ্চারণ করিবে। ইহা হইলেই সূর্য্য-মন্ত্র উদ্ধার হইবে (৩৪৭)।[১০৪]

---

(৩৪৬)—মন্ত্রোদ্ধার যথা। ক্ষ্রাঁ ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রূঁ ক্ষ্রৈঁ ক্ষ্রৌঁ ক্ষ্রঃ। ইহাই ষড়ক্ষর বাস্তুমন্ত্র

(৩৪৭)—সূর্য্যমন্ত্র যথা। ওঁ হ্রীঁ তীগ্মরশ্মে আরোগ্যদায় স্বাহা।

কামো মায়া চ বাণী চ ততোঽমৃতকরেতি চ।
অমৃতং প্লাবয়দ্বন্দ্বং স্বাহা সোমমনুর্ম্মতঃ ॥ ১০৫ ॥
ঐঁ হ্রুঁ হ্রীঁ সর্ব্বপদাৎ দুষ্টান্নাশয় নাশয়।
স্বাহাবসানো মন্ত্রোঽয়ং মঙ্গলস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৬ ॥
হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্যপদঞ্চোক্ত্বা সর্ব্বান্ কামান্ ততো বদেৎ।
পূরয়ান্তে বহ্নিকান্তাম্ এষ সোমাত্মজে মনুঃ ॥ ১০৭ ॥

কাম ইত্যাদি। পূর্ব্বং কামঃ ক্লীমিতি বীজমুচ্চোত। ততো মায়া হ্রীঁ বীজমুচ্যেত। ততো বাণী ঐমিতি বীজমুচ্যেত। ততোঽমৃতকরেত্যুচ্যেত। ততোঽমৃতমুচ্যেত। ততঃ প্লাবয়দ্বন্দ্বমুচ্যেত। ততঃ স্বাহোচ্যেত। যোজনয়া ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ অমৃতকরামৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহেতি সোমমনুর্ম্মতঃ ॥ ১০৫ ॥

ঐমিত্যাদি। পূর্ব্বম্ ঐঁ হ্রুঁ হ্রীঁ বদেৎ। ততঃ সর্ব্বপদতো দুষ্টান্নাশয় নাশয়েতি বদেৎ। যোজনয়া ঐঁ হ্রুঁ হ্রীঁ সর্ব্বদুষ্টান্নাশয় নাশয়েতি মন্ত্রো জাতঃ। স্বাহাবসানঃ স্বাহান্তোঽয়ং মঙ্গলস্য মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৬ ॥

হ্রীমিত্যাদি। পূর্ব্বং হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্যপদঞ্চোক্ত্বা ততঃ সর্ব্বান্ কামান্ বদেৎ। ততঃ পূরয়ান্তে বহ্নিকান্তাং বদেৎ। যোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্য সর্ব্বান্ কামান্ পূরয় স্বাহেত্যেষ সোমাত্মজে বুধে মনুর্ম্মতঃ ॥ ১০৭ ॥

কামবীজ, মায়াবীজ এবং বাগ্ভববীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক 'অমৃতকর অমৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহা' এই কয়েকটি কথা যোজনা করিলে সোমের মন্ত্র হইবে (৩৪৮)।[১০৫]

'ঐঁ হ্রুঁ হ্রীঁ সর্ব্ব' এই পদের পর 'দুষ্টান্ নাশয় নাশয় স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিলে মঙ্গলের মন্ত্র হইবে (৩৪৯)।[১০৬]

হ্রীঁ শ্রীঁ সৌম্য' এই পদ উচ্চারণপূর্ব্বক 'সর্ব্বান্ কামান্' এই পদ উচ্চারণ করিয়া 'পূরয় স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিলে বুধের মন্ত্র হইবে (৩৫০)।[১০৭]

---

(৩৪৮)—সোমমন্ত্র যথা। ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ অমৃতকরামৃতং প্লাবয় প্লাবয় স্বাহা।

(৩৪৯)—মঙ্গলের মন্ত্র যথা। ঐঁ হ্রুঁ হ্রীঁ সর্ব্বদুষ্টান্ নাশয় নাশয় স্বাহা।

(৩৫০)—বুধের মন্ত্র যথা। হ্রীঁ শ্রীঁন্ সৌম্য সর্ব্বা কামান্ পূরয় স্বাহা।

তারেণ পুটিতা বাণী ততঃ সুরগুরোপদম্।
অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছেতি স্বাহাগন্তো বৃহস্পতেঃ ॥ ১০৮
শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ ততঃ শৌঁ শঃ শুক্রমন্ত্রঃ সমীরিতঃ ॥১০৯॥
হ্রাঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয়পদদ্বয়ম্।
মার্ত্তণ্ডসূনবে পশ্চাৎ নমো মন্ত্রঃ শনৈশ্চরে ॥ ১১০ ॥
রাঁ হ্রৌঁ দ্রোঁ * হ্রীঁ সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয়দ্বয়ম্।
রাহবে নম ইত্যেষ রাহোর্ম্মনুরুদাহৃতঃ † ॥ ১১১ ॥

তারেণেত্যাদি। তারেণ প্রণবেন পুটিতা আদাবন্তে চ সংযুক্তা বাণী বক্তব্যা। ততঃ সুরগুরো ইতি পদং বদেৎ। ততোঽভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছেতি বদেৎ। ততঃ স্বাহেতি বদেৎ। যোজনয়া ওঁ ঐঁ ওঁ সুরগুরো অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ স্বাহেতি বৃহস্পতের্ম্মন্ত্রো মতঃ। ১০৮।

শাঁ শীঁ ইত্যাদি। শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ ইতি শুক্রমন্ত্রঃ সমীরিতঃ কথিতঃ। ১০৯॥

হ্রাঁ হ্রাঁ ইত্যাদি। পূর্ব্বং হ্রাঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সর্ব্বশত্রূনিতি বদেৎ। ততো বিদ্রাবয়পদদ্বয়ং বদেৎ। ততো মার্ত্তণ্ডসূনবে ইতি বদেৎ। পশ্চান্নমো বদেৎ। যোজনয়া হ্রাঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় মার্ত্তণ্ডসূনবে নমঃ ইতি শনৈশ্চরে মন্ত্রো মতঃ। ১১০।

রাঁ হ্রৌঁ ইত্যাদি। পূর্ব্বং রাঁ হ্রৌঁ দ্রৈঁ হ্রীঁ সোমশত্রো শত্রূনিতি বদেৎ। ততো বিধ্বংসয়দ্বয়ং বদেৎ। ততো রাহবে নম ইতি বদেৎ। যোজনয়া রাঁ হ্রৌঁ

প্রথমতঃ তারপুটিতা বাণী, তৎপরে 'সুরগুরো' তৎপরে 'অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ' এবং তৎপরে 'স্বাহা' উচ্চারণ করিলে বৃহস্পতির মন্ত্র হইবে (৩৫১) [১০৮]

'শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ' ইহা শুক্রের মন্ত্র।[১০৯] শনৈশ্চরের মন্ত্র এই যে, হ্রাঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সর্ব্বশত্রূন্ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় মার্ত্তণ্ডসূনবে নমঃ।[১১০] রাহুর মন্ত্র এই যে 'রাঁ হ্রৌঁ দ্রোঁ হ্রীঁ সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় রাহবে

* দ্রৈঁ ইতি পাঠান্তরম্।

† রাহোর্মন্ত্র উদাহৃত ইতি চ পাঠান্তরম্।

(৩৫১)—বৃহস্পতির মন্ত্র যথা ওঁ ঐঁ ওঁ সুরগুরো অভীষ্টং যচ্ছ যচ্ছ স্বাহা।

ক্রূঁ হ্রূঁ ক্রৈঁ কেতবে স্বাহা কেতোর্ম্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১১২॥
লঁ রঁ মূঁ স্ত্রূঁ বঁ যমিতি ক্ষঁ হৌঁ ত্রীমমিতি ক্রমাৎ।
ইন্দ্রাদ্যনন্তদিক্‌পানাং দশ মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ ॥ ১১৩ ॥
অন্যেষাং পরিবারাণাং নামমন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অনুক্তমন্ত্রে সর্ব্বত্র বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ১১৪ ॥

হ্রৈঁ হ্রীঁ সোমশত্রো শত্রূন্ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় রাহবে নমঃ ইত্যেষ রাহোর্ম্মন্ত্রঃ কথিতঃ ॥ ১১১ ॥ ১১২ ॥

লবঁ ইত্যাদি। লমিতি রমিতি মূমিতি স্ত্রূমিতি বমিতি যমিতি ক্ষমিতি হৌমিতি ত্রীমিতি অমিত্যেতে ক্রমাদিন্দ্রাদীনামনন্তান্তানাং দিক্‌পানাং দশ মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ কথিতাঃ ॥ ১১৩ ॥ ১১৪ ॥

নমঃ'।[১১১] 'ক্রূঁ হ্রূঁ ক্রৈঁ কেতবে স্বাহা' ইহা কেতুর মন্ত্র (৩৫২)।[১১২] ইন্দ্রের মন্ত্র লঁ, অগ্নির মন্ত্র রঁ, যমের মন্ত্র মূঁ, নির্ঋতির মন্ত্র স্ত্রূঁ, বরুণের মন্ত্র বঁ, বায়ুর মন্ত্র যঁ, কুবেরের মন্ত্র ক্ষঁ, ঈশানের মন্ত্র হৌঁ, ব্রহ্মার মন্ত্র ত্রীঁ, অনন্তের মন্ত্র অ ; ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের এই দশ মন্ত্র কথিত হইল।[১১৩]

অন্যান্য অঙ্গদেবতার বা পরিবারগণের নামমন্ত্রই মন্ত্র স্বরূপে উল্লেখ করিতে হইবে (৩৫৩) ; যে যে স্থলে দেবতার মন্ত্র উক্ত হয় নাই, সদাশিব সেই সমুদায়

---

(৩৫২)—অস্মদ্দেশ-প্রচলিত গ্রহযামলোক্ত নবগ্রহমন্ত্র যথা ;

সূর্য্যমন্ত্র। ওঁ হ্রাঁ হ্রী সঃ।
চন্দ্রমন্ত্র। ওঁ ঘেঁী শ্রেঁী সঃ।
মঙ্গলমন্ত্র। ওঁ হুঁা হ্রীঁ সঃ।
বুধমন্ত্র। ওঁ হ্রৌ হ্রৌ হ্রা সঃ।
বৃহস্পতিমন্ত্র। ওঁ ঐোঁ ক্রোঁ ঐোঁ সঃ।
শুক্রমন্ত্র। ওঁ হ্রোঁ হ্রীঁ সঃ।
শনিমন্ত্র। ওঁ শৌঁ শৌঁ সঃ।
রাহুমন্ত্র। ছোঁ ছাঁ ছোঁ সঃ।
কেতুমন্ত্র। ওঁ ফোঁ ফঁা ফোঁ সঃ।

(৩৫৩)—দেবতার নামের আদ্যক্ষরে নাদ-বিন্দু (চন্দ্রবিন্দু) যোগ করিলেই নামমন্ত্র হয়। যথা, গণেশের নামমন্ত্র=গঁ। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে এই নামমন্ত্রের পূর্ব্বে প্রণব যোগের বিধান দৃষ্ট হয়

নমোঽন্তমন্ত্রে দেবেশি ন নমো যোজয়েৎ বুধঃ।
স্বাহান্তেঽপি তথা মন্ত্রে ন দত্যাদ্বহ্নিবল্লভাম্ ॥ ১১৫ ॥
গ্রহাদিভ্যঃ প্রদাতব্যং পুষ্পং বাসশ্চ ভূষণম্।
তেষাং বর্ণানুরূপেণ নান্যথা প্রীতয়ে ভবেৎ ॥ ১১৬ ॥

নম ইত্যাদি। বহ্নিবল্লভাং স্বাহেতি পদম্ ॥ ১১৫ ॥
গ্রহাদীত্যাদি। তেষাং গ্রহাদীনাম্ ॥ ১১৬ ॥

স্থলেই এইরূপ নামমন্ত্রের বিধান করিয়াছেন।[১১৪] দেবি! যে মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' এই পদ আছে, সেই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূজা করিবার সময় আর পুনর্ব্বার নমঃ শব্দ যোগ করিবে না। এইরূপ যে মন্ত্রের অন্তে 'স্বাহা' এই পদ আছে, হোমাদি করিবার সময় পুনর্ব্বার তৎপরে আর স্বাহা পদ যোগ করিতে হইবে না।[১১৫]

যে গ্রহের যেরূপ বর্ণ কথিত হইয়াছে, সেই গ্রহের পূজা-সময়ে সেই বর্ণেরই বস্ত্র ভূষণ ও পুষ্পাদি প্রদান করিবে। ইহার অন্যথা করিলে গ্রহগণ প্রীত হয়েন না (৩৫৪)।[১১৬] জ্ঞানী ব্যক্তি কুশণ্ডিকোক্ত বিধান অনুসারে বহ্নি স্থাপন করিয়া

যথা—ওঁকারবিন্দুমধ্যস্থং নামধেয়াদ্যমক্ষরং। দেবতানাং স্ববীজন্তৎ পূজায়াম্বৃদ্ধিসিদ্ধিদং। অর্থাৎ ওঁকার এবং বিন্দুর মধ্যস্থলে নামের আদ্যক্ষর বসাইলেই দেবতাদিগের নিজ বীজ হইবে। যথা, কামেশ্বরের বীজ=ওঁ কাঁ।

(৩৫৪)—যে দেবতার যে বর্ণ সেই দেবতাকে সেই বর্ণের উপচারাদি দ্বারা পূজা করাই সাধারণ নিয়ম। পরন্তু বিশেষ বিশেষ দেবতাকে শাস্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের দ্বারা পূজা করিলে তাঁহাদের অধিকতর প্রীতি হইয়া থাকে। এইরূপ বিশেষ নিয়মে রক্তপদ্মে ও রক্তজবায় কালিকার বিশেষ প্রীতি। গ্রহদিগেরও পূজায় বিশেষ বিশেষ পুষ্প ও ধূপদ্রব্য ও গন্ধের বিধান আছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহা উল্লিখিত হইল। গন্ধদান বিষয়ে।—রক্তচন্দন সূর্য্যের প্রীতিকর, চন্দ্রের শ্বেতচন্দন, মঙ্গলের কুঙ্কুম, বুধের সরল কাষ্ঠ, এবং সমভাগে মিশ্রিত রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম ও সরল কাষ্ঠ, বৃহস্পতির প্রীতিদায়ক। শুক্রেরও শ্বেতচন্দন, শনির কস্তুরী (মৃগনাভি), রাহুর পদ্মকাষ্ঠ এবং কেতুর পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গন্ধদ্রব্যের গন্ধই বিশেষ প্রীতিকর। পুষ্পবিষয়ে।—অর্ক (আকন্দ) পুষ্পে সূর্য্যের বিশেষ প্রীতি হয়। কুমুদিনীতে চন্দ্রের প্রীতি। রক্তকরবীরে মঙ্গলের সন্তোষ। চম্পক বুধের প্রিয়তম। বৃহস্পতি পদ্মপুষ্পে সন্তুষ্ট। জাতি পুষ্পে শুক্রের পরম সন্তোষ। শনি মল্লিকাপুষ্পে প্রীত। রাহুর প্রীতি আমলকীপুষ্পে এবং অপরাজিতা পুষ্পে পূজা করিলে কেতুর বিশেষ প্রীতি হইয়া থাকে। এইরূপ ধূপ বিষয়ে।—রবির গুগ্গুল, সোমের সরল

কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা বহ্নিং সংস্থাপয়ন্ সুধীঃ।
পুষ্পৈরচ্ছাবর্চৈর্ব্বা সমিদ্ভির্হোমমাচরেৎ ॥ ১১৭ ॥
শান্তিকর্ম্মণি পুষ্টৌ চ বরদো হব্যবাহনঃ।
প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতাক্ষঃ শক্রহা ক্রূরকর্ম্মণি ॥ ১১৮ ॥
শান্তৌ পুষ্টৌ মহেশানি তথা ক্রূরেঽপি কর্ম্মণি।
গ্রহযাগং প্রকুর্ব্বাণো বাঞ্ছিতার্থমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৯ ॥
যথা প্রতিষ্ঠাকার্য্যেষু দেবার্চ্চাপিতৃতর্পণম্।
বাস্তোর্যাগে গ্রহাণাঞ্চ তদ্বদেব বিধীয়তে ॥ ১২০ ॥

কুশণ্ডিকেত্যাদি। সমিদ্ভিঃ কাষ্ঠৈঃ ॥ ১১৭ ॥
শান্তাবিত্যাদি। বরদো বরদনামা। লোহিতাক্ষো লোহিতাক্ষাখ্যঃ। শক্রহা শক্রহসংজ্ঞকঃ ॥ ১১৮ ॥ ১১৯ ॥ ১২০ ॥

যথাবিহিত পুষ্প দ্বারা অথবা সমিধ দ্বারা হোম করিবে।[১১৭] শান্তিকর্ম্মে ও পুষ্টি-কর্ম্মে অগ্নির নাম বরদ, প্রতিষ্ঠার সময় অগ্নির নাম লোহিতাক্ষ, ক্রূরকর্ম্মের সময় অগ্নির নাম শক্রহা, এইরূপ নামকরণ করা হইয়া থাকে।[১১৮] মহেশ্বরি! শান্তিকর্ম্মের সময়, পুষ্টিকর্ম্মের সময় অথবা কোন ক্রূরকর্ম্ম করিবার সময়েও যিনি গ্রহযাগ করেন, তিনি অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[১১৯]

কাষ্ঠ, মঙ্গলের (মলঙ্গা) দেবদারু, বুধের ঘৃতমিশ্রিত উক্ত দেবদারু, বৃহস্পতির দশাঙ্গ ধূপ। শুক্রের অগোরুচন্দন, শনির কৃষ্ণাগুরু, রাহুর গুড়ত্বক্ (দারুচিনি), এবং উক্ত দারুচিনি ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ধূপ দানে কেতুর বিশেষ প্রীতি হইয়া থাকে। যথা—

গন্ধবিষয়ে।—রক্তচন্দনমর্কায় শ্বেতং চন্দ্রমসে তথা। মঙ্গলে কুঙ্কুমং দদ্যাৎ সরলং সোমনন্দনে॥ চতুঃসমং গুরবে দদ্যাৎ শুক্রায় শ্বেতচন্দনং। শনৈশ্চরায় কস্তুরং রাহবে পদ্মমুত্তমং। কেতুনামেব সর্ব্বেষাং গন্ধকং গন্ধমুচ্যতে॥

পুষ্পবিষয়ে।—অর্কপুষ্পে রবিঃ পূজ্যঃ কুমুদঃ শর্ব্বরীপতেঃ। মঙ্গলে করবী রক্তা চম্পকে সোমনন্দনঃ॥ পদ্মপুষ্পে গুরুঃ পূজ্যঃ জাতিপুষ্পে চ ভার্গবঃ। মল্লিকে চ শনিঃ পূজ্যঃ রাহোরামলকী তথা॥ কেতোরপরাজিতা চৈব গ্রহাণাং পুষ্পনির্ণয়ঃ॥

ধূপবিষয়ে।—গুগ্গুলঞ্চ রবের্দদ্যাৎ সোমায় সরলং তথা। দেবদারুঞ্চ ভৌমায় বুধায় ঘৃতমিশ্রিতং। দশাঙ্গং গুরবে দদ্যাৎ অগোরুং দৈত্যমন্ত্রিণে। ধূপং কৃষ্ণাগুরুং দদ্যাৎ সূর্য্যপুত্রায় ধীমতে। রাহৌ গুড়ত্বকং দদ্যাৎ কেতুভ্যো ঘৃতমিশ্রিতং।

যদ্যেকস্মিন্ দিনে দ্বিত্রিঃ প্রতিষ্ঠা যাগকর্ম্ম চ।
তন্ত্রেণ তত্র দেবার্চ্চা পিতৃশ্রাদ্ধাগ্নিসংস্ক্রিয়াঃ ॥ ১২১ ॥
জলাশয়গৃহারাম সেতুসংক্রমশাখিনঃ।
বাহনাসনযানানি বাসোঽলঙ্করণানি চ ॥ ১২২ ॥
পানাশনীয়পাত্রাণি দেয়বস্তূনি যান্যপি।
অসংস্কৃতানি দেবায় ন প্রদদ্যুঃ ফলেপ্সবঃ ॥ ১২৩ ॥
কাম্যে কর্ম্মণি সর্ব্বত্র বুধঃ সংকল্পমাচরেৎ।
বিধিবাক্যানুসারেণ সম্পূর্ণসুকৃতাপ্তয়ে ॥ ১২৪ ॥
সংস্কৃতাভ্যর্চ্চিতং দ্রব্যং নামোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
সম্প্রদানাভিধাংকোক্ত্বা দত্ত্বা সম্যক্ ফলং লভেৎ ॥ ১২৫ ॥

যদীত্যাদি। তন্ত্রেণ একধৈব ॥ ১২১ ॥ ১২২ ॥ ১২৩ ॥ ১২৪ ॥
সংস্কৃতেত্যাদি। সংস্কৃতাভ্যর্চ্চিতং শোধিতপ্রপূজিতম্। সম্প্রদানাভিধাং সম্প্রদাননামধেয়ম্ ॥ ১২৫ ॥

প্রতিষ্ঠাকার্য্যের সময় যেরূপ দেবতার্চ্চনা ও পিতৃতর্পণ করা আবশ্যক, বাস্তুযাগ এবং গ্রহযাগ করিবার কালেও সেইরূপ দেবতার্চ্চনা ও পিতৃতর্পণ বিধিবিহিত হইতেছে।[১২০] পরন্তু যদি এক দিবসের মধ্যেই কোন কর্ম্মকর্ত্তার দুই তিনটি প্রতিষ্ঠা ও যাগকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে একবারেই দেবতার্চ্চনা, পিতৃশ্রাদ্ধ ও অগ্নিসংস্কার হইতে পারিবে, ঐ সমুদায় কার্য্য পুনঃপুনঃ করিতে হইবে না।[১২১]

জলাশয়, গৃহ, আরাম সেতু, সংক্রম, বৃক্ষ, বাহন, আসন, যান, বস্ত্র, অলঙ্কার,[১২২] পানপাত্র, ভোজনপাত্র অথবা অন্য যে কোন বস্তু দেবতার উদ্দেশে দান করিতে হইবে, তৎসমুদায় সংস্কার না করিয়া দেওয়া ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বিধেয় নহে।[১২৩]

জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুকৃতি লাভের নিমিত্ত সমুদায় কাম্যকর্ম্মেই বিধিবিহিত বাক্যানুসারে সঙ্কল্প করিবেন।[১২৪] যে বস্তু দান করিতে হইবে, অগ্রে তাহা সংস্কৃত ও অর্চ্চিত করিয়া তাহার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক যাঁহাকে দান করিতে

জলাশয়গৃহারাম-সেতুসংক্রমশাখিনাম্ ।
কথ্যন্তে প্রোক্ষণে মন্ত্রাঃ প্রযোজ্যা ব্রহ্মবিদ্যয়া ॥ ১২৬ ॥
জীবনাধার জীবানাং জীবনপ্রদ বারুণ ।
প্রোক্ষণে তব তৃপ্যন্তু জলভূচরখেচরাঃ ॥ ১২৭ ॥
তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূত বাসেয় ব্রহ্মণঃ প্রিয় ।
ত্বাং প্রোক্ষয়ামি তোয়েন প্রীতয়ে ভব সর্ব্বদা ॥ ১২৮ ॥
ইষ্টকাদিসমুদ্ভূত বক্তব্যস্ত্বিষ্টকাময়ে ॥ ১২৯ ॥

জলাশয়েত্যাদি। ব্রহ্মবিদ্যয়া গায়ত্র্যা সহ ॥ ১২৬ ॥

তেষাং মধ্যে প্রথমতো জলাশয়প্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, জীবনাধার জীবানামিত্যাদি। জীবনাধার জলাধার। বারুণ বরুণদেবতাক ॥ ১২৭ ॥

অথ গৃহপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূতেত্যাদি। বাসেয় বাসায় হিত ॥১২৮॥

ইষ্টকাদীত্যাদি। ইষ্টকাদিময়ে গৃহে প্রোক্ষণীয়ে তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূতেত্যত্র ইষ্টকাদিসমুদ্ভূতেতি বক্তব্যম্ ॥ ১২৯ ॥

হইবে, তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া দান করিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারা যায়।[১২৫]

জলাশয়, গৃহ, আরাম, সেতু, সংক্রম ও বৃক্ষ, এতৎসমুদায় প্রোক্ষিত করিবার মন্ত্র বলিতেছি। প্রোক্ষণকালে গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক সেই সমুদায় মন্ত্র যোগ করিতে হইবে।[১২৬]

(জলাশয়-সংস্কারার্থ প্রোক্ষণ-মন্ত্রের অর্থ যথা—) হে বরুণদৈবত জলাশয়। তুমি জীবনের আধার; তুমি জীবগণের জীবন প্রদান করিয়া থাক; আমি যে তোমাকে প্রোক্ষিত করিতেছি, তাহাতে জলচর স্থলচর ও আকাশচর সমুদায় জীবই পরিতৃপ্ত হউক।[১২৭]

(তৃণকাষ্ঠাদি-সম্ভূত গৃহ-সংস্কারার্থ প্রোক্ষণ-মন্ত্রের অর্থ যথা—) গৃহ! তুমি তৃণকাষ্ঠাদি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছ; তুমি উত্তম বাসের যোগ্য স্থান, তুমি ব্রহ্মার প্রিয় বস্তু; আমি জল দ্বারা তোমাকে প্রোক্ষিত করিতেছি, তুমি সর্ব্বদা প্রীতিদায়ক হও।[১২৮] ইষ্টকাদি-নির্ম্মিত গৃহ প্রোক্ষিত করিবার সময়, 'তৃণকাষ্ঠাদিসম্ভূত' অর্থাৎ তুমি তৃণকাষ্ঠাদি দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছ, ইহা না বলিয়া 'ইষ্ট-

ফলৈঃ পত্রৈশ্চ শাখাদ্যৈঃ ছায়াভিশ্চ প্রিয়ঙ্করাঃ।
যচ্ছন্তু মেঽখিলান্ কামান্ প্রোক্ষিতাস্তীর্থবারিভিঃ ॥১৩০॥
সেতুস্ত্বং ভবসিন্ধূনাং পারদঃ পথিকপ্রিয়ঃ।
ময়া সংপ্রোক্ষিতঃ সেতো যথোক্তফলদো ভব ॥ ১৩১ ॥
সংক্রম ত্বা প্রোক্ষয়ামি লোকানাং সংক্রমং যথা।
দদাসীহ তথা স্বর্গে সংক্রমো মে প্রদীয়তাম্ ॥ ১৩২ ॥

অথারামপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, ফলৈঃ পত্রৈশ্চ শাখাদ্যৈরিত্যাদি ॥ ১৩০ ॥
অথ সেতুপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, সেতুস্ত্বং ভবসিন্ধূনামিত্যাদি ॥ ১৩১ ॥
অথ সংক্রমপ্রোক্ষণমন্ত্রমাহ, সংক্রম ত্বা প্রোক্ষয়ামীত্যাদিনা। সংক্রমাতে

কাদিসমুদ্ভূত' অর্থাৎ তুমি ইষ্টকাদি দ্বারা বিনির্মিত হইয়াছ, এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে। (প্রস্তর-নির্মিত গৃহ প্রতিষ্ঠা ও প্রোক্ষিত করিবার সময় ঐ স্থলে 'প্রস্তরাদিসমুদ্ভূত' অর্থাৎ তুমি প্রস্তরাদি দ্বারা বিনির্মিত হইয়াছ, এইরূপ বাক্য উল্লেখ করিতে হইবে)।[১২৯]

(আরাম প্রতিষ্ঠা করিবার সময় যে মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহা অভ্যুক্ষিত করিবে, তাহার অর্থ যথা—) আরাম! তুমি ফল পত্র ও শাখা প্রভৃতি দ্বারা এবং ছায়া দ্বারা সকলের প্রিয় কার্য্য করিয়া থাক; এক্ষণে তুমি তীর্থবারি দ্বারা অভ্যুক্ষিত হইয়া আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ কর।[১৩০]

(সেতু-সংস্কারার্থ প্রোক্ষণ-মন্ত্রের অর্থ যথা—) সেতো! তুমি সংসার-সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইবার সেতুস্বরূপ; তুমি পথিক লোকের অতীব প্রিয়; আমি তোমাকে অভ্যুক্ষিত করিতেছি; তুমি আমাকে যথোক্ত ফল প্রদান কর।[১৩১]

(সংক্রম-সংস্কারার্থ প্রোক্ষিত করিবার মন্ত্রের অর্থ যথা—) সংক্রম! আমি তোমাকে প্রোক্ষিত করিতেছি; তুমি যেমন ইহলোকে পথিক লোকদিগকে সংক্রম অর্থাৎ যাতায়াত করিবার পথ দিয়া থাক, সেইরূপ আমাকেও স্বর্গে উত্তীর্ণ হইবার পথ প্রদান কর।[১৩২]

প্রিয়ে! আরাম-প্রোক্ষণে যে মন্ত্র কথিত হইল, পণ্ডিতগণ বৃক্ষ-প্রোক্ষণেও সেই মন্ত্র প্রয়োগ করিবেন। (কেবল 'আরাম!' এই সম্বোধনের পরিবর্তে 'বৃক্ষ!'

আরামপ্রোক্ষণে মন্ত্রো য এষ কথিতঃ প্রিয়ে ।
স এব শাখিসংস্কারে প্রযোক্তব্যো মনীষিভিঃ ॥ ১৩৩ ॥
প্রণবো বারুণশ্চাস্ত্রং বীজত্রিতয়মম্বিকে ।
সর্ব্বসাধারণদ্রব্য-প্রোক্ষণে বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥
স্নাপনার্হং বাহনং চেৎ স্নাপয়েৎ ব্রহ্মবিদ্যয়া ।
অন্যত্রৈবার্ঘ্যতোয়েন কুশাগ্রেণ বিশোধয়েৎ ॥ ১৩৫ ॥
প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচর্য্য তত্তদ্বাহনসংজ্ঞয়া ।
পূজিতোঽলঙ্কৃতো বাহো দেয়ো ভবতি দৈবতে ॥ ১৩৬ ॥

সম্যক্ পাদবিক্ষেপঃ ক্রিয়তে লোকৈর্যত্র স সংক্রমঃ সেতুবিশেষঃ। তৎসম্বোধনে সংক্রমেতি। সংক্রমং সম্যগ্‌গমনম্। ১৩২ ॥ ১৩৩ ॥

প্রণব ইত্যাদি। হে অম্বিকে প্রণবঃ ওঁকারঃ বারুণং বম্ অস্ত্রং ফড়িতি-বীজত্রিতয়ং সর্ব্বসাধারণদ্রব্যপ্রোক্ষণে বিনিযোজয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥

স্নাপনার্হমিত্যাদি। ব্রহ্মবিদ্যয়া গায়ত্র্যা ॥ ১৩৫ ॥

প্রাণেত্যাদি। পূর্ব্বোক্তেনোহনীয়লিঙ্গকপদশালিনা দেবীপ্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ বাহনস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচর্য্য কৃত্বা তত্তদ্বাহনসংজ্ঞয়া পূজিতোঽলঙ্কৃতশ্চ বাহো বাহনং দৈবতে দেয়ো ভবতি। ১৩৬ ।

এই সম্বোধনপদ প্রয়োগ করিতে হইবে।)[১৩৩] অম্বিকে! অন্যান্য সর্ব্বসাধারণ বস্তু প্রোক্ষিত করিবার সময় প্রণব বরুণবীজ ও অস্ত্র, এই বীজত্রয় ব্যবহার করিবে (৩১৫)।[১৩৪]

যে বাহনকে স্নান করান যাইতে পারে, তাহাকে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক স্নান করাইবে। আর যাহাদিগকে স্নান করান যাইতে না পারে, তাহাদিগকে কুশাগ্রে গৃহীত অর্ঘ্যতোয় দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক শোধন করিবে।[১৩৫] কোন দেবতার বাহন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অগ্রে সেই বাহনের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চনা পূর্ব্বক তাহাকে অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিবে। পশ্চাৎ সেই বাহন দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে হইবে।[১৩৬]

---

(৩১৫)—বীজত্রয় যথা। ওঁ বঁ ফট্।

জলাশয়ে পূজনীয়ো বরুণো যাদসাম্পতিঃ ।
গৃহে প্রজাপতির্ব্রহ্মা-রামে সেতৌ চ সংক্রমে ।
পূজ্যো বিষ্ণুর্জগৎপাতা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ ॥ ১৩৭ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

বিবিধানি বিধানানি কথিতান্যুক্তকর্ম্মসু ।
ক্রমো ন দর্শিতো যেন মানবঃ কর্ম্ম সাধয়েৎ ॥ ১৩৮ ॥
ক্রমব্যত্যয়কর্ম্মাণি বহ্বায়াসকৃতান্যপি ।
ন যচ্ছন্তি ফলং সম্যক্ নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্ ॥ ১৩৯ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

যদুক্তং পরমেশানি মাতেব হিতকারিণি ।
নিঃশ্রেয়সস্তল্লোকানাং ফলব্যাপৃতচেতসাম্ ॥ ১৪০ ॥

জলাশয়ে ইত্যাদি । সর্ব্বদৃক্ সকলপদার্থদ্রষ্টা । বিভুঃ ব্যাপকঃ ॥ ১৩৭ ॥

অথোক্তকৃত্যতত্তৎকর্ম্মক্রমং জিজ্ঞাসুর্দেব্যুবাচ, বিবিধানীত্যাদিনা ॥১৩৮।১৩৯ ।

এবম্প্রার্থিতঃ সন শ্রীসদাশিব উবাচ, যদুক্তমিত্যাদিনা । ফলব্যাপৃতচেতসাং ফলায় ব্যাপৃতং ব্যাপারবিশিষ্টং চেতো যেষাং তে তেষাম্ ॥ ১৪০ ॥

জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিবার সময় জলচরদিগের অধিপতি বরুণের পূজা করিতে হইবে। গৃহপ্রতিষ্ঠার সময় প্রজাপতি ব্রহ্মার পূজা করিবে; এবং বৃক্ষ, আরাম, সেতু ও সংক্রম প্রতিষ্ঠা করিবার সময় জগৎপতি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসাক্ষী বিভু বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে।[১৩৭]

শ্রীদেবী কহিলেন। দেবদেব! আপনি উক্ত কর্ম্ম সমুদায়ের নানাবিধ বিধান কহিলেন; পরন্তু মানবগণ যে ক্রম অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম সাধন করিবে, তাহা প্রকাশ করেন নাই।[১৩৮] এদিকে, যে সকল মনুষ্য ফলাকাঙ্ক্ষী, তাহারা যে সমুদায় কর্ম্ম করে, তাহা যদি বহু আয়াস দ্বারাও সংসাধিত হয়, তথাপি ক্রমব্যত্যয় হইলে সম্পূর্ণ ফলদায়ক হয় না।[১৩৯]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। পরমেশ্বরি! তুমি মাতার ন্যায় জগতের হিত-কারিণী। তুমি যাহা বলিলে, তাহা ফলাসক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই

এতেষামুক্তকৃত্যানাম্ অনুষ্ঠানং পৃথক্ পৃথক্।
বাস্তুযাগক্রমাদ্দেবি কথয়ামাবধারয় ॥ ১৪১ ॥
পূর্ব্বেঽহ্নি নিয়তাহারঃ শ্বঃপ্রাতঃ স্নানমাচরেৎ।
কৃত্বা পূর্ব্বাহ্নিকং কর্ম্ম গুরুং নারায়ণং যজেৎ ॥ ১৪২ ॥
ততঃ স্বকামমুদ্দিশ্য বিধিদর্শিতবর্ত্মনা।
কৃতসঙ্কল্পকো মন্ত্রী গণেশাদীন্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥
বন্ধূকাভং ত্রিনেত্রং দ্বিরদবরমুখং নাগযজ্ঞোপবীতং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং বিমলসরসিজং হস্তপদ্মৈর্দধানম্।
উদ্যদ্বালেন্দুমৌলিং দিনকরকিরণোদ্দীপ্তবস্ত্রাঙ্গশোভং
নানালঙ্কারযুক্তং ভজত গণপতিং রক্তপদ্মোপবিষ্টম্ ॥১৪৪॥

এতেষামিত্যাদি। অনুষ্ঠানং সাধনম্ ॥ ১৪১ ॥

বাস্তুযাগক্রমাদুক্তকৃত্যানামনুষ্ঠানস্য ক্রমমাহ, পূর্ব্বেঽহ্নীত্যাদিভিঃ ॥ ১৪২॥১৪৩॥

অথ গণপতিধ্যানমাহ, বন্ধূকাভমিত্যাদ্যেকেন। বন্ধূকাভং বন্ধূকপুষ্পসদৃশদ্যুতিম্। উদ্যদ্বালেন্দুমৌলিম্ উদ্যন্ যো বাল ইন্দুর্বালশ্চন্দ্রঃ স মৌলৌ কিরীটে

মঙ্গলকর।[১৪০] দেবি! আমি যে সমুদায় কর্ম্মের কথা বলিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন। এক্ষণে আমি বাস্তুযাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সমুদায় বলিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।[১৪১]

বাস্তুযাগ করিতে হইলে, পূর্ব্বদিন আহার বিষয়ে সংযত থাকিয়া পরদিবস প্রত্যূষেই স্নান করিতে হইবে। পরে সেই মন্ত্রপ্রয়োগকর্তা পূর্ব্বকৃত্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়া গুরু ও নারায়ণের পূজা করিবে।[১৪২] অনন্তর কামনানুসারে যথাবিধানে সঙ্কল্প করিয়া গণেশাদির অর্চ্চনা করিতে হইবে।[১৪৩]

(এই গণেশ-পূজার সময় যেরূপ ধ্যান করিতে হইবে, তাহার অর্থ যথা—) যাঁহার আভা বন্ধূকপুষ্পের সদৃশ রক্তবর্ণ; যিনি ত্রিনেত্র; যাঁহার দিব্য-দ্বিরদবর-বদন অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে; নাগ দ্বারা যাঁহার যজ্ঞোপবীত পরিকল্পিত হইয়াছে; যিনি করচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ চক্র কৃপাণ ও সুচারু সরোরুহ ধারণ করিয়াছেন, নবোদিত চন্দ্রকলা যাঁহার শিরোভূষণ; যাঁহার বসন ও

এবং ধ্যাত্বা যথাশক্ত্যা পূজয়িত্বা গণেশ্বরম্।
ব্রহ্মাণঞ্চ ততো বাণীং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৪৫ ॥
শিবং দুর্গাং গ্রহাংশ্চাপি তথা ষোড়শমাতৃকাঃ।
ঘৃতধারাস্বপি বসূন্ ইষ্ট্বা কুর্য্যাৎ পিতৃক্রিয়াম্ ॥ ১৪৬ ॥
ততঃ প্রোক্তবিধানেন মণ্ডলং বাস্তুরক্ষসঃ।
নির্ম্মায় পূজয়েত্তত্র বাস্তুদৈত্যং গণৈঃ সহ ॥ ১৪৭ ॥
ততস্তু স্থণ্ডিলং কৃত্বা বহ্নিং সংস্কৃত্য পূর্ব্ববৎ।
ধারাহোমান্তমাচর্য্য বাস্তুহোমং সমারভেৎ ॥ ১৪৮ ॥
যথাশক্ত্যাহুতীস্তস্মৈ পরিবারগণায় চ।
তথা পূজিতদেবেভ্যো দত্ত্বা কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৪৯ ॥

যস্য তথাভূতম্ দিনকরকিরণোদ্দীপ্তবস্ত্রাঙ্গশোভং দিনকরকিরণবদুদ্দীপ্তেন বস্ত্রেণাঙ্গে শোভা যস্য তথাভূম্ ॥ ১৪৪ ॥ ১৪৫ ॥

শিবমিত্যাদি। ইষ্ট্বা পূজয়িত্বা ॥ ১৪৬ ॥ ১৪৭ ॥

ততস্থিত্যাদি। আচর্য্য বিধায় ॥ ১৪৮ ॥

যথেত্যাদি। তস্মৈ বাস্তুদৈত্যায় ॥ ১৪৯ ॥

অঙ্গরাগ উদিত-দিনকর-কিরণ-সদৃশ সমুজ্জ্বল বস্ত্রার্ণ ; যাঁহার অঙ্গ নানা প্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, এবং যিনি রক্তপদ্মে উপবিষ্ট আছেন ; তাদৃশ গণপতিকে ভজনা কর।[১৪৪]

এইরূপ ধ্যান করিয়া যথাশক্তি গণপতির পূজা করিবে। পরে ব্রহ্মা সরস্বতী বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিতে হইবে।[১৪৫] অনন্তর শিব দুর্গা গ্রহগণ ও গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা পূর্ব্বক বসুধারা দিয়া সেই ঘৃত-ধারাতে বসু-গণের পূজা করিয়া পিতৃকৃত্য অর্থাৎ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে।[১৪৬]

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে বাস্তুপুরুষের মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে পরিবার-সহিত সেই বাস্তুদৈত্যের পূজা করিবে।[১৪৭] পরে স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে বহ্নিসংস্কার পূর্ব্বক ধারাহোম পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া বাস্তুহোম আরম্ভ করিবে।[১৪৮] (তদ্‌যথা,—) বাস্তুপুরুষের উদ্দেশে ও তাঁহার পরিবারগণের উদ্দেশে যথাশক্তি আহুতি প্রদান করিয়া

বাস্তুযাগে পৃথক্ কার্য্যে এষ তে কথিতঃ ক্রমঃ।
অনেনৈব গ্রহাণাঞ্চ যজ্ঞোঽপি বিহিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৫০ ॥
গ্রহাণামত্র মুখ্যত্বাৎ নাঙ্গত্বেন প্রপূজনম্।
সঙ্কল্পানন্তরং কার্য্যং বাস্তর্চ্চনমিতি ক্রমঃ ॥ ১৫১ ॥
গণেশাদ্যর্চ্চনং সর্ব্বং বাস্তুযাগবিধানবৎ।
গ্রহাণাং যন্ত্রমন্ত্রৌ চ ধ্যানং প্রাগেব কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৫২ ॥
প্রসঙ্গাৎ কথিতৌ ভদ্রে গ্রহবাস্তুক্রতুক্রমৌ।
অথ প্রস্তুতকৃত্যানাম্ উচ্যতে কূপসংক্রিয়া ॥ ১৫৩ ॥
সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃত্বা বাস্তুপূজনমাচরেৎ।
মণ্ডলে কলসে বাপি শালগ্রামে যথামতি ॥ ১৫৪ ॥
ততঃ পূজ্যো গণপতিঃ ব্রহ্মা বাণী হরীরমা।
শিবো দুর্গা গ্রহাশ্চাপি পূজ্যা দিক্পতয়স্তথা ॥ ১৫৫ ॥

বাস্তুযাগে ইত্যাদি। অনেনৈব ক্রমেণ ॥ ১৫০ ॥
গ্রহাণামিত্যাদি। অত্র গ্রহযজ্ঞে ॥ ১৫১ ॥ ১৫২ ॥ ১৫৩ ॥
কূপসংস্কারক্রমমেবাহ, সংকল্পমিত্যাদিভিঃ ॥ ১৫৪ ॥ ১৫৫ ॥

পশ্চাৎ পূজিত দেবগণের উদ্দেশেও যথাসাধ্য আহুতি প্রদান পূর্ব্বক প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিবে।[১৪৯]

যদি পৃথক্ করিয়া বাস্তুযাগ করিতে হয়, তাহা হইলে কথিত এই ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। প্রিয়ে! এই ক্রম অনুসারে গ্রহযাগও করা যাইতে পারিবে,[১৫০] পরন্তু তাদৃশ স্থলে গ্রহগণের প্রাধান্য হেতু অঙ্গস্বরূপে পূজা হইবে না; এরূপস্থলে ক্রম এই যে, সংকল্পের পরেই বাস্তু দেবতার পূজা করিতে হইবে,[১৫১] এবং সেই সময় বাস্তুযাগ বিধানের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত গণেশাদি দেবগণেরও অর্চ্চনা করিবে। (তৎপরে বিশিষ্টরূপে গ্রহগণের পূজা করিতে হইবে।) গ্রহগণের যন্ত্র মন্ত্র ও ধ্যান সমুদায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি।[১৫২] ভদ্রে! প্রসঙ্গক্রমে গ্রহযাগ ও বাস্তুযাগের ক্রমও কথিত হইল। এক্ষণে উপস্থিত কার্য্য-সমূহের মধ্যে কূপ সংস্কার কহিতেছি।[১৫৩]

প্রথমতঃ যথাবিধি সংকল্প করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে মণ্ডলে কলসে বা শালগ্রামে

মাতরো বসবোঽষ্টৌ চ ততঃ কার্য্যা পিতৃক্রিয়া।
প্রাধান্যং বরুণস্যাত্র স হি পূজ্যো বিশেষতঃ ॥ ১৫৬ ॥
নানোপহারৈর্বরুণম্ অর্চ্চয়িত্বা স্বশক্তিতঃ।
বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ বারুণং হোমমাচরেৎ ॥ ১৫৭ ॥
পূজিতেভ্যশ্চ দেবেভ্যো দত্বা প্রত্যেকমাহুতিম্।
পূর্ণাহুত্যন্তকৃত্যেন হোমকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৫৮ ॥
ততো ধ্বজপতাকাস্রগ্-গন্ধসিন্দুরচর্চ্চিতম্।
উক্তপ্রোক্ষণমন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ কূপমুত্তমম্ ॥ ১৫৯ ॥
ততঃ স্বকামমুদ্দিশ্য দেবমুদ্দিশ্য বা নরঃ।
সর্ব্বভূতপ্রীণনায়োৎ-সৃজেৎ কূপজলাশয়ম্ ॥ ১৬০ ॥

মাতর ইত্যাদি। অত্র কূপসংস্কারে। স বরুণঃ ॥ ১৫৬ ॥ ১৫৭ ॥ ১৫৮ ॥ ১৫৯ ॥ ১৬০ ॥

বাস্তুপূজা করিবে।[১৫৫] অনন্তর গণপতি, ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব, দুর্গা, গ্রহগণ ও দিক্‌পালগণ, ইহাঁদের পূজা করিয়া[১৫৬] মাতৃকাগণের পূজা পূর্ব্বক (বসু-ধারা দিয়া তাহাতে) অষ্টবসুর পূজা করিবে। তৎপরে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এই কূপসংস্কার স্থলে বরুণ দেবতারই প্রাধান্য, এই নিমিত্ত বিশেষরূপে তাঁহার পূজা করিতে হইবে।[১৫৬] অতএব নানা উপহার দ্বারা যথাশক্তি বরুণের অর্চ্চনা করিয়া (কুশণ্ডিকোক্ত বিধান অনুসারে বহ্নি সংস্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া ধারাহোম পর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য যথাযথ সমাধান করিয়া সেই) সংস্কৃত অগ্নিতে যথাবিধি বরুণের হোম করিবে।[১৫৭] পরে পূজিত দেবগণের মধ্যে প্রত্যেকের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক হোমকর্ম্ম সমাপন করিবে।[১৫৮]

অনন্তর পূর্ব্ব-কথিত প্রোক্ষণ-মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, ধ্বজপতাকা ও কুসুমমালা সুশোভিত সিন্দুর-চন্দন-চর্চ্চিত সেই উত্তম কূপ প্রোক্ষিত করিবে।[১৫৯] পরে কর্ম্ম-কর্ত্তা আপনার কামনা অথবা দেবতার প্রীতি উদ্দেশ করিয়া সর্ব্বভূতের প্রীতির নিমিত্ত কূপ বা জলাশয় উৎসর্গ করিবে।[১৬০] অতঃপর সাধকশ্রেষ্ঠ কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে:যে, জলচর স্থলচর ও আকাশচর সমুদায় প্রাণীই প[illegible]-

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রার্থয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ।
সুপ্রীয়ন্তাং সর্ব্বভূতা নভোভূতোয়বাসিনঃ ॥ ১৬১ ॥
উৎসৃষ্টং সর্ব্বভূতেভ্যো ময়েতজ্জলমুত্তমম্।
তৃপ্যন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ ॥ ১৬২ ॥
সামান্যং সর্ব্বজীবেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলম্ ॥ ১৬৩ ॥
যে চ কেচিদ্বিপদ্যন্তে স্বস্বকর্ম্মবিপাকতঃ।
তৎপাপেন প্রলিপ্যেঽহং সফলাস্তু মম ক্রিয়া ॥ ১৬৪ ॥
ততস্তু দক্ষিণাং কৃত্বা কৃতশান্ত্যাদিকক্রিয়ঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ কৌলান্ দীনানপি বুভুক্ষিতান্।
জলাশয়প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বত্রৈব ক্রমঃ শিবে ॥ ১৬৫ ॥

কৃতাঞ্জলীত্যাদি। নমু সাধকাগ্রণীঃ কিং প্রার্থয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, সুপ্রী-য়ন্তামিত্যাদিভিঃ ॥ ১৬১ ॥ ১৬২ ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥

রূপে পরিতৃপ্ত হউক।[১৬১] আমি সর্ব্বভূতের প্রীতির নিমিত্ত এই উত্তম জল উৎসর্গ করিলাম, ইহাতে স্নান ও অবগাহন এবং এই জল পান করিয়া সকল প্রাণীই পরিতৃপ্ত হউক।[১৬২] আমি সর্ব্বজীবের উদ্দেশেই এই জল প্রদান করিলাম, স্নান-পানাদি-বিষয়ে ইহাতে সর্ব্বসাধারণের এবং সর্ব্বজীবের সমান অধিকার হইল।[১৬৩] যদি কেহ স্বকীয় কর্ম্মবিপাকে এই জলে প্রাণত্যাগ করে বা অন্য কোনরূপে বিপন্ন হয়, আমি যেন তৎপাপে লিপ্ত না হই; এবং আমার এই উৎসর্গ-ক্রিয়া যেন সর্ব্বতোভাবে সফল হয়।[১৬৪] অনন্তর শান্তিকর্ম্ম প্রভৃতি সমাধা করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে এবং কৌলদিগকে, ব্রাহ্মণদিগকে ও ক্ষুধার্ত্ত দীনদরিদ্রদিগকে ভোজন করাইবে। শিবে! জলাশয় প্রতিষ্ঠা-স্থলে সর্ব্বত্রই এইরূপ ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ পুষ্করিণী প্রভৃতি অন্যান্য জলাশয় প্রতিষ্ঠার বিধানও এই কূপপ্রতিষ্ঠার ন্যায়; কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।[১৬৫]

[১] তড়াগাদিপ্রতিষ্ঠা-স্থলে বিশেষ এই যে তাহাতে নাগস্তম্ভ ও জলচর জন্তু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। [১৬৬] কর্ম্মকর্ত্তার বিভব অনুসারে যথাবিধি স্বর্ণাদি

তড়াগাদৌ চ কর্ত্তব্যা নাগস্তম্ভজলেচরাঃ ॥ ১৬৬ ॥
মীনমণ্ডূকমকর কূর্ম্মাশ্চ জলজন্তবঃ।
কার্য্যা ধাতুময়াশ্চৈতে কর্ত্তৃবিত্তানুসারতঃ ॥ ১৬৭ ॥
মৎস্যৌ স্বর্ণময়ৌ কুর্য্যাৎ মণ্ডূকাবপি হেমজৌ।
রাজতৌ মকরৌ কূর্ম্মমিথুনং তাম্ররিত্তিকম্ * ॥ ১৬৮ ॥

তড়াগাদিপ্রতিষ্ঠায়াং যো বিশেষস্তমাহ, তড়াগাদৌ চেত্যাদিভিঃ। তড়াগাদৌ সংস্কার্য্যে সতি নাগস্তম্ভো জলেচরাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ ॥ ১৬৬ ॥

নহু কিংদ্রব্যময়াঃ কে বা জলজন্তবঃ কর্ত্তব্যা ইত্যপেক্ষায়ামাহ,মীনমণ্ডূকেত্যাদিনা ॥ ১৬৭ ॥

নহু কিংধাতুময়াঃ কতি বা মীনাদয়ো জলজন্তবো বিধাতব্যা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, মৎস্যৌ স্বর্ণময়াবিত্যাদিনা ॥ ১৬৮ ॥

ধাতু দ্বারা মৎস্য মণ্ডূক মকর ও কূর্ম্ম, এই সমুদায় জলজন্তু নির্ম্মাণ করিয়া দিবে।১৬৭ দুইটি মৎস্য ও দুইটি মণ্ডূক স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, দুইটি মকর রজত দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে, এবং একটি কূর্ম্ম তাম্র দ্বারা ও একটি কূর্ম্ম পিত্তল দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া দিবে।১৬৮ এই সমুদায় জলচর জন্তুর সহিত তড়াগ দীর্ঘিকা ও সাগর প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া (৩৫৬) প্রার্থনা পূর্ব্বক নাগের

* তাম্ররীতিকম্ ইতি বা পাঠঃ।

(৩৫৬)—কৃত্রিম জলাশয় ভিন্ন স্বাভাবিক জলাশয় উৎসর্গ হইতে পারে না; কারণ তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব নাই, তাহা স্বভাবতই সাধারণের সম্পত্তি। এই কৃত্রিম জলাশয় আট প্রকার, কূপ, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, দ্রোণ, তড়াগ, বাপী, সরসী ও সাগর।

পাড় দিয়া বাঁধান হউক, বা নাই হউক, অল্পবিস্তার গোলাকৃতি গভীর যে ভূমিখাত, তাহাকে কূপ (পাতকুয়া) বলে।

যে সম-চতুষ্কোণ জলাশয়ের পরিমাণ, প্রত্যেক দিকেই অন্যূন বিংশতি (২০) হস্ত, এবং যাহার ক্ষেত্রফল চারিশত হস্তের ন্যূন নহে, তাহাকে পুষ্করিণী বলে।

যে জলাশয়ের চারিদিকের মধ্যে কোন দিকের পরিমাণ পঞ্চত্রিংশৎ (৩৫) হস্তের ন্যূন না হয়, এবং যাহার চতুর্দ্দিকের পরিমাণের ক্ষেত্রফল তিনশত ধনু অর্থাৎ বারশত হস্তের ন্যূন নহে, তাহাকে দীর্ঘিকা বলে।

যে জলাশয়ের চারিদিকের মধ্যে কোন দিকের পরিমাণ চত্বারিংশৎ (৪০) হস্তের ন্যূন না হয়, এবং যাহার ক্ষেত্রফল ষোলশত হস্তের ন্যূন নহে তাহা দ্রোণ নামে বিখ্যাত।

এতৈর্জ্জলচরৈঃ সার্দ্ধং তড়াগমপি দীর্ঘিকাম্ ।
সাগরঞ্চ সমুৎসৃজ্য সার্থয়ন্নাগমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৬৯ ॥
অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খঃ পাথসাং রক্ষকা ইমে ॥ ১৭০ ॥

এতৈরিত্যাদি । এতৈর্মীনাদিভির্জ্জলচরৈঃ সার্দ্ধং তড়াগং দীর্ঘিকাং সাগরঞ্চাপি সমুৎসৃজ্য নাগং প্রার্থয়ন্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৬৯ ॥

নন্বু কস্মিন্ স্থানে কং বা নাগমভ্যর্চ্চয়েৎ কিং বা প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, অনন্ত ইত্যাদিনা । ইমেঽনন্তাদয়োঽষ্টৌ নাগাঃ পাথসাং জলানাং রক্ষকা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭০ ॥

অর্চ্চনা করিবে ।[১৬৯] অনন্ত বাসুকি পদ্ম মহাপদ্ম তক্ষক কুলীর কর্কট ও শঙ্খ, ইহাঁরা জলরক্ষক ।[১৭০] অশ্বত্থ-পত্রের পৃথক্ পৃথক্ এক একটিতে (পত্রে) এই অষ্ট

যে জলাশয়ের পরিমাণ প্রত্যেক দিকেই পঞ্চচত্বারিংশৎ (৪৫) হস্তের ন্যূন নহে, এবং যাহার ক্ষেত্রফল দুই সহস্র হস্তের অধিক, তাহার নাম তড়াগ ।

যে জলাশয়ের পরিমাণ চারিদিকের কোন দিকেই একশত ত্রিশ (১৩০) হস্তের ন্যূন নহে, এবং যাহার ক্ষেত্রফল ষোল হাজার হস্তের অধিক, তাহাকে বাপী বলে ।

পদ্মাদিযুক্ত বৃহৎ জলাশয়ের নাম সরসী বা সরোবর। সরসীর কোন বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পুষ্করিণী ও তড়াগ, এই উভয়ও সরোবর শব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় পুষ্করিণীর সার্দ্ধ (দেড) গুণ জলাশয়কে অর্থাৎ পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকার মধ্যবর্ত্তী জলাশয়কেই সরসী শব্দে অভিহিত করা অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত। কারণ, মতান্তরে আছে, "শতহস্তা ভবেদ্বাপী দ্বিগুণা পুষ্করিণ্যপি। ত্রিগুণস্তু সরোমানমত ঊর্দ্ধন্তু সাগরাঃ।" ইহার অর্থ এই যে, শতহস্ত-পরিমিত জলাশয়কে বাপী বলে ; পুষ্করিণী তাহার দ্বিগুণ ; সরোবর তাহার ত্রিগুণ ; এবং এতদূর্দ্ধপরিমাণ জলাশয় সাগর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এস্থলে অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও সরোবরকে পুষ্করিণীর দেড়গুণ বলা হইতেছে।

এই সপ্তবিধ জলাশয় অপেক্ষা বৃহৎ জলাশয়কে সাগর বলে। ইহাকে সচরাচর সকলে 'সায়র' কহিয়া থাকে।

এই আট প্রকার জলাশয়ই উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। যথা বায়ুপুরাণে,—কূপবাপীপুষ্করিণ্যো দীর্ঘিকা দ্রোণ এব চ। তড়াগঃ সরসী চৈব সাগরশ্চাষ্টমো মতঃ। সর্ব্বজলাশয়ঃ কার্য্যো যত্নাদ্দক্ষিণোত্তরায়তঃ ॥ আর, এস্থলে জলাশয়ের যে পরিমাণ কথিত হইল, তাহাতে যে স্থান পর্য্যন্ত জল থাকে, সেই স্থান পর্য্যন্তই বুঝিতে হইবে। জলাশয়ের উপরিতট (পাড়) ধরিয়া পরিমাণ হইবে না।

ইত্যষ্টৌ নাগনামানি লিখিত্বাশ্বত্থপল্লবে।
স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ ॥ ১৭১ ॥
চন্দ্রার্কৌ সাক্ষিণৌ কৃত্বা বিলোড্যৈকং সমুদ্ধরেৎ।
তত্রোত্তিষ্ঠতি যো নাগঃ ত্বং কুর্য্যাত্তোয়রক্ষকম্ ॥ ১৭২ ॥
স্তম্ভমেকং সমানীয় বিংশহস্তমিতং শুভম্।
সরলং দারুজং তৈলৈঃ উক্ষিতঞ্চ হরিদ্রয়া ॥ ১৭৩ ॥
স্নাপয়েত্তীর্থতোয়েন ব্যাহৃত্যা প্রণবেন চ।
তত্র হ্রীশ্রীক্ষমাশান্তি-সহিতং নাগমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৪ ॥

ইত্যষ্টাবিত্যাদি। ইতোতান্যনন্তাদীন্যষ্টৌ নাগনামান্যশ্বত্থপল্লবে লিখিত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ স্মৃত্বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ। ১৭১ ॥

চন্দ্রার্কাবিত্যাদি। ততশ্চন্দ্রার্কৌ সাক্ষিণৌ কৃত্বা লিখিতনাগনামান্যশ্বত্থপল্লবানি বিলোড্যৈকং লিখিতনাগনামকমশ্বত্থপল্লবং সমুদ্ধরেৎ। তত্র যো নাগ উত্তিষ্ঠতি তং নাগং তোয়রক্ষকং কুর্য্যাৎ ॥ ১৭২ ॥

স্তম্ভমিত্যাদি। বিংশহস্তমিতং বিংশতিহস্তপরিমিতং সরলমবক্রং দারুজং কাষ্ঠসম্ভবং তৈলৈর্হরিদ্রয়া চোক্ষিতমভ্যক্তং শুভমেকং স্তম্ভং সমানীয় ব্যাহৃত্যা প্রণবেন তীর্থতোয়েন স্নাপয়েৎ। তত্র স্নাপিতে স্তম্ভে হ্রীশ্রীক্ষমাশান্তিসহিতং নাগমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৩ ॥ ১৭৪ ॥

নাগের এক একটির নাম লিখিয়া প্রণব ও গায়ত্রী স্মরণ পূর্ব্বক ঘটমধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে।[১৭১] পরে চন্দ্র ও সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া ঐ অশ্বত্থপত্র সমুদায় বিলোড়ন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটি পত্র উত্তোলন করিতে হইবে। তাহাতে যে নাগের নাম অঙ্কিত পত্র উত্থিত হইবে, তাঁহাকেই জলরক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।[১৭২]

অনন্তর, বিংশতিহস্ত-পরিমিত, উত্তম সরল কাষ্ঠনির্ম্মিত, একটি শুভদর্শন স্তম্ভ আনিয়া তাহাতে তৈল ও হরিদ্রা মাখাইবে।[১৭৩] পরে তীর্থবারি দ্বারায় প্রণব ও ব্যাহৃতি পাঠ পূর্ব্বক ঐ স্তম্ভকে স্নান করাইবে এবং তাহাতে হ্রী শ্রী ক্ষমা ও শান্তি, এই শক্তিচতুষ্টয়ের সহিত জলরক্ষক নাগের অর্চ্চনা করিবে।[১৭৪] পরে 'নাগ ত্বং' ইত্যাদি মন্ত্রে নাগের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—)

নাগ ত্বং বিষ্ণুশয্যাসি মহাদেববিভূষণ।
স্তম্ভেনেমধিষ্ঠায় জলরক্ষাং কুরুষ মে ॥ ১৭৫ ॥
ইতি প্রার্থ্য ততো নাগ-স্তম্ভং মধ্যেজলাশয়ম্‌।
সমারোপ্য তড়াগক-কর্ত্তা কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্‌ ॥ ১৭৬ ॥
যূপশ্চেৎ স্থাপিতঃ পূর্ব্বং তদা নাগং ঘটেহর্চ্চয়ন্‌।
তজ্জলং তত্র নিঃক্ষিপ্য শিষ্টং কর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥
এবং গৃহপ্রতিষ্ঠায়াং কৃতসঙ্কল্পকো বুধঃ।
বাস্ত্বাদিবসুপূজান্তং পিত্র্যং কর্ম্ম চ কূপবৎ ॥ ১৭৮ ॥

নাগ ত্বমিত্যাদি। হে নাগ ত্বং বিষ্ণুশয্যাসি মহাদেবভূষণঞ্চাসি এবং স্তম্ভ-মধিষ্ঠায় মে মম জলরক্ষাং কুরুষ। ১৭৫ ॥

ইতীত্যাদি। ইতি নাগং প্রার্থ্য ততো নাগস্তম্ভং মধ্যেজলাশয়ং জলাশয়স্য মধ্যে সমারোপ্য কর্ত্তা তড়াগপ্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ। মধ্যেজলাশয়মিতি। পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বেত্যনেনাব্যয়ীভাবঃ ॥ ১৭৬ ॥

যূপ ইত্যাদি। চেদ্‌যদি যূপো নাগস্তম্ভঃ পূর্ব্বমেব স্থাপিতো ভবেৎ তদা নাগং ঘটেহর্চ্চয়ন কর্ত্তা তজ্জলং ঘটসম্বন্ধিজলং তত্র তড়াগে নিঃক্ষিপ্য শিষ্টমব-শেষং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। ১৭৭ ॥

এবং জলাশয়প্রতিষ্ঠাবিধানমুক্ত্বাথ গৃহপ্রতিষ্ঠাবিধানমাহ, এবং গৃহপ্রতিষ্ঠায়া মিত্যাদিভিঃ ॥ ১৭৮ ॥

নাগ। তুমি বিষ্ণুর শয্যা ও মহাদেবের বিভূষণ। এক্ষণে তুমি এই স্তম্ভে অধি-ষ্ঠান পূর্ব্বক আমার এই জল রক্ষা কর।১৭৫

কর্ম্মকর্ত্তা নাগের নিকট এইরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বক জলাশয়ের মধ্যস্থলে স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া সেই জলাশয় প্রদক্ষিণ করিবে।১৭৬

যদি পূর্ব্বে যূপ প্রোথিত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘটের উপরি নাগের পূজা করিতে হইবে। পরে ঐ ঘটের জল ঐ জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপন করিবে।১৭৭

এইরূপ, গৃহ প্রতিষ্ঠাকালে জ্ঞানী ব্যক্তি সঙ্কল্প করিয়া কূপপ্রতিষ্ঠার ন্যায় বাস্তুপূজা প্রভৃতি বসুপূজা পর্য্যন্ত সমাধান পূর্ব্বক পিত্র্য কর্ম্ম১৭৮ সম্পাদন

বিধায়াত্র বিশেষেণ যজেদ্দেবং প্রজাপতিম্।
প্রাজাপত্যাক্ত-হবনং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ॥ ১৭৯॥
গৃহং পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ প্রোক্ষ্য গন্ধাদিনার্চ্চয়ন্।
ঈশানাভিমুখো ভূত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ॥ ১৮০॥
প্রজাপতিপতে গেহ পুষ্পমাল্যাদিভূষিতঃ।
অস্মাকং শুভবাসায় সর্ব্বথা সুখদো ভব॥ ১৮১॥
ততস্তু দক্ষিণাং কৃত্বা শান্ত্যাশীর্ব্বাদমাচরেৎ।
বিপ্রান্ কুলীনান্ দীনাংশ্চ ভোজয়েদাত্মশক্তিতঃ॥ ১৮২॥

বিধায়েত্যাদি। অত্র গৃহসংস্কারে॥ ১৭৯॥

গৃহমিত্যাদি। ততঃ পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ গৃহং প্রোক্ষ্যাভিষিচ্য গন্ধাদিনা গৃহমর্চ্চয়ন্ কর্ত্তা ঈশানাভিমুখো ভূত্বা বিহিতাঞ্জলিঃ সন্ গৃহং প্রার্থয়েৎ॥ ১৮০॥

গৃহং প্রতি প্রার্থনামেবাহ; প্রজাপতিপতে ইত্যাদ্যেকেন। প্রজাপতিঃ পতির্যস্য স প্রজাপতিপতিঃ তৎসম্বোধনে প্রজাপতিপতে ইতি॥ ১৮১॥ ১৮২॥

করিবে। পরে সাধকশ্রেষ্ঠ বিশেষরূপে দেব প্রজাপতির পূজা করিয়া প্রাজাপত্য হোম করিবেন।[১৭৯] পরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গৃহ প্রোক্ষিত করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর গৃহকর্ত্তা ঈশানকোণাভিমুখ হইয়া 'প্রজাপতিপতে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে।[১৮০] (প্রার্থনা মন্ত্রের অর্থ যথা—) গৃহ। প্রজাপতি তোমার অধিপতি দেবতা। তুমি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়াছ। আমাদিগের শুভ বাসের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বতোভাবে সুখদায়ক হও।[১৮১] পরে দক্ষিণান্ত করিয়া শান্তিকর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে (৩৫৭)। তৎপরে কৌলদিগকে, ব্রাহ্মণদিগকে ও দীনদরিদ্রদিগকে যথাশক্তি ভোজন করাইবে।[১৮২]

---

(৩৫৭)—কাহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, এস্থলে তাহা বলা হয় নাই। পরন্তু অন্যান্য তন্ত্রের বিধান অনুসারে কৌল, বেশ্যা, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গুরুজনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হয়। এস্থলে বেশ্যা শব্দ দেখিয়া অনেকে চমকিত হইতে পারেন; পরন্তু বেশ্যাদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এমন কি দেবতা প্রতিষ্ঠার সময়, বা দুর্গোৎসব প্রভৃতির সময় বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা লইয়া তজ্জলে দেবতার অভিষেক করিলে দেবতার আবি-

অন্যার্থস্য প্রতিষ্ঠা চেৎ তদ্বাসায়েত্র যোজয়েৎ ।
দেবতাকৃতগেহস্য বিধানং শৃণু শৈলজে ॥ ১৮৩ ॥
ইত্থং সংস্কৃত্য ভবনং শঙ্খতূর্য্যাদিনিঃস্বনৈঃ ।
দেবতাসন্নিধিং গত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৮৪ ॥

অন্যার্থস্যেত্যাদি । চেদ্যদ্যন্যার্থং গৃহস্য প্রতিষ্ঠা বিধীয়তে তদত্র গৃহপ্রতিষ্ঠায়াং কর্ত্তব্যে সঙ্কল্পে তদ্বাসায়েতি যোজয়েৎ । হে শৈলজে পার্ব্বতি দেবতাধীনকৃতগৃহদানস্য বিধানং ত্বং শৃণু ॥ ১৮৩ ॥

দেবতাকৃতগেহদানবিধানমেবাহ, ইত্থমিত্যাদিভিঃ । ইত্থং পূর্ব্বোক্তবিধানেন ভবনং গৃহং সংস্কৃত্য শঙ্খতূর্য্যাদিনিঃস্বনৈঃ সহ দেবতাসন্নিধিং গত্বা বিহিতাঞ্জলিঃ সন্ দেবতাং প্রার্থয়েৎ ॥ ১৮৪ ॥

শৈলতনয়ে ! যদি অন্যের নিমিত্ত গৃহপ্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহা হইলে 'অস্মাকং শুভবাসায়' অর্থাৎ আমাদের শুভ বাসের নিমিত্ত না বলিয়া, 'অমুকস্য শুভবাসায়' অর্থাৎ যাহার বাসের নিমিত্ত, (ষষ্ঠ্যন্ত) তাহার নাম উল্লেখ পূর্ব্বক শুভবাসের নিমিত্ত এই পদ যোজনা করিতে হইবে। এক্ষণে দেবতার উদ্দেশে গৃহপ্রতিষ্ঠার বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর ।১৮৩

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গৃহসংস্কার করিয়া শঙ্খ ও বাদ্যাদি ধ্বনিপূর্ব্বক দেবতাসমীপে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে যে, ('উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ' ইত্যাদি। এই মন্ত্রের অর্থ যথা—)১৮৪ দেবদেবেশ ! উত্থান কর । তুমি ভক্-

---

ভাব হয় একপ ব ধও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। এই বেশ্যা যে কে, তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। অনেকে অজ্ঞাননিবন্ধন বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকার স্থলে কুলটার দ্বারের মৃত্তিকা ব্যবহার করিয়া থাকেন। পরন্তু গুপ্তসাধনতন্ত্রে সদাশিব বেশ্যার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "এবংবিধা ভবেদ্বেশ্যা ন বেশ্যা কুলটা প্রিয়ে। কুলটাসঙ্গমাদ্দেবি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥"

ফলতঃ পূর্ণাভিষিক্তা শাক্তকেই বেশ্যা বলা হইয়া থাকে, ব্যভিচারিণী কুলটা বেশ্যা-শব্দবাচ্য নহে। কালী তারা ত্রিপুরা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা এবং তাঁহাদের আবরণ দেবতাকে বেশ্যা বলা যায়। পূর্ণাভিষিক্তা শক্তি কোন মহাবিদ্যার আবরণ দেবতার মধ্যে সন্নিবিষ্টা হয়েন বলিয়া তিনিও 'বেশ্যা' এই উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই বেশ্যা সাত প্রকার, গুপ্তবেশ্যা, মহাবেশ্যা, কুলবেশ্যা, রাজবেশ্যা, দেববেশ্যা, ব্রহ্মবেশ্যা ও সর্ব্ববেশ্যা। এই সপ্তবিধ বেশ্যার লক্ষণ গুপ্তসাধন তন্ত্রে এবং নিরুত্তরতন্ত্রে বিবৃত আছে।

উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ ভক্তানাং বাঞ্ছিতপ্রদ।
আগত্য জন্মসাফল্যং কুরু মে করুণানিধে॥ ১৮৫॥
ইত্যভ্যর্থ্য গৃহাভ্যর্ণে দেবমানীয় সাধকঃ।
উপস্থাপ্য গৃহদ্বারি পুরতো বাহনং ন্যসেৎ॥ ১৮৬॥
ত্রিশূলমথবা চক্রং বিন্যস্য ভবনোপরি।
রোপয়েন্মন্দিরেশানে সপতাকং ধ্বজং সুধীঃ॥ ১৮৭॥
চন্দ্রাতপৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ পুষ্পস্রক্‌চূতপল্লবৈঃ।
শোভয়িত্বা গৃহং সম্যক্ ছাদয়েদ্দিব্যবাসসা॥ ১৮৮॥
উত্তরাভিমুখং দেবং বক্ষ্যমাণবিধানতঃ।
স্নাপয়েদ্বিহিতৈর্দ্রব্যৈঃ তৎক্রমং বচ্মি তে শৃণু॥ ১৮৯॥

যং প্রার্থয়েত্তদাহ, উত্তিষ্ঠেত্যাদিনা॥ ১৮৫॥

ইতীত্যাদি। সাধকো জন ইত্যভ্যর্থ্য গৃহাভ্যর্ণে গৃহসমীপে দেবমানীয় গৃহদ্বার্যুপস্থাপ্য চ তস্য পুরতো বাহনং ন্যসেৎ স্থাপয়েৎ॥ ১৮৬॥

ত্রিশূলমিত্যাদি। সুধীর্জনো ভবনোপরি ত্রিশূলমথবা চক্রং বিন্যস্য সংস্থাপ্য মন্দিরেশানে গৃহেশানকোণে সপতাকং পতাকাসহিতং ধ্বজং রোপয়েৎ॥১৮৭॥১৮৮॥

উত্তরাভিমুখমিত্যাদি। তৎক্রমঃ বক্ষ্যমাণেন বিধানেন বিহিতৈঃ দ্রব্যৈর্দেবস্নাপনস্য ক্রমম্॥ ১৮৯॥

বৃন্দের অভিলষিত ফলপ্রদান করিয়া থাক। করুণানিধে! তুমি নূতন প্রতিষ্ঠিত গৃহে আগমন পূর্ব্বক আমার জন্ম সফল কর।[১৮৫] সাধক এইরূপ অভ্যর্থনা পূর্ব্বক দেবতাকে গৃহসমীপে আনয়নানন্তর গৃহদ্বারে স্থাপন করিয়া সম্মুখে বাহন স্থাপন করিবে;[১৮৬] এবং ভবনের উপরিভাগে ত্রিশূল অথবা চক্র সন্নিবেশিত করিয়া, সুধী ব্যক্তি মন্দিরের ঈশানকোণে পতাকা সহিত ধ্বজারোপণ করিবে।[১৮৭] পরে চন্দ্রাতপ দ্বারা, কিঙ্কিণী দ্বারা, পুষ্পমালা দ্বারা ও চূতপল্লব দ্বারা ঐ মন্দির সুশোভিত করিয়া দিব্য বসন দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।[১৮৮] অনন্তর দেবতাকে উত্তরাভিমুখে স্থাপন করিয়া বক্ষ্যমাণ বিধানানুসারে বিধি-বিহিত দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইবে। এক্ষণে স্নানের ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১৮৯]

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয় ॥ ১৯০ ॥
প্রোক্তবীজত্রয়স্যান্তে তথা মূলং নিযোজয়ন্।
দধ্না ত্বাং স্নাপয়াম্যদ্য ভবতাপহরো ভব ॥ ১৯১ ॥
পুনর্বীজত্রয়ং মূলং সর্ব্বানন্দকরেতি চ।
মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু ॥ ১৯২ ॥

তৎক্রমমেবাহ, ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিত্যাদিভিঃ। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ তদন্তে চ দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয়েতি সমুচ্চরন্ কর্ত্তা পূর্ব্বং দুগ্ধেন দেবং স্নাপয়েৎ ॥ ১৯০ ॥

প্রোক্তেত্যাদি। ততঃ পরং প্রোক্তবীজত্রয়স্যান্তে তথৈব মূলং মন্ত্রং বিনিযোজয়ন্ তদন্তে চ দধ্না ত্বাং স্নাপয়াম্যদ্য ভবতাপহরো ভবেতি সমুচ্চরন্ কর্ত্তা দধ্না দেবং স্নাপয়েৎ ॥ ১৯১ ॥

পুনরিত্যাদি। পুনঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীমিতি বীজত্রয়ং সমুচ্চরন্ তদন্তে চ মূলং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ তদন্তে সর্ব্বানন্দকরেতি সমুচ্চরন্ তদন্তে চ মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু ইতি সমুচ্চরন্ কর্ত্তা মধুনা দেবং স্নাপয়েৎ ॥ ১৯২ ॥

ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্রের পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে 'দুগ্ধেন স্নাপয়ামি ত্বাং মাতেব পরিপালয়' অর্থাৎ দেব। আমি তোমাকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইতেছি তুমি আমাকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন কর, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে।[১৯০] পরে, আবার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া 'দধ্না ত্বাং স্নাপয়াম্যদ্য ভবতাপহরো ভব' অর্থাৎ দেব! আমি তোমাকে দধি দ্বারা স্নান করাইতেছি, তুমি সংসারের সন্তাপ দূর কর, এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দধি দ্বারা স্নান করাইতে হইবে।[১৯১] পুনর্ব্বার ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ও বীজ পাঠ পূর্ব্বক 'সর্ব্বানন্দকর' ইত্যাদি মন্ত্র (৩৫৮) পাঠ করিয়া মধু দ্বারা স্নান করাইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) সর্ব্বানন্দকর! আমি তোমাকে মধু দ্বারা স্নান করাইতেছি, তুমি প্রীত হইয়া আমাকে আনন্দময় কর।[১৯২] পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় মূলমন্ত্র, গায়ত্রী ও

---

(৩৫৮)—মন্ত্র যথা ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ (বীজ) সর্ব্বানন্দকর মধুনা স্নাপিতঃ প্রীতো মামানন্দময়ং কুরু।

প্রাগ্বন্মূলং সমুচ্চার্য্য সাবিত্রীং প্রণবং স্মরন্।
দেবপ্রিয়েণ হবিষা আয়ুঃশুক্রেণ তেজসা।
স্নানং তে কল্পয়ামীশ মামরোগং সদা কুরু ॥ ১৯৩ ॥
তদ্বন্মূলঞ্চ গায়ত্রীং ব্যাহৃতিং সমুদীরয়ন্।
দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ স্নাতো মে যচ্ছ বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৯৪ ॥
তথা মূলং সমুচ্চার্য্য গায়ত্রীং বারুণং মনুম্।
বিধাত্রা নির্ম্মিতৈর্দিব্যৈঃ প্রিয়ৈঃ স্নিগ্ধৈরলৌকিকৈঃ।
নারিকেলোদকৈঃ স্নানং কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ১৯৫ ॥

প্রাগ্বদিত্যাদি। প্রাগ্বদেব মূলং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ সাবিত্রীং গায়ত্রীং প্রণবমোঙ্কারং চ স্মরন্ দেবপ্রিয়েণ হবিষা আয়ুঃশুক্রেণ তেজসা স্নানং তে কল্পয়ামীশ মামরোগং সদা কুরু ॥ ইতি স্মরন্ কর্ত্তা ঘৃতেন দেবং স্নাপয়েৎ। আয়ুঃ-শুক্রেণ আয়ুঃশুক্রবর্দ্ধকেন। তেজসা তেজোজনকেন ॥ ১৯৩ ॥

তদ্বদিত্যাদি। তদ্বদেব মূলমন্ত্রং গায়ত্রীং ব্যাহৃতিঞ্চ সমুদীরয়ন্ ততো দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ স্নাতো মে যচ্ছ বাঞ্ছিতমিতি চ সমুদীরয়ন্ কর্ত্তা শর্করা-তোয়ৈর্দেবং স্নাপয়েৎ ॥ ১৯৪ ॥

তথেত্যাদি। তথৈব মূলং মন্ত্রং গায়ত্রীং বরুণং মনুং বমিতি মন্ত্রং চ সমুচ্চার্য্য ততো বিধাত্রা নির্ম্মিতৈর্দিব্যৈঃ প্রিয়ৈঃ স্নিগ্ধৈরলৌকিকৈঃ। নারিকেলোদকৈঃ স্নানং কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ইতি সমুচ্চরন্ কর্ত্তা নারিকেলজলৈর্দেবং স্নাপয়েৎ ॥ ১৯৫ ॥

প্রণব স্মরণ করিয়া পশ্চাৎ 'দেবপ্রিয়েণ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) হে ঈশ্বর! আয়ুঃ শুক্র ও তেজের বর্দ্ধক দেবপ্রিয় ঘৃত দ্বারা তোমাকে স্নান করাইতেছি, তুমি সর্ব্বদা আমাকে নীরোগ কর।[১৯৩] এইরূপ মূলমন্ত্র গায়ত্রী ও ব্যাহৃতি উচ্চারণ পূর্ব্বক 'দেবেশ শর্করাতোয়ৈঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক শর্করাজল দ্বারা স্নান করাইতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) দেবেশ! তোমাকে শর্করাজলে স্নান করাইতেছি, তুমি আমার বাঞ্ছিত ফল প্রদান কর।[১৯৪] এইরূপ পূর্ব্বোক্ত মূলমন্ত্র গায়ত্রী ও বঁ এই বরুণবীজ উচ্চারণ করিয়া 'বিধাত্রা' ইত্যাদি মন্ত্রে নারিকেল-জল দ্বারা স্নান করাইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) দেব! বিধাতা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত দিব্য প্রিয় স্নিগ্ধ অলৌকিক নারিকেল-জল দ্বারা তোমাকে স্নান করাইতেছি তোমাকে নমস্কার।[১৯৫] পরে গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠ

গায়ত্র্যা মূলমন্ত্রেণ স্নাপয়েদিক্ষুজৈরসৈঃ ॥ ১৯৬ ॥
কামবীজং তথা তারং সাবিত্রীং মূলমীরয়ন্।
কর্পূরাগুরুকাশ্মীর-কস্তূরীচন্দনোদকৈঃ।
সুস্নাতো ভব সুপ্রীতো ভুক্তিমুক্তী প্রযচ্ছ মে ॥ ১৯৭ ॥
ইত্যষ্টকলসৈঃ স্নানং কারয়িত্বা জগৎপতিম্।
গৃহাভ্যন্তরমানীয় স্থাপয়েদাসনোপরি ॥ ১৯৮ ॥
স্নাপনার্হা ন চেদর্চ্চা তদ্‌যন্ত্রে বাপি তন্মনৌ।
শালগ্রামশিলায়াং বা স্নাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ ॥ ১৯৯ ॥

গায়ত্র্যেত্যাদি। ততো গায়ত্র্যা মূলমন্ত্রেণ চ ইক্ষুজৈঃ রসৈর্দেবং স্নাপয়েৎ॥১৯৬

কামবীজমিত্যাদি। কামবীজং ক্লীমিতি বীজং তথা তারম্ ওঁকারং সাবিত্রীং গায়ত্রীং মূলং মন্ত্রং চেবয়ন্ চ্চবন্ ততঃ কর্পূরাগুরুকাশ্মীরকস্তূরীচন্দনোদকৈঃ। সুস্নাতো ভব সুপ্রীতো ভুক্তিমুক্তী প্রযচ্ছ মে ॥ ইতি চোদীরয়ন্ কর্ত্তা কর্পূরাদি-বাসিতৈর্জলৈর্দেবং স্নাপয়েৎ। কাশ্মীরং কুঙ্কুমম্ ॥ ১৯৭ ॥

ইতীত্যাদি। ইত্যনেনৈব বিধানেন ক্রমেণ চাষ্টকলসৈরষ্টকলসপরিমিতৈ-র্দুগ্ধাদিভিঃ স্নানং কারয়িত্বা গৃহাভ্যন্তরমানীয় চ জগৎপতিং দেবমাসনোপরি স্থাপয়েৎ ॥ ১৯৮ ॥

স্নাপনার্হেত্যাদি। চেদ্‌যদ্যর্চ্চা দেবতাপ্রতিমা স্নাপনার্হা স্নাপনযোগ্যা ন ভবেৎ তদা তদ্‌যন্ত্রে দেবতাযন্ত্রে তন্মনৌ তদ্দেবতামন্ত্রে বা শালগ্রামশিলায়াং বা স্নাপয়িত্বা দেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৯৯ ॥

করিয়া ইক্ষুরস দ্বারা স্নান করাইতে হইবে।[১৯৬] অনন্তর ক্লীঁ ওঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া 'কর্পূরাগুরু' ইত্যাদি মন্ত্রে কর্পূর অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী ও চন্দনোদক দ্বারা স্নান করাইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) দেব! কর্পূর অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী ও চন্দনোদক দ্বারা উত্তম রূপে স্নাত হইয়া তুমি সুপ্রীত হও, এবং আমাকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান কর।[১৯৭]

এইরূপে জগৎপতিকে ক্রমে অষ্ট কলস দ্বারা স্নান করাইয়া গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া আসনোপরি স্থাপন করিবে।[১৯৮] যদি দেবপ্রতিমা স্নান করাইবার উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই দেবতার যন্ত্রে, মন্ত্রে অথবা শালগ্রামশিলাতে স্নান করাইয়া পূজা করিবে।[১৯৯] যদি কেহ, ইহাতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে মূলমন্ত্র

অশক্তৌ মূলমন্ত্রেণ স্নাপয়েচ্ছুদ্ধপাথসাম্।
অষ্টভিঃ কলশৈর্বা পঞ্চভিঃ সপ্তভির্যথা॥ ২০০॥
ঘটপ্রমাণং প্রাগেব কথিতং চক্রপূজনে।
সর্ব্বত্রাগমকৃত্যেষু স এব বিহিতো ঘটঃ॥ ২০১॥
ততো যজেন্মহাদেবং স্বস্বপূজাবিধানতঃ।
তত্রোপচারান্ বক্ষ্যামি শৃণু দেবি পরাৎপরে॥ ২০২॥
আসনং স্বাগতং পাদ্যম্ অর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কস্তথাচম্যং স্নানীয়ং বস্ত্রভূষণে॥ ২০৩॥
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা।
দেবার্চ্চনাসু নির্দ্দিষ্টা উপচারাশ্চ ষোড়শ॥ ২০৪॥

অশক্তাবিত্যাদি। ছুগ্ধাদিভির্দ্দেবতায়াঃ স্নাপনেঽশক্তৌ সত্যাং মূলমন্ত্রেণ শুদ্ধপাথসাং শুদ্ধানাং জলানামষ্টভিঃ সপ্তভিঃ পঞ্চভির্বা কলশৈর্যথাবদ্দেবং স্নাপয়েৎ॥ ২০০॥ ২০১॥

তত ইত্যাদি। মহাদেবং মহান্তং দেবম্। তত্র দেবযজনে॥ ২০২॥

উপচারানেবাহ, আসনমিত্যাদিভিঃ॥ ২০৩॥

পাঠ পূর্ব্বক অষ্টকলস, সপ্তকলস অথবা পঞ্চকলস বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা স্নান করাইবে।[২০০]

পূর্ব্বে চক্রপূজা স্থলে ঘটের যেরূপ পরিমাণ বলিয়াছি, সমুদায় আগমোক্ত কার্য্যেই সেইরূপ ঘট বিধিবিহিত হইতেছে।[২০১]

পরে স্বস্ব-কল্পোক্ত পূজাবিধানানুসারে সেই মহিমান্বিত দেবের পূজা করিতে হইবে। পরাৎপরে দেবি! ঐ দেবপূজা বিষয়ে উপচার অর্থাৎ নিবেদনীয় বস্তু সমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২০২]

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ,[২০৩] গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও নমস্কার, এই ষোড়শ উপচার দেবার্চ্চনা বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট আছে (৩৫৯)।[২০৪]

(৩৫৯)—এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ষষ্ঠ উল্লাসে অন্যবিধ ষোড়শোপচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়,

পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চাচমনং মধুপর্কাচমৌ তথা।
গন্ধাদিপঞ্চকং চৈতে উপচারা দশ স্মৃতাঃ ॥ ২০৫ ॥
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যঞ্চাপি কালিকে।
পঞ্চোপচারাঃ কথিতা দেবতায়াঃ প্রপূজনে ॥ ২০৬ ॥
অস্ত্রেণার্ঘ্যাম্ভসা দ্রব্যং প্রোক্ষ্য ধেনুং প্রদর্শয়ন্‌।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং দ্রব্যাখ্যানং সমুল্লিখেৎ ॥ ২০৭ ॥
বক্ষ্যমাণমনুং স্মৃত্বা মূলঞ্চ দেবতাভিধাম্‌।
সচতুর্থীং সমুচ্চার্য্য ত্যাগার্থং বচনং পঠেৎ ॥ ২০৮ ॥

গন্ধপুষ্পে ইত্যাদি। নির্দ্দিষ্টাঃ কথিতাঃ ॥ ২০৪ ॥ ২০৫ ॥ ২০৬ ॥

অথাসনাদিসমর্পণবিধিমাহ, অস্ত্রেণেত্যাদিনা। অস্ত্রেণ ফডিতি মন্ত্রেণার্ঘ্যাম্ভসার্ঘ্যজলেন দ্রব্যমাসনাদিকং প্রোক্ষ্যাভিষিচ্য তদুপরি ধেনুং ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়ন্‌ সাধকো গন্ধপুষ্পাভ্যাং দ্রব্যং সম্পূজ্য দ্রব্যাখ্যানং দ্রব্যনাম সমুল্লিখেদুচ্চারয়েৎ বক্ষ্যমাণং মন্ত্রং স্মৃত্বা মূলং মন্ত্রং সচতুর্থীং দেবতাভিধাং চ সমুচ্চার্য্য ত্যাগার্থং বচনং পঠেৎ ॥ ২০৭ ॥ ২০৮ ॥

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ও নৈবেদ্য এই সমুদায়কে দশোপচার বলে ২০৫

কালিকে! দেবতার পূজাতে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, এই পাঁচটিকে পঞ্চোপচার বলে।২০৬ (উপচার নিবেদনের প্রণালী যথা—)

ফট্‌ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ্যবারি দ্বারা দেয় দ্রব্য প্রোক্ষিত করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিবে।২০৭ পরে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র ও চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া যথাযথ ত্যাগার্থবোধক বাক্য অর্থাৎ নমঃ প্রভৃতি পাঠ করিবে (৩৬০)।২০৮

অমৃত, তাম্বূল, তর্পণ ও প্রণাম। এই ষোড়শোপচার রহস্যপূজায় এবং এস্থলে নির্দ্দিষ্ট আসন প্রভৃতি ষোড়শোপচার দিবাপূজায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মন্ত্ররত্নাবলীর মতে ষোড়শোপচার যথা;—

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণে। গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনং ততঃ।
তাম্বূলমর্চ্চনাস্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়াম্‌। প্রযোজয়েদর্চ্চনায়াম্‌ উপচারাংস্ত ষোড়শ॥

(৩৬০)—পাদ্ম সমুদায় তন্ত্রেই বিধান আছে যে, অগ্রে বীজ পাঠ পূর্ব্বক দ্রব্যের নাম

নিবেদনবিধিঃ প্রোক্তো দেবে দেয়েষু বস্তুষু।
অনেন বিধিনা বিদ্বান্ দ্রব্যং দদ্যাদ্দিবৌকসে ॥ ২০৯ ॥
আদ্যার্চ্চনবিধৌ পূর্ব্বং পাদ্যার্ঘ্যাদিনিবেদনম্।
অর্পণং কারণাদীনাং সর্ব্বমেব প্রদর্শিতম্ ॥ ২১০ ॥
অনুক্তমন্ত্রা যে তত্র তানেবাত্র শৃণু প্রিয়ে।
আসনাদ্যুপচারাণাং প্রদানে বিনিযোজয়েৎ ॥ ২১১ ॥
সর্ব্বভূতান্তরস্থায় সর্ব্বভূতান্তরাত্মনে।
কল্পয়াম্যুপবেশার্থম্ আসনন্তে নমো নমঃ ॥ ২১২ ॥

নিবেদনেত্যাদি। দিবৌকসে দেবায়। ২০৯ ॥ ২১০ ॥ ২১১ ॥

আদ্যার্চ্চনবিধাবনুক্তান্মন্ত্রানেব ক্রমেণাহ, সর্ব্বভূতান্তরস্থায়েত্যাদিনা। হে দেব সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরে তিষ্ঠতীতি সর্ব্বভূতান্তরস্থস্তস্মৈ সর্ব্বভূতান্তরস্থায় সর্ব্বেষাং ভূতানামন্তরাত্মনে তে তুভ্যমুপবেশার্থমাসনং কল্পয়ামি সমর্পয়ামি তে তুভ্যং নমো নমোঽস্তু অনেন মন্ত্রেণ দেবায়াসনং দদ্যাৎ। ২১২ ॥

যে বস্তু দেবতাকে প্রদান করিতে হইবে, তাহার নিবেদন-বিধি কহিলাম। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই বিধানানুসারে দেবতাকে দ্রব্য প্রদান করিবেন।[২০৯]

পূর্ব্বে আদ্যাকালিকার পূজাবিধিস্থলে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতির নিবেদন ও কারণাদির অর্পণ বিধি সমুদায়ই প্রকাশ করিয়াছি।[২১০] প্রিয়ে! সে স্থলে যে সমুদায় মন্ত্র কথিত হয় নাই, তাহা এই স্থলে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আসন প্রভৃতি উপচার প্রদানের সময় এই সমস্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিবে।[২১১]

(আসন-প্রদান-মন্ত্রের অর্থ যথা—) দেব! যদিও তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিতেছ; যদিও তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; তথাপি তোমার উপ-

---

উল্লেখ করিবে; পশ্চাৎ চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া ত্যাগার্থবোধক 'নমঃ' বা 'নিবেদয়ামি' প্রভৃতি যে কোন শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও ষষ্ঠ উল্লাসে কথিত হইয়াছে যে, 'মূলমেতত্ সিদ্ধান্নং সর্ব্বোপকরণান্বিতম্। নিবেদয়ামীষ্টদেব্যৈ' ইত্যাদি। এস্থলেও দ্রব্য উল্লেখের পূর্ব্বে বীজ পাঠের বিধি দেখা যাইতেছে। পরন্তু এখানে কি নিমিত্ত বীজপাঠের পূর্ব্বে দ্রব্যের উল্লেখ হইল, বলা যায় না। এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আর এক স্থলেও আছে, 'আদ্যাবীজমিদং পাদ্যং দেবতায়ৈ নমঃ পদম্।'

উক্তক্রমেণ দেবেশি প্রদায়াসনমুত্তমম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স্বাগতং প্রার্থয়েত্ততঃ ॥ ২১৩ ॥
দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং যস্ত বাঞ্ছন্তি দর্শনম্।
সুস্বাগতং স্বাগতম্মে তস্মৈ তে পরমাত্মনে ॥ ২১৪ ॥
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
স্বাগতং যত্ত্বয়া তন্মে তপসাং ফলমাগতম্ ॥ ২১৫ ॥
দেবমামন্ত্র্য সংপ্রার্থ্য স্বাগতপ্রশ্নমম্বিকে।
বিহিতং পাদ্যমাদায় মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২১৬ ॥

উক্তেত্যাদি। হে দেবেশি উক্তক্রমেণ দেবায়োত্তমমাসনং প্রদায় ততঃ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থমিত্যাদিমন্ত্রদ্বয়মুদীরয়ন্নমুকদেব ত্বয়া স্বাগতং সুস্বাগতমিতি স্বাগতং ভক্ত্যা দেবং প্রতি প্রার্থয়েৎ ॥ ২১৩ ॥

দেবা ইত্যাদি। হে পরমাত্মন্ যস্ত ভবতো দর্শনং দেবা অপি স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং বাঞ্ছন্তি তেন ত্বয়া মে মদর্থং স্বাগতং সুস্বাগতং তস্মৈ পরমাত্মনে তে তুভ্যং নমঃ ॥ ২১৪ ॥

অদ্যেত্যাদি। হে দেব যদ্যতস্ত্বয়া স্বাগতং তৎ ততো হেতোরদ্য মে মম জন্ম জীবনঞ্চ সফলং জাতম্। ক্রিয়া অপি সফলা জাতাঃ। মে মম তপসামপি ফলমাগতম্ ॥ ২১৫ ॥

দেবমিত্যাদি। হে অম্বিকে দেবমামন্ত্র্য সম্বোধ্য উক্তমন্ত্রদ্বয়মুদীরয়ন্ স্বাগতপ্রশ্নং সংপ্রার্থ্য বিহিতং পাদ্যমাদায় গৃহীত্বা এনং মন্ত্রমুদীরয়েদ্বদেৎ ॥ ২১৬ ॥

বেশনার্থ আমি আসন কল্পনা করিতেছি; তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার, অর্থাৎ, যদিও তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্রাবস্থায়ী ও সর্ব্বাত্মা অতএব অসীম, তথাপি আমি আমার জ্ঞান ও অধিকার অনুসারে (সসীম জ্ঞানে) ক্ষুদ্র আসনে তোমার উপবেশন কল্পনা করিতেছি।[২১২] দেবেশি! এই মন্ত্র দ্বারা বিধিবিহিত উত্তম আসন প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বাগত প্রশ্ন করিবে।[২১৩]

(স্বাগতপ্রশ্নমন্ত্রের অর্থ যথা—) দেবদেব! স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত দেবতারা পর্য্যন্তও যাঁহার দর্শন কামনা করেন, তুমিই সেই পরমাত্মা, আমার নিমিত্ত তোমার স্বাগত অর্থাৎ শুভাগমন ও সুস্বাগত অর্থাৎ অনায়াসসিদ্ধ হইয়াছে।[২১৪] অদ্য তোমার শুভাগমনে আমার জন্ম সফল হইল, জীবন সার্থক হইল, ক্রিয়া সমুদায়ও সফল হইল; আমি অদ্য তপস্যার ফল প্রাপ্ত

যৎপাদজলসংস্পর্শাৎ শুদ্ধিমাপ জগত্রয়ম্।
তৎপাদাব্জপ্রোক্ষণার্থং পাদ্যন্তে কল্পয়াম্যহম্ ॥ ২১৭ ॥
পরমানন্দসন্দোহো জায়তে যৎপ্রসাদতঃ।
তস্মৈ সর্বাত্মভূতায় আনন্দার্ঘ্যং সমর্পয়ে ॥ ২১৮ ॥
জাতীলবঙ্গকক্কোলৈঃ জলং কেবলমেব বা।
প্রোক্ষিতার্চ্চিতমাদায় মন্ত্রেণানেন চার্পয়েৎ ॥ ২১৯ ॥
যদুচ্ছিষ্টমপস্পৃষ্টং শুদ্ধিমেত্যখিলং জগৎ।
তস্মৈ মুখারবিন্দায় আচমং কল্পয়ামি তে ॥ ২২০ ॥

যং মন্ত্রমুদীরয়েত্তমাহ, যৎপাদজলেত্যাদি। হে পরমেশ্বর যৎপাদজলসংস্পর্শাৎ জগত্রয়ং শুদ্ধিমাপ জগাম তৎপাদাব্জপ্রোক্ষণার্থে তে তুভ্যং পাদ্যমহং কল্পয়ামি সমর্পয়ামি ইমং মন্ত্রমুদীর্য্য দেবায় পাদ্যং দদ্যাৎ ॥ ২১৭ ॥

পরমানন্দসন্দোহ ইত্যাদি। পরমানন্দসন্দোহঃ পরমানন্দসমূহঃ। অনেন মন্ত্রেণ দেবায়ার্ঘ্যং দদ্যাৎ ॥ ২১৮ ॥

জাতীত্যাদি। প্রোক্ষিতমর্চ্চিতং চ জাতীলবঙ্গকক্কোলৈর্বাসিতং জলং কেবলমেব বা জলমাদায়ানেন বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ দেবায়ার্পয়েৎ ॥ ২১৯ ॥

তমেব মন্ত্রমাহ, যদুচ্ছিষ্টমিত্যাদি। এতি প্রাপ্নোতি। অনেন মন্ত্রেণাচমনীয়ং দেবতামুখে দদ্যাৎ ॥ ২২০ ॥

হইলাম।[২১৬] অম্বিকে। এইরূপ দেবতাকে আমন্ত্রণ ও প্রার্থনা পূর্ব্বক স্বাগত-প্রশ্ন করিবে।

অনন্তর যথাবিহিত পাদ্য গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত পাদ্যদানের মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।[২১৬] (মন্ত্রার্থ যথা—) যাঁহার পাদোদক-স্পর্শে ত্রিলোক পবিত্র হইয়াছে, তাঁহার পাদপদ্মপ্রক্ষালনের নিমিত্ত আমি এই পাদ্য প্রদান করিতেছি।[২১৭]

(অর্ঘ্য-মন্ত্রের অর্থ যথা—যাঁহার প্রসাদে পরমানন্দসন্দোহ উৎপন্ন হয়, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা সেই দেবতাকে আমি এই আনন্দার্ঘ্য প্রদান করিতেছি।[২১৮]

অনন্তর জাতি লবঙ্গ কক্কোল প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত জল অথবা কেবল বিশুদ্ধ জল প্রোক্ষিত ও অর্চ্চিত করিয়া আচমনীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আচমনার্থ অর্পণ করিবে।[২১৯] (আচমনীয় মন্ত্রের অর্থ যথা—) এই অপবিত্রময় সমুদায়

মধুপর্কং সমাদায় ভক্ত্যানেন সমর্পয়েৎ ॥ ২২১ ॥
তাপত্রয়বিনাশার্থম্ অখণ্ডানন্দহেতবে ।
মধুপর্কং দদাম্যস্থ প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ২২২ ॥
অশুচিঃ শুচিতামেতি যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রতঃ ।
অস্মিংস্তে বদনাম্ভোজে পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ২২৩ ॥
স্নানার্থং জলমাদায় প্রাগ্বৎ প্রোক্ষিতমর্চ্চিতম্ ।
নিধায় দেবপুরতো মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ ॥ ২২৪ ॥

মধুপর্কমিত্যাদি। ততো ভক্ত্যা মধুপর্কং সমাদায়ানেন বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ দেবায় সমর্পয়েৎ ॥ ২২১ ॥

তমেব মন্ত্রমাহ, তাপত্রয়বিনাশার্থমিত্যাদি ॥ ২২২ ॥

অশুচিরিত্যাদি। ততঃ অশুচিঃ শুচিতামেতীত্যাদিনা মন্ত্রেণ পুনর্দেবতামুখে আচমনীয়ং দত্যাৎ ॥ ২২৩ ॥

স্নানার্থমিত্যাদি। ততঃ প্রাগ্বৎ প্রোক্ষিতমর্চ্চিতং চ স্নানার্থং জলমাদায় দেবপুরতো নিধায় সংস্থাপ্য চৈনং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২২৪ ॥

জগৎ যে মুখারবিন্দের উচ্ছিষ্ট স্পর্শে পবিত্র হয়, তোমার সেই মুখারবিন্দে আচমনীয় প্রদান কল্পনা করিতেছি।২২০

পরে মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পণ করিবে।২২১ (মধুপর্কের মন্ত্রার্থ যথা—) পরমেশ্বর! আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয় বিনাশের নিমিত্ত এবং অখণ্ড আনন্দ সম্ভোগের নিমিত্ত (অখণ্ড আনন্দের কারণ) তোমাকে আমি মধুপর্ক প্রদান করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।২২২

(পুনরাচমনীয় প্রদান মন্ত্রের অর্থ যথা—) যৎস্পৃষ্ট বস্তু স্পর্শমাত্রে অশুচি বস্তুও তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ শুচি হইয়া উঠে, তোমার সেই বদনকমলে পুনরাচমনীয় প্রদান করিতেছি।২২৩

পরে স্নানার্থ জল গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় প্রোক্ষিত ও অর্চ্চিত করিবার পর দেবতার সম্মুখে স্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত স্নানীয় মন্ত্র পাঠ করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—)২২৪ দেব! তুমি জগতের আধার; তোমার তেজে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে;

যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তং যতো জাতমিদং জগৎ।
তস্মৈ তে জগদাধার স্নানার্থং তোয়মর্পয়ে ॥ ২২৫ ॥
স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কম্।
অন্যদ্রব্যপ্রদানান্তে দদ্যাত্তোয়ং সকৃৎ সকৃৎ ॥ ২২৬ ॥
বস্ত্রমানীয় দেবাগ্রে শোধিতং পূর্ব্ববর্ত্মনা।
ধৃত্বা করাভ্যামুত্তোল্য পঠেদেনং মনুং সুধীঃ ॥ ২২৭ ॥
সর্ব্বাবরণহীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে।
বাসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ২২৮ ॥

যং মন্ত্রমুদীরয়েত্তমাহ, যত্তেজসা জগদ্ব্যাপ্তমিত্যাদিনা। অনেন মন্ত্রেণ দেবায় স্নানার্থং জলং দদ্যাৎ ॥ ২২৫ ॥ ২২৬ ॥ ২২৭ ॥

যং মনুং পঠেত্তমাহ, সর্ব্বাবরণহীনায়েত্যাদিনা। অনেন মন্ত্রেণ দেবায় বস্ত্রে দদ্যাৎ ॥ ২২৮ ॥ ২২৯ ॥

তোমা হইতে এই জগৎ উৎপন্নও হইয়াছে। অতএব যদিও তুমি অপরিচ্ছিন্ন, তথাপি সামান্য পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বশবর্ত্তী আমি তোমার স্নানের নিমিত্ত এই জল অর্পণ করিতেছি।[২২৫]

স্নানীয় বসন ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবার পর পুনরায় একবার করিয়া আচমনীয় প্রদান করিতে হইবে। অন্যান্য দ্রব্য প্রদানের পর কেবল এক একবার জল দিবে।[২২৬]

জ্ঞানী ব্যক্তি দেবতার সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত বিধানে পরিশোধিত বস্ত্র আনয়ন করিয়া তাহা দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া 'সর্ব্বাবরণহীনায়' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বস্ত্র প্রদান করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—)[২২৭] যদিও তোমার কোন আবরণ নাই, তথাপি তুমি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া দ্বারা নিজ তেজ প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ অন্যের দুর্জ্ঞেয় করিয়া রাখিয়াছ। ঈদৃশ অবস্থায় আমি তোমার পরিধানের নিমিত্ত এই বস্ত্র প্রদান কল্পনা করিতেছি, তোমাকে নমস্কার।[২২৮]

নানাভরণমাদায় স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্ম্মিতম্।
প্রোক্ষ্যার্চ্চয়িত্বা দেবায় দদ্যাদেনং সমুচ্চরন্ ॥ ২২৯ ॥
বিশ্বাভরণভূতায় বিশ্বশোভৈকযোনয়ে।
মায়াবিগ্রহভূষার্থং ভূষণানি সমর্পয়ে ॥ ২৩০ ॥
গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্টা যেন গন্ধধরা ধরা।
তস্মৈ পরাত্মনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে ॥ ২৩১ ॥
পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধং দেবনির্ম্মিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ২৩২ ॥

যং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ দেবায় ভূষণানি দদ্যাৎ তমেব মন্ত্রমাহ, বিশ্বাভরণভূতা-যেত্যাদিনা ॥ ২৩০ ॥

গন্ধতন্মাত্রয়েত্যাদি। ধরা পৃথ্বী। অনেন মন্ত্রেণ দেবায গন্ধং দদ্যাৎ ॥ ২৩১ ॥
পুষ্পমিত্যাদি। পুষ্পমিত্যাদিনা মন্ত্রেণ দেবায় পুষ্পং দদ্যাৎ ॥ ২৩২ ॥

অনন্তর স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা বিনির্ম্মিত নানাবিধ আভরণ গ্রহণ করিয়া প্রোক্ষণ পূর্ব্বক অর্চ্চিত করিয়া 'বিশ্বাভরণভূতায়' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দেবতাকে প্রদান করিবে।[২২৯] (মন্ত্রার্থ যথা—) যিনি জগতের ভূষণ স্বরূপ, যিনি জগতের শোভার একমাত্র আকর, তাঁহার মায়াময় শরীর বিভূষিত করিবার নিমিত্ত এই সমুদায় ভূষণ সমর্পণ করিতেছি।[২৩০]

(গন্ধ প্রদান মন্ত্রের অর্থ যথা—) যিনি গন্ধতন্মাত্র (৩৬১) দ্বারা গন্ধের আধার পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি সেই পরমাত্মা; আমি তোমাকে এই পরমগন্ধ প্রদান করিতেছি।[২৩১]

(পুষ্প প্রদান মন্ত্রের অর্থ যথা—) পুষ্প সমুদায়, দেবতা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত সুমনোহর সুগন্ধ ও অতীব রমণীয়। অতএব আমি ভক্তি পূর্ব্বক ঈদৃশ পুষ্প নিবেদন করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।[২৩২]

---

(৩৬১)—গন্ধগুণ বিশিষ্ট পৃথিবীর অতিসূক্ষ্মতম বীজকে গন্ধতন্মাত্র বলে।

বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বভূতানাং ধূপো ঘ্রাণায় তেঽর্প্যতে ॥ ২৩৩ ॥
সুপ্রকাশো মহাদীপ্তঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ২৩৪ ॥
নৈবেদ্যং স্বাদুসংযুক্তং নানাভক্ষ্যসমন্বিতম্।
নিবেদয়ামি ভক্ত্যেদং যুষাণ পরমেশ্বর ॥ ২৩৫ ॥
পানার্থং সলিলং দেব কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
সর্ব্বতৃপ্তিকরং স্বচ্ছম্ অর্পয়ামি নমোঽস্তু তে ॥ ২৩৬ ।

বনস্পতিরস ইত্যাদি। বনস্পতিরসঃ বৃক্ষবিশেষরসঃ। অনেন মন্ত্রেণ দেবায় ধূপং দদ্যাৎ ॥ ২৩৩ ॥

সুপ্রকাশ ইত্যাদি। সুপ্রকাশ ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ দেবায় দীপং দদ্যাৎ ॥ ২৩৪ ॥

নৈবেদ্যমিত্যাদি। নৈবেদ্যমিত্যাদিনা দেবায় নৈবেদ্যং দদ্যাৎ ॥ ২৩৫ ।

পানার্থমিত্যাদি। পানার্থং সলিলমিত্যাদিনা কর্পূরাদিসুবাসিতং পানার্থং জলং দেবায় দদ্যাৎ। ২৩৬ ॥ ২৩৭ ॥ ২৩৮ ॥ ২৩৯।

(ধূপ প্রদান মন্ত্রের অর্থ যথা—) এই ধূপ বনস্পতিরস দ্বারা বিনির্ম্মিত সুমনোহর দিব্য ও সুগন্ধসম্পন্ন; ইহা সকলেরই আঘ্রাণ করিবার উপযুক্ত। আমি তোমাকে আঘ্রাণের নিমিত্ত এই ধূপ সমর্পণ করিতেছি।[২৩৩]

(দীপ প্রদান মন্ত্রের অর্থ যথা—) এই দীপ উত্তম প্রকাশক ও মহা-দীপ্তিশালী; ইহা সর্ব্বতোভাবে চতুর্দ্দিকের অন্ধকার বিনাশ করিতেছে; ইহা বাহিরের ও অভ্যন্তরেরও জ্যোতিঃ-স্বরূপ। তুমি এই দীপ গ্রহণ কর।[২৩৪]

(নৈবেদ্য প্রদান মন্ত্রের অর্থ যথা—) পরমেশ্বর! নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য সমন্বিত এই নৈবেদ্য উত্তম সুস্বাদু। আমি ভক্তি পূর্ব্বক ইহা নিবেদন করিতেছি. তুমি আহার কর।[২৩৫]

(পানীয়জল প্রদান মন্ত্রের অর্থ যথা—) দেব! কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত এই পানীয় জল সকলেরই তৃপ্তিজনক; ইহা অতীব নির্ম্মল; আমি এই জল তোমার পানার্থ অর্পণ করিতেছি, তোমাকে নমস্কার।[২৩৬]

ততঃ কর্পূরখদির-লবঙ্গৈলাদিভির্যুতম্।
তাম্বূলং পুনরাচম্যং দত্ত্বা বন্দনমাচরেৎ ॥ ২৩৭ ॥
উপচারাধারদানে সাধারদ্রব্যমুল্লিখেৎ।
দদ্যাদ্বা পৃথগাধারং তত্তন্নাম সমুচ্চরন্ ॥ ১৩৮ ॥
ইত্থমর্চ্চিতদেবায় দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
সাচ্ছাদনং গৃহং প্রোক্ষ্য পঠেদেনং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৩৯ ॥
গেহ ত্বং সর্ব্বলোকানাং পূজ্যঃ পুণ্যযশঃপ্রদঃ।
দেবতাস্থিতিদানেন সুমেরুসদৃশো ভব ॥ ২৪০ ॥
ত্বং কৈলাসশ্চ বৈকুণ্ঠঃ ত্বং ব্রহ্মভবনং গৃহ।
যত্ত্বয়া বিধৃতো দেবঃ তস্মাত্ত্বং সুরবন্দিতঃ ॥ ২৪১ ॥

এনং কং পঠেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, গেহ ত্বমিত্যাদিনা ॥ ২৪০ । ২৪১ ॥

অনন্তর কর্পূর খদির এলাচি লবঙ্গ প্রভৃতির সহিত তাম্বূল এবং পুর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পুনরাচমনীয় প্রদান করিয়া নমস্কার করিবে।২৩৭

যদি উপচারের সহিত আধার প্রদান করা হয়, তাহা হইলে আধার সহিত দ্রব্যের উল্লেখ করিতে হইবে। অথবা সেই সেই আধারের নাম উল্লেখ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে প্রদান করিবে (৩৬২)।২৩৮

এইরূপে দেবতার পূজা পূর্ব্বক তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আচ্ছাদনের সহিত সেই গৃহ প্রোক্ষণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে 'গেহ ত্বং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।২৩৯ (মন্ত্রার্থ যথা—) গৃহ! তুমি সমুদায় লোকের পূজ্য এবং পুণ্যপ্রদ ও যশঃপ্রদ। তুমি দেবতাকে স্থান দান করিয়া সুমেরুর সদৃশ হও।২৪০ গৃহ! তুমি যখন দেবতাকে ধারণ করিতেছ, তখন তুমিই কৈলাস,

---

(৩৬২)—তন্মন্ত্র যথা। (বীজপাঠ পূর্ব্বক) ইদং সাধারপাদ্যম্ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। এইরূপ 'ইদং সাধারমর্ঘ্যম্', 'ইদং সাধারমাচমনীয়ম্' ইত্যাদি। আধার পৃথক্ উৎসর্গ করিতে হইলে 'এষ পাদ্যাধারঃ', 'এষ নৈবেদ্যাধারঃ', এইরূপ উল্লেখ করিতে হইবে।

যস্য কুক্ষৌ জগৎ সর্ব্বং বরীভর্ত্তি * চরাচরম্।
মায়াবিধৃতদেহস্য তস্য মূর্ত্তেবিধারণাৎ ॥ ২৪২ ॥
দেবমাতৃসমস্ত্বং হি সর্ব্বতীর্থময়স্তথা।
সর্ব্বকামপ্রদো ভূত্বা শান্তিং মে কুরু তে নমঃ ॥ ২৪৩ ॥
ইত্যভ্যর্থ্য ত্রিরভ্যর্চ্চ্য গৃহং চক্রাদিসংযুতম্।
আত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য দদ্যাদ্দেবায় সাধকঃ ॥ ২৪৪ ॥
বিশ্বাবাসায় বাসায় গৃহং তে বিনিবেদিতম্।
অঙ্গীকুরু মহেশান কৃপয়া সন্নিধীয়তাম্ ॥ ২৪৫ ॥

যস্যেত্যাদি। কুক্ষৌ উদরে ॥ ২৪২ ॥ ২৪৩ ॥

ইতীত্যাদি। ইতি গৃহমভ্যর্থ্য ত্রিস্ত্রিবারমভ্যর্চ্চ্য চ সাধকশ্চক্রাদিসংযুতং গৃহমাত্মনঃ কামমুদ্দিশ্য দেবায় দদ্যাৎ ॥ ২৪৪ ॥

বিশ্বেত্যাদি। বিশ্বমাবাসো গৃহং যস্য স বিশ্বাবাসঃ তস্মৈ ॥ ২৪৫ ॥

তুমিই বৈকুণ্ঠ, তুমিই ব্রহ্মভবন; এবং এই নিমিত্তই তুমি দেবতাদিগেরও পূজনীয়।[২৪১] যিনি নিজ কুক্ষিমধ্যে সমুদায় চরাচর জগৎ নিরন্তর ধারণ করিতেছেন, তিনি মায়াময় দেহ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তুমি তাঁহার সেই মূর্ত্তি ধারণ করিতেছ।[২৪২] অতএব তুমি দেবমাতৃসদৃশ এবং সর্ব্বতীর্থময়। তুমি আমার সমুদায় অভিলষিত প্রদান কর; তুমি আমার শান্তি বিধান কর; তোমাকে নমস্কার।[২৪৩]

সাধক চক্রাদি-সমন্বিত গৃহের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তিন বার তাহার অর্চ্চনা করিবে। পরে আপনার কামনা উল্লেখ করিয়া দেবতার উদ্দেশে সেই গৃহ উৎসর্গ করিবে।[২৪৪] (উৎসর্গমন্ত্রের অর্থ যথা—) মহেশ্বর! যদিও তুমি জগতের আবাস, তথাপি তোমার বাসের নিমিত্ত আমি এই গৃহ উৎসর্গ করিলাম; তুমি কৃপা করিয়া প্রতিগ্রহ কর ও এই গৃহে সন্নিধান পূর্ব্বক অধিষ্ঠান কর।[২৪৫]

---

* বরীবর্ত্তি ইতি পাঠান্তরম্।

ইত্যুক্ত্বার্পিতগেহায় দেবায় দত্তদক্ষিণঃ।
শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষৈস্তং স্থাপয়েদ্বেদিকোপরি ॥ ২৪৬॥
স্পৃষ্ট্বা দেবপদদ্বন্দ্বং মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ ।
স্থাঁ স্থীঁ স্থিরো ভবেত্যুক্ত্বা বাসস্তে কল্পিতো ময়া ।
ইতি দেবং স্থিরীকৃত্য ভবনং প্রার্থয়েৎ পুনঃ ॥ ২৪৭ ॥
গৃহ দেবনিবাসায় সর্ব্বথা প্রীতিদো ভব ।
উৎসৃষ্টে ত্বয়ি মে লোকাঃ স্থিরাঃ সন্তু নিরাময়াঃ ॥ ২৪৮ ॥
ত্রিসপ্তাতীতপুরুষান্ ত্রিসপ্তানাগতানপি ।
মাং চ মে পরিবারাংশ্চ দেবধাম্নি নিবাসয় ॥ ২৪৯ ॥

ইতীত্যাদি। ইতি প্রার্থনাবাক্যং দেবং প্রত্যুক্ত্বা অর্পিতং দত্তং গেহং যস্মৈ সোঽর্পিতগেহঃ তস্মৈ অর্পিতগেহায় দেবায় দত্তদক্ষিণঃ সন্ সাধকঃ শঙ্খতূর্য্যাদিঘোষৈস্তং দেবং বেদিকোপরি স্থাপয়েৎ। ২৪৬।

স্পৃষ্ট্বেত্যাদি। ততো দেবপদদ্বন্দ্বং স্পৃষ্ট্বা পূর্ব্বং মূলমন্ত্রসংযুক্তেন স্থাঁ স্থীঁ স্থিরো ভব বাসস্তে কল্পিতো ময়েতি মন্ত্রেণ দেবং স্থিরীকৃত্য পুনর্ভবনং গৃহং প্রার্থয়েৎ ॥ ২৪৭ ।

নন্থ ভবনং প্রতি কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, গৃহ দেবনিবাসায়েত্যাদিনা। উৎসৃষ্টে দত্তে। নিরাময়াঃ উপদ্রবশূন্যাঃ। ২৪৮ ॥ ২৪৯ ॥ ২৫০ ॥

এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবতার উদ্দেশে গৃহ উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণা প্রদানানন্তর শঙ্খ তূর্য্য প্রভৃতির নির্ঘোষ সহকারে সেই দেবতাকে বেদীর উপরিভাগে স্থাপন করিবে।[২৪৬] অনন্তর দেবতার পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক 'স্থাঁ স্থীঁ স্থিরো ভব বাসস্তে কল্পিতো ময়া' অর্থাৎ তুমি এই স্থানে স্থির তর হইয়া থাক; আমি এই গৃহে তোমার বাসস্থান কল্পনা করিলাম; এই মন্ত্র বলিয়া দেবতাকে স্থির করিয়া 'গৃহ দেবনিবাসায়' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার গৃহের নিকট প্রার্থনা করিবে যে,[২৪৭] গৃহ। তুমি দেবতার নিবাস বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রীতিদায়ক হও; আমি তোমাকে উৎসর্গ করিলাম; আমার নিমিত্ত স্বর্গলোকও সুস্থির ও নিরুপদ্রব হউক।[২৪৮] আমার ত্রিসপ্ততিসংখ্য পূর্ব্বপুরুষকে, আমার

যজনাৎ সর্ব্বযজ্ঞানাং সর্ব্বতীর্থনিষেবণাৎ।
যৎ ফলং তৎ ফলং মেঽদ্য জায়তাং ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ২৫০॥
যাবদ্বসুন্ধরা তিষ্ঠেৎ যাবদেতে ধরাধরাঃ।
যাবচ্চিবানিশানাথৌ তাবন্মে বর্ত্ততাং কুলম্॥ ২৫১॥
ইতি প্রার্থ্য গৃহং প্রাজ্ঞঃ পুনর্দেবং সমর্চ্চয়ন্।
দর্পণাদ্যান্যবস্তূনি ধ্বজং চাপি নিবেদয়েৎ॥ ২৫২॥
ততস্তু বাহনং দদ্যাৎ যস্মিন্ দেবে যথোদিতম্।
শিবায় বৃষভং দত্ত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ॥ ২৫৩॥
বৃষভ ত্বং মহাকায়ঃ তীক্ষ্ণশৃঙ্গোঽরিঘাতকঃ।
পৃষ্ঠে বহসি দেবেশং পূজ্যোঽসি ত্রিদশৈরপি॥ ২৫৪॥

যাবদিত্যাদি। ধরাধরাঃ পর্ব্বতাঃ॥ ২৫১॥ ২৫২॥ ২৫৩॥
নন্ বৃষভং প্রতি কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, বৃষভ ত্বমিত্যাদিনা॥ ২৫৪॥

দ্বিসপ্ততিসংখ্য অধস্তন পুরুষকে এবং আমাকে ও আমার পরিবারগণকে দেবলোকে বাস করাও।[২৪৯] সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, সর্ব্বতীর্থে গমন করিলে যে ফল হয়, অদ্য তোমার প্রসাদে আমার সেই সমস্ত ফল হউক।[২৫০] যতকাল পৃথিবী থাকিবে, যতকাল পর্ব্বত সমুদায় থাকিবে, এবং যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, ততকাল আমার বংশ স্থায়ী হউক।[২৫১]

জ্ঞানী ব্যক্তি গৃহের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনর্ব্বার দেবতার পূজা পূর্ব্বক ধ্বজ এবং দর্পণ ছত্র চামর প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু সমুদায় নিবেদন করিবে।[২৫২] অনন্তর যে দেবের যে বাহন বিহিত ও নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই দেবের উদ্দেশে তাহা দান করিবে। যদি শিবপ্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহা হইলে শিবকে বৃষভ দান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 'বৃষভ ত্বং' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে যে,[২৫৩] বৃষভ! তুমি মহাকায় তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও শত্রুসংহারকারী। তুমি দেবদেব মহাদেবকে পৃষ্ঠে বহন কর, সুতরাং দেবগণও তোমার পূজা করিয়া থাকেন।[২৫৪]

ক্ষুরেষু সর্ব্বতীর্থানি রোম্ণি বেদাঃ সনাতনাঃ।
নিগমাগমতন্ত্রাণি দশনাগ্রে বসন্তি তে ॥ ২৫৫ ॥
ত্বয়ি দত্তে মহাভাগ সুপ্রীতঃ পার্ব্বতীপতিঃ।
স্থানং দদাতু কৈলাসে ত্বং মাং পালয় সর্ব্বদা ॥ ২৫৬ ॥
সিংহং দত্ত্বা মহাদেব্যৈ গরুড়ং বিষ্ণবে তথা।
যথা স্তুয়ান্মহেশানি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ২৫৭ ॥
সুরাসুরনিযুদ্ধেষু মহাবলপরাক্রমঃ।
দেবানাং জয়দো ভীমো দনুজানাং বিনাশকৃৎ ॥ ২৫৮ ॥
সদা দেবীপ্রিয়োঽসি ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবপ্রিয়ঃ।
দেব্যৈ সমর্পিতো ভক্ত্যা জহি শত্রূন্নমোঽস্তু তে ॥ ২৫৯ ॥

ক্ষুরেম্বিত্যাদি।০ দশনাগ্রে দন্তাগ্রে ॥ ২৫৫ ॥
ত্বয়ীত্যাদি। সুপ্রীতঃ ভবতু ইতি শেষঃ ॥ ২৫৬ ॥ ২৫৭ ॥
সিংহস্তুতিমেব বিদধাতি, সুরাসুরেত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৫৮ ॥ ২৫৯ ॥

তোমার ক্ষুরচতুষ্টয়ে সমুদায় তীর্থ ও রোমসমুদায়ে সমুদায় সনাতন বেদমন্ত্র, এবং তোমার দশনাগ্রে সমুদায় নিগম আগম ও অন্যান্য তন্ত্র অবস্থিতি করিতেছে।[২৫৫] মহাভাগ! আমি মহাদেবের উদ্দেশে তোমাকে দান করিলাম; এই কারণে ভগবান্ ভবানীপতি প্রীত হইয়া কৈলাসে আমায় স্থানদান করুন। তুমি সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর।[২৫৬]

মহেশ্বরি! এইরূপে মহাদেবীকে সিংহ ও বিষ্ণুকে গরুড় দান করিয়া যেরূপ স্তব করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২৫৭] (সিংহস্তবের অর্থ যথা—) সিংহ! দেবাসুরের সংগ্রাম-কালে তুমি মহাবল ও মহাপরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলে; তোমা হইতেই দেবতাদিগের জয় হইয়াছিল; তুমি দৈত্যদিগের সংহারকারী ও অতীব ভীষণ।[২৫৮] তুমি সর্ব্বদা দেবীর প্রিয়, সুতরাং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও সদাশিবেরও প্রিয়। আমি ভক্তি সহকারে দেবীর নিকট তোমাকে সমর্পণ করিতেছি। তুমি আমার শত্রুদিগকে বিনষ্ট কর; তোমাকে নমস্কার।[২৫৯]

গরুত্মন্ পতগশ্রেষ্ঠ শ্রীপতিপ্রীতিদায়ক।
বজ্রচঞ্চো তীক্ষ্ণনখ তব পক্ষা হিরণ্ময়াঃ।
নমস্তেঽস্তু খগেন্দ্রায় পক্ষিরাজ নমোঽস্তু তে ॥ ২৬০ ॥
যথা করপুটেন ত্বং সংস্থিতো বিষ্ণুসন্নিধৌ।
তথা মামরিদর্পঘ্ন বিষ্ণোরগ্রে নিবাসয় ॥ ২৬১ ॥
ত্বয়ি প্রীতে জগন্নাথঃ প্রীতঃ সিদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ ২৬২ ॥
দেবায় দত্তদ্রব্যাণাং দদ্যাদ্দেবায় দক্ষিণাম্।
তথা কর্ম্মফলঞ্চাপি ভক্ত্যা তস্মৈ সমর্পয়েৎ ॥ ২৬৩ ॥
নৃত্যৈগীতৈশ্চ বাদিত্রৈঃ সামাত্যঃ সহবান্ধবঃ।
বেশ্মপ্রদক্ষিণং কৃত্বা দেবং নত্বাশয়েদ্দ্বিজান্ ॥ ২৬৪ ॥

অথ গরুড়স্তুতিং বিদধাতি, গরুত্মন্নিত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ। গরুত্মন্ গরুড় পতগশ্রেষ্ঠ ॥ ২৬০ ॥ ২৬১ ॥ ২৬২ ॥

দেবায় ইত্যাদি। তস্মৈ দেবায় ॥ ২৬৩ ॥

নৃত্যৈরিত্যাদি। আশয়েৎ ভোজয়েৎ॥ ২৬৪ ॥ ২৬৫ ॥ ২৬৬ ॥ ২৬৭ ॥ ২৬৮ ॥

(বিষ্ণুর নিকট গরুড়-প্রদানকালে গরুড়ের যেরূপ স্তব করিতে হইবে, তাহার অর্থ যথা—) গরুড়! তুমি পক্ষীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তুমি শ্রীপতি বিষ্ণুর প্রীতিদায়ক; তোমার চঞ্চু বজ্রের সদৃশ দৃঢ়; তোমার নখ সকল সুতীক্ষ্ণ; তোমার পক্ষগুলি সুবর্ণময়। খগেন্দ্র! তোমাকে নমস্কার; পক্ষিরাজ! তোমাকে নমস্কার।[২৬০] তুমি শত্রুদিগের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া থাক। তুমি বিষ্ণুর সম্মুখে যে ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতেছ; আমাকেও বিষ্ণুর সম্মুখে ঐরূপ করিয়া রাখ।[২৬১] এক্ষণে তুমি প্রীত হইলেই জগন্নাথ প্রীত হইয়া সিদ্ধি প্রদান করিবেন।[২৬২]

যে দেবতাকে যে দ্রব্য প্রদান করিবে, সেই দেবতার প্রীতির নিমিত্ত সেই দেবতাকে সেই দ্রব্য দানের দক্ষিণাও প্রদান করিতে হইবে; এবং ভক্তি সহকারে সেই পূজিত দেবতাতে কর্মফল সমুদায়ও সমর্পণ করিবে।[২৬৩] অনন্তর অমাত্যগণের সহিত ও বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া, নৃত্য গীত বাদ্য সহকারে গৃহ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দেবতাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।[২৬৪]

দেবাগারপ্রতিষ্ঠায়াং য এষ কথিতঃ ক্রমঃ ।
আরামসেতুসংক্রাম-শাখিনামীরিতোঽপি সঃ ॥ ২৬৫ ॥
বিশেষেণাত্র কৃত্যেষু পূজ্যো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।
পূজাহোমৌ তথা সর্ব্বং গৃহদানবিধানবৎ ॥ ২৬৬ ॥
অপ্রতিষ্ঠিতদেবায় নৈব দদ্যাৎ গৃহাদিকম্ ।
প্রতিষ্ঠিতেঽর্চ্চিতে দেবে পূজাদানং বিধীয়তে ॥ ২৬৭ ॥
অথ তত্র শ্রীমদাদ্যা-প্রতিষ্ঠাক্রম উচ্যতে ।
যেন প্রতিষ্ঠিতা দেবী তূর্ণং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৬৮ ॥
তদ্দিনে সাধকঃ প্রাতঃ স্নাতঃ শুচিরুদঙ্মুখঃ ।
সংকল্পং বিধিবৎ কৃত্বা যজেদ্বাস্তীশ্বরং ততঃ ॥ ২৬৯ ॥
গ্রহদিক্‌পতিহেরম্বা-দ্যর্চ্চনং পিতৃকর্ম্ম চ ।
বিধায় সাধকৈর্বিপ্রৈঃ প্রতিমাসন্নিধিং ব্রজেৎ ॥ ২৭০ ॥

শ্রীমদাদ্যাপ্রতিষ্ঠাক্রমমেবাহ, তদ্দিনে সাধক ইত্যাদিনা । তদ্দিনে শ্রীমদাদ্যা-প্রতিষ্ঠাদিনে ॥ ২৬৯ ॥

গ্রহদিক্‌পতীত্যাদি । হেরম্বো গণেশঃ ॥ ২৭০ ॥

দেবগৃহ-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে এই যে বিধি কথিত হইল, আরাম-প্রতিষ্ঠা সেতুপ্রতিষ্ঠা সংক্রমপ্রতিষ্ঠা ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা স্থলেও তাহা প্রযোজিত হইবে ।[২৬৫] পরন্তু এই সমুদায় স্থলে সনাতন বিষ্ণুর বিশেষরূপ পূজা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত পূজা হোম প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যই গৃহপ্রতিষ্ঠার ন্যায় হইবে ।[২৬৬] অপ্রতিষ্ঠিত দেবতার উদ্দেশে গৃহাদি উৎসর্গ করিবে না। প্রতিষ্ঠিত এবং অর্চ্চিত দেবতার উদ্দেশেই গৃহাদি উৎসর্গ ও পূজাদি বিধিবিহিত হইয়াছে ।[২৬৭]

এক্ষণে শ্রীমদাদ্যাকালী-প্রতিষ্ঠার ক্রম বলিতেছি। এইরূপে প্রতিষ্ঠিতা হইলে দেবী অতি ত্বরায় অভিলষিত ফল প্রদান করেন। [২৬৮] প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রাতঃকালে সাধক স্নান পূর্ব্বক বিশুদ্ধাচার হইয়া উত্তরমুখে উপবেশন পূর্ব্বক যথাবিধানে সঙ্কল্প করিয়া বাস্তুদেবের পূজা করিবেন ।[২৬৯] পরে তিনি

প্রতিষ্ঠিতগৃহে যদ্বা কুত্রচিৎ শোভনস্থলে।
আনীয়ার্চ্চামর্চ্চয়িত্বা স্নাপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৭১ ॥
ভস্মনা প্রথমং স্নানং ততো বল্মীকমৃৎস্নয়া।
বরাহদন্তিদন্তোথ-মৃত্তিকাভিস্ততঃ পরম্‌।
বেশ্যাদ্বারমৃদা চাপি প্রদ্যুম্নহ্রদজাতয়া ॥ ২৭২ ॥
ততঃ পঞ্চকষায়েণ পঞ্চপুষ্পৈস্ত্রিপত্রকৈঃ।
কারয়িত্বা গন্ধতৈলৈঃ স্নাপয়েৎ প্রতিমাং সুধীঃ ॥ ২৭৩ ॥

প্রতিষ্ঠিতেত্যাদি। ততঃ সাধকোত্তমঃ প্রতিষ্ঠিতগৃহে কুত্রচিচ্ছোভনস্থানে বা অর্চ্চাং প্রতিমামানীয়ার্চ্চয়িত্বা চ স্নাপয়েৎ ॥ ২৭১ ॥

নহু কেন দ্রব্যেণ প্রতিমাং স্নাপয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, ভস্মনেত্যাদিনা ॥ ২৭২ ॥ ২৭৩ ॥

গ্রহগণের দশদিক্‌পালের ও গণেশাদি পঞ্চদেবতার অর্চনা পূর্ব্বক আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সমাধান করিয়া ভগবতীর আরাধনায় অনুরক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রতিমা-সন্নিধানে গমন করিবেন।[২৭০] কোন প্রতিষ্ঠিত গৃহেই হউক অথবা অন্য কোন পবিত্র মনোহর স্থানেই হউক, সাধকশ্রেষ্ঠ প্রতিমা আনয়ন পূর্ব্বক পূজা করিয়া (নিম্নোক্ত বিধানানুসারে) স্নান করাইবেন।[২৭১] এই স্নানের সময় প্রথমতঃ ভস্ম দ্বারা স্নান করাইয়া, পরে বল্মীক মৃত্তিকা দ্বারা, তৎপরে বরাহদন্তোত্থাপিত ও হস্তিদন্তোত্থাপিত মৃত্তিকা দ্বারা, তৎপরে বেশ্যা-দ্বার-স্থিত মৃত্তিকা দ্বারা (৩৬৩), তৎপরে প্রদ্যুম্নহ্রদের মৃত্তিকা দ্বারা (৩৬৪),[২৭২] পরে (পশ্চাদুক্ত) পঞ্চকষায় দ্বারা, পরে (পশ্চাদুক্ত) পঞ্চ পুষ্প দ্বারা, তৎপরে (পশ্চাদুক্ত) ত্রিপত্র দ্বারা, সাধক প্রতিমাকে স্নান করাইয়া পশ্চাৎ সুগন্ধ তৈল দ্বারা স্নান করাইবে।[২৭৩]

---

(৩৬৩)—এস্থলে বেশ্যাদ্বার শব্দে বারবিলাসিনীর দ্বার নহে; পূর্ণাভিষিক্তা শক্তির দ্বার। পূর্ণাভিষিক্তা শক্তিকেই পরমসাধ্বী ও বেশ্যা বলা যায়। ৭২৩ পৃষ্ঠায় ৩৪৭ সংখ্যা টিপ্পনীতে বেশ্যার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

(৩৬৪)—প্রদ্যুম্নহ্রদের মৃত্তিকা কি, জানিতে ইচ্ছা হইলে, নিজ গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা বলিব না।

বাট্যালবদরীজম্বু-বকুলাঃ শাল্মলী তথা।
এতে নিগদিতাঃ স্নানে কষায়াঃ পঞ্চভূরুহাঃ॥ ২৭৪॥
করবীরং তথা জাতী চম্পকং সরসীরুহম্।
পাটলীকুসুমঞ্চাপি পঞ্চপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ২৭৫॥
বর্ব্বরাতুলসীবিল্বং পত্রত্রয়মুদাহৃতম্॥ ২৭৬॥
এতেষু প্রোক্তদ্রব্যেষু জলযোগো বিধীয়তে।
পঞ্চামৃতে গন্ধতৈলে তোয়যোগং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৭৭॥
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং মূলমুচ্চরন্।
এতদ্দ্রব্যস্থ তোয়েন স্নাপয়ামি নমো বদেৎ॥ ২৭৮॥

নমু কৈঃ পঞ্চকষায়ৈঃ কৈঃ পঞ্চপুষ্পৈস্ত্রিপত্রকৈশ্চ কৈঃ প্রতিমাং স্নাপয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, বাট্যালেত্যাদিনা॥ ২৭৪॥ ২৭৫॥ ২৭৬॥

নমু কেবলৈর্ভস্মাদিভিঃ প্রতিমাং স্নাপয়েজ্জলসংযুক্তৈর্বা ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—এতেষিত্যাদিনা॥ ২৭৭॥

নমু কেন মন্ত্রো ভস্মাদিভিঃ প্রতিমাং স্নাপয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, সব্যাহৃতিমিত্যাদিনা। পূর্ব্বং সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীমুচ্চরন্ ততো মূলং মন্ত্রমুচ্চরন্ তত এতদ্দ্রব্যস্থ তোয়েন স্নাপয়ামি নম ইতি বদেৎ। অনেনৈব মন্ত্রেণ জলসংযুক্তৈঃ ভস্মাদিভিঃ প্রতিমাং স্নাপয়েৎ॥ ২৭৮॥

বাট্যাল (বেড়েলা), বদরী, জম্বু, বকুল ও শাল্মলী, এই পঞ্চ বৃক্ষের ক্বাথকে পঞ্চকষায় বলে। এই পঞ্চ কষায় দ্বারা দেবীকে স্নান করাইতে হয়।[২৭৪] করবীরপুষ্প, জাতিপুষ্প (চামেলিফুল), চম্পকপুষ্প, পদ্ম ও পাটলীপুষ্প (পারুলফুল), এই সমুদায়কে পঞ্চপুষ্প বলা যায়।[২৭৫] বর্ব্বরাপত্র (বাবুই তুলসী), তুলসীপত্র ও বিল্বপত্র, ইহাদিগকে ত্রিপত্র বলা হইয়া থাকে।[২৭৬] এস্থলে উল্লিখিত সমুদায় দ্রব্যের সহিত জল সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে; পরন্তু পঞ্চামৃতের (৩৬৫) সহিত ও সুগন্ধি তৈলের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া দিবে না।[২৭৭]

প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'এতদ্দ্রব্যস্থ তোয়েন স্নাপয়ামি নমঃ' অর্থাৎ এই দ্রব্যের জল দ্বারা তোমাকে স্নান

---

(৩৬৫)—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা এই পাঁচটিকে পঞ্চামৃত বলে।

ততঃ প্রাগুক্তবিধিনা দুগ্ধাদ্যৈরষ্টভির্ঘটৈঃ।
কবোষ্ণসলিলৈশ্চাপি স্নাপয়েৎ প্রতিমাং বুধঃ ॥ ২৭৯ ॥
সিতগোধূমচূর্ণেন তিলকল্কেন বা শিবাম্।
শালিতণ্ডুলচূর্ণেন মার্জ্জয়িত্বা বিরুক্ষয়েৎ ॥ ২৮০ ॥
তীর্থাম্ভসামষ্টঘটৈঃ স্নাপয়িত্বা সুবাসসা।
সংমার্জ্জিতাঙ্গীং প্রতিমাং পূজাস্থানং সমানয়েৎ ॥ ২৮১ ॥

তত ইত্যাদি। কবোষ্ণসলিলৈঃ ঈষদুষ্ণৈর্জলৈঃ। ২৭৯। ২৮০। ২৮১।

করাইতেছি, (এই বলিয়া "এতৎদ্রব্যস্থ" এই স্থলে তত্তদ্দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিয়া স্নান করাইবে) (৩৬৬)।[২৭৮] অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্ব্বকথিত বিধানানুসারে পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধাদিপূর্ণ (১৯০ হইতে ১৯৭ শ্লোক) অষ্টঘট দ্বারা এবং ঈষদুষ্ণ সলিল দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইবে।[২৭৯] পরে সিতগোধূমচূর্ণ অর্থাৎ দুধেগমের ময়দা দ্বারা, তিলকল্ক অর্থাৎ তিলের খইল দ্বারা অথবা হৈমন্তিক ধান্যের তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা প্রতিমা মার্জ্জিত করিয়া, নির্ম্মল করিবে।[২৮০] অনন্তর অষ্টকলস তীর্থসলিল দ্বারা স্নান করাইয়া উত্তম বস্ত্র দ্বারা পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক ঐ প্রতিমা পূজাস্থানে লইয়া যাইবে।[২৮১] যদি কেহ ঈদৃশ অনুষ্ঠানে অশক্ত হয়েন, তাহা হইলে সাধকশ্রেষ্ঠ ভক্তিপূর্ব্বক কেবল পঞ্চবিংশতি-কলশ বিশুদ্ধ সলিল

(৩৬৬)। স্নানকালে প্রয়োগ এইরূপ হইবে। যথা,—"ভস্মতোয়েন স্নাপয়ামি নমঃ"। এইরূপ ভস্মতোয়েন এই বাক্যের পরিবর্ত্তে যথাযথ বল্মীকমৃত্তিকাতোয়েন, বরাহদন্তোত্থমৃত্তিকাতোয়েন, হস্তিদন্তোত্থমৃত্তিকাতোয়েন, বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকাতোয়েন, প্রদ্যুম্নহ্রদজাতমৃত্তিকাতোয়েন, পঞ্চকষায়-তোয়েন, পঞ্চপুষ্পতোয়েন, ত্রিপত্রতোয়েন, গন্ধতৈলেন, দুগ্ধেন, দধ্না, মধুনা, হবিষা, শর্করাতোয়েন, নারিকেলোদকেন, ইক্ষুরসেন, কর্পূরাগুরুকাশ্মীর-কস্তুরীচন্দনোদকেন, (এই দুগ্ধাদি অষ্টকলসে স্নানকালে ১৯০ শ্লোক হইতে ১৯৭ শ্লোক পর্য্যন্ত আটটি মন্ত্র ক্রমশঃ যথাযথ আদিতে পাঠ করিয়া পশ্চাৎ এইস্থলে কথিত মন্ত্রে স্নান করাইতে হইবে।) এবং কবোষ্ণসলিলেন, এইরূপ বাক্য তত্তৎস্থলে উল্লেখ করিতে হইবে। এবং তীর্থ সলিল দ্বারা স্নানকালে 'প্রথমঘটস্থতীর্থসলিলেন' এইরূপ বাক্য বসাইতে হইবে। স্মৃতিতে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে স্নান দ্রব্যের পরিমাণ ৩৬০ তিনশত ষাট তোলা বা /৪।০ সাড়ে চারসের হইবে। তন্ত্রোক্ত দ্রব্য বিশেষে ইহা অসম্ভব।

অশক্তৌ শুদ্ধতোয়ানাং পঞ্চবিংশতিসংখ্যকৈঃ।
কলসৈঃ স্নাপয়েদর্চ্চাং ভক্ত্যা সাধকসত্তমঃ॥ ২৮২॥
স্নানে স্নানে মহাদেব্যাঃ শক্ত্যা পূজনমাচরেৎ॥ ২৮৩॥
ততো নিবেশ্য প্রতিমাম্ আসনে সুপরিস্কৃতে।
পাদ্যার্ঘ্যাদ্যৈরভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রার্থয়েদ্বিহিতাঞ্জলিঃ॥ ২৮৪॥
নমস্তে প্রতিমে তুভ্যং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতে।
নমস্তে দেবতাবাসে ভক্তাভীষ্টপ্রদে নমঃ॥ ২৮৫॥
ত্বয়ি সংপূজয়ামাদ্যাং পরমেশীং পরাৎপরাম্।
শিল্পদোষাবশিষ্টাঙ্গং সম্পন্নং কুরু তে নমঃ॥ ২৮৬॥
ততস্তৎপ্রতিমামূর্দ্ধ্নি পাণিং বিন্যস্য বাগ্‌যতঃ।
অষ্টোত্তরশতং মূলং জপ্ত্বা গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ॥ ২৮৭॥

অশক্তাবিত্যাদি। অর্চ্চাং প্রতিমাম্॥ ২৮২॥ ২৮৩॥ ২৮৪॥
ননু প্রতিমাং প্রতি কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, নমস্তে প্রতিমে তুভ্যমিত্যাদিনা॥ ২৮৫॥ ২৮৬॥ ২৮৭॥

দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইবেন।[২৮২] ফলতঃ, প্রত্যেক স্নানের পর যথাশক্তি উপচারে মহাদেবীর পূজা করিতে হইবে।[২৮৩]

অনন্তর সুপরিষ্কৃত আসনে প্রতিমাকে সংস্থাপন পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া 'নমস্তে' ইত্যাদি মন্ত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে যে,[২৮৪] (মন্ত্রার্থ,—) প্রতিমে! তুমি বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। তুমি দেবতার আবাস; তোমাকে নমস্কার। তুমি ভক্তবৃন্দকে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার।[২৮৫] প্রতিমে! আমি তোমাতে পরাৎপরা পরমেশ্বরী আদ্যা কালিকার পূজা করিতেছি। শিল্পদোষে যদি তোমার কোন অঙ্গবৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা তুমি সম্পূর্ণ করিয়া দাও, তোমাকে নমস্কার।[২৮৬]

অনন্তর বাক্য সংযম পূর্ব্বক প্রতিমার মস্তকের উপরি হস্ত বিন্যাস করিয়া একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে প্রতিমার গাত্র স্পর্শ করিয়া[২৮৭]

ষড়ঙ্গমাতৃকান্যাসং প্রতিমাঙ্গে প্রবিন্যসন্।
ষড় দীর্ঘভাজা মূলেন ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥ ২৮৮ ॥
তারমায়ারমাদ্যৈশ্চ নমোঽন্তৈর্বিন্দুসংযুতৈঃ।
অষ্টবর্গৈর্দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাসং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৮৯ ॥
মুখে স্বরান্ কবর্গঞ্চ কণ্ঠদেশে ন্যসেদ্‌বুধঃ।
চবর্গমুদরে দক্ষ-বাহৌ টাদ্যক্ষরাণি চ ॥ ২৯০ ॥

ষড়ঙ্গেত্যাদি। ততঃ পূর্ব্ববিধিনা প্রতিমাঙ্গে ষড়ঙ্গমাতৃকান্যাসং প্রবিন্যসন্ সাধকঃ ষড় দীর্ঘভাজা মূলেন মন্ত্রেণাপি প্রতিমাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ কুর্য্যাৎ। ২৮৮।

তারেত্যাদি। ততঃ তারমায়ারমাদ্যৈঃ ওঁকারহ্রীঁশ্রীমাদ্যৈর্নমোঽন্তৈর্বিন্দুসংযুতৈরনুস্বারসহিতৈঃ অষ্টবর্গৈর্দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাসং প্রকল্পয়েৎ কুর্য্যাৎ ॥ ২৮৯ ॥

নহু কস্মিন্ কস্মিন্ দেবতাঙ্গে কং কং বর্গং ন্যসেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, মুখে স্বরানিত্যাদিনা ॥ ২৯০ ॥ ২৯১ ॥ ২৯২ ॥

প্রতিমার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস ও মাতৃকান্যাস (৩৬৭) করিবে। পরন্তু ষড়ঙ্গন্যাস করিবার সময় মূলমন্ত্রে আ ঈ ঊ ঐ ঔ অঃ, এই ছয়টি দীর্ঘস্বর যোগ করিতে হইবে (৩৬৮)।[২৮৮] অনন্তর প্রণব মায়া ও রমা উচ্চারণ পূর্ব্বক বিন্দুযুক্ত অষ্টবর্গের অক্ষর পাঠ করিয়া পরে 'নমঃ' এই পদ উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাস [বর্ণন্যাস] করিবে (৩৬৯)।[২৮৯] দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাস [বর্ণন্যাস] করিবার সময় জ্ঞানী ব্যক্তি দেবতার মুখে অবর্গ অর্থাৎ স্বরবর্ণ, কণ্ঠদেশে কবর্গ, উদরে চবর্গ, দক্ষিণ হস্তে টবর্গ,[২৯০] বাম হস্তে তবর্গ, দক্ষিণ উরুতে পবর্গ, বাম উরুতে যবর্গ অর্থাৎ য র ল ব, এবং মস্তকে শবর্গ অর্থাৎ শ ষ স হ ক্ষ ন্যাস

(৩৬৭)—মাতৃকান্যাস ২০১ পৃষ্ঠা ৯২ সংখ্য টিপ্পনীতে আছে।

(৩৬৮)—ষড়ঙ্গন্যাস-মন্ত্র যথা। ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রূঁ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈঁ কবচায় হুঁ। ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম অস্ত্রায় ফট্।

(৩৬৯)—বর্ণন্যাস যথা। হৃদয়ে, অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং। দক্ষিণহস্তে, এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং। বামহস্তে, ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং। দক্ষিণপাদে, ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং। বামপাদে, মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং। এই

তবর্গঞ্চ বামবাহৌ দক্ষবামোরুযুগ্ময়োঃ।
পবর্গঞ্চ যবর্গঞ্চ শবর্গং মস্তকে ন্যসেৎ। ২৯১ ॥
বর্ণন্যাসং বিধায়েত্থং তত্ত্বন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ২৯২ ॥
পাদয়োঃ পৃথিবীতত্ত্বং তোয়তত্ত্বঞ্চ লিঙ্গকে।
তেজস্তত্ত্বং নাভিদেশে বায়ুতত্ত্বং হৃদম্বুজে ॥ ২৯৩ ॥
আস্যে গগনতত্ত্বঞ্চ চক্ষুষো রূপতত্ত্বকম্।
ঘ্রাণয়োর্গন্ধতত্ত্বঞ্চ শব্দতত্ত্বং শ্রুতিদ্বয়ে ॥ ২৯৪ ॥

নন্থ কস্মিন্ কস্মিন্ দেবতাঙ্গে কিং কিং তত্ত্বং ন্যসেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, পাদয়োঃ পৃথিবীতত্ত্বমিত্যাদিনা ॥ ২৯৩ ॥ ২৯৪ । ২৯৫ ॥ ২৯৬ ॥

করিবেন (৩৭০)।[২৯১] এইরূপে দেবতাঙ্গে বর্ণন্যাস [বর্গন্যাস] করিয়া তত্ত্বন্যাস করিবে।[২৯২] দেবতার চরণদ্বয়ে পৃথিবীতত্ত্ব, যোনিতে তোয়তত্ত্ব, নাভিদেশে তেজস্তত্ত্ব, হৃদয়কমলে বায়ুতত্ত্ব,[২৯৩] মুখে আকাশতত্ত্ব, নয়নদ্বয়ে রূপতত্ত্ব, নাসিকাদ্বয়ে গন্ধতত্ত্ব, কর্ণদ্বয়ে শব্দতত্ত্ব,[২৯৪] রসনাতে রসতত্ত্ব, ত্বক্‌সমুদায়ে স্পর্শতত্ত্ব, ভ্রূমধ্যে

সমুদায় বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণের পূর্ব্বে 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' এবং অন্তে 'নমঃ' পদ যোগ করিয়া ন্যাস করিতে হইবে।

এই যে বর্ণন্যাস কথিত হইল; প্রায় সমুদায় তন্ত্রেই সমুদায় দেবপূজাতেই, বিশেষতঃ আদ্যাকালিকার পূজাতে এইরূপ ষড়ঙ্গে বর্ণন্যাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এখানে মূলে যে বর্ণন্যাস কথিত হইয়াছে; তাহা বোধ হয় 'বর্ণন্যাস' নহে, 'বর্গন্যাস'। লেখক-প্রমাদে 'র্গ' এই অক্ষর 'র্ণ' হইয়া পড়িয়াছে। টীকাতেও (২৯০ শ্লোকে) 'কং কং বর্গং ন্যসেৎ' এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত বর্ণন্যাস করিয়া পশ্চাৎ বর্গন্যাস অথবা বিশেষ বর্ণন্যাস করা কর্ত্তব্য।

(৩৭০)—এই বর্ণন্যাস অর্থাৎ বিশেষ বর্ণন্যাস অথবা বর্গন্যাস করিবার সময় প্রত্যেক বর্ণে অনুস্বার যোগ ও আদিতে 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ' এবং অন্তে 'নমঃ' শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা। মুখে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ নমঃ। কণ্ঠদেশে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কং খং গং ঘং ঙং নমঃ। উদরে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চং ছং জং ঝং ঞং নমঃ। দক্ষিণহস্তে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ টং ঠং ডং ঢং ণং নমঃ। বামহস্তে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ তং থং দং ধং নং নমঃ। দক্ষিণ উরুতে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পং ফং বং ভং মং নমঃ। বাম উরুতে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ যং রং লং বং নমঃ। মস্তকে ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শং ষং সং হং ক্ষং নমঃ।

জিহ্বায়াং রসতত্ত্বঞ্চ স্পর্শতত্ত্বং ত্বচি ন্যসেৎ।
মনস্তত্ত্বং ভ্রুবোর্মধ্যে সহস্রদলপঙ্কজে ॥ ২৯৫ ॥
শিবতত্ত্বং জ্ঞানতত্ত্বং পরতত্ত্বং তথোরসি।
জীবপ্রকৃতিতত্ত্বে চ বিন্যসেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
মহত্তত্ত্বমহঙ্কার-তত্ত্বং সর্ব্বাঙ্গকে ক্রমাৎ ॥ ২৯৬ ॥
তারমায়ারমাদ্যেন ঙেনমোঽন্তেন বিন্যসেৎ ॥ ২৯৭ ॥
সবিন্দুমাতৃকাবর্ণ-পুটিতং মূলমুচ্চরন্।
নমোঽন্তং মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাসং প্রযোজয়েৎ ॥ ২৯৮ ॥

নমু কেন মন্ত্রেণ পৃথিবীতত্ত্বাদিকং পাদাদৌ ন্যসেদিত্যপেক্ষায়ামাহ, তারে-ত্যাদিনা। তারমায়ারমাদ্যেন ওঁহ্রীঁশ্রীমাদিনা নমোঽন্তেন চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত-পৃথিবীতত্ত্বাদিনা মন্ত্রেণ পৃথিবীতত্ত্বাদিকং পাদাদৌ বিন্যসেৎ ॥ ২৯৭ ॥

সবিন্দ্বিত্যাদি। ততঃ সবিন্দুমাতৃকাবর্ণপুটিতং সানুস্বারৈর্মাতৃকাবর্ণৈরাদা-বন্তে চ সংযুক্তং নমোঽন্তং মূলং মন্ত্রমুচ্চরন্ মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাসং প্রযোজয়েৎ বিদন্যাৎ ॥ ২৯৮ ॥

মনস্তত্ত্ব, ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত সহস্রদলকমলে[২৯৫] শিবতত্ত্ব জ্ঞানতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব এবং হৃদয়ে জীবতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব ন্যাস করিবে। পরে সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাঙ্গে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব ন্যাস করিবে।[২৯৬] এই সমুদায় ন্যাস করিবার সময় প্রণব মায়া ও রমা বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত তত্ত্বপদ (তত্ত্বায়) পাঠ করিয়া পরিশেষে 'নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিবে (৩১১)।[২৯৭]

পরে বিন্দুযুক্ত এক এক মাতৃকাবর্ণপুটিত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'নমঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মাতৃকাস্থানে মন্ত্রন্যাস করিবে (৩১২)।[২৯৮]

---

(৩১১)—যথা। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পৃথিবীতত্ত্বায় নমঃ। ওঁ হ্রীঁ শ্রী তোয়তত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদি।

(৩১২)—যথা। অং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা অং নমো ললাটে। আং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা আং নমো মুখে। ইং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা ইং নমঃ দক্ষিণচক্ষুষি। এইরূপ যথাক্রমে একপঞ্চাশৎ বর্ণ পুটিত করিয়া ন্যাস করিতে হইবে।

কোন্ স্থানে কোন্ বর্ণের ন্যাস হইবে এবং তাহার মুদ্রা কিরূপ অর্থাৎ কোন্ অঙ্গুলির সহিত কোন্ অঙ্গুলির যোগ বা কোন্ অঙ্গুলি দ্বারা কোন্ স্থান স্পর্শ করিতে হইবে, তাহা এই পুস্তকের

সর্ব্বযজ্ঞময়ং তেজঃ সর্ব্বভূতময়ং বপুঃ।
ইয়ং তে কল্পিতা মূর্ত্তিঃ অত্র ত্বাং স্থাপয়াম্যহম্ ॥ ২৯৯ ।
ততঃ পূজাবিধানেন ধ্যানমাবাহনাদিকম্ ।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সম্পাদ্য পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ॥ ৩০০ ॥
দেবগেহপ্রদানে তু যে যে মন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ।
ত এবাত্র প্রয়োক্তব্যা মন্ত্রলিঙ্গেন পূজনে ॥ ৩০১ ॥
বিধিবৎ সংস্কৃতে বহ্নৌ অর্চ্চিতেভ্যোঽর্চ্চিতাহুতিঃ।
আবাহ্য দেবীং সম্পূজ্য জাতকর্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ৩০২ ॥

সর্ব্বযজ্ঞেত্যাদি। ততঃ সর্ব্বযজ্ঞময়ং তেজ ইত্যাদিনা দেবীং প্রার্থয়েৎ। বপুঃ ভবেতি শেষঃ। ২৯৯ ॥ ৩০০ ॥ ৩০১ ॥ ৩০২ ॥ ৩০৩ ॥

(অনন্তর দেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে যে,) যদিও তোমার তেজ সর্ব্ব-যজ্ঞময় ও তোমার শরীর সর্ব্বভূতময়, তথাপি আমি তোমার এই মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ইহাতে তোমাকে স্থাপন করিতেছি।[২৯৯] পরে পূর্ব্বকথিত পূজার বিধান অনুসারে ধ্যান আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া সেই পরম দেবতার পূজা করিবে।[৩০০]

দেবগৃহপ্রতিষ্ঠার সময় যে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, এস্থলেও সেই সেই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। পরন্তু পূজাকালে বীজমন্ত্র ও লিঙ্গভেদে যথাযথ বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে (৩৭৩) [৩০১] অনন্তর যথাবিধানে অগ্নিসংস্কার করিয়া তাহাতে অর্চ্চিত দেবগণের উদ্দেশে অর্চ্চিত আহুতি প্রদান করিবে। পরে যথাবিধানে অগ্নিতে দেবীর আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিয়া জাতকর্ম্মাদি ষট্‌সংস্কার সম্পাদন করিতে হইবে।[৩০২] জাতকর্ম্ম প্রভৃতি ষড়্‌বিধ সংস্কার সদাশিব উল্লেখ

পঞ্চম উল্লাসে ২০১ পৃষ্ঠার ৯২ সংখ্যা টিপ্পনীতে মাতৃকান্যাস প্রয়োগ স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে পাঠকমহাশয় অনায়াসেই এই ন্যাস করিতে সমর্থ হইবেন।

(৩৭৩)—শিব প্রভৃতির বীজমন্ত্র স্থলে আদ্যাকালিকার বীজ মন্ত্র এবং পুংলিঙ্গাদি পদের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলিঙ্গ পদ ব্যবহার করিতে হইবে।

জাতনাম্নী নিষ্ক্রমণম্ অন্নপ্রাশনমেব চ।
চূড়োপনয়নং চৈতে ষট্ সংস্কারাঃ শিবোদিতাঃ॥ ৩০৩॥
প্রণবং ব্যাহৃতিং চৈব গায়ত্রীং মূলমন্ত্রকম্।
নামসম্বোধনং তে জাতকর্ম্মাদিনাম চ॥ ৩০৪॥
সম্পাদয়াম্যগ্নিকান্তাং সমুচ্চার্য্য বিধানবিৎ।
পঞ্চ পঞ্চাহুতীর্দদ্যাৎ প্রতিসংস্কারকর্ম্মণি॥ ৩০৫॥
দত্তনাম্নাহুতিশতং মূলোচ্চারণপূর্ব্বকম্।
দেব্যৈ দদ্যাহুতেরংশং প্রতিমামূর্দ্ধ্নি নিঃক্ষিপেৎ॥ ৩০৬॥

নন্থ কেন মন্ত্রেণ জাতকর্ম্মাদয়ঃ ষট্সংস্কারাঃ সাধনীয়া ইত্যাহ, প্রণবমিত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন। প্রণবমোঙ্কারং ততো ব্যাহৃতিং ভূরাদিং ততো গায়ত্রীং ততো মূলমন্ত্রং ততঃ নামস্বাভিধানমামন্ত্রসহিতদেবীনাম তত্তত্তে ইতি পদং

করিয়াছেন যথা, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, ও উপনয়ন।৩০৩ (কোন্ মন্ত্র দ্বারা এই ষট্ সংস্কার করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে—) প্রথমে প্রণব, ব্যাহৃতি, গায়ত্রী, মূলমন্ত্র ও সম্বোধনান্ত নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক 'তে' অর্থাৎ তোমার এই পদ উচ্চারণ করিয়া জাতকর্ম্মাদির নাম কীর্ত্তন করিবে।৩০৪, পরে বিধানজ্ঞ ব্যক্তি 'সম্পাদয়ামি স্বাহা' এই পদ উচ্চারণ করিয়া প্রত্যেক সংস্কারে পাঁচবার করিয়া আহুতি প্রদান করিবে (৩১৪)।৩০৫ অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রদত্ত নাম দ্বারা দেবীর উদ্দেশে (অষ্টোত্তর) শত

---

(৩১৪)—যথা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা শ্রীমদাদ্যে কালিকে তে জাতকর্ম্ম সম্পাদয়ামি স্বাহা। এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পাঁচবার আহুতি প্রদান করিবে। নামকরণের সময় 'জাতকর্ম্ম' এই পদের পরিবর্ত্তে 'নামকরণং' এই পদ বসাইবে। এইরূপে ষট্কর্ম্মেই কেবল সংস্কারের নাম পরিবর্ত্তন করিতে হইবে মাত্র।

প্রায়শ্চিত্তাদিভিঃ শেষং কর্ম্ম সম্পাদয়ন্ সুধীঃ।
ভোজয়েৎ সাধকান্ বিপ্রান্ দীনানাথাংশ্চ তোষয়েৎ ॥৩০৭॥
উক্তকর্ম্মস্বশক্তশ্চেৎ পাথসাং সপ্তভির্ঘটৈঃ।
স্নাপয়িত্বার্চ্চয়ন্ শক্ত্যা শ্রাবয়েন্নাম দেবতাম্ ॥ ৩০৮ ॥
ইতি তে শ্রীমদাদ্যায়াঃ প্রতিষ্ঠা কথিতা প্রিয়ে।
এবং দুর্গাদিবিদ্যানাং মহেশাদিদিবৌকসাম্ ॥ ৩০৯ ॥

ততো জাতকর্ম্মাদিনাম ততঃ সম্পাদয়ামীতি পদং ততোঽগ্নিকান্তাং স্বাহেতি

আহুতি প্রদান করিবে (৩৭৫)। পরন্তু আহুতি প্রদানের সময় প্রত্যেক হুতশেষ দেবীর মস্তকে নিঃক্ষিপ্ত করিতে হইবে ৩০৬

অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তহোমাদি দ্বারা অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সাধক, ব্রাহ্মণ, দীনদরিদ্র ও অনাথদিগকে পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করাইয়া পরিতুষ্ট করিবেন ৩০৭ যদি কেহ এই সমুদায় কার্য্যকরণে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কেবল সপ্তকলস জল দ্বারাই দেবতাকে স্নান করাইয়া যথাশক্তি পূজা পূর্ব্বক নাম শ্রবণ করাইবে ৩০৮

প্রিয়ে! আমি এই তোমার নিকট শ্রীমদাদ্যাকালিকার প্রতিষ্ঠা-প্রয়োগ কহিলাম। এইরূপ দুর্গা প্রভৃতি বিদ্যাদিগের, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের, ৩০৯ এবং স্থানান্তরিত করা যায় এরূপ শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাবিষয়ে বিধানজ্ঞ ব্যক্তি

---

(৩৭৫)—প্রথমতঃ (গায়ত্রী) হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ পরমেশ্বরি স্বাহা শ্রীমদাদ্যে কালিকে তে নামকর্ম্ম সম্পাদয়ামি স্বাহা। এই মন্ত্রে পাঁচটি আহুতি দিতে হইবে। অনন্তর সাধক নিজকৃত দেবতার বিভিন্ন নাম যদি রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 'দেবি ত্বং অমুকী নামাসি' এইরূপ নামকরণ করিয়া, প্রথমতঃ মূলমন্ত্র তৎপরে চতুর্থ্যন্ত স্বীয় প্রদত্ত নাম ও তদন্তে 'স্বাহা' এই পদ যোগ করিয়া অষ্টোত্তরশত আহুতি প্রদান করিবেন এবং হুতশেষ দেবতার মস্তকে নিঃক্ষেপ করিবেন।

চলতঃ শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায়াময়ং বিধিঃ।
প্রয়োক্তব্যো বিধানজ্ঞৈঃ মন্ত্রেণামোহপূর্ব্বকম্ ॥ ৩১০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে আদ্যাকালীপ্রতিষ্ঠানুষ্ঠানে
বাস্তুগ্রহযাগজলাশয়াদিপ্রতিষ্ঠাদেবগৃহদানাদি-
সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠাকথনং নাম
ত্রয়োদশোল্লাসঃ।

পদন্ধ সমুচ্চার্য্য বিধানবিৎ সাধকো দেব্যা জাতকর্ম্মাণি সাধয়েদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ো বিধেয়ঃ ॥ ৩০৪ ॥ ৩০৫ ॥ ৩০৬ ॥ ৩০৭ ॥ ৩০৮ ॥ ৩০৯ ॥ ৩১০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং ত্রয়োদশোল্লাসঃ।

মোহশূন্য হইয়া সতর্কতার সহিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উক্ত বিধি অবলম্বন করিয়াই প্রতিষ্ঠা-প্রয়োগ করিবে। ৩১০

সর্ব্বদেবপ্রতিষ্ঠা কথন নামক ত্রয়োদশ উল্লাস
সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোল্লাসঃ।

—:*:—

শ্রীদেব্যুবাচ।

আদ্যশক্তেরনুষ্ঠানাৎ কৃপয়া ভূরিসাধনম্।
কথিতং মে কৃপানাথ তৃপ্তাস্মি তব ভাবতঃ॥ ১॥
সচলস্যেশলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠাবিধিরীরিতঃ।
অচলস্য প্রতিষ্ঠায়াং কিং ফলং বিধিরেব কঃ॥ ২॥

এবং সকলদেবানাং সচলস্য শিবলিঙ্গস্যাপি প্রতিষ্ঠায়া বিধিং ফলঞ্চ শ্রুত্বে-দানীমচলস্য শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায়াঃ ফলং বিধিং চ শ্রোতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, আদ্যশক্তেরিত্যাদিনা। ভাবতঃ প্রীতিতঃ॥ ১॥ ২॥

শ্রীভগবতী কহিলেন। কৃপানাথ! আদ্যাশক্তির পূজানুষ্ঠান-প্রসঙ্গে আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বহুবিধ সাধন কহিলেন। আমি আপনকার করুণ ভাব অবলোকনে সাতিশয় প্রীতা হইয়াছি।[১] আপনি সচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা-বিধান বলিলেন; পরন্তু অচল শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিধান কিরূপ? এবং সেই অচল শিবলিঙ্গ (৩১৬) প্রতিষ্ঠার ফলই বা কি?[২] তাহা সম্প্রতি বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

---

(৩১৬)—দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অতীব প্রাচীনকাল হইতে শিবলিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত ছিল। ক্রমশঃ নানারূপ ধর্ম্মবিপ্লবহেতু এক্ষণে স্থানবিশেষে তাহার চিহ্নমাত্র কোথাও কোথাও অবশিষ্ট আছে মাত্র। এতদ্বিষয়ে আমরা কিছু পরেই আলোচনা করিব। অধুনা হিন্দুদিগের মধ্যে সকল বর্ণেরই এবং সকল সম্প্রদায়েরই শিবপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত আছে।

---

* এই টিপ্পনীটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও প্রয়োজনীয় বলিয়া, অধিকন্তু ক্ষুদ্র অক্ষরে সুদীর্ঘ বিষয় পাঠ করিতে সকলেরই—বিশেষতঃ একটু পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিগণের অত্যন্ত কষ্ট ও অসুবিধা হয় দেখিয়া, অনেকের অনুরোধে, ক্রমবিপর্য্যয় স্বীকার করিয়াও, আমরা ইহা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বড় অক্ষরে মুদ্রিত করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলাম।

এমন কি, অগ্রে শিবপূজা না করিলে অন্য দেবতার পূজা ব্যর্থ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই কর্ত্তব্য এই যে, অগ্রে শিবপূজা করিয়া তৎপরে শিবের নিকট অনুমতি প্রার্থনাপূর্ব্বক অন্য দেবতার পূজা করিবেন। যদিও স্থলবিশেষে অগ্রে নারায়ণপূজা কর্ত্তব্যতাসূচক কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাপি তাহা সম্যগালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে অগ্রে নারায়ণপূজা বিষয়ক বচনগুলি কেবলমাত্র বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। অন্যের পক্ষে নহে। অধিকন্তু বৈষ্ণবগণও শিবপূজা না করিলে অন্য দেবতার পূজার ফল প্রাপ্ত হইবেন না।

এই ভারতবর্ষের মধ্যে এমন স্থান প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যেখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত নাই। আমরা দেখিয়াছি, ৺কাশীবাসে একটি কূপ খনন করিতে হইলে তাহার মধ্যেও বিশ পঁচিশটি উপর্য্যুপরি প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর্য্যজাতীয় বালক বালিকারাও প্রথমতঃ পূজা শিক্ষা করিবার সময় অগ্রে শিবলিঙ্গ পূজারই উপদেশ পাইয়া থাকে। ফলতঃ অস্মদ্দেশীয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কি বালক, কি বালিকা, কি যুবা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধ, কি বৃদ্ধা, সকলেই শিবলিঙ্গপূজায় অনুরক্ত।

পরন্তু এই শিবলিঙ্গ যে কি, এবং কি নিমিত্তই বা সকলেই ইহার পূজা করেন, এবং কোন্ সময় হইতেই বা ইহার পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সাধারণে জ্ঞাত নহেন। এই কারণে আমরা এস্থলে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি ও শিবলিঙ্গ পূজার কারণ প্রভৃতি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

স্কন্দপুরাণে কথিত আছে ;—"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥" আকাশের নাম লিঙ্গ; পৃথিবী আকাশের বেদিকা। এই আকাশ সর্ব্বদেবের আলয় ও সকলের লয়স্থান বলিয়া লিঙ্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ আকাশই সদাশিবের বিরাট মূর্ত্তি ও ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতিরও লয়স্থান; ইহা যোগীরা যোগবলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অথবা, শিব শব্দের অর্থ মঙ্গলময়। লিঙ্গ শব্দের অর্থ যাহাতে সমুদায় জগৎ লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম। গৌরীপট্ট শিবলিঙ্গের আধার। গৌরীপট্টের অর্থ জগতের যোনি, মূলপ্রকৃতি অথবা মহামায়া। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৌরীপট্টযুক্ত শিবলিঙ্গ, মূলপ্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মের অনুকল্প মাত্র।

মূল কথা, মূলপ্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ নহেন। যেমন অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা-শক্তির আখ্যা ভিন্ন ভিন্ন দেওয়া যায়, ফলতঃ এক অগ্নি শব্দে অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি এই উভয়ই অভিন্নভাবে বুঝায়। উভয় পৃথগ্‌ভাবে থাকিতে পারে না, উভয়েই এক পদার্থ। সেইরূপ মূলপ্রকৃতিও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ব্রহ্মেতে যে ধর্ম্ম বা শক্তির স্ফুরণ দৃষ্ট হয় লোকের বুদ্ধিগোচরের জন্য তাহাকেই মূলপ্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে, বস্তুতঃ দ্বিতীয় বা স্বতন্ত্র কিছুই নাই। কূর্ম্মপুরাণে ঐ মূলপ্রকৃতির সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে,—যা সা মাহেশ্বরী শক্তির্জ্ঞানরূপাতিলালসা। ব্যোমসংজ্ঞা কলা কাষ্ঠা সেয়ং হৈমবতী মতা॥ শিবা সর্ব্বগতানন্তা গুণাতীতাতিনিষ্কলা। একানেকবিভাগস্থা জ্ঞানরূপাতিলালসা। অনন্যা নিষ্কলে তত্ত্বে সংস্থিতা তস্য তেজসা। স্বাভাবিকী চ তন্মূলা প্রভা ভানোরিবামলা॥ একা মাহেশ্বরী শক্তিরনেকোপাধিযোগতঃ। পরাবরেণ রূপেণ ক্রীড়তে তস্য সন্নিধৌ॥ সেয়ং করোতি সকলং তস্যা কার্য্যমিদং জগৎ। ন কার্য্যং নাপিকরণমীশ্বরস্যেতি সূরয়ঃ॥ অর্থাৎ এই যে হিমালয় কন্যা হৈমবতীই মাহেশ্বরী শক্তি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। তিনি একমাত্র জ্ঞানগম্যা ও অতিলালসা; তিনি ব্যোমশব্দবাচ্যা কলাকাষ্ঠাদিরূপা অর্থাৎ কালস্বরূপিণী। তিনি আদ্যন্তশূন্যা এবং সমভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অবস্থিতা। জ্ঞানস্বরূপা এই দেবী অনন্যা অর্থাৎ ইঁহা ব্যতিরেকে জীব বা অন্য কোনরূপ পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। ইনি নিষ্কল ব্রহ্মেতে পরম তেজোরূপে অবস্থিতা। সূর্য্যের প্রভা যেরূপ সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহে। সেইরূপ স্বভাবতই ইনি ব্রহ্মের মূলপ্রকৃতি, ব্রহ্ম হইতে কোনরূপে ভিন্ন নহেন। এই অদ্বিতীয়া মাহেশ্বরীশক্তি বহুবিধরূপ ও উপাধিযোগে (মূঢ়ের নিকট) অনেকভাবে বিচিত্র লীলা করিতেছেন। এই জগৎসৃষ্ট্যাদিরূপ কার্য্য তিনিই করিতেছেন, এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহারই কার্য্য। দেবগণ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন না এবং তাঁহার কৃত বা কর্ত্তব্য কার্য্যও কিছুই নাই।

বস্তুতঃ, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরমব্রহ্মের এই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য আরোপ করিলে তাঁহার নিষ্ক্রিয়ত্ব অব্যাহত থাকে না। সুতরাং পরমব্রহ্মের যে ধর্ম্মের অস্তিত্বে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদিরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহাকেই মূলপ্রকৃতিরূপে অভিহিত করিয়া ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়ত্ব অব্যাহত রাখা হইয়াছে। ফলতঃ, মূলপ্রকৃতিও সক্রিয়

নহেন, তিনি স্বয়ং কোন কার্য্য করেন না, তাঁহার সত্তামাত্রেই নানারূপ কার্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। অয়স্কান্তমণির লৌহ-আকর্ষণী শক্তি আছে, পরন্তু লৌহ-আকর্ষণকালে বা তৎপূর্ব্বে উক্ত মণির বা তৎশক্তির কোনরূপ ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি না থাকিলেও সন্নিহিত লৌহই অগ্রসর হইয়া থাকে। এস্থলে চুম্বকের আকর্ষণ কল্পনা করা অপেক্ষা লৌহের অগ্রসর ক্রিয়াই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অবশ্য আকর্ষণ-শক্তির অস্তিত্বমাত্রই (কোনরূপ ক্রিয়া নহে) ইহার মূল কারণ। পরন্তু অয়স্কান্ত-মণিতে লৌহআকর্ষণশক্তির অবস্থিতিতে অয়স্কান্তমণিতেও কোনরূপ ক্রিয়া লক্ষিত না হইলেও যেমন সন্নিকৃষ্ট লৌহের অগ্রসরস্বরূপ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের উক্ত অদৃষ্ট ও অব্যক্ত, অপূর্ব্ব শক্তির সত্তামাত্রেই জীবের অনাদিকাল-সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগকাল সন্নিহিত হইলেই যথাযথ সময়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপ বিরাট্ কার্য্য হইয়া থাকে। যেমন কোন কার্য্য দেখিলে কর্ম্মকর্ত্তার তাদৃশী শক্তির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। শক্তি কখন কেহ দেখিতে পায় না। শক্তি কেবল কার্য্যগম্য অর্থাৎ কার্য্য দেখিলেই তদনুরূপ শক্তি যে অন্তরালে আছে ইহা বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়াদিরূপ বিরাট্ কার্য্য-পরম্পরা দৃষ্টে স্বতই অনুমিত হয় যে, ব্রহ্মেতেও তাদৃশী বিরাট্‌শক্তির অস্তিত্ব আছে। শক্তি না থাকিলে কার্য্য হয় না। ব্রহ্ম অদ্বৈত অতএব সেই শক্তি কখনই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। উঁহাদের পরস্পর অবিনাভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ, ব্রহ্ম ব্যতিরেকে শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই এবং শক্তি ব্যতিরেকেও ব্রহ্মের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। শিবলিঙ্গের পূজায় এই প্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মেরই পূজা সিদ্ধ হয়।

আমাদের এই উক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্য শিবপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া লিঙ্গের আবির্ভাববিষয়ক কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। * * * সূত কহিলেন,—নিজপুত্র নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, নারদ! তুমি লোকদিগের হিতের নিমিত্ত উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এই বিষয় শ্রবণ করিলে সকল লোকের সকল পাপই দূরীভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! শিবের এই পরম তত্ত্ব বা তাঁহার রূপের বিষয় আমি অথবা বিষ্ণু আমরা উভয়েই সম্যগ্‌রূপে পরিজ্ঞাত নহি। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ যে সময়ে ছিল না, সেই সময়েই আদ্যন্তরহিত একমাত্র সত্য ও দিব্যজ্ঞানময় এক তেজের দ্বারাই

সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। উহা স্থূলও নহে, সূক্ষ্মও নহে, শীতলও নহে, উষ্ণও নহে। সেই তেজ জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রদ মহত্বরূপেই অবস্থিত ছিল। অধ্যাত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন যোগিগণের অন্তর্দৃষ্টিতেই সেই তেজোময় ব্রহ্ম একমাত্র ধ্যেয় ছিলেন। কালে সেই ব্রহ্মের সিসৃক্ষা হইলে মূলকারণ-স্বরূপা প্রকৃতির আবির্ভাব হইল। * * * এই মহামায়া একমাত্র হইলেও পুরুষ সহযোগে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি দেবীর যেমন উৎপত্তি হইল, সেইরূপ একটি পুরুষেরও উৎপত্তি হইল। তখন এই প্রকৃতি ও পুরুষ আমরা উভয়ে কি করিব, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শুভগুণ-সম্পন্ন আকাশবাণী হইল যে, তোমরা এই সংশয় অপনোদনের জন্য তপস্যা কর! ইহা শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল এইরূপ ধ্যানপরায়ণ হইয়া উভয়ের সমাধি ভঙ্গ হইলে, উভয়ে প্রবুদ্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমরা কতই তপস্যা করিলাম! এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় তাঁহাদের অঙ্গ হইতে জলধারা নির্গত হইয়া সমুদয় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল। সেই জলও ব্রহ্মের স্বরূপ এবং স্পর্শমাত্র পাপাপনোদক হইয়াছিল। তখন ঐ পুরুষ শ্রান্ত হইয়া পরম প্রীত হৃদয়ে প্রকৃতির সহিত বহুকাল সেই জলে শয়ান রহিলেন। এই জন্য ঐ পুরুষের নাম নারায়ণ ও প্রকৃতির নাম নারায়ণী হইয়াছিল। নারায়ণ নিদ্রিত হইলে, তাঁহার নাভি হইতে অনন্ত দল-সমন্বিত কর্ণিকা সংযুক্ত অনন্ত যোজনায়ত এবং অনেক উচ্চতা সংযুক্ত সমস্ত তত্ত্বসমন্বিত কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ একটি সুন্দর কমল উৎপন্ন হইল। হিরণ্যগর্ভ যে আমি, আমিও সেই পদ্ম হইতে উৎপন্ন হই। আমি বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া সেই কমল ব্যতিরেকে আর কিছুই জানিতে পারি নাই। আমি কে! কোথা হইতেই বা আসিয়াছি! আমি কাহার পুত্র এবং কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছি! এইরূপ সংশয়াপন্ন হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পরক্ষণে ভাবিলাম যে, কেনই বা মোহাচ্ছন্ন হইতেছি! যেখান হইতে কমলের উৎপত্তি নিশ্চয়ই সেইখানে আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া কমল হইতে মৃণাল অবলম্বনে অবরোহণ করিতে করিতে আমার শতবর্ষ অতিবাহিত হইল। কিন্তু কমলের উৎপত্তি-স্থান প্রাপ্ত না হওয়ায়, পুনর্ব্বার সংশয়ান্দোলিত চিত্তে পদ্মে প্রত্যাগমন মানসে ঐ মৃণাল অবলম্বনে

পুনরায় আরোহণ করিতে লাগিলাম। পরন্ত মোহবশতঃ পদ্মকোষ আর প্রাপ্ত হইলাম না। ভ্রমণ করিতে করিতে আরও শতবর্ষ অতীত হইলে প্রান্ত ও বিমোহিত হইয়া সেই স্থানে ক্ষণকাল অবস্থান করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে একটি আকাশবাণী শ্রুত হইল যে, তুমি তপস্যা কর। তাহা শুনিয়া আমি যত্ন-সহকারে দ্বাদশ বৎসর তপশ্চরণ করি। তখন ভগবান্ চতুর্ভুজ ও সুলোচন প্রকৃতিসম্ভূত বিষ্ণু আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। * * * (বিষ্ণুর স্বৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বাভিমানসূচক) বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সক্রোধে ভর্ৎসনা সহকারে বিষ্ণুকে বলিলেন। তুমিই বা কে। তোমারও বোধ হয় কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন! এইরূপে মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত আমি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সময়ে বিবাদ শান্তির নিমিত্ত ও আমাদের জ্ঞানোন্মেষের নিমিত্ত উভয়ের মধ্যস্থলে প্রলয়াগ্নি সদৃশ সহস্র জ্বালামালাসমন্বিত অদ্ভুত এক জ্যোতির্লিঙ্গের আবির্ভাব হইল। এই লিঙ্গ ক্ষয়-বৃদ্ধি বিহীন ও আদি মধ্য ও অন্ত বিবর্জ্জিত। ইনি এই বিশ্বের মূল কারণ এবং অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য ও অতুলনীয়। এই সহস্র সহস্র জ্বালামালা দর্শনে বিমোহিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন যে, এক্ষণে আর স্পর্দ্ধা প্রকাশে আবশ্যক কি। এক্ষণে ক্ষান্ত হও। দেখ তৃতীয় ব্যক্তি এইস্থলে উপস্থিত। এই অগ্নিসন্নিভ লিঙ্গ কোথা হইতে উদ্ভূত হইল, ইহাই এক্ষণে দেখা উচিত। ব্রহ্মন্! তুমি বায়ুবেগগামী হংসরূপ ধারণ করিয়া সত্বর উর্দ্ধদিকে গমন কর। এবং আমিও বরাহরূপ ধারণ করি। এই কথা বলিয়া বিশ্বাত্মা বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিলেন। সেই পর্য্যন্ত আমি বিরাট্ হংস হংস বলিয়া অভিহিত হইয়াছি। যে ব্যক্তি এই হংস হংস পদ উচ্চারণ করিবে সে আমারই স্বরূপ হইবে। এইরূপে বায়ু ও মনের ন্যায় গতিশীল শুভ্রবর্ণ বিশ্বব্যাপী পক্ষসংযুক্ত হংসরূপ ধারণ করিয়া উর্দ্ধদিকে গমন করিলাম। বিশ্বাত্মা নারায়ণও দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শতযোজন দীর্ঘ সুশুভ্র বরাহরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার ক্ষুর-চতুষ্টয় ও দংষ্ট্রা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। প্রলয় কালীন সূর্য্যের ন্যায় আভা বিশিষ্ট ও সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার দেহ। তাঁহার দীর্ঘ নাসিকা হইতে ঘোরতর শব্দ নির্গত হইতেছিল। তাঁহার পাদচতুষ্টয় হ্রস্ব, অঙ্গ বিচিত্র। এইরূপ মনের ন্যায় গতিশীল বরাহরূপ ধারণ করিয়া অধোদিকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে

চারি সহস্র বৎসর অধোদিকে বিষ্ণু গমন করিয়াছিলেন। তখন হইতে এই সময়কে শ্বেতবরাহ কল্প বলে।

ঋষিসত্তমগণ! ইহার পর যাহা ঘটিয়াছিল শ্রবণ করুন। মহাত্মা বিষ্ণু এইরূপ বরাহরূপে বহুকাল ভ্রমণ করিয়া লিঙ্গের মূল বিষয়ে কিছুমাত্রই অবগত হইলেন না। হে অরিনিসূদন নারদ! আমিও উর্দ্ধদিকে ঐ লিঙ্গের অন্ত অবগত হইবার জন্য যত্নের সহিত সত্বর তাবৎ কালপর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া তাহার অন্ত না দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। ভগবান্ বিষ্ণুও ভগবান্ ভবকে প্রণাম করিতে করিতে শ্রান্ত ও ঘূর্ণিত লোচনে আমার সহিত সম্মিলিত হইলেন। এইরূপে শম্ভুমায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিতে করিতে আমরা চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, এই অনির্দ্দেশ্য রূপ-নাম-বিবর্জ্জিত নিষ্ক্রিয় ধ্যানমার্গের অগোচর অলিঙ্গ হইয়া লিঙ্গরূপ এ কি! তখন আমরা প্রণিপাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম যে, আমরা আপনার রূপ অবগত নহি; আপনি যে কেহই হউন্ না, আপনাকে নমস্কার। এইরূপে শতবৎসর নমস্কার করিতে করিতে সেই স্থানে শব্দব্রহ্ম স্বরূপ সুস্পষ্ট প্লুতস্বরে ওঁকার শব্দ উত্থিত হইল। ইহা কি? এইরূপ চিন্তিত মনে আমরা সেই ধ্বনি উদ্দেশে বলিলাম, যাঁহা হইতে এই শব্দ উত্থিত হইতেছে, সেই তোমাকে নমস্কার। তখন আমরা লিঙ্গের দক্ষিণ ভাগে আদ্যবর্ণ অকার, উত্তরে উকার, মধ্যে নাদযুক্ত মকার, এইরূপে বিভক্ত সনাতন ওঁকার শব্দ দৃষ্টিগোচর করিলাম। দেখিলাম আদ্যবর্ণ সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, উত্তরে উকার অনল সদৃশ, এবং মধ্যে মকার চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়; তদুপরি স্ফাটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, তুরীয়াতীত, অমৃতময়, নিষ্কল ও স্থির, নির্দ্বন্দ্ব, অদ্বিতীয় ও বাহ্যাভ্যন্তর-বর্জ্জিত, আদিমধ্যান্ত-রহিত সৎস্বরূপ ও আনন্দময় এবং আনন্দের মূল কারণ পরমব্রহ্মকে দর্শন করিলাম। এই সময়ে আমরা আর একটি সুন্দর ও অদ্ভুত রূপ দর্শন করিলাম। ইনি পঞ্চবক্ত্র, দশভুজ, কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, নানাকান্তি-সমাযুক্ত, নানা আভরণে ভূষিত, অতিশয় উদার ও মহাবীর্য্য এবং মহাপুরুষের লক্ষণে লক্ষণান্বিত। স্বয়ং বিশ্বনির্ম্মাতার রূপ দর্শন করিয়া এবং তাঁহাকে তথাবিধ অবগত হইয়া সেই মহোদয় দেব মহেশ্বরকে স্তুতিসম্মত মন্ত্রনিচয় দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলাম। সেই নিরঞ্জন শিবলিঙ্গ আমাদিগের স্তবে পরিতুষ্ট

হইয়া দিব্য শব্দব্রহ্মময় রূপ ধারণ পূর্ব্বক স্মিতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। * * * বিষ্ণুর এই বচন শ্রবণ করিয়া সদাশিব প্রসন্ন হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণো! আমার বচন অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। এই লিঙ্গ সর্ব্বদা পূজ্য; আমার ধ্যানও এইরূপ; এক্ষণে যেরূপ রূপে নয়নগোচর করিতেছ, সেই ধ্যানই কর্ত্তব্য। এই লিঙ্গের পূজা করিলে আমি প্রসন্ন হইয়া সকল লোককে নানারূপ ফল প্রদান করিব এবং তাহাদের নানা অভিলাষ পূর্ণ করিব। যদি কাহারও কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই লিঙ্গ পূজায় সর্ব্বদুঃখ নাশ হইবে। * * * মহেশ্বর কহিলেন যে, আমাতে তোমাদের দুইজনের ভক্তি দৃঢ় হউক। হে প্রাজ্ঞ তোমরা আমার পার্থিব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিধিবৎ সেবা কর, তাহা হইলে সুখলাভ করিবে। সঙ্কটনাশন শঙ্কর এইরূপ ধর্ম্মের বিধান উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগের হিতকারী অনেক বরপ্রদান করিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি আমার আজ্ঞায় সৃষ্টি করিতে আরম্ভ কর, এবং বৎস নারায়ণ। তুমি এই চরাচর বিশ্ব প্রতিপালনে তৎপর হও। ইত্যাদি। ১

প্রমাণ যথা—

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য নারদস্যাত্মজস্য চ।
উবাচ বচনং তত্র ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ভো ব্রহ্মন্ সাধু পৃষ্টোঽহং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ॥
তত্ত্বং নৈব ময়া সম্যগ্ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
শিবস্য পরমং ব্রহ্মন্ ন জ্ঞাতং রূপমদ্ভুতম্॥
ইদং দৃশ্যং যদা নাসীৎ সদসদ্ আত্মকঞ্চ যৎ।
তদা ব্রহ্মময়ং তেজো ব্যাপ্তিরূপঞ্চ সন্ততং॥
ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মঞ্চ শীতং নোষ্ণন্তু পুত্রক।
আদ্যন্তরহিতং দিব্যং সত্যং জ্ঞানমনন্তকং॥
যোগিনোঽন্তরদৃষ্ট্যা হি যং ধ্যায়ন্তি নিরন্তরং।
তদ্রূপং সকলং হ্যাসীৎ জ্ঞানবিজ্ঞানদং মহৎ।

কিয়ত্যা চৈব কালেন তস্যেচ্ছা সমপদ্যত।
প্রকৃতির্নাম সা প্রোক্তা মূলকারণমিত্যত॥ ইত্যাদি—
একাকিনী যদা মায়া সংযোগাচ্ছাপানেকিকা।
যতো বৈ প্রকৃতির্দেবী ততো বৈ পুরুষস্তদা।
উভৌ চ মিলিতৌ তত্র বিচারে তৎপরৌ মুনে॥
আবাভ্যাং কিং প্রকর্ত্তব্যং ধ্যায়তঃ স্ম পরস্পরং।
এতস্মিন্নন্তরে বাণী সমুৎপন্না শুণা শুভা।
তপশ্চৈব প্রকর্ত্তব্যং সংশয়স্যাপাহ্নুত্তয়ে।
ততস্তাভ্যাঞ্চ তচ্ছ্রুত্বা তপস্তপ্তং সুদারুণং॥
কিয়ৎকালং তদা ব্রহ্মন্‌ ধ্যানমার্গপরায়ণৌ।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব প্রবুদ্ধৌ ধ্যানমার্গতঃ॥
প্রবুদ্ধৌ বিস্ময়ং প্রাপ্তৌ কিয়ৎ তপ্তমহো ইতি।
তদঙ্গাজ্জলধারাহি সঞ্জাতা বিবিধা মুনে।
তাভির্ব্যাপ্তঞ্চ সকলং ব্রহ্মরূপম ভূজ্জলং।
অনন্তং হ্যভবং তচ্চ স্পর্শনাৎ পাপনাশনং॥
তদা শ্রান্তশ্চ পুরুষস্তয়া সহ জলে স্বয়ং।
সুষাপ পরমপ্রীতো বহুকালং তয়া সহ॥
নারায়ণেতি বৈ নাম জাতং তস্য মহাত্মনঃ।
নারায়ণীতি বৈ নাম প্রকৃতেঃ সম্মতং মুনে॥ ইত্যাদি—
সুপ্তে নারায়ণে দেবে নাভৌ পঙ্কজমুত্তমং॥
অনন্তপত্রিকাযুক্তং কর্ণিকাবসমন্বিতং।
অনন্তযোজনায়ামমনন্তোচ্ছ্রায়সংযুতং॥
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং সুন্দরং তত্ত্বসংবৃতং।
তস্মাৎ পদ্মাৎ ততো জজ্ঞে পুত্রোঽহং হেমগর্ভকঃ॥
তন্মায়ামোহিতশ্চাহং নাবিদং কমলং বিনা।
কোঽহং বা কুত আযাতঃ কিং কার্য্যন্তু মদীয়কং॥
কস্য পুত্রোঽহমুৎপন্নঃ কেনৈব নির্ম্মিতোঽস্ম্যহং।
ইতি সংশয়মাপন্নং ন ধৈর্য্যং সমপদ্যত॥

কিমর্থং মোহমায়াতো যত্র বৈ কমলস্থলং।
মৎকর্ত্তা চ ভবেৎ তত্র ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
ইতি বুদ্ধিং সমাস্থায় কমলাদববোহহম্।
নালে নালে গতস্তত্র বর্ষাণাং শতকং মুনে॥
ন লব্ধস্তু ময়া তত্র কমলস্থানমুত্তমং।
সংশয়স্তু পুনঃ প্রাপ্তঃ কমলং গন্তুমুৎসুকঃ॥
আরুরোহাথ কমলং নালমার্গেন বৈ মুনে।
কুড্মলং কমলস্থাথ লব্ধবান্ ন বিমোহিতঃ॥
নালমার্গে তু ভ্রমতা গতং বর্ষশতং পুনঃ।
ক্ষণমাত্রং তদা তত্র শ্রান্তেঽহতিষ্ঠং বিমোহিতঃ॥
তদা বাণী সমুৎপন্না তপেতি পরমা শুভা।
তচ্ছ্রুত্বা তু তপস্তপ্তং দ্বাদশাব্দং প্রযত্নতঃ॥
তদা বৈ ভগবান্ বিষ্ণুশ্চতুর্ব্বাহুঃ সুলোচনঃ॥ ইত্যাদি—
প্রকৃত্যা জনিতঃ সোঽথ ময়া দৃষ্টঃ পুরো মুনে॥ ইত্যাদি—
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মা ক্রোধান্বিতস্তদা।
কো বা ত্বমিতি সংভৎর্স্য কশ্চিৎ কর্ত্তা ভবেৎ তব।
মায়য়া মোহিতশ্চাহং যুদ্ধং চক্রে সুদারুণং॥
বিবাদশমনার্থঞ্চ প্রবোধার্থং দ্বয়োরপি॥
জ্যোতির্লিঙ্গং তদোৎপন্নমাবয়োর্ম্মধ্য অদ্ভুতং।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলচয়োপমং॥
ক্ষয়বৃদ্ধিবিনির্ম্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতং।
অনৌপম্যমনির্দ্দিষ্টমব্যক্তং বিশ্বসম্ভবং॥
তস্য জ্বালাসহস্রেণ মোহিতো ভগবান্ হরিঃ।
মোহিতং প্রাহ মামত্র কিমর্থং স্পর্দ্ধসেঽধুনা॥
আগতোঽত্র তৃতীয়োঽপি তিষ্ঠতাং যুদ্ধমাবয়োঃ।
কুত এবাত্র সম্ভূতং পরীক্ষাবোঽগ্নিসন্নিভং॥
বায়ুবেগসমো ভূত্বা গচ্ছোর্দ্ধং বিশ্বসম্ভব।
ভবানূর্দ্ধং প্রযত্নেন গন্তুমর্হতি সত্বরং॥

হংসরূপং ত্বয়া ধার্য্যং বয়াঙ্গো ময়া পুনঃ।
এবং ব্যাহৃত্য বিশ্বাত্মা স্বরূপমকরোৎ তদা।
হংসশ্চাহং তদা জাতঃ সুন্দরঃ পক্ষসংযুতঃ ॥
তদা প্রভৃতি মামাহুর্হংসংহংস বিরাড়িতি।
হংসহংসেতি যো ব্রূয়াৎ সোঽহং সোঽহং ভবিষ্যতি ॥
সুশ্বেতো হ্যনিলপ্রখ্যো বিশ্বতঃ পক্ষসংযুতঃ।
মনোঽনিলজবো ভূত্বা ততশ্চোর্দ্ধং গতঃ পুরা॥
নারায়ণোঽপি বিশ্বাত্মা সুশ্বেতো হ্যভবৎ তদা।
দশযোজন-বিস্তীর্ণমায়তং শতযোজনং ॥
মেরুপর্ব্বতবর্ষ্মাণং তীক্ষ্ণনখাগ্রদংষ্ট্রিণং।
কালাদিত্যসমাখ্যঞ্চ দীর্ঘঘোণং মহাস্বনম্‌॥
হ্রস্বপাদং বিচিত্রাঙ্গং জৈত্রং দৃঢ়মনোজবম্‌।
বারাহং রূপমাস্থায় গতবাংস্তদধোজবাং॥
এবং বর্ষসহস্রন্তু চরন্‌ বিষ্ণুরধোগতঃ।
তদা প্রভৃতি লোকেষু শ্বেতবারাহকল্পকঃ॥ ইত্যাদি—

স্তুত উবাচ।

ততঃ পরঞ্চ যজ্জাতং শ্রূয়তামৃষিসত্তমাঃ।
ভ্রান্তঞ্চ বহুধা কালং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥
নাপশ্যদল্পমপ্যস্য মূলং লিঙ্গস্য শূকরঃ।
তাবৎ কালং গতো হ্যূর্দ্ধমহমপ্যরিসূদন॥
সত্বরং সর্ব্বযত্নেন তস্যান্তং জ্ঞাতুমিচ্ছয়া।
শ্রান্তো ন দৃষ্ট্বা তস্যান্তমহং কালাদধোগতঃ॥
তথৈব ভগবান্‌ বিষ্ণুঃ শ্রান্তসন্তবিলোচনঃ।
সমাগতো ময়া সার্দ্ধং প্রণিপত্য ভবং মুহুঃ॥
মায়য়া মোহিতঃ শম্ভোস্তস্থৌ সংবিগ্নমানসঃ।
প্রণিপত্য ময়া সার্দ্ধং সস্মার কিমিদন্ত্বিতি॥
অনির্দ্দেশ্যঞ্চ তদ্রূপমনাম-কর্ম্মবর্জ্জিতম্‌।
অলিঙ্গং লিঙ্গতাং যাতং ধ্যানমার্গেঽপ্যগোচরম্‌॥

স্বস্থং চিত্তং তদা কৃত্বা নমস্কারপরায়ণৌ।
জানীবাবো ন তে রূপং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে॥
এবমন্বগতং জ্ঞাত্বং নমস্কারং প্রকুর্ব্বতোঃ।
তদা সমভবৎ'তত্র সানন্দং শব্দলক্ষণম্॥
ওমিতীদং মুনিশ্রেষ্ঠ সুব্যক্তং প্লুতলক্ষণম্।
কিমিদমিতি সঞ্চিন্ত্য ময়া তিষ্ঠন্মহাস্বনম্॥
যস্মাচ্ছব্দঃ সমুদ্ভূতস্তস্মৈ তুভ্যং নমোঽস্তু তে।
লিঙ্গস্য দক্ষিণে ভাগে তদাপশ্যং সনাতনং॥
আদ্যং বর্ণমকারন্তু উকারশ্চোত্তরে ততঃ।
মকারং মধ্যতশ্চৈব নাদান্তং তস্য চোমিতি॥
সূর্য্যমণ্ডলবদ্দৃষ্ট্বা বর্ণমাদ্যন্তু দক্ষিণে।
উত্তরে পাবকপ্রখ্যমুকারমৃষিসত্তম॥
শীতাংশুমণ্ডলপ্রখ্যং মকারং তস্য মধ্যতঃ।
তস্যোপরি তদাপশ্যং স্ফাটিকপ্রভবং পরম্॥
তুরীয়াতীতমমৃতং নিষ্কলং নিরুপপ্লবম্।
নির্দ্বন্দ্বং কেবলং তত্ত্বং বাহ্যাভ্যন্তরবর্জ্জিতম্॥
আদিমধ্যান্তরহিতমানন্দস্যাপি কারণম্।
সত্যমানন্দমমৃতং পরং ব্রহ্ম পরায়ণম্॥ ইত্যাদি—
এতস্মিন্নন্তরেঽত্যচ্ছ রূপমদ্ভুতসুন্দরম্॥
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং কর্পূরগৌরকং মুনে।
নানাকান্তিসমাযুক্তং নানাভরণসংযুতম্॥
মহোদরং মহাবীর্য্যং মহাপুরুষলক্ষণম্।
তদ্দৃষ্ট্বা পরমং রূপং নির্ম্মাতা স্বয়মেব হি॥
ততো বিজ্ঞায় দেবেশং যথাবৎ স্মৃতিসম্মতৈঃ।
মন্ত্রৈর্মহেশ্বরং দেবং তুষ্টাব সুমহোদয়ম্।
আবয়োঃ স্তুতিভিস্তুষ্টো লিঙ্গে তস্মিন্ নিরঞ্জনঃ।
দিব্যং শব্দময়ং রূপমাস্থায় প্রহসন্ স্থিতঃ॥ ইত্যাদি—

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা প্রসন্নো ভগবান্ হরঃ।
উবাচ হৃদয়ে তত্র শৃণুষ্বাবহিতো হরে॥
ইদং লিঙ্গং সদা পূজ্যং ধ্যানকৈতাদৃশং মম।
ইদানীং দৃশ্যতে যদ্বৎ তথা কার্য্যং ত্বয়া সদা॥
পূজিতো লিঙ্গরূপেঽস্মিন্ প্রসন্নো বিবিধং ফলম্।
দাস্যামি সর্ব্বলোকেভ্যো মনোঽভীষ্টান্যনেকশঃ॥
যদা দুঃখং ভবেৎ তত্র পূজিতে দুঃখনাশনম্॥ ইত্যাদি—
মযি ভক্তির্দৃঢ়া ভূয়াদ্‌যুবয়োরভয়ানুজ্ঞয়া।
পার্থিবীঞ্চৈব মূর্ত্তিঞ্চ বিধায় কুরুতং যুবাম্।
সেবাঞ্চ বিধিবৎ প্রাজ্ঞৌ কৃত্বা সুখমবাপ্স্যথঃ॥
উপদিশ্য বিধানেঽস্মিন্ ধর্ম্মান্ দুঃখহরো হরঃ।
দদৌ বরাননেকাংশ্চ তয়োর্হিতচিকীর্ষয়া॥
ব্রহ্মন্ সৃষ্টিং কুরু ত্বং হি মদাজ্ঞাপরিপালকঃ।
বৎস বৎস হরে ত্বঞ্চ পালয়স্ব চরাচরম্॥ ইত্যাদি—

এই কারণে কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব কি সৌর, কি গাণপত, সকলেই গৌরীপট্ট-সন্নিবিষ্ট শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন।

এক্ষণে এই শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্রে নারদ-ব্রহ্মসংবাদে এবং অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতিতে যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য নিম্নে ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। নারদপঞ্চরাত্রে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা :—

ব্রহ্মা কহিলেন, নারদ! আমি পূর্ব্বে তোমাকে চঞ্চলপ্রকৃতি জানিয়া প্রকাশাশঙ্কায় এই অতীব গুহ্য বিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করি নাই। এক্ষণে দেখিতেছি, তুমি পরিপক্ক যোগী হইয়াছ; সুতরাং এ সময় তোমার নিকট প্রকাশ করিলে কোন হানি নাই। পরন্তু নারদ! ইহা অতীব গূঢ়, অতীব গোপনীয় ও অতীব গুহ্য, তুমি প্রাণপণে ইহা গোপন করিয়া রাখিবে; সাবধান! সাবধান! যেন কাহারও নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলিও না পূর্ব্বে মহেশ্বর সর্ব্বতন্ত্রেই ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন; পরন্তু পরে তিনি তন্ত্রান্তর নামক

তন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। অধুনা সেই অতীব গোপনীয় শিবলিঙ্গোৎপত্তি-বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

নারদ! সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমতঃ আমি বৃক্ষ লতা মীন মণ্ডূক কূর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ জীব সৃষ্টি করিলাম। পরে দেব, দানব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্য প্রভৃতিরও সৃষ্টি হইল। অনন্তর স্ত্রীপুরুষ সহযোগে প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ হইল, এবং প্রায় সকলেই রমণীর বশীভূত হইয়া পড়িল। পরন্তু আমাদের মধ্যে কেবল একমাত্র সদাশিব দারপরিগ্রহ বিষয়ে কিছুতেই মনোনিবেশ করিলেন না।

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, মহেশ্বরকে দারপরিগ্রহ-বিরত দেখিয়া চিন্তাকুল হৃদয়ে অসুরগণের সহিত ও যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতির সহিত সমবেত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইল, এবং প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিয়া ভয়বিহ্বল মানসে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ব্রহ্মন্! আপনকার ইচ্ছাক্রমে আমরা সকলেই বিবাহ করিয়াছি। আপনি এবং বিষ্ণুও দার-পরিগ্রহে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। পরন্তু কেবল দেবদেব মহাদেবই দারপরিগ্রহে মন দেন নাই। পিতামহ! এক্ষণে কি উপায়ে কিরূপে কোন্ রমণী দ্বারা মহেশ্বরকে মোহিত করিতে পারা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করুন। মহাদেব যাহাতে সস্ত্রীক হইয়া কার্য্য করেন, তাহার উপায় দেখুন।

পিতামহ ব্রহ্মা, দেবগণ ও অসুরগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সকলকেই সমভিব্যাহারে লইয়া গরুড়াসন জগন্নাথ বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মা কহিলেন, বিষ্ণো! আমি স্ত্রীপুরুষ-সহযোগে প্রজাসৃষ্টির নিয়ম করিয়াছি। আমার নিয়ম ও আদেশক্রমে সকলেই দারপরিগ্রহ করিয়াছে। পরন্তু কেবল মহাদেব কিছুতেই দারপরিগ্রহ করিলেন না। এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি আমাকে বলুন।

ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন, ব্রহ্মন্! চলুন, আমরা এই সমুদায় দেব দানব প্রভৃতির সহিত মহেশ্বরের নিকট গমন করিয়া তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করি। তিনি অনুমতি করিলে যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করা যাইবে। পরন্তু তাঁহার বিবাহের উপযুক্ত কন্যা কোথায়, তাহা অগ্রে স্থির করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হরে! চলুন, আমরা দক্ষ প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া এইরূপ অনুরোধ করি যে, তিনি অবিলম্বে আদ্যাশক্তি মহামায়ার আরাধনা

করুন। মহামায়া প্রসন্না হইয়া তাঁহার কন্যারূপে জন্মপরিগ্রহ পূর্ব্বক মহেশ্বরকে মোহিত করিবেন।

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া বিষ্ণুর সহিত এবং দেবগণ ও দানবগণ প্রভৃতির সহিত মহাতেজা দক্ষের নিকট গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও সমুদায় দেবগণ দানবগণ প্রভৃতি তপস্যা করিবার নিমিত্ত দক্ষকে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহারা সকলেই ভগবতীর পরিতোষের নিমিত্ত তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর জগদীশ্বরী দেবী কালিকা আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, দেবগণ ও দানবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ। তোমাদের কি প্রার্থনা ও অভিলাষ, বল। আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করিব, সন্দেহ নাই।

দেবগণ ও দানবগণ সকলেই কহিলেন, ভগবতি! আমাদিগের অভিলাষ এই যে, তুমি দক্ষকন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া সদাশিবকে মোহিত কর। দেবি! যাহাতে অচিরাৎ আমাদের এই বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হও। জগন্মাতা কালী দেবগণ ও দানবগণের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, বিস্মিত হৃদয়ে কহিলেন, ব্রহ্মন্! সদাশিব ত অপ্রতন বালক; সে কি আমায় পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হইবে। আমার উপযুক্ত অন্য কোন পুরুষ স্থির কর।

ব্রহ্মা কহিলেন ভগবতি! সদাশিব সকলের গুরু, এবং আমাদের সকলেরই ঈশ্বর। তাঁহার সদৃশ মহাসত্ত্ব মহাতেজা অন্য পুরুষ হইতেই পারে না; সুতরাং সেই সদাশিবই তোমাকে পরিতুষ্ট করিবেন। আমরা দেখিতেছি, সদাশিবের সদৃশ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নাই এবং হইবেও না। ব্রহ্মার মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী তাহাতে সম্মতা হইলেন; পরে দক্ষের দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, দক্ষ! তুমি কি বর প্রার্থনা কর, বল। তখন প্রজাপতি দক্ষ, ভুজচতুষ্টয়ে খড়্গ কর্ত্রিকা নীলোৎপল ও কপালধারিণী, খর্ব্বাঙ্গী, লম্বোদরী, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিস্থলী সেই দেবীকে বরদানোদ্যতা দেখিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন, এবং কহিলেন, আমি যাহা প্রার্থনা করিব, তাহা দেবগণেরও অভিপ্রেত, যদি তুমি আমাকে সেই বর প্রদান কর, তাহা হইলে আমার কন্যারূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া শঙ্করকে মোহিত করিতে যত্নবতী হও।

জগদ্ধাত্রী দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন, দেবগণও তাঁহাকে

প্রণাম করিয়া স্ব স্ব পত্নীর সহিত তপঃপরায়ণ জগৎপতি মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং প্রণাম পূর্ব্বক স্তব করিয়া ভক্তিসহকারে গদ্গদ বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনি দেবদেব; আপনি সকলের ঈশ্বর; আপনি ত্রিলোকের নাথ ও আপনি মহাশয়। মহেশ্বর! সৃষ্টির নিমিত্ত আমরা সকলেই দারপরিগ্রহ করিয়াছি; এক্ষণে আপনিও বিবাহ করুন। যাহাতে সৃষ্টি রক্ষা হয়; তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হউন। দেবদেব! আপনকার পরিতোষের নিমিত্ত মহামায়া মহাকালী দক্ষগৃহে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন; তিনিই আপনকার পত্নী হইবার যোগ্যা, সন্দেহ নাই।

সদাশিব কহিলেন, দেবগণ! তোমাদের প্রার্থনানুসারে আমি কেবল তোমাদের সন্তোষের নিমিত্তই বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তোমরা শীঘ্র আমার বিবাহের উদ্‌যোগ কর। মহেশ্বরের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দেবগণ কৃতকৃত্য হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দক্ষভবনে গমন করিলেন; এবং মহেশ্বর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও কহিলেন।

এইরূপে শিববিবাহ সম্পাদন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া দেবগণ যথাস্থানে গমন করিলেন। দেবদেব মহাদেবও প্রীত হৃদয়ে তদ্গতচিত্তে ভগবতী সতীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিছুকাল গত হইলে একদা মহেশ্বর সতীর সহিত রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে সতী ক্রমশঃ একান্ত শ্রান্তা ও ক্লান্তা হইয়া পড়িলেন, নির্ভর আলিঙ্গন সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তিনি কাতর বাক্যে জগদ্‌গুরু দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্! জগৎপতে! আমি তোমার দুঃসহ ভার সহ্য করিতে পারিতেছি না; আমার প্রতি কৃপা কর, ক্ষমা কর।

ভগবান্ বৃষভধ্বজ সতীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়াও নির্দ্দয়চিত্তে নির্ভর রমণ করিতে লাগিলেন, কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইলেন না। পরে রতিক্রীড়া সম্পূর্ণ হইলে ত্যক্তমৈথুনা সতী যখন উত্থিত হইতে মানস করিতেছেন, এমত সময় উভয়ের তেজ ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত হইল; এবং ঐ তেজোদ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল সমুদায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। সেই শিবশক্তির সমবেত তেজ হইতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য ও পাতাল-স্থিত সমুদায় শিবলিঙ্গই উৎপন্ন হইয়াছে। অতীতকালে যে সমুদায় শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং ভবিষ্যতেও যে সমুদায় শিবলিঙ্গ

নিশ্চিত হইবে, তৎসমুদায়ই এই শিবশক্তির ত্রিলোকব্যাপী শুক্রসম্ভূত। শিবলিঙ্গ সমুদায়, শিবশক্তি উভয়ের শুক্রসম্ভূত বলিয়া শিবলিঙ্গে সর্ব্বদা যোনি সংযুক্ত থাকে। যে স্থলে লিঙ্গ, সেই স্থলেই যোনি ; এবং যে স্থলে যোনি, সেই স্থলেই লিঙ্গ। ইহার কারণ এই যে, উভয়ের তেজে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রমাণ যথা——

অথ শিবলিঙ্গোৎপত্তিঃ ।

ব্রহ্মোবাচ।

পুরা ত্বাং চঞ্চলং জ্ঞাত্বা ত্বদগ্রে ন প্রকাশিতম্ ।
ইদানীং যোগিনং জ্ঞাত্বা কথয়ামি ন সংশয়ঃ ॥
অতিগুহ্যমতিগুহ্যমতিগুহ্যং ন সংশয়ঃ ।
গোপিতব্যং গোপিতব্যং গোপিতব্যং ত্বয়াপি চ ॥
শম্ভুনা গোপিতং তন্ত্রে তন্ত্রান্তরে প্রকাশিতম্ ।
শৃণু তৎ কথয়াম্যদ্য সাবধানোঽবধারয় ॥
সর্গাদৌ বিবিধাঃ সর্গা ময়া সৃষ্টা হি নারদ ।
দেবদানবদৈত্যাশ্চ গন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসাঃ ॥
সর্ব্বে স্ত্রীবশগাঃ শ্রেষ্ঠা মৈথুনাজ্জায়তে প্রজা ।
কেবলং হি শিবঃ শম্ভুর্দারগ্রহণকর্ম্মণি ॥
কদাপি ন মনশ্চক্রে দৃষ্ট্বা চিন্তাপরাঃ সুরাঃ ।
মামেব শরণং জগ্মুঃ সেন্দ্রা দেবাসুরাদয়ঃ ॥
প্রণিপত্য স্তুতিং কৃত্বা উপতস্থুঃ সমাহিতাঃ ।
প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে ভয়াদ্গদ্গদমানসাঃ ॥

দেবাস্তা উচুঃ ।

উদ্বাহিতা বয়ং সর্ব্বে ভবানপি জনার্দ্দনঃ ।
কেবলং হি মহাদেবো দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥
বিবাহে ন মনশ্চক্রে কথং বা মোহয়তে শিবঃ ।
উপায়ং চিন্তয় বিভো সদারঃ কথমীশ্বরঃ ।
যেন স্যাজ্জগতাং নাথস্তৎ কুরুষ্ব দয়ানিধে ॥

ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং ততো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
সহ তৈর্গরুড়ারূঢ়ং জগাম কমলাসনঃ।
উবাচ তং জগন্নাথং বিষ্ণুং কমললোচনম্।

ব্রহ্মোবাচ।

সৃষ্টা ময়া সুরশ্রেষ্ঠ মানুষা মৈথুনোদ্ভবাঃ॥
সর্ব্বে স্ত্রৈণা বিনা শম্ভুং যৎ কর্ত্তব্যং বদস্ব মে।

শ্রীভগবানুবাচ।

এভিঃ সহ মহাবাহো গচ্ছামস্ত্বমহং শিবম্।
কর্ত্তব্যং সূচিতং তেন অনুজ্ঞাতৈর্যথাবিধি॥
কিন্তু তদ্‌যোগ্যনারীন্তু বিবাহার্থং প্রকল্পয়।

ব্রহ্মোবাচ।

দক্ষং গচ্ছামহে সর্ব্বে অনুজ্ঞাপয় তং হরে।
আদ্যাশক্তিং মহামায়াং প্রসাদয়তু বৈ লঘু।
কন্যা ভূত্বা মহাশম্ভুং মোহয়িষ্যতি শঙ্করম্।
এবমুক্ত্বা তু তৈঃ সার্দ্ধং জগ্মতুর্বিধিকেশবৌ।
যত্র দক্ষো মহাতেজাঃ প্রোচতুঃ কার্য্যমাত্মনঃ॥
উবাচ দক্ষঃ তদ্‌যুক্তঃ তপস্তপ্তুং প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ সর্ব্বে তে তপসা তোষয়েচ্ছিবাম্॥
আবির্ব্বভূব সা দেবী কালিকা জগদীশ্বরী।
প্রাহ মাং বঃ কিমর্থন্তু সমুৎকণ্ঠাঃ সুরাসুরাঃ॥

দেব্যুবাচ।

শীঘ্রং রূপং যথাকামং ভবতাং প্রার্থনে ফলম্।
অচিরাৎ তৎ প্রদাস্যামি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।

দেবাদ্যা উচুঃ।

ভূত্বা তু দক্ষকন্যা ত্বং শঙ্করং পরিমোহয়।
অস্মাকং বাঞ্ছিতঞ্চৈতৎ কুরু সিদ্ধিং সদাশিবে॥

এতৎ শ্রুত্বা বচস্তেষাং নিরীক্ষ্য কমলাসনম্ ।
উবাচ বিস্ময়াবিষ্টা কালিকা জগদীশ্বরী ॥

দেব্যুবাচ ।

শম্ভুরস্তুতনো বালঃ কিং মাং সন্তোষয়িষ্যতি ।
মম যোগ্যাং পুমাংসন্ত অন্যং বৈ পরিকল্পয় ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শম্ভুঃ সর্ব্বগুরুর্দেবো হস্মাকং পরমেশ্বরঃ ।
মহাসত্ত্বো মহাতেজাঃ স তে তোষং করিষ্যতি ॥
শম্ভুতুল্যঃ পুমান্নাস্তি কদাচিদপি কুত্রচিৎ ।
ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণা দেবী বাঢ়মিত্যাহ চেশ্বরী ।
দক্ষায় দর্শনং দত্বা উবাচ উচ্যতাং বরঃ ॥
দক্ষোঽপি দৃষ্ট্বা তাং দেবীং খড়্গাকর্তৃধরাং পরাম্ ।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিস্থলীম্ ।
নীলোৎপলকপালাঢ্যকরযুগ্মাং বরপ্রদাম্ ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥

দক্ষ উবাচ ।

যদি মে বরদাসি ত্বং দেবানামপি বাঞ্ছিতম্ ।
মদীয়তনয়া ভূত্বা শঙ্করং কিল মোহয় ॥
তথেত্যুক্ত্বা জগদ্ধাত্রী অন্তর্দ্ধানং গতা তদা ।
দেবতাশ্চ ততো নত্বা যত্র তেপে তপো হরঃ ॥
সস্ত্রীকাঃ পরমাত্মান উপতস্থুর্জগৎপতিম্ ।
প্রণেমুস্তুষ্টুবুর্ভক্ত্যা প্রাহুর্গদ্গদভাষিণঃ ॥

দেবাদ্যা ঊচুঃ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ লোকনাথ মহাশয় ।
বয়ং সর্ব্বে তু সস্ত্রীকাঃ সৃষ্ট্যর্থং পরমেশ্বর ।
অতস্ত্বং কুরু চোদ্বাহং সৃষ্টিরক্ষা যথা ভবেৎ ॥

দক্ষগেহে মহাকালী মায়েতি পরিকীর্ত্তিতা।
যা হা তে প্রীতয়ে শম্ভো সা তে যোগ্যা ন সংশয়ঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

ভবতাং প্রীতয়ে সম্যক্ করিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ।
উদ্যোগঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রং বিবাহায় মদৈব হি।
ইত্যাজ্ঞাপ্ত সুরাঃ সর্ব্বে ঈশ্বরেণ মহাত্মনা।
কৃতকৃত্যা গতাঃ সর্ব্বে ভবনং সর্ব্বসুন্দরম্ ॥
দক্ষায় কথয়ামাসুঃ শঙ্করেণোদিতং বচঃ।
ততো বিবাহং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতকৃত্যা যথাগতাঃ ॥
গতাঃ সর্ব্বে মহেশোঽপি সত্যা সহ তদা গৃহম্।
জগাম রেমে সত্যা চ চিরং নির্ভরমানসঃ ॥
অথ কালে কদাচিত্তু সত্যা সহ মহেশ্বরঃ।
রেমে ন শেকে তং সোঢ়ুং সতী খ্যাতাভবত্তদা ॥
উবাচ দীনয়া বাচা দেবদেবং জগদ্গুরুম্।
ভগবন্নহি শক্নোমি তব ভাবং সুদুঃসহম্।
ক্ষমস্ব মাং মহাদেব কৃপাং কুরু জগৎপতে ॥
নিশম্য বচনং তস্যা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
নির্ভরং রমণং চক্রে গাঢ়ং নির্দয়মানসঃ ॥
কৃত্বা সম্পূর্ণরমণং সতী চ তাক্তমৈথুনা।
উত্থানায় মনশ্চক্রে উভয়োস্তেজ উত্তমম্।
পপাত ধরণীপৃষ্ঠে তৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ ॥
পাতালে ভূতলে স্বর্গে শিবলিঙ্গাস্তদাভবন্।
তেন ভূতা ভবিষ্যাশ্চ শিবলিঙ্গাঃ সযোনয়ঃ ॥
যত্র লিঙ্গং তত্র যোনির্যত্র যোনিস্ততঃ শিবঃ।
উভয়োশ্চৈব তেজোভিঃ শিবলিঙ্গং বভাষত ॥

ইতি নারদপঞ্চরাত্রান্তর্গততৃতীয়রাত্রে প্রথমাধ্যায়ে
নারদব্রহ্মসংবাদঃ।

২। এই শিবলিঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে বামনপুরাণে ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা :—

যে সময় সর্ব্ববিজয়ী কন্দর্প মহেশ্বরের আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া কুসুম-শর প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, তখন মহেশ্বরও মদনকে প্রহারোদ্যত দেখিয়া পলায়ন পূর্ব্বক দুর্গম দেবদারু-বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মদনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। এই দেবদারু-বনমধ্যে ঋষিগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন; তাঁহারা মহাদেবকে দেখিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ ভূতনাথ কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমাকে আমার ইচ্ছামত ভিক্ষা দাও। ঋষিগণ শিবের ভাবগতিক দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; কোন উত্তরই করিলেন না। তখন মহেশ্বর সেই পুণ্য আশ্রমমধ্যেই পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভার্গব আত্রেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণের পত্নীগণ সকলেই মহাদেবকে আশ্রম-মধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া হীনসত্ত্ব, বিক্ষুব্ধ ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। এই ঋষিপত্নীদিগের মধ্যে কেবল অরুন্ধতী ও অনসূয়া বিক্ষুব্ধ ও হীনসত্ত্ব হয়েন নাই; কারণ ইহাঁরা একমাত্র পতিশুশ্রূষাতেই চিত্ত দৃঢ়নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

অনন্তর ঋষিপত্নীগণ বিক্ষুব্ধহৃদয়, কামার্ত্ত, ব্যাকুলেন্দ্রিয় ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া স্ব স্ব আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে দিকে মহেশ্বর গমন করেন তাঁহার সহিত সেই দিকেই ধাবমান হইতে লাগিলেন। এদিকে ঋষিগণ দেখিলেন যে, করিণীরা যেমন মত্ত করীর অনুগমন করে, তাঁহাদের পত্নীরাও সেইরূপ আশ্রম শূন্য করিয়া মহেশ্বরের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন। তখন ভার্গব আঙ্গিরস প্রভৃতি সমুদয় ঋষি সমবেত হইয়া ক্রোধভরে শাপপ্রদান করিলেন যে, এই উন্মত্ত দিগম্বরের লিঙ্গ ভূতলে খসিয়া পড়ুক। অমোঘবাক্য ঋষিগণ এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিবামাত্র মহাদেবের লিঙ্গ ভূতলে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া ধরণী বিদারণ পূর্ব্বক পাতালে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ভগবান্ ভূতনাথও অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে ভূতলে পতিত ও ক্রমাগত বর্দ্ধমান সেই লিঙ্গ বসুধাতল ভেদ করিয়া নিম্নে রসাতলে প্রবিষ্ট হইল, এবং উর্দ্ধদিকে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়াও উত্থিত হইল। তখন পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল, পর্ব্বতগণ বিচলিত হইল; ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয় নদ নদী বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ই বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল।

তখন পিতামহ ব্রহ্মা সমুদয় ভুবন বিক্ষুব্ধ দেখিয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন; এবং ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, বিভো! কি নিমিত্ত অদ্য ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ হইতেছে? বিষ্ণু কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহর্ষিগণের শাপে মহাদেবের লিঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইয়াছে, এবং সেই লিঙ্গভরেই পৃথিবী বিকম্পিত হইতেছে।

ব্রহ্মা বিষ্ণুর মুখে এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, জনার্দ্দন! যেখানে লিঙ্গ পতিত হইয়াছে, চল, আমরা সেই স্থানেই গমন করি। অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবলিঙ্গের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই। তখন বিষ্ণু অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে লিঙ্গের শেষসীমা দেখিবার নিমিত্ত গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বত্রগামী ব্রহ্মাও পদ্মবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে ধাবমান্ হইলেন। পরন্তু ব্রহ্মা লিঙ্গের শেষসীমা না পাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে বিষ্ণুও সপ্ত পাতাল পর্য্যন্ত গমন করিয়া লিঙ্গের শেষসীমা না পাইয়া প্রত্যাগমন করিলেন।* তখন পিতামহ বিষ্ণুকে, এবং বিষ্ণু পিতামহকে কহিলেন, আমরা ত এ লিঙ্গের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। সুতরাং এক্ষণে সদাশিবের স্তব করা কর্ত্তব্য। পরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই মহেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

---

* এস্থলে, স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে একটি বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে, সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত তাহারও তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, যথা:—

দারুবন-মধ্যে মহর্ষিগণের শাপে শিবলিঙ্গ নিপতিত হইবামাত্র উহা তৎক্ষণাৎ অদ্ভুত রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল;—উহা অবিলম্বে সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়াও অধোগামী হইল, এবং ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়াও উত্থিত হইতে লাগিল। এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি সমুদায় দেবগণ ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই অদ্ভুত লিঙ্গ দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই লিঙ্গের দৈর্ঘ্যই বা কত, এবং বিস্তারই বা কত? ইহার আদিই বা কোথায়! এবং অন্তই বা কোথায়! পরিশেষে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দেবগণ সকলেই বিষ্ণুকে অনুরোধ করিলেন যে, বিষ্ণো! তুমি পাতালাভিমুখে গমন করিয়া এই লিঙ্গের আদিসীমা কোথায়, তাহা নিরূপণ করিয়া আইস; এবং ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন, পিতামহ! তুমি ঊর্দ্ধগামী

হইয়া লিঙ্গের শেষসীমা নিরূপণ পূর্ব্বক এই স্থানে প্রত্যাগমন কর। আমরা এখানে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম; তোমরা উভয়ে এই লিঙ্গের আদি ও অন্ত নিরূপণ পূর্ব্বক এই স্থানে আসিয়া আমাদের নিকট বর্ণন করিবে।

অনন্তর বিষ্ণু পাতালাভিমুখে এবং ব্রহ্মা উর্দ্ধদিকে ধাবমান হইলেন। পিতামহ যত উর্দ্ধে গমন করেন, কিছুতেই শেষসীমা প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি একান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া বিষণ্ণ বদনে, প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, সুমেরু পর্ব্বতের শিরোদেশে সুরভি কেতকীবৃক্ষের ছায়াতে বিশ্রাম করিতেছেন। সুরভি ব্রহ্মাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্‌! আপনি কোথায় গিয়াছিলেন? কোথা হইতেই বা আসিতেছেন? আপনাকে কি নিমিত্ত এরূপ ম্লানবদন দেখিতেছি? যদি আমাদের দ্বারা আপনকার কোনরূপ সাহায্য হয়, আমরা তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।

ব্রহ্মা সহাস্যমুখে কহিলেন, সুরভি! আমি দেবগণের কথানুসারে ত্রিলোকব্যাপী এই অদ্ভুত শিবলিঙ্গের শেষসীমা নিরূপণ করিতে গিয়াছিলাম; পরন্তু শেষসীমা প্রাপ্ত হইলাম না। আমি দেবগণের নিকট গিয়া কি বলিব! তাঁহারা কি মনে করিবেন। যদি আমি মিথ্যা কথা কহি; ও বলি যে, আমি লিঙ্গের শেষসীমা দেখিয়া আসিয়াছি; তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না; বিশেষতঃ তাঁহারা প্রমাণ চাহিলে আমি প্রমাণ দিতেও সমর্থ হইব না; কারণ আমার সাক্ষী নাই। অতএব, যদি আমি বলি যে, শিবলিঙ্গের শেষসীমা দেখিয়াছি, তাহা হইলে কি তোমরা এই বাক্যের পোষকতায় সাক্ষ্য দিবে?

কেতকী ও সুরভি কহিলেন, ব্রহ্মন্‌! আপনি যদি দেবগণের নিকট বলেন যে, লিঙ্গের শেষসীমা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা উভয়েই তাহাতে সাক্ষ্য প্রদান করিব।

ব্রহ্মা, কেতকী ও সুরভির সহিত এইরূপ ধার্য্য করিয়া সেই দেবদারুবনে দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বিষ্ণুও লিঙ্গের আদি সীমা দেখিতে না পাইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেবগণ ব্রহ্মাকে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্‌! আপনি কি লিঙ্গের শেষসীমা পাইয়াছেন? ব্রহ্মা কহিলেন, দেবগণ। আমি লিঙ্গের শেষ-সীমা দর্শন করিয়া আসিয়াছি। লিঙ্গের উর্দ্ধভাগ অতীব বিস্তীর্ণ, অতীব পবিত্র, অতীব মনোহর; বিশেষতঃ উহা কেতকীপুষ্পে সুশোভিত হইয়া অতীব অদ্ভুতদর্শন হইয়াছে। পরন্তু আমার সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই ঐ স্থান—ঐ লিঙ্গের অগ্রভাগ দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন না।

ব্রহ্মার মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। বিষ্ণু কহি-লেন, ব্রহ্মন্‌! কি আশ্চর্য্য! এ কি অদ্ভুত কথা! আমি সপ্তপাতাল ভেদ করিয়াও গমন করিয়াছিলাম, তথাপি এই লিঙ্গের আদিসীমা নিরূপণ করিতে পারি নাই; তুমি কিরূপে ইহার শেষ সীমা নিরূপণ করিলে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই শিবলিঙ্গ অনন্ত;

শূলপাণে! তোমাকে নমস্কার; বৃষভধ্বজ! তোমাকে নমস্কার; জীমূতবাহন! তুমি কবি, তুমি শর্ব্ব, তুমি ত্র্যম্বক, তুমি শঙ্কর, তুমি মহেশ্বর, তুমি ঈশান, তুমি হর, তুমি সুবর্ণাক্ষ, তুমি বৃষাকপি, তুমি দক্ষযজ্ঞক্ষয়কর, তুমি কাল, তুমি রুদ্র; তোমাকে নমস্কার। পরমেশ্বর! তুমিই এই জগতের আদি, তুমিই

ইহার আদিও নাই, মধ্যও নাই, অন্তও নাই; এবং ঐশিক ইচ্ছানুসারে এই লিঙ্গ হইতেই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ও সমুদায় জগৎ এই লিঙ্গেই লয়প্রাপ্ত হইবে। এই লিঙ্গই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলকারণ। সুতরাং এই লিঙ্গ যখন অনাদি ও অনন্ত, তখন কিরূপে তুমি ইহার অন্ত প্রাপ্ত হইলে? ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

ব্রহ্মা কহিলেন, বিষ্ণো! তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইও না; তুমি এই লিঙ্গের সীমা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়াছ বলিয়া এরূপ বাক্য বলা তোমার উচিত নহে। তুমি এই লিঙ্গের অন্ত পাও নাই, আমি পাইয়াছি, এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কি! অসম্ভব কি! আমি যে, লিঙ্গের শেষসীমা দেখিয়াছি, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ চাও বল।

বিষ্ণু সহাস্য মুখে বলিলেন, আমি আদিসীমা প্রাপ্ত হইলাম না, তুমি কিরূপে শেষসীমা দেখিতে পাইলে, তাঁহার বিশেষ বিবরণ বর্ণন কর। বিশেষতঃ যদি তোমার বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে কে কে সাক্ষী আছে, বল। এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ কহিলেন, এ বিষয়ে কেতকী ও সুরভি আমার সাক্ষী আছে। দেবগণ! আমার বাক্য সত্য কি না, তাহা কেতকী ও সুরভির বাক্যেই সপ্রমাণ হইবে।

অনন্তর দেবগণ, কেতকী ও সুরভিকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন, এবং সত্য করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মা যথার্থই লিঙ্গের শেষসীমা দেখিয়াছেন।

ইত্যবসরে দৈববাণী হইল যে,' দেবগণ! সুরভি ও কেতকী মিথ্যা কহিতেছে। ব্রহ্মা লিঙ্গের শেষ সীমা প্রাপ্ত হয়েন নাই।

এই আকাশবাণী শুনিয়া দেবগণ সুরভিকে শাপ প্রদান করিলেন যে, সুরভি! তুমি যে মুখে মিথ্যা কথা বলিলে, অদ্য হইতে তোমার (ও তোমার বংশীয়ের) সেই মুখ অপবিত্র হইবে; এবং কেতকীকে শাপ প্রদান করিলেন যে, যদিও তোমার গন্ধ সুমনোহর,তথাপি তুমি অদ্য হইতে শিবপূজার অযোগ্য হইবে। অনন্তর ব্রহ্মার প্রতি আকাশবাণীতে অভিসম্পাত হইল যে, তুমি বৃদ্ধিহীনতা ও বালকতা নিবন্ধন যখন মিথ্যা কথা বলিয়াছ; তখন অদ্য প্রভৃতি কেহ আর তোমার পূজা করিবে না।

সুরভি, কেতকী ও ব্রহ্মার প্রতি এই যে অভিসম্পাত হইল, ইহা স্কন্দপুরাণ ব্যতীত অন্য কোন পুরাণেই দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু কেতকের প্রতি অভিশাপের বিষয় শিবপুরাণে দৃষ্ট হয়।

এই জগতের মধ্য ও তুমিই এই জগতের অন্ত। বিভো! তুমি জগতের সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতেছ ; তোমাকে নমস্কার।

সেই দেবদারুবনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এইরূপ স্তব করিলে মহেশ্বর সুন্দর রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! বিষ্ণো! আমি এক্ষণে ঋষিশাপে অভিভূত, মদনানলে সন্তপ্ত ও নিতান্ত অসুস্থ আছি। দেবতাদিগের অধীশ্বর হইয়াও তোমরা কি নিমিত্ত এ অবস্থায় আমার স্তব করিতেছ। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কহিলেন, দেবদেব! আপনকার শরীর হইতে এই যে লিঙ্গটি ভূতলে পতিত হইয়াছে, তাহা পুনর্গ্রহণ করুন ; আমরা কেবল এই প্রার্থনায় স্তব করিতেছি। মহেশ্বর কহিলেন, যদি দেবগণ, দানবগণ, মনুষ্যগণ ও ঋষিগণ সকলেই আমার এই লিঙ্গের পূজা করে, তাহা হইলেই আমি এই লিঙ্গ প্রত্যাহরণ করিব, নচেৎ কদাচ প্রতিগ্রহ করিব না।* তাহাতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কহিলেন, 'এবমস্তু' তাহাই হইবে ; সকলেই আপনকার লিঙ্গের পূজা করিবে। তখন সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং ব্রহ্মা পূজা করিবার নিমিত্ত কনকপিঙ্গলবর্ণ একটি লিঙ্গ গ্রহণ করিলেন ; এবং তিনি চতুর্ব্বর্ণের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের শিবলিঙ্গের বিধান করিয়া দিলেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ পূজা করিবে, এইরূপ বিধান করিলেন। ব্রহ্মা এই শিবলিঙ্গ পূজার নিমিত্ত চতুর্ভাগে বিভক্ত শাস্ত্রও প্রস্তুত করিলেন। এই শাস্ত্রের মধ্যে প্রথম অংশের নাম শৈব, দ্বিতীয় অংশের নাম পাশুপত, তৃতীয় অংশের নাম কালবদন, এবং চতুর্থ অংশের নাম কপালিন।

বশিষ্ঠের প্রিয়পুত্র স্বয়ং শক্তি শৈব অর্থাৎ শৈব-মতানুসারে শিবলিঙ্গোপাসক ছিলেন। তাঁহার শিষ্যের নাম গোপায়ন।

---

* এস্থলে স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে বর্ণিত আছে যে, মহাদেব সতীবিয়োগে একান্ত অধীর ও দুঃখিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'দেবগণ! সতীবিয়োগে নিরতিশয় শোকাভিভূত হইয়াছি বলিয়াই ঋষিগণের অভিশাপ-ব্যাজে আমি নিজ ইচ্ছাতেই লিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়াছি ; সকলেই মনে করিতেছে, যেন ঋষিগণের অভিসম্পাতেই আমার লিঙ্গ পাতিত হইয়াছে। পরন্ত আমি ইচ্ছা না করিলে ত্রিভুবন মধ্যে কাহার সাধ্য যে, আমার লিঙ্গ পাতিত করে। সুতরাং কিয়ন্ত আমি আবার ইহা পুনর্গ্রহণ করিব।'

তপোধন ভারদ্বাজ মহাপাশুপত ছিলেন। সোমকেশ্বর রাজা প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

তপোধন ভগবান্ আপস্তম্ব কালবদন-মতাবলম্বী ছিলেন। ক্রাথদেশের অধীশ্বর বক নামক বৈশ্য তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

ধনদ নামক ঋষি কপালিন-মতাবলম্বী ছিলেন; কুন্দোদরনামা মহাতপা শূদ্র তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

এইরূপে ব্রাহ্মণে সত্ত্বগুণানুসারী শৈব মত, ক্ষত্রিয়ে রজোগুণানুসারী পাশুপত মত, বৈশ্যে রজস্তমঃসমবায়ানুসারী কালবদন মত এবং শূদ্রে তমোগুণানুসারী কপালিন মত প্রচারিত হইয়াছে। ব্রহ্মা এইরূপে চতুর্ব্বর্ণের লিঙ্গার্চ্চন বিধান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ভগবান্ মহেশ্বরও সেই অনন্ত লিঙ্গ সংযত করিয়া লইলেন, এবং সেই চিত্রবনে একটি সূক্ষ্ম লিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক যথাভিলষিত স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন।*

প্রমাণ যথা:——

তত্রাপি গত্বা মদনো দদর্শ বৃষকেতনম্।
দৃষ্ট্বা প্রহর্ত্তুকামোঽস্থ ততঃ স প্রাদ্রবদ্ভবঃ।

---

* বামনপুরাণে এস্থলে অতঃপর বর্ণিত হইয়াছে যে, সদাশিব যখন লিঙ্গ পরিগ্রহ পূর্ব্বক প্রতিগমন করেন, তখন দেখিতে পাইলেন, কুসুমশায়ক দূরে অবস্থান করিতেছেন। অশেষ কষ্টের কারণ কামদেবকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়াই, পূর্ব্ব দুঃখ স্মরণ নিবন্ধন তাঁহার ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং কন্দর্পের প্রতি ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তাঁহার তৃতীয় নয়ন হইতে অনলশিখা নির্গত হইয়া তৎক্ষাৎ মদনকে দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

এই মদনভস্ম-বিবরণ বামনপুরাণে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, আমরা দেখিতেছি, অন্ত কোন পুরাণেই এরূপ বর্ণিত হয় নাই; এবং অন্যান্য পুরাণের মত যেমন সর্ব্বজন-বিদিত, বামনপুরাণের মত সেরূপও নহে।

এ সম্বন্ধে অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দেবগণ তারকাসুরের দৌরাত্ম্যে নিরতিশয় প্রপীড়িত হইয়াছিলেন; তাঁহারা দেখিলেন যে, শিববীর্য্য-সম্ভূত সেনানী ভিন্ন তাঁহাদের পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। অথচ এদিকে সতীর দেহত্যাগ অবধি সদাশিব স্ত্রীসম্ভোগ-পরাঙ্মুখ হইয়া একেবারে ঘোরতর তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেবগণ সদাশিবের

ততো দারুবনং ঘোরং মদনাভিসৃতো হরঃ ।
বিবেশ ঋষয়ো যত্র সপত্নীকা ব্যবস্থিতাঃ ॥
তে চাপি ঋষয়ঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধ্না নতাভবন্ ।
ততস্তান্ প্রাহ ভগবান্ ভিক্ষাং মে প্রতিদীয়তাম্ ॥
ততস্তে মৌনিনস্তস্থুঃ সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ ।
তদাশ্রমাণি পুণ্যানি পরিচক্রাম নারদ ॥
তং প্রবিষ্টং তদা দৃষ্ট্বা ভার্গবাত্রেয়যোষিতঃ ।
প্রক্ষোভমগমন্ সর্ব্বা হীনসত্ত্বাঃ সমন্ততঃ ॥
ঋতে ত্বরুন্ধতীমেকামনসূয়াঞ্চ ভাবিনীম্ ।
এতাভ্যাং ভর্ত্তৃপূজাসু ত্বংং বৈ সুস্থিরং মনঃ ॥
ততঃ সংক্ষুভিতাঃ সর্ব্বা যত্র যাতি মহেশ্বরঃ ।
তত্র প্রয়াস্তি কামার্ত্তা মদবিহ্বলিতেন্দ্রিয়াঃ ॥
ত্যক্তাশ্রমাণি শূন্যানি স্বানি তা মুনিযোষিতঃ ।
অনুজগ্মুর্যথা মত্তং করিণ্য ইব কুঞ্জরম্ ॥
ততস্তু ঋষযো দৃষ্ট্বা ভার্গবাঙ্গিরসো মুনে ।
ক্রোধান্বিতাব্রুবন্ সর্ব্বে লিঙ্গোঽস্য পততাং ভুবি ॥
ততঃ পপাত দেবস্য লিঙ্গং পৃথ্বীং বিদারয়ৎ ।
অন্তর্দ্ধানং জগামাথ ত্রিশূলী নীললোহিতঃ ॥
ততঃ স পতিতো লিঙ্গো বিভিদ্য বসুধাতলম্ ।
রসাতলং বিবেশাশু ব্রহ্মাণ্ডং চোর্দ্ধতোঽভিনৎ ॥

সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত মদনকে প্রেরণ করিলেন। এই সময় সতী হিমালয়-গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মহাদেবের শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন। যৎকালে পার্ব্বতী শিবপূজার নিমিত্ত শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, সেই সময় মদন, অবসর বুঝিয়া, মহাদেবের প্রতি সম্মোহনবাণ নিক্ষেপ করিলেন। এই সময় যদিও মহাদেব একবার মাত্র পার্ব্বতীর মুখকমলের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তখন তাঁহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অদূরে কামদেবকে দেখিতে পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার তৃতীয় নেত্র হইতে ক্রোধসম্ভূত অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া মদনকে দগ্ধ ও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

ততশ্চচাল পৃথিবী গিরয়ঃ সরিতো নগাঃ।
পাতালভুবনাঃ সর্ব্বে জঙ্গমাজঙ্গমাঃ স্থিতাঃ॥
সংক্ষুব্ধান্ ভুবনান্ দৃষ্ট্বা ভূর্লোকাদীন্ পিতামহঃ।
জগাম মাধবং দ্রষ্টুং ক্ষীরোদং নাম সাগরম্॥
তত্র দৃষ্ট্বা হৃষীকেশং প্রণিপত্য চ ভক্তিতঃ।
উবাচ দেব ভুবনাঃ কিমর্থং ক্ষুভিতা বিভো॥
অথোবাচ হরির্ব্রহ্মন্ শার্ব্বো লিঙ্গো মহর্ষিভিঃ।
পাতিতস্তস্য ভারার্ত্তা সঞ্চচাল বসুন্ধরা॥
ততস্তদদ্ভুতমহং শ্রুত্বা দেবং পিতামহঃ।
তত্র গচ্ছাম দেবেশ এবমাহ পুনঃপুনঃ॥
ততঃ পিতামহো দেবঃ কেশবশ্চ জগৎপতিঃ।
আজগাম তমুদ্দেশং যত্র লিঙ্গং ভবস্য তৎ॥
ততোঽনন্তং হরির্লিঙ্গং দৃষ্ট্বারুহ্য খগেশ্বরম্।
পাতালং প্রবিবেশাথ বিস্ময়াবিষ্টো বিভুঃ॥
ব্রহ্মা পদ্মবিমানেন ঊর্দ্ধমাক্রম্য সর্ব্বগঃ।
নৈবান্তমলভদ্‌ব্রহ্মা বিস্মিতঃ পুনরাগতঃ॥
বিষ্ণুর্গত্বাথ পাতালং সপ্ত লোকপরায়ণঃ।
চক্রপাণির্বিনিষ্ক্রান্তো লেভেঽন্তং ন মহামুনে।
বিষ্ণুং পিতামহশ্চাহ হবির্ব্রহ্মাণমাহ চ॥
নমোঽস্তু তে শূলপাণে নমোঽস্তু বৃষভধ্বজ।
জীমূতবাহন কবে শর্ব্ব ত্র্যম্বক শঙ্কর॥
মহেশ্বর হরেশান স্বর্ণাক্ষ বৃষাকপে।
দক্ষযজ্ঞক্ষয়কর কালরুদ্র নমোঽস্তু তে॥
ত্বমাদিরস্য জগতস্ত্বং মধ্যং পরমেশ্বর।
ভবানন্তশ্চ ভগবান্ সর্ব্বগস্ত্বং নমোঽস্তু তে।

পুলস্ত্য উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু তস্মিন্ দারুবনে হরঃ।
স্বরূপী তাবিদং বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ॥

হর উবাচ।

কিমর্থং দেবতানাথৌ পরিভূতক্রমস্থিহ।
মাং স্তবাতে কৃপাবন্তং কামতাপিতবিগ্রহম্ ॥

দেবাবূচতুঃ।

ভবানপাতিতং লিঙ্গং যদেতদ্ভুবি শঙ্কর।
এতৎ প্রগৃহ্যতাং ভূয়স্ততো দেব বদাবহে ৷

হর উবাচ।

যদ্যর্চ্চয়ন্তি ত্রিদশা মম লিঙ্গং সুরোত্তমৌ।
তদৈতৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ নান্যথেতি কথঞ্চন ॥
ততঃ প্রোবাচ ভগবানেবমস্ত্বিতি কেশবঃ।
ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ জগ্রাহ লিঙ্গং কনকপিঙ্গলম্ ॥
ততশ্চকার ভগবাংশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং হরার্চ্চনে।
শাস্ত্রাণি চৈষাং মুখ্যানি নানোক্তিবিদিতানি চ ॥
আদ্যং শৈবং পরিখ্যাতমন্যৎ পাশুপতং মুনে।
তৃতীয়ং কালবদনং চতুর্থঞ্চ কপালিনম্ ॥
শৈব আসীৎ স্বয়ং শক্তির্বশিষ্ঠস্য প্রিয়ঃ সুতঃ।
তস্য শিষ্যো বভূবাথ গোপায়ন ইতি শ্রুতঃ ॥
মহাপাশুপতশ্চাসীদ্ভারদ্বাজস্তপোধনঃ।
তস্য শিষ্যোঽপ্যভূদ্রাজা ঋষভঃ সোমকেশ্বরঃ।
কালাস্যো ভগবানাসীদাপস্তম্বস্তপোধনঃ।
তস্য শিষ্যো বকো বৈশ্যো নাম্না ক্রাথেশ্বরো মুনে ॥
মহাব্রতী চ ধনদস্তস্য শিষ্যশ্চ বীর্য্যবান্।
কুন্দোদর ইতি খ্যাতো জাত্যা শূদ্রো মহাতপাঃ ॥
এবং স ভগবান্ ব্রহ্মা পূজনায় শিবস্য চ।
কৃত্বা তু চাতুরাশ্রম্যং স্বমেব ভবনং গতঃ ॥
গতে ব্রহ্মণি শার্ব্বোঽপি তপঃ সংহৃত্য তৎ তদা।
লিঙ্গং চিত্রবনে সূক্ষ্মং প্রতিষ্ঠাপ্য চচার হ ॥

ইতি বামনপুরাণে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

৩। বামনপুরাণে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা :—

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বিমুগ্ধ হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন; এমত সময় বালখিল্য নামক ঋষিগণ উৎপন্ন হইলেন। পরন্তু তাঁহারা উৎপন্ন হইয়াই তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে পতিপরায়ণা পার্ব্বতী তাঁহাদের কঠোর তপস্যা দর্শনে অতীব দুঃখিত হইয়া দেবদেব শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, প্রভো! বালখিল্য নামক মহর্ষিগণ আপনাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অতীব ক্লেশসাধ্য তপস্যা করিতেছে। আপনি প্রসন্ন হইয়া ইহাদের অভিপ্রেত বর প্রদান করুন।

সর্ব্বান্তর্য্যামি মহাদেব দেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত বচনে কহিলেন, দেবি! ধর্ম্মের গতি যে অতীব গহন, তাহা কি তোমার বিদিত নাই? এই ধর্ম্মচারী বালখিল্যগণ প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা জানিতে পারে নাই; ইহারা অতীব মূঢ়মতি; আমি ইহাদিগকে বর দিতে ইচ্ছা করি না। দেবী কহিলেন, দেবদেব! এরূপ বাক্য বলিবেন না; বালখিল্য নামক মুনিগণ শংসিতব্রত ও নিয়ত ধর্ম্মনিষ্ঠ।

তখন, মহাদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি; তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। যেখানে বালখিল্যগণ আছে, আমি সেই স্থানেই যাইতেছি। দেবী ভুবনেশ্বরী শঙ্করের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রমুদিত হৃদয়ে উত্তর করিলেন, দেবদেব! তাহাই হউক, আপনি সেই স্থানে গমন করুন।

অনন্তর, মহাদেব গমন পূর্ব্বক কাষ্ঠলোষ্ট্রসমাশ্রিত বালখিল্যগণকে দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষরূপ ধারণ করিলেন। এই পুরুষ যুবা, ভিক্ষাকপালধারী, বনমালা-বিভূষিত, অথচ উলঙ্গ। ঈদৃশ পুরুষরূপধারী সদাশিব সংযতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণের আশ্রমে ভিক্ষার্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে বালখিল্য গণের আশ্রমে গিয়া 'ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও' এই বাক্য কহিতে লাগিলেন।

এদিকে ঋষিপত্নীরা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব-রূপসম্পন্ন উলঙ্গ যুবা পুরুষকে দেখিয়া

বিমুগ্ধহৃদয় হইয়া পড়িলেন, এবং স্ত্রীস্বভাবসুলভ কৌতূহলপ্রবৃত্তিবশতঃ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন ; আইস, আমরা ভিক্ষুককে ভিক্ষা অর্পণ করি ; বিশেষ সুযোগ আছে। মুনিপত্নীরা পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে সত্বর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভূতনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভিক্ষো ! আমরা এই ভিক্ষা দিতেছি, গ্রহণ কর।

এই সময় ঋষিপত্নীরা মদনপরতন্ত্র হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাপস ! তুমি এই যে ব্রতাবলম্বন করিয়া আছ, এ ব্রতের নাম কি ? ইহা কিরূপ ? আমরা দেখিতেছি, তুমি বনমালা দ্বারা উপস্থ-লিঙ্গ বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছ. তুমিও অতীব মনোহর-দর্শন। তাপস ! যদি তুমি সম্মত হও ; তাহা হইলে আমরাও তোমার ন্যায় ঐরূপ মনোহর-দর্শন হই। [illegible]

ঋষিপত্নীরা এইরূপ বাক্য কহিলে তাপসবেশধারী ভূতনাথ সহাস্যমুখে কহিলেন, মুনিপত্নীগণ। আমার এই ব্রত নিতান্ত গোপনীয় নহে ; প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। পরন্তু যেখানে বহুসংখ্য পুরুষ থাকে, এবং তাহারা যদি ইহা শুনিতে পায়, তাহা হইলে এই ব্রত ভঙ্গ হইয়া যায়। সুভগ-ঋষিপত্নীগণ ! যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, আমার সহিত নির্জ্জন স্থানে আগমন কর। [illegible]

ঋষিপত্নীগণ মহাদেবের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তাপস ! তোমার এই ব্রতবিবরণ শুনিবার নিমিত্ত আমাদের অতীব কৌতূহল হইয়াছে, চল, আমরা তোমার সহিত যাইতেছি। মুনিপত্নীরা এই বাক্য বলিয়াই পাণিপল্লব দ্বারা শিবের অঙ্গ দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। কোন কোন ঋষিপত্নী কামপরতন্ত্রা হইয়া বাহুযুগল দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ; কোন কোন ঋষিপত্নী মদন-বিহ্বল হৃদয়ে জানুযুগল দ্বারা ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিলেন, এইরূপে কোন কোন ঋষিপত্নী নাভিদেশে, কোন কোন ঋষিপত্নী কেশপাশে, কোন কোন ঋষিপত্নী কটিবন্ধে, এবং কোন কোন ঋষিপত্নী চরণদ্বয়ে ধারণ করিয়া স্ব স্ব অভিমুখে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে বালখিল্য নামক মহর্ষিগণ আশ্রমমধ্যে নিজ নিজ পত্নীদিগের এরূপ বিসদৃশ বিক্ষোভ ও ভাবান্তর দেখিয়া কাষ্ঠ পাষাণ প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক 'এই উন্মত্তকে বিনাশ কর। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য দিগম্বরকে বিনাশ কর !'

এইরূপ বাক্য বলিতে বলিতে দ্রুতপদে ভগবান্ ভবানীপতির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ওদিকে রমণীসংস্পর্শে দিগম্বর ভূতনাথের লিঙ্গ উদ্বুদ্ধ হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। বালখিল্যগণ প্রভাব দ্বারা তাহা তৎক্ষণাৎ ভূতলে পাতিত করিলেন। লিঙ্গ পাতিত হইবামাত্র ভগবান্ ভূতনাথ অন্তর্হিত হইয়া কৈলাস-শিখরে দেবীর নিকট গমন করিলেন।

এদিকে সেই ভীষণ উদ্বুদ্ধ ও ক্রমশঃ বর্দ্ধমান শিবলিঙ্গ পতিত হইবামাত্রই স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া উঠিল। অধ্যাত্মদর্শী মহর্ষিগণের মনও বিক্ষুব্ধ ও বিলোড়িত হইতে লাগিল; মহর্ষিগণের মধ্যে কোন বুদ্ধিমান্ মহাত্মা কহিলেন, চল আমরা ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই; ইহা যে কি ব্যাপার, তিনিই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

মহর্ষিগণ এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হৃদয়ে দেবগণ-নিষেবিত ব্রহ্ম-সদনে গমন করিলেন, এবং ব্রহ্মার নিকট কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমরা জ্ঞানবিষয়ে অতীব দুর্ব্বল; আপনি সকলের উপকারক; আমরা অজ্ঞান নিবন্ধন যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, আপনি তাহার শান্তি বিষয়ে যত্ন করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, আইস, আমরা সকলে ভগবান্ ভবানীপতির শরণাপন্ন হই, তাঁহার প্রসাদে পূর্ব্বের স্থায় শান্তি স্থাপন হইতে পারিবে।

অনন্তর ব্রহ্মা, সেই মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে কৈলাসশিখরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয় উমার সহিত উপবিষ্ট আছেন। তখন লোক-পিতামহ ব্রহ্মা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহিলেন, মহেশ্বর। তুমি অনন্ত, তোমাকে নমস্কার। পিনাকিন্! তুমি বরদ, তোমাকে নমস্কার।

মহাদেব এইরূপে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার সেই লিঙ্গ পুনর্ব্বার আর আমার নিকট আসিবে না; অতএব এ বিষয়ে আমি এক উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর; ইহা দ্বারা আমার এবং আমার লিঙ্গের যার পর নাই প্রীতি হইবে, সন্দেহ নাই ও ইহা দ্বারাই জগতের শান্তি স্থাপনও হইবে। যে যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমার লিঙ্গ পূজা করিবে, এই জগতে তাহাদের কিছুই দুর্লভ থাকিবে না, এবং ইহা দ্বারাই তাহাদের ও জগতের হিতসাধন হইবে।

প্রমাণং যথা :—

ততঃ সৃষ্টিং চিন্তয়তো ব্রহ্মণো মোহিতস্য চ।
বালখিল্যাঃ সমুৎপন্নাস্তপস্তপ্তং সমারভন্‌॥
দিব্যং বর্ষসহস্রং বৈ তেপুস্তে দুশ্চরং তপঃ।
ততঃ কালেন মহতা পার্ব্বতী চ পতিব্রতা॥
তেষাং তপঃ সমালোক্য চাতি দেবী সুদুঃখিতা।
প্রসাদ্য দেবদেবেশং শঙ্করং প্রাহ সুব্রতা॥
ক্লিশ্যন্তি বালখিল্যাশ্চ প্রসাদার্থং তব প্রভো।
এতেভ্যোঽপি প্রিয়ং দেব বিধিবৎ কুরু সেবয়া॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাঃ পিনাকী পরচিন্তকঃ।
প্রোবাচ কান্তে কালজ্ঞ বচনং প্রিয়য়া সহ॥
ন বেৎসি দেবি তত্ত্বেন ধর্ম্মস্য গহনা গতিঃ।
নৈতে ধর্ম্মং বিজানন্তি যথার্থং ধর্ম্মচারিণঃ॥
ন দাস্যামি বরং তেভ্যো যস্মাত্তে মূঢ়বুদ্ধয়ঃ।
এতৎ শ্রুত্বাব্রবীৎ দেবী মা মৈবং শংসিতব্রতাঃ॥
ততো রুদ্র উবাচেদং দেবীং দেবঃ স্মিতাননঃ।
তিষ্ঠ ত্বমত্র যাস্যামি যত্রৈতে মুনিসত্তমাঃ॥
ইত্যুক্তা তু ততো দেবী শঙ্করেণ মহাত্মনা।
গচ্ছস্বেত্যাহ মুদিতা ভর্ত্তারং ভুবনেশ্বরী।
যত্র তে মুনয়ঃ সর্ব্বে কাষ্ঠলোষ্ট্রসমাশ্রিতাঃ।
তান্‌ বিলোক্য ততো দেবো নগ্নঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ॥
বনমালাকৃতাপীড়ো যুবা ভিক্ষাকপালভৃৎ।
আশ্রমে পর্য্যটন্‌ ভিক্ষাং মুনীনাং নিয়তাত্মনাম্‌।
দেহি ভিক্ষাং ততশ্চোক্ত্বা স ভ্রমন্নাশ্রমং যযৌ।
তং বিলোক্যাশ্রমগতং যোষিতো ব্রহ্মবাদিনাম্‌।
সকৌতুকস্বভাবেন তস্য রূপেণ মোহিতাঃ।
প্রোচুঃ পরস্পরং কার্য্যমস্তি পশ্যাম ভিক্ষুকম্‌।

পরস্পরমিতীবোক্ত্বা গৃহ মূলফলং বহু।
গৃহাণ ভিক্ষামুচুস্তাস্তং দেবং মুনিযোষিতঃ॥
তস্মৈ দদ্বৈব তাং ভিক্ষাং পপ্রচ্ছুস্তাঃস্মরাতুরাঃ।

নার্য্য উচুঃ।

কোঽসৌ নাম ব্রতবিধিস্ত্বয়া তাপস সেব্যতে।
যত্র নগ্নেন লিঙ্গেন বনমালাবিভূষিতঃ।
ভবান্ বৈ তাপসো হৃদ্যো হৃদ্যা স্মো যদি মন্যসে॥
ইত্যুক্তস্তাপসস্তাভিঃ প্রোবাচ হসিতাননঃ।
ইদং মম ব্রতং কিঞ্চিন্ন রহস্যং প্রকাশতে॥
শৃণ্বন্তি বহবো যত্র তত্র তত্র ন বিদ্যতে।
তস্য ব্রতস্য সুভগা ইতি মত্বা গমিষ্যথ॥
এবমুক্তাস্তদা তেন তাঃ প্রত্যূচুস্তদা মুনিম্।
ততোঽন্যেত্য গমিষ্যামো মুনে নঃ কৌতুকং মহৎ॥
ইত্যুক্ত্বা তাস্তদাতীব জগৃহুঃ পাণিপল্লবৈঃ।
কাচিচ্চকর্ষ বাহুভ্যাং কাচিৎ কামপরা তথা।
জানুভ্যামপরা নাভ্যাং কচেষু ললনাপরা।
অপরা তু কটীবন্ধে চাপরা পাদয়োরপি।
ক্ষোভং বিলোক্য মুনয় আশ্রমেষু স্বযোষিতাম্।
হন্যতামিতি সংভাষ্য কাষ্ঠপাষাণপাণয়ঃ।
পাতয়ন্তি স্ম দেবস্য লিঙ্গমুদ্ধৃত্য ভীষণম্॥
পাতিতে তু ততো লিঙ্গে গতোঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ।
দেব্যা স ভগবান্ রুদ্রঃ কৈলাসং নগমাশ্রিতঃ॥
পতিতে দেবদেবস্য লিঙ্গে নষ্টে চরাচরে।
ক্ষোভো বভূব সুমহানৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
উবাচৈকো মুনিবরস্তত্র বুদ্ধিমতাং বরঃ।
বিরিঞ্চিং শরণং যামঃ স হি জানাতি চেষ্টিতম্॥
এবমুক্তা সর্ব্ব এব ঋষয়ো লজ্জিতা ভৃশম্।
ব্রহ্মণঃ সদনং জগ্মুর্দেবৈঃ সহ নিষেবিতম্॥

ঋষয় উচুঃ।

অজ্ঞানাচ্চ কৃতং ত্রস্মাভির্জ্ঞানদুর্ব্বলৈঃ।
তস্যোপশমনে যত্নং কুরু সর্ব্বোপকারক ॥

ব্রহ্মোবাচ।

গচ্ছামঃ শরণং দেবং শূলপাণিং ত্রিলোচনম্।
প্রসাদাদ্দেবদেবস্য ভবিষ্যথ যথা পুরা॥
ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণা সার্দ্ধং কৈলাসং গিরিমুত্তমম্।
দদৃশুস্তে সমাসীনমুময়া সহিতং হরম॥
ততঃ স্তোতুং সমারব্ধো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অনন্তায় নমস্তুভ্যং বরদায় পিনাকিনে॥
এবং স্তুতো মহাদেবো ব্রহ্মণা ঋষিভিস্তথা।
উবাচ মাং মা ব্রজত লিঙ্গং ভোঃ পুরতঃ পুনঃ॥
ক্রিয়তাং মদ্বচঃ শীঘ্রং যেন মে প্রীতিরুত্তমা।
ভবিষ্যতি প্রকৃষ্টা যা লিঙ্গস্যাত্র ন সংশয়ঃ॥
যে লিঙ্গং পূজয়িষ্যন্তি মম ভক্তিসমাশ্রিতাঃ।
ন তেষাং দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ ভবিষ্যতি হিতং ফলম্।

ইতি বামনপুরাণে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

৪।—শিবপুরাণ * একচত্বারিংশ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা :—

ঋষিগণ কহিলেন, সুত ! তুমি বেদব্যাসের প্রসাদে সকলই অবগত আছ ; তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই ; এই জন্যই আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। পূর্ব্বে তুমি যে বলিয়াছ, ত্রৈলোক্যের সকলেই শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া

* এই শিবপুরাণ মহাপুরাণের অন্তর্গত শৈবপুরাণ নহে ; ইহা উপপুরাণ। ইহাতেও বামনপুরাণের ন্যায় মহর্ষিগণের অভিশাপে দারুবনে শিবলিঙ্গ পাতনের বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু বামনপুরাণের সহিত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ইহার বিস্তর প্রভেদ দেখিয়া—বিশেষতঃ লিঙ্গ পুনর্গ্রহণাদি সম্বন্ধে ইহাতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় অন্য কোন পুরাণেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়া, আমরা এস্থলে ইহা হইতেও উদ্ধৃত করিলাম।

থাকে, তাহা সত্য। প্রবক্ত লিঙ্গপূজা বিষয়ে অবশ্যই কোন কারণ আছে; সেই কারণ কি, একণে আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি কল্পভেদে * শিবলিঙ্গপূজার প্রবর্ত্তনা বিষয়ে যেরূপ শুনিয়াছি, তন্মধ্যে পূর্ব্বকালে দারুবনে ঋষিগণের যে ঘটনা হইয়াছিল, অদ্য তাহারই আনুপূর্ব্বিক যথাশ্রুত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।

---

* ব্রহ্মার এক এক দিনের নাম এক এক কল্প। প্রতি কল্পে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর এবং প্রত্যেক মন্বন্তরে ৭১ মহাযুগ হইয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগের সমষ্টির নাম এক মহাযুগ। এককল্পে এইরূপ এক সহস্র মহাযুগ অথবা চারি সহস্র খণ্ডযুগ হয়। সুতরাং প্রতি কল্পে এক সহস্র সত্যযুগ, এক সহস্র ত্রেতাযুগ, এক সহস্র দ্বাপরযুগ এবং এক সহস্র কলিযুগ হইয়া থাকে।

প্রতি কল্পের ঘটনাবলী, অনেকাংশে ঐক্য হইলেও, প্রায় সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হয় না। এইরূপ প্রতি মন্বন্তরের, এবং প্রতি কল্পের অন্তর্গত প্রতি সত্য, প্রতি ত্রেতা, প্রতি দ্বাপর, ও প্রতি কলিযুগের ঘটনাবলীও সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হয় না; অনেক স্থলে অনেকানেক ঘটনা বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। পুরাণ সমুদায়ে যে পরস্পর বিরুদ্ধ ঘটনা ও বিকল্প মত বর্ণিত আছে, তাহার মীমাংসা ও সামঞ্জস্য বিষয়ে পৌরাণিকদিগের ইহাই একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র, অর্থাৎ কোন স্থলে পৌরাণিক মতের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহারা কল্পভেদ বা যুগভেদ বলিয়াই তাহার মীমাংসা করিয়া থাকেন।

পরন্তু, কল্পভেদ ও যুগভেদ ব্যতীতও পুরাণ সমুদায়ের পরস্পর বিপরীত মতের সামঞ্জস্য করণ বিষয়ে একটি প্রশস্ত পথ আছে। অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে যাঁহাদের প্রবেশাধিকার হইয়াছে তাঁহারা তদ্দ্বারা অনায়াসেই ইহার মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়েন। সদ্গুরু-প্রসাদে দিব্যচক্ষু-প্রভাবে তাঁহারা কোন বিষয়েই কোন ঘটনারই অনৈক্য বা অসামঞ্জস্য দেখিতে পান না। এমন কি, সাধারণ চক্ষে প্রতীয়মান পরস্পর-বিরুদ্ধবাদী ষড়্‌বিধ দর্শনশাস্ত্রের অভ্যন্তরেও তাঁহারা আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। ইতঃপূর্ব্বে আমাদের এই পুস্তকের টীপ্পনীতে প্রণব ব্যাখ্যায় পুরাণান্তরের সহিত পুরাণান্তরের বিরুদ্ধ অংশের মীমাংসা সম্বন্ধে পাঠকগণ একপ সামঞ্জস্যের কিছু কিছু আভাস দেখিতে পাইবেন।

এইস্থলে যে কল্পভেদের কথা উল্লিখিত হইল, তাহার কারণ এই যে, ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয়াধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া এই শিবপুরাণেই লিঙ্গোৎপত্তির কারণ বা কাহিনী, ভিন্ন প্রকারে কথিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সেই কাহিনীও উদ্ধৃত করিয়াছি। এস্থলে অন্যবিধ কাহিনী কথিত হইয়াছে। এবং সেই নিমিত্তই ইহা কল্পভেদে ঘটিত বলিয়া উল্লিখিত হইল।

পূর্ব্বকালে দারুবন নামে পরম রমণীয় একটি বন ছিল ; এই দারুবনে শিব-ভক্তিপরায়ণ ঋষিগণ বাস করিতেন। এই ঋষিগণ প্রতিদিন ত্রিকালে শিবপূজা ও নিরন্তর শিব ধ্যানে নিরত থাকিতেন। ধ্যাননিষ্ঠ মহর্ষিগণ এইরূপে নিয়ত শিবের আরাধনা করেন ; এমত সময় এক দিবস তাঁহারা কাষ্ঠ আহরণের নিমিত্ত বনান্তরে গমন করিলেন। এই সময় ভগবান্ শঙ্কর নীললোহিত, মুনিগণের পরীক্ষার নিমিত্ত বিরূপ রূপ অবলম্বন করিয়া দারুবন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এই তাপস-বেশধারী সদাশিব অত্যন্ত তেজঃসম্পন্ন ও দিগম্বর ; তাঁহার শরীর বিভূতি-বিভূষিত ; তিনি হস্ত দ্বারা নিজ লিঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ কটাক্ষপাত ও নানাবিধ ভাবভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছিলেন। তিনি এইরূপে রমণীগণের অতীব প্রিয়দর্শন হইয়া মনোদ্বারা ঋষিপত্নীদিগের মন আকর্ষণ করিতে করিতে দারুবন-মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঋষিপত্নীগণ তাদৃশ-ভাবপরায়ণ ভূতনাথকে দেখিয়া যার পর নাই সম্ভ্রান্ত ও ভীত হইলেন, পরন্তু কোন কোন ঋষিপত্নী বিহ্বলা ও বিস্মিতা হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন ; কোন কোন ঋষিপত্নী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ; এবং কোন কোন ঋষিপত্নী বা তাঁহার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ঋষিপত্নীগণ পরমানন্দে ভগবান্ ভূতনাথের সহিত সংমিলিত হইলেন।

ইত্যবসরে মহর্ষিগণ কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিলেন তাঁহারা তাদৃশ বিরুদ্ধ চেষ্টা দেখিবামাত্র যার পর নাই দুঃখিত ও ক্রোধে একান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন, এবং নিরতিশয় দুঃখার্ত্ত হৃদয়ে কহিলেন, 'এ কে ! এ কে !' ভগবান্ পশুপতি কোন উত্তরই করিলেন না। তখন মহর্ষিগণ পরুষ বচনে কহিলেন, 'রে দুরাচার ! তুই ন্যায়বিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছিস্। তোর ঐ—ঐ লিঙ্গ এখনই ভূতলে নিপতিত হউক।'

মহর্ষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র শিবলিঙ্গ তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল, এবং তাহা জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন হইয়া যাহা সম্মুখে পাইল তৎসমুদায়ই দগ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ লিঙ্গ পাতালে, স্বর্গে ও ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল; কুত্রাপি স্থির হইয়া থাকিল না। পরন্তু ঐ লিঙ্গ যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিল, সেই সেই স্থানই দগ্ধ হইয়া

গেল। এইরূপে সেই বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নিস্তম্ভরূপী হইয়া ত্রিলোক দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিলোকস্থিত সমুদায় লোকই ব্যাকুলিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল; বিশেষতঃ ঋষিগণের কষ্ট ও দুঃখের আর পরিসীমা থাকিল না। দেবগণ ও ঋষিগণ পলায়ন করিয়াও কুত্রাপি স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিলেন না।

তখন ঋষিগণ ও দেবগণ সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইলেন; এবং এই কার্য্য যে সদাশিব-কৃত, তাহা তাঁহারা জানিতে না পারিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন; এবং যাহা যাহা ঘটনা হইয়াছে, তৎসমুদায়ই তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা আদ্যোপান্ত সমুদায় শ্রবণ করিয়া ঋষিগণকে কহিলেন, তোমরা ত্রিকালদর্শী মহর্ষি . তোমরা যখন জানিয়া শুনিয়াও অনভিজ্ঞ মূর্খের ন্যায় ঈদৃশ গর্হিত কার্য্য করিয়াছ, তখন আর আমি তোমাদিগকে কি বলিব! দেবগণ! এইরূপে শিবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি কুশল প্রত্যাশা করিতে পারে! মধ্যাহ্ন সময়ে অতিথি উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে, অতিথি আপনার পাপসমুদায় সেই ব্যক্তির স্কন্ধে প্রদান পূর্ব্বক তাহার সমুদায় পুণ্যপুঞ্জ লইয়া প্রতিগমন করিয়া থাকে। ঈদৃশ অবস্থায় স্বয়ং মহেশ্বর যখন অতিথি হইয়া প্রত্যাখ্যাত ও অবমানিত হইয়াছেন, তখন এ বিষয়ে আমি আর কি বলিব!

যাহা হউক, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত সেই লিঙ্গ স্থির না হইবে, সেই পর্য্যন্ত ত্রিলোকের কোথাও মঙ্গল হইবে না। এক্ষণে যাহাতে লিঙ্গ স্থির হয়, তোমরা তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

ব্রহ্মার মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ ও মহর্ষিগণ প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমাদিগকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, তোমরা দেবী ভগবতী গৌরীর আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যোনিরূপ ধারণ করুন। তিনি এরূপ করিলেই লিঙ্গ স্থির হইবে; অন্যথা কিছুতেই উহা স্থির হইবে না। তোমরা আরাধনা করিয়া দেবীকে যখন প্রসন্না দেখিবে, তখনই এই বর প্রার্থনা করিবে। পরে যথাবিহিত বস্ত্র দ্বারা অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া তদুপরি যথাবিহিত কুম্ভ সংস্থাপন পূর্ব্বক সেই কুম্ভে সর্ব্বৌষধি-সমন্বিত দূর্ব্বা ও যবাঙ্কুর প্রদান করিয়া তীর্থজল দ্বারা ঐ কুম্ভ পূরণ করিবে। পরে বৈদিক মন্ত্র দ্বারা ঐ কুম্ভ অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। মহর্ষিগণ!

কহিলেন, দেবগণ !—মহর্ষিগণ ! আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি ; একণে ত্রিলোকস্থ লোক সুখী হইবে। মহেশ্বর ঈদৃশ বাক্য বলিবামাত্র দেবগন ও ঋষিগণ সকলেই পরিতুষ্ট হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি সমুদায় দেবগণই ত্রিলোকস্থ লোকের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল সর্ব্বত্রই লিঙ্গ স্থাপন করিলেন ; তদবধি জগতে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রমাণ যথা :——

ঋষয় উচুঃ।

সূত জানাসি সকলং বেদব্যাসপ্রসাদতঃ।
তবাজ্ঞাতং ন বিদ্যেত তস্মাৎ পৃচ্ছামহে বয়ম্॥
লিঙ্গঞ্চ পূজ্যতে লোকৈস্তত্ত্বয়া কথিতঞ্চ যৎ।
তত্তথৈব ন চান্যদ্ধি কারণং বিদ্যতে ত্বিহ॥ ১

সূত উবাচ।

কল্পভেদকথা চৈব শ্রুতা চৈব ময়া পুনঃ।
তদেব কথয়াম্যত্র শ্রূয়তামৃষিসত্তমাঃ॥
পুরা দারুবনে যাতং যদ্বৃত্তম্ভ দ্বিজন্মনাম্।
তদেব শ্রূয়তাং সম্যক্ কথয়ামি যথাশ্রুতম্॥
দারুনাম বনং শ্রেষ্ঠং তত্রাসন্ ঋষিসত্তমাঃ।
শিবভক্তাঃ সদা নিত্যং শিবধ্যানপরায়ণাঃ॥
ত্রিকালং শিবপূজাঞ্চ কুর্ব্বন্তি স্ম নিরন্তরম্।
এবং সেবাং প্রকুর্ব্বানা ধ্যানমার্গপরায়ণাঃ॥
তে কদাচিদ্বনে যাতাঃ সমিদাহরণায় চ।
এতস্মিন্নন্তরে সাক্ষাৎ শঙ্করো নীললোহিতঃ॥
বিরূপঞ্চ সমাস্থায় পরীক্ষার্থং সমাগতঃ।
দিগম্বরোঽতিতেজস্বী ভূতিভূষণভূষিতঃ॥
চেষ্টাঞ্চৈব কটাক্ষঞ্চ হস্তে লিঙ্গঞ্চ ধারয়ন্।
মনসা চ হরো দেবো জগাম প্রিয়মুত্তমম্॥

তং দৃষ্ট্বা ঋষিপত্ন্যস্তাঃ পরং ত্রাসমুপাগতাঃ ।
বিহ্বলা বিস্মিতাশ্চান্যাঃ সমাজগ্মুস্তথা পুনঃ ॥
আলিলিঙ্গুস্তথা চান্যাঃ করং ধৃত্বা তথাপরাঃ ।
পরস্পরন্তু সংঘর্ষাৎ গতং চৈব দ্বিজন্মনাম্ ।
এতস্মিন্নেব সময়ে ঋষিবর্য্যাঃ সমাগমন্ ।
বিরুদ্ধং তস্য তৎ দৃষ্ট্বা দুঃখিতাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ।
তদা দুঃখমনুপ্রাপ্তাঃ কোঽয়ং কোঽয়ং তথাব্রুবন্ ।
যদা চ নোক্তবান্ কিঞ্চিৎ তদা তু পরমর্ষয়ঃ ॥
উচুস্তং পুরুষং তে বৈ বিরুদ্ধং ক্রিয়তে ত্বয়া ।
ত্বদীয়ঞ্চৈব লিঙ্গঞ্চ পততাং পৃথিবীতলে ।
ইত্যুক্তে তু তদা তৈস্তু লিঙ্গঞ্চ পাতিতং ক্ষণাৎ ।
তল্লিঙ্গঞ্চাগ্নিবৎ সর্ব্বং দদাহ যৎ পুরঃস্থিতম্ ।
যত্র যত্র চ তদ্যাতি তত্র তত্র দহেৎ পুনঃ ।
পাতালে চ গতং তচ্চ স্বর্গে চাপি তথৈব চ ॥
ভূমৌ সর্ব্বত্র তদ্‌ভ্রান্তং কুত্রাপি তৎ স্থিরং ন হি ।
লোকাশ্চ ব্যাকুলা জাতা ঋষয়স্তেঽতিদুঃখিতাঃ ॥
ন শর্ম্ম লেভিরে কাপি দেবাশ্চ ঋষয়স্তথা ।
তে সর্ব্বে চ তদা দেবা ঋষয়ো যে চ দুঃখিতাঃ ॥
ন জ্ঞাতস্তু শিবো যৈস্তু ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ।
তত্র গত্বা তু তৎ সর্ব্বং কথিতং ব্রহ্মণে তদা ।
ব্রহ্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রোবাচ ঋষিসত্তমান্ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

জ্ঞাতারশ্চ ভবন্তো বৈ কুর্ব্বন্তি গর্হিতং পুনঃ ।
অজ্ঞানতো যথা কুর্য্যুঃ কিং পুনঃ কথ্যতে তদা ।
বিরুধ্যৈবং শিবং দেবাঃ কুশলং কঃ সমীহতে ।
মধ্যাহ্নসময়ে যো বৈ অতিথিস্তু পরাঙ্মুখঃ ॥
তস্যৈব সুকৃতং নীত্বা দীত্বা দুষ্কৃতং পুনঃ ।
সংযাতি চাতিথির্যোহি কিং পুনঃ শিবমেব বা ॥

যাবল্লিঙ্গং স্থিরং নৈব জগতাং ত্রিতয়ে শুভম্ ;
জায়তে ন তদা ক্বাপি সত্যমেতদ্বদাম্যহম্ ॥
ভবদ্ভিশ্চ তথা কার্য্যং যথা স্বাস্থ্যং ভবেদিহ।
ইত্যুক্তান্তে প্রণম্যোচুঃ কিং কার্য্যং তৎ সমাদিশ ॥
ইত্যুক্তশ্চ তদা ব্রহ্মা তান্ প্রোবাচ তদা স্বয়ম্।
আরাধ্য গিরিজাং দেবীং প্রার্থয়ন্তু শুভাং তদা।
যোনিরূপা ভবেচ্চেদ্বৈ তদা তৎ স্থিরতাং ভজেৎ।
তদা প্রসন্নাং তাং দৃষ্ট্বা তদৈবং ক্রিয়তাং পুনঃ।
কুম্ভমেকং তদা স্থাপ্য কৃত্বাষ্টদলমুত্তমম্।
তদুপরি ন্যসেত্তত্ত্ব ওষধীভিঃ সমন্বিতম্ ॥
দূর্ব্বাযবাঙ্কুরৈস্তত্র তীর্থোদকং প্রপূরয়েৎ।
মন্ত্রৈশ্চ বেদভূতৈশ্চ মন্ত্রয়েৎ কুম্ভমুত্তমম্ ॥
তল্লিঙ্গং তজ্জলেনৈব সেচয়েন্মুনিসত্তমঃ।
শতরুদ্রীয়মন্ত্রৈস্ত প্রোক্ষিতং শান্তিমাপ্নুয়াৎ ॥
গিরিজাযোনিরূপঞ্চ বাণং স্থাপ্য শুভং পুনঃ।
তত্র লিঙ্গঞ্চ তৎ স্থাপ্যং পুনশ্চৈবাভিমন্ত্রয়েৎ ॥
গন্ধৈশ্চ চন্দনৈশ্চৈব পুষ্পধূপাদিভিস্তথা।
দীপারাত্রিকপূজাভিস্তোষয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥
প্রণিপাতস্তবৈস্তত্র বাদ্যং গানং তথা পুনঃ।
স্বস্ত্যয়নং ততঃ কৃত্বা জয় জয়েতি ব্যাহরেৎ ॥
প্রসন্নো ভব দেবেশ জগদাহ্লাদকারকঃ।
কর্ত্তা পালয়িতা ত্বঞ্চ সংহর্ত্তা পুনরেব চ ॥
জগদাদির্জগদ্যোনির্জগদন্তর্গতোঽপি চ।
পালয়ন্ সর্ব্বলোকাংশ্চ শান্তো ভব সদা শুভ ॥
এবং কৃতে চ স্বাস্থ্যং বৈ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ইত্যুক্তান্তে তদা দেবাঃ প্রণিপত্য পিতামহম্ ॥
শিবস্থ শরণং গত্বা প্রার্থিতঃ শঙ্করস্তদা।
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রসন্নঃ শঙ্করস্তদা ॥

পার্ব্বতীঞ্চ বিনা নান্যা লিঙ্গং ধারয়িতুং ক্ষমা ।
তয়া ধৃতঞ্চেৎ শান্তিঞ্চ গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
গৃহীত্বা চৈব ব্রহ্মাণং গিরিজা প্রার্থিতা তদা ।
প্রসন্নাং গিরিজাং কৃত্বা বৃষভধ্বজমেব চ ॥
পূর্ব্বোক্তঞ্চ বিধিং কৃত্বা স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্ ।
মন্ত্রোক্তেন বিধানেন দেবৈশ্চ ঋষিভিস্তদা ॥
স্তবনৈঃ পূজনৈর্মন্ত্রৈঃ সন্তোষ্য বৃষভধ্বজম্ ।
স্থিতং সম্যক্ পরং কৃত্বা সর্ব্বেষাং শর্ম্মহেতবে ॥
শিবোঽপি কৃপয়া যুক্তো হ্যব্রবীৎ পরমং বচঃ ।
প্রসন্নং মাং চ জানীত স্তুথং স্যাৎ সর্ব্বদা নৃণাম্ ॥
ইত্যুক্তে চ তদা তেন প্রসন্নাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ।
ঋষয়শ্চ প্রণম্যৈব স্তুত্বা স্তুত্বা পুনঃ পুনঃ ॥
ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা চাপি রুদ্রেণৈব পুনস্তথা ।
কৃতং সর্ব্বসুখঞ্চাত্র তৈস্তদা চ দয়ালুভিঃ ।
লোকানাং স্থাপিতে লিঙ্গে লিঙ্গমেতত্তথা পুনঃ ॥

ইতি শ্রীশিবপুরাণে লিঙ্গবিধানাধ্যায়ঃ ।

৫ ।—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা :—

মহারাজ দিলীপ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে ! আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে, ভগবান্ রুদ্র ত্রিপুরসংহারী ও সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ । তিনি কি নিমিত্ত ভার্য্যার সহিত জুগুপ্সিত রূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং কিরূপেই বা তাঁহারা যোনি-লিঙ্গস্বরূপ হইয়াছেন ? মিত্রাবরুণনন্দন । পঞ্চবক্ত্র ত্রিলোচন চতুর্ব্বাহু ভগবান্ শূলপাণির কি নিমিত্ত এরূপ বিগর্হিত রূপ হইল, বিশেষরূপে ব্যক্ত করুন ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্ ! আপনি যে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি তাহা বিস্তারিতরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্ব্বকালে একদা স্বায়ম্ভুব মনু মহর্ষিগণের সহিত সমবেত হইয়া মন্দরপর্ব্বতে একটি অসাধারণ দীর্ঘ-সত্র আরম্ভ করেন । নানাস্থান হইতে শংসিতব্রত নানাবিধ মুনিগণ সেই স্থানে

উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক সময়ে তপোবনগণ সকলে দেবতত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসু হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, দেবগণের মধ্যে কোন্ দেবতা প্রধান এবং বেদবেদান্ত-পারদর্শী ব্রাহ্মণগণের পূজ্য। মহর্ষিগণ এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তপোনিধি ভৃগুকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আমাদের সংশয়-চ্ছেদনে সমর্থ। অতএব আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট গমন করুন; এবং সেখানে গিয়া আপনি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিবেন যে, এই তিন দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতা সমধিক শুদ্ধসত্ত্ব-গুণসম্পন্ন। যিনি শুদ্ধসত্ত্ব-গুণ-সম্পন্ন হইবেন, তাঁহাকেই আমরা সকলেই পূজা করিব; অন্য দেবতা মাদৃশ ব্রাহ্মণগণের কখনই পূজ্য নহেন। মহর্ষে! আপনি অবিলম্বে এই দেবতা নিরূপণ করুন; ইহা দ্বারা সর্ব্বলোকেরও হিতসাধন হইবে।

ঋষিগণ এইবাক্য বলিবামাত্র মহর্ষি ভৃগু, বামদেবের সহিত সমবেত হইয়া প্রথমে কৈলাসশিখরে মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। তিনি শঙ্করের দ্বার-দেশে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ভীষণমূর্ত্তি নন্দী ত্রিশূলহস্তে দ্বার রক্ষা করিতে-ছেন। ভৃগু কহিলেন, নন্দিন্! মহাত্মা শঙ্করের নিকট শীঘ্র সংবাদ দাও যে, মহর্ষি ভৃগু দর্শনার্থী হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।

সর্ব্বগণেশ্বর নন্দী, অমিততেজা মহর্ষি ভৃগুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরুষ বাক্যে কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে না; তিনি ভগবতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। এখন তুমি ফিরিয়া যাও, যদি তোমার প্রাণের আশা থাকে, আমি বলিতেছি এখনই তুমি ফিরিয়া যাও।

মহাতপা ভৃগু এইরূপে প্রত্যাখ্যাত ও নিরাকৃত হইয়াও সেই দ্বারদেশেই বহুদিন অবস্থান করিলেন। পরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, দেখিতেছি, শঙ্করের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে; তিনি রমণীসম্ভোগে মত্ত ও তমোগুণে অভিভূত হইয়া আমাকে জানিতে পারিতেছেন না; এজন্য এক্ষণে আমি শাপ প্রদান করিতেছি যে, যেহেতু শঙ্কর নারীসঙ্গমে মত্ত হইয়া আমার অবমাননা করিলেন, এই কারণে শঙ্করী ও শঙ্কর, সংযুক্ত যোনিলিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইবেন।*

* যদিও এস্থলে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত নাই, তথাপি ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই অভিশাপ নিবন্ধনই দারুবনে মহাদেবের লিঙ্গপাত হইয়াছিল, এবং তিনি লিঙ্গরূপী এবং সেই লিঙ্গ ধারণ করিবার নিমিত্ত ভগবতীও যোনিরূপা হইয়াছিলেন।

প্রমাণ যথা :—

দিলীপ উবাচ।

বেত্তি স্বাহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ রুদ্রস্ত্রিপুরনস্তকঃ।
কস্মাদ্বিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্ সহ ভার্য্যয়া।
যোনিলিঙ্গস্বরূপঞ্চ কথং স্যাৎ সুমহাত্মনঃ।
পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্বাহুঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ।
কথং বিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্ দ্বিজপুঙ্গব
এবং সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব মিত্রাবরুণনন্দন।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যস্মাৎ পৃচ্ছসি গৌরবাৎ
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং মন্দরে পর্ব্বতোত্তমে।
ইয়াজ মুনিভিঃ সার্দ্ধং দীর্ঘসত্রমনুত্তমম্।
তস্মিন্ সমাগতাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
অন্বেষ্টুং দেবতাতত্ত্বং মিথঃ প্রোচুস্তপোধনাঃ।
বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং কঃ পূজ্যো দেবতাবরঃ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ।
ভৃগুং তপোনিধিং বিপ্রং প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা॥

ঋষয় উচুঃ।

অস্মাকং সংশয়ং ছেত্তুং সমর্থোঽসি শুভব্রত।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানামন্তিকং ব্রজ সুব্রত॥
গত্বা তেষাং সমীপন্তু তথা দৃষ্ট্বা চ বিগ্রহান্।
শুদ্ধসত্ত্বগুণস্তেষাং যস্মিন্ সংবিষ্ঠতে মুনে।
স এব পূজ্যো বিপ্রাণাং নেতরস্তু কদাচন।
তস্মাৎ ত্বং হি মুনিশ্রেষ্ঠ বিবুধানাং নিরাসনম্।
ক্ষিপ্রং কুরু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকহিতং প্রভো॥
এবমুক্তস্ততস্তূর্ণং কৈলাসং মুনিসত্তমঃ।
জগাম বামদেবেন যত্রাস্তে বৃষভধ্বজঃ॥

গৃহদ্বারমুপাগম্য শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
শূলহস্তং মহারৌদ্রং নন্দিং দৃষ্ট্বাব্রবীদ্দ্বিজঃ॥
সংপ্রাপ্তো হি ভৃগুর্বিপ্রো হরং দ্রষ্টুং সুরোত্তমম্।
নিবেদয়স্ব মাং শীঘ্রং শঙ্করায় মহাত্মনে॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নন্দী সর্ব্বগণেশ্বরঃ।
উবাচ পরুষং বাক্যং মহর্ষিমমিতৌজসম্॥
অসান্নিধ্য প্রভুস্তস্য দেব্যা ক্রীড়তি শঙ্করঃ।
নিবর্ত্তস্ব নিবর্ত্তস্ব যদি জীবিতুমিচ্ছসি॥
এবং নিরাকৃতস্তেন তত্রাতিষ্ঠন্মহাতপাঃ।
বহূনি দিবসাণ্যস্মিন্ গৃহদ্বারে মুনীশ্বরঃ॥
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভৃগুঃ প্রোবাচ শঙ্করম্।
বিনষ্টস্তমসাক্রান্তো মাং ন জানাতি শঙ্করঃ॥
নারীসঙ্গমমত্তোঽসৌ যস্মান্মামবমন্যতে।
যোনিলিঙ্গস্বরূপং বৈ রূপং তস্মাদ্ভবিষ্যতি॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডীয়াষ্টসপ্ততিতমাধ্যায়ঃ।

৬।—লিঙ্গপুরাণে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, * তাহার তাৎপর্য্য যথা :—

ঋষিগণ কহিলেন, লোমহর্ষণ! কিরূপে লিঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং কি নিমিত্তই বা লিঙ্গে (লিঙ্গরূপ অধিষ্ঠানে) ভগবান্ শঙ্করের পূজা হইয়া থাকে; বিশেষতঃ ঐ লিঙ্গ কি, এবং লিঙ্গীই বা কে, অর্থাৎ ঐ লিঙ্গ কাহার? তত্তাবৎ তুমি বিশেষরূপে বল।

লোমহর্ষণ কহিলেন, ঋষিগণ! আপনারা আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পূর্ব্বকালে দেবগণ এবং ঋষিগণও ব্রহ্মাকে যথাবিধানে প্রণাম করিয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; এবং বলিয়াছিলেন যে, ভগবন্! পূর্ব্বকালে কিরূপে লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং কি নিমিত্তই বা লিঙ্গের উপরি স্বয়ং ভগবান্ মহেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এই লিঙ্গই বা কি, এবং লিঙ্গীই বা কে? তাহা অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন।

পিতামহ কহিলেন, দেবগণ! (পরমব্রহ্মের আভাস-যুক্ত) প্রকৃতিই লিঙ্গ

শব্দে এবং সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মই লিঙ্গী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দেবগণ! প্রলয়-সময়ে সমুদ্রে আমার ও বিষ্ণুর রক্ষার নিমিত্তই এই লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল। যখন স্থিতিকাল সম্পূর্ণ ও প্রলয়কাল উপস্থিত হইল; তখন ত্রিলোক বিধ্বস্ত হইয়া গেল; দেবগণ ও মহর্ষিগণ জনলোকে গমন করিলেন, পরে তাঁহারা সেস্থানেও (উত্তপ্ত হইয়া) এক সহস্র মহাযুগের অবসানে সত্যলোকে গমন করিলেন। আমার (ব্রহ্মার) সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, সুতরাং তন্নিবসীর আধিপত্যেরও অবসান হইল; সকলই একাকার হইয়া গেল। এদিকে সর্ব্বতোভাবে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন স্থাবর অস্থাবর সমুদায় পদার্থই পরিশুষ্ক হইতে লাগিল; পশুগণ, মনুষ্যগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পিশাচগণ ও গন্ধর্ব্বগণ প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কিরণে দগ্ধ হইল। পরে ক্রমে চতুর্দ্দিক্ ও একার্ণব মহাঘোর অন্ধকারময় হইলে সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদেবোত্তব, বিশ্বাত্মা, ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রলয়-পয়োধিজলে প্রশান্তভাবে শয়ন করিলেন। এই সময় হিরণ্যগর্ভ রজোগুণে পূর্ণ, স্বয়ং শঙ্কর তমোগুণে পূর্ণ, এবং সর্ব্বগ বিষ্ণু সত্ত্বগুণে পূর্ণ থাকিলেন। পরন্তু ভগবান্ মহেশ্বর সর্ব্বজীবের আত্মা স্বরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, মহাবাহু বিষ্ণুই কালাত্মা; তিনিই কাঞ্চনাভ, তিনিই শুক্ল, তিনিই কৃষ্ণ ও তিনিই নিগুণ, এবং তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণ, সর্ব্বাত্মা ও সদসৎস্বরূপ। আমি তথাভূত পদ্মপলাশলোচন সনাতন বিষ্ণুকে প্রলয়-পয়োধিমধ্যে শয়ান দেখিয়া তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া অমর্ষযুক্ত হৃদয়ে কহিলাম, 'কস্ত্বং' তুমি কে! পরে তাঁহার গাত্রে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক জাগরিত করিবার চেষ্টা করিলাম। তখন আমার হস্তের তীব্র ও দৃঢ় প্রহার দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া অমল-কমললোচন বিষ্ণু শেষশয্যায় ক্ষণমাত্র উপবেশন পূর্ব্বক নিদ্রা-কলুষিত লোচনে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমাকে সম্মুখস্থিত দেখিতে পাইয়াই ভগবান্ হরি উত্থিত হইয়া সহাস্য মুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস ব্রহ্মন্! তোমার কুশল ত? বৎস! তোমার মঙ্গল ত?

দেবগণ! বিষ্ণু ঈষৎ হাস্য করিয়া ঈদৃশ বাক্য কহিলে রজোগুণাধিক্য বশতঃ আমার বৈরভাব উপস্থিত হইল। তখন আমি ভর্ৎসনা করিয়া জনার্দ্দনকে কহিলাম, কি আশ্চর্য্য! আমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা; তুমি কোন্ লজ্জায়

আমাকে 'বৎস বৎস' বলিয়া সম্বোধন করিতেছ! গুরু যেমন শিষ্যের নিকট ঈষৎ হাস্য করিয়া কথা কহেন, তুমি কোন্ সাহসে আমার নিকট সেইরূপ কহিতেছ! তুমি কি জান না যে, আমি জগতের সাক্ষাৎ কর্ত্তা, আমিই প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, আমিই সনাতন, আমিই অজ, আমিই বিষ্ণু, আমিই বিরিঞ্চি, আমিই বিশ্ব-কারণ, আমিই বিশ্বাত্মা, আমিই বিধাতা ও আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা! তুমি কি নিমিত্ত মোহাভিভূত হইয়া আমাকে বৎস বৎস বলিয়া সম্বোধন করিতেছ! শীঘ্র বল।

তখন বিষ্ণুও আমায় কহিলেন, ব্রহ্মন্! দেখ আমি সমুদায় জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা। আমি নিত্য, তুমি আমারই শরীর হইতে আবির্ভূত হইয়াছ। আমিই যে জগন্নাথ অনাময় নারায়ণ, আমিই যে পরমপুরুষ পরমাত্মা পুরুহূত পুরুষ্টুত বিষ্ণু, আমিই যে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা অচ্যুত মহেশ্বর তাহা কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ? অথবা তোমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই; আমার মায়াবলেই তোমার একপ হইয়াছে।

চতুর্ম্মুখ! যাহা সত্য, বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি নিশ্চয় জানিবে, আমিই সমুদায় দেবতার ঈশ্বর, আমিই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, আমার ন্যায় অণিমাদিগুণসম্পন্ন বিভু আর কেহই নাই। পিতামহ! আমিই পরমব্রহ্ম, আমিই পরমতত্ত্ব, আমিই পরমজ্যোতিঃ আমিই পরমাত্মা এবং আমিই বিশ্ব-ব্যাপী বিভু। চতুরানন! অধিক আর কি বলিব, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে স্থাবর বা জঙ্গম, তুমি যাহা কিছু দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, তৎসমুদায় ই মন্ময় এবং আমিই সকলের আত্মা। পূর্ব্বকালে আমিই স্বয়ং চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক অব্যক্তের সৃষ্টি করিয়াছি। এই সূক্ষ্ম পদার্থ সমুদায় নিয়ত পরস্পর সংবদ্ধ। অনন্তর আমার ক্রোধ হইতে দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; এবং আমার প্রসন্নতা হইতেই তোমার এবং ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমি প্রথমতঃ যে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহা হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই অহঙ্কার তিন প্রকার;—সাত্বিক, রাজসিক ও তাম-সিক। তন্মধ্যে তামসিক অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র, এই পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সাত্বিক অহঙ্কার হইতে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের এবং অন্তঃকরণের উৎপত্তি হইয়াছিল। অনন্তর উক্ত পঞ্চ তন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও

পৃথিবী, এই পঞ্চ ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। চতুরানন! তুমি নিশ্চয় জানিবে, এইরূপে আমার লীলাতেই জগতের সমুদায় সৃষ্টি হইয়া থাকে।

বিষ্ণু ও আমি রজোগুণাভিভূত হইয়া পরস্পর এইরূপ বাদানুবাদ করিতে লাগিলাম, এবং ঐরূপ বাদানুবাদ করিতে করিতেই সেই প্রলয়-পয়োধি-জলমধ্যে আমাদের উভয়ের রোমহর্ষণ দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এমন সময় আমাদের পরস্পর বিবাদ শান্তির নিমিত্ত এবং প্রবোধনের নিমিত্ত উভয়ের সম্মুখেই এক অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ আবির্ভূত হইল। এই লিঙ্গের কিরণাবলীতে চতুর্দ্দিক্ প্রপূরিত হইয়া উঠিল। এই লিঙ্গ প্রলয়কালীন অনলপুঞ্জ-সদৃশ তেজঃসম্পন্ন, আদি মধ্য ও অন্ত বিবর্জ্জিত, ক্ষয়বৃদ্ধি-বিরহিত, উপমা-রহিত অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত ও জগতের আদি কারণ। ইহার সহস্র সহস্র সমুজ্জ্বল কিরণমালায় ভগবান্ হরি ও আমি উভয়েই বিমোহিত হইয়া পড়িলাম। [তখন বিমুগ্ধ হরি আমাকে কহিলেন, তুমি এখন আর কিজন্য স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছ! এই দেখ, সম্মুখে আবার এই কে তৃতীয় উপস্থিত! এক্ষণে আমাদের যুদ্ধ রাখিয়া দাও। অগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন এই বস্তু কোথা হইতে আবির্ভূত হইল! আইস আমরা অনুসন্ধান করি।]* আমি অনুপম অগ্নিস্তম্ভের অধোভাগে গমন করি; তুমি প্রযত্নসহকারে ত্বরায় উর্দ্ধে গমন কর। [তুমি হংসরূপ ধারণ কর, আমি বরাহরূপ ধারণ করি।] বিশ্বাত্মা বিষ্ণু এই কথা বলিয়াই বরাহরূপী হইলেন। আমিও তৎক্ষণাৎ হংসরূপ ধারণ করিলাম। এই অবধি লোকে আমাকে হংসবিরাট ও হংস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যিনি 'হংস হংস' বলিয়া জপ করিবেন, তিনি হংস বা সোঽহং স্বরূপ হইবেন, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

যাহা হউক, আমি অতি সুন্দর শ্বেতবর্ণ, অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল-নয়ন-সম্পন্ন, চতুর্দ্দিকে পক্ষযুক্ত হংসরূপী হইয়া অনিল ও মনের ন্যায় বেগ অবলম্বন পূর্ব্বক উর্দ্ধদিকে ধাবমান হইলাম। এদিকে বিশ্বাত্মা নারায়ণও নীলাঞ্জনপুঞ্জ-সদৃশ,

* এই প্রবন্ধের আদ্যন্ত কিছু অবশিষ্ট প্রায় সমুদায় অংশই বায়ুপুরাণে প্রায় অবিকলই বর্ণিত আছে। সুতরাং বায়ুপুরাণের যে যে শ্লোক এই লিঙ্গপুরাণে নাই; অথচ যাহা অন্তর্নিবিষ্ট করিলে অপেক্ষাকৃত সুসঙ্গত বোধ হয়, সেই সেই শ্লোক আমরা [ ] এইরূপ বেষ্টনী চিহ্নের মধ্যে অনুবাদে এবং মূলেও সন্নিবেশিত করিলাম।

শতযোজন-দীর্ঘ, দশযোজন-বিস্তৃত, সুমেরুপর্ব্বত-সদৃশ অতিপ্রকাণ্ড বরাহরূপ ধারণ করিলেন। এই বরাহের দংষ্ট্রা শ্বেতবর্ণ ও সুতীক্ষ্ণ; তেজ প্রলয়কালীন আদিত্য-সদৃশ দুঃসহ, ঘোণা (নাসিকা) অতীব দীর্ঘ; চরণচতুষ্টয় হ্রস্ব; শরীর অতীব বিচিত্র, দৃঢ়, অনুপম, ও জয়শীল। বিষ্ণু এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ বরাহরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক মহাশব্দে পাতালাভিমুখে গমন করিলেন।* এইরূপে বিষ্ণু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মহাবেগে অধোগামী হইয়াছিলেন; পরন্তু এই শূকররূপী বিষ্ণু কিছুতেই উপস্থিত লিঙ্গের মূল দেখিতে পাইলেন না।

দেবগণ! এদিকে ঐ লিঙ্গের অন্ত দর্শনের উদ্দেশে আমিও একসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মহাবেগে সর্ব্বপ্রযত্নে উর্দ্ধগামী হইয়াছিলাম; পরন্তু সেই লিঙ্গের অন্ত না পাইয়া বহুকাল পরে একান্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত ও অধোগামী হইলাম। এইরূপে মহাশরীর মহামনা ভগবান্ বিষ্ণুও শ্রান্ত, ক্লান্ত ও সংত্রস্তনয়ন হইয়া উত্থিত হইলেন, এবং আমার সহিত মিলিত হইয়াই ঐ অতীব অদ্ভুত লিঙ্গকে প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি মহেশ্বরের মায়ায় মোহিত ও একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত ছিলেন, সুতরাং আমার সহিত সমবেত হইয়া তিনি ঐ লিঙ্গের পৃষ্ঠদেশে, পার্শ্বে ও সম্মুখে পুনঃ পুনঃ প্রণাম সহকারে অতীব বিস্মিত চিত্তে 'ইহা কি! ইহা কি!' এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন; [এবং কহিলেন, দেখিতেছি, ইহা অনির্দ্দেশ্য, নামরহিত ও কর্ম্মরহিত; ইহা ধ্যানেরও অগোচর; ইহা অলিঙ্গ হইয়াও লিঙ্গস্বরূপ ধারণ করিয়াছে। অনন্তর বিষ্ণু ও আমি উভয়েই চিত্ত স্থির করিয়া পুনঃপুনঃ নমস্কার সহকারে কহিতে লাগিলাম, আমরা তোমার স্বরূপ অবগত নহি; তুমি যে হও, সে হও, আমরা তোমাকে নমস্কার করিতেছি! এইরূপে নমস্কার করিতে করিতে আমাদের একশত বৎসর অতীত হইল।]

দেবগণ! অনন্তর সেই লিঙ্গ হইতে একটি নাদ (অব্যক্ত ধ্বনি) হইতে লাগিল। পরক্ষণেই ঐ ধ্বনির অন্তর্গত শব্দ লক্ষিত হইলে ঐ ধ্বনির স্বরূপ কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইল। পরে সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল যে, সুব্যক্ত প্লুতস্বরে

* শিবপুরাণ বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতে এই বরাহ শ্বেতবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং ইহাও লিখিত আছে যে, এই শ্বেতবরাহের নামানুসারেই এই বর্ত্তমান কল্প শ্বেতবরাহ কল্প বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

ওঁ——ওঁ——এইরূপ উচ্চারিত হইতেছে। তখন বিষ্ণু ও আমি, ইহা কি! ইহা কি!' 'এই মহাশব্দ কি! এই মহাশব্দ কি!' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইলাম; এবং কহিলাম, [যাঁহা হইতে এই মহাশব্দ আবির্ভূত হইল, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।] অনন্তর ওঙ্কারের স্বরূপ আমাদের নয়ন-গোচর হইল; আমরা দেখিতে পাইলাম, লিঙ্গের দক্ষিণ দিকে সনাতন আদ্য বর্ণ অকার, উত্তরে উকার, মধ্যস্থলে মকার এবং তদুপরি নাদ-(বিন্দু), ও তদুপরি তৎসমুদায়ের সমবায় স্বরূপ ওঁকার শোভা পাইতেছে। লিঙ্গের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত অকার সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, উত্তরস্থিত উকার পাবকের ন্যায়, এবং মধ্যভাগস্থিত মকার চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, তেজঃসম্পন্ন। ইহার উপরি ভাগে যাহা দৃষ্ট হইল, তাহা শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, ইহা তুরীয় সুতরাং ত্রিগুণাতীত, অমৃত স্বরূপ, নিষ্কল, নিরুপপ্লব নির্দ্বন্দ্ব, কেবল (একমাত্র), শূন্য, বাহ্যভাগ ও অভ্যন্তর-ভাগ রহিত, বাহ্য ও অভ্যন্তরে সংস্থিত, বাহ্য ও অভ্যন্তর স্বরূপ, আদিরহিত, মধ্যরহিত, অন্তরহিত, ও আনন্দকারণ। অকার, উকার, মকার, এই তিন বর্ণ তাহাতে তিন মাত্রারূপে এবং নাদ অর্দ্ধমাত্রারূপে অবস্থান করিতেছে। ইহাই শব্দব্রহ্মরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ঋক্, যজু ও সাম, এই তিন বেদই উহাতে অকার, উকার ও মকার, এই মাত্রাত্রয় রূপে অবস্থান করিতেছে।

অনন্তর আমরা বেদবাক্য হইতেই ঐ শব্দব্রহ্মকে বিশ্বাত্মরূপে অবগত হইলাম। এই সময় অবধি অতীন্দ্রিয়প্রদর্শক বেদের আবির্ভাব হইল। এই বেদ হইতেই সমুদায় জগতের পরম মঙ্গল হয়। বিষ্ণু এই অতীন্দ্রিয়দর্শক বেদবাক্য দ্বারাই পরমেশ্বর সদাশিবকে জানিতে পারিলেন।

তৎকালে যজুর্ব্বেদ কহিলেন, ভগবান্ রুদ্র অচিন্ত্য; বাক্য ও মন তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিবৃত্ত হয়, একাক্ষর প্রণব দ্বারা তিনিই বাচ্য। সেই একাক্ষর-বাচ্য ভগবান্ রুদ্রই পরম কারণ, অমৃতস্বরূপ, ঋতস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও পরাৎপর পরমব্রহ্ম স্বরূপ। এই শব্দব্রহ্মস্বরূপ একাক্ষর হইতেই অকারস্বরূপ ভগবান্ কনকাণ্ডজ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং ঐ একাক্ষর হইতেই উকার স্বরূপ বিষ্ণুও উৎপন্ন হইয়াছিলেন; এবং ঐ একাক্ষর হইতেই মকারস্বরূপ ভগবান্ নীললোহিতও উৎপন্ন হয়েন। ইহার মধ্যে অকাররূপ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, উকার-রূপ বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং মকাররূপ রুদ্র এতদুভয়ের প্রতি অনুগ্রহকারী।

এতন্মধ্যে মকাররূপ বিন্দু বীজী অর্থাৎ নিষেককর্ত্তা; অকাররূপ ব্রহ্মা বীজস্বরূপ এবং উকাররূপ বিষ্ণু যোনিস্বরূপ। এতৎত্রিতয়ের সমষ্টি সদাশিব প্রকৃতি ও পুরুষের অধীশ্বর; অর্থাৎ তাঁহা কর্ত্তৃকই প্রকৃতি ও পুরুষ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপে বীজী, বীজ, যোনি ও শব্দব্রহ্মরূপ মহেশ্বর, এই চতুষ্টয়ই প্রণবাত্মক। এতন্মধ্যে শব্দব্রহ্মস্বরূপ বীজী মহেশ্বর স্বেচ্ছানুসারে আপনাকে পৃথক্ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এই শব্দব্রহ্মস্বরূপ মহেশ্বরের লিঙ্গ হইতেই অকারস্বরূপ বীজের উৎপত্তি হইয়াছিল। ঐ বীজ উকারস্বরূপ যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। পরে উহা হইতে সুবর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হইয়া আদ্যবর্ণ অকার বেষ্টন পূর্ব্বক বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। এই দিব্য অণ্ড বহুকাল জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল। পরে সহস্র বৎসর অতীত হইলে মহেশ্বরের ইচ্ছায় উহা দ্বিধাকৃত হইয়া হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হইল। ঐ হিরণ্ময় অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইলে উহার উর্দ্ধভাগ দ্বারা স্বর্গ এবং অধোভাগ দ্বারা পাঞ্চভৌতিক পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই অণ্ডে যে অকারস্বরূপ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে, তিনিই সমুদায় লোকের স্রষ্টিকর্ত্তা। ইনি সত্ত্ব, রজ ও তম, এই গুণত্রয় ভেদে তিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এই প্রকারে 'ওঁ—ওঁ—' এই বাক্য দ্বারাই উক্ত সমুদায় বিষয় কথিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ এইরূপ বলিলেন।

যজুর্ব্বেদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋগ্‌বেদ ও সামবেদ সাদরে কহিলেন, ব্রহ্মন্! হরে! যজুর্ব্বেদ যাহা কহিলেন, তাহাই সত্য ও সমুদায় বেদের অনুমোদিত।* তখন বিষ্ণু ও আমি তাঁহাকেই সকলের অধীশ্বর বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলাম, এবং যথাবিহিত শ্রুতিসম্মত মন্ত্র দ্বারা সেই দেবদেব মহেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলাম।

অনন্তর নিরঞ্জন দেবদেব মহেশ্বর আমাদিগের স্তুতিবাদে পরিতুষ্ট হইয়া

* এই স্থলে বায়ুপুরাণে আর একটি মূর্ত্তির আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে যথা:—

তখন বিষ্ণু এবং আমি যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। এই সময় আর একটি অত্যদ্ভুত সুন্দর রূপ আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। এই মূর্ত্তি কর্পূরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পঞ্চবক্ত্র, দশভুজ, নানা বিভূষণে বিভূষিত, মহাবীর্য্য, মহোদার ও মহাপুরুষ লক্ষণাক্রান্ত। তাঁহার নানাবিধ কান্তি দ্বারা চতুর্দ্দিক্ সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

সেই লিঙ্গেই দিব্য শব্দময় রূপ ধারণ পূর্ব্বক সহাস্য ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অকার এই দিব্যপুরুষের মস্তক, আকার ললাট, ইকার দক্ষিণ নেত্র, ঈকার বাম নেত্র, উকার দক্ষিণ কর্ণ, ঊকার বাম কর্ণ, ঋকার দক্ষিণ কপোল, ৠকার বাম কপোল, ঌকার দক্ষিণ নাসাপুট, ৡকার বাম নাসাপুট, একার ওষ্ঠ, ঐকার অধর, ওকার ঊর্দ্ধদন্তপংক্তি, ঔকার অধোদন্তপংক্তি, অং তালুর উর্দ্ধদেশ, অঃ তালুর অধোদেশ, ক খ গ ঘ ঙ এই পঞ্চ অক্ষর পঞ্চ দক্ষিণ হস্ত, চ ছ জ ঝ ঞ এই পঞ্চ অক্ষর পঞ্চ বাম হস্ত, ট ঠ ড ঢ ণ এই পঞ্চ অক্ষর দক্ষিণ চরণ, ত থ দ ধ ন এই পঞ্চ অক্ষর বাম চরণ, পকার উদর, ফকার দক্ষিণ পার্শ্ব, বকার বাম পার্শ্ব, ভকার স্কন্ধদেশ, মকার হৃদয়, য র ল ব শ ষ স এই সাতটি বর্ণ সপ্ত ধাতু * হকার আত্মা, এবং ক্ষকার ক্রোধ †।

[নির্গুণ হইয়াও সগুণ ব্রহ্মের ঈদৃশ শব্দময় রূপ দর্শন করিয়া] আমি ও বিষ্ণু বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলাম। পরে ভগবান্ বিষ্ণু পুনর্ব্বার উর্দ্ধদেশে দেখিতে পাইলেন, ওঁকার হইতে সমুৎপন্ন শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ, পঞ্চকলা-সংযুক্ত, অষ্টত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক, মেধাবৃদ্ধিকর সর্ব্বধর্ম্মার্থসাধক (ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্ ইত্যাদি) মন্ত্র শোভা পাইতেছে (১)। বিষ্ণু পরে দেখিলেন, হরিদ্বর্ণ, বশ্যকারক কলাচতুষ্টয়-যুক্ত, চতুর্ব্বিংশতি-বর্ণাত্মক, গায়ত্রীসম্ভব তৎপুরুষ মন্ত্র শোভা পাইতেছে (২)। অনন্তর বিষ্ণু পুনর্ব্বার দেখিলেন, অষ্টকলাযুক্ত,

* সপ্ত ধাতু যথা।—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র।

† বায়ুপুরাণে, হকার নাভি এবং ক্ষকার নাদ বলিয়া বর্ণিত আছে। কোন কোন পুস্তকে ক্ষকার মেঢ্র বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে।

(১)—প্রমাণ যথা রহস্যে :—

ওঁকারবীজপ্রভবঃ কলাপঞ্চকসংযুতঃ। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ শুভমেধাবিবর্দ্ধনঃ॥
সদাশিবাখ্যা ব্যোমস্থ ঈশানঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ঈশান মন্ত্র যথা :--

ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিব ওঁ॥

(২)—প্রমাণ যথা রহস্যে :—

গায়ত্রীপ্রভবো মন্ত্রঃ স্বর্ণবর্ণশ্চতুষ্কলঃ। বশ্যকো গজবাহস্থ ঈশ্বরঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ॥
তৎপুরুষশ্চন্দ্রবিম্বাভো ধ্যেয়বদনোঽংশুমান্॥ তৎপুরুষমন্ত্র যথা :—

ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

অথর্ব্ববেদোক্ত, ত্রয়স্ত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক কৃষ্ণবর্ণ অঘাপহ, আভিচারিক অঘোরমন্ত্র শোভা পাইতেছে (৩)। পরে তিনি পুনর্ব্বার দেখিলেন, অষ্টকলা-সংযুক্ত, পঞ্চ-ত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক, শ্বেতবর্ণ, যজুর্ব্বেদীয় শান্তিকর সদ্যোজাত মন্ত্র শোভা বিস্তার করিতেছে (৪)। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার দেখিলেন, বালা প্রভৃতি ত্রয়োদশ-কলা-সমন্বিত, প্রথমপাদে জগতীচ্ছন্দোযুক্ত, জগতের বৃদ্ধি ও সংহারের কারণ, সামবেদ-সম্ভূত, লোহিতবর্ণ বামদেবমন্ত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই মন্ত্র ষট্‌ষষ্টিবর্ণাত্মক (৫)।

ভগবান্ বিষ্ণু এই পঞ্চ মন্ত্র লাভ করিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি মন্ত্রমূর্ত্তি সদাশিবের দর্শন পাইলেন। এই সদাশিব ঋক্, যজু ও সাম-বেদ স্বরূপ; গীত বাদ্য প্রভৃতি চতুঃষষ্টিকলা তাঁহার কান্তিস্বরূপ; ঈশানমন্ত্র তাঁহার মুকুট স্বরূপ; তৎপুরুষমন্ত্র তাঁহার মুখ স্বরূপ; অঘোরমন্ত্র তাঁহার হৃদয় স্বরূপ; বামদেবমন্ত্র তাঁহার গুহ্যদেশ স্বরূপ; এবং সদ্যোজাতমন্ত্র তাঁহার চরণ স্বরূপ: মহাভোগ ভোগিরাজগণ তাহার শরীরের শোভা বিস্তার করিতেছে। এই সদাশিবের সর্ব্বদিকে চরণ, সর্ব্বদিকে বদন, সর্ব্বদিকে নয়ন, এবং সর্ব্ব-দিকে হস্ত শোভা পাইতেছে। এই সদাশিব শব্দব্রহ্মের অধিপতি এবং সৃষ্টি,

---

(৩) -প্রমাণ যথা রহস্যে :—

অথর্ব্বপ্রভবো মন্ত্রঃ কলাষ্টকবিভূষিতঃ। আভিচারিক ইত্যর্থম্ অগ্রনাগ্রিসমপ্রভঃ।
অশেষাঘহরঃ পুংসামঘোরো রুদ্রবিগ্রহঃ। অঘোরমন্ত্র যথা :—

ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ।

(৪)—প্রমাণ যথা রহস্যে :—

যজুর্ব্বেদোদ্ভবো মন্ত্রঃ কলাষ্টকযুতঃ স্থিতঃ। শান্তিকৃৎ পৃথিবীসংস্থঃ সদ্যোজাতঃ পিতামহঃ। সদ্যোজাতমন্ত্র যথা :—
ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ।
ভবে ভবেঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ।

(৫)—প্রমাণ যথা রহস্যে :—

সামবেদভবো মন্ত্রস্ত্রয়োদশকলান্বিতঃ। বামদেবঃ প্রবালাভো বারিতত্ত্বস্থিতো হরিঃ।
বামদেবমন্ত্র যথা :—

ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বল-বিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ।

স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। বিষ্ণু এই মঙ্গলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার 'একাক্ষরায় রুদ্রায়' * ইত্যাদি মন্ত্রে সেই বরদ মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন।

লোমহর্ষণ কহিলেন, অনন্তর মহাদেব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! বিষ্ণো! তোমরা সমুদায় দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আমি দেবাদিদেব মহাদেব; তোমরা ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে দর্শন কর। পূর্ব্বে তোমরা দুই জনে আমার এই দক্ষিণ ও বাম দুই অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। এই দেখ, আমার দক্ষিণ পার্শ্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং আমার বাম পার্শ্বে বিষ্ণু (সূক্ষ্মরূপে) অবস্থান করিতেছেন; আর মধ্যে এই তৃতীয় পুরুষ বিশ্বাত্মাও আমার হৃদয়সম্ভূত। যাহা হউক, আমি তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রীত হইয়াছি; তোমাদের যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর প্রদান করিতেছি।

কৃপানিধি ভগবান্ মহেশ্বর এইরূপ বলিয়া কৃপা পূর্ব্বক করযুগল দ্বারা বিষ্ণুকে স্পর্শ করিলেন। তখন বিষ্ণু প্রহৃষ্ট হৃদয়ে লিঙ্গবিবর্জ্জিত লিঙ্গস্থ মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যদি আমাদিগকে বর প্রদান করা আপনকার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনকার প্রতি যেন আমাদের অবিচলিত ভক্তি থাকে। তখন ভগবান্ চন্দ্রশেখর বিষ্ণুকে ও আমাকে তাঁহার প্রতি অব্যভিচরিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদান করিলেন। পরে নারায়ণ পুনর্ব্বার ভূমিস্পৃষ্টজানু হইয়া বিশ্বনাথকে প্রণাম পূর্ব্বক মৃদুবাক্যে কহিলেন, দেবদেব! ব্রহ্মার সহিত আমার যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অতি শুভজনক ও সৌভাগ্যকরই বলিতে হইবে; কারণ আপনি সেই বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্তই এখানে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই কথা বলিয়া বিষ্ণু অবনত মস্তকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে মহেশ্বর সহাস্য মুখে কহিলেন, বৎস! বৎস! বিষ্ণো! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা; এক্ষণে তুমি স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ পালন কর। বিষ্ণো! আমি নিষ্কল নিরঞ্জন পরমেশ্বর হইয়াও গুণত্রয় ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন নাম ও তিনরূপে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিয়া আসিতেছি। বিষ্ণো! তুমি মোহ ত্যাগ কর; এই পিতামহকে পালন কর। এই

* এই স্তবের অনুবাদ করা আবশ্যক বোধ করিলাম না; পরন্তু ইহার প্রমাণের মধ্যে যথাস্থানে ঐ স্তব অবিকল আদ্যোপান্ত থাকিল।

পিতামহ পাদ্মকল্পে তোমার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবেন; তৎকালে তুমি এবং পিতামহ উভয়েই আমাকে দেখিতে পাইবে ও আমার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইবে। ভগবান্ দেবদেব এই কথা বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। এই সময় অবধিই ত্রিলোকে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

দেবগণ! লিঙ্গবেদী (গৌরীপট্ট) সাক্ষাৎ ভগবতী গৌরী; লিঙ্গও সাক্ষাৎ মহেশ্বর। প্রলয়কালে এই লিঙ্গেই সমুদায় জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহা লিঙ্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

যিনি লিঙ্গের সমক্ষে এই লিঙ্গাখ্যান নিয়ত পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই শিবস্বরূপ হয়েন, সন্দেহ নাই।

প্রমাণ যথা :—

ঋষয় উচুঃ।

কথং লিঙ্গমভূল্লিঙ্গে সমভ্যর্চ্চ্যশ্চ শঙ্করঃ।
কিং লিঙ্গং কস্তথা লিঙ্গী সূত বক্তুমিহার্হসি॥

লোমহর্ষণ উবাচ।

এবং দেবাশ্চ ঋষয়ঃ প্রণিপত্য পিতামহম্।
অপৃচ্ছন্ ভগবন্ লিঙ্গং কথমাসীদিতি স্বয়ম্॥
লিঙ্গে মহেশ্বরো রুদ্রঃ সমভ্যর্চ্চ্যঃ কথন্ত্বিতি।
কিং লিঙ্গং কস্তথা লিঙ্গী স চাপ্যাহ পিতামহঃ॥

পিতামহ উবাচ।

প্রধানং লিঙ্গমাখ্যাতং লিঙ্গী চ পরমেশ্বরঃ।
রক্ষার্থমম্বুধৌ মহ্যং বিষ্ণোশ্চাসীৎ সুরোত্তমাঃ॥
বৈমানিকে গতে সর্গে জনলোকং সহর্ষিভিঃ।
স্থিতিকালে চ সম্পূর্ণে ততঃ প্রত্যাহৃতে তথা॥
চতুর্যুগসহস্রান্তে সত্যলোকং গতে সুরাঃ।
বিনাধিপত্যং সমতাং গতেঽন্তে ব্রহ্মণো মম॥

শুষ্কে চ স্থাবরে সর্ব্বে হ্যনাবৃষ্ট্যা চ সর্ব্বতঃ ।
পশবো মানুষা যক্ষাঃ পিশাচাঃ পিশিতাশনাঃ ।
গন্ধর্ব্বাদ্যাঃ ক্রমেণৈব নির্দগ্ধা ভানুভানুভিঃ ॥
একার্ণবে মহাঘোরে তমোভূতে সমন্ততঃ ।
সুষ্বাপাম্ভসি যোগাত্মা নির্ম্মলো নিরুপপ্লবঃ ॥
সহস্রশীর্ষা বিশ্বাত্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
সহস্রবাহুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদেবভবোদ্ভবঃ ॥
হিরণ্যগর্ভো রজসা তমসা শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
সত্ত্বেন সর্ব্বগো বিষ্ণুঃ সর্ব্বাত্মত্বে মহেশ্বরঃ ॥
কালাত্মা কালনাভস্তু শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ নির্গুণঃ ।
নারায়ণো মহাবাহুঃ সর্ব্বাত্মা সদসন্ময়ঃ ॥
তথাভূতমহং দৃষ্ট্বা শয়ানং পঙ্কজেক্ষণম্ ।
মায়য়া মোহিতস্তস্য তমবোচমমর্ষিতঃ ॥
কস্ত্বং বদেতি হস্তেন সমুত্থাপ্য সনাতনম্ ॥
তদা হস্তপ্রহারেণ তীব্রেণ সুদৃঢ়েন চ ।
প্রবুদ্ধোঽহীন্দ্রশয়নাৎ সমাসীনঃ ক্ষণং বশী ॥
দদর্শ নিদ্রাবিক্লিন্ননীরজামললোচনঃ ।
মামগ্রে সংস্থিতং ভাসাধ্যাসিতো ভগবান্ হরিঃ ॥
আহ চোত্থায় ভগবান্ হসন্ মাং মধুরং সকৃৎ ।
স্বাগতং স্বাগতং বৎস পিতামহ মহাদ্যুতে ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স্মিতপূর্ব্বং সুরর্ষভাঃ ।
রজসা বদ্ধবৈরশ্চ তমবোচং জনার্দ্দনম্ ॥
ভাষসে বৎস বৎসেতি সর্গসংহারকারণম্ ।
মামিহান্তঃস্মিতং কৃত্বা গুরুঃ শিষ্যমিবানঘম্ ॥
কর্ত্তারং জগতাং সাক্ষাৎ প্রকৃতেশ্চ প্রবর্ত্তকম্ ।
সনাতনমজং বিষ্ণুং বিরিঞ্চিং বিশ্বসম্ভবম্ ॥
বিশ্বাত্মানং বিধাতারং স্রষ্টারং পঙ্কজেক্ষণম্ ।
কিমর্থং ভাষসে মোহাৎ বক্তুমর্হসি সত্বরম্ ॥

সোঽপি মামাহ জগতাং কর্ত্তাহমিতি লোকয় ।
ভর্ত্তা হর্ত্তা ভবানঙ্গাদবতীর্ণো মমাব্যয়াৎ ॥
বিস্মৃতোঽসি জগন্নাথং নারায়ণমনাময়ম্ ।
পুরুষং পরমাত্মানং পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্ ॥
বিষ্ণুমচ্যুতমীশানং বিশ্বস্য প্রভবোদ্ভবম্ ।
তবাপরাধো নাস্ত্যত্র মম মায়াকৃতস্ত্বিদম্ ॥
শৃণু সত্যং চতুর্বক্ত্র সর্ব্বদেবেশ্বরো হ্যহম্ ।
কর্ত্তা নেতা চ হর্ত্তা চ ন মমাস্তি সমো বিভুঃ ॥
অহমেব পরং ব্রহ্ম পরতত্ত্বং পিতামহ ।
অহমেব পরং জ্যোতিঃ পরমাত্মা ত্বহং বিভুঃ ॥
যদ্যদ্দৃষ্টং শ্রুতং সর্ব্বং জগত্যস্মিংশ্চরাচরম্ ।
তত্তদ্বিদ্ধি চতুর্ব্বক্ত্র সর্ব্বং মন্ময়মিত্যথ ॥
ময়া সৃষ্টং পুরাব্যক্তং চতুর্বিংশতিতত্ত্বকম্ ।
নিত্যন্তে হ্য বো বদ্ধাঃ সৃষ্টাঃ ক্রোধোদ্ভবাদয়ঃ ॥
প্রসাদাদ্ধি ভবানণ্ডান্যনেকানীহ লীলয়া ।
সৃষ্টা বুদ্ধির্ময়া তস্যামহঙ্কারস্ত্রিধা ততঃ ॥
তন্মাত্রপঞ্চকং তস্মান্মনঃষষ্ঠেন্দ্রিয়াণি চ ।
আকাশাদীনি ভূতানি ভৌতিকানি চ লীলয়া ॥
ইত্যুক্তবতি তস্মিংশ্চ ময়ি চাপি বচস্তথা ।
আবয়োশ্চাভবদ্যুদ্ধং সুঘোরং রোমহর্ষণম্ ॥
প্রলয়ার্ণবমধ্যে তু রজসা বদ্ধবৈরয়োঃ ।
এতস্মিন্নন্তরে লিঙ্গমভবচ্চাবয়োঃ পুরঃ ॥
বিবাদশমনার্থং হি প্রবোধার্থঞ্চ ভাস্বরম্ ।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলশতোপমম্ ॥
ক্ষয়বৃদ্ধিবিনির্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্ ।
অনৌপম্যমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং বিশ্বসম্ভবম্ ॥
তস্য জ্বালাসহস্রেণ মোহিতো ভগবান্ হরিঃ ।
[মোহিতং প্রাহ মামত্র কিমর্থং স্পর্দ্ধসেঽধুনা ॥

আগতোঽত্র তৃতীয়োঽপি তিষ্ঠতাং যুবমাবয়োঃ ।
কুত এবাত্র সম্ভূতঃ পরীক্ষাবোঽস্মিসত্বরম্ ।]
অর্ণো গমিষ্যামানন্তস্যাস্যাঽপনস্য চ ।
ভবানূর্দ্ধং প্রযত্নেন গন্তুমর্হসি সত্বরম্ ॥
[হংসরূপ' ত্বয়া ধার্য্যং বারাহঞ্চ ময়া পুনঃ ॥]
এবং ব্যাহৃত্য বিশ্বাত্মা স্বরূপমকরোত্তদা ।
বারাহমহমপ্যাশু হংসত্বং প্রাপ্তবান্ সুরাঃ ॥
তদা প্রভৃতি মামাহুর্হংসহংসবিরাড়িতি ।
হংসহংসেতি যো ব্রূয়াৎ হংসঃ সোঽহং ভবিষ্যতি ॥
সুশ্বেতো হ্যনলাক্ষশ্চ বিশ্বতঃ পক্ষসংযুতঃ ।
মনোঽনিলজবো ভূত্বা গতোঽহং চোর্দ্ধতঃ সুরাঃ ॥
নারায়ণোঽপি বিশ্বাত্মা নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ।
দশযোজনবিস্তীর্ণমায়তং শতযোজনম্ ॥
মেরুপর্ব্বতবর্ষ্মাণং গৌরতীক্ষ্ণাগ্রদংষ্ট্রিণম্ ।
কালাদিত্যসমাভাসং দীর্ঘঘোণং মহাস্বনম্ ॥
হ্রস্বপাদং বিচিত্রাঙ্গং জৈত্রং দৃঢ়মনুত্তমম্ ।
বারাহমসিতং রূপমাস্থায় গতবানধঃ ॥
এবং বর্ষসহস্রন্তু ত্বরন্ বিষ্ণুরধোগতঃ ।
নাপশ্যদল্পমপ্যস্য মূলং লিঙ্গস্য শূকরঃ ॥
তাবৎকালং গতো হ্যূর্দ্ধমহমপ্যরিসূদনাঃ ।
সত্বরং সর্ব্বযত্নেন তস্যান্তং জ্ঞাতুমিচ্ছয়া ॥
শ্রান্তো ন দৃষ্ট্বা তস্যান্তমহং কালাদধোগতঃ ॥
তথৈব ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্রান্তঃ সংত্রস্তলোচনঃ ।
সর্ব্বদেবভবস্তূর্ণমুত্থিতঃ স মহাবপুঃ ॥
সমাগতো ময়া সার্দ্ধং প্রণিপত্য মহামনাঃ ।
মায়য়া মোহিতঃ শম্ভোস্তস্থৌ সংবিগ্নমানসঃ ॥
পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চৈব চাগ্রতঃ পরমেশ্বরম্ ।
প্রণিপত্য ময়া সার্দ্ধং সস্মার কিমিদন্ত্বিতি ॥

[অনির্দ্দেশ্যঞ্চ তদ্রূপং অনাম কর্ম্মবর্জ্জিতম্ ।
অলিঙ্গং লিঙ্গতাং যাতং ধ্যানমার্গেঽপ্যগোচরম্ ॥
স্বস্বং চিত্তং তদা কৃত্বা নমস্কারপরায়ণৌ ।
জানীয়াবো ন তে রূপং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে ।
এবমব্দশতং জাতং নমস্কারং প্রকুর্ব্বতোঃ ।]
তদা সমভবত্তত্র নাদো বৈ শব্দলক্ষণঃ ॥
ওম্ ওমিতি সুরশ্রেষ্ঠাঃ সুব্যক্তঃ প্লুতলক্ষণঃ
কিমিদস্ত্বিতি সঞ্চিন্ত্য ময়া তিষ্ঠন্ মহাস্বনম্ ॥
[যস্মাচ্ছব্দঃ সমুদ্ভূতস্তস্মৈ তুভ্যং নমোঽস্তু তে ॥]
লিঙ্গস্য দক্ষিণে ভাগে তদাপশ্যৎ সনাতনম্ ।
আদ্যং বর্ণমকারন্তু উকারঞ্চোত্তরে ততঃ ॥
মকারং মধ্যতশ্চৈব নাদান্তং তস্য চোমিতি ।
সূর্য্যমণ্ডলবদ্দৃষ্ট্বা বর্ণমাদ্যন্তু দক্ষিণে ॥
উত্তরে পাবকপ্রখ্যমুকারং পুরুষর্ষভঃ ।
শীতাংশুমণ্ডলপ্রখ্যং মকারং তস্য মধ্যতঃ ॥
তস্যোপরি তদাপশ্যৎ শুদ্ধস্ফটিকবৎ প্রভুম্ ।
তুরীয়াতীতমমৃতং নিষ্কলং নিরুপপ্লবম্ ॥
নির্দ্বন্দ্বং কেবলং শূন্যং বাহ্যাভ্যন্তরবর্জিতম্ ।
সবাহ্যাভ্যন্তরঞ্চৈব সবাহ্যাভ্যন্তরস্থিতম্ ॥
আদিমধ্যান্তরহিতমানন্দস্যাপি কারণম্ ।
মাত্রাস্তিস্রস্ত্বর্দ্ধমাত্রং নাদাখ্যং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥
ঋগ্ যজুঃসামবেদা বৈ মাত্রারূপেণ মাধবঃ ।
বেদশব্দেভ্য এবেশং বিশ্বাত্মানমচিন্তয়ৎ ॥
তদাভবদৃষির্বেদ ঋষেঃ সারতমং শুভম্ ।
তেনৈব ঋষিণা বিষ্ণুর্জ্ঞাতবান্ পরমেশ্বরম্ ॥

বেদ উবাচ ।

চিন্তয়া রহিতো রুদ্রো বাচো যন্মনসা সহ ।
অপ্রাপ্য তং নিবর্ত্তন্তে বাচ্যস্ত্বেকাক্ষরেণ সঃ ॥

একাক্ষরেণ তদ্বাচ্যমৃতং পরমকারণম্ ।
সত্যমানন্দমমৃতং পরং ব্রহ্ম পরাৎপরম্ ॥
একাক্ষরাদকারাখ্যো ভগবান্ কমলাসনঃ ।
একাক্ষরাদুকারাখ্যো হরিঃ পরমকারণম্ ॥
একাক্ষরান্মকারাখ্যো ভগবান্ নীললোহিতঃ ।
সর্গকর্ত্তা হ্যকারাখ্য উকারাখ্যস্তু পালকঃ ।
মকারাখ্যস্তয়োর্নিত্যমনুগ্রহকরোঽভবৎ ॥
মকারাখ্যো বিভুর্বীজী হ্যকারো বীজমুচ্যতে ।
উকারাখ্যো হরির্যোনিঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥
বীজী চ বীজং বৈ যোনির্নাদাখ্যশ্চ মহেশ্বরঃ ।
বীজী বিভজ্য চাত্মানং স্বেচ্ছয়া তু ব্যবস্থিতঃ ॥
অস্য লিঙ্গাদভূদ্বীজমকারো বীজিনঃ প্রভোঃ ।
উকারযোনৌ নিক্ষিপ্তমবর্দ্ধত সমন্ততঃ ॥
সৌবর্ণমভবচ্চাণ্ডমাবেষ্ট্যাদ্যং তদক্ষরম্ ।
অনেকাব্দং তদা চাপ্সু দিব্যমণ্ডং ব্যবস্থিতম্ ।
ততো বর্ষসহস্রান্তে দ্বিধাকৃতমজোদ্ভবম্ ।
অণ্ডমপ্সু স্থিতং সাক্ষাদাদ্যাখ্যেনেশ্বরেণ তু ॥
তস্যাণ্ডস্য শুভং হৈমং কপালং চোর্দ্ধতঃ স্থিতম্ ।
জজ্ঞে যদ্‌দ্যৌস্তদপরং পৃথিবী পঞ্চলক্ষণা ।
তস্মাদণ্ডোদ্ভবো জজ্ঞে হ্যকারাখ্যশ্চতুর্মুখঃ ।
স স্রষ্টা সর্ব্বলোকানাং স এব ত্রিবিধঃ প্রভুঃ ।
এবমোমোমিতি প্রোক্তমিত্যাহুর্যজুষাং বরাঃ ॥
যজুষাং বচনং শ্রুত্বা ঋচঃ সামানি সাদরম্ ।
এবমেব হরে ব্রহ্মন্ ইত্যাহুশ্চাবয়োস্তদা ।
ততো বিজ্ঞায় দেবেশং যথাবৎ শ্রুতিসম্ভবৈঃ
মন্ত্রৈর্মহেশ্বরং দেবং তুষ্টাব সুমহোদয়ম্ ।
আবয়োঃ স্তুতিভিস্তুষ্টো লিঙ্গে তস্মিন্ নিরঞ্জনঃ ।
দিব্যং শব্দময়ং রূপমাস্থায় প্রহসন্ স্থিতঃ ।

অকারস্তস্য মূর্দ্ধা তু ললাটং দীর্ঘমুচ্যতে ।
ইকারং দক্ষিণং নেত্রমীকারং বামলোচনম্ ।
উকারং দক্ষিণং শ্রোত্রমূকারং বামমুচ্যতে।
ঋকারং দক্ষিণং তস্য কপোলং পরমেষ্ঠিনঃ ॥
বামং কপোলম্ কারং ৯ঃ নাসাপুটে উভে ।
একারমোষ্ঠ উর্দ্ধস্থ ঐকারমধরো বিভোঃ ॥
ওকারশ্চ তথৌকারো দন্তপংক্তিদ্বয়ং ক্রমাৎ ।
অম্ অস্ত তালুনী তস্য দেবদেবস্য ধীমতঃ ॥
কাদিপঞ্চাক্ষরাণ্যস্য পঞ্চহস্তানি দক্ষিণে ।
চাদিপঞ্চাক্ষরাণ্যেবং পঞ্চ হস্তানি বামতঃ ।
টাদিপঞ্চাক্ষরং পাদৌ তাদি পঞ্চাক্ষরং তথা ।
পকারমুদরং তস্য ফকারঃ পার্শ্বমুচ্যতে ।
বকারো বামপার্শ্বস্তু ভকারঃ স্কন্ধ উচ্যতে ।
মকারো হৃদয়ং শম্ভোর্মহাদেবস্য যোগিনঃ ।
যকারাদিসকারান্তা বিভোর্বৈ সপ্ত ধাতবঃ ।
হকার আত্মরূপং বৈ ক্ষকারঃ ক্রোধ উচ্যতে ।
[এবং শব্দময়ং রূপমগুণস্য গুণাত্মনঃ ॥]
তং দৃষ্ট্বা তু ময়া সার্দ্ধং ভগবন্তং মহেশ্বরম্ ।
প্রণম্য ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনশ্চাপশ্যদূর্দ্ধতঃ ॥
ওঁকারপ্রভবং মন্ত্রং কলাপঞ্চকসংযুতম্ ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং শুভাষ্টত্রিংশদক্ষরম্ ॥
মেধাকরমভূদ্ভূয়ঃ সর্ব্বধর্মার্থসাধকম্ ।
গায়ত্রীপ্রভবং মন্ত্রং হরিতং বশ্যকারকম্ ।
চতুর্বিংশতিবর্ণাঢ্যং চতুষ্কলমনুত্তমম্ ।
অথর্ব্বমসিতং মন্ত্রং কলাষ্টকমথাপহম্ ॥
আভিচারিকমত্যর্থং ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছুভাক্ষরম্ ।
যজুর্ব্বেদসমাযুক্তং পঞ্চত্রিংশচ্ছুভাক্ষরম্ ।
কলাষ্টকসমাযুক্তং সুশ্বেতং শান্তিকং তথা ।

ত্রয়োদশকলানুক্তং বালাদ্যৈঃ সহ লোহিতম্ ॥
সাদ্যোদ্ভবং জগত্যাদ্যং বৃদ্ধিসংহারকারণম্ ।
বর্ণাঃ ষড়ধিকাঃ ষষ্টিরস্য মন্ত্রবরস্য তু ॥
পঞ্চ মন্ত্রাস্তথা লব্ধা জজাপ ভগবান্ হরিঃ ।
অথ দৃষ্ট্বা কলাবর্ণমৃগ্‌যজুঃসামরূপিণম্ ॥
ঈশানমীশমুকুটং পুরুষাখ্যং পুরাতনম্ ।
অঘোরহৃদয়ং হৃদ্যং বামগুহ্যং সদাশিবম্ ॥
সদ্যঃপাদং মহাদেবং মহাভোগীন্দ্রভূষণম্ ।
বিশ্বতঃ পাদবদনং বিশ্বতোঽক্ষিকরং শিবম্ ।
ব্রহ্মণোঽধিপতিং সর্গস্থিতিসংহারকারণম্ ।
তুষ্টাব পুনরিষ্টাভির্বাগ্‌ভির্বরদমীশ্বরম্ ॥

ইত্যাদি মহাপুরাণে শ্রীলৈঙ্গে লিঙ্গোদ্ভবো নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

বিষ্ণুরুবাচ ।

একাক্ষরায় রুদ্রায় অকারায়াত্মরূপিণে ।
উকারায়াদিদেবায় বিদ্যাদেহায় বৈ নমঃ ॥
তৃতীয়ায় মকারায় শিবায় পরমাত্মনে ।
সূর্য্যাগ্নিসোমবর্ণায় যজমানায় বৈ নমঃ ॥
অগ্নয়ে রুদ্ররূপায় রুদ্রাণাং পতয়ে নমঃ ।
শিবায় শিবমন্ত্রায় সদ্যোজাতায় বেধসে ॥
বামায় বামদেবায় বরদায়ামৃতায় তে ।
অঘোরায়াতিঘোরায় সদ্যোজাতায় রংহসে ॥
ঈশানায় শ্মশানায় অতিবেগায় বেগিনে ।
নমঃ শ্রুতিনিধানায় ঊর্দ্ধলিঙ্গায় লিঙ্গিনে ॥
হেমলিঙ্গায় হেমায় বারিলিঙ্গায় চাম্ভসে ।
শিবায় শিবলিঙ্গায় ব্যাপিনে ব্যোমব্যাপিনে ॥
বায়বে বায়ুরূপায় নমস্তে বায়ুব্যাপিনে ।
তেজসে তেজসাং ভর্ত্রে নমস্তে তেজোব্যাপিনে ॥

জলায় জলভূতায় নমস্তে জলব্যাপিনে।
পৃথিব্যৈ চান্তরীক্ষায় পৃথিবীব্যাপিনে নমঃ॥
শব্দস্পর্শস্বরূপায় রসগন্ধায় গন্ধিনে
গণাধিপতয়ে তুভ্যং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমায় তে॥
অনন্তায় বিরূপায় অনন্তানাময়ায় চ।
শাশ্বতায় বরিষ্ঠায় বারিগর্ভায় যোগিনে॥
সংস্থিতায়াম্ভসাং মধ্যে আবয়োর্ম্মধ্যবর্চ্চসে।
গোপ্ত্রে হর্ত্রে সদা কর্ত্রে নিধানায়েশ্বরায় চ॥
অচেতনায় চিন্ত্যায় চেতনাযাসহারিণে।
অরূপায় সুরূপায় অনঙ্গায়াঙ্গহারিণে॥
ভস্মদিগ্ধশরীরায় ভানুসোমাগ্নিহেতবে।
শ্বেতায় শ্বেতবর্ণায় তুহিনাদ্রিচরায় চ॥
সুশ্বেতায় সুবক্ত্রায় নমঃ শ্বেতশিখায় চ।
শ্বেতাস্যায় মহাস্যায় নমস্তে শ্বেতলোহিত॥
সুতারায় বিশিষ্টায় নমো দুন্দুভিনে হব।
শতরূপ বিরূপায় নমঃ কেতুমতে সদা॥
সবিষায় বিকেশায় বিশোকায় কপর্দ্দিনে।
বিপাশায় সুপাশায় নমস্তে পাশনাশিনে॥
সুহোত্রায় হবিষ্যায় সুব্রহ্মণ্যায় সুবিণে।
সুমুখায় সুবক্ত্রায় দুর্দ্দমায় দমায় চ॥
কঙ্কায় কঙ্করূপায় কঙ্কণীকৃতপন্নগ।
সনকায় নমস্তুভ্যং সনাতন সনন্দন॥
সনৎকুমার সারঙ্গ-মারণায় মহাত্মনে।
লোকাক্ষিণে ত্রিধামায় নমো বিরজসে সদা॥
শঙ্খপালায় শঙ্খায় রজসে তমসে নমঃ।
সারস্বতায় মেঘায় মেঘবাহায় তে নমঃ॥
সুবাহায় বিবাহায় বিবাদবরদায় চ।
নমঃ শিবায় রুদ্রায় প্রধানায় নমো নমঃ॥

ত্রিগুণায় নমস্তভ্যং চতুর্ব্যূহাত্মনে নমঃ ।
সংসারায় নমস্তভ্যং নমঃ সংসারহেতবে ॥
মোক্ষায় মোক্ষরূপায় মোক্ষকর্ত্রে নমো নমঃ ।
আত্মনে ঋষয়ে তুভ্যং স্বামিনে বিষ্ণবে নমঃ ॥
নমো ভগবতে তুভ্যং নাগানাং পতয়ে নমঃ ।
ওঙ্কারায় নমস্তভ্যং সর্ব্বজ্ঞায় নমো নমঃ ॥
শর্ব্বায় চ নমস্তভ্যং নমো নারায়ণায় চ ।
নমো হিরণ্যগর্ভায় আদিদেবায় তে নমঃ ॥
নমঃ সর্গাধিপতয়ে প্রজানাং ব্যূহহেতবে ।
মহাদেবায় দেবানামীশ্বরায় নমো নমঃ ।
সর্ব্বায় চ নমস্তভ্যং সত্যায় শমনায় চ ।
ব্রহ্মণে চৈব ভূতানাং সর্ব্বজ্ঞায় নমো নমঃ ।
মহাত্মনে নমস্তভ্যং প্রজ্ঞারূপায় বৈ নমঃ ।
চিতয়ে চিতিরূপায় স্মৃতিরূপায় বৈ নমঃ ॥
জ্ঞানায় জ্ঞানগম্যায় নমস্তে সম্বিদে সদা ।
শিখরায় নমস্তভ্যং নীলকণ্ঠায় বৈ নমঃ ॥
অর্দ্ধনারীশরীরায় অব্যক্তায় নমো নমঃ ।
একাদশবিভেদায় স্থাণবে তে নমো নমঃ ॥
নমঃ সোমায় সূর্য্যায় ভবায় ভবহারিণে ।
যশস্করায় দেবায় শঙ্করায়েশ্বরায় চ ॥
নমোঽম্বিকাধিপতয়ে হ্যুমায়াঃ পতয়ে নমঃ ।
হিরণ্যপতয়ে তুভ্যং নমস্তে হেমরেতসে ॥
নীলকেশোপবীতায় শিতিকণ্ঠায় তে নমঃ ।
কপর্দ্দিনে নমস্তভ্যং নাগাঙ্গাভরণায় চ ॥
বৃষারূঢ়ায় সর্ব্বস্য কর্ত্রে হর্ত্রে নমো নমঃ ।
বীররামাতিরামায় রামনাথায় তে বিভো ॥
নমো রাজাধিরাজায় রাজ্ঞামধিগতায় তে ।
নমঃ পালাধিপতয়ে পালাশাকৃন্তনে নমঃ ॥

নমঃ কেয়ুরভূষায় গোপতে তে নমো নমঃ।
নমঃ শ্রীকণ্ঠনাথায় নমো লিকুচপাণয়ে।
ভুবনেশায় দেবায় বেদশাস্ত্র নমোঽস্তু তে।
সারদায় নমস্তভ্যং রাজহংসায় তে নমঃ॥
কনকাঙ্গদহারায় নমঃ সর্পোপবীতিনে।
সর্পকুণ্ডলমালায় কটিসূত্রীকৃতাহিনে॥
বেদগর্ভায় গর্ভায় বিশ্বগর্ভায় তে শিব॥

ব্রহ্মোবাচ।

বিররামেতি তং স্তুত্বা ব্রহ্মণা সহিতো হরিঃ।
এতৎ স্তোত্রং পরং পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি শ্রাবয়েদ্বা দ্বিজোত্তমান্।
স যাতি ব্রহ্মণো লোকে পাপকর্ম্মরতোঽপি বৈ॥
তস্মাজ্জপেৎ পঠেন্নিত্যং শ্রাবয়েদ্ব্রাহ্মণান্ সদা।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং বিষ্ণুনা পরিভাষিতম্॥

ইত্যাদি মহাপুরাণে শ্রীলৈঙ্গে শব্দব্রহ্মময়লিঙ্গোৎপত্তৌ বিষ্ণুকৃতে লিঙ্গস্তবে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অথোবাচ মহাদেবঃ প্রীতোঽহং সুরসত্তমৌ।
পশ্যতং মাং মহাদেবং ভয়ং সর্ব্বং বিমুচ্যতাম্॥
যুবাং প্রসূতৌ গাত্রাভ্যাং মম পূর্ব্বং মহাবলৌ।
অয়ং মে দক্ষিণে পার্শ্বে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥
বামে পার্শ্বে চ মে বিষ্ণুর্বিশ্বাত্মা হৃদয়োদ্ভবঃ।
প্রীতোঽহং যুবয়োঃ সম্যক্ বরং দদ্মি যথেপ্সিতম্॥
এবমুক্ত্বা তু তং বিষ্ণুং করাভ্যাং পরমেশ্বরঃ।
পস্পর্শ সুশুভাভ্যাস্তু ঘৃণয়াথ ঘৃণানিধিঃ॥
ততঃ প্রহৃষ্টমনসা প্রণিপত্য মহেশ্বরম্।
প্রাহ নারায়ণো নাথং লিঙ্গস্থং লিঙ্গবর্জ্জিতম্॥

যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্না যদি দেয়ো বরশ্চ নৌ।
ভক্তির্ভবতু নৌ নিত্যং ত্বয়ি চাব্যভিচারিণী॥
দেবঃ প্রদত্তবান্ দেবাঃ স্বাত্মন্যব্যভিচারিণীম্।
ব্রহ্মণে বিষ্ণবে চৈব শ্রদ্ধাং শীতাংশুভূষণঃ॥
জানুভ্যামবনীং গত্বা পুনর্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
প্রণিপত্য চ বিশ্বেশং প্রাহ মন্দতরং বশী॥
আবয়োর্দেবদেবেশ বিবাদমতিশোভনম্।
ইহাগতো ভবান্ যস্মাৎ বিবাদশমনায় নৌ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা পুনঃ প্রাহ হরো হরিম্।
প্রণিপত্য স্থিতং মূর্দ্ধ্না কৃতাঞ্জলিপুটং স্মরন্॥

মহেশ্বর উবাচ।

প্রলয়স্থিতিসর্গাণাং কর্ত্তা ত্বং ধরণীপতে।
বৎস বৎস হরে বিশ্বং পালয়ৈতচ্চরাচরম্॥
ত্রিধা ভিন্নো হ্যহং বিষ্ণো ব্রহ্মবিষ্ণুভবাখ্যয়া।
সর্গরক্ষালয়গুণৈর্নিষ্কলঃ পরমেশ্বরঃ॥
সম্মোহং ত্যজ ভো বিষ্ণো পালয়ৈনং পিতামহম্।
পাদ্মে ভবিষ্যতি সুতঃ কল্পে তব পিতামহঃ॥
তদা দ্রক্ষ্যসি মাঞ্চৈব সোঽপি দ্রক্ষ্যতি পদ্মজঃ।
এবমুক্ত্বা স ভগবান্ তত্রৈবান্তরধীয়ত॥
তদা প্রভৃতি লোকেষু লিঙ্গার্চ্চা সুপ্রতিষ্ঠিতা॥
লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ।
লয়নাৎ লিঙ্গমিত্যুক্তং তত্রৈব নিখিলাঃ সুরাঃ॥
যস্তু লৈঙ্গং পঠেন্নিত্যমাখ্যানং লিঙ্গসন্নিধৌ।
স যাতি শিবতাং বিপ্রা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

ইত্যাদি মহাপুরাণে শ্রীলৈঙ্গে ব্রহ্মবিষ্ণুলিঙ্গোৎপত্তৌ বিষ্ণুপ্রবোধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

এক্ষণে এই শিবলিঙ্গের উৎপত্তি কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহাও শিবপুরাণে বিশ্বেশ্বরসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণিত আছে। এস্থলে তদ্বিষয়ের আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"পুরাকালে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েরই 'আমিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা এবং দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান' এই বলিয়া বিবাদ আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিবিধ আয়ুধ বর্ষণ করিতে থাকেন। বহুকাল যুদ্ধ করিয়াও কেহ কাহাকেও পরাভূত করিতে পারিতেছেন না। বিষ্ণু তখন অত্যন্ত অমর্ষযুক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর ও অব্যর্থ মাহেশ্বরাস্ত্র সন্ধান করিলেন। ব্রহ্মাও তখন বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল উদ্দেশে অব্যর্থ ও ঘোরতর পাশুপতাস্ত্র সন্ধান করিলেন। তদ্দৃষ্টে দেবগণ বিক্ষুব্ধ ও ভীতচিত্ত হইয়া মহেশ্বরের নিকট গমন করিয়া যুদ্ধ-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহেশ্বর তখন প্রধান অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় গুপ্তভাবে আকাশমার্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরস্পর হননেচ্ছু ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যখন প্রলয়াগ্নি-সদৃশ অস্ত্রদ্বয় নিক্ষেপ করিলেন, তখন তদ্দ্বারা জগত্রয় দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে ভগবান্ শশাঙ্কশেখর ভীষণাকার অনলস্তম্ভরূপে উভয় যোদ্ধার মধ্যস্থলে আবির্ভূত হইবামাত্র ঐ অস্ত্রদ্বয় অনলস্তম্ভে বিলীন হইল। এই অদ্ভুত ঘটনা সন্দর্শনে বীরাভিমানী ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সাশ্চর্য্যে বলিলেন, একি! এই অতীন্দ্রিয় অগ্নিময় লিঙ্গ কোথা হইতে কি প্রকারে আবির্ভূত হইল। তখন উভয়েই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া ইহার আদি ও অন্ত নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পাতালতল ভেদ করিয়া বেগে অধোদেশে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল গমন করিয়া ইহার আদি দেখিতে না পাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পুনরায় সমরাঙ্গনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মাও অতিবেগবান্ হংসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বহুকাল ঊর্দ্ধদিকে ভ্রমণ করিয়াও অন্ত না পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, নিরতিশয় সৌগন্ধ্যময় অদ্ভুত এক কেতকীকুসুম অধোদিকে নিপতিত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যে উহা বহুকাল হইতেই পতিত হইতেছে। ব্রহ্মা কেতককে জিজ্ঞাসা করায় কেতক বলিল যে আমি এই অগ্নিময় স্তম্ভ মধ্যস্থিত শিবের মস্তক হইতে নিপতিত হইতেছি। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে, আমি এই স্তম্ভের আদি

প্রাপ্ত হই নাই। অতএব আপনি কিরূপে ইহার অন্ত দর্শন করিবেন। এই লিঙ্গ অনাদি ও অনন্ত। যাহা হউক, কেতক ব্রহ্মার অনুরোধে দেবগণ সকাশে 'ব্রহ্মা লিঙ্গের অন্ত দর্শন করিয়াছেন', এই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিল। ব্রহ্মা ও কেতকের মিথ্যা বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া শশাঙ্কশেখর সেই অগ্নিলিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া ভ্রূমধ্য হইতে নির্গত ভৈরবকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি এই অসত্যভাষী ব্রহ্মার উপরিতন পঞ্চম মস্তক বিচ্ছিন্ন কর? এবং কেতককেও অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, অদ্য হইতে তোমার পুষ্পে আমার পূজা হইবে না।

"প্রভু শঙ্করকে আবির্ভূত দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ নানাবিধ পবিত্র উপচার দ্বারা ভক্তি সহকারে শিবের পূজা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নানাবিধ স্তবস্তুতি করিয়া শঙ্করকে প্রসন্ন করিলেন। সদাশিব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।"

এইস্থলে সপ্তম অধ্যায়ে এই দিনকেই সদাশিব শিবরাত্রি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রমাণ যথা—ঈশ্বর উবাচ।

তুষ্টোঽহমদ্য বাং বৎসৌ পূজয়াস্মিন্ মহাদিনে।
দিনমেতৎ ততঃ পুণ্যং ভবিষ্যতি মহত্তরম্।
শিবরাত্রিরিতি খ্যাতা তিথিরেষা মম প্রিয়া॥ ইত্যাদি।—

অর্থাৎ বৎসদ্বয়! অদ্য আমি এই মহাদিনে তোমাদের পূজায় অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণ হইতে এই দিন অতীব পবিত্র বলিয়া সমাদৃত হইবে। আমার প্রিয় এই তিথি, এখন হইতে শিবরাত্রি তিথি বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে।

ঈশানসংহিতায় আছে যে,—

মাঘে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যামাদিদেবো মহানিশি।
শিবলিঙ্গতয়োদ্ভূতঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ॥

অর্থাৎ মাঘমাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর মহানিশিতে আদিদেব মহাদেব কোটি-সূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট শিবলিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই উভয় প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে শিবরাত্রিতেই শিবলিঙ্গের আবির্ভাব ও পূজা প্রবর্ত্তিত হয়; এবং এই জন্যই শিববিষয়ে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী বা শিবরাত্রি শ্রেষ্ঠতম

তিথি। ব্যাধের কাহিনী ইহার উত্তর কালের ঘটনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উক্ত কাহিনী দ্বারা ঐ তিথির মাহাত্ম্য কিরূপ, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

নারদপঞ্চরাত্র, অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং শিবপুরাণ নামক উপপুরাণে শিবলিঙ্গোৎপত্তির বিষয় যেরূপ বর্ণিত আছে, আমরা ক্রমে তাহা প্রদর্শন করিলাম। এতদ্ব্যতীত, এ সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ বিশেষ বিবরণ অষ্টাদশ মহাপুরাণ মধ্যে আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। আমরা যে যে মহাপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিলাম, তদ্ব্যতীত যদিও অন্যান্য মহাপুরাণে শিবলিঙ্গোৎপত্তির বিষয় বর্ণিত আছে, কিন্তু তত্তাবৎ আমাদের উদ্ধৃত বিবরণ হইতে ভিন্নপ্রকার নহে ; এমন কি, কোন কোন মহাপুরাণে আমাদের উদ্ধৃত ও উল্লিখিত শ্লোক সমুদায় প্রায় অবিকল রহিয়াছে ; সুতরাং তৎসমুদায় উদ্ধৃত করা আমরা আবশ্যক বোধ করিলাম না। তবে এস্থলে কেবল আর দুইটি বিষয়ের মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।—

প্রথম। জনশ্রুতি আছে, আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং কথক মহাশয়েরা কথকতার সময় বর্ণন করিয়াও থাকেন যে, সমুদ্রমন্থনের সময় অমৃত উত্থিত হইলে, অমৃত লইয়া দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে যখন পরস্পর ঘোরতর বিবাদ হইতে লাগিল। তৎকালে বিষ্ণু অসুরগণকে অমৃতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে মনোহারিণী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। অলোক-সাধারণ-অনুপম-রূপলাবণ্য-সম্পন্না মোহিনীকে অকস্মাৎ দর্শন করিবামাত্র সুরাসুরগণ সকলেই একান্ত বিমোহিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরন্তু মহাদেব ক্ষণকাল পরেই চৈতন্য লাভ পূর্ব্বক কামবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক মোহিনীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মোহিনীমূর্ত্তিধারী বিষ্ণু ভূতনাথের ভাবগতিক দেখিয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ চন্দ্রশেখরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিলেন। মোহিনী, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যে স্থানে যান, সেই স্থানেই দেখেন, ভগবান্ নীললোহিত আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত হস্ত উত্তোলন করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। যাহা হউক, মহেশ্বর কোনক্রমেই মোহিনীকে ধরিতে পারিলেন না। পরে তিনি বৃদ্ধতানিবন্ধন একান্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া একস্থানে উপ-

বেশন পূর্ব্বক ক্রমাগত লিঙ্গ বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। মোহিনী-রূপধারী বিষ্ণু, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল যেখানে গমন করেন, সেখানেই দেখেন, শিবলিঙ্গ বর্দ্ধমান হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন তিনি কোন স্থানে নিস্তার না পাইয়া পরিশেষে চক্র দ্বারা লিঙ্গচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলেন; শিবলিঙ্গ যত বৃদ্ধি হয়, মোহিনীরূপ বিষ্ণুও ততই ছেদন করেন। এইরূপ স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতাল সমুদায় শিবলিঙ্গে পরিপূরিত হইয়া পড়িল।

শিবলিঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে ঈদৃশ বর্ণনা আমরা রামায়ণ, মহাভারত বা অষ্টাদশ মহাপুরাণমধ্যে কোথাও প্রাপ্ত হইলাম না। পরন্তু "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" জনশ্রুতি কখনই অমূলক হইতে পারে না। অতএব এই বৃত্তান্ত আমাদের অপরিজ্ঞাত কোন উপপুরাণ মধ্যে থাকিতে পারে।

দ্বিতীয়। কালিকাপুরাণ নামক একখানি উপপুরাণে শিবলিঙ্গোৎপত্তি বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, সতী-বিয়োগের পর মহেশ্বর সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া যে সময় ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করেন, সে সময় ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শনৈশ্চরের সমবেত চেষ্টায় সতীর এক এক অঙ্গ এক এক স্থানে নিপতিত হইতে লাগিল। পরে মহেশ্বর নিজ স্কন্ধ সতীদেহশূন্য দেখিয়া যে স্থানে সতীর মস্তক নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে শোকার্ত্ত হৃদয়ে উপবিষ্ট হইলেন। তৎকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, সদাশিবকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত দূর হইতে সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। ভূতনাথ তদ্দর্শনে শোক ও লজ্জাক্রমে প্রস্তরময় লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিলেন। এইরূপে মহাদেব লিঙ্গরূপ হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই সেই লিঙ্গরূপী ত্রিলোচনের স্তব করিতে লাগিলেন। (কালিকাপুরাণের মতানুসারে) এই অবধি লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই প্রকারে লিঙ্গোৎপত্তি বিষয়ে নানা পুরাণে নানা প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। এই সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মতের কিরূপে সামঞ্জস্য সাধন হয়, তাহা অধ্যাত্মদর্শী মহাত্মগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। পরন্তু সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এই রূপক বর্ণন সমুদায়ের সামঞ্জস্য করিয়া আর অধিক গ্রন্থ বৃদ্ধি করা আমাদের তাদৃশ অভিপ্রেত নহে। যাঁহার যেরূপ জ্ঞান, তিনি তদনুসারে মীমাংসা পূর্ব্বক ইহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবেন। বিশেষতঃ, আমাদিগের

প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা মূল সূক্ষ্ম বিষয় ব্যক্ত না করিয়া রূপকাদি রূপে যে স্থূলরূপ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিশেষ প্রয়োজন, উপকারিতা ও গূঢ় সদভিসন্ধি আছে। এস্থলে আমরাও প্রাচীন মহর্ষিগণের অবলম্বিত পথের অনুসরণ করিলাম; তদ্‌বিপরীতাচরণ করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না। তবে এস্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমেই স্কন্দপুরাণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি—

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে।

এই মূলসূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা ও ধ্যান করিলেই বুদ্ধিমান পাঠকগণ রূপক বর্ণনার মূল কারণ এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

যাহা হউক, শিবলিঙ্গ যে কি, কি নিমিত্তই বা সকলে ইহা পূজা করেন, এবং কোন্ সময় হইতেই বা ইহার পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা এক প্রকার কথিত হইল। অতঃপর, অনেকের অনুরোধে শিবলিঙ্গের প্রকারভেদ ও বাণলিঙ্গের উৎপত্তি প্রভৃতি যথাসম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই শিবলিঙ্গ দুই প্রকার, অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ প্রভৃতিকে অকৃত্রিম লিঙ্গ বলে এবং ধাতু প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গকে কৃত্রিম লিঙ্গ বলা যায়।

এই কৃত্রিম ও অকৃত্রিম উভয়বিধ লিঙ্গই আবার দুই প্রকার, চল ও অচল। যে লিঙ্গকে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়, তাহাকে সচল বা চল লিঙ্গ বলে। আর যাহাকে স্থানান্তরিত করিতে না পারা যায়, তাহাকে অচল লিঙ্গ বলা হইয়া থাকে। কৃত্রিম লিঙ্গের মধ্যে যাহা মন্দিরাদিতে স্থাপিত, তাহাই অচল।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—

তল্লিঙ্গং দ্বিবিধং জ্ঞেয়মচলঞ্চ চলং তথা।
প্রাসাদে স্থাপিতং লিঙ্গমচলং তচ্ছিলাদিজম্॥

অকৃত্রিম শিবলিঙ্গ আবার পাঁচ প্রকার। যথা—

১। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। ২। দৈবলিঙ্গ। ৩। গোললিঙ্গ। ৪। আর্ষলিঙ্গ। ৫। মানসলিঙ্গ।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—

পঞ্চধা তৎ স্থিতং লিঙ্গং স্বয়ম্ভুদৈবগোলকম্।
আর্ষঞ্চ মানসং লিঙ্গং তেষাং লক্ষণমুচ্যতে॥

১। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-লক্ষণ যথা—

যে লিঙ্গে নানা ছিদ্র ও নানা বর্ণ আছে, যাহা কর্কশ এবং ভূগর্ভ মধ্যে যাহার মূল দৃষ্ট হয় না, তাহাই স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ এরূপ না হইলে তাহাকে লক্ষণচ্যুত বলা যায়। এই স্বয়ম্ভুলিঙ্গ নানাপ্রকার। যে স্বয়ম্ভু-লিঙ্গের মস্তক শঙ্খের ন্যায়, তাহা বৈষ্ণবলিঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত। যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মস্তক পদ্মের ন্যায়, তাহা ব্রাহ্মলিঙ্গ। যাহার মস্তক ছত্রের ন্যায়, তাহা ঐন্দ্র-লিঙ্গ। যাহার দুইটি মস্তক, তাহা আগ্নেয়লিঙ্গ। যে লিঙ্গে তিনটি পদচিহ্ন, তাহা যাম্যলিঙ্গ। যাহার আকৃতি খড়্গের ন্যায়, তাহা নৈর্ঋতলিঙ্গ। যাহার আকৃতি কলসের ন্যায়, তাহা বারুণলিঙ্গ। যাহাতে ধ্বজচিহ্ন আছে, তাহা বায়বীয়লিঙ্গ। যাহাতে গদাচিহ্ন আছে, তাহা কৌবেরলিঙ্গ। এবং যাহাতে ত্রিশূলচিহ্ন আছে, তাহা ঈশানলিঙ্গ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে দশ দিক্‌পাল হইতে দশবিধ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেবতার চিহ্নে চিহ্নিত অনেক প্রকার স্বয়ম্ভুলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—

নানাচ্ছিদ্রসুসংযুক্তং নানাবর্ণসমন্বিতম্।
অদৃষ্টমূলং যল্লিঙ্গং কর্কশং ভুবি দৃশ্যতে॥
তল্লিঙ্গন্তু স্বয়ম্ভুক্তমপরং লক্ষণচ্যুতম্।
স্বয়ম্ভুলিঙ্গমিত্যুক্তং তচ্চ নানাবিধং মতম্॥
শঙ্খাভমস্তকং লিঙ্গং বৈষ্ণবং তদুদাহৃতম্।
পদ্মাভমস্তকং ব্রাহ্মং ছত্রাভং শাক্রমুচ্যতে।
শিরোযুগ্মং তথাগ্নেয়ং ত্রিপদং যাম্যমীরিতম্।
খড়্গাভং নৈর্ঋতং লিঙ্গং বারুণং কলসাকৃতি॥

বায়ব্যং ধ্বজবল্লিঙ্গং কৌবেরস্ত গদান্বিতম্।
ঈশানস্ত ত্রিশূলাভং লোকপালাদিনিঃসৃতম্॥
স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাখ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥

২ দৈবলিঙ্গ যথা :—

যাহাতে করপুটের চিহ্ন আছে, যাহা শূল টঙ্ক ও চন্দ্রকলায় বিভূষিত, যাহাতে রেখা ও ছিদ্র রহিয়াছে, যাহা উন্নতানত ও দীর্ঘাকার, পরন্তু যাহাতে ব্রহ্মভাগ, বিষ্ণুভাগ ও রুদ্রভাগের লক্ষণ নাহি, * তাহার নাম দৈবলিঙ্গ।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—

করসংপুটসংস্পর্শং শূলটঙ্কেন্দুভূষিতম্।
রেখাকোটরসংযুক্তং নিম্নোন্নতসমন্বিতম্॥
দীর্ঘাকারঞ্চ যল্লিঙ্গং ব্রহ্মভাগাদিবর্জ্জিতম্।
লিঙ্গং দৈবমিতি প্রোক্তং—

৩। অধুনা গোললিঙ্গলক্ষণ বলিতেছি।—যাহার আকার কুষ্মাণ্ড ফলের ন্যায়, নাগরঙ্গ ফলের ন্যায়, অথবা কাকডিম্ব ফলের ন্যায়, তাহাই গোললিঙ্গ বা গোলকলিঙ্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—

—গোলকং প্রোচ্যতেঽধুনা॥
কুষ্মাণ্ডস্য ফলাকারং নাগরঙ্গফলোপমম্।
কাকডিম্বফলাকারং গোললিঙ্গমিতীরিতম্॥

৫। আর্যলিঙ্গলক্ষণ যথা।—যাহাতে ব্রহ্মসূত্রের (যজ্ঞোপবীতের) লক্ষণ আছে, যাহার মূলদেশ স্থূল, অথচ যে লিঙ্গের আকৃতি নারিকেল ফলের সদৃশ, অথবা যাহার মধ্যদেশ স্থূল, অথচ যে লিঙ্গ কপিথ-ফলসদৃশ, বা তালফলসদৃশ, তাহাকে আর্যলিঙ্গ অথবা ঋষিবাণলিঙ্গ বলা যায়। এতন্মধ্যে স্থূলমধ্য লিঙ্গই শ্রেষ্ঠ।

* শিবলিঙ্গের গৌরীপট্টের উপরিভাগকে রুদ্রভাগ কহে, গৌরীপট্ট প্রদেশকে বিষ্ণুভাগ বলা যায়, এবং গৌরীপট্টের নিম্নদেশকে ব্রহ্মভাগ বলা হইয়া থাকে। যে লিঙ্গে গৌরীপট্ট দৃষ্ট হয় না, তাদৃশ লিঙ্গে উক্ত ভাগত্রয় থাকিবার সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং এই ভাগত্রয়-বিবর্জ্জিত যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত লিঙ্গকেই দৈবলিঙ্গ বলা যায়।

যথা সিদ্ধান্তশেখরে—

নারিকেলফলাকারং ব্রহ্মসূত্রবিবর্জ্জনম্।
মূলে স্থূলঞ্চ যল্লিঙ্গং কপিত্থফলসন্নিভম্॥
তালস্থ বা ফলাকারং মধ্যে স্থূলঞ্চ যত্ত্ববেৎ।
মধ্যে স্থূলং বরং লিঙ্গম্ ঋষিবাণগৃহাহৃতম্॥

৫। মানসলিঙ্গ। এই মানসলিঙ্গ তিন প্রকার;—(১) রৌদ্রলিঙ্গ, (২) শিবনাভিলিঙ্গ ও (৩) বাণলিঙ্গ।

(১) রৌদ্রলিঙ্গ-লক্ষণ যথা:—

বীরমিত্রোদয়ে কথিত হইয়াছে যে, নদীবেগে প্রস্তরদ্বয় যদি পরস্পর ঘর্ষিত সমতল ও স্নিগ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই নদীসম্ভূত লিঙ্গকে রৌদ্রলিঙ্গ বলা যায়। সমুচ্চয়েও কথিত হইয়াছে যে, সরিৎপ্রবাহ হইতে যাহার উৎপত্তি, যাহার আকৃতি বাণলিঙ্গসদৃশ, তাহাও রৌদ্রলিঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যাহা নর্ম্মদানদীর স্রোতেও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া বাণলিঙ্গের আকৃতি ধারণ করে, তাহাও একপ্রকার রৌদ্রলিঙ্গ। এই রৌদ্রলিঙ্গ চারি প্রকার; শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, ও কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতবর্ণ লিঙ্গ ব্রাহ্মণের পূজ্য, রক্তবর্ণ লিঙ্গ ক্ষত্রিয়ের পূজ্য, পীতবর্ণ লিঙ্গ বৈশ্যের পূজ্য, এবং কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ শূদ্রাদির পূজ্য। পরন্তু সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিই কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। এই রৌদ্রলিঙ্গ যদ্যপি নর্ম্মদানদী-সম্ভূত হয়, তাহা হইলে বাণলিঙ্গের ন্যায় ফলপ্রদায়ক হইয়া থাকে।

যথা বীরমিত্রোদয়ে—

নদীসমুদ্ভবং রৌদ্রমন্যোন্যস্থ বিঘর্ষণাৎ।
নদীবেগাৎ সমং স্নিগ্ধং সঞ্জাতং রৌদ্রমুচ্যতে॥

যথা চ সমুচ্চয়ে—

সরিৎপ্রবাহসংস্থানং বাণলিঙ্গসমাকৃতি।
তদন্যদপি বোদ্ধব্যং রৌদ্রলিঙ্গং সুখাবহম্॥
নদীষারনর্ম্মদায়াং বাণলিঙ্গসমাকৃতি।
তদন্যদপি বোদ্ধব্যং লিঙ্গং রৌদ্রং ভবিষ্যতি॥

বৌদ্রলিঙ্গং তথাখ্যাতং বাণলিঙ্গসমাকৃতি ।
শ্বেতং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং বিপ্রাদিপূজিতম্ ॥
স্বভাবাৎ কৃষ্ণবর্ণং বা সর্ব্বজাতিষু সিদ্ধিদম্ ।
নর্ম্মদাসম্ভবং বৌদ্রং বাণলিঙ্গবদীরিতম্ ॥

(২) শিবনাভিলিঙ্গ তিন প্রকার; উত্তম মধ্যম ও অধম। যে শিবনাভিলিঙ্গের উচ্চতা চারি অঙ্গুলি পরিমিত, যাহাতে রমণীয় বেদিকা সংযুক্ত আছে, শাস্ত্রদর্শী মহর্ষিগণ তাহাকেই উত্তম শিবনাভিলিঙ্গ বলেন। যে লিঙ্গের পরিমাণ ইহার অর্দ্ধ, তাহা মধ্যম, এবং যাহার পরিমাণ তাহারও অর্দ্ধ, তাহা অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মহর্ষিগণ শিবনাভিলিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। এই শিবনাভিময় লিঙ্গ, সমুদায় লিঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব সকলেরই যথাবিধানে ইহার পূজা করা কর্ত্তব্য।

যথা বীরমিত্রোদয়ে—

উত্তমং মধ্যমধমং ত্রিবিধং লিঙ্গমীরিতম্ ।
চতুরঙ্গুলমুৎসেধে রম্যবেদিকমুত্তমম্ ॥
উত্তমং লিঙ্গমাখ্যাতং মুনিভিঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ ।
তদর্দ্ধং মধ্যমং প্রোক্তং তদর্দ্ধমধমং স্মৃতম্ ॥
শিবনাভিময়ং লিঙ্গং প্রতিপূজ্য মহর্ষিভিঃ ।
শ্রেষ্ঠঞ্চ সর্ব্বলিঙ্গেভ্যস্তস্মাৎ পূজ্যং বিধানতঃ ॥

(৩) এক্ষণে বাণলিঙ্গ বিবরণ কথিত হইতেছে:—

নর্ম্মদানদীর স্রোতোমধ্যস্থিত সচল স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বাণলিঙ্গ বলা যায়। এই বাণলিঙ্গে সর্ব্বদা সদাশিবের অধিষ্ঠান। কথিত আছে, শিবের প্রসাদ ভক্ষণ করিলে শত চান্দ্রায়ণব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; পরন্তু বাণলিঙ্গার্পিত বস্তুতে গ্রাহ্যাগ্রাহ্য বিচার নাই। অন্ন বা জল যে কোন বস্তু বাণলিঙ্গের মস্তকে অর্পিত হইবে; তাহাই প্রসাদরূপে গ্রহণ করা যাইবে। রুদ্রাক্ষ ও শিবলিঙ্গ যত স্থূল হয়, ততই প্রশস্ত; পরন্তু শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গ যত সূক্ষ্ম হইবে, ততই উৎকৃষ্ট।

যথা মেরুতন্ত্রে—

নর্ম্মদাজলমধ্যস্থং বাণলিঙ্গমিতি স্মৃতম্।
বাণলিঙ্গে স্বয়ন্তুতে চন্দ্রকান্তাহ্বয়ে স্থিতম্॥
চান্দ্রায়ণশতং কার্য্যং শম্ভোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ।
গ্রাহ্যাগ্রাহ্যবিভাগোঽয়ং বাণলিঙ্গে ন বিদ্যতে॥
তদর্পিতং জলং বান্নং গ্রাহ্যং প্রসাদসংজ্ঞয়া॥
রুদ্রাক্ষং শিবলিঙ্গঞ্চ স্থূলাৎ স্থূলং প্রশস্যতে।
শালগ্রামো নার্ম্মদশ্চ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মং বিশিষ্যতে॥

বাণলিঙ্গ-পূজা-মাহাত্ম্য যথা।—কোমল বস্তু দ্বারা বিনির্ম্মিত লিঙ্গের মধ্যে পার্থিব লিঙ্গই শ্রেষ্ঠ; এবং কঠিন বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গের মধ্যে পাষাণ-নির্ম্মিত লিঙ্গই প্রশস্ত। পরন্তু পাষাণ-নির্ম্মিত লিঙ্গ অপেক্ষা স্ফটিক-নির্ম্মিত লিঙ্গ, স্ফাটিক লিঙ্গ অপেক্ষা পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত লিঙ্গ, পদ্মরাগমণি-লিঙ্গ অপেক্ষা কাশ্মীর-নির্ম্মিত লিঙ্গ, কাশ্মীর-লিঙ্গ অপেক্ষা পুষ্পরাগমণি-নির্ম্মিত লিঙ্গ, পুষ্পরাগ-লিঙ্গ অপেক্ষা ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত লিঙ্গ, ইন্দ্রনীলমণি-লিঙ্গ অপেক্ষা গোমেদ-নির্ম্মিত লিঙ্গ, গোমেদ-লিঙ্গ অপেক্ষা বিদ্রুম-নির্ম্মিত লিঙ্গ, বিদ্রুমলিঙ্গ অপেক্ষা মুক্তা-নির্ম্মিত লিঙ্গ, মৌক্তিক লিঙ্গ অপেক্ষা রজত-নির্ম্মিত লিঙ্গ, রাজত লিঙ্গ অপেক্ষা সুবর্ণ-নির্ম্মিত লিঙ্গ, সৌবর্ণ লিঙ্গ অপেক্ষা হীরক-নির্ম্মিত লিঙ্গ, হীরক-লিঙ্গ অপেক্ষা পারদ-নির্ম্মিত লিঙ্গ এবং পারদ-লিঙ্গ অপেক্ষা বাণলিঙ্গই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বাণলিঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ আর নাই।

যথা মেরুতন্ত্রে—

কোমলেষু তু লিঙ্গেষু পার্থিবং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
কঠিনেষু তু পাষাণং পাষাণাৎ স্ফাটিকং পরম্॥
স্ফাটিকাৎ পদ্মরাগঞ্চ কাশ্মীরং পদ্মরাগতঃ।
কাশ্মীরাৎ পুষ্পরাগোত্থম্ ইন্দ্রনীলোদ্ভবং ততঃ॥
ইন্দ্রনীলাচ্চ গোমেদং গোমেদাদ্বিদ্রুমোদ্ভবম্।
বিদ্রুমান্মৌক্তিকং শ্রেষ্ঠং তস্মাৎ শ্রেষ্ঠন্তু রাজতম্॥
হৈরণ্যং রাজতাৎ শ্রেষ্ঠং হৈরণ্যাদ্ধীরকং বরম্।
হীরকাৎ পারদং শ্রেষ্ঠং বাণলিঙ্গং ততঃ পরম্॥

সূতসংহিতায় আছে যে, এক কোটি রত্নলিঙ্গ পূজায় যে ফল, একটি বাণলিঙ্গ পূজায় সেই ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং একটি পারদলিঙ্গ পূজায় এক কোটি বাণলিঙ্গ পূজার সদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা সূতসংহিতায়—

সংস্থাপ্য শ্রীবাণলিঙ্গং বজ্রকোটিগুণং ভবেৎ।
রসলিঙ্গে ততো বাণাৎ ফলং কোটিগুণং স্মৃতং॥

পূর্ব্বোক্ত মেরুতন্ত্রোক্ত বচনে দৃষ্ট হয় যে, পারদলিঙ্গ অপেক্ষা বাণলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ। যুক্তি দ্বারা অনুমিত হয় যে, কৃত্রিম পারদলিঙ্গ অপেক্ষা অকৃত্রিমতাহেতু বাণলিঙ্গই শ্রেষ্ঠ। অন্যদিকেও দৃষ্ট হয় যে, পারদ শিববীর্য্য, অতএব পারদলিঙ্গ কৃত্রিম হইলেও শ্রেষ্ঠতায় ন্যূন নহে। এতদ্দ্বারা ইহাই বিবেচিত হয় যে, উক্ত উভয়বিধ লিঙ্গের শ্রেষ্ঠতায় বিশেষ পার্থক্য নাই।

এই বাণলিঙ্গের উৎপত্তি সূতসংহিতায় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য যথা। ভৈরব বলিতেছেন। পূর্ব্বকালে বাণ নামক অসুর শিবের অতীব বল্লভ, শিবপূজায় নিয়ত নিরত ও একান্ত অনুরক্ত এবং জিতক্রোধ ছিলেন। তিনি সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন ও শিল্পশাস্ত্রে অতীব পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন স্বয়ং যথোক্ত-লক্ষণ-সম্পন্ন শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতেন। এইরূপে দিব্য শত বৎসর অতীত হইলে ভক্তবৎসল দয়াময় শঙ্কর প্রত্যক্ষ হইলেন এবং কহিলেন, বাণ! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি কি বর প্রার্থনা কর, বল। শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাণ কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি এই দীনহীন হতভাগ্যের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহা আমার অভিপ্রেত, সেই বর প্রদান করুন। দেবদেব! আমি প্রতিদিন লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছি;—মহেশ্বর! শাস্ত্রের মর্ম্ম অতীব দুর্জ্ঞেয়; বিশেষতঃ যিনি শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত আছেন, এরূপ ব্যক্তিও সুদুর্লভ; সুতরাং শাস্ত্রানুসারে শুভলক্ষণসম্পন্ন লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে আমার দিন দিন যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছে। অতএব চন্দ্রশেখর! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে কতকগুলি সুলক্ষণসম্পন্ন লিঙ্গ প্রদান করুন, আপনকার প্রদত্ত ঐ লিঙ্গ পূজা করিয়া যেন আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ হয় ও আমি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হই। আপনি যদি রসকলে

হিতের নিমিত্ত এইরূপ লিঙ্গ প্রদান করেন, তাহা হইলে সমুদায় মনুষ্যের প্রতি অনুকম্পা এবং আমার প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করা হয়।

পরমকারণ সদাশিব বাণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈলাসশিখরে গমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ কোটি লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন ; এই সমুদায় লিঙ্গই সিদ্ধ লিঙ্গ; ইহা পূজা করিলে মনুষ্য মাত্রেরই অভ্যুদয় হয়। মহেশ্বর এইরূপ সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া বাণাসুরের নিকট সমর্পণ করিলেন। বাণ অক্ষয়-ফলপ্রদ সেই সমুদায় লিঙ্গ ক্রমশঃ প্রতিদিন প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম ভক্তি ও প্রীতি সহকারে পূজা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই ভস্তাবাপন্ন প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ নিজ পুরীতে লইয়া গিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ; আমি এই লিঙ্গ সমুদায় যে প্রতিষ্ঠা করিলাম, ইহা যদি অক্ষয় হইল, তাহা হইলে সমুদায় মনুষ্যের সিদ্ধির নিমিত্ত স্থানে স্থানে প্রবল স্রোতোমধ্যে এই সমুদায় লিঙ্গ রক্ষা করা যাউক। বাণাসুর এইরূপ বিবেচনা করিয়া কালিকাগর্ত্তে তিন কোটি, শ্রীশৈলে তিন কোটি, কন্যাকাশ্রমে এক কোটি, মাহেশ্বরক্ষেত্রে এক কোটি, কন্যাতীর্থে এক কোটি, মহেন্দ্রপর্ব্বতে এক কোটি, নেপালে এক কোটি এবং (লিঙ্গাদ্রি প্রভৃতিতে অবশিষ্ট তিন কোটি) সেই লিঙ্গ সঞ্চিত রাখিলেন। এই লিঙ্গ বাণাসুরের পূজার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহা বাণলিঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অথবা, বাণ শব্দের অর্থ সদাশিব ; যে লিঙ্গ সদাশিব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাই বাণলিঙ্গ শব্দে অভিহিত হয়। *

---

* কোন কোন তন্ত্রে কথিত আছে যে, বাণাসুর যখন শিবের নিকট বর লইয়া চতুর্দ্দশ কোটি লিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সমুদয় দেবতাই স্ব স্ব পদচ্যুতি ভয়ে ভীত হইয়া মহেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ; এবং প্রত্যেক দেবতাই বরগ্রহণকালে এক এক কোটি করিয়া লিঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সমস্ত লিঙ্গও বাণ অর্থাৎ সদাশিব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া বাণলিঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বাণাসুর যে যে স্থানে লিঙ্গ সঞ্চিত করিয়াছিলেন, দেবগণও সেই সেই স্থানে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। পরন্তু যে যে দেবতা যে যে বাণলিঙ্গ পূজা করিয়াছেন, সেই সেই দেবতার নামেই সেই সেই বাণলিঙ্গ পরিচিত হইয়া থাকেন। যথা :—ঐন্দ্রলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, বিষ্ণুলিঙ্গ, কুবেরলিঙ্গ, ব্রহ্মলিঙ্গ, অগ্নিলিঙ্গ, বারুণলিঙ্গ, যামালিঙ্গ, শনৈশ্চরলিঙ্গ, চন্দ্রলিঙ্গ ইত্যাদি।

যথা সূতসংহিতায়াং ভৈরববাক্যম্।

বাণাসুরঃ পুরা ভদ্রে শিবস্যাতীব বল্লভঃ।
জিতক্রোধোঽসুরশ্রেষ্ঠশ্চ শিবপূজাবিধৌ রতঃ॥
বহ্নিজ্ঞো নিপুণশ্চৈব শিল্পজ্ঞো লক্ষণান্বিতঃ।
দিনে দিনে স্বয়ং কৃত্বা লিঙ্গং স্থাপ্য প্রপূজয়েৎ॥
এবং বর্ষশতং দেবি দিব্যমানেন পূজয়েৎ।
তদা তদ্ভক্তিসুলভঃ প্রত্যক্ষঃ শঙ্করোঽভবৎ॥

শঙ্কর উবাচ।

তুষ্টোঽহং তব হে বাণ বরং ব্রূহি কিমিচ্ছসি।
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা বাণো বচনমব্রবীৎ॥
যদি তুষ্টোঽসি হীনায় মহ্যং ত্বং মন্দভাগিনে।
ক্লিষ্টোঽহং তব দেবেশ লিঙ্গং কৃত্বা দিনে দিনে।
তত্তল্লক্ষণসংসিদ্ধলক্ষণং শাস্ত্রনির্ম্মিতম্॥ ১
শাস্ত্রার্থো দুর্লভো দেব সিদ্ধার্থশ্চ সুদুর্লভঃ।
তস্মাত্ত্বং যদি মে তুষ্টো লিঙ্গং দেহি সুলক্ষণম্॥
সর্ব্বকামকৃতার্থঞ্চ সর্ব্বসত্ত্বানুকম্পনম্।
সর্ব্বেষাঞ্চ হিতার্থায় প্রসাদং কুরু শঙ্কর॥
ইত্যেবং বচনং তস্য শিবঃ পরমকারণম্।
শ্রুত্বা কৈলাসমূর্দ্ধানং শঙ্করেণ বিনির্ম্মিতাঃ॥
লিঙ্গানাং কোটিসংখ্যাশ্চ তথা চৈব চতুর্দ্দশ।
সিদ্ধলিঙ্গং তদা তত্তৎ সর্ব্বং সর্বোদয়ং স্বয়ম্॥
আযোজ্যৈবং সুসম্পূর্ণং বাণস্য চ সমর্পিতম্।
অক্ষয্যফলদং বাণং স্থাপ্যমানঞ্চ নিত্যশঃ॥
সংপূজ্য বাণঃ সদ্ভাবং কৃত্বা প্রণয়নস্তদা।
তদ্ভাবং স্বপুরং নীত্বা নূনং চিন্তয়তে শুচিঃ॥
অক্ষয্যং যদি সংসিদ্ধং স্থাপ্যমানং দিনে দিনে।
সত্ত্বানাং সিদ্ধিহেত্বর্থং বাণস্থানে সুসংশয়ে॥

লিঙ্গানাং কালিকাগর্ত্তে সন্ধিতাস্ত্র ত্রিকোটয়ঃ ।
শ্রীশৈলে কোটয়স্তিস্রঃ কোট্যেকা কন্যকাশ্রমে ॥
মাহেশ্বরে চ কোটিস্ত কন্যাতীর্থে তু কোটিকা ।
মহেন্দ্রে চৈব নেপালে একৈকা কোটিরেব চ ॥
বাণার্চ্চার্থং কৃতং লিঙ্গং বাণলিঙ্গমতঃ স্মৃতম্ ।
বাণো বা শিব ইত্যুক্তস্তৎকৃতং বাণমুচ্যতে ॥

বাণলিঙ্গের লক্ষণাদি বিষয়ে বীরমিত্রোদয় নামক প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে ধৃত কালোত্তরে কথিত হইয়াছে যে, বাণলিঙ্গ পূজা করিলে, ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয় । এক্ষণে সেই বাণলিঙ্গের উৎপত্তি ও লক্ষণাদি বলিতেছি, শ্রবণ কর । নর্ম্মদা, গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য পুণ্য নদীর উৎপত্তি-স্থানে বাণলিঙ্গ সমুদায় স্থাপিত আছে । সর্ব্বার্থদায়ক সদাশিব সর্ব্বদা সেই সমুদায় বাণলিঙ্গে অধিষ্ঠিত । ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে যে যে দেবতা যে যে বাণলিঙ্গের পূজা করিয়াছেন, সেই সেই লিঙ্গে সেই সেই দেবতার চিহ্ন সমুদায় রহিয়াছে ।

যথা বীরমিত্রোদয়ধৃত-কালোত্তরে—

বাণলিঙ্গং তথা জ্ঞেয়ং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ।
উৎপত্তিং বাণলিঙ্গস্য লক্ষণং শেষতঃ শৃণু ॥
নর্ম্মদাদেবিকায়াশ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা ।
সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি ষণ্মুখ ॥
ইন্দ্রাদিপূজিতান্যত্র তচ্চিহ্নৈর্ব্বিহিতানি চ ।
সদা সন্নিহিতস্তত্র শিবঃ সর্ব্বার্থদায়কঃ ॥

বজ্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত বাণলিঙ্গকে ইন্দ্রলিঙ্গ বলা যায় । ইহা পূজা করিলে সাম্রাজ্য লাভ হইয়া থাকে । যথা তত্রৈব—

ইন্দ্রলিঙ্গানি তান্যাহুঃ সাম্রাজ্যার্থপ্রদানি চ ।

আবণলিঙ্গ সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ, উষ্ণস্পর্শ ও হিতকর । যথা তত্রৈব—

আকণং হিত্যকীলালমুষ্ণস্পর্শং করোত্যলম্ ॥

যাহাতে শক্তিচিহ্ন আছে এবং যাহা অগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, তাহাকে আগ্নেয়লিঙ্গ বলা যায় । এই আগ্নেয়লিঙ্গ পূজা করিলে তেজের অধিপতি হওয়া যায় । যথা তত্রৈব—

আগ্নেয়ং তচ্ছক্তিনিভমথবা শক্তিলাঞ্ছিতম্।
ইদং লিঙ্গবরং স্থাপ্য তেজসোঽধিপতির্ভবেৎ॥

যাহার আকার দণ্ডের ন্যায় বা রসনার ন্যায়, তাহা যাম্যলিঙ্গ নামে বিখ্যাত। এই যমপূজিত লিঙ্গ পূজা বা স্থাপিত করিলে অবিলম্বেই মৃত্যু হয়। যথা তত্রৈব—

দণ্ডাকারং ভবেদ্যাম্যমথবা রসনাকৃতি
নিশ্চিতং নিধনস্তেন ক্রিয়তে স্থাপিতেন তু॥

যে লিঙ্গের আকার খড়্গের ন্যায়, তাহা রাক্ষসলিঙ্গ। এই লিঙ্গ পূজা করিলে জ্ঞানযোগ-ফল (মুক্তি) লাভ করিতে পারা যায়। পরন্তু যে রাক্ষস-লিঙ্গ কর্কবাদি-বিলিপ্তের ন্যায় অনুভূয়মান হয় এবং যাহার কুক্ষিদেশ ঈষৎ নিম্ন সেই বাণলিঙ্গকে অলক্ষ্মীলিঙ্গ বা নৈর্ঋতলিঙ্গ বলে, এই অলক্ষ্মীলিঙ্গ পূজা করা গৃহস্থের সুখদায়ক নহে। যথা তত্রৈব—

রাক্ষসং খড়্গসদৃশং জ্ঞানযোগফলপ্রদম্।
কর্কবাদিপ্রলিপ্তস্তু কুণ্ঠকুক্ষিযুতং তথা॥
রাক্ষসং নির্ঋতেলিঙ্গং গার্হস্থে ন সুখপ্রদম্॥

যে বাণলিঙ্গ গোলাকার, পাশচিহ্নযুক্ত ও ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে বারুণলিঙ্গ বলা যায়। এই বারুণলিঙ্গ পূজা করিলে সত্ত্বগুণ ও সুখসৌভাগ্যাদি বৃদ্ধি হয়। তথা তত্রৈব—

বারুণং বর্ত্তুলাকারং পাশাঙ্কং চালিবর্চ্চসম্।
বৃদ্ধিঃ সুখাদের্বৈ সত্ত্বসংভোগাদিস্তু লভ্যতে॥

যে বাণলিঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ বা ধূম্রবর্ণ, অথচ যাহা সুনির্ম্মল নহে, যাহা ধ্বজসদৃশ ও যাহার মস্তকে ধ্বজ বা মুষলের চিহ্ন আছে, এবং যাহার স্থানে স্থানে নিম্ন ও উন্নত, তাহা বায়ুলিঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যথা তত্রৈব—

কৃষ্ণং ধূম্রং ন বা রুচ্যং ধ্বজাভং ধ্বজমুষলম্।
মস্তকে স্থাপিতং তস্য ন্যূনান্যূনমিতস্ততঃ॥

যে বাণলিঙ্গের মধ্যস্থলে তূণ, পাশ, বা গদার চিহ্ন আছে, তাহাকে কুবের-লিঙ্গ বলা যায়। যথা তত্রৈব—

তূণপাশগদাকারং গুহ্যকেশস্তু মধ্যগম্॥

যাহাতে অস্থি বা শূলের চিহ্ন আছে, এবং যাহার বর্ণ হিমমণ্ডলের (বরফ-রাশির) ন্যায়, তাহাকে রৌদ্রলিঙ্গ বলে। যথা তত্রৈব—

অস্থিশূলাঙ্কিতং রৌদ্রং হিমমণ্ডলবর্চ্চসম্‌।

যে বাণলিঙ্গে শঙ্খচিহ্ন, চক্রচিহ্ন, গদাচিহ্ন, পদ্মাদিচিহ্ন অথবা শ্রীবৎস-চিহ্ন, বা কৌস্তভচিহ্ন আছে, কিম্বা যে বাণলিঙ্গে সিংহাসনচিহ্ন, গরুড়চিহ্ন বা বিষ্ণুপদচিহ্ন রহিয়াছে, তাহার নাম বৈষ্ণবলিঙ্গ। এই বৈষ্ণবলিঙ্গ পূজা করিলে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারা যায়। যথা তত্রৈব—

বৈষ্ণবং শঙ্খচক্রাঙ্কগদাব্জাদিবিভূষিতম্‌।
শ্রীবৎসকৌস্তভাঙ্কঞ্চ সর্ব্বসিংহাসনাঙ্কিতম্‌।
বৈনতেয়সমাঙ্কং বা তথা বিষ্ণুপদাঙ্কিতম্‌।
বৈষ্ণবং নাম তৎ প্রোক্তং সর্ব্বৈশ্বর্য্যফলপ্রদম্‌॥

যদি শালগ্রামচিহ্নে চিহ্নিত শিলাতে শশাঙ্ক থাকে, তাহা হইলে তৎ-পূজায় লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয়, পরন্তু যদি উহাতে পদ্মাঙ্ক স্বস্তিকাঙ্ক বা শ্রীবৎসাঙ্ক থাকে, তাহা হইলে অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে। (ইহাও একপ্রকার বৈষ্ণব-লিঙ্গ)। যথা তত্রৈব—

শালগ্রামাদিসংস্থন্ত শশাঙ্কং শ্রীবিবর্দ্ধনম্‌।
পদ্মাঙ্কং স্বস্তিকাঙ্কং বা শ্রীবৎসাঙ্কং বিভূতয়ে॥
ইত্যপি বৈষ্ণবলিঙ্গলক্ষণম্‌।

এক্ষণে হেমাদ্রিধৃত লক্ষণকাণ্ডে দেবর্ষি নারদ যে একাদশ-রুদ্র-প্রপূজিত বাণলিঙ্গের একাদশ প্রকার প্রধান চিহ্নের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এস্থলে নয় প্রকার চিহ্ন কথিত হইতেছে।

১। যাহা মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, যাহাতে কৃষ্ণবর্ণ কুণ্ডলিনী রহিয়াছে, তাদৃশ বাণলিঙ্গকে স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ বলা যায়। সমুদায় সিদ্ধগণ এইরূপ বাণলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন।

২। যাহাতে নানাপ্রকার বর্ণ আছে, যাহাতে জটাচিহ্ন বা শূলচিহ্ন রহিয়াছে, তাহার নাম মৃত্যুঞ্জয়-লিঙ্গ। এই লিঙ্গ সমুদায় সুরাসুরেরই নমস্য।

৩। যে বাণলিঙ্গ দীর্ঘাকার ও শুভ্রবর্ণ, যাহাতে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু রহিয়াছে, তাহার নাম নীলকণ্ঠ-লিঙ্গ। এই লিঙ্গ সুর ও অসুর সকলেরই পূজ্য।

৪। যাহার আভা শুক্লবর্ণ, যাহাতে শুক্লবর্ণ কেশের এবং নেত্রত্রয়ের চিহ্ন রহিয়াছে, তাহার নাম ত্রিলোচন-লিঙ্গ। এই ত্রিলোচনলিঙ্গ পূজা করিলে সমুদায় পাপ ক্ষয় হয়।

৫। যে লিঙ্গ স্থূল, অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল অথচ কৃষ্ণবর্ণ-আভাযুক্ত, যাহাতে জটাজূটচিহ্ন রহিয়াছে, তাহার নাম কালাগ্নিরুদ্র-লিঙ্গ। সমুদায় জীবগণই এই লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে।

৬। যে বাণলিঙ্গের আভা মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, যাহাতে শ্বেতবর্ণ যজ্ঞোপবীত-চিহ্ন রহিয়াছে, যাহা শ্বেতপদ্মের উপরি উপবিষ্ট, যাহাতে চন্দ্ররেখা আছে এবং যাহাতে প্রলয়াস্ত্রের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাদৃশ বাণলিঙ্গকে ত্রিপুরারি-লিঙ্গ বলা যায়।

৭। যাহা শুভ্রবর্ণ ও পিঙ্গল জটাধারী, যাহাতে মুণ্ডমালাচিহ্ন ও ত্রিশূল-চিহ্ন রহিয়াছে, তাহার নাম ঈশান-লিঙ্গ। এই বাণলিঙ্গ পূজা করিলে সমুদায় অভিপ্রেত সিদ্ধি হয়।

৮। যাহাতে ত্রিশূল-চিহ্ন ও ডমরু-চিহ্ন আছে, যাহার অর্দ্ধাংশ শুভ্রবর্ণ ও অর্দ্ধাংশ রক্তবর্ণ, তাদৃশ বাণলিঙ্গকে অর্দ্ধনারীশ্বর-লিঙ্গ বলা যায়। এই লিঙ্গ সকল দেবতার পূজ্য ও সকলের অভীষ্টদায়ক।

৯। যে বাণলিঙ্গ ঈষৎ রক্তবর্ণ,স্থূল, দীর্ঘ, কমনীয় ও সমুজ্জ্বল, তাহাকে মহাকাল-লিঙ্গ বলা যায়। এই লিঙ্গ পূজা করিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয় লাভ করা যাইতে পারে।

এই যে বাণলিঙ্গের চিহ্ন সমুদায় কথিত হইল, তন্মধ্যে বহু চিহ্নের কথা দূরে থাকুক, একটি মাত্র চিহ্ন থাকিলেও অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

যথা হেমাদ্রিধৃত-লক্ষণকাণ্ডে—

মধুপিঙ্গলবর্ণাভং কৃষ্ণকুণ্ডলিকাযুতম্।
স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাখ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধৈনিষেবিতম্॥ ১॥
নানাবর্ণসমাকীর্ণং জটাশূলসমন্বিতম্।
মৃত্যুঞ্জয়াহ্বয়ং লিঙ্গং সুরাসুরনমস্কৃতম্॥ ২॥

দীর্ঘাকারং শুভ্রবর্ণং কৃষ্ণবিন্দুসমন্বিতম্ ।
নীলকণ্ঠং সমাখ্যাতং লিঙ্গং পূজ্যং সুরাসুরৈঃ ॥ ৩ ॥
শুক্লাভং শুক্লকেশঞ্চ নেত্রত্রয়সমন্বিতম্ ।
ত্রিলোচনং মহাদেবং সর্ব্বপাপপ্রণোদনম্ ॥ ৪ ॥
জললিঙ্গং জটাজুটং কৃষ্ণাভং স্থূলবিগ্রহম্ ।
কালাগ্নিরুদ্রমাখ্যাতং সর্ব্বসত্ত্বনিষেবিতম্ ॥ ৫ ॥
মধুপিঙ্গলবর্ণাভং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকম্ ।
শ্বেতপদ্মসমাসীনং চন্দ্ররেখাবিভূষিতম্ ।
প্রলয়াস্ত্র-সমাযুক্তং ত্রিপুরাবিসমাহ্বয়ম্ ॥ ৬ ॥
শুভ্রাভং পিঙ্গলজটং মুণ্ডমালাধরং পরম্ ।
ত্রিশূলধরমীশানং লিঙ্গং সর্ব্বার্থসাধনম্ ॥ ৭ ॥
ত্রিশূলডমরুধরং শুভ্রবক্ত্রার্দ্ধভাগতঃ ।
অর্দ্ধনারীশ্বরাহ্বানং সর্ব্বদেবৈরভীষ্টদম্ ॥ ৮ ॥
ঈষদ্রক্তময়ং কান্তং স্থূলং দীর্ঘং সমুজ্জ্বলম্ ।
মহাকালং সমাখ্যাতং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্ ॥ ৯ ॥
এতত্তু কথিতং তুভ্যং লিঙ্গচিহ্নং মহেশিতুঃ ।
একেনৈব কৃতার্থঃ স্যাৎ বহুভিঃ কিমু সুব্রত ॥

এই বাণলিঙ্গ সমুদায়ের মধ্যে যাহা মধুপিঙ্গলবর্ণ, তাহা পূজা করিলে অর্থ লাভ হয়। যাহার বর্ণ মেঘের ন্যায়, তাহার পূজা করিলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। যে লিঙ্গ অতিলঘু বা অতিস্থূল, অথচ কপিলবর্ণ, তাহা পূজা করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু উহা ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে গৃহস্থের পূজা করা কর্ত্তব্য।

বাণলিঙ্গে গৌরীপট্ট যোগ করিলেও হয়, না করিলেও হয়। (কারণ গৌরীপট্ট স্বভাবতই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে।) বাণলিঙ্গের সংস্কার বা তাহাতে আবাহনাদি করা বিধেয় নহে। (কারণ বাণাসুর বা অন্যান্য দেবগণ নিজ নিজ বাণলিঙ্গ পূজার সময় প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা যে সমুদায় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অস্পৃশ্য স্পর্শেও তৎসমুদায়ের দেবত্ব তিরোহিত হয় না। সুতরাং পুনর্ব্বার তৎপ্রতিষ্ঠার আবশ্যক হয় না।)

যথা বীরমিত্রোদয়ে—

অর্ঘদং কপিলং লিঙ্গং ঘনাভং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্।
লঘু বা কপিলং স্থূলং গৃহী নৈবার্চ্চয়েৎ ক্বচিৎ।
পূজিতব্যং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্।
তৎ সপীঠমপীঠং বা মন্ত্রসংস্কারবর্জ্জিতম্ ॥

ভবিষ্যোত্তরেও সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে যে --

বাণলিঙ্গানি রাজেন্দ্র স্থিতানি ভুবনত্রয়ে।
ন প্রতিষ্ঠা ন সংস্কারস্তেষামাবাহনং ন চ ॥

অর্থাৎ ত্রিভুবনের মধ্যে যে সমুদায় বাণলিঙ্গ আছে, তাহার প্রতিষ্ঠা সংস্কার বা আবাহনাদি করিতে হয় না।

অনিষ্টকর বাণলিঙ্গ যথা : -

কর্কশ বাণলিঙ্গ পূজা করিলে স্ত্রীপুত্র ক্ষয় হয়। চিপিট (চ্যাপ্টা) বাণলিঙ্গ পূজা করিলে গৃহভঙ্গ হইয়া থাকে। একপার্শ্বাশ্রিত (একপেশে) বাণলিঙ্গ পূজা করিলে স্ত্রী, পুত্র, ধেনু ও ধন ক্ষয় হয়। যে বাণলিঙ্গের মস্তক স্ফুটিত হইয়াছে, তাদৃশ বাণলিঙ্গের পূজা করিলে ব্যাধি ও মৃত্যু হয়। ছিদ্রযুক্ত লিঙ্গ পূজা করিলে বিদেশ গমন ঘটিয়া থাকে। যে লিঙ্গের মস্তক পদ্মের বীজকোষসদৃশ, তাদৃশ লিঙ্গ পূজা করিলে পীড়া হয়, এবং যে লিঙ্গের ছিদ্রের পার্শ্ব অত্যুন্নত, তাহা পূজা করিলে গোধন ক্ষয় হয়।

যথা সূতসংহিতায়াম্ —

কর্কশে বাণলিঙ্গে তু পুত্রদারক্ষয়ো ভবেৎ।
চিপিটে পূজিতে তস্মিন্ গৃহভঙ্গো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
একপার্শ্বাশ্রিতে ধেনুপুত্রদারধনক্ষয়ঃ।
শিরসি স্ফুটিতে বাণে ব্যাধির্মরণমেব চ ॥
ছিদ্রলিঙ্গেহর্চ্চিতে বাণে বিদেশগমনং ভবেৎ ॥
লিঙ্গে চ কর্ণিকাং দৃষ্ট্বা ব্যাধিমান্ জায়তে পুমান্।
অত্যুন্নতিবিলাগ্রে তু গোধনানাং ক্ষয়ো ভবেৎ ॥

যে বাণলিঙ্গের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ অথবা মস্তক বক্র, অথবা যে বাণলিঙ্গ ত্রিকোণাকার, তাহাও পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। যে বাণলিঙ্গ অতিস্থূল, অতিকৃশ

অথবা অতিখর্ব্ব, তাহা ভূষণান্বিত হইলেও গৃহস্থের পূজা করা বিধেয় নহে, তাদৃশ বাণলিঙ্গ মোক্ষার্থীদিগের পক্ষেই মঙ্গলদায়ক।

যথা হেমাদ্রৌ—

তীক্ষ্ণাগ্রং বক্রশীর্ষঞ্চ ত্র্যস্রলিঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ ।
অতিস্থূলং চাতিকৃশং স্বল্পং বা ভূষণান্বিতম্ ।
গৃহী বিবর্জ্জয়েত্তাদৃক্ তদ্ধি মোক্ষার্থিনো হিতম্ ॥

অকৃত্রিম লিঙ্গের বিষয় এক প্রকার কথিত হইল। এক্ষণে কৃত্রিম লিঙ্গের বিষয় ও তৎপূজায় ফলবিশেষ সংক্ষেপে কথিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শিলা ধাতু মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গকে কৃত্রিম বলা যায়। এই কৃত্রিম লিঙ্গ অসংখ্য; তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গের বিবরণ বলা যাইতেছে। যথা :—

প্রস্তর-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে মোক্ষলাভ ও আনুষঙ্গিক ভোগ লাভ হইয়া থাকে। পার্থিব লিঙ্গ পূজা করিলেও ভোগলাভ ও আনুষঙ্গিক মুক্তি লাভ হইতে পারে। দারুময় লিঙ্গ ও বিল্ব-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলেও ঐরূপ ফল হয়। সুবর্ণময় লিঙ্গ পূজা করিলে লক্ষ্মী স্থিরতরা হয়েন এবং রাজ্যপ্রাপ্তি হয়। তাম্র-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সন্তান বৃদ্ধি এবং রঙ্গ-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যথা মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্রে—

বিশেষাচ্ছৈলজং মুক্ত্যৈ ভুক্তয়ে চানুষঙ্গতঃ ।
পার্থিবং ভুক্তয়ে শস্তং মুক্তয়ে চানুষঙ্গতঃ ॥
এবং বৈ দারুজং জ্ঞেয়ং বিল্বলিঙ্গং তথা পুনঃ ।
স্থিরলক্ষ্মীপ্রদং জ্ঞেয়ং হৈমং রাজ্যপ্রদঞ্চ তৎ ।
পুত্রবৃদ্ধিকরং তাম্রং রাঙ্গমায়ুঃপ্রবর্দ্ধনম্ ॥

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে; পারদ-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য, মৌক্তিক লিঙ্গ পূজা করিলে সৌভাগ্য, চন্দ্রকান্তমণি-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে দীর্ঘায়ু এবং সুবর্ণময় লিঙ্গ পূজা করিলে সমুদায় কাম্যবস্তু লাভ করিতে পারা যায়। যথা :—

পারদঙ্ক মহাভূত্যৈ সৌভাগ্যায় চ মৌক্তিকম্।
চন্দ্রকান্তং মৃত্যুজিৎ স্যাৎ হাটকং সর্ব্বকামদম্॥

হীরক প্রভৃতি দ্বারা, স্ফটিক প্রভৃতি দ্বারা বা গুড় অন্ন প্রভৃতি দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়। পরন্তু গুড় অন্ন প্রভৃতি দ্বারা সদ্যোনির্ম্মিত লিঙ্গই পূজা করা বিধেয়, পরদিন তাহা পূজা হইবে না, পর্য্যুষিত হইবে।

যথা কালোত্তরে—

বজ্রাদ্যাঃ স্ফাটিকাদ্যাশ্চ গুড়ান্নাদিবিনির্ম্মিতম্।
সর্ব্বকামপ্রদং পুংসাং লিঙ্গং তাৎকালিকং মতম্॥

লক্ষণসমুচ্চয়ে কথিত হইয়াছে, গন্ধলিঙ্গ * পূজা করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। পুষ্পময় লিঙ্গ পূজা করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। বিবিধ-বৈধ-প্রাণিবধ-স্থান-সম্ভূত মৃত্তিকা দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে বিবিধ কামনা সিদ্ধি হয়। বালুকাময় লিঙ্গ পূজা করিলে গুণশালী হইতে পারা যায়। লবণ-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সুখসৌভাগ্য লাভ হয়। পাশ-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে উচ্চাটন কার্য্য হইয়া থাকে; এবং মূল-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে শত্রুক্ষয় হয়। যথা :—

গান্ধং সৌভাগ্যদং লিঙ্গং পৌষ্পং মুক্তি-প্রদায়কম্।
নানাশূনোদ্ভবং লিঙ্গং নানাকামপ্রদায়কম্॥
সৈকতং গুণদং লিঙ্গং সৌভাগ্যায় চ লাবণম্।
উচ্চাটনে তু পাশাপ্তং মৌলং শত্রুক্ষয়াবহম্॥

গরুড়পুরাণে কথিত আছে; অশ্বগন্ধা-সমন্বিত পুষ্প দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে সমগ্র ভূমণ্ডলের ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য এবং পরিণামে

* গরুড়পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, দুই ভাগ কস্তূরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম (জাফরান), চারিভাগ কর্পূর, এই সমুদায় একত্র করিয়া শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলে তাহাকে গন্ধলিঙ্গ বলা যায়। এই গন্ধলিঙ্গ পূজা করিলে মনুষ্য বন্ধুগণের সহিত শিবসাযুজ্য লাভ করিতে পারে। যথা :—

কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈব শশিনা চ চতুঃসমম্॥
এতদ্বৈ গন্ধলিঙ্গন্তু কৃত্বা সম্পূজ্য ভক্তিতঃ। শিবসাযুজ্যমাপ্নোতি বন্ধুভিঃ সহিতো নরঃ॥

গণাধিপত্য লাভ করিতে পারা যায়। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ধূলি-নির্ম্মিত-লিঙ্গ পূজা করেন, তিনি বিদ্যাধর পদ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ শিবসদৃশ হয়েন। যিনি ভক্তি সহকারে গোময়লিঙ্গ পূজা করেন, তিনি লক্ষ্মীলাভ করিতে পারেন। পরন্তু এই গোময় স্বচ্ছ অর্থাৎ শূন্যধৃত (ভূমিপতনরহিত) ও কপিলাগাভী সম্ভূত হওয়া আবশ্যক যব, গোধূম ও ধান্য দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে যথাক্রমে লক্ষ্মী, পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি হয়। সিতাখণ্ড (মধুজাত শর্করা) দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ, করিয়া পূজা করিলে আরোগ্য লাভ হয়। লবণ, হরিতাল ও ত্রিকটু অর্থাৎ শুঠী, পিপ্পলী ও মরীচ, একত্রীকৃত এই সমুদায় বস্তু দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে বশীকরণ সিদ্ধ হয়। গব্য ঘৃত দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে বুদ্ধির তীক্ষ্নতা হইয়া থাকে। লবণ-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। পার্থিব লিঙ্গ বা তিল-পিষ্ট-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সমুদায় কামনা সিদ্ধ হয়। তুষ দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে মারণ কার্য্য সিদ্ধ হয়। ভস্ম-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সমুদায় অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়। গুড়-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে প্রীতি বৃদ্ধি হয়। গন্ধ-(চন্দনাদি যে কোন গন্ধ) দ্রব্য-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে ভূরি পরিমাণে গুণশালী হইতে পারা যায়। শর্করা-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। বংশাঙ্কুর দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত গোময় ভিন্ন সাধারণ গোময় দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে নানাপ্রকার রোগ হয়। কেশ দ্বারা বা অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সর্ব্ব শত্রু সংহার হইয়া থাকে। ক্ষোভন বা মারণ কার্য্যে পিষ্টসম্ভূত লিঙ্গই প্রশস্ত; পরন্তু ঐ পিষ্টলিঙ্গ দ্বারা বিদ্যাবৃদ্ধিও হইতে পারে। কাষ্ঠনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে দরিদ্রতা হয়। দধি বা দুগ্ধ নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে কীর্ত্তি লক্ষ্মী ও সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। ধান্যনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে ধান্য লাভ, ফল-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে ফল লাভ, পুষ্পনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে দিব্য ভোগ ও পরমায়ু লাভ, ধাত্রীফল-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে মুক্তিলাভ, নবনীত-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে কীর্ত্তি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি, দূর্ব্বাকাণ্ড দ্বারা প্রস্তুত লিঙ্গ পূজা করিলে অপমৃত্যু নিবারণ, এবং কর্পূর-সম্ভূত লিঙ্গ পূজা করিলে ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয়। চতুর্বিধ-অন্নরাশি-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সাধারণ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। যথা :—

কার্য্যঃ পুষ্পময়ং লিঙ্গং [illegible]গন্ধসমন্বিতম্ ।
নবখণ্ডাং ধরাং ভুক্ত্বা গণেশাধিপতির্ভবেৎ ॥
রজোভির্নির্ম্মিতং লিঙ্গং যঃ পূজয়তি ভক্তিতঃ ।
বিদ্যাধরপদং প্রাপ্য পশ্চাচ্ছিবসমো ভবেৎ ॥
শ্রীকামো গোশকৃল্লিঙ্গং কৃত্বা ভক্ত্যা প্রপূজয়েৎ ।
স্বচ্ছেন কাপিলেনৈব গোময়েন প্রকল্পয়েৎ ॥
(স্বচ্ছেন ভূমিপতন-রহিতেন, শূন্যোদ্ধৃতেনেতি যাবৎ ।)
কার্য্যং যথা ক্রমং লিঙ্গং যবগোধূমশালিজম্ ॥
শ্রীকামঃ পুষ্টিকামশ্চ পুত্রকামস্তদর্চ্চয়েৎ ॥
সিতাখণ্ডময়ং লিঙ্গং কার্য্যমারোগ্যবর্দ্ধনম্ ।
বশ্যে লবণজং লিঙ্গং তালত্রিকটুকান্বিতম্ ॥
(তালং হরিতালং, ত্রিকটুকং শুণ্ঠীপিপ্পলীমরীচমিতি প্রসিদ্ধম্ ।)
গব্যঘৃতময়ং লিঙ্গং সম্পূজ্য বুদ্ধিবর্দ্ধনম্ ॥
তথা । লবণেন চ সৌভাগ্যং পার্থিবং সর্ব্বকামদম্ ।
কামদং তিলপিষ্টোত্থং তুষোত্থং মারণে স্মৃতম্ ॥
ভস্মোত্থং সর্ব্বফলদং গুড়োত্থং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ।
গন্ধোত্থং গুণদং ভুবি শর্করোত্থং সুখপ্রদম্ ॥
বংশাঙ্কুরোত্থং বংশকরং গোময়ং সর্ব্বরোগদম্ ।
কেশাস্থিসম্ভবং লিঙ্গং সর্ব্বশত্রুবিনাশনম্ ॥
ক্ষোভণে মারণে পিষ্টসম্ভবং লিঙ্গমুত্তমম্ ।
দারিদ্র্যদং ক্রমোদ্ভূতং পিষ্টং সারস্বতপ্রদম্ ॥
দধিদুগ্ধোদ্ভবং লিঙ্গং কীর্ত্তিলক্ষ্মীসুখপ্রদম্ ।
ধান্যদং ধান্যজং লিঙ্গং ফলোত্থং ফলদং ভবেৎ ॥
পুষ্পোত্থং দিব্যভোগায়ুর্মুক্ত্যৈ ধাত্রীফলোদ্ভবম্ ।
নবনীতোদ্ভবং লিঙ্গং কীর্ত্তিসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ॥
দূর্ব্বাকাণ্ডসমুদ্ভূতমপমৃত্যুনিবারণম্ ।
কর্পূরসম্ভবং লিঙ্গং তথা বৈ ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥
অয়স্কান্তং চতুর্ধা তু জ্ঞেয়ং সানাত্মসিদ্ধিষু ॥

সারসংগ্রহে কথিত আছে, নবরত্নের মধ্যে যে কোন রত্ন দ্বারা নির্ম্মিত শিবলিঙ্গই পূজা বিষয়ে প্রশস্ত। তন্মধ্যে বজ্রময় লিঙ্গ পূজা করিলে শত্রুসংহার, যম নামক রত্ন-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে অতুলৈশ্বর্য্য, মুক্তা-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সৌভাগ্য, মহানীলকান্তমণি-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে পুষ্টিসাধন, তীরমণি-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে কান্তি, স্পর্শমণিময় লিঙ্গ পূজা করিলে বংশবৃদ্ধি, সূর্য্যকান্তমণিময় লিঙ্গ পূজা করিলে তেজোবৃদ্ধি, চন্দ্রকান্তমণিময় লিঙ্গ পূজা করিলে মৃত্যুজয়, স্ফাটিক লিঙ্গ পূজা করিলে সর্ব্বকামনা-সিদ্ধি, শূল-(শূলরোগ-নিবারক)-মণিময় লিঙ্গ পূজা করিলে শত্রুক্ষয়, গজমৌক্তিক-মণিময় লিঙ্গ পূজা করিলে শত্রুক্ষয় ও রোগ-নাশ, হীরকলিঙ্গ পূজা করিলে পুত্রলাভ, নির্ম্মল-বৈদূর্য্যমণিময় লিঙ্গ পূজা করিলে সর্ব্ব বিষয়ে শুভ ও শত্রুদিগের দর্প চূর্ণ হয় এবং নীলমণিময় লিঙ্গ পূজা করিলে লক্ষ্মী প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যথা :—

সর্ব্বং নবভবং শ্রেষ্ঠং তত্র বজ্রমরিচ্ছিদি।
যমলিঙ্গ মহাভূত্যৈ সৌভাগ্যায় চ মৌক্তিকম্॥
পুষ্টিমূলং মহানীলং জ্যোতিস্তারসমুদ্ভবম্।
স্পর্শকং কুলসন্তত্যৈ তৈজসং সূর্য্যকান্তজম্॥
চন্দ্রাপীড়ং মৃত্যুজিতং স্ফাটিকং সর্ব্বকামদম্।
(চন্দ্রাপীড়ং চন্দ্রকান্তমিত্যর্থঃ।)
শূলাখ্যমণিজং শত্রুক্ষয়ার্থং মৌক্তিকং তথা॥
(যৎসন্নিধানাৎ শূলরোগনাশঃ স শূলমণিঃ।)
আপুত্রং হীরকং জ্ঞেয়ং রোগঘ্নমৌক্তিকোদ্ভবম্।
শুভকৃৎ পুষ্কলং তীর্থে বৈদূর্য্যং শত্রুদর্পহৃৎ।
নীলং লক্ষ্মীপ্রদং জ্ঞেয়ং স্ফাটিকং সর্ব্বকামদম্॥
ইতি সারসংগ্রহে বিশেষঃ।

কালোত্তরে ইহাও কথিত আছে, সুবর্ণময় লিঙ্গ পূজা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ, রজতময় লিঙ্গ পূজা করিলে বিভূতি বৃদ্ধি, কাংস্য ও পিত্তল নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সামান্য মুক্তি, রঙ্গ, সীসক বা লৌহ নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে শত্রুবিনাশ, কাংস্যবিশেষ-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে কীর্ত্তিলাভ, রজতবিশেষ-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে পুষ্টি বৃদ্ধি, পিত্তলবিশেষ-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে

ভোগ ও মোক্ষ এবং অষ্টধাতু-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সমুদায় কামনা সিদ্ধি হয়। যথা :—

মহাভুক্তিপ্রদং হৈমং রাজতং ভূতিবর্দ্ধনম্।
আরকূটং তথা কাংস্যং শৃণু সামান্যমুক্তিদম্॥
ত্রপুসীসায়সং লিঙ্গং শত্রূণাং নাশনে হিতম্।
কীর্ত্তিদং কাংস্যজং লিঙ্গং রাজতং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥
পৈত্তলং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং মিশ্রজং সর্ব্বসিদ্ধিদম্॥

মৎস্যসূক্তে ইহাও কথিত আছে; তুষ্টিকাম ব্যক্তি নিয়ত পিত্তললিঙ্গ, কীর্ত্তিকাম ব্যক্তি নিয়ত কাংস্যলিঙ্গ, শত্রুমারণাভিলাষী ব্যক্তি নিয়ত লৌহময় লিঙ্গ এবং আয়ুষ্কাম ব্যক্তি নিয়ত সীসময় লিঙ্গ পূজা করিবে। যথা :—

তুষ্টিকামস্তু সততং লিঙ্গং পিত্তলসম্ভবম্।
কীর্ত্তিকামো যজেন্নিত্যং লিঙ্গং কাংস্যসমুদ্ভবম্॥
শত্রুমারণকামস্তু লিঙ্গং লৌহময়ং সদা।
সদা সীসময়ং লিঙ্গমায়ুষ্কামোঽর্চ্চয়েৎ নরঃ॥

লক্ষণসমুচ্চয়ে আর এক স্থলে কথিত আছে, অষ্টধাতুময় লিঙ্গ পূজা করিলে কুষ্ঠরোগ নিবারণ হয়। ত্রিলৌহ অর্থাৎ স্বুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে বিজ্ঞান বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যথা :—

অষ্টলৌহময়ং লিঙ্গং কুষ্ঠরোগক্ষয়াবহম্।
ত্রিলৌহসম্ভবং লিঙ্গং বিজ্ঞানং প্রতি সিদ্ধিদম্॥

কালোত্তরে ইহাও কথিত আছে; যাঁহার ধনাকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, গন্ধপুষ্প দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ, অন্নাদি দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ, অথবা কস্তূরী দ্বারা নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করেন। গোরোচনা-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে রূপ-লাবণ্য, কুঙ্কুম-নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে কান্তিপুষ্টি, শ্বেতাগুরু নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে বুদ্ধির অতীব তীক্ষ্ণতা এবং কৃষ্ণাগুরুনির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হয়। যথা :—

গন্ধপুষ্পময়ং লিঙ্গং তথান্নাদিবিনির্ম্মিতম্।
কস্তূরীসম্ভবং লিঙ্গং ধনাকাঙ্ক্ষী প্রপূজয়েৎ॥

লিঙ্গং গোরোচনোত্থঞ্চ রূপকামস্তু পূজয়েৎ ।
কান্তিকামস্তু সততং লিঙ্গং কুঙ্কুমসম্ভবম্‌ ॥
শ্বেতাগুরুসমুদ্ভূতং মহাবুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্‌ ।
ধারণাশক্তিদং লিঙ্গং কৃষ্ণাগুরুসমুদ্ভবম্‌ ॥

মাতৃকাভেদ তন্ত্রে দ্বাদশ পটলে কথিত আছে; বালুকাময় শিবলিঙ্গ পূজা করিলে কামনা সিদ্ধি, এবং গোময় লিঙ্গ পূজা করিলে শত্রু বিনাশ হয়। পরন্ত যে সমুদায় শিবলিঙ্গের উল্লেখ হইল, তৎসমুদায়েরই এরূপ মহাত্ম্য যে, তদ্দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। যথা :—

বালুকায়াং কাম্যসিদ্ধির্গোময়ে রিপুহিংসনম্‌ ।
সর্ব্বলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্‌ ॥

শিবধর্ম্ম নামক ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে, ব্রহ্মা নিয়ত শিলাময় লিঙ্গ পূজা করেন, তদ্দ্বারাই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিষ্ণু নিয়ত ইন্দ্রনীলময় লিঙ্গ পূজা করেন, তৎপ্রভাবেই তিনি সর্ব্ব-পালকত্বরূপ বিষ্ণুত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং বরুণ নিয়ত নির্ম্মল স্ফটিকময় লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন; তৎপ্রভাবেই তিনি তেজোবল-সমন্বিত বরুণত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা :

ব্রহ্মা সংপূজয়েন্নিত্যং লিঙ্গং শৈলময়ং শুভম্‌ ।
তস্য সংপূজনাৎ তেন প্রাপ্তং ব্রহ্মত্বমুত্তমম্‌ ॥
ইন্দ্রনীলময়ং লিঙ্গং বিষ্ণুঃ সমর্চ্চয়েৎ সদা ।
বিষ্ণুত্বং প্রাপ্তবান্‌ তেন সোঽভূদ্‌ভূতৈকপালকঃ ।
স্ফাটিকং নির্ম্মলং লিঙ্গং বরুণোঽভ্যর্চ্চয়েৎ সদা ।
তেন তদ্বরুণত্বং হি প্রাপ্তং তেজোবলান্বিতম্‌ ॥

যে সমুদায় শিবলিঙ্গের বিষয় কথিত হইল, তন্মধ্যে যে কোন একটি শিব-লিঙ্গ পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। উৎপত্তিতন্ত্রে চতুঃষষ্টি পটলে কথিত আছে; মনুষ্য শাক্ত হউন, বৈষ্ণব হউন, সৌর হউন বা গাণপত্য হউন, যদি শিবলিঙ্গ পূজাবিহীন হয়েন, তাহা হইলে তিনি কোন ক্রমেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। সদাশিব স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, দেবি! যে ব্যক্তি অগ্রে আমার লিঙ্গের অর্চ্চনা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে, তাহার পূজা কোন দেবতাই গ্রহণ করেন না। প্রত্যুত তাঁহারা শাপ দিয়া প্রতিগমন করেন। যদি কোন

ব্যক্তি শিবলিঙ্গ পূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে তাহা হইলে তাহার অন্ন যদি সুমেরু-সদৃশ হয়, মিষ্টান্নাদি যদি প্রত্যেকেই পর্ব্বত-পরিমাণ হয়, সুপ পরমান্ন প্রভৃতি যদি সাগর-সদৃশ হয়, এবং বহুবিধ ফল পুষ্প যদি যথাবিধানে সংগৃহীত হয়, তথাপি তাহা দেবতা গ্রহণ করেন না। অধিকন্তু তৎসমুদায় বিষ্ঠাময় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কলিযুগে শিবলিঙ্গ পূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করিলে যার পর নাই পাপভাগী হইতে হয়। যথা:—

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি সৌরো বা গাণপোঽথবা।
শিবার্চ্চনবিহীনস্থ কুতঃ সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে॥
অনারাধ্য চ মাং দেবি যোঽর্চ্চয়েদ্দেবতান্তরম্।
ন গৃহ্লাতি মহাদেবি শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুরম্॥
পর্ব্বতাগ্রসমং দেবি মিষ্টান্নাদি ক্রমেণ হি।
ফলানি বহুধান্যেব পুষ্পাণ্যেব যথাবিধি॥
সুমেরুসদৃশং চান্নং নানাবিধং মহেশ্বরি।
সুপাদিকং মহেশানি যদি স্যাৎ সাগরোপমম্।
যদ্দত্তং পুষ্পনৈবেদ্যং সর্ব্বং বিষ্ঠানবং ভবেৎ॥
শিবার্চ্চনবিহীনো যঃ পূজয়েদ্দেবতান্তরম্।
বিশেষতঃ কলিযুগে স নরঃ পাপভাগ্ভবেৎ॥

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে প্রথম পটলে কথিত হইয়াছে; সমুদায় পূজার মধ্যে লিঙ্গ-পূজাই শ্রেষ্ঠ ও মুক্তিদায়ক। যে ব্যক্তি লিঙ্গপূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে, তাহার সমুদায় পূজা নিষ্ফল হয়; এবং অন্তে তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। অতএব মহেশ্বরি! অগ্রে লিঙ্গপূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে রাজ্যে নিয়ত লিঙ্গপূজা না হয়, সেই রাজ্য পতিত ও বিষ্ঠাভূমি-সদৃশ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহাঁরা যদি প্রতিদিন লিঙ্গপূজা না করেন, তাহা হইলে চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এবং শূদ্র যদি লিঙ্গপূজা না করে, তাহা হইলে সে শূকর-সদৃশ হয়। দেবি! যে গৃহে লিঙ্গপূজা না হয়, তাহা বিষ্ঠাগর্ত্ত সমান বিবেচনা করিবে; বিশেষতঃ সেই গৃহের অন্ন বিষ্ঠাসদৃশ এবং জল মূত্রসদৃশ হইবে। অতএব মহেশ্বরি! শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর বা গাণপত, সকলেই অগ্রে বিল্বপত্র দ্বারা লিঙ্গপূজা করিয়া লিঙ্গের নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক অনুমতি লইয়া পশ্চাৎ

অন্য দেবতার পূজা করিবে ; এরূপ না করিলে পূজা দ্রব্য সমুদায় মূত্রবৎ হইবে । যথা :—

সর্ব্বপূজাসু দেবেশি লিঙ্গপূজা পরং পদম্ ।
লিঙ্গপূজাং বিনা দেবি অন্যপূজাং করোতি যঃ ।
বিফলা তস্য পূজা স্যাদন্তে নরকমাপ্নুয়াৎ ।
তস্মাল্লিঙ্গং মহেশানি প্রথমং পরিপূজয়েৎ ॥
যদ্রাজ্যং লিঙ্গপূজায়াং রহিতং সততং প্রিয়ে ।
তদ্রাজ্যং পতিতং মন্যে বিষ্ঠাভূমিসমং স্মৃতম্ ॥
ব্রহ্মবিট্‌ক্ষত্রিয়ো দেবি যদি লিঙ্গং ন পূজয়েৎ ।
তৎক্ষণাৎ পরমেশানি ত্রয়শ্চণ্ডালতামিয়ুঃ ।
শূদ্রশ্চ পরমেশানি সদা শূকরবদ্ভবেৎ ॥
শিবার্চ্চনন্তু দেবেশি যস্মিন্ গেহে বিবর্জ্জিতম্ ।
বিষ্ঠাগর্ত্তসমং দেবি তদ্‌গৃহং বিদ্ধি পার্ব্বতি ।
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং তস্মিন্ বেশ্মনি পার্ব্বতি ॥
শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি ।
আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈর্বরাননে ।
পশ্চাদন্যং মহেশানি লিঙ্গং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ ।
অন্যথা মূত্রবৎ সর্ব্বং শিবপূজাং বিনা প্রিয়ে ॥

আমরা এই শিব বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিলাম, তদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, এই সদাশিবই আদিদেব, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদি সকল দেবতাই তাঁহারই অনুগ্রহ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন । পরন্তু যিনি সর্ব্বপ্রধান তাঁহারই প্রসাদ গ্রহণ বিষয়ে নানাশাস্ত্রে নানাপ্রকার নিষেধ বচন দৃষ্ট হয় । ইহাতে ভক্তগণের মনে নানারূপ সন্দেহেরও উদয় হইতে পারে। প্রচলিত প্রবাদের মধ্যেও শ্রুত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদি ভেদে সকলেরই পূজা সদাশিব গ্রহণ করিয়া থাকেন. সকলে স্পর্শও করিয়া থাকেন, অতএব শিবের প্রসাদ গ্রহণ করিলে জাতিনাশের সম্ভাবনা । এই নিমিত্ত শিবের প্রসাদ গ্রহণ করিতে নাই । শাস্ত্র প্রমাণেও যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাতেও আপাতদৃষ্টিতে ঐ

রূপই শিবপ্রসাদ নিষিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। কালিকাপুরাণে আছে,—"অগ্রাহ্যং শিবনির্ম্মাল্যং (নৈবেদ্যং) পত্রং পুষ্পং ফলং জলং। * * * * দ্রব্যমন্নং ফলং তোয়ং শিবস্য ন স্পৃশেৎ ক্বচিৎ॥ ন নয়েচ্ছিবনির্ম্মাল্যং কূপে সর্ব্বং বিনিঃক্ষিপেৎ॥ মক্ষিকাপাদমাত্রং যঃ শিবস্বমুপজীবতি॥ লোভাৎ মোহাৎ পতত্যেব কল্পান্তং নরকে নরঃ॥" পদ্মপুরাণে, অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং। মহ্যং নিবেদ্য সকলং কূপএব বিনিঃক্ষিপেৎ॥ এইরূপ অন্যান্য বচন স্থলবিশেষে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এতদ্বিষয়ে প্রণিধান পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, রুদ্রের নির্ম্মাল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। শিবের প্রসাদ ভক্ষণে কোথায়ও কোনরূপ নিষেধক বচন দৃষ্ট হয় না।

দেবতাতে অর্পিত বস্তু, শাস্ত্রে তিনটি পৃথক্ নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোথাও নির্ম্মাল্য শব্দে অভিহিত, কোথাও নৈবেদ্য শব্দে অভিহিত, কোথাও বা প্রসাদ শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এই তিনটি বাক্যের যে কিছুমাত্র বিভিন্নতা আছে, ইহা অনেকেই অবগত নহেন, অথচ সকলেই ইহা একার্থ প্রতিপাদক জ্ঞানে ভ্রান্তি-জালে পতিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ শাস্ত্রে প্রসাদ শব্দে শিবকে অর্পিত বস্তু বুঝায়। নৈবেদ্য শব্দে বিষ্ণুকে অর্পিত বুঝায় এবং নির্ম্মাল্য শব্দে কেবল রুদ্রো-চ্ছিষ্ট বুঝায়। যথা লিঙ্গপুরাণে,—রুদ্রোচ্ছিষ্টন্ত নির্ম্মাল্যমুচ্যতে রুদ্রপূজকৈঃ। বিষ্ণূচ্ছিষ্টন্ত বিবুধৈর্নৈবেদ্যং ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ শিবপ্রসাদ ইত্যুক্তং সচ্চিদানন্দরূপিণঃ। ত্রিমূর্ত্তিভিকপাত্মস্য তূচ্ছিষ্টং পরমাত্মনঃ॥ শিবপ্রসাদ কুত্রাপি ন নির্ম্মাল্যমিতীর্য্যতে। নির্ম্মাল্যশব্দবাচ্যং যৎ রুদ্রোচ্ছিষ্টং ক্বচিৎ ক্বচিৎ।

এই বচন লক্ষ্য করিয়া শিবপ্রসাদ বিষয়ে বিরুদ্ধ বচনের সামঞ্জস্য করিতেই হইবে। শাস্ত্রে বিরুদ্ধ বচন কল্পনা করিলে শাস্ত্রের প্রতি দোষ স্পর্শে। দুইটি বিভিন্ন বচন পাইলে সুমীমাংসক সুধী ব্যক্তি উভয় বচনেরই বিভিন্ন প্রয়োগ স্থল প্রদর্শন করিয়া বিরুদ্ধ ভাবের নিরাস করিয়া থাকেন। অবশ্য "শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্ম্মাবুভাবপি॥" এই বচন বলে ক্বচিৎ যে যে স্থলে সামঞ্জস্যের স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই সেই স্থলে সম্প্রদায় ভেদে উভয়রূপ বিধিই গ্রাহ্য বলিয়া প্রচলিত হইয়া থাকে। পরন্তু "সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে॥" অর্থাৎ যদি বচন পরস্পরায় সামঞ্জস্য করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কথনই বিরুদ্ধভাব গ্রহণ করিবে না। শিবনির্ম্মাল্য ও শিবপ্রসাদ এই বাক্য পার্থক্যে

ভূরি ভূরি বিরুদ্ধ বচন দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে উদ্ধৃত বচনগুলিতে শিবের উচ্ছিষ্ট বা শিবনির্ম্মাল্য, বা পাঠান্তরে শিবনৈবেদ্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু নানা তন্ত্র মধ্যে, পুরাণে ও বেদে শিবপ্রসাদ ভক্ষণে ভূরি ভূরি বিধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি যিনি শিবপ্রসাদ ভক্ষণ না করেন, তাঁহাকে পতিত ও বিষ্ঠাকৃমি প্রভৃতি শব্দে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং অন্তিমে তাহার প্রতি নরকও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যদিকে কণামাত্র শিবপ্রসাদ ভক্ষণকারীর অক্ষয় স্বর্গ বিধান করা হইয়াছে। এই বচনগুলি সমুদয় উদ্ধৃত করিলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থের নিমিত্ত দুই একটি বচন উদ্ধৃত করিলাম, যথা শৈবরত্নাকরে—

"পাদোদকপ্রসাদানাং নির্ম্মাল্যানাং নিষেবকঃ।
বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠোঽভূৎ প্রসাদস্য প্রভাবতঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

নির্ম্মাল্যং পরমং পুণ্যং নৈবেদ্যং পাপনাশনং।
ব্রহ্মচারি গৃহস্থানাং যতিনাঞ্চৈব মুক্তিদং॥
শিবার্পিতং বিনা ভুঙ্ক্তে সদ্যো ভবতি কিল্বিষী।
ভক্ষিতে শিবনৈবেদ্যে পুণ্যান্যায়ান্তি কোটিশঃ।

শিবরহস্যে—

"সংসার-বন্ধনাশায় শিব নৈবেদ্য-ভোজনং।
কল্পিতং গিরিশেনেদমস্ততো মুক্তিসাধনম্॥

বেদের কাণ্ণশাখায় আছে—ত্রিগুপ্সানং অশ্নীয়াৎ। যদি পাপ্যা শিবানর্পিতং ভুঙ্ক্তে, তদ্রেতো ভুঙ্ক্তে, মলং ভুঙ্ক্তে, কৃমিং ভুঙ্ক্তে, অধিং ভুঙ্ক্তে, অধো গচ্ছেতি।... যো বাঽপি ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো বা শূদ্রোঽপি শিবস্য নৈবেদ্যং ভুঞ্জীত। সমতীত্যৈব দুঃখং সর্ব্বমৈশ্বর্য্যমাপ্নোতি। সর্ব্বৈর্বিষ্ণুরেব ভবতি। তরতি শোকং ন স পুনরাবর্ত্ততে। যে বৈ শিবস্য নৈবেদ্যং ন ভক্ষয়তি অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি নরকেষু পতন্তি হানৈব সুখং লভন্ত ইতি।

ঋগ্বেদে—

অসমর্প্যৌদনং শম্ভোর্ভুঙ্ক্তে খাদতি পাতি চেৎ।
শ্বমাংসমস্থিমূত্রঞ্চ ভুঙ্ক্তে খাদতি পাতি চ॥

এইরূপ প্রসাদ ভক্ষণ প্রতিপাদক ভূরি ভূরিপ্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহার মীমাংসা পূর্ব্বোদ্ধৃত লিঙ্গপুরাণের বচনেই দৃষ্ট হয়। যে যে স্থলে শিবনির্ম্মাল্য নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই রুদ্রোচ্ছিষ্টপর। শিবের নৈবেদ্য ভক্ষণ সর্ব্বত্রই সকলের পক্ষে বিহিত।

যাঁহারা শিবপ্রসাদ নিষেধক বচনের পক্ষপাতী, তাঁহারা আপত্তি করিতে পারেন, যে যদি শিবের প্রসাদ নিষিদ্ধ না হইয়া রুদ্রোচ্ছিষ্ট নিষেধই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে "ন গ্রাহ্যং শিবনৈবেদ্যং" এই স্থলে "ন গ্রাহ্যং রুদ্রনির্ম্মাল্যং" এইরূপ বচন তন্নিষেধক স্থলে দিতে পারিতেন। শিবশব্দে রুদ্র কল্পনা করিতে হইত না। বস্তুতঃ শিবশব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু রুদ্রাদি দেবতাই বুঝায়। যথা—তন্ত্রে, ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। ততঃ পরশিবশ্চেতি ষট্‌শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ঈশ্বর (নারায়ণ) সদাশিব এবং পরশিব এই ছয় দেবতাই শিব শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। অতএব শিব শব্দে যে রুদ্র, ইহা শাস্ত্রোক্ত; উক্ষমতিকের কল্পনা নহে। শৈবের আরাধ্য দেবতা কেবল সদাশিব বা পরশিব, একমাত্র শিবশব্দে অভিহিত হয়েন না।

লিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের পরে আছে, যে "ক্বচিৎ কদাচিৎ নির্ম্মাল্যং নৈবেদ্যঞ্চ নিষিধ্যতে। শিবপ্রসাদঃ কুত্রাপি স্বপ্নেঽপি ন নিষিধ্যতে॥" অর্থাৎ নির্ম্মাল্য (রুদ্রোচ্ছিষ্ট) বা নৈবেদ্য (বিষ্ণুচ্ছিষ্ট) গ্রহণের কোথাও কোথাও নিষেধক বচন দৃষ্ট হয়, কিন্তু শিবের (সদাশিবের) প্রসাদ ভক্ষণ নিষেধক বচন স্বপ্নেরও অগোচর। ইহা দ্বারা স্পষ্টই মীমাংসিত হইল যে শিবের (সদাশিবের) প্রসাদ ভক্ষণ কখনই নিষিদ্ধ হয় নাই।

শিবলিঙ্গের বিষয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে এক প্রকার কথিত হইল। ফলতঃ, শিবলিঙ্গের প্রকার-ভেদ, প্রকার-বিশেষে ফলভেদ, পারদ পাষাণ দুগ্ধ ঘৃত গোময় প্রভৃতি দ্বারা কৃত্রিম শিবলিঙ্গের নির্ম্মাণপ্রণালী এবং শিবলিঙ্গের পূজা ধ্যান স্থাপন প্রভৃতি এত অধিক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যে, তত্তাবৎ সংগ্রহ পূর্ব্বক বিবৃত করিলে উহাই একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া উঠে। সুতরাং তন্মধ্য হইতে স্থূল স্থূল কয়েকটি বিষয়ের কেবল অতীব সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমরা এইখানেই এক প্রকার বিরত হইলাম। যদিও এসম্বন্ধে আরও কতকগুলি অবশ্যজ্ঞেয় বিষয় এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করিবার বাসনা ছিল,

কিন্তু পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে অনেকেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িবেন বিবেচনায় অগত্যা আমাদিগকে এই স্থলেই বিরত হইতে হইল। তবে এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যত প্রকার প্রতিকৃতি বা প্রতিমা পূজার পদ্ধতি পৃথিবী-মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে বা আছে, শিবলিঙ্গ পূজাই তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অতিসংক্ষেপেই এতদ্বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা নিবৃত্ত হইব।

কৃতবিদ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই মত এই যে, বেদমধ্যে প্রতিমা-পূজার বিধি বা উল্লেখ নাই। মহর্ষি-বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের ন্যায় অতীব প্রাচীন গ্রন্থেও প্রতিমা-পূজার কোনরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। রামায়ণের যে যে স্থলে দেবতার উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থলে কোন প্রতিমার উল্লেখ দেখা যায় না ;—কেবল অমুক দেবতার আয়তন বা স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সকল স্থল হইতে উদ্ধৃত না করিয়া সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত কেবল এক স্থান হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

যথা বাল্মীকি-রামায়ণের (পাশ্চাত্য সংস্করণের) অরণ্যকাণ্ড-দ্বাদশসর্গে :—

প্রবিবেশ ততো রামঃ সীতয়া সহলক্ষ্মণঃ।
প্রশান্তহরিণাকীর্ণমাশ্রমং হ্যবলোকযন্॥
স তত্র ব্রহ্মণঃ স্থানমগ্নিস্থানং তথৈব চ।
বিষ্ণোঃ স্থানং মহেন্দ্রস্য স্থানঞ্চৈব বিবস্বতঃ॥
সোমস্থানং ভগস্থানং স্থানং কৌবেরমেব চ।
ধাতুর্বিধাতুঃ স্থানঞ্চ বায়োঃ স্থানং তথৈব চ॥
স্থানঞ্চ পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ।
স্থানং তথৈব গায়ত্র্যা বসূনাং স্থানমেব চ॥
স্থানং চ নাগরাজস্য গরুড়স্থানমেব চ।
কার্ত্তিকেয়স্য চ স্থানং ধর্ম্মস্থানঞ্চ পশ্যতি॥

অর্থাৎ, অনন্তর রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত প্রশান্ত-মৃগযূথ-নিষেবিত আশ্রম-পরিসর সন্দর্শন করিতে করিতে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। "প্রবেশ করিয়া তিনি আশ্রমমধ্যে ব্রহ্মার স্থান, রুদ্রের স্থান,

বিষ্ণুর স্থান, মহেন্দ্রের স্থান, সূর্য্যের স্থান, সোমের স্থান, ভগদেবের স্থান, কুবেরের স্থান, প্রজাপতির স্থান, বিশ্বকর্ম্মার স্থান, বায়ুর স্থান, পাশহস্ত মহাত্মা বরুণের স্থান, গায়ত্রী সরস্বতী ও সাবিত্রীর স্থান, বসুগণের স্থান, বাসুকির স্থান, গরুড়ের স্থান, কার্ত্তিকেয়ের স্থান ও ধর্ম্মের স্থান প্রভৃতি দেবস্থান সকল অবলোকন করিলেন।"

এতদ্বারা বোধ হয়, খৃষ্টীয়ানেরা যেমন গির্জ্জা ও মুসলমানেরা যেমন মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন; অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও সেইরূপ এক এক দেবতার উদ্দেশে এক একটি পৃথক্ স্থান বা আয়তন (বেদী বা মন্দির) নির্দ্দিষ্ট বা নির্ম্মিত থাকিত। সেই আয়তনে কোন দেবতার প্রতিকৃতি থাকিত না; কেবল সেই স্থানে সেই দেবতার আরাধনা উপাসনা প্রভৃতি হইত। আমাদের দেশে এই প্রথা ক্রমে তিরোহিত হইয়া আসিয়াছে;—হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারক মহাত্মগণ, অনায়াসে হৃদয়মন্দিরে অভীষ্ট-দেব-মূর্ত্তি ধারণার উদ্দেশে মনুষ্যের বুদ্ধির ও রুচির পরিবর্ত্তন সহকারে ক্রমে সেই সেই শূন্য স্থানে সেই সেই দেবতার ধ্যানানুযায়িনী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু খৃষ্টীয়ানদিগের গির্জ্জা ও মুসলমানদিগের মস্‌জিদ, বোধ হয়, সেই আদিম অনুকরণেই এক্ষণ পর্য্যন্তও প্রতিমা-শূন্য অবস্থায় ঈশ্বরোপাসনাস্থান হইয়া আছে। যাহা হউক, রামায়ণের ন্যায় প্রাচীনতর গ্রন্থে অন্যান্য প্রতিমূর্ত্তি পূজার উল্লেখ না থাকিলেও শিবলিঙ্গপূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তরকাণ্ডের বিংশ সর্গে সুস্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে:—

দিগ্বিজয়াভিলাষী রাবণ মাহীষ্মতী নগরীতে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তাঁহার অমাত্যবর্গের মুখে শুনিলেন, অর্জ্জুন নর্ম্মদায় গমন করিয়াছেন। তখন দশানন নর্ম্মদায় গমন পূর্ব্বক আনাহ্নিক সমাপন করিয়া শিবপূজার নিমিত্ত "মনোমত স্থান নির্ণয়ার্থ যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সুবর্ণময় শিবলিঙ্গও সেই সেই স্থানেই নীত হইতে থাকিলেন। অনন্তর দশানন বালুকাবেদী মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া বিবিধ অমৃত-সুগন্ধি গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবাদিদেব শঙ্করের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

নিশাচরনাথ দশগ্রীব, বরপ্রদ দেবের চন্দ্র-কিরীট-ভূষণ হরের বিগ্রহ স্বরূপ

সেই লিঙ্গের পূজা সমাপন করিয়া, তাঁহার সম্মুখে গান ও বাহু সকল প্রসারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।"

আমাদের অনুবাদিত বাল্মীকি-রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ
উত্তরকাণ্ড বিংশ সর্গ ৪৪ পৃষ্ঠা।

মূল যথা রামায়ণ (গৌড়ীয় সংস্করণ) বিংশ সর্গ :—

যত্র যত্র হি যাতি স্ম রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
জাম্বুনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র হি নীয়তে॥
বালুকাবেদিকামধ্যে লিঙ্গং সংস্থাপ্য রাবণঃ।
অর্চ্চয়ামাস পুষ্পৈশ্চ গন্ধৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ॥
ততঃ স তং মূর্ত্তিধরং বরং হরং বরপ্রদং চন্দ্রকিরীটভূষণম্।
তমর্চ্চয়িত্বা [চ] নিশাচরো জগৌ প্রসার্য্য হস্তাংশ্চ ননর্ত্ত সোঽগ্রতঃ॥

অনেকে বলেন, বাল্মীকি-রামায়ণে দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে। রামচন্দ্র রাবণ-বধের উদ্দেশে অকালে বোধন পূর্ব্বক ভগবতী দশভুজার পূজা করিয়াছিলেন। তদবধি আমাদের দেশে শরৎকালে দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে। দুর্গাপূজার বোধনমন্ত্রেও এ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।* ফলতঃ, বাল্মীকি-রামায়ণে দুর্গাপূজার উল্লেখ কতদূর প্রামাণিক, তাহা নির্ণয়-সাপেক্ষ। কারণ পুরাণ ও উপপুরাণ মধ্যে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও প্রচলিত মূল বাল্মীকি-রামায়ণে ইহা দৃষ্ট হয় না; আর রামচন্দ্র ভগবতীর পূজা করিলেও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন কি না, তাহারও নিশ্চয় নাই; আর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলেও রাবণের সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ পূজা যে, তাহারও অনেক পূর্ব্বে, রামায়ণই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং

* যথা বিল্ববৃক্ষং প্রতি :—

ঐঁ রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ বোধয়ামি সুরেশ্বরীম্। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় বরদা ভব শোভনে।
শক্রোঽপি চ সম্বোধ্য প্রাপ্তঃ রাজ্যং সুরালয়ে॥
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভূতিরাজ্যপ্রতিপত্তিহেতোঃ।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥

সকল প্রকার প্রতিমা পূজার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমেই শিবলিঙ্গ পূজা প্রবর্ত্তনার উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই শিবলিঙ্গপূজা পৃথিবীর সকল প্রদেশেই কি আর্য্য কি অনার্য্য সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ দিন দিন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত প্রদেশ ও স্থান সকল দিন দিন যত আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই স্থানে স্থানে কোথাও বা শিবলিঙ্গ, কোথাও বা শিবলিঙ্গের মন্দিরের চিহ্ন সমুদায় পরিলক্ষিত হইতেছে।

মিশরদেশের সুপ্রসিদ্ধ পিরামিড ও ব্যাবিলনের অত্যদ্ভুত প্রাসাদ, পৃথিবীর সুবিখ্যাত সপ্ত অদ্ভুত পদার্থের মধ্যে দুইটি অত্যদ্ভুত পদার্থ বলিয়া সকলে গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই পিরামিড সকল অথবা এই প্রাসাদ কিরূপে বা কি উদ্দেশে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, এ কাল পর্য্যন্ত কেহই তাহার সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন, মিশরের পিরামিড সকল তত্রত্য সম্রাট্গণের সমাধিস্তম্ভ। পরন্তু মহানুভব পণ্ডিত রুবেন বারো লিখিয়াছেন, 'মিশরের পিরামিড সকল এবং আইর্ল্যাণ্ড (ঈশালিঙ্গ) দ্বীপে ইদানীন্তন যে সকল পিরামিড আবিষ্কৃত হইয়াছে, এমন কি, ব্যাবিলনের প্রাসাদও বোধ হয়, মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তির (শিবলিঙ্গের) মন্দির ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশে বিনির্ম্মিত হয় নাই। অনেকেই এই মতের অনুমোদন করেন। তাঁহারা বলেন, ঐ সমস্ত, মহাদেবের উদ্দেশেই বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং উহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক মহাদেবের পূজা হইত, এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিকও নহে।* এতদ্ব্যতীত মক্কার কাবাতে (মর্ম্মালয়ে) যে শিবলিঙ্গ বিরাজমান রহিয়াছেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

---

* মিশরদেশের সংস্কৃত নাম মিশ্রদেশ। প্রবাদ আছে যে, অতীব প্রাচীনকালে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষমধ্যে প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধে অপরাধী হইতেন, তাঁহাদিগকে ঐ মিশরদেশে নির্ব্বাসিত করা হইত। কারণ, তৎকালে রাজগণ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ অথবা প্রাণদণ্ড বিধান করিতেন না। তাঁহারা প্রাণদণ্ডার্হ ব্রাহ্মণগণকে স্ত্রীপুত্রাদি ও সমুদায় ধনসম্পত্তির সহিত মিশরদেশে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেন। এইরূপ ক্রমে ঐ দেশে বহুসংখ্য ব্রাহ্মণগণের বাস হইল। এই নির্ব্বাসিত নানাপ্রকার ব্রাহ্মণগণ পরস্পর বৈবাহিকাদি সম্বন্ধে মিশ্রিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা সাধারণতঃ 'মিশ্র' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, এবং ঐ দেশ মিশ্রদেশ

আর অতি প্রাচীনকালে মিশর, গ্রীস্ ও তদনুকরণে রোম প্রভৃতি দেশেও শিবলিঙ্গের অনুকরণে এক প্রকার লিঙ্গ পূজা হইত। ইহাকে তাহারা ফ্যালস (লিঙ্গ) বা ফ্যালিক (লৈঙ্গ) পূজা বলিত।* পরন্তু এই ফ্যালস আমাদের দেশের শিবলিঙ্গের মত শিষ্টসম্মত বা সভ্যানুমোদিত না হইয়া অত্যন্ত অশ্লীলভাবে বিনির্ম্মিত হইত। একটি পুরুষের এক অতি প্রকাণ্ড দোদুল্যমান লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া এই পূজা হইত। কখন কখন সমারোহ পূর্ব্বক এইরূপ প্রতিমূর্ত্তি সদর রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হইত, এবং স্ত্রী পুরুষ সকলেই

বলিয়া বিখ্যাত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে মিশ্র উপাধি-বিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া ঐ দেশ মিশ্রদেশ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। যাহা হউক, এই মিশ্র শব্দের অপভ্রংশ অথবা প্রাকৃত উচ্চারণ মিশর।

ইউরোপীয় পণ্ডিত মহোদয়গণ প্রায় সকলেই একবাক্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মিশর হইতে গ্রিসে এবং গ্রিস্ হইতে রোমে ও প্রায় সমুদায় ইউরোপে ক্রমে প্রতিমা পূজা প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছিল। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, ভারতবর্ষ হইতে মিশরে এবং মিশর হইতে সমুদায় ইউরোপে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। মিশরের পিরামিড সমুদায়ও যে ভারতবর্ষীয় নির্ব্বাসিত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক শিবলিঙ্গের উদ্দেশেই বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, এতদ্দ্বারা তাহাও এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ পিরামিড শব্দটি কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার নির্ণয় হয় নাই। ইংরাজি ও ফরাসি ভাষায় ইহাকে পিরামিড বলে। লাটিন ভাষায় পিরামিস ও ইউরোপের মধ্যে অতীব প্রাচীন গ্রিক ভাষাতেও পিরামিস বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই পিরামিস শব্দ যে সংস্কৃত 'পরমেশ' শব্দের অপভ্রংশ তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে। শিবের একটি নাম পরমেশ; সুতরাং শিবের নামানুসারে শিবমন্দিরের নাম যে, পরমেশ ও তাহার অপভ্রংশে গ্রিকভাষায় পিরামিস ও ক্রমে পিরামিড হইয়াছে, এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিকও নহে। অধিকন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনুমিত হইতে পারে যে পিরামিডের ন্যায় ঈদৃশ অতীব গুরুতর ব্যাপার ধর্ম্মোদ্দেশে সর্ব্বসাধারণের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত, একোদ্দেশে সুসম্পন্ন হওয়া তাদৃশ সম্ভবপরও নহে।

অনেকে অনুমান করেন, বেলসের পুত্র ব্যাবিলনের নামানুসারেই ব্যাবিলন দেশের নামকরণ হইয়াছে। ফলতঃ, 'ভাললোচন' 'ভবলীন' বা 'ভবলিঙ্গ' শব্দ হইতে ব্যাবিলনের ও তৎপ্রাসাদের নামকরণ হওয়াও বিচিত্র নহে।

* ফ্যালস শব্দ, লিঙ্গবাচক সংস্কৃত 'ফলেশ' বা 'ফলশ' 'ফলক' অথবা 'শেফস্, শব্দ হইতে উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে।

উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বিবিধ প্রকার অশ্লীল গান করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিত। মিশরদেশের স্ত্রীলোকেরা তাহাদের 'অসিরিস' নামক দেবের এইরূপ অতি প্রকাণ্ড দোদুল্যমান লিঙ্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধর্ম্মোৎসবের সময় বহন করিয়া লইয়া যাইত। আবার কখন কখন ঐ লিঙ্গ ত্রিফলা (তেফ্যাক্ড়া) করিয়া বিনির্ম্মিত হইত; পরন্তু এরূপ মূর্ত্তি কদাচিৎ সমারোহের সময় বাহির করা হইত। গ্রীকেরা কখন কখন কেবল লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াই পূজা করিত, পরন্তু উহাও এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইত যে, দেখিবামাত্র তাহা পুরুষাঙ্গ বলিয়াই অনুমিত হইত। অধিকন্তু ধর্ম্ম-সমারোহের সময় এই লিঙ্গ কোন পুরুষে সংযোজিত না করিয়া প্রায়ই বাহির করা হইত না।* কি বিসদৃশ দৃশ্য!

* মিশর ও গ্রীস দেশের পুরাবৃত্তবিদেরে এই ফ্যালস পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, 'টাইফন' কর্ত্তৃক 'অসিরিস' নিহত ও খণ্ডখণ্ডীকৃত হইলে তদীয় শক্তি বা সহধর্ম্মিণী 'আইসিস' তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কেবল তাঁহার জননেন্দ্রিয়টি খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি স্বামীর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ সম্মান ও সৎকার করিয়াছিলেন। সুতরাং সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার যে অঙ্গটি পাইলেন না, সেই লিঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পূজা ও মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিলেন। তদুদ্দেশে তদনুকরণস্বরূপ কাঠের ফ্যালস (লিঙ্গ) বিনির্ম্মিত হইল, এবং অসিরিসের উদ্দেশে 'ফ্যালিকা' নামে যে ধর্ম্মোৎসব প্রতিষ্ঠিত হইল, ঐ উৎসবের সময় উহা বাহির করা হইত। লোকে ঐ কাষ্ঠময় লিঙ্গের অতীব সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিত ও উহাকে সর্ব্ববিধ অভীষ্ট-ফল সূচক জ্ঞান করিত। অধিকন্তু তাৎকালিক লোকের মনে তদ্দ্বারা কোনরূপ বিরুদ্ধ বা বিপরীত ভাবেরও উদয় হইত না।

ফ্যালস শব্দে লিঙ্গ, সুতরাং তদনুসারে লোকে উহাকে ফ্যালিকা' অথবা 'ফ্যালিক' ফেষ্টিভ্যাল' (লিঙ্গোৎসব) বলিত। কালক্রমে ঐ ফ্যালসকে অসিরিসের প্রতিমূর্ত্তিতে সংযোজিত করিয়া বাহির করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

গ্রীসদেশবাসীরা মিশরবাসীদিগের অনুকরণে ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে লিঙ্গপূজা করিত, এবং এথেন্সবাসীদিগের দ্বারা ক্রমে ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই এই লিঙ্গপূজার প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল। গ্রীসদেশবাসীরা প্রায় সকলেই—বিশেষতঃ এথেন্সবাসীরা—'বক্কস' নামক তাহাদের সুরাধিপতি দেবের 'ডাইওনিসিয়া' নামক মহোৎসবের সময় মহাসমারোহ পূর্ব্বক এইরূপ লিঙ্গপূজা করিত; এবং লিঙ্গ নির্গমনকে উক্ত ডাইওনিসিয়া মহোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করিত। এই মহোৎসব অনেক প্রকার হইত; তন্মধ্যে একটি মহোৎসবে প্রথমে কতকগুলি মানব পবিত্র কলস লইয়া গমন করিত; তাহার একটি কলসে জল থাকিত।

যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই সভ্যজনাননুমোদিত রীতি আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করে নাই। আমাদের দেশে যে গৌরীপট্ট-সমন্বিত শিবলিঙ্গের পূজা হয়, তাহা যে যোনি ও লিঙ্গের প্রতিকৃতি কেহ বলিয়া না দিলে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবারও নহে। (ফলতঃ উহা যে মায়াতে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।) বোধ করি, এই জন্যই লিঙ্গোৎপত্তির বিষয় সাধারণে প্রকাশ করিতে শাস্ত্রে বিবিধ শাসনবাক্য দৃষ্ট হয়; এবং প্রধানতঃ এই জন্যই বোধ হয়, এই লিঙ্গ রূপক-আবরণ ও শাস্ত্রীয়-শাসন-

---

তদনন্তর সদ্বংশীয়া কতকগুলি সুলক্ষণাক্রান্তা কুমারী সুবর্ণ সাজিতে নানাবিধ ফল লইয়া অনুগমন করিত। কখন কখন ঐ সকল সোণার সাজিতে সর্প বিন্যস্ত হইত, সর্পগণ কখন বা কুণ্ডলিত ও কুঞ্চিত এবং কখনও বা প্রসারিত হইয়া বিস্মিত দর্শকগণের চিত্তরঞ্জন করিত। তাহার পর একদল মনুষ্য এক প্রকাণ্ড দীর্ঘাকার কাষ্ঠখণ্ডের উপর এই কালস সংযোজিত করিয়া বাহির করিত। যাহারা এই কাষ্ঠখণ্ড বহন করিত, তাহারা 'ফ্যালোফোরি' শব্দে অভিহিত হইত। এই সকল ব্যক্তিদিগকে সচরাচর মদবিলিপ্তাঙ্গ মেষ ও মৃগ-প্রভৃতির চর্ম্মে আবৃত দেখা যাইত, এবং ইহারা মস্তকে 'আইভি' 'ভায়লেট' প্রভৃতি পত্রের মুকুট এবং গলায় নানাপ্রকার পত্র ও পুষ্পের মালা পরিধান করিত। ইহারা সকলেই সাময়িক সঙ্গীত করিতে করিতে দলে দলে গমন করিত। এই সময় ঢাক ঢোল প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড হইত, এবং প্রায় সকলেই নানাপ্রকার কিম্ভূত-কিমাকার সাজে সাজিত; কেহ বা গর্দ্দভে আরোহণ করিত; কেহ বা বলি প্রদানের নিমিত্ত ছাগ প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গমন করিত। এইরূপে স্ত্রী পুরুষ সকলেই একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ প্রকার অঙ্গভঙ্গী, মস্তক ঘূর্ণন ও ব্যঙ্গসূচক নৃত্য করিতে করিতে ভয়ানক চীৎকার ও জয়ধ্বনি সহকারে দেবতার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডল বিক্ষোভিত ও বিকম্পিত করিয়া তুলিত।

এই উৎসবের যাত্রিকগণ কেশে সর্প বিন্যস্ত করিত; এবং দৃষ্টির উদ্‌ভ্রান্ততা ও অঙ্গভঙ্গীর বিচিত্রতা দ্বারা তাহারা প্রকৃত উন্মত্তের ন্যায় প্রতিভাত হইত।

এইরূপ মহোৎসব প্রতিবৎসরই হইত, এবং প্রতি তৃতীয় বর্ষেও এক একটি মহা-মহোৎসব হইত। কথিত আছে, বক্কস এক সময় ভারতবর্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সুবিখ্যাত ঘটনার স্মরণার্থে বক্কস স্বয়ংই তৃতীয় বার্ষিক মহোৎসব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রিক কবি আরিষ্টো-ফেনিসের টীকাকার লিখিয়াছেন, প্রতি পঞ্চম বর্ষেও এইরূপ এক একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

আবরণরূপ দ্বিগুনিত আবরণে আবৃত রহিয়াছে। যাহা হউক, আমরা যে দেশ কাল পাত্র অনুসারে প্রকাশের সময় সম্মুখীন দেখিয়া শাস্ত্রীয়-শাসন-বাক্যের তাদৃশ অনুবর্ত্তী না হইয়া—শাস্ত্রের মর্য্যাদা কতক পরিমাণে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এই দ্বিবিধ আবরণের মধ্যে এক আবরণের কিয়দংশ ও অপর আবরণের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ উন্মোচন করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়া দিলাম, ইহাতে যদি আমাদের কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, ভরসা করি, লিঙ্গহ লিঙ্গবর্জ্জিত দেবদেব মহাদেব আমাদের সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

'ক্ষন্তব্যো মেঽহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ
শ্রীমহাদেব শম্ভো।'

এই সকল ঘটনার সহিত কতকাংশে আমাদের চড়ক-পূজার সময় সন্ন্যাসীদিগের সাদৃশ্য এবং সতীদেহ খণ্ডবিখণ্ডের ন্যায় অসিরিস দেহ খণ্ডবিখণ্ডের দূরতর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ফলতঃ স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি মাননীয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, মিশরবাসীদিগের অসিরিস ও আইসিসের সহিত ভারতবাসীদিগের মহাদেব ও পার্ব্বতীর অনেক প্রকার সৌসাদৃশ্য আছে। এমন কি, স্যার উইলিয়ম জোন্স স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন যে, মিশরবাসীদিগের অসিরিস ও আইসিস হিন্দুদিগের ঈশ্বর বা ঈশ এবং ঈশানী বা ঈশী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাহা হউক, বলা বাহুল্য যে, আমাদের শিবলিঙ্গ পূজাতে যেরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, মিসরবাসীদিগের লিঙ্গপূজাতেও সেইরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য লক্ষিত হইতেছে। আইসিস কর্ত্তৃক অসিরিসের সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাপ্তি ও প্রধান অঙ্গ লিঙ্গের অপ্রাপ্তি ইহার মধ্যে যে কি গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত আছে, তাহা চিন্তাশীল পাঠকগণ,—মায়োপহিত চৈতন্য অর্থাৎ পরব্রহ্মই লিঙ্গ এবং ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সমুদায় দেবগণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,—এই মূল সূত্রে দৃষ্টি রাখিয়া চিন্তা করিলেই সমুদায় হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

কথ্যতাং জগতাং নাথ সবিশেষেণ সাম্প্রতম্।
ইদং হি পরমং তত্ত্বং প্রষ্টুং বদ বৃণোমি কম্ ॥ ৩ ॥
ত্বত্তঃ কো ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞো দয়ালুঃ সর্ব্ববিদ্বিভুঃ।
আশুতোষো দীননাথো মমানন্দবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ।

শিবলিঙ্গস্থাপনস্য মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে।
যৎস্থাপনান্মহাপাপৈঃ মুক্তো যাতি পরং পদম্ ॥ ৫ ॥
স্বর্ণপূর্ণমহীদানাৎ বাজিমেধাযুতার্জ্জনাৎ।
নিস্তোয়ে তোয়করণাৎ দীনার্ত্তপরিতোষণাৎ ॥ ৬ ॥
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ তস্মাৎ কোটিগুণং ফলম্।
শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায়াং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

কথ্যতামিত্যাদি। পরমকারুণিকমাশুতোষং সর্ব্বজ্ঞমপরং কঞ্চিৎ পৃচ্ছ মাং কিং পুনঃপুনঃ পৃচ্ছসি তত্রাহ, ইদং হি পরমং তত্ত্বমিত্যাদিনা। ৩।

ত্বত্ত ইত্যাদি। সর্ব্ববিৎ সর্ব্ববিচারকঃ ॥ ৪ ॥

প্রথমতঃ শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায়াঃ ফলং শ্রীসদাশিব উবাচ, শিবলিঙ্গস্থাপনস্যেত্যাদিভিঃ। ৫। ৬। ৭॥ ৮॥ ৯॥

জগতীনাথ! আপনি ভিন্ন অপর কাহাকেই বা এই পরমতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্ত উপদেশক-পদে বরণ করিতে পারি, বলুন![৩] বিশেষতঃ এই জগতে আপনা অপেক্ষা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বব্যাপী বিভু, আশুতোষ, দীননাথ, দয়ালু, বিশেষতঃ আমার আনন্দবর্দ্ধক, অপর কোন্ ব্যক্তি আছে![৪]

শ্রীসদাশিব কহিলেন। দেবি! অচল শিবলিঙ্গ স্থাপনের মাহাত্ম্য তোমার নিকট অধিক আর কি বলিব; এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলে মনুষ্য সমুদায় মহাপাতকাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়।[৫] সুবর্ণরাশি-পরিপূরিত পৃথিবী দান করিলে, দশ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, নির্জ্জল প্রদেশে জলাশয় খনন করিয়া দিলে, এবং দানাদি দ্বারা দীন ও আতুর ব্যক্তিদিগকে পরিতুষ্ট করিলে মানবগণ যে ফল লাভ করিতে পারে, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার

লিঙ্গরূপী মহাদেবো যত্র তিষ্ঠতি কালিকে।
তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ সেন্দ্রাস্তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ ॥ ৮ ॥
সার্দ্ধত্রিকোটিতীর্থানি দৃষ্টাদৃষ্টানি যানি চ।
পুণ্যক্ষেত্রাণি সর্ব্বাণি বর্ত্তন্তে শিবসন্নিধৌ ॥ ৯ ॥
লিঙ্গরূপধরং শম্ভুং পরিতো দিগ্বিদিক্ষু চ।
শতহস্তপ্রমাণেন শিবক্ষেত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০ ॥
ঈশক্ষেত্রং মহাপুণ্যং সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্।
যত্রামরা বিরাজন্তে সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বদা ॥ ১১ ॥
ক্ষণমাত্রং শিবক্ষেত্রে যো বসেদ্ভাবতৎপরঃ।
স সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তো যাত্যন্তে শঙ্করালয়ম্ ॥ ১২ ॥
অত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম স্বল্পং বা বহুলং তথা।
প্রভাবাদ্ধূর্জ্জটেস্তস্য তত্তৎ কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

লিঙ্গরূপধরমিত্যাদি। পরিতঃ সর্ব্বতঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥
অত্রেত্যাদি: অত্র শিবক্ষেত্রে। ধূর্জ্জটেঃ শিবস্য ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

কোটিগুণ ফল লাভ হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।[৭] কালিকে! যে স্থানে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থান করেন; ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ সেই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন।[৮] দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সার্দ্ধ ত্রিকোটি তীর্থ এবং সমুদায় পুণ্যক্ষেত্রও শিবসন্নিধানে অবস্থান করিয়া থাকে।[৯] লিঙ্গরূপী শিবের সর্ব্বদিকে এক শতহস্ত পর্য্যন্ত স্থান শিবক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।[১০] এই শিবক্ষেত্র অতীব পবিত্র ও সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কারণ এই শিবক্ষেত্রে সমুদায় দেবতা ও সমুদায় তীর্থ সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন।[১১] যে ব্যক্তি শিবভাব-পরায়ণ হইয়া ক্ষণকালমাত্রও শিবক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া দেহাবসানে শিবলোকে গমন করিয়া থাকেন।[১২] শিবক্ষেত্রে অল্প বা বহু পরিমাণে পুণ্য বা পাপ যে কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয়, মহাদেবের প্রভাবে তাহা কোটিগুণ হইয়া উঠে।[১৩] প্রিয়ে! মানবগণ যে কোন স্থানে যে কোন পাপ করুক না কেন, শিবসন্নিধানে আসিলে সম্পূর্ণরূপে তাহার মোচন হইয়া থাকে, পরন্তু শিব-

যত্রতত্রকৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে শিবসন্নিধৌ।
শৈবক্ষেত্রে কৃতং পাপং বজ্রলেপসমং প্রিয়ে ॥ ১৪ ॥
পুরশ্চর্য্যাং জপং * দানং শ্রাদ্ধং তর্পণমেব চ।
যৎ করোতি শিবক্ষেত্রে তদনন্তায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥
পুরশ্চর্য্যাশতং কৃত্বা গ্রহে শশিদিনেশয়োঃ।
যৎ ফলং তদবাপ্নোতি সকৃজ্জপ্ত্বা শিবান্তিকে ॥ ১৬ ॥
গয়াগঙ্গাপ্রয়াগেষু কোটিপিণ্ডপ্রদো নরঃ।
যৎ প্রাপ্নোতি তদত্রৈব সকৃৎ পিণ্ডপ্রদানতঃ ॥ ১৭ ॥
অতিপাতকিনো যে চ মহাপাতকিনশ্চ যে।
শৈবতীর্থে কৃতশ্রাদ্ধাঃ তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥
লিঙ্গরূপী জগন্নাথো দেব্যা শ্রীদুর্গয়া সহ।
যত্রাস্তি তত্র তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ১৯ ॥

পুরশ্চর্য্যেত্যাদি। গ্রহে গ্রহণে। ১৬। ১৭।
অতিপাতকিন ইত্যাদি। কৃতং শ্রাদ্ধং যেষাং তে কৃতশ্রাদ্ধাঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

সন্নিধানে যে পাপ করা হয়, তাহা বজ্রলেপ-সদৃশ দুরপনেয় হইয়া উঠে।[১৪] পুরশ্চরণ জপ দান শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম শিবক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই অনন্ত ফল হইয়া থাকে।[১৫] সূর্য্যগ্রহণের সময় বা চন্দ্রগ্রহণের সময় শত পুরশ্চরণ করিলে যে ফল হয়, শিবসন্নিধানে একবার মাত্র জপ করিলেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।[১৬] গয়াক্ষেত্রে, গঙ্গাক্ষেত্রে ও প্রয়াগে কোটি পিণ্ড প্রদান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র পিণ্ড প্রদান করিলেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।[১৭] যাহারা অতিপাতকী বা মহাপাতকী তাহাদের উদ্দেশেও যদি এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদেরও পরম সদ্গতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই।[১৮] লিঙ্গরূপী জগন্নাথ মহেশ্বর শ্রীদেবী দুর্গার সহিত যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানেই চতুর্দ্দশ ভুবনের অবস্থান হয়।[১৯]

---

* পুরশ্চর্য্যাজপম্ ইতি পাঠান্তরম্।

স্থাপিতেশস্য মাহাত্ম্যং কিঞ্চিদেতৎ প্রকাশিতম্।
অনাদিভূতভূতেশ-মহিমা বাগগোচরঃ ॥ ২০ ॥
মহাপীঠে তবার্চ্চায়াম্ অস্পৃশ্যস্পর্শদূষণম্।
বিদ্যতে সুব্রতে নৈতৎ * লিঙ্গরূপধরে হরে ॥ ২১ ॥
যথা চক্রার্চ্চনে দেবি কোঽপি দোষো ন বিদ্যতে।
শিবক্ষেত্রে মহাতীর্থে তথা জানীহি কালিকে ॥ ২২ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে।
প্রভাবঃ শিবলিঙ্গস্য ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥ ২৩ ॥
অযুক্তবেদিকং লিঙ্গং যুক্তং বেদিকয়াপি বা।
সাধকঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা স্বাভীষ্টফলসিদ্ধয়ে ॥ ২৪ ॥
প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বসায়াহ্নে দেবতাং যোঽধিবাসয়েৎ।
সোঽশ্বমেধাযুতফলং লভতে সাধকোত্তমঃ ॥২৫ ॥

স্থাপিতেশস্যেত্যাদি ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

দেবি! এই আমি তোমার নিকট স্থাপিত মহাদেবের অর্থাৎ অচল শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম, পরন্তু যে মহাদেব অনাদিলিঙ্গ, তাঁহার মহিমা বাক্যেরও অগোচর।[২০] সুব্রতে। মহাপীঠস্থানে তোমার প্রতিমাতেও অস্পৃশ্য স্পর্শে দোষ হয়, পরন্তু এই অনাদি লিঙ্গরূপী মহেশ্বরে অস্পৃশ্য স্পর্শেও কোন দোষ ঘটে না।[২১] দেবি! কালিকে! চক্রার্চ্চন কালে যেমন কোনরূপ স্পর্শদোষ ঘটে না, মহাতীর্থ স্বরূপ এই শিবক্ষেত্রেও সেইরূপ স্পর্শদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।[২২] দেবি! আমি অধিক আর কি বলিব, তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, শিবলিঙ্গের প্রভাব সমুদায় ব্যক্ত করা আমারও সাধ্য নহে।[২৩]

শিবলিঙ্গ গৌরীপট্ট সংযুক্ত থাকুক বা নাই থাকুক, সাধক নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবেন।[২৪]

যে সাধকশ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব দিবস, সায়ংকালে সেই দেবতার

---

* বিদ্যতে বিদ্যতে নৈতৎ ইতি পাঠান্তরম্।

মহীগন্ধশিলাধান্যং দূর্ব্বা পুষ্পং ফলং দধি ।
ঘৃতং স্বস্তিকসিন্দূরং শঙ্খকজ্জলরোচনা ॥ ২৬ ॥
সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং দীপশ্চ দর্পণম্‌ ।
অধিবাসবিধৌ বিংশৎ দ্রব্যাণ্যেতানি যোজয়েৎ ॥ ২৭ ॥
প্রত্যেকং দ্রব্যমাদায় মায়য়া ব্রহ্মবিদ্যয়া ।
অনেনামুষ্য পদতঃ শুভমস্ত্বধিবাসনম্‌ ॥ ২৮ ॥
ইতি স্পৃশেৎ সাধ্যভালং মহাদ্যৈঃ সর্ব্ববস্তুভিঃ ।
ততঃ প্রশস্তিপাত্রেণ ত্রিধৈবমধিবাসয়েৎ ॥ ২৯ ॥
অনেন বিধিনা দেবম্‌ অধিবাস্য বিধানবিৎ ।
গৃহদানবিধানেন দুগ্ধাদ্যৈঃ স্নাপয়েত্ততঃ ॥ ৩০ ॥

অথাচলস্য শিবলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠায়া বিধিমাহ, প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বসায়াহ্নে ইত্যাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

নম্বু কেন কেন বস্তুনা দেবতামধিবাসয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, প্রত্যেক-

---

অধিবাস করিবেন, তিনি দশসহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার ফল লাভ করিতে পারিবেন,[২৫] মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা,[২৬] শ্বেতসর্ষপ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ, এই বিংশতি প্রকার দ্রব্য অধিবাস বিধানে বিনিযুক্ত করিবে ।[২৭]

অধিবাস করিবার সময় এই বিংশতি দ্রব্যের মধ্যে এক এক দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক মায়া (হ্রীঁ) ও গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে বলিবে যে, অনয়া মহ্যা (অনেন গন্ধেন, অনয়া শিলয়া বা অনেন ধান্যেন ইত্যাদি) অমুষ্য (শিবস্য) শুভমধিবাসনমস্তু ; অর্থাৎ এই মহী বা শিলা অথবা অন্য উল্লিখিত দ্রব্য দ্বারা এই মহাদেবের শুভ অধিবাসন হউক ।[২৮] এইরূপ বাক্য পাঠপূর্ব্বক মহী প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু দ্বারা দেবতার ললাটদেশ স্পর্শ করিবে। অনন্তর (অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ অমুষ্য (শিবস্য) শুভমধিবাসনমস্তু, এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক) প্রশস্তিপাত্র (৩৭৭) দ্বারা তিনবার অধিবাস করিবে ।[২৯] বিধানজ্ঞ সাধক এই বিধি

---

(৩৭৭)—উল্লিখিত-বিংশতি-দ্রব্য-পূর্ণ একটি প্রশস্ত পাত্রই প্রশস্তিপাত্র শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

সংমার্জ্জ্য বাসসা লিঙ্গং স্থাপয়িত্বাসনোপরি ।
পূজানুষ্ঠানবিধিনা গণেশাদীন্ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩১ ॥
প্রণবেন করন্যাসৌ প্রাণায়ামং বিধায় চ।
ধ্যায়েৎ সদাশিবং শান্তং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩২ ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ।
বিভূতিলিপ্তসর্ব্বাঙ্গং নাগালঙ্কারভূষিতম্ ॥ ৩৩ ॥
ধূম্রপীতারুণশ্বেত-রক্তৈঃ পঞ্চভিরাননৈঃ ।
যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রৎ জটাজূটধরং বিভুম্ ॥ ৩৪ ॥
গঙ্গাধরং দশভুজং শশিশোভিতমস্তকম্ ।
কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং করৈঃ ॥ ৩৫ ॥

মিত্যাদিনা। প্রত্যেকং মহ্যাদিদ্রব্যমাদায় গৃহীত্বা মায়য়া হ্রীঁ বীজেন বিশিষ্টয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া গায়ত্র্যা সংযুক্তেনানেন দ্রব্যেণামুষ্য দৈবতস্য শুভমধিবাসনমস্তু ইতি মন্ত্রেণ মহ্যাদ্যৈঃ সর্ব্ববস্তুভিঃ সাধ্যদেবস্য ভালং স্পৃশেৎ। ততঃ পরং প্রশস্তিপাত্রেণ ত্রিধা ত্রিবারমেবং বিধিনা দেবমধিবাসয়েৎ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

ধূম্রেত্যাদি। বিভ্রৎ বিভ্রতম্। সুপাং সুলুগিত্যমোলুক্ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

অনুসারে শিবলিঙ্গের (ও গৌরীপট্টে ভগবতীর) অধিবাস করিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠার বিধানানুসারে দুগ্ধাদি দ্বারা স্নান করাইবে।[৩০] অনন্তর বস্ত্র দ্বারা সেই লিঙ্গ পরিমার্জ্জিত করিয়া (মুছিয়া) আসনোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজানুষ্ঠানের বিধান অনুসারে গণেশাদি দেবতার অর্চ্চনা করিবে।[৩১]

অনন্তর প্রণব দ্বারা করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া সদাশিবের এইরূপ ধ্যান করিবে যে, সদাশিব শান্ত ও কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন।[৩২] তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও তিনি নাগের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি দ্বারা বিলেপিত এবং তাঁহার শরীর নাগের অলঙ্কারে সুশোভিত।[৩৩] ধূম্রবর্ণ পীতবর্ণ অরুণবর্ণ শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ, এই পঞ্চ বর্ণের পঞ্চ মুখ দ্বারা তিনি শোভা পাইতেছেন। তাঁহার প্রত্যেক মুখে ত্রিনয়ন। তিনি জটাজূটধারী ও সর্ব্বব্যাপী বিভু।[৩৪] তিনি মস্তক দ্বারা গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার

বামৈর্দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্।
বরঞ্চ বিভ্রতং সর্ব্বৈঃ দেবৈর্মু নিবরৈঃ স্তুতম্ ॥ ৩৬ ॥
পরমানন্দসন্দোহোল্লসৎকুটিললোচনম্।
হিমকুন্দেন্দুসঙ্কাশং বৃষাসনবিরাজিতম্ ॥ ৩৭ ॥
পরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈঃ অপ্সরোভিরহর্নিশম্।
গীয়মানমুমাকান্তম্ একান্তশরণপ্রিয়ম্ ॥ ৩৮ ॥
ইতি ধ্যাত্বা মহেশানং মানসৈরুপচারকৈঃ।
সম্পূজ্যাবাহ্য তল্লিঙ্গে যজেচ্ছক্ত্যা বিধানবৎ * ॥ ৩৯ ॥

বামৈর্দধানমিত্যাদি। বিভ্রতং দধতম্ ॥ ৩৬ ॥

পরমানন্দেত্যাদি। পরমানন্দসন্দোহোল্লসৎকুটিললোচনং পরমানন্দসন্দোহে-নোল্লসন্তি কুটিলানি চ লোচনানি যস্য তথাভূতম্। সন্দোহঃ সমূহঃ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

দশ হস্ত। তাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে। তিনি বাম কর-নিকর দ্বারা কপাল, পাবক, পাশ, পিনাক ও পরশু ধারণ করিয়া আছেন।৩৫ তিনি দক্ষিণ হস্ত-পঞ্চক দ্বারা শূল বজ্র অঙ্কুশ শর ও বরমুদ্রা ধারণ করিতেছেন। সমুদায় দেবগণ ও সমুদায় মহর্ষিগণ কর্তৃক তিনি চতুর্দ্দিক্ হইতে স্তূয়মান হইতেছেন।৩৬ তাঁহার লোচনসমূহ (পরমামৃতপান-জনিত) পরমানন্দসন্দোহে সমুল্লসিত ও কুটিল-ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কান্তি হিম কুন্দ ও চন্দ্রসদৃশ শ্বেত-বর্ণ। তিনি বৃষাসনে বিরাজমান আছেন।৩৭ তাঁহার চতুর্দ্দিকে সিদ্ধগণ গন্ধর্ব্ব-গণ ও অপ্সরোগণ দিবারাত্র স্তুতি গান করিতেছেন। সেই উমাকান্ত, একান্ত-শরণাপন্ন ব্যক্তিগণের অতীব প্রিয়।৩৮

সাধক, মহাদেবের এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসিক উপচার দ্বারা (৩৭৮) পূজা পূর্ব্বক (পুনরায় ধ্যান সহকারে ষষ্ঠ উল্লাস ৬৫ শ্লোকের অনুবাদে বর্ণিত

---

* বিধানবিৎ ইতি পাঠান্তরম্।

(৩৭৮)—মানসপূজা ২১৪ পৃষ্ঠা মূল এবং ২৪৬ পৃষ্ঠা টিপ্পনী দেখুন।

আসনাদ্যুপচারাণাং দানে মন্ত্রাঃ পুরোদিতাঃ।
মূলমন্ত্রমনুং বক্ষ্যে মহেশস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪০ ॥
মায়া তারঃ শব্দবীজং সন্ধ্যার্ণান্তাক্ষরান্বিতম্।
অর্দ্ধেন্দুবিন্দুভূষাঢ্যং শিববীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪১ ॥
সুগন্ধিপুষ্পমাল্যেন বাসসাচ্ছাদ্য শঙ্করম্।
নিবেশ্য দিব্যশয্যায়াং বেদীমেবং বিশোধয়েৎ ॥ ৪২ ॥
বেদ্যাং প্রপূজয়েদ্দেবীং এবমেব বিধানতঃ।
মায়য়াত্র করন্যাসৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৪৩ ॥

মহেশস্য মূলমন্ত্রমেবাহ, মায়েত্যাদিনা। পূর্ব্বং মায়া হ্রীঁবীজমুচ্চোত তত-স্তারঃ প্রণবো বাচ্যঃ ততঃ সন্ধ্যার্ণান্তাক্ষরান্বিতং সন্ধ্যক্ষরান্তাক্ষরসংযুক্তমর্দ্ধেন্দু-বিন্দুভূষাঢ্যঞ্চ শব্দবীজং হকাররূপমক্ষরং বাচ্যম্। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ ওঁ হৌঁ ইতি শিববীজং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪১ । ৪২ ।

বেদ্যাম্ ইত্যাদি। মায়য়া হ্রীঁবীজেন। ৪৩।

রীতিক্রমে সেই দেবদেবকে হৃদয় হইতে লিঙ্গে স্থাপনানন্তর) সেই লিঙ্গের উপরি আবাহন করিয়া যথাবিধানে যথাশক্তি পূজা করিবে।[৩৯] যে মন্ত্র পাঠ করিয়া আসন প্রভৃতি উপচার সমুদায় প্রদান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৩৭৯)। এক্ষণে পরমাত্মা মহেশ্বরের মূলমন্ত্র বলিতেছি।[৪০] মায়া প্রণব এবং ঔকার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত শব্দবীজ অর্থাৎ হকার, ইহাই শিব-বীজ (৩৮০)।[৪১] অনন্তর সুগন্ধি-পুষ্পমাল্য দ্বারা ও বস্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া দিব্য শয্যায় সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐরূপে গৌরীপট্টও শোধন করিবে।[৪২] ঐ গৌরীপট্টের উপরি যেরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ (ষড়্‌দীর্ঘস্বর যুক্ত) মায়াবীজ পাঠ সহকারে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া ঐ মায়াবীজেই প্রাণায়াম করিবে।[৪৩] (পরে দেবীর এইরূপ

---

(৩৭৯)—২৭২ পৃষ্ঠা দেখুন।

(৩৮০)—উদ্ধৃত বীজ যথা। হ্রীঁ ওঁ হৌঁ।

উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমমলাং বহ্ন্যর্কচন্দ্রেক্ষণাং
মুক্তাযন্ত্রিতহেমকুণ্ডললসৎস্মেরাননাম্ভোরুহাং ।
হস্তাব্জৈরভয়ং বরং চ দধতীং চক্রং তথাব্জং দধৎ
পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং ভয়হরাং পীতাম্বরাং চিন্তয়ে ॥ ৪৪ ॥
ইতি ধ্যাত্বা মহাদেবীং পূজয়েন্নিজশক্তিতঃ ।
ততস্তু দশদিক্‌পালান্ বৃষভঞ্চ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৫ ॥
ভগবত্যা মনুং বক্ষ্যে যেনারাধ্যা জগন্ময়ী ॥ ৪৬ ॥

অথ মহাদেব্যা ধ্যানমাহৈকেন, উদ্যদ্ভান্বিত্যাদিনা। মহাদেবীমহং চিন্তয়ে। কথম্ভূতাং মহাদেবীম্, উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিম্ উদ্যতাং ভানূনাং সূর্য্যাণাং সহস্রস্যেব কান্তির্দীপ্তির্যস্যাঃ তথাভূতাম্। পুনঃ কীদৃশীম্, অমলাং নির্ম্মলাম্। পুনঃ কীদৃশীম্, বহ্ন্যর্কচন্দ্রেক্ষণাং বহ্ন্যর্কচন্দ্রাঃ ঈক্ষণানি লোচনানি যস্যাস্তথাভূতাম্। পুনঃ কীদৃশীম্, মুক্তাযন্ত্রিতহেমকুণ্ডললসৎস্মেরাননাম্ভোরুহাম্, মুক্তাভির্যন্ত্রিতাভ্যাং সম্বদ্ধাভ্যাং হেমকুণ্ডলাভ্যাং লসদ্দীপ্যমানং স্মেরমীষদ্ধসনশীলমাননাম্ভোরুহং মুখপদ্মং যস্যাঃ তথাভূতাম্। পুনঃ কীদৃশীং, হস্তাব্জৈঃ পাণিকমলৈরেবভয়ং বরং চক্রং তথা সুগন্ধ্যাদিকং দধদব্জং কমলং চ দধতীম্। পুনঃ কীদৃশীং, পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং পীনৌ মহান্তাবুত্তুঙ্গাবুন্নতৌ পয়োধরৌ স্তনৌ যস্যাস্তথাভূতাম্। পুনঃ কীদৃশীং ভয়হরাং ভয়হর্ত্রীম্। পুনঃ কীদৃশীং, পীতাম্বরাং পীতমম্বরং বস্ত্রং যস্যাস্তথাভূতাম্ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

ধ্যান করিতে হইবে যে—) যাঁহার কান্তি উদয়কালীন সহস্র দিবাকরের সদৃশ সমুজ্জ্বল ও নির্ম্মল, বহ্নি অর্ক ও চন্দ্র যাঁহার নয়নত্রয়; যাঁহার সস্মিত বদনকমল, মুক্তারাজি-বিরাজিত হেমকুণ্ডলে শোভমান হইতেছে; যিনি করকমল-চতুষ্টয় দ্বারা চক্র, সুগন্ধি পদ্ম, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন; যাঁহার পয়োধর-যুগল পীন ও উত্তুঙ্গ, যিনি পীতবসন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন; তাদৃশী ভয়হারিণী ভগবতীকে চিন্তা করি।৪৪

এইরূপ ধ্যান করিয়া নিজশক্তি অনুসারে মহাদেবীর পূজা করিবে। অনন্তর দশ দিক্‌পাল ও বৃষভের পূজা করিতে হইবে।৪৫ এক্ষণে যে মন্ত্র দ্বারা জগন্ময়ী ভগবতীর আরাধনা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি।৪৬ মায়া, লক্ষ্মী এবং

মায়াং লক্ষ্মীং সমুচ্চার্য্য সান্তং ষষ্ঠস্বরান্বিতম্।
বিন্দুযুক্তং তদন্তে চ যোজয়েদ্বহ্নিবল্লভাম্ ॥ ৪৭ ॥
পূর্ব্ববৎ স্থাপয়ন্ দেবীং সর্ব্বদেববলিং হরেৎ।
দধিযুক্তমাষভক্তং শর্করাদিসমন্বিতম্ ॥৪৮॥
ঐশান্যাং বলিমাধায় * বারুণেন বিশোধয়েৎ।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং মন্ত্রেণানেন চার্পয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

ভগবত্যা মন্ত্রমেবাহ, মায়ামিত্যাদিনা। মায়াং হ্রীঁ বীজং লক্ষ্মীং শ্রীঁ বীজং চ সমুচ্চার্য্য ততঃ ষষ্ঠস্বরান্বিতং বিন্দুযুক্তং চ সান্তং বর্ণং সমুচ্চার্য্য তদন্তে বহ্নিবল্লভাং যোজয়েৎ। সকলপদযোজনয়া হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহেতি মন্ত্রো জাতঃ। ৪৭ ॥

পূর্ব্ববদিত্যাদি। ততঃ পূর্ব্ববচ্ছিবলিঙ্গবৎ সুগন্ধিপুষ্পমাল্যেন বাসসা চাচ্ছাদ্য দিব্যশয্যায়াং দেবীং স্থাপয়ন্ সন্ দধিযুক্তং শর্করাদিসমন্বিতং চ মাষভক্তং সর্ব্বদেববলিং হরেদ্দদ্যাৎ ॥ ৪৮ ॥

নমু কেন বিধিনা সর্ব্বদেববলিং দদ্যাদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, ঐশান্যামিত্যাদিনা। বারুণেন বমিতি মন্ত্রেণ ॥ ৪৯ ॥

ষষ্ঠস্বর যুক্ত হকারে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া অন্তে বহ্নিজায়া উচ্চারণ করিবে। ইহাতে 'হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহা' এই মন্ত্র হইবে।[৪৭]

অনন্তর দেবীকে পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ শিবলিঙ্গের ন্যায় সুগন্ধি-পুষ্পমাল্য ও বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক দিব্য শয্যায় সংস্থাপিত করিয়া সর্ব্বদেবের উদ্দেশে শর্করাদি সমন্বিত দধিযুক্ত মাষভক্তবলি প্রদান করিতে হইবে (৩৮১)।[৪৮] পরন্ত প্রথমতঃ ঐ বলি অর্থাৎ পূজোপকরণ ঈশানকোণে স্থাপন করিয়া বরুণবীজ (বঁ) দ্বারা শোধন করিবে। পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা উহা অর্চ্চিত করিয়া 'সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধগণাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ বলি উৎসর্গ করিবে।[৪৯] (মন্ত্রার্থ

* ঐশান্যাং বলিমাদায় ইতি পাঠান্তরম্।

(৩৮১)—মাষকলায় তণ্ডুল ও দধি মিশ্রিত পূজোপহারের নাম মাষভক্তবলি। কেহ কেহ ইহার সহিত হরিদ্রা ঘৃত ও মধুও মিশ্রিত করিয়া দিয়া থাকেন। তন্ত্রসম্মত মাষভক্তবলি যথা। অজকর্ণরক্ত, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি, এই পঞ্চ দ্রব্য সমবেত উক্ত মাষকলায় প্রভৃতি।

তথা চ—অজকর্ণস্থ রক্তেন দুগ্ধেন মধুরেণ চ। মাষভক্তবলিং দদ্যাৎ ভূতপ্রেতপিশাচকে।

সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধগণা গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ ।
পিশাচা মাতরো যক্ষা ভূতাশ্চ পিতরস্তথা ॥ ৫০ ॥
ঋষয়ো যেঽন্যদেবাশ্চ বলিং গৃহ্নন্তু সংযতাঃ ।
পরিবার্য্য মহাদেবং তিষ্ঠন্তু গিরিজামপি ॥ ৫১ ॥
ততো জপেন্মহাদেব্যা মন্ত্রমেনং যথেপ্সিতম্ ।
গীতবাদ্যাদিভিঃ সদ্ভিঃ বিদধ্যান্মঙ্গলক্রিয়াম্ ॥ ৫২ ॥
অধিবাসং বিধায়েত্থং পরেঽহ্নি বিহিতক্রিয়ঃ ।
সঙ্কল্পং বিধিবৎ কৃত্বা পঞ্চ দেবান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
মাতৃপূজাং বসোর্দ্ধারাং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরন্ ।
মহেশদ্বারপালাংশ্চ যজেৎ ভক্ত্যা সমাহিতঃ ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বদেববলিসমর্পণমন্ত্রমেবাহ, সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধগণা ইত্যাদিনা ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥
তত ইত্যাদি । এনং হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহেতীমম্ ॥ ৫২ ।
অধিবাসমিত্যাদি । পঞ্চদেবান্ ব্রহ্মাদীন্ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥

যথা—) সমুদায় দেবগণ সিদ্ধগণ গন্ধর্ব্বগণ উরগগণ রাক্ষসগণ পিশাচগণ মাতৃগণ যক্ষগণ ভূতগণ পিতৃগণ[৫০] ঋষিগণ ও অন্যান্য দেবগণ সকলে সংযত হইয়া এই বলি গ্রহণ করুন এবং সকলে এই মহাদেবকে ও মহাদেবীকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করুন ।[৫১]

অনন্তর 'হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহা' মহাদেবীর এই মন্ত্র যথাসাধ্য জপ করিবে। পরে উত্তম গীত বাদ্যাদি দ্বারা মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে ।[৫২] এইরূপে অধিবাস করিয়া পর দিবস নিত্যক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক যথাবিধি সংকল্প করিয়া গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করিবে (৩৮২)। পরে গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা বসুধারা-সম্পাদন ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক নন্দী প্রভৃতি মহেশ্বরের দ্বারপালদিগের পূজা করিবে ।[৫৪] নন্দী, মহাবল, কৌশ-

---

(৩৮২)—টীকাকারের মতে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাদি পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে হইবে।

নন্দী মহাবলঃ কীশ-বদনো গণনায়কঃ।
দ্বারপালঃ শিবস্যৈতে সর্ব্বে শস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৫৫ ॥
ততো লিঙ্গং সমানীয় বেদীরূপাং চ তারিণীম্।
মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে স্থাপয়েদ্বা শুভাসনে * ॥ ৫৬ ॥
অষ্টভিঃ কলসৈঃ শম্ভুং মনুনা ত্র্যম্বকেন চ।
স্নাপয়িত্বার্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা † ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ৫৭ ॥
বেদীং চ মূলমন্ত্রেণ তদ্বৎ সংস্নাপ্য ‡ পূজয়ন্।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ সাধুঃ প্রার্থয়েৎ শঙ্করং শিবম্ ॥ ৫৮ ॥

সম্পূজ্যান্ মহেশদ্বারপালানাহ, নন্দীত্যাদিনৈকেন ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥

অষ্টভিরিত্যাদি। মনুনা হ্রীঁ ওঁ হৌঁ ইতি মন্ত্রেণ। ত্র্যম্বকেন ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ ॥ ৫৭ ॥

বেদীমিত্যাদি। মূলমন্ত্রেণ হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহেতি মন্ত্রেণ ॥ ৫৮ ॥

বদন ও গণনায়ক, এই চারিজন শিবের দ্বারচতুষ্টয়ের দ্বারপাল। ইহাঁদের সকলের হস্তেই নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে।[৫৫]

অনন্তর লিঙ্গরূপ শিব ও বেদীরূপা ভগবতীকে আনয়ন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডলোপরি অথবা উত্তম আসনে স্থাপন করিবে।[৫৬] পরে 'হ্রীঁ শ্রীঁ ওঁ হৌঁ' এই মন্ত্র এবং 'ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অষ্টকলস জল দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইয়া ভক্তিসহকারে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।[৫৭] পরে দেবীকেও ঐরূপে 'হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ স্বাহা' এই মূল মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইয়া পূজা করিতে হইবে। অনন্তর সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে আগচ্ছ ভগবন্ শম্ভো ইত্যাদি মন্ত্রে শঙ্করের নিকট (ও শঙ্করীর নিকট) প্রার্থনা করিবে যে,[৫৮] ভগবন্ শম্ভো! আগমন কর। তুমি সকল দেবতারই নমস্য। পিনাকপাণে!

* স্থাপয়িত্বা শুভাসনে ইতি পাঠান্তরম্।

† স্নাপয়িত্বা যজেদ্ভক্ত্যা ইতি বা পাঠঃ।

‡ বেদীঞ্চ ইত্যত্র দেবীঞ্চ, সংস্নাপ্য ইত্যত্র সংস্থাপ্য ইতি চ পাঠান্তরম্।

আগচ্ছ ভগবন্‌ শম্ভো সর্ব্বদেবনমস্কৃত।
পিনাকপাণে সর্ব্বেশ মহাদেব নমোঽস্তু তে ॥ ৫৯ ॥
আগচ্ছ মন্দিরে দেব ভক্তানুগ্রহকারক।
ভগবত্যা সহাগচ্ছ কৃপাং কুরু নমো নমঃ ॥ ৬০ ॥
মাতর্দেবি মহামায়ে সর্ব্বকল্যাণকারিণি।
প্রসীদ শম্ভুনা সার্দ্ধং নমস্তেঽস্তু হরপ্রিয়ে ॥ ৬১ ॥
আযাহি বরদে দেবি ভবনেঽস্মিন্‌ বরপ্রদে।
প্রীতা ভব মহেশানি সর্ব্বসম্পৎকরী ভব ॥ ৬২ ॥
উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশি স্বৈঃ স্বৈঃ পরিকরৈঃ সহ।
সুখং নিবসতাং গেহে প্রীয়েতাং ভক্তবৎসলৌ ॥ ৬৩ ॥
ইতি প্রার্থ্য শিবং দেবীং মঙ্গলধ্বনিপূর্ব্বকম্‌।
প্রদক্ষিণং ত্রিধা বেশ্ম কারয়িত্বা প্রবেশয়েৎ ॥ ৬৪ ॥

নমু শঙ্করং শিবাঞ্চ প্রতি কিং প্রার্থয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, আগচ্ছ ভগবন্‌ শম্ভো ইত্যাদিনা ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

তুমি সকলের ঈশ্বর। মহাদেব! তোমাকে নমস্কার।[৫৯] দেব! তুমি কৃপা কর। তুমি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভগবতীর সহিত এই মন্দিরে আগমন কর। তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।[৬০] মহামায়ে! সর্ব্বকল্যাণকারিণি! হরপ্রিয়ে! মাতঃ! দেবি! মহেশ্বরের সহিত তুমি প্রসন্না হও। তোমাকে নমস্কার।[৬১] বরদে! দেবি! এই ভবনে আগমন কর। বরদায়িনি! প্রসন্না হও। মহেশ্বরি! তুমি আমার সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনি হও।[৬২] দেবদেবেশি! উত্থিত হও। দেবদেব ও তুমি উভয়েই ভক্তবৎসল। তোমার স্ব স্ব পরিবারগণের সহিত এই গৃহে অবস্থান কর ও প্রীত হও।[৬৩]

মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা পূর্ব্বক মঙ্গলধ্বনি সহকারে (লিঙ্গরূপ শিব ও যোনিরূপা ভগবতীকে) তিনবার গৃহ প্রদক্ষিণ করাইয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করাইবে।[৬৪] পরে মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পাষাণখনিত গর্ত্তে অথবা

পাষাণখনিতে গর্ত্তে ইষ্টকারচিতেঽপি বা।
অধস্ত্রিভাগলিঙ্গস্য রোপয়েন্মূলমুচ্চরন্॥ ৬৫॥
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ পৃথ্বী চ সাগরা।
তাবদত্র মহাদেব স্থিরো ভব নমোঽস্তু তে॥ ৬৬॥
মন্ত্রেণানেন সুদৃঢ়ং কারয়িত্বা সদাশিবম্।
উত্তরাগ্রাং তত্র বেদীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ॥ ৬৭॥
স্থিরা ভব জগদ্ধাত্রি সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি।
যাবদ্দিবানিশানাথৌ তাবদত্র স্থিরা ভব॥ ৬৮॥

পাষাণেত্যাদি। ততো মূলং মন্ত্রমুচ্চরন্ সাধকঃ পাষাণে খনিতে ইষ্টকা-রচিতেঽপি বা গর্ত্তে লিঙ্গস্যাধস্ত্রিভাগমধ্যে রোপয়েৎ॥ ৬৫॥ ৬৬॥

মন্ত্রেণেত্যাদি। অনেন যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চেত্যাদিনা মন্ত্রেণ সদাশিবং সুদৃঢ়ং কারয়িত্বা মূলেনৈব মন্ত্রেণ তত্র সদাশিবে বেদীং প্রবেশয়েৎ॥ ৬৭॥ ৬৮॥

ইষ্টক রচিত গর্ত্তের মধ্যে লিঙ্গের তৃতীয়াংশ-পরিমিত অধোভাগ প্রোথিত করিবে।[৬৫]

অনন্তর 'যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সদাশিবকে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) যে পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবেন, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী ও সাগর থাকিবে, মহাদেব! তুমি সেই পর্য্যন্ত এই স্থানে স্থির হইয়া থাক তোমাকে নমস্কার। পরে মূলমন্ত্র পড়িয়া উত্তর মুখীকৃত গৌরীপট্ট সেই লিঙ্গের উপর দিয়া প্রবেশিত করিবে (৩৮৩)।[৬৬,৬৭] পরে 'স্থিরা ভব জগদ্ধাত্রি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে যোনিরূপা ভগবতীকে তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট লিঙ্গরূপ শিবের

---

(৩৮৩)—'ঊর্দ্ধ্বলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ' ইত্যাদি বিধান অনুসারে ঊর্দ্ধ্বমুখ শিবলিঙ্গের উপরিভাগ দিয়া বিপরীত-রতি-ক্রমে গৌরীপট্ট (ভগবতীর যোনি) প্রবেশিত করাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ত্রিকোণ (বা তদনুরূপ) গৌরীপট্টের দীর্ঘকোণ উত্তরদিকে থাকাতে সহজেই কল্পিত হইতেছে যে, দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ান শিবের উপরি ভগবতী দক্ষিণাস্যা হইয়া বিপরীত রতিতে নিরত আছেন। সাধক উত্তরাস্য হইয়া সম্মুখে পূজা করিতেছে।

অনেন সুদৃঢ়ীকৃত্য লিঙ্গং স্পৃষ্ট্বা পঠেদিমম্ ॥ ৬৯ ॥
ব্যাঘ্রভূতাঃ পিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধচারণাঃ ।
যক্ষা নাগাশ্চ বেতালাঃ লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ৭০ ॥
মাতরো গণনাথাশ্চ বিষ্ণুর্ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ ।
যস্য সিংহাসনে যুক্তা ভূচরাঃ খেচরাস্তথা ॥ ৭১ ॥
আবাহয়ামি তং দেবং ত্র্যক্ষমীশানমব্যয়ম্ ।
আগচ্ছ ভগবন্নত্র ব্রহ্মনির্ম্মিতযন্ত্রকে ।
ধ্রুবায় ভব সর্ব্বেষাং শুভায় চ সুখায় চ ॥ ৭২ ॥
ততো দেবপ্রতিষ্ঠোক্ত-বিধিনা স্নাপয়ন্ শিবং ।
প্রাগ্বদ্ধ্যাত্বা মানসোপ-চারৈঃ সংপূজয়েৎ প্রিয়ে ॥ ৭৩ ॥

অনেনেত্যাদি । সুদৃঢ়ীকৃত্য বেদীমিতি শেষঃ ॥ ৬৯ ॥
ইমং কং পঠেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, ব্যাঘ্রভূতা ইত্যাদিনা ॥৭০॥৭১॥৭২॥৭৩॥৭৪॥

সহিত সুদৃঢ় সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। (মন্ত্রার্থ যথা—) সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণি! জগদ্ধাত্রি! তুমি সুস্থিরা হও। যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, ততকাল তুমি এই স্থানে স্থির হইয়া থাক।৬৮

এইরূপে গৌরীপট্ট সুদৃঢ় সংযুক্ত করিয়া শিবলিঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক 'ব্যাঘ্রভূতাঃ পিশাচাশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।৬৯ (মন্ত্রার্থ যথা—) ব্যাঘ্রগণ ভূতগণ পিশাচগণ গন্ধর্ব্বগণ সিদ্ধগণ চারণগণ যক্ষগণ নাগগণ বেতালগণ লোকপালগণ মহর্ষিগণ৭০ মাতৃগণ গণপতিগণ ভূচরগণ খেচরগণ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও বৃহস্পতি, যাঁহার সিংহাসনে নিযুক্ত আছেন,৭১ সেই ত্রিনয়ন অব্যয় দেব মহেশ্বরকে আবাহন করিতেছি। ভগবন্! তুমি এই ব্রহ্মনির্ম্মিত যন্ত্রে অধিষ্ঠান কর। তুমি সমুদায় স্থিরতর কর। তুমি সকলের মঙ্গল ও সুখ বিধান কর।৭২ প্রিয়ে! অনন্তর দেবপ্রতিষ্ঠোক্ত বিধানানুসারে শিবকে স্নান করাইবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যান করিয়া মানসিক উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে।৭৩ পরে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া গণদেবতার (আবরণদেবতাগণের) পূজা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া লিঙ্গের উপরি পুষ্প সংস্থাপন করিবে।৭৪

বিশেষমর্ঘ্যং সংস্থাপ্য সমচ্চ্য গণদেবতাঃ।
পুনর্ধ্যাত্বা মহেশানং পুষ্পং লিঙ্গোপরি ন্যসেৎ ॥ ৭৪ ॥
পাশাঙ্কুশপুটা শক্তিঃ যাদিসান্তাঃ সবিন্দুকাঃ।
হৌঁ হংস ইতি মন্ত্রেণ তত্র প্রাণান্ নিবেশয়েৎ ॥ ৭৫ ॥
চন্দনাগুরুকাশ্মীরৈঃ বিলিপ্য গিরিজাপতিম্।
যজেৎ প্রাগুক্তবিধিনা ষোড়শৈরুপচারকৈঃ।
জাতনামাদিসংস্কারান্ কৃত্বা পূর্ব্ববিধানবৎ ॥ ৭৬ ॥
সমাপ্য সর্ব্বং বিধিবৎ বেদ্যাং দেবীং মহেশ্বরীম্।
অভ্যর্চ্চ্য তত্র দেবস্য মূর্ত্তীরষ্টৌ প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৭ ॥

পাশেত্যাদি। পাশাঙ্কুশপুটা পাশাঙ্কুশাভ্যাম্ আঁ ক্রোঁ বীজাভ্যাং পুট আদ্যন্তয়োঃ সংযোগো যস্যাস্তথাভূতা শক্তিঃ হ্রীঁ বীজং পূর্ব্বমুচ্চোত। ততঃ সবিন্দুকাঃ সানুস্বারা যাদিসান্তা বর্ণা বক্তব্যাঃ। ততো হৌঁ হংসঃ ইত্যুচ্চোত। যোজনয়া আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ ইতি মন্ত্রো জাতঃ। অনেন মন্ত্রেণ প্রাগুক্তবিধানেন তত্র লিঙ্গে প্রাণান্নিবেশয়েৎ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥
সমাপ্যেত্যাদি। তত্র বেদ্যামেব ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর পাশ ও অঙ্কুশ পুটিত মায়া উচ্চারণ করিয়া য অবধি স পর্য্যন্ত সাতটি অক্ষরে অনুস্বার যোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া পরে 'হৌঁ হংসঃ' এই মন্ত্র পাঠ সহকারে সেই লিঙ্গে সদাশিবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে (৩৮৪)।[৭৫] পরে চন্দন অগুরু ও কাশ্মীর দ্বারা গিরিজাপতি শিবের অঙ্গ চর্চ্চিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে পূর্ব্বোক্তরূপ জাতকর্ম্ম নামকরণ প্রভৃতি সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক ষোড়শ-উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে।[৭৬] এইরূপে যথাবিধানে সমুদায় সম্পন্ন করিয়া পশ্চাৎ বেদীতে দেবী মহেশ্বরীর পূজা করিবে। পরে এই গৌরীপট্টে দেবদেব মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে।[৭৭] (অষ্টমূর্ত্তির নাম যথা—) ১ শর্ব্ব,

---

(৩৮৪)—মন্ত্রপ্রয়োগ যথা। আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ। শিবস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আঁ হ্রীঁ ইত্যাদি। শিবস্য জীব ইহ স্থিতঃ। আঁ হ্রীঁ ইত্যাদি। শিবস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। আঁ হ্রীঁ ইত্যাদি। শিবস্য বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। অথবা অসমর্থ পক্ষে কেবল আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ ইত্যাদি মন্ত্রেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

শর্ব্বঃ ক্ষিতিঃ সমুদ্দিষ্টো ভবো জলমুদাহৃতা ।
রুদ্রোঽগ্নিরুগ্রো বায়ুঃ স্যাৎ ভীম আকাশশব্দিতা ॥ ৭৮ ॥
পশোঃ পতির্যজমানো মহাদেবঃ সুধাকরঃ ।
ঈশানঃ সূর্য্য ইত্যেতে মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৯ ॥
প্রণবাদিনমোঽন্তেন প্রত্যেকাহ্বানপূর্ব্বকম্ ।
পূর্ব্বাদীশানপর্য্যন্তম্ অষ্টমূর্ত্তীঃ ক্রমাদ্‌যজেৎ ॥ ৮০ ॥

মহাদেবস্ত প্রপূজ্যা অষ্টৌ মূর্ত্তীরাহ, শর্ব্বঃ ক্ষিতিরিত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাং ॥ ৭৮ ॥ ৭৯ ॥

নমু কেন বিধিনা মহাদেবস্যাষ্টৌ মূর্ত্তীঃ প্রপূজয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, প্রণবাদীত্যাদিনা । প্রণবাদিনমোঽন্তেন নামমন্ত্রেণ পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বমাবভ্য যথা শর্ব্ব ক্ষিতিমূর্ত্তে ইহাগচ্ছেহ তিষ্ঠেহ সন্নিধেহি মম পূজাং গৃহাণেত্যাহূয় ওঁ শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নম ইতি মন্ত্রেণ বেদ্যাং পূর্ব্বদেশে গন্ধপুষ্পাদিভিঃ শর্ব্বং ক্ষিতিমূর্ত্তিং যজেৎ । এবমেবাগ্নেয়্যাদিষু ক্রমতোঽন্যা অপি সপ্ত মূর্ত্তীর্যজেৎ ॥ ৮০ ॥

ক্ষিতি । ২ ভব, জল । ৩ রুদ্র, অগ্নি । ৪ উগ্র, বায়ু । ৫ ভীম, আকাশ । ৬ পশুপতি, যজমান । ৭ মহাদেব, সোম । ৮ ঈশান, সূর্য্য । শাস্ত্রে এই অষ্টমূর্ত্তি কথিত হইয়াছে ।৭৮।৭৯ অষ্টমূর্ত্তির পূজার সময় প্রথমে প্রণব, অন্তে 'নমঃ' পদ যোগ করিয়া প্রত্যেক মূর্ত্তির আবাহনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিক্ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ পূজা করিবে (৩৮৫) ।৮০

---

(৩৮৫)—অষ্টমূর্ত্তির আবাহন পূর্ব্বক পূজা এইরূপে করিতে হইবে যে, শর্ব্ব ক্ষিতিমূর্ত্তে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (১) ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ (২) ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি (৩) ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব (৪) ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব (৫) মম পূজাং গৃহাণ। এইরূপ মন্ত্রে পঞ্চ-মুদ্রা প্রদর্শন সহকারে আবাহন করিয়া পূর্ব্বদিকে এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে যে, ওঁ শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। অষ্টদিকে অষ্টমূর্ত্তির পূজাতেই কেবল নাম পরিবর্ত্ত করিয়া প্রথমে প্রণব পরে 'নমঃ' পদ যোগ করিয়া এইরূপ উল্লেখ করিতে হইবে যে, ১ শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ২ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৩ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৪ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৫ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৬ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৭ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ৮ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ

ইন্দ্রাদিদিক্‌পতীনিষ্ট্বা ব্রাহ্ম্যাদ্যাশ্চাষ্টমাতৃকাঃ।
বৃষং বিতানং গেহাদি দদ্যাদীশায় সাধকঃ ॥ ৮১ ॥

ইন্দ্রাদীত্যাদি। ইষ্ট্বা পূজয়িত্বা ॥ ৮১ ॥

পরে সাধক ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পালের, ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট শক্তির এবং গৌরী প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া বৃষ বিতান গৃহ প্রভৃতি সমুদায় মহেশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে।[৮১] অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিপূর্ব্বক পার্ব্বতীপতি মহা-

---

'মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ শিবস্যৈতাঃ পূর্ব্বাদিক্রমযোগতঃ। আগ্নেয্যান্তাঃ প্রপূজ্যাস্তাঃ সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ইত্যাদি বিধান অনুসারে লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র প্রভৃতি প্রায় সমুদায় তন্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদিকে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে 'শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ।' ঈশানকোণে 'ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ।' উত্তরে 'রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।' পরে সোমসূত্র লঙ্ঘন না করিয়া পশ্চিমদিক্ দিয়া হস্ত ঘুরাইয়া আনিয়া বায়ুকোণে 'উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।' ইত্যাদি। ফলতঃ এস্থলে মূলে 'পূর্ব্বাদীশানপর্য্যন্তং' এইরূপ পাঠ আছে, পরন্ত যদি ইহার পরিবর্ত্তে 'পূর্ব্বাদাগ্নেয়পর্য্যন্তং' এইরূপ পাঠ থাকিত, তাহা হইলে অন্য তন্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটিত না।

শিবলিঙ্গের উত্তরাংশে শিবলিঙ্গস্থ গৌরীপট্টের জলনির্গমন-পথকে সোমসূত্র বলে। গৌরীপট্টে অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিতে হইলে, অথবা শিব বা শিবমন্দির প্রদক্ষিণ করিবার সময়, এই সোমসূত্র লঙ্ঘন করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। কারণ সোমসূত্র লঙ্ঘন করা মহাপাপ।

এই জন্য শিবের প্রদক্ষিণ শাস্ত্রানুসারে অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথমতঃ পশ্চিম দিক্ দিয়া সোমসূত্র পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বদিক্ দিয়া সোমসূত্র পর্য্যন্ত গমন করিতে হয়। পরে পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পশ্চিমদিক্ দিয়া সোমসূত্র পর্য্যন্ত গমন করা বিধেয়। এইরূপে তিন বার, সাত বার, শত বার, বা যত বার ইচ্ছা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করিবে; পরন্ত কোনক্রমেই সোমসূত্র লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।

যথা তন্ত্রসারে :—

শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু। সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ।
সোমসূত্রং জলনিঃসরণস্থানম্।

পরন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইদানীন্তন প্রায় কেহই অন্যান্য শাস্ত্রীয় বিধির ন্যায় এই বিধিরও অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন না; এবং বোধ করি, অনেকেই ইহা জ্ঞাতও নহেন। তারকেশ্বর

ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভক্ত্যা প্রার্থয়েৎ পার্ব্বতীপতিম্ ॥ ৮২ ॥
গৃহেঽস্মিন্ করুণাসিন্ধো স্থাপিতোঽসি ময়া প্রভো।
প্রসীদ ভগবন্ শম্ভো সর্ব্বকারণকারণ ॥ ৮৩ ॥
যাবৎ সসাগরা পৃথ্বী যাবৎ শশিদিবাকরৌ।
তাবদস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠ নমস্তে পরমেশ্বর ॥ ৮৪ ॥
গৃহেঽস্মিন্ যস্য কস্যাপি জীবস্য মরণং ভবেৎ।
ন তৎপাপৈঃ প্রলিপ্যেঽহং প্রসাদাত্তব ধূর্জ্জটে ॥ ৮৫ ॥
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্য গৃহং ব্রজেৎ।
প্রভাতে পুনরাগত্য স্নাপয়েচ্চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৮৬ ॥

তত ইত্যাদি। নমু পার্ব্বতীপতিং কিং প্রার্থয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ গৃহেঽস্মিন্ করুণাসিন্ধো ইত্যাদিনা॥ ৮২॥ ৮৩॥ ৮৪॥ ৮৫॥ ৮৬॥

দেবের নিকট 'গৃহেঽস্মিন্ করুণাসিন্ধো' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে যে,[৮২] করুণাসিন্ধো! আমি তোমাকে এই গৃহে স্থাপন করিলাম। প্রভো! ভগবন্ শম্ভো! তুমি সর্ব্বকারণের কারণ। তুমি প্রসন্ন হও।[৮৩] পরমেশ্বর! যে পর্য্যন্ত সসাগরা পৃথিবী থাকিবে, যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, সেই পর্য্যন্ত তুমি এই গৃহে অবস্থান কর। তোমাকে নমস্কার।[৮৪] ধূর্জ্জটে! এই গৃহে যদি কোন জীবের অপমৃত্যু হয়, তোমার প্রসাদে আমি যেন সেই পাপে লিপ্ত না হই।[৮৫]

অনন্তর সাধক মহেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক গৃহে গমন করিবে এবং পরদিন প্রভাতে পুনর্ব্বার সেই স্থানে আগমন করিয়া সেই প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রশেখরকে স্নান করাইবে।[৮৬]

নকুলেশ্বর প্রভৃতি অনেক সুপ্রসিদ্ধ শিবক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, প্রায় সকলেই, এমন কি বিচক্ষণ সন্ন্যাসীগণও শিবমন্দির বা শিব প্রদক্ষিণ করিবার সময় সোমসূত্র লঙ্ঘন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। আবার সমধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, তত্রত্য মন্দিরের অধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়েরা যাত্রীদিগকে এ বিষয় সাবধান করিয়া দেন না; বরং কোন কোন স্থলে কেহ শাস্ত্রানুযায়ী অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রদক্ষিণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তত্রত্য যাজকগণ তাহাতে বাধা দিয়া থাকেন।

শুদ্ধৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ স্নানং প্রথমং প্রতিপাদয়েৎ।
ততঃ সুগন্ধিতোয়ানাং কলসৈঃ শতসংখ্যকৈঃ ॥ ৮৭ ॥
সংপূজ্য তং যথাশক্ত্যা প্রার্থয়েৎ ভক্তিভাবতঃ ॥ ৮৮ ॥
বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চ্চিতম্।
সম্পূর্ণমস্তু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাদুমাপতে ॥ ৮৯ ॥
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবৎ পৃথ্বী চ সাগরাঃ।
তাবন্মে কীর্ত্তিরতুলা লোকে তিষ্ঠতু সর্ব্বদা ॥ ৯০ ॥
নমস্ত্র্যক্ষায় রুদ্রায় পিনাকবরধারিণে
বিষ্ণুব্রহ্মেন্দ্রসূর্য্যাদ্যৈরর্চ্চিতায় নমো নমঃ ॥ ৯১ ॥

নন্থ কেন দ্রব্যেণ শিবং স্নাপয়েদিত্যপেক্ষায়ামাহ, শুদ্ধৈরিত্যাদিনা ॥ ৮৭ ॥
সংপূজ্যেত্যাদি। তং শিবম্ ॥ ৮৮ ॥
নন্থ শিবং কিং প্রার্থয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ, বিধিহীনমিত্যাদিনা ॥ ৮৯ ॥
৯০ ॥ ৯১ ॥ ৯২ ॥ ৯৩ ॥ ৯৪ ॥

প্রথমতঃ শুদ্ধ পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে। পরে এক শত কলস সুগন্ধি সলিল দ্বারা স্নান করাইতে হইবে (৩৮৬)।[৮৭]

অনন্তর উমাপতির যথাশক্তি পূজা করিয়া 'বিধিহীনং ক্রীয়াহীনং' ইত্যাদি মন্ত্রে ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিবে যে,[৮৮] উমাপতে! এই পূজার মধ্যে যদি কিছু বিধিহীন ক্রিয়াহীন বা ভক্তিহীন হইয়া থাকে, তোমার প্রসাদে তৎসমুদায় সম্পূর্ণ হউক।[৮৯] যে পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী ও সাগর সমুদায় থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ইহলোকে আমার অতুলকীর্ত্তি স্থায়ী হউক,[৯০] যিনি পিনাকবরধারী ত্রিনয়ন রুদ্র, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত, সেই মহেশ্বরকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।[৯১]

---

(৩৮৬)—১ তৎপুরুষ মন্ত্র, ২ অঘোর মন্ত্র, ৩ সদ্যোজাত মন্ত্র, ৪ বামদেব মন্ত্র, ৫ ঈশান মন্ত্র। ক্রমে এই পঞ্চ মন্ত্র দ্বারা পঞ্চামৃতে স্নান করাইবা পরে ত্র্যম্বক মন্ত্র দ্বারা সুগন্ধি সলিলে স্নান করাইতে হইবে। উক্ত পঞ্চ মন্ত্র ৮০৮।৮০৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনীর টিপ্পনীতে এবং ত্র্যম্বক মন্ত্র ২৩৮ পৃষ্ঠার মূলে দেখিবেন।

ততস্তু দক্ষিণাং দত্ত্বা ভোজয়েৎ কৌলিকান্‌ দ্বিজান্‌ ।
ভক্ষ্যৈঃ পেয়ৈশ্চ বাসোভিঃ দরিদ্রান্‌ পরিতোষয়েৎ ॥ ৯২ ॥
প্রত্যহং পূজয়েদ্দেবং যথাবিভবমাত্মনঃ ।
স্থাবরং শিবলিঙ্গং তু ন কদাপি বিচালয়েৎ ॥ ৯৩ ॥
অচলস্যেশলিঙ্গস্য প্রতিষ্ঠা কথিতেতি তে ।
সংক্ষেপাৎ পরমেশানি সর্ব্বাগমসমুদ্ধৃতা ॥ ৯৪ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

যদ্যকস্মাদ্দেবতানাং পূজাবাধো ভবেদ্বিভো ।
বিধেয়ং তত্র কিং ভক্তৈঃ তন্মে কথয় তত্ত্বতঃ ॥ ৯৫ ॥
অপূজনীয়া কৈর্দোষৈঃ ভবেয়ুর্দ্দেবমূর্ত্তয়ঃ ।
ত্যাজ্যা বা কেন দোষেণ তদুপায়শ্চ ভণ্যতাম্‌ ॥ ৯৬ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ, যদীত্যাদিনা । তত্র পূজাবাধে সতি ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

অনন্তর দক্ষিণা প্রদান করিয়া কৌলিক দ্বিজগণকে (৩৮৭) ভোজন করাইবে। পরে দীন দরিদ্রদিগকে ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা পেয় দ্রব্য দ্বারা ও বস্ত্র দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে।[৯২] অনন্তর আপনার বিভবানুসারে যথাসাধ্য প্রতিদিবস মহেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। পরন্ত স্থাবর শিবলিঙ্গ কখনই স্থানান্তরিত করিবে না।[৯৩] পরমেশ্বরি! এই আমি সমুদায় আগম হইতে উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে অচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা তোমার নিকট কহিলাম।[৯৪]

ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভো! যদি অকস্মাৎ কোন দিবস দেবতার পূজা না হয়, তাহা হইলে ভক্তেরা সে স্থলে কি করিবে? আমার নিকট যথাযথ বলুন।[৯৫] এবং কোন্‌ দোষ উপস্থিত হইলে দেবমূর্ত্তি অপূজ্য ও কোন্‌ দোষ উপস্থিত হইলেই বা তাহা ত্যাজ্য হয়, এবং তাহার উপায়ই বা কি? তাহাও আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

---

(৩৮৭)—পূর্ণাভিষেক কালে সন্ন্যাস দ্বারা জন্মান্তর হয় বলিয়া পূর্ণাভিষিক্ত কোলদিগকে কৌলিক দ্বিজ বলা যায়।

শ্রীসদাশিব উবাচ।

একাহমর্চ্চনাবাধে দ্বিগুণং দেবমর্চ্চয়েৎ।
দিনদ্বয়ে তদ্দ্বিগুণং তদ্দ্বিগুণ্যং দিনত্রয়ে ॥ ৯৭ ॥
ততঃ ষণ্মাসপর্য্যন্তং যদি পূজা ন সম্ভবেৎ।
তদাষ্টকলসৈর্দ্দেবং স্নাপয়িত্বা যজেৎ সুধীঃ ॥ ৯৮ ॥
ষণ্মাসাৎ পরতো দেবং প্রাকৃসংস্কারবিধানতঃ।
পুনঃ সুসংস্কৃতং কৃত্বা পূজয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৯৯ ॥
খণ্ডিতং স্ফুটিতং ব্যঙ্গং সংস্পৃষ্টং কুষ্ঠরোগিণা।
পতিতং দুষ্টভূম্যাদৌ ন দেবং পূজয়েদ্‌বুধঃ ॥ ১০০ ॥
হীনাঙ্গং স্ফুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিসর্জ্জয়েৎ।
স্পর্শাদিদোষদুষ্টন্তু সংস্কৃত্য পুনরর্চ্চয়েৎ ॥ ১০১ ॥

এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, একাহমর্চ্চনাবাধে ইত্যাদিনা ॥ ৯৭ ॥ ৯৮ ॥ ৯৯ ॥

খণ্ডিতমিত্যাদি। ব্যঙ্গং বিগতাঙ্গম্ ॥ ১০০ ॥ ১০১ ॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন, দেবি। যদি এক দিবস পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে তৎপর দিবস সেই দেবমূর্ত্তিতে দ্বিগুণ পূজা করিবে। দুই দিবস পূজাবাধ হইলে চতুর্গুণ, এবং তিন দিবস পূজাবাধ হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ অষ্টগুণ পূজা করিতে হইবে।[৯৭] আর যদি চারি দিন অবধি ছয় মাস পর্য্যন্ত পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি অষ্ট কলস জল দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পূজা করিবেন।[৯৮] পরন্তু যদি ছয় মাস অপেক্ষা অধিককাল পূজা না হয়, তাহা হইলে সাধকশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বকথিত সংস্কার-বিধানানুসারে দেবমূর্ত্তি পুনঃ সুসংস্কৃত করিয়া পূজা করিবেন।[৯৯]

যে দেবমূর্ত্তি ভগ্ন হইয়াছে, স্ফুটিত বা সচ্ছিদ্র হইয়াছে, অঙ্গহীন হইয়াছে, কুষ্ঠরোগি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়াছে, অথবা দূষিত ভূমিতে পতিত হইয়াছে জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা পূজা করিবে না।[১০০] যে মূর্ত্তির অঙ্গহীন হইয়াছে, ছিদ্র হইয়াছে,

মহাপীঠেঽনাদিলিঙ্গে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে।
সর্ব্বদা পূজয়েত্তত্র স্বং স্বমিষ্টং সুখাপ্তয়ে ॥ ১০২ ॥
যদ্যৎ পৃষ্টং মহামায়ে নৃণাং কর্ম্মানুজীবিনাম্।
নিঃশ্রেয়সায় তৎ সর্ব্বং সবিশেষং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০৩ ॥
বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা ॥ ১০৪ ॥
কর্ম্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কর্ম্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ত্তন্তে কর্ম্মণো বশাৎ ॥ ১০৫ ॥
অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ॥ ১০৬ ॥

মহাপীঠেত্যাদি। ১০২ ॥ ১০৩ ॥ ১০৪ ॥ ১০৫ ॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥

অথবা যাহা ভগ্ন হইয়াছে, তাহা জলে বিসর্জন করিবে; পরন্তু যে দেবমূর্ত্তি স্পর্শাদি দোষে দূষিত হইয়াছে, তাহার পুনঃ সংস্কার করিয়া অর্চনা করিতে পারিবে।[১০১] যাহা মহাপীঠ ও অনাদি লিঙ্গ, তাহাতে অস্পৃশ্যস্পর্শাদি কোন দোষ ঘটিতে পারে না, সুতরাং তাহাতে সুখলাভের নিমিত্ত সর্ব্বদাই স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুরূপ পূজা করিবে।[১০২]

মহামায়ে। কর্ম্মকাণ্ড-নিরত মনুষ্যদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎসমুদায়ই বিশেষরূপে কহিলাম।[১০৩] মানবগণ কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে পারে না। তাহারা কর্ম্ম করণে অনিচ্ছু হইলেও বিবশ হইয়া কর্ম্মরূপ প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত ও আকৃষ্ট হয়।[১০৪] মনুষ্যেরা কর্ম্ম দ্বারা সুখ ভোগ করে, আবার কর্ম্ম দ্বারাই দুঃখ ভোগ করে, কর্ম্মবশেই তাহারা জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্ম দ্বারাই শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং কর্ম্মবশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[১০৫] এই জন্যই আমি অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সৎপ্রবৃত্তির নিমিত্ত এবং দুষ্প্রবৃত্তি নিবৃত্তির নিমিত্ত বহুবিধ সাধন এবং বহুবিধ কর্ম্ম কহিলাম।[১০৬]

যতো হি কর্ম্ম দ্বিবিধং শুভঞ্চাশুভমেব চ।
অশুভাৎ কর্ম্মণো যান্তি প্রাণিনস্তীব্রযাতনাম্ ॥ ১০৭ ॥
কর্ম্মণোঽপি শুভাদ্দেবি ফলেষাসক্তচেতসঃ।
প্রয়ান্ত্যায়ান্ত্যমুত্রেহ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ ॥ ১০৮ ॥
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥ ১০৯ ॥

এবং নানাবিধানি সুখপ্রাপকানি প্রচুরসাধনসংযুতানি কর্ম্মাণি ব্যাহৃত্যেদানীং ব্রহ্মজ্ঞানেনৈব লোকা মুক্তিমধিগচ্ছেয়ুর্ন তু কর্ম্মভিরিতি ব্যাহর্ত্তুমুপক্রমতে, কর্ম্মণোঽপি শুভাদিত্যাদিনা। হে দেবি শুভাদপি কর্ম্মণো হেতোঃ ফলেষাসক্তচেতসো জনাঃ কর্ম্মশৃঙ্খলযন্ত্রিতাঃ কর্ম্মরূপেণ নিগড়েন বদ্ধাঃ সন্তো লোকাদস্মাদমুত্র পরলোকে প্রয়ান্তি তস্মাচ্চ লোকাৎ পুনরিহায়ান্তি মুক্তিভাগিনস্তু ন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥

এই কর্ম্ম দুই প্রকার, শুভ ও অশুভ। অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রাণীগণ তীব্র যাতনা ভোগ করে।[১০৭] আর দেবি! যাহারা ফলাসক্তচিত্ত হইয়া শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও ঐ কর্ম্মশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে (৮৮৮)।[১০৮] অতএব যে পর্য্যন্ত শুভ বা অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয় সে পর্য্যন্ত শত কল্পেও মনুষ্যের মুক্তি হইতে পারে না।[১০৯]

---

(৮৮৮)—অনেকের ধারণা এই যে, পূর্ব্বজন্ম বা জন্মান্তর নাই। ঘটনাবশে এই দেহ ধারণ করিয়াছি, কালক্রমে দেহ ভস্মশেষ বা জীবনান্ত হইলে, সকলই ফুরাইবে। আবার জন্মান্তর কাহার, যাহা কেহ কখনও দেখে নাই, সেইরূপ উদ্ভট কথা উন্মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র। অতএব কর্ম্মফল কিসের। ইহকালের ধনরত্নাদি, বিষয় আশয়, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতি কিছুই যখন পরকালে অনুগমন করে না, তখন কেবল ইহকালের কর্ম্মটুকু সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে যাইবে। বস্তুতঃ নাস্তিক ব্যক্তি 'না' বলিলে যুক্তি দ্বারা এতদ্বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারা দুঃসাধ্য। এই বিষয় কেন, অতি সামান্য বিষয়ও পরীক্ষা না করাইলে বুঝাইতে পারা যায় না, যদি কোন ব্যক্তি জন্মেও মিষ্ট আস্বাদন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেবল যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে কি কখনও মিষ্টতা অনুভব করাইতে পারা যায়?

মিষ্ট ভোজন না করিলে, মিষ্টতা অনুভবের উপায়ান্তর নাই। সেরূপ সাধনা না করিলে কোনরূপ গূঢ় তত্ত্বই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মস্তিষ্ক হইতে নাস্তিকতা অপসারিত করিয়া সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিলে, সামান্য সামান্য ঘটনা দৃষ্টে, লক্ষণ দ্বারা কতকটা গূঢ়তত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে পারেন। গোবৎস ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুর জন্মকালে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা জন্মের অনতিবিলম্বে এরূপভাবে স্তন্য পানের চেষ্টা পাইতেছে যে, দেখিলেই অনুভব হয় যে, কোথায় বা স্তন আছে এবং কিরূপেই বা স্তন পান করিতে হয়, তাহা যেন পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিশেষরূপ জানা ছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, পূর্ব্বজন্মের সংস্কার (অভ্যাস) বশে স্তন্যপানে ইহার প্রবৃত্তি; পূর্ব্বজন্ম স্বীকার না করিলে এই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারের অনুরূপ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিলে জন্মান্তরও স্বীকার করিতে হয়। এবং ভোগের তারতম্য দেখিলে তদ্দ্বারা কর্ম্মফলই মূল কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

উপরোক্ত গোবৎস প্রভৃতির দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যের মধ্যেও দৃষ্টিপাত করুন; দেখিতে পাইবেন, কেহ বা সযত্নে নিজ সন্তানকে সৎপথে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, সৎসঙ্গ যাহাতে পায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন, কিন্তু সে সন্তান সৎসঙ্গ অবহেলা করিয়া অসৎসঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়া দুষ্টস্বভাব হইয়া পড়িতেছে। অন্যদিকে অযত্ন-প্রতিপালিত সন্তানও সৎসঙ্গে মিশ্রিত হইয়া স্বদেশের রত্ন স্বরূপ হইতেছে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাতেও পূর্ব্বজন্মের সংস্কার লক্ষিত হইবে। এই সংস্কার আর কিছুই নহে, পূর্ব্বজন্মে যে কার্য্য বিশেষ অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহারই অনুস্মৃতি মাত্র। মাতাপিতা প্রভৃতিরই হউক অথবা নিজেরই হউক, পুরুষকার বলে সেই প্রবৃত্তির অনুসরণে উপযুক্তরূপ ব্যাঘাত পাইলে তৎকর্ম্মফলে ইহজন্মেই পূর্ব্বসংস্কার বিদূরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্য পথে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। এইরূপে সাধনা দ্বারাও প্রাকৃত ব্যক্তির হৃদয়ে সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি হয়। এই সাধনার উৎকর্ষতা সহকারে ও সদ্‌গুরুর উপদেশে ফলাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইলে সমস্ত কর্ম্মফল নাশ হইয়া মুক্তিপথের পথিক হইতে পারা যায়।

অনেকের ধারণা এবং অনেকে বলিয়াও থাকেন, অদৃষ্ট যে পথে লইয়া যাইবে, সকলকে সেই পথে যাইতে হইবে। আমি যাহা করিতেছি, তাহাও উক্ত অদৃষ্ট দ্বারা পরিচালিত হইয়া করিতেছি। এই ধারণাটি নিতান্ত ভ্রমাত্মক। যদি সমুদায় কর্ম্মই অদৃষ্ট দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে এই ইহ জন্মকৃত কর্ম্মনিমিত্ত আমাকে আর দায়ী হইতে হইবে না। সুতরাং ইহজন্মকৃত কর্ম্মের জন্য পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে না। কারণ দণ্ডস্বরূপে বা পুরস্কার স্বরূপে যাহা আমি করিতে বাধ্য হইতেছি, তাহার নিমিত্ত পুনরায় দণ্ডভোগ কি জন্য করিতে হইবে। কর্ম্মফল না থাকিলেই মুক্তি,

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥ ১১০॥
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি॥ ১১১॥

কুর্ব্বাণ ইত্যাদি। ন বিন্দতি ন লভতে॥ ১১১॥

যেমন লোকে লৌহময় শৃঙ্খলই হউক অথবা স্বর্ণময় শৃঙ্খলই হউক উভয়বিধ শৃঙ্খল দ্বারাই বদ্ধ হয়, সেইরূপ জীবগণ শুভ বা অশুভ উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারাই বদ্ধ হইয়া থাকে।[১১০] যে পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত জীব

অতএব সকলেরই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। অসৎকর্ম্মের প্রতিফলস্বরূপ যদি কেহ কোন কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, সেই শেষোক্ত কর্ম্মের জন্য প্রতিফল দাতা কি পুনরায় দণ্ড প্রদান করিতে পারেন? কখনই নয়।

বস্তুতঃ অদৃষ্ট, আর কিছুই নহে, কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের ফলভোগ মাত্র। মনুষ্যের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত পুরুষকার দ্বারা কর্ম্ম হইয়া থাকে। পুরুষকার দ্বারা কর্ম্ম করে, অদৃষ্ট দ্বারা (পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের দ্বারা তাহার) ফলভোগ করে। কার্য্য ও ভোগ একই পদার্থ নহে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম দ্বারা ফলভোগ করিতেছি এবং ইহজন্মে পুরুষকার দ্বারা কৃতকর্ম্মের ফল সঞ্চয় করিতেছি। কুভোজ্য ভোজন করিলে তখনই তখনই কোনরূপ রোগ উপস্থিত হয় না, পরন্তু তাহারই ফলে কালে রোগের উৎপত্তি হয়, এবং বিষ প্রভৃতি উগ্রপদার্থ ভোজন করিলে, যেমন অচিরেই তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ ইহজন্মের কর্ম্মফল সর্ব্বথা ইহজন্মেই ভোগ হয় না, পরন্তু ইহজন্মে কেহ যদি উৎকট পাপজনক কর্ম্ম অথবা উৎকট সাধনা করেন, তিনি তাহার ফলও সেই জন্মে প্রাপ্ত হইতে পারেন। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল নিবন্ধন বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া উৎকট তপস্যাচরণের ফলে সেই জন্মেই ব্রাহ্মণ ও ঋষি হইয়াছিলেন। অধ্যবসায় সহকারে সাধনা করিলে এই কলিকালে স্বল্পকালেই মনুষ্য ক্রমশঃ উৎকর্ষতা লাভ করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিপথের পথিক হইতে পারেন। জ্ঞানীরা ফল কামনা না করিয়া যে সমুদায় শাস্ত্রানুমোদিত সৎকার্য্য করেন, তৎসমুদায় বন্ধনের কারণ হয় না। সুতরাং তদ্দ্বারা জন্মমৃত্যুরূপ যাতনাও সহ্য করিতে হয় না। ফল কামনা ব্যতিরেকে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। বিবেচনা করুন, সুখ ভোগের ইচ্ছা ব্যতিরেকে কি পরস্ত্রী গমনে বা পরদ্রব্য অপহরণে প্রবৃত্তি হয়? যদিও ফল কামনা ব্যতিরেকে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাও জ্ঞানী ব্যক্তির বন্ধনের কারণ হয় না।

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা ।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্ ॥ ১১২ ॥
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ ॥ ১১৩ ॥
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে ।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ ১১৪ ॥
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি ।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥ ১১৫ ॥

নহু মোক্ষৈকসাধনং জ্ঞানং কথমুৎপদ্যতে তত্রাহ, জ্ঞানমিত্যাদিনা। তত্ত্ব-বিচারেণ ব্রহ্মণো বিচারণেন। ক্ষীণতমসাং ক্ষীণাজ্ঞানরূপান্ধকারাণাম্। নির্ম্ম-লাত্মনাং বিমলান্তঃকরণানাম্ ॥ ১১২ ॥ ১১৩ ॥

বিহায়েত্যাদি। নিত্যে অবিনাশিনি। নিশ্চলে পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগিনি। পরি-নিশ্চিতং সম্যক্ নির্ণীতং তত্ত্বং যাথার্থ্যং যেন স পরিনিশ্চিততত্ত্বঃ ॥ ১১৪ ॥ ১১৫ ॥

শত শত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও মোক্ষ লাভ করিতে পারে না।[১১১] তত্ত্ববিচার দ্বারা এবং নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আবরণশক্তি-সম্পন্ন তমোরাশি ক্রমশঃ বিদূরিত হইলে, বিচক্ষণতা ও নিত্যানিত্য-বিবেক জন্মিলে এবং হৃদয়াকাশ নির্ম্মল ও শুদ্ধসত্ত্বময় হইলে তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে।[১১২]

ব্রহ্মা অবধি তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎই মায়া দ্বারা পরিকল্পিত হইয়াছে; একমাত্র পরমব্রহ্মই সত্য; জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা জ্ঞাত হইয়াই নিরন্তর নিত্য সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন।[১১৩] যিনি নাম রূপ প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন, তিনিই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।[১১৪]

জপ করিলে মুক্তি হয় না, হোম করিলেও মুক্তি হয় না, শত শত উপবাস করিলেও মুক্তি হয় না। আমি ব্রহ্ম, এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান জন্মিলেই দেহী মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।[১১৫] আত্মা সাক্ষী স্বরূপ অর্থাৎ নির্লিপ্ত ও শুভাশুভ দ্রষ্টা।

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১১৬ ॥
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৭ ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তিঃ নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ॥ ১১৮ ॥
মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদি-মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তস্তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে ॥ ১১৯ ॥

আত্মেত্যাদি। সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা। বিভুঃ ব্যাপকঃ। পূর্ণঃ অখণ্ডস্বরূপঃ। অদ্বৈতঃ সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যঃ ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥ ১১৮ ॥

মৃচ্ছিলেত্যাদি। তপসা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা ॥ ১১৯ ॥

তিনি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক। তিনি পূর্ণ অর্থাৎ অখণ্ড স্বরূপ। তিনি সত্য, নিত্য, অদ্বিতীয় ও পরাৎপর। তিনি দেহস্থ হইয়াও দৈহিক কার্য্যে লিপ্ত নহেন। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই জীব মুক্তিভাগী হইতে পারে।[১১৬] ব্রহ্মের নাম রূপ প্রভৃতি কল্পনা বাল্যক্রীড়ার ন্যায়। যিনি এই বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন, তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।[১১৭] মনঃকল্পিত দেবমূর্ত্তি যদি মনুষ্যাদিগকে মোক্ষ প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও রাজা হইতে সমর্থ হয়েন (৩৮৯)।[১১৮]

যাহারা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, প্রস্তর-নির্ম্মিত ধাতু-নির্ম্মিত বা কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বোধ করিয়া তপস্যাদি করে, তাহারা কেবল বৃথা কষ্ট পায় (৩৯০)। ফলতঃ জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ হয় না।[১১৯] মানবগণ আহার সংযত করিয়া

---

(৩৮৯)—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাঁহারা চিনি হইতে চাহেন না, চিনির আস্বাদ গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারাই স্বপ্নলব্ধ রাজ্য ভোগ করেন। ফলতঃ মহাপ্রলয়কালে যোগনিদ্রার অবসান হইলে তাঁহাদের সেই স্বপ্নলব্ধ রাজ্য কোথায় থাকিবে!

(৩৯০)—প্রাণপ্রতিষ্ঠায় আবাহিত একাত্মা ব্যতিরেকে প্রস্তরাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেবতা বা ঈশ্বর নহেন। ২১১ পৃষ্ঠা ১০০ সংখ্যা টিপ্পনী এবং ৩০৫ পৃষ্ঠা ১৮৭ টিপ্পনী দেখুন।

আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেৎ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্ ॥ ১২০ ॥
বায়ুপর্ণকণাতোয়-ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ ১২১ ॥
উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাধমাধমা ॥ ১২২ ॥
যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনম্ ॥ ১২৩ ॥

আহারেত্যাদি। নিষ্কৃতিং নিস্তারম্। ব্রজন্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১২০ ॥ ১২১ ॥
উত্তম ইত্যাদি। ব্রহ্মৈব সৎ সদ্ভিন্নং সর্ব্বমসদিত্যুত্তমো ভাবঃ। উত্তমং ভজনং ভবতীত্যেবমন্বয়ঃ। ধ্যানভাবঃ ধ্যানরূপং ভজনম্ ॥ ১২২ ॥
যোগ ইত্যাদি। সর্ব্বং ব্রহ্মৈব ভবতীতি বিদুষো জানতো জনস্য জীবাত্মনোরৈক্যমেব যোগো ভবতি। সেবকেশয়োঃ সেবকেশ্বরয়োরৈক্যমেব পূজনং ভবতি। তদ্ভিন্নো যোগো নাস্তি তদ্ভিন্নং পূজনমপি নাস্তি তস্য ॥ ১২৩ ॥ ১২৪ ॥

ক্লেশ ভোগ করুক বা যথেষ্ট আহার দ্বারা হৃষ্টপুষ্ট ও তুন্দিল হউক, তাহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন হয়, তাহা হইলে কখনই সংসার-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।১২০ যাহারা কেবল বায়ুমাত্র, পর্ণমাত্র অথবা তণ্ডুলকণামাত্র ভক্ষণ করিয়া কিম্বা জলমাত্র পান করিয়া ব্রতধারণ করে, তাহাদের যদি মোক্ষ হয় তাহা হইলে সর্প পশু পক্ষী ও জলজন্তু, ইহারা সকলেই মোক্ষভাগী হইতে পারে।১২১

ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায়ই মায়া কল্পিত ও মিথ্যা, আমিই সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম; ঈদৃশ ভাব উত্তম কল্প। ধ্যান ভাব মধ্যম কল্প। স্তব ও জপভাব অধম কল্প। আর বাহ্য পূজা অধম হইতেও অধমকল্প।১২২ জীবাত্মার এবং পরমাত্মার ঐক্যের নামই যোগ। সেবক ও ঈশ্বর ভাব প্রতিপাদনের নামই পূজা। ফলতঃ যাঁহার এরূপ জ্ঞান হইয়াছে যে সমুদায়ই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই; তাঁহার পক্ষে যোগ বা পূজা কিছুরই আবশ্যক হয় না।১২৩ যাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্ম-জ্ঞানরূপ পরম জ্ঞান বিরাজিত হইতেছে, তাহার পক্ষে জপ যজ্ঞ তপস্যা নিয়ম

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিন্তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈঃ তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ ॥ ১২৪ ॥
সত্যং বিজ্ঞানমানন্দম্ একং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ।
স্বভাবাদ্‌ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যানধারণা ॥ ১২৫ ॥
ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভব।
নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥ ১২৭ ॥
অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
কিং তস্য বন্ধনং কস্মাৎ মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ ॥ ১২৭ ॥
স্বমায়ারচিতং বিশ্বম্ অবিতর্ক্যং সুরৈরপি।
স্বয়ং বিরাজতে তত্র হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ ॥ ১২ ॥

সত্যমিত্যাদি। বিজ্ঞানং বিজ্ঞানস্বরূপম্। একম্ অদ্বৈতম্। ধারণা চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ১২৫ ॥

ন পাপমিত্যাদি। ন পুনর্ভবঃ ন পুনরুৎপত্তিঃ। ১২৬ ॥

অয়মাত্মেত্যাদি। নির্লিপ্তঃ অনাসক্তঃ। ১২৭।

নম্বাত্মনো দেহরূপং বন্ধনমস্ত্যেব কথমুচ্যতে অয়মাত্মা সদা মুক্ত ইত্যাদি তত্রাহ, স্বমায়েত্যাদিনা। আবতর্ক্যম্ অনুহনীয়ম্ ॥ ১২৮। ১২৯।

ব্রত প্রভৃতি কিছুরই আবশ্যক নাই।[১২৪] যিনি সর্ব্বত্র একমাত্র সত্যস্বরূপ বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দ-স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অবলোকন করিতেছেন, তিনি স্বভাবতই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন. তাঁহার পক্ষে পূজা বা ধ্যান ধারণা কিছুই সম্ভাবিত হইতে পারে না।[১২৫] যিনি সমুদায়ই ব্রহ্ম, এরূপ দেখিতেছেন, তাঁহার পক্ষে পাপ নাই, পুণ্য নাই, স্বর্গ নাই, পুনর্জ্জন্ম নাই, ধ্যেয় নাই, ধ্যাতাও নাই [১২৬] এই আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত আছেন, তিনি কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন, তাঁহার আবার বন্ধন কোথায়; কি জন্যই বা দুর্ব্বুদ্ধি লোকেরা মুক্তি কামনা করে![১২৭] এই জগৎ ব্রহ্মের নিজ মায়া দ্বারাই বিরচিত হইয়াছে। দেবতারাও ইহার মর্ম্ম উদ্ভেদ করিতে পারেন না। পরমব্রহ্ম এই জগতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় বিরাজিত হইতেছেন।[১২৮] যেমন সকল বস্তুরই অন্তরে এবং বাহিরে আকাশ থাকে, সেইরূপ সৎস্বরূপ ও সাক্ষিস্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বত্রই

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্ব্বেষামেব বস্তুনাম্ ।
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ ১২৯ ॥
ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জনুঃ ।
সদৈকরূপশ্চিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৩০ ॥
জন্মযৌবনবার্দ্ধক্যং দেহস্যৈব ন চাত্মনঃ ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয় ॥ ১৩১ ॥
যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যত্যনেকধা ।
তথৈব মায়য়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষতে ॥ ১৩২ ॥
যথা সলিলচাঞ্চল্যং মন্যন্তে তদ্গতে বিধৌ ।
তথৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্চল্যং পশ্যন্ত্যাত্মন্যকোবিদাঃ ॥ ১৩৩ ॥

ন বাল্যমিত্যাদি। জনুঃ জন্ম। আত্মনো বালত্বাদেরভাবে হেতুনাহ সদৈকরূপ ইত্যাদ্যর্দ্ধেন ॥ ১৩০ ॥

তর্হি কস্য জন্মাদিকং ভবতি তত্রাহ, জন্মেত্যাদিনা ॥ ১৩১ ॥

নন্ন তত্তদ্দেহস্থিত আত্মা নানারূপঃ প্রতীয়তে কথমুচ্যতে সদৈকরূপ ইতি তত্রাহ, যথেত্যাদিনা ॥ ১৩২ ॥

বিরাজমান আছেন।[১২৯] আত্মার জন্ম নাই, বাল্যাবস্থা নাই, যৌবনাবস্থা নাই, বৃদ্ধাবস্থাও নাই ; তিনি সর্ব্বদাই একরূপ চিন্ময় ও বিকার-পরিবর্জ্জিত।[১৩০] পাঞ্চভৌতিক দেহেরই জন্ম যৌবন ও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইতেছে ; বিকার ও পরিণাম রহিত আত্মাতে এতৎসমুদায় সম্ভাবিত নহে। মনুষ্যগণের বুদ্ধি মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে,সুতরাং তাহারা ইহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না।[১৩১] যেমন বহু শরাবস্থিত সলিলে বহু সূর্য্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মায়া-প্রভাবে বহু শরীরে বহুবিধ আত্মা লক্ষিত হইতেছে।[১৩২] যেমন সলিল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রও চঞ্চল বোধ হয়, অজ্ঞান ব্যক্তিরাও সেইরূপ বুদ্ধির চাঞ্চল্য আত্মাতেই অনুভব করে।[১৩৩] যেমন ঘট ভগ্ন হইলেও ঘটস্থ আকাশ পূর্ব্বের

ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশম্ ।
নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে ॥ ১৩৪ ॥
আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্ ।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৫ ।
ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যাৎ ন সন্তত্যা ধনেন বা ।
আত্মনাত্মানমাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ১৩৬ ॥
প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽস্ত্যপরং প্রিয়ম্ ।
লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাৎ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে ॥ ১৩৭ ॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া ।
বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে ॥ ১৩৮ ॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ ॥ ১৩৯ ॥

যথেত্যাদি। তদ্গতে বিম্বৌ সলিলগতে চন্দ্রে। অকোবিদাঃ অবিদ্বাংসঃ। ১৩৩ ॥ ১৩৪ ॥ ১৩৫ ॥ ১৩৬ । ১৩৭ । ১৩৮ । ১৩৯ । ১৪০ ।

ন্যায় অবিকৃত থাকে, দেহ নষ্ট হইলেও সেইরূপ আত্মা পূর্ব্বের ন্যায় সকল সময়ই সমভাবে বিরাজমান থাকেন।[১৩৪]

দেবি ! এই ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের এক মাত্র সাধন। যিনি ইহা জ্ঞাত হয়েন, তিনি ইহলোকেই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই।[১৩৫] মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারা মুক্ত হয় না, সন্তান উৎপাদন দ্বারা মুক্ত হয় না, ধন দ্বারাও মুক্ত হয় না; পরন্তু আপনি আপনাকে জানিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করিতে পারে।[১৩৬] দেবি! সকল জীবের পক্ষে আত্মাই পরমপ্রেমাস্পদ, আত্মা হইতে প্রিয়তর অপর কোন বস্তুই নাই। শিবে! ইহলোকে অন্য ব্যক্তি যে প্রিয় ও প্রেমাস্পদ হয়, তাহা কেবল আত্মসম্বন্ধানুসারেই হইয়া থাকে।[১৩৭] জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, এই ত্রিতয় কেবল মায়া দ্বারাই প্রতিভাত হইতেছে, পরন্তু এই ত্রিতয়ের তত্ত্ব বিচার করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন; অপর কিছুই থাকে

এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্ব্বাণকারণম্ ।
চতুর্বিধাবধূতানাম্ এতদেব পরং ধনম্ ॥ ১৪০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

দ্বিবিধাবাশ্রমৌ প্রোক্তৌ গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকস্তথা ।
কিমিদং শ্রূয়তে চিত্রম্ অবধূতাশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ১৪১ ॥
শ্রুত্বা বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ কথয় প্রভো ।
চতুর্বিধাবধূতানাং লক্ষণং সবিশেষতঃ ॥ ১৩২ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ ।
গৃহাশ্রমে বসন্তোঽপি জ্ঞেয়াস্তে যতয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৩ ॥

চতুর্ব্বিধানামবধূতানাং লক্ষণং বিজ্ঞাতুমিচ্ছন্তী শ্রীদেব্যুবাচ, দ্বিবিধাবিত্যাদিনা ॥ ১৪১ ॥ ১৪২ ॥

শ্রীদেব্যৈবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীসদাশিব উবাচ, ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকা যে ইত্যাদিনা ॥ ১৪৩ ॥ ১৪৪ ॥

না (৩৯১) ।[১৩৮] কারণ চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেয় বস্তু এবং চিন্ময় আত্মাই স্বয়ং জ্ঞাতা ; যিনি ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই আত্মবিৎ ।[১৩৯]

প্রিয়ে ! এই আমি তোমার নিকট সাক্ষাৎ নির্ব্বাণের কারণ জ্ঞানোপদেশ কহিলাম। চতুর্ব্বিধ অবধূতের পক্ষে ইহাই পরম ধন [১৪০]

শ্রীভগবতী কহিলেন । দেবদেব ! আপনি পূর্ব্বে, কলিযুগে গৃহস্থ ও ভিক্ষুক এই দ্বিবিধ আশ্রমের কথাই বলিয়াছেন। এক্ষণে কহিতেছেন, অবধূত চতুর্ব্বিধ। ইহা কি ? ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে ।[১৪১] প্রভো ! এক্ষণে চারি প্রকার অবধূতের লক্ষণ প্রকৃত প্রস্তাবে বিশেষরূপে বলুন ; আমি শ্রবণ পূর্ব্বক তাহা পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষিণী হইয়াছি ।[১৪২]

---

(৩৯১)—একমাত্র পূর্ণব্রহ্মে সত্ত্বপ্রধান মায়া দ্বারা জ্ঞান, তমঃপ্রধান মায়া দ্বা.া জ্ঞেয় এবং রজঃপ্রধান মায়া দ্বারা জ্ঞাতা কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, ত্রিগুণময়ী মায়া ইন্দ্রজাল মাত্র। তত্ত্ববিচার দ্বারা এই মায়া তিরোহিত হইলে একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই থাকে না।

পূর্ণাভিষেকবিধিনা সংস্কৃতা যে চ মানবাঃ।
শৈবাবধূতাস্তে জ্ঞেয়াঃ পূজনীয়াঃ কুলার্চ্চিতে ॥ ১৪৭ ॥
ব্রাহ্মাবধূতাঃ শৈবাশ্চ স্বাশ্রমাচারবর্ত্তিনঃ।
বিদধ্যুঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি মদুদীরিতবর্ত্মনা ॥ ১৪৮ ॥
বিনা ব্রহ্মার্পিতং চৈতে তথা চক্রার্পিতং বিনা।
নিষিদ্ধমন্নং তোয়ঞ্চ ন গৃহ্নীয়ুঃ কদাচন ॥ ১৪৯ ॥

ব্রাহ্মাবধূতা ইত্যাদি। বিদধ্যুঃ কুর্য্যুঃ। ১৪৫ ॥ ১৪৬ ॥ ১৪৭ ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন। প্রিয়ে! যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা যদিও গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন, তথাপি (ব্রাহ্মাবধূত ও) যতি (৩৯২) শব্দে অভিহিত হয়েন।[১৪৬] কুলার্চ্চিতে! যে সকল মনুষ্য পূর্ণাভিষেকের বিধানানুসারে সংস্কৃত হইয়াছেন, তাহারাই শৈবাবধূত। তাঁহারা সকলেরই পূজনীয়।[১৪৭] ব্রাহ্মাবধূত ও শৈবাবধূতগণ নিজ নিজ আশ্রমে ও নিজ নিজ আচারে থাকিয়া মৎকথিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সমুদায় কর্ম্ম সমাধান করিবেন।[১৪৮] ব্রাহ্মাবধূত, ব্রহ্মার্পিত দ্রব্য ব্যতিরেকে এবং শৈবাবধূত চক্রার্পিত দ্রব্য ব্যতিরেকে কখনই নিষিদ্ধ অন্ন ও নিষিদ্ধ জল গ্রহণ করিবেন না[১৪৯] বরাননে! ব্রাহ্মাবধূত কৌলদিগের এবং অভিষিক্ত শৈবাবধূত কৌলদিগের (৩৯৩) আচার

(৩৯২)—কথিত আছে, এক সহস্র ব্রহ্মচারী, এক শত বানপ্রস্থ ও এক কোটি ব্রাহ্মণ হইতেও এক জন যতি শ্রেষ্ঠ। যথা :—

ব্রহ্মচারিসহস্রস্তু বানপ্রস্থশতানি চ। ব্রাহ্মণানান্তু কোট্যস্তু যতিরেকো বিশিষ্যতে।

(৩৯৩)—কৌলমাহাত্ম্য যথা—সর্ব্বাপেক্ষা বেদাচারী শ্রেষ্ঠ; বেদাচারী অপেক্ষা বৈষ্ণবাচারী, বৈষ্ণবাচারী অপেক্ষা শৈবাচারী, শৈবাচারী অপেক্ষা দক্ষিণাচারী, দক্ষিণাচারী অপেক্ষা বামাচারী, বামাচারী অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচারী এবং সিদ্ধান্তাচারী অপেক্ষা কৌল সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। কৌল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যথা :—

সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ। বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাৎ দক্ষিণমুত্তমম্।
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্। সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরো নহি।

ইতি যোনিতন্ত্রম্।

এই রূপ কৌলমাহাত্ম্য উত্তরতন্ত্রেও বর্ণিত আছে। ৩০ পৃষ্ঠা ১৫ সংখ্যা টিপ্পনী দেখুন।

ব্রাহ্মাবধূতকৌলানাং কৌলানামভিষেকিণাম্।
প্রাগেব কথিতো ধর্ম্ম আচারশ্চ বরাননে ॥ ১৪৭ ॥
স্নানং সন্ধ্যাশনং পানং দানং চ দাররক্ষণম্।
সর্ব্বমাগমমার্গেণ শৈবব্রাহ্মাবধূতয়োঃ ॥১৪৮॥
উক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়পরঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৯ ॥
কৃতাবধূতসংস্কারো যদি স্যাৎ জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
তদা লোকালয়ে তিষ্ঠন্ আত্মানং স তু শোধয়েৎ ॥ ১৫০ ॥
রক্ষন্ স্বজাতিচিহ্নঞ্চ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি কৌলবৎ।
সদা ব্রহ্মপরো ভূত্বা সাধয়েৎ জ্ঞানমুত্তমম্ ॥১৫১ ॥

উক্তাবধূতেত্যাদি। অপরঃ অপূর্ণঃ ॥ ১৪৯ ॥ ১৫০ ॥ ১৫১ ॥ ১৫২ ॥ ১৫৩ ॥

ও ধর্ম্ম পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি।[১৪৭] শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতগণ আগম অনুসারেই স্নান সন্ধ্যা ভোজন পান দান দাররক্ষা প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম করিবেন।[১৪৮]

প্রিয়ে! উক্ত শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূত পূর্ণ ও অপূর্ণ ভেদে আবার দুই প্রকার। পূর্ণ শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতের নাম পরমহংস এবং অপূর্ণ শৈবাবধূত ও ব্রাহ্মাবধূতকে পরিব্রাট্ বলা যায়। [১৪৯] যে মানব অবধূত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছেন, তিনি যদি জ্ঞান বিষয়ে দুর্ব্বল হয়েন, অর্থাৎ যদি তাঁহার পূর্ণ অদ্বৈত ভাব না জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি লোকালয়ে বা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া আত্মশোধন করিবেন, অর্থাৎ যাহাতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই জ্ঞান জন্মে তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে থাকিবেন।[১৫০] তিনি স্বজাতি-চিহ্ন শিখা সূত্র প্রভৃতি রক্ষা করিবেন; তিনি কৌলের ন্যায় সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন; তিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া নিরন্তর জ্ঞান সাধন করিবেন;[১৫১] তিনি সর্ব্বদা বীতরাগ হইয়া 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক 'সোঽহমস্মি' অর্থাৎ 'আমি সেই ব্রহ্ম' এইরূপ চিন্তা করিয়া আপনার উপযোগী কর্ম্মের অনুষ্ঠান

ওঁ তৎ সন্মন্ত্রমুচ্চার্য্য সোঽহমস্মীতি চিন্তয়ন্।
কুর্য্যাদাত্মোচিতং কর্ম্ম সদা বৈরাগ্যমাশ্রিতঃ॥ ১৫২॥
কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণ্যনাসক্তো নলিনীদলনীরবৎ।
যতেতাত্মানমুদ্ধর্ত্তুং তত্ত্বজ্ঞানবিবেকতঃ॥ ১৫৩॥
ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রেণ যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
গৃহস্থো বাপ্যুদাসীনঃ তস্যাভীষ্টায় তদ্ভবেৎ॥ ১৫৪॥
জপো হোমঃ প্রতিষ্ঠা চ সংস্কারাদ্যখিলাঃ ক্রিয়াঃ।
ওঁ তৎ সন্মন্ত্রনিষ্পন্নাঃ সম্পূর্ণাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ॥ ১৫৫॥
কিমন্যৈর্বহুভির্ম্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্ভূরিসাধনৈঃ।
ব্রাহ্মোণানেন মন্ত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥ ১৫৬॥
সুখসাধ্যমবাহুল্যং সম্পূর্ণফলদায়কম্।
নাস্ত্যেতস্মান্মহামন্ত্রাৎ উপায়ান্তরমম্বিকে॥ ১৫৭॥

অথ ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রস্য মাহাত্ম্যমাহ, ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রেণেত্যাদিভিঃ। সমাচরেৎ কুর্য্যাৎ॥ ১৫৪॥ ১৫৫॥ ১৫৬॥ ১৫৭॥

করিবেন।[১৫২] এবং তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্ত-হৃদয় হইয়া সাংসারিক ও পারমার্থিক কর্ম্ম সমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান বিচার দ্বারা আপনাকে (সংসার-সাগর হইতে) উদ্ধার করিতে যত্নবান্ হইবেন।[১৫৩]

গৃহস্থই হউন বা উদাসীনই হউন, ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক যিনি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন তাহাতেই তাঁহার অভীষ্ট-ফল-প্রাপ্তি হইবে।[১৫৪] জপ হোম প্রতিষ্ঠা সংস্কার প্রভৃতি যে কোন কর্ম্মই হউক না কেন, 'ওঁ তৎ সৎ, এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নিষ্পন্ন হইলেই সম্পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।[১৫৫] অন্যান্য বহু মন্ত্রে আবশ্যক কি, ভুরি সাধনেই বা আবশ্যক কি, 'ওঁ তৎ সৎ' এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সমুদায় কর্ম্মই সাধন করিতে পারিবে।[১৫৬] এই মন্ত্র সুখসাধ্য, ইহাতে কোনরূপ বাহুল্য নাই, অথচ ইহা সম্পূর্ণফল-দায়ক। অম্বিকে! এই মহামন্ত্র ব্যতিরেকে আর উপায়ান্তর নাই।[১৫৭]

পুরঃ প্রদেশে দেহে বা লিখিত্বা ধারয়েদিমম্।
গেহস্তস্য মহাতীর্থং দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ ॥ ১৫৮ ॥
নিগমাগমতন্ত্রাণাং সারাৎসারতরো মনুঃ।
ওঁ তৎ সদিতি দেবেশি তবাগ্রে সত্যমীরিতম্ ॥ ১৫৯ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং ভিত্ত্বা তালুশিরঃশিখাঃ।
প্রাদুর্ভূতোঽয়মোঁ তৎ সৎ সর্ব্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ ॥ ১৬০ ॥
চতুর্বিধানামন্নানাম্ অন্যেষামপি বস্তুনাম্।
মন্ত্রান্যৈঃ শোধনেনালং স্যাচ্ছেদেতেন শোধিতম্ ॥ ১৬১ ॥
পশ্যন্ সর্ব্বত্র সদ্রূপং জপংস্তৎ সন্মহামনুম্।
স্বেচ্ছাচারঃ শুদ্ধচিত্তঃ স এব ভুবি কৌলরাট্ ॥ ১৬২ ॥

পুর ইত্যাদি। ইমম্ ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রম্ ॥ ১৫৮ ॥ ১৫৯ ॥ ১৬০ ॥

যিনি গৃহের কোন অংশে অথবা শরীরের কোন অংশে 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করিবেন, তাঁহার গৃহ মহাতীর্থ স্বরূপ এবং দেহ পুণ্যময় হইবে।[১৫৮] দেবি! আমি তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া বলিতেছি, 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র নিগম, আগম ও তন্ত্র সমুদয়ের মধ্যে সারাৎসার।[১৫৯] সর্ব্ব মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠতম 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তালু মস্তক ও ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।[১৬০] যদি 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র দ্বারা চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, এই চতুর্ব্বিধ খাদ্য দ্রব্যের বা অন্য বস্তুর শোধন করা হয়, তাহা হইলে অন্য কোন বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বারা শোধন করিবার আবশ্যক হয় না।[১৬১] যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া 'ওঁ তৎ সৎ' এই মহামন্ত্র জপ করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ পবিশুদ্ধ হয় এবং তিনি স্বেচ্ছাচারী হইলেও পৃথিবী মধ্যে কৌলশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।[১৬২] 'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্র জপ করিলে মানব সিদ্ধ হয়েন, ইহার অর্থ (৩২৪) চিন্তা করিলে

---

(৩২৪)—'ওঁ তৎ সৎ' এই মন্ত্রের স্থূল অর্থ যথা, যাঁহাতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, সেই পরমব্রহ্মই নিত্য সত্য। অথবা, প্রণব স্বরূপ সেই পরমব্রহ্মই সত্য। প্রণবের বিশেষ অর্থ মহানির্ব্বাণতন্ত্রের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

জপাদস্য ভবেৎ সিদ্ধো মুক্তঃ স্যাদর্থচিন্তনাৎ।
সাক্ষাদ্ব্রহ্মসমো দেহী সার্থমেনং জপন্ মনুম্ ॥ ১৬৩ ॥
ত্রিপদোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বকারণকারণম্।
সাধনাদস্য মন্ত্রস্য ভবেন্মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬৪ ॥
যুগ্মযুগ্মপদং বাপি প্রত্যেকপদমেব বা।
জপ্তৃস্তস্য মহেশানি সাধকঃ সিদ্ধিভাগ্ভবেৎ ॥ ১৬৫ ॥
শৈবাবধূতসংস্কারা-বধূতাখিলকর্ম্মণঃ।
নাপি দৈবে ন বা পিত্র্যে নার্ষে কৃত্যেঽধিকারিতা ॥ ১৬৬ ॥
চতুর্ণামবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে।
ত্রয়োঽন্যে যোগভোগাঢ্যা মুক্তাঃ সর্ব্বে শিবোপমাঃ ॥১৬৭॥

চতুর্ব্বিধানামিত্যাদি। চতুর্ব্বিধানাং ভক্ষ্যচর্ব্ব্যলেহ্যচোষ্যাণাম্ ॥ ১৬১ ॥ ১৬২ ॥ ১৬৩ ॥ ১৬৪ ॥ ১৬৫ ॥ ১৬৬ ॥ ১৬৭ ॥

মুক্তি লাভ হয়, আর যিনি অর্থ চিন্তা পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করেন, সেই মানব দেহবিশিষ্ট হইয়াও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম সদৃশ হয়েন।[১৬৩] এই ত্রিপদ মহামন্ত্র সর্ব্ব কারণের কারণ। এই মন্ত্র সাধন করিলে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারা যায়।[১৬৪] মহেশ্বরি! 'ওঁ তৎ সৎ' এই ত্রিপদ মন্ত্রের দুইটি দুইটি পদ অথবা এক একটি পদ (৩৯৫), যাহাই জপ করিবে, তাহাতেই সাধক সিদ্ধ হইতে পারিবে।[১৬৫]

যাঁহারা শৈবাবধূত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী (পরমহংস) হইয়াছেন, তাঁহাদের দৈবকর্ম্মে আর্ষকর্ম্মে বা পিত্র্যকর্ম্মে কিছু মাত্র অধিকার নাই।[১৬৬] চতুর্ব্বিধ অবধূতের মধ্যে চতুর্থ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মাবধূতকে হংস বলা যায়। অপর ত্রিবিধ অবধূত যোগ ও ভোগ করিয়া থাকেন। পরন্তু সকলেই অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ অবধূতই মুক্ত ও শিব সদৃশ (৩৯৬)।[১৬৭]

---

(৩৯৫)—ইহা দ্বারা—ওঁ তৎ সৎ। ওঁ তৎ। ওঁ সৎ। তৎ সৎ। ওঁ। তৎ। সৎ।—এই সপ্তবিধ মন্ত্র হইতেছে।

(৩৯৬)—এই চতুর্বিধ অবধূতের বিষয় মূলে যেরূপ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। এমন কি, অনেক বিচক্ষণ পরমহংসও নিজ নিজ আচার

এতেষাং দর্শনস্পর্শাৎ আলাপাৎ পরিতোষণাৎ।
সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তিঃ জায়তে মনুজন্মনাম্ ॥ ১৭৩ ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি যানি চ।
কুলসন্ন্যাসিনাং দেহে সন্তি তানি সদা প্রিয়ে ॥ ১৭৪ ॥
তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তে পুণ্যাস্তে কৃতাধ্বরাঃ।
যৈরর্চ্চিতাঃ কুলদ্রব্যৈঃ মানবৈঃ কুলসাধবঃ ॥ ১৭৫ ॥
অশুচির্যাতি শুচিতাম্ অস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিয়াৎ।
অভক্ষ্যমপি ভক্ষ্যং স্যাৎ যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ১৭৬ ॥
কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খলাঃ।
শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাৎ তান্ বিনা কোঽন্যমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥

অথাবধূতানাং মাহাত্ম্যমাহ, এতেষামিত্যাদিভিঃ। ১৭৩। ১৭৪ ॥
তে ধন্যা ইত্যাদি। কুলদ্রব্যৈঃ মদ্যাদিভিঃ ॥ ১৭৫ ॥ ১৭৬ ॥
কিরাতা ইত্যাদি। পুলিন্দাঃ চাণ্ডালবিশেষাঃ। ১৭৭।

গমনের ফল প্রাপ্তি হয়।[১৭৩] প্রিয়ে! পৃথিবীতে যে সমুদায়ই তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র আছে, কুলসন্ন্যাসীদিগের দেহে তৎসমুদায়ই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে।[১৭৪] যে সকল মনুষ্য কুলসাধুদিগকে কুলদ্রব্য দ্বারা অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই কৃতার্থ, তাঁহারাই পবিত্র এবং তাঁহারাই সর্ব্ব যজ্ঞের ফলভাগী হয়েন।[১৭৫] এই কুলযোগীদিগের সংস্পর্শ মাত্রেই অশুচি ব্যক্তিও শুচি হয় অস্পৃশ্য ব্যক্তিও স্পর্শযোগ্য হয়, এবং অভক্ষ্য বস্তুও ভক্ষণীয় হইয়া থাকে।[১৭৬] যে সকল কুলযোগীর সংস্পর্শে কিরাত পাপী ক্রূর পুলিন্দ যবন ও খল, ইহারাও শুদ্ধি লাভ করে, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার অর্চ্চনা করিবে।[১৭৭] যে সকল ব্যক্তি কৌলদিগকে কুলতত্ত্ব দ্বারা ও কুলযোগীদিগকে কুলদ্রব্য দ্বারা (৩৯৭)

(৩৯৭)—পঞ্চতত্ত্বের নামই কুলতত্ত্ব; পূর্ণাভিষিক্ত জ্ঞাননিষ্ঠ অবধূতের নাম কৌল; আর যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বীরভাবে যোগ সাধন করেন, তাঁহারা কুলযোগী; এবং ইহাঁদিগকে যে যোগোপযোগী শক্তি বা যে কোন রূপ শুদ্ধি সমেত কারণ দেওয়া যায়, তাহাই কুলদ্রব্য।

কুলতত্ত্বৈঃ কুলদ্রব্যৈঃ কৌলিকান্ কুলযোগিনঃ।
যেঽর্চ্চয়ন্তি সকৃদ্ভক্ত্যা তেঽপি পূজ্যা মহীতলে ॥ ১৭৮ ॥
কৌলধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্ত্যেব কমলাননে।
অন্ত্যজোঽপি যমাশ্রিত্য পূতঃ কৌলপদং ব্রজেৎ ॥ ১৭৯ ॥
করিপাদে বিলীয়ন্তে সর্ব্বপ্রাণিপদা যথা।
কুলধর্ম্মে নিমজ্জন্তি সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা প্রিয়ে ॥ ১৮০ ॥
অহো পুণ্যতমাঃ কৌলাঃ তীর্থরূপাঃ স্বয়ং প্রিয়ে।
যে পুনন্ত্যাত্মসম্বন্ধান্* ম্লেচ্ছশ্বপচপামরান্ ॥ ১৮১ ॥
গঙ্গায়াং পতিতাম্ভাংসি যান্তি গাঙ্গেয়তাং যথা।
কুলাচারে বিশন্তোঽপি সর্ব্বে গচ্ছন্তি কৌলতাম্ ॥ ১৮২ ॥
যথার্ণবগতং বারি ন পৃথগ্ভাবমাপ্নুয়াৎ।
তথা কুলাম্বুধৌ মগ্না ন ভবেয়ুর্জ্জনাঃ পৃথক্ ॥ ১৮৩ ॥

কুলতত্ত্বৈরিত্যাদি। কুলতত্ত্বৈঃ মাংসাদিভিঃ। কুলদ্রব্যৈঃ মদ্যৈঃ ॥ ১৭৮ ॥ ১৭৯ ॥ ১৮০ ॥

একবার মাত্র ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহারাও পৃথিবীর মধ্যে পূজ্য হইবেন। ১৭৮

কমলাননে! কৌলধর্ম্ম হইতে পরম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর জগতে নাই। কারণ অন্ত্যজ ব্যক্তিও এই ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া কৌলপদ প্রাপ্ত হয়। ১৭৯ প্রিয়ে! যেমন সমুদায় প্রাণীর পদচিহ্নই হস্তিপদচিহ্নে বিলীন হয়, সেইরূপ সমুদায় ধর্ম্মই একমাত্র কৌলধর্ম্মে নিমগ্ন অর্থাৎ কৌলধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে। ১৮০ প্রিয়ে! কৌলগণ কি পবিত্রতম! তাঁহারা সাক্ষাৎ তীর্থ স্বরূপ। তাঁহারা শরণাগত অনুরক্ত ম্লেচ্ছ শ্বপচ ও পামরগণকেও পবিত্র করেন। ১৮১ যেমন গঙ্গামধ্যে পতিত কূপজলও গঙ্গাজলরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ কুলাচারে প্রবিষ্ট সর্ব্ব জাতীয় মনুষ্যই কৌলের আশ্রয়ে কৌলের কৃপায় কৌলপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮২ যেমন সমুদ্রে পতিত সলিল পৃথক্ ভাব প্রাপ্ত হয়

---

*আত্মসম্বন্ধ্যান্ ইতি পাঠান্তরম্।

হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্ ।
প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরেৎ নিষেধবিধিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৬৮ ॥

হংস ইত্যাদি। অশ্নন্ ভুঞ্জানঃ ॥ ১২৮ ॥

হংস অর্থাৎ পূর্ণ ব্রাহ্মাবধূত স্ত্রীসংসর্গ বা ধাতু-পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না। তিনি বিধি-নিষেধ-বর্জ্জিত হইয়া প্রারব্ধ ভোগ পূর্ব্বক বিহার করিবেন।১৬৮

এই তুরীয় পরমহংস (হংসাবধূত) স্বজাতি-চিহ্ন শিখা সূত্র তিলক প্রভৃতি পবি-

---

ব্যবহারের প্রমাণ সুস্পষ্টরূপে বলিতে পারেন না। এই জন্য আমরা ভৈরবডামর প্রভৃতির মতানুসারে এবং সাধকসম্প্রদায়ের প্রচলিত ব্যবহার দেখিয়া, চতুর্ব্বিধ অবধূতের লক্ষণ ও কার্য্য এস্থলে সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি। যথা:—

চতুর্ব্বিধ অবধূতের মধ্যে শৈবাবধূত দুই প্রকার, পরিব্রাজক ও পরমহংস। যতি বা ব্রাহ্মাবধূতও দুই প্রকার, পরিব্রাজক ও পরমহংস বা হংস। অপূর্ণ শৈবাবধূত ও অপূর্ণ ব্রাহ্মাবধূত সংসারী হইলেও পরিব্রাজকের মধ্যে গণ্য হইতেছেন। সংসারস্থিত অবধূতকে যদি পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ছয় প্রকার অবধূত হইয়া উঠে। যথা:—প্রথম শৈবাবধূত; ইনি অপূর্ণ; ইনি সংসারে থাকিয়াও শিব সদৃশ মহাসন্ন্যাসী; এই জন্য শৈবাবধূত শব্দে অভিহিত। দ্বিতীয় পরিব্রাজক; পরিব্রাজকতা শৈবাবধূতের দ্বিতীয় অবস্থা, সংসার পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে তীর্থে পীঠে পীঠে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক জপ পূজাদি করাই ইঁহার প্রধান কার্য্য; পরন্তু ইনি শক্তি লইয়া নিয়মিত সাধনাদি করিতে পারেন। তৃতীয় পরমহংস (পূর্ণাবধূত), ইহা শৈবাবধূতের তৃতীয় অবস্থা: ইনি কর্ম্মত্যাগী কৌপীনধারী সন্ন্যাসী, ইনি যোগ ভোগ ও নিয়মানুসারে উপযাচিকা কামিনীর কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। চতুর্থ যতি বা ব্রাহ্মাবধূত, ইনি প্রথম শৈবাবধূতের ন্যায়, পরন্তু স্বশক্তি ভিন্ন শৈববিবাহে বিবাহিতা পরশক্তি গ্রহণেও ইহাঁর অধিকার নাই। পঞ্চম ব্রাহ্মাবধূত পরিব্রাজক; ইহাঁর কার্য্য দ্বিতীয় শৈবাবধূতের সদৃশ; কিন্তু উপযাচিকা স্ত্রী সম্ভোগেও ইহাঁর অধিকার নাই, পরন্তু গুরুর উপদেশ অনুসারে শক্তি লইয়া যোগ সাধনে ইহাঁদের উভয়েরই অধিকার আছে। ষষ্ঠ হংসাবধূত; ইনি তৃতীয় শৈবাবধূত অর্থাৎ পরমহংস সদৃশ, পরন্তু স্ত্রীসঙ্গ বা ধাতুপরিগ্রহ প্রভৃতি কোন কার্য্যেই ইহাঁর অধিকার নাই।

ভৈরবডামরে বিস্তারিতরূপে চারিপ্রকার অবধূতের নির্দ্দেশ আছে। নাম যথা:—১ কুলাবধূত ২ শৈবাবধূত, ৩ ব্রাহ্মাবধূত, ৪ হংসাবধূত। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের সহিত ইহার নাম মাত্রেই কিঞ্চিৎ ভেদ আছে, পরন্তু আচার-ব্যবহার-গত কোনরূপ বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে না।

ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্।
তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ ॥ ১৬৯ ॥
সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জ্জিতঃ।
নির্ন্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যাৎ নিঃশঙ্কো নিরুপদ্রবঃ ॥ ১৭০ ॥
নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধারণা *।
মুক্তো বিরক্তো † নির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ ॥ ১৭১ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি চতুর্ণাং কুলযোগিনাম্।
লক্ষণং সবিশেষেণ সাধূনাং মৎস্বরূপিণাম্ ॥ ১৭২ ॥

ত্যজেদিত্যাদি। গৃহমেধিনাং গৃহস্থানাম্। নিরুদ্যমঃ আত্মশরীরনির্ব্বাহার্থ-ব্যাপারশূন্যঃ ॥ ১৬৯ ॥

সদাত্মেত্যাদি। ভাবঃ চিন্তনম্ নির্নিকেতঃ নিয়তসতত্‌বাসশূন্যঃ। তিতিক্ষুঃ সহনশীলঃ ॥ ১৭০ ॥ ১৭১ ॥ ১৭২ ॥

ত্যাগ করিবেন। তিনি গৃহস্থের কর্ম্মও করিবেন না। তিনি সঙ্কল্প-রহিত ও শরীর পোষণার্থ উদ্যম-রহিত হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন[১৬৯] তিনি সর্ব্বদা আত্মভাবেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। তিনি শোক ও মোহে অভিভূত হইবেন না। তাঁহার কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট আবাস-স্থান থাকিবে না। তিনি তিতিক্ষাযুক্ত (ক্ষমা-শীল), নিঃশঙ্ক ও নিরুপদ্রব হইবেন।[১৭০] তিনি ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য কাহাকেও অর্পণ করিবেন না। তাঁহার ধ্যানধারণা নাই। এই হংসাচার-পরায়ণ যতি, মুক্ত বিরাগযুক্ত ও শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইবেন।[১৭১] দেবি! এই আমি তোমার নিকট চতুর্ব্বিধ কুলযোগীর লক্ষণ বিশেষরূপে কহিলাম। ইহাঁরা সকলেই সাধু ও শিবস্বরূপ।[১৭২]

মনুষ্যগণ যদি এই কুলযোগীদিগকে দর্শন করে, স্পর্শ করে, বা ইহাঁদের সহিত আলাপ করে, অথবা ইহাঁদিগকে পরিতুষ্ট করে, তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্ব তীর্থ

---

* ধ্যানধারণাঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† মুক্তোঽবিরক্তঃ ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

এতেষাং দর্শনস্পর্শাৎ আলাপাৎ পরিতোষণাৎ ।
সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তিঃ জায়তে মনুজন্মনাম্‌ ॥ ১৭৩ ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি যানি চ ।
কুলসন্ন্যাসিনাং দেহে সন্তি তানি সদা প্রিয়ে ॥ ১৭৪ ॥
তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তে পুণ্যাস্তে কৃতাধ্বরাঃ ।
যৈরর্চ্চিতাঃ কুলদ্রব্যৈঃ মানবৈঃ কুলসাধবঃ ॥ ১৭৫ ॥
অশুচির্যাতি শুচিতাম্‌ অস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিয়াৎ ।
অভক্ষ্যমপি ভক্ষ্যং স্যাৎ যেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ১৭৬॥
কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খলাঃ ।
শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাৎ তান্‌ বিনা কোঽন্যমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥

অথাবধূতানাং মাহাত্ম্যমাহ, এতেষামিত্যাদিভিঃ ॥ ১৭৩ ॥ ১৭৪ ॥
তে ধন্যা ইত্যাদি । কুলদ্রব্যৈঃ মদ্যাদিভিঃ ॥ ১৭৫ ॥ ১৭৬ ॥
কিরাতা ইত্যাদি । পুলিন্দাঃ চাণ্ডালবিশেষাঃ ॥ ১৭৭ ॥

গমনের ফল প্রাপ্তি হয় ।[১৭৩] প্রিয়ে । পৃথিবীতে যে সমুদায়ই তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র আছে, কুলসন্ন্যাসীদিগের দেহে তৎসমুদায়ই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে ।[১৭৪] যে সকল মনুষ্য কুলসাধুদিগকে কুলদ্রব্য দ্বারা অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই কৃতার্থ, তাঁহারাই পবিত্র এবং তাঁহারাই সর্ব্ব যজ্ঞের ফলভাগী হয়েন ।[১৭৫] এই কুলযোগীদিগের সংস্পর্শ মাত্রেই অশুচি ব্যক্তিও শুচি হয় অস্পৃশ্য ব্যক্তিও স্পর্শযোগ্য হয়, এবং অভক্ষ্য বস্তুও ভক্ষণীয় হইয়া থাকে ।[১৭৬] যে সকল কুলযোগীর সংস্পর্শে কিরাত পাপী ক্রূর পুলিন্দ যবন ও খল, ইহারাও শুদ্ধি লাভ করে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার অর্চ্চনা করিবে ।[১৭৭] যে সকল ব্যক্তি কৌলদিগকে কুলতত্ত্ব দ্বারা ও কুলযোগীদিগকে কুলদ্রব্য দ্বারা (৩৯৭)

---

(৩৯৭)—পঞ্চতত্ত্বের নামই কুলতত্ত্ব, পূর্ণাভিষিক্ত জ্ঞাননিষ্ঠ অবধূতের নাম কৌল ; আর যাঁহারা ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বীরভাবে যোগ সাধন করেন, তাঁহারা কুলযোগী ; এবং ইহাঁদিগকে যে যোগোপযোগী শক্তি বা যে কোন রূপ শুদ্ধি সমেত কারণ দেওয়া যায়, তাহাই কুলদ্রব্য ।

কুলতত্ত্বৈঃ কুলদ্রব্যৈঃ কৌলিকান্ কুলযোগিনঃ।
যেঽর্চ্চয়ন্তি সকৃদ্ভক্ত্যা তেঽপি পূজ্যা মহীতলে॥ ১৭৮॥
কৌলধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্ত্যেব কমলাননে।
অন্ত্যজোঽপি যমাশ্রিত্য পূতঃ কৌলপদং ব্রজেৎ॥ ১৭৯॥
করিপাদে বিলীয়ন্তে সর্ব্বপ্রাণিপদা যথা।
কুলধর্ম্মে নিমজ্জন্তি সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা প্রিয়ে॥ ১৮০॥
অহো পুণ্যতমাঃ কৌলাঃ তীর্থরূপাঃ স্বয়ং প্রিয়ে।
যে পুনন্ত্যাত্মসম্বদ্ধান্* ম্লেচ্ছশ্বপচপামরান্॥ ১৮১॥
গঙ্গায়াং পতিতাম্ভাংসি যান্তি গাঙ্গেয়তাং যথা।
কুলাচারে বিশন্তোঽপি সর্ব্বে গচ্ছন্তি কৌলতাম্॥ ১৮২॥
যথার্ণবগতং বারি ন পৃথগ্ভাবমাপ্নুয়াৎ।
তথা কুলাম্বুধৌ মগ্না ন ভবেয়ুর্জ্জনাঃ পৃথক্॥ ১৮৩॥

কুলতত্ত্বৈরিত্যাদি। কুলতত্ত্বৈঃ মাংসাদিভিঃ। কুলদ্রব্যৈঃ মদ্যৈঃ॥ ১৭৮॥
১৭৯॥ ১৮০॥

একবার মাত্র ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহারাও পৃথিবীর মধ্যে পূজ্য হইবেন [১৭৮]

কমলাননে! কৌলধর্ম্ম হইতে পরম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর জগতে নাই। কারণ অন্ত্যজ ব্যক্তিও এই ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া কৌলপদ প্রাপ্ত হয়। [১৭৯] প্রিয়ে! যেমন সমুদায় প্রাণীর পদচিহ্নই হস্তিপদচিহ্নে বিলীন হয়, সেইরূপ সমুদায় ধর্ম্মই একমাত্র কৌলধর্ম্মে নিমগ্ন অর্থাৎ কৌলধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে। [১৮০] প্রিয়ে! কৌলগণ কি পবিত্রতম! তাঁহারা সাক্ষাৎ তীর্থ স্বরূপ। তাঁহারা শরণাগত অনুরক্ত ম্লেচ্ছ শ্বপচ ও পামরগণকেও পবিত্র করেন। [১৮১] যেমন গঙ্গামধ্যে পতিত কূপজলও গঙ্গাজলরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ কুলাচারে প্রবিষ্ট সর্ব্ব জাতীয় মনুষ্যই কৌলের আশ্রয়ে কৌলের কৃপায় কৌলপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। [১৮২] যেমন সমুদ্রে পতিত সলিল পৃথক্ ভাব প্রাপ্ত হয়

*আত্মসম্বদ্ধ্যান্ ইতি পাঠান্তরম্।

বিপ্রাদ্যন্ত্যজপর্য্যন্তা দ্বিপদা যেঽত্র ভূতলে ।
তে সর্ব্বেঽস্মিন্ কুলাচারে ভবেয়ুরধিকারিণঃ ॥ ১৮৪ ॥
আহূতাঃ কুলধর্ম্মেঽস্মিন্ যে ভবন্তি পরাঙ্মুখাঃ ।
সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাঃ তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ১৮৫ ॥
প্রার্থয়ন্তি কুলাচারং যে কেচিদপি মানবাঃ ।
তান্ বঞ্চয়ন্ কুলীনোঽপি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৮৬ ॥
চাণ্ডালং যবনং নীচং মত্বা স্ত্রিয়মবজ্ঞয়া ।
কৌলং ন কুর্য্যাৎ যঃ কৌলঃ সোঽধমো যাত্যধোগতিম্ ॥১৮৭॥
শতাভিষেকাৎ যৎ পুণ্যং পুরশ্চর্য্যাশতৈরপি ।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যম্ একস্মিন্ কৌলিকে কৃতে ॥১৮৮॥

অহবিত্যাদি । ১৮১ । ১৮২ । ১৮৩ ॥ ১৮৪ ॥ ১৮৫ । ১৮৬ ।

না, কুলসাগরে মগ্ন কোনও ব্যক্তিও সেইরূপ পৃথক্ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না।[১৮৩] এই ভূমণ্ডলমধ্যে ব্রাহ্মণ অবধি অন্ত্যজ পর্য্যন্ত যত প্রকার দ্বিপদ প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই এই কুলাচারে অধিকারী হইতে পারিবে।[১৮৪]

যে সকল ব্যক্তি এই কুলধর্ম্মে আহূত হইয়াও পরাঙ্মুখ হয়, তাহারা সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি লাভ করে।[১৮৫] যে সকল মনুষ্য কুলাচার প্রার্থনা করিবে, তাহাদিগকে যদি কোন কৌল বঞ্চনা করেন, তাহা হইলে তিনি কৌল হইয়াও রৌরব-নরকে গমন করিবেন।[১৮৬] যদি কোন কৌল ব্যক্তি, কোন কৌলধর্ম্মপ্রার্থী যোগ্য ব্যক্তিকে স্ত্রীলোক নীচলোক চাণ্ডাল বা যবন মনে করিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক কৌল না করেন, তাহা হইলে তিনি কৌলের মধ্যে অধম হইবেন এবং অন্তকালে তাঁহার অধোগতি হইবে।[১৮৭]

শত শতবার অভিষিক্ত হইলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, শত শত পুরশ্চরণ করিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, এক ব্যক্তিকে কৌল করিতে পারিলে তাহার কোটিগুণ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।[১৮৮] ভূমণ্ডলে যত প্রকার বর্ণ আছে, এবং যত প্রকার

যে যে বর্ণাঃ ক্ষিতৌ সন্তি যদ্‌যদ্ধর্ম্মমুপাশ্রিতাঃ ।
কৌলা ভবন্তস্তে পাশৈঃ মুক্তা যান্তি পরং পদম্ ॥ ১৮৯ ॥
শৈবধর্ম্মাশ্রিতাঃ কৌলাঃ তীর্থরূপাঃ শিবাত্মকাঃ ।
স্নেহেন শ্রদ্ধয়া প্রেম্না পূজ্যা মান্যাঃ পরস্পরম্ ॥ ১৯০ ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে ।
ভবাব্ধিতরণে সেতুঃ কুলধর্ম্মো হি নাপরঃ ॥ ১৯১ ॥
ছিদ্যন্তে সংশয়াঃ সর্ব্বে ক্ষীয়ন্তে পাপসঞ্চয়াঃ ।
দহ্যন্তে কর্ম্মজালানি কুলধর্ম্মনিষেবণাৎ ॥ ১৯২ ॥
সত্যব্রতা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ কৃপয়াহূয় মানবান্ ।
পাবয়ন্তি কুলাচারৈঃ তে জ্ঞেয়াঃ কৌলিকোত্তমাঃ ॥১৯৩॥

চাণ্ডালমিত্যাদি। অবজ্ঞয়া তিবস্ক্রিয়যা ॥ ১৮৭ ॥ ১৮৮ ॥ ১৮৯ ॥ ১৯০ ॥ ১৯১ ॥ ১৯২ ॥ ১৯৩ ॥ ১৯৪ ॥

ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য আছে, তাহাদেব মধ্যে যিনি কৌল হইবেন, তিনিই পাশমুক্ত হইযা পরম পদ লাভ কবিতে পাবিবেন।[১৮৯]

শিবোক্ত ধর্ম্মাবলম্বী কৌলগণ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও তীর্থস্বরূপ। স্নেহ দ্বারা শ্রদ্ধা দ্বারা এবং প্রেম দ্বারা তাঁহাবা পবস্পর পবস্পরের পূজা ও সম্মান করিবেন।[১৯০] এ বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব, তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, এই সংসাব-সাগব পাব হইবার নিমিত্ত কুলধর্ম্মই একটি মাত্র সেতু হইয়া রহিয়াছে; তদ্ভিন্ন সংসারসাগর পাব হইবাব আর উপায়ান্তব নাই।[১৯১] কুলধর্ম্ম সেবন কবিলে সমুদায় সংশয় ছেদ হয়, সমুদায় পাপপুঞ্জ ক্ষয় হয় ও সমুদায় কর্ম্মজাল উন্মুক্ত হইয়া থাকে।[১৯২] যাঁহারা সত্যব্রত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ কৌল, যাঁহারা কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া মানবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কুলাচাব দ্বাবা পবিত্র করেন, সেই সকল মহাত্মাকেই কৌলিকশ্রেষ্ঠ বলা যায়।[১৯৩]

দেবি! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বলোক-পাবন সর্ব্বধর্ম্ম-বিনির্ণায়ক মহানির্ব্বাণতন্ত্রেব পূর্ব্বার্দ্ধ কহিলাম।[১৯৪] যিনি প্রতিদিন ইহা শ্রবণ করিবেন,

ইতি তে কথিতং দেবি সর্ব্বধর্ম্মবিনির্ণয়ম্।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য পূর্ব্বার্দ্ধং লোকপাবনম্ ॥ ১৯৪ ॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং শ্রাবয়েদ্বাপি মানবান্।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ সোঽন্তে নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯৫ ॥
সর্ব্বাগমানাং তন্ত্রাণাং সারাৎসারং পরাৎপরম্।
তন্ত্ররাজমিদং জ্ঞাত্বা জায়তে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥ ১৯৬ ॥
কিন্তস্য তীর্থভ্রমণৈঃ কিং যজ্ঞৈর্জপসাধনৈঃ।
জ্ঞানেনৈতন্মহাতন্ত্রং কর্ম্মপাশৈর্বিমুচ্যতে ॥ ১৯৭ ॥

অথ মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য মহাত্ম্যমভিধত্তে, য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যমিত্যাদিভিঃ ॥ ১৯৫ ॥ ১৯৬ ॥

অথবা মনুষ্যগণকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অন্তে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবেন।[১৯৫] সমুদায় আগম ও সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে পরাৎপর ও সারাৎসার এই তন্ত্ররাজ পরিজ্ঞাত হইলে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইতে পারা যায়।[১৯৬] অধিক কি বলিব, যিনি এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার তীর্থভ্রমণে আবশ্যক নাই, যজ্ঞে আবশ্যক নাই, জপ ও অন্য সাধনাদিতেও আবশ্যক নাই। তিনি একমাত্র মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পরিজ্ঞান দ্বারাই কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন (৩৯৮)।[১৯৭]

---

(৩৯৮)—কথিত আছে; পাপাপনোদনের নিমিত্ত রাজা জনমেজয়ের মহাভারত শ্রবণ স্থিরীকৃত হইলে, তিনি মহর্ষি বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! মহাভারত শ্রবণে যে আমারও পাপমোচন হইবে তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব? বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ। কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপের নিম্নে বসিয়া আপনি ভারত শ্রবণ করুন; যখন ঐ কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ শুক্লবর্ণ হইয়া উঠিবে, তখনই জানিবেন যে, আপনকার সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়াছে। তখন রাজা জনমেজয় তদনুরূপ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহাভারত শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন আদ্যোপান্ত সমুদায় শ্রবণ করা হইল, তখন সেই চন্দ্রাতপ শুক্লবর্ণ হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার স্থানে স্থানে কিছু কিছু কৃষ্ণবর্ণ থাকিয়া গেল। তাহাতে রাজা জনমেজয় বিষণ্ণ হৃদয়ে পুনর্ব্বার বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! আমি ত সমুদায় মহাভারত শ্রবণ করিলাম, তথাপি চন্দ্রাতপ সর্ব্বাংশে শ্বেতবর্ণ হইল না কেন? বেদব্যাস কহিলেন, রাজন্! আপনি মনোযোগ

স বিজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ।
স জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ সাধুঃ য এতদ্বেত্তি কালিকে ॥ ১৯৮ ॥
অলং বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ
কিমন্যৈর্ব্বহুভিস্তন্ত্রৈঃ জ্ঞাত্বেদং সর্ব্ববিদ্ভবেৎ ॥ ১৯৯ ॥
আসীদ্‌গুহ্যতমং যন্মে সাধনং জ্ঞানমুত্তমম্।
তব প্রশ্নেন তন্ত্রেঽস্মিন্ তৎ সর্ব্বং সুপ্রকাশিতম্ ॥২০০॥

কিমন্যৈরিত্যাদি ॥ ১৯৭ ॥ ১৯৮ ॥ ১৯৯ ॥ ২০০ ॥ ২০১ ॥

কালিকে! যিনি এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ, তিনি সমুদায় ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি সাধু, তিনি জ্ঞানী এবং তিনিই ব্রহ্মবিৎ-শ্রেষ্ঠ।১৯৮ বেদ পুরাণ স্মৃতি সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র ও অন্যান্য বহু তন্ত্র পাঠে কি আবশ্যক; একমাত্র এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র জ্ঞাত হইলেই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারা যায়।১৯৯

প্রিয়ে! আমার নিকট যে সমুদায় সাধন ও তত্ত্বজ্ঞান অত্যন্ত গুহ্যতম

পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত মহাভারত শুনিয়াছেন? জনমেজয় কহিলেন, মহর্ষে। আদ্যোপান্তই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছি। বেদব্যাস কহিলেন, সমুদায় বুঝিয়াছেন, কোথাও কোনরূপ সন্দেহ নাই ত? রাজা কহিলেন, স্থানে স্থানে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সন্দেহ আছে। বেদব্যাস কহিলেন, এই কারণেই চন্দ্রাতপের স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ রহিয়াছে। আপনি পুনর্ব্বার মহাভারত শ্রবণ করুন, কোন স্থানে একটিও সন্দেহ রাখিবেন না; তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে মহাভারত শ্রবণ করা হইবে ও সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে। অনন্তর রাজা জনমেজয় যখন একাগ্রচিত্তে আদ্যোপান্ত সমগ্র মহাভারত পুনর্ব্বার শ্রবণ করিলেন, সন্দেহ হইলে বুঝিয়া লইলেন; তখন চন্দ্রাতপ সর্ব্বাংশেই শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনিও পাপ বিনির্মুক্ত হইলেন। এইরূপ, যিনি, টীকা টিপ্পনী পাঠ করিয়া তাহাতে সন্দেহ ভঞ্জন না হইলে, গুরূপদেশ লইয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পরিজ্ঞাত হইবেন, তাঁহার তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতিতে প্রয়োজন নাই; একমাত্র এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পরিজ্ঞান দ্বারাই তিনি সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারিবেন। নচেৎ কেবলমাত্র পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে যথোক্ত ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। আর ভ্রম-প্রমাদ-বিদূষিত গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে যে বিপরীত ফল হয়, তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

যথা ত্বং ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ মম প্রাণাধিকা পরা ।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং মে তথা জানীহি সুব্রতে ॥ ২০১ ॥
যথা নগেষু হিমবান্‌ তারকাসু যথা শশী ।
ভাস্বান্‌ তেজঃসু তন্ত্রেষু তন্ত্ররাজমিমং তথা ॥ ২০২ ॥
সর্ব্বধর্ম্মময়ং তন্ত্রং ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধনম্‌ ।
পঠিত্বা পাঠয়িত্বাপি ব্রহ্মজ্ঞানী ভবেন্নরঃ ॥ ২০৩ ॥
বিদ্যতে যস্য ভবনে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমম্‌ ।
ন তস্য বংশে দেবেশি পশুর্ভবতি কর্হিচিৎ ॥ ২০৪ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধোঽপি মূর্খঃ কর্ম্মজড়োঽপি বা ।
শৃণ্বন্নেতন্মহাতন্ত্রং কর্ম্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২০৫ ॥

যথেত্যাদি। তেজঃসু তেজস্বিষু ॥ ২০২ ॥ ২০৩ ॥

ছিল, তোমার প্রশ্ন অনুসারে তৎসমুদায় এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে প্রকাশ করিলাম।[২০০] সুব্রতে! তুমি যেমন আমার পরমপ্রাণাধিকা ব্রহ্মশক্তি, এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রও আমার সেইরূপ জানিবে।[২০১] যেমন পর্ব্বত সমুদায়ের মধ্যে হিমালয়, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র ও তেজঃপদার্থ মধ্যে মার্ত্তণ্ড শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে এই তন্ত্ররাজই শ্রেষ্ঠ।[২০২]

এই তন্ত্র সর্ব্বধর্ম্মময় ও ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র সাধন। যিনি ইহা পাঠ করিবেন বা পাঠ করাইবেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেন।[২০৩] দেবেশি! সমুদায় তন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই তন্ত্র যাঁহার গৃহে রক্ষিত হইবে, তাঁহার বংশে কেহ কখনও পশু (অজ্ঞান) হইবে না (৩৯৯)।[২০৪] যে ব্যক্তি অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ, মূর্খ ও কর্ম্মজড়, সে ব্যক্তিও যদি এই মহানির্ব্বাণ নামক মহাতন্ত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে।[২০৫] পরমেশ্বরি! এই মহাতন্ত্র পঠন, শ্রবণ,

---

(৩৯৯)—টীকা টিপ্পনী ও অবিকল বিশুদ্ধ অনুবাদ সহিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র একখানি গৃহে রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য, কারণ টীকা টিপ্পনী ব্যতিরেকে সকলে ইহার সম্যক্‌ মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিবেন না; এবং মর্ম্মগ্রহ না হইলে কিরূপে অজ্ঞান দূর হইবে!

এতত্তন্ত্রস্য পঠনং শ্রবণং পূজনং তথা।
বন্দনং পরমেশানি নৃণাং কৈবল্যদায়কম্ ॥ ২০৬ ॥
উক্তং বহুবিধং তন্ত্রম্ একৈকাখ্যানসংযুতম্।
সর্ব্বধর্ম্মান্বিতং তন্ত্রং নাতঃপরতরং ক্বচিৎ ॥ ২০৭ ॥
পাতালচক্রং ভূচক্র-জ্যোতিশ্চক্রসমন্বিতম্।
পরার্দ্ধমস্য যো বেত্তি স সর্ব্বজ্ঞো ন সংশয়ঃ ॥ ২০৮ ॥
পরার্দ্ধসহিতং গ্রন্থম্ এনং জ্ঞানন্নরো ভবেৎ।
ত্রিকালবার্ত্তাং ত্রৈলোক্য-বৃত্তান্তং কথিতুং ক্ষমঃ ॥ ২০৯ ॥

বিস্ততে ইত্যাদি ॥ ২০৪ ॥ ২০৫ ॥ ২০৬ ॥ ২০৭ ॥ ২০৮ ॥
পরার্দ্ধেত্যাদি ॥ ২০৯ ॥

পূজন বা বন্দন করিলে মনুষ্যের কৈবল্য লাভ হয়।[২০৬] প্রিয়ে! আমি এক এক আখ্যান সমেত বহুবিধ তন্ত্র বলিয়াছি, পরন্ত যাহাতে সর্ব্বধর্ম্ম নির্ণীত হইয়াছে, তাদৃশ তন্ত্র ইহা ভিন্ন আর কোথাও নাই।[২০৭]

এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে পাতালচক্র ভূচক্র ও জ্যোতিশ্চক্র আছে, যিনি (পূর্ব্বার্দ্ধ পাঠ করিয়া) সেই উত্তরার্দ্ধ জ্ঞাত হয়েন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।[২০৮] যিনি পরার্দ্ধ সহিত এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ জ্ঞাত থাকেন, তিনি ত্রিকাল-বার্ত্তা ও ত্রৈলোক্য-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন (৪০০)।[২০৯]

---

(৪০০)—পরমারাধ্য চরণযুগল-শ্রীশ্রীগুরুদেব নিরতিশয় অধ্যবসায় সহকারে নানাস্থানে এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের উত্তরার্দ্ধের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। পরন্ত যদিও কোন কোন মহাত্মার নিকট উক্ত উত্তরার্দ্ধের অস্তিত্ব বিষয়ে বাক্যপ্রমাণ পাইয়াছিলেন, তথাপি কাহারও নিকট তাহার প্রত্যক্ষ অস্তিত্বপ্রমাণ না পাইয়া উত্তরার্দ্ধের প্রকৃত অস্তিত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়াছিলেন। আমরাও এই তন্ত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়া এই উত্তরার্দ্ধের জন্য বহু অনুসন্ধান করিয়াছি; এবং এই নিমিত্ত সাধ্যমত মুদ্রাও ব্যয়িত হইয়াছে। যাহা হউক আমরা এই পরিশ্রমের ফলে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের উত্তরার্দ্ধের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু অসমর্থতা হেতু উপযুক্ত ব্যয়ে এখনও তাহা হস্তগত করিতে পারি নাই। যাহাতে ইহা শীঘ্রই হস্তগত

সন্তি তন্ত্রাণি বহুধা শাস্ত্রাণি বিবিধান্যপি।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২১০ ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং কিং ব্রবীমি তে।
বিদিত্বৈতন্মহাতন্ত্রং ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১১ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বতন্ত্রোত্তমোত্তমে সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সারে
শ্রীমদাদ্যাসদাশিবসংবাদে পূর্ব্বকাণ্ডে শিবলিঙ্গস্থাপন-
চতুর্ব্বিধাবধূতবিবরণকথনং নাম
চতুর্দ্দশোল্লাসঃ।

সমাপ্তোঽয়ং পূর্ব্বকাণ্ডঃ।

সন্তীত্যাদি ॥ ২১০ ॥ ২১১ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ব্বাণতন্ত্রটীকায়াং চতুর্দ্দশোল্লাসঃ।

দেবি! অনেক প্রকার তন্ত্র আছে, বহুবিধ শাস্ত্রও আছে, পরন্তু কোন শাস্ত্র বা কোন তন্ত্র, এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ষোড়শ অংশের একাংশেরও সমকক্ষ হইতে পারে না।২১০ প্রিয়ে! আমি এই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মাহাত্ম্য তোমার নিকট আর অধিক কি বর্ণন করিব, এই মহাতন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।২১১

শিবলিঙ্গস্থাপন চতুর্ব্বিধ-অবধূত-বিবরণ প্রভৃতি কথন নামক
চতুর্দ্দশ উল্লাস সমাপ্ত।

হয়, এজন্য আমরা বিশেষরূপে চেষ্টিত আছি। এবং শীঘ্রই যে সফলকাম হইব, এবিষয়ে বিশেষ প্রত্যাশা করি। এবং আরও প্রত্যাশা করি, ঐ উত্তরার্দ্ধ লইয়া অবিলম্বে গ্রাহকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইব।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

উপদেশ-লহরী

——:০:——

পুস্তকং বীক্ষ্য যো মূঢ়ো ন লব্ধো গুরু বক্তৃতঃ।
কুর্য্যাল্লোভবশেনৈব সোঽপি নশ্যতি নিশ্চিতঃ ॥ ১ ॥
তস্য কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি নরকায় ভবন্তি হি।
যোগিনীনাং ভবেদ্‌ভক্ষ্যো নারকী ব্রহ্মঘাতকঃ ॥ ২ ॥
তস্মাজ্‌জ্ঞাত্বা গুরোর্বক্ত্রাৎ সাধনে যত্নমাচরেৎ।
সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥
চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাং।
ন মানুষ্যং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে ॥ ৪ ॥
তত্র জন্মসহস্রেষু জন্মৈকমপি ভাগ্যতঃ।
কদাচিল্লভ্যতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥ ৫ ॥
সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভং।
যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপরতোঽত্র কঃ ॥ ৬ ॥
অদ্যৈব যদি নাত্মানং অহিতেভ্যো নিবারয়েৎ।
কোঽন্যো হিতকরস্তস্মাদাত্মানং তারয়িষ্যতি ॥ ৭ ॥
ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং দেশং ব্যাধিস্থঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৮ ॥
যাবত্তিষ্ঠতি দেহোঽয়ং তাবত্তত্ত্বং সমভ্যসেৎ।
সন্দীপ্তে ভবনে কো বা কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ৯ ॥
যাবন্নাশ্রয়তে দুঃখং যাবন্নায়ান্তি চাপদঃ।
যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং তাবচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ১০ ॥
শতঞ্জীবিতমিত্যল্পং নিদ্রা স্যাদর্দ্ধহারিণী।
বাল্যরোগজরাদুঃখৈরর্দ্ধং তদপি নিষ্ফলং ॥ ১১ ॥
প্রারব্ধব্যে নিরুদ্যোগো জাগর্ত্তব্যে প্রসুপ্তকঃ।
বিশ্বস্তব্যে ভয়স্থানে হা নরঃ কেন হন্যতে ॥ ১২ ॥
শ্বঃ কার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকং।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাপ্যথবাকৃতং ॥ ১৩ ॥